পদ্মপুরাণম্

স্বর্গখণ্ডম্

বঙ্গানুবাদসমেতম্

মন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-

সম্পাদিতম্।

দ্বিতীয় সংস্করণম্।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট "বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩২২ সাল।

প্রকাশকের নিবেদন।

প্রথম সংস্করণ পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইতি

প্রকাশক।
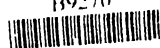
ভূমিকা।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে পদ্মপুরাণই সকল রকমে সর্ব্বোত্তম। অষ্টাদশ মহাপুরাণ-রচয়িতা শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনস্থলে বলিয়াছেন,—"তত্র পাদ্মং পরং মহৎ" সেই পুরাণ সকলের মধ্যে পদ্ম-পুরাণই পরম মহৎ। অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে। সাত্ত্বিকানি পুরাণানি", "সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তাঃ," অর্থাৎ—গরুড়পুরাণ, বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, এই সকল সাত্ত্বিক পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণ সকল মোক্ষপ্রদ। আবার পুরাণরূপী ভগবানের রূপ বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—"হৃদয়ং পদ্মসংজ্ঞিতম্।"—পদ্মপুরাণই সেই ভগবানের হৃদয়; ভগবানের হৃদয় জানিতে হইলে পদ্মপুরাণই পড়িতে হয়।

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন যে,—"সর্ব্বং পুরাণমাকর্ণ্য যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎ সর্ব্বং সমবাপ্নোতি শ্রুত্বা পাদ্মমহো দ্বিজাঃ॥ সমগ্রং পাদ্মমাকর্ণ্য যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ। আদি-স্বর্গমিমং শ্রুত্বা তৎ ফলং লভতে নরঃ॥" অর্থাৎ—পদ্মপুরাণ পাঠে অষ্টাদশ মহাপুরাণ পাঠের ফল হয়। আর স্বর্গখণ্ড পাঠে সমগ্র পদ্মপুরাণ পাঠের ফল লাভ করা যায়। অতএব স্বর্গখণ্ড হিন্দুর পরম আদরের ধন। হিন্দু জাতির ধর্ম্মবিপ্লব জনিত এই চরম দুর্দ্দিনে এই স্বর্গখণ্ড পাঠ করিলে স্বর্গীয়ামৃত পান-পিপাসা মিটিবে। হিন্দু এই স্বর্গখণ্ড পাঠে উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার দেখিতে পাইবেন। স্বদেশহিতৈষী আর্য্য-সন্তান স্বদেশ-হিতসাধনের পরমোপকরণ এই স্বর্গখণ্ড পাঠে প্রাপ্ত হইবেন।

স্বধর্ম্ম পালনে ঔদাস্য করিয়া হিন্দু সমাজ এক্ষণে এমন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন অনেকেই সুদীর্ঘ উপাখ্যান মনোযোগ সহকারে পাঠ বা শ্রবণপূর্ব্বক অন্তঃকরণে আদ্যন্ত ধারণ করিতে বা তৎসঙ্গে গূঢ় উপদিষ্ট দুরূহ তত্ত্ব সকল সম্যক্ বুঝিয়া লইতে অক্ষম। স্বর্গখণ্ড তাঁহাদের পরমানন্দপ্রদ গ্রন্থ। এমন সরল অথচ সারগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান আর কোনও পুরাণে দৃষ্ট হয় না। কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ ঘটনা এই স্বর্গখণ্ডে আছে। জ্ঞানী, কর্ম্মী, বিদ্বান মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সকলেই এ গ্রন্থ পাঠে অপার আনন্দ অনুভব করিবেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এ গ্রন্থ পাঠে ঘুচিবে; সকলেই আপন আপন অবলম্বনীয় পথ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। কাব্যোপকরণান্বেষী কবি, থিয়েটার বা যাত্রা-দলের অধ্যক্ষ ও ধর্ম্মপ্রচারক কথক প্রভৃতি সকলেই এই স্বর্গখণ্ড পাঠে প্রভূত উপকার লাভ করিবেন। কলিকালে বিপুল বৈভব ও প্রভূত উপকরণ-সাধ্য যজ্ঞ করণে অসমর্থ শক্তিহীন দীন মানবগণের যজ্ঞফলতুল্য ফললাভের অনায়াসসাধ্য উপায় এই স্বর্গখণ্ডেই বিশদরূপে বর্ণিত। বৈষ্ণব-সাধনার বিধি-ব্যবস্থা এই স্বর্গখণ্ডে সবিস্তর বিবৃত আছে।

শাস্ত্রের গভীরতত্ত্বদর্শী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী এই মহা সন্দর্ভের অনুবাদক। সানুবাদ স্বর্গখণ্ড পাঠে পাঠকগণের ধর্ম্মবিষয়ে উপকার হইলে পরম আনন্দিত হইব। ইতি—

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত

পদ্মপুরাণম্

স্বর্গখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভাঃ।
হিমবদ্বাসিনঃ সর্ব্বে মুনয়ো বেদপারগাঃ॥ ১
ত্রিকালজ্ঞা মহাত্মানো নানাপুণ্যাশ্রমাশ্রয়াঃ।
মহেন্দ্রাদ্রিরতা যে চ যে চ বিন্ধ্যনিবাসিনঃ॥ ২
যেঽর্ব্বুদারণ্যনিরতাঃ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ।
জম্বুমার্গরতা যে চ কুরুক্ষেত্রনিবাসিনঃ॥ ৩
এতে চান্যে চ বহবঃ সশিষ্যা মুনয়োঽমলাঃ।
নৈমিষং সমুপায়তাঃ শৌনকং দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ॥ ৪
তং পূজয়িত্বা বিধিবত্তেন তে চ সুপূজিতাঃ।
আসনেষু বিচিত্রেষু বৃষ্যাদিষু যথাক্রমম্॥ ৫
শৌনকেন প্রদত্তেষু আসীনাস্তে তপোধনাঃ।
কৃষ্ণাশ্রিতাঃ কথাঃ পুণ্যাঃ পরস্পরমথাব্রুবন্॥
কথান্তেষু ততস্তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
আজগাম মহাতেজাঃ সূতস্তত্র মহাদ্যুতিঃ॥ ৭
ব্যাসশিষ্যঃ পুরাণজ্ঞো রোমহর্ষণসংজ্ঞকঃ।
তান্ প্রণম্য যথান্যায়ং স তৈশ্চৈবাভিপূজিতঃ
উপবিষ্টং যথাযোগ্যং শৌনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
ব্যাসশিষ্যং সুখাসীনং তং বৈ রোমহর্ষণম্॥
তং পপ্রচ্ছুর্মহাভাগাঃ শৌনকাদ্যাস্তপোধনাঃ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

পৌরাণিক মহাবুদ্ধে রোমহর্ষণ সুব্রত।

প্রথম অধ্যায়।

একদা হিমাচলবাসী জলদগ্নিকল্প বেদপারগ ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা মুনিগণ এবং মহেন্দ্রাচল, বিন্ধ্যশৈল, অর্ব্বুদারণ্য, পুষ্করারণ্য, জম্বুমার্গ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানাপুণ্যাশ্রমবাসী অমলাত্মা মুনিগণ শৌনক ঋষির দর্শনাভিলাষে সোৎসুকচিত্তে শিষ্যগণ সহ নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলেন। তাঁহারা শৌনক ঋষির যথাযোগ্য পূজা করিলে শৌনকও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া বৃষী প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন। তপোধন মুনিগণ সেই সকল আসনে আসীন হইয়া পরস্পর কৃষ্ণবিষয়ক পবিত্র কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেই ভাবিতাত্মা মুনিগণের কথাবসরে মহাদ্যুতি মহাতেজা সূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসশিষ্য পুরাণজ্ঞ রোমহর্ষণ নামক সেই সূত সেই মুনিগণকে যথাযোগ্য প্রণাম করিলেন এবং সেই মুনিগণ কর্তৃক যোগ্যরূপে সৎকৃত হইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে শৌনকাদি মহাভাগ তপোধন মহর্ষিগণ সেই ব্যাসশিষ্য রোমহ

সূতঃ শ্রুতা মহাপুণ্যাঃ পুরা পৌরাণিকীঃ কথাঃ
সাম্প্রতঞ্চ প্রবৃত্তাঃ স্ম কথায়াং সঙ্গণা হরেঃ।
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে
পুনঃ পুরাণমাচক্ষ্ব হরিবার্ত্তাসমন্বিতম্।
হরেরন্যকথা সূত শ্মশানসদৃশী স্মৃতা ॥ ১৩
হরিস্তীর্থস্বরূপেণ স্বয়ং তিষ্ঠতি তচ্ছ্রুতম্।
তীর্থানাং পুণ্যদাতৄণাং নামানি কিল কীর্ত্তয় ॥
কুত এতৎ সমুৎপন্নং কেন বা পরিপাল্যতে।
কস্মিন লয়ং সমভ্যেতি জগদেতচ্চরাচরম্ ॥১৫
ক্ষেত্রাণি কানি পুণ্যানি কে চ পূজ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
নদ্যশ্চ কাঃ পরাঃ পুণ্যা নৃণাং পাপহরাঃ শুভাঃ
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ কথয়স্ব যথাক্রমম্ ॥ ১৭
সূত উবাচ।
অদ্য স্বর্গমহং তাবৎ কথয়ামি দ্বিজোত্তমাঃ।
জ্ঞায়তে যেন ভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১৮
সৃষ্টেষু প্রলয়াদূর্দ্ধং নাসীৎ কিঞ্চিদ্দ্বিজোত্তমাঃ
ব্রহ্মসংজ্ঞমভূদেকং জ্যোতিরবৈ সর্ব্বকারকম্ ॥১৯
নিত্যং নিরঞ্জনং শান্তং নির্গুণং নিত্যনির্ম্মলম্
আনন্দস্য পুরং স্বচ্ছং যৎ কাঙ্ক্ষন্তি মুমুক্ষবঃ ॥
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানরূপত্বাদনন্তমজমব্যয়ম্।
অবিনাশি সদাস্বচ্ছমচ্যুতং ব্যাপকং মহৎ ॥২১
সর্গকালে তু সম্প্রাপ্তে জ্ঞাত্বা তং জ্ঞানরূপকম্
আত্মলীনং বিকারঞ্চ তৎ স্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ২২
তস্মাৎ প্রধানমুদ্ভূতং ততশ্চাপি মহানভূৎ ॥২৩
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্ ॥ ২৪
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত ॥ ২৫
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ ॥ ২৬

সূতকে প্রশ্ন করিলেন। ১—১০। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সুব্রত মহাবুদ্ধে পৌরাণিক রোমহর্ষণ! আমরা পূর্ব্বে তোমার নিকট মহাপুণ্যা পৌরাণিকী কথা শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমাদের অবকাশ আছে, এ নিমিত্ত হরিকথা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। মানবগণের তাহাই পরম ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা অধোক্ষজ হরির প্রতি ভক্তি জন্মে। অতএব তুমি পুনরায় হরিবার্ত্তাসমন্বিত পুরাণ কীর্ত্তন কর। হে সূত! হরিকথা ব্যতীত অন্যকথা শ্মশান সদৃশ। হরিই স্বয়ং তীর্থরূপে অবস্থান করেন; ইহা আমরা শুনিয়াছি। তুমি পুণ্যপ্রদ তীর্থ সকলের নাম কীর্ত্তন কর। এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? কাহা দ্বারা পরিপালিত হয়? কোথায়ই বা লয় প্রাপ্ত হয়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্র পুণ্যজনক? কোন্ কোন্ পর্ব্বত পূজ্য? কোন্ কোন্ নদী মানবগণের শুভ পুণ্যপ্রদ এবং পাপনাশক? হে মহাভাগ! এই সকল বৃত্তান্ত যথাক্রমে কীর্ত্তন কর। ১১—১৭। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি অদ্য স্বর্গ (স্বর্গখণ্ড) বলিব; যাহা দ্বারা সনাতন পরমাত্মা ভগবানকে জানিতে পারা যায়। হে দ্বিজোত্তমগণ! সৃষ্টি-প্রলয়ের পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; পরে ব্রহ্ম নামক সর্ব্বকারক এক জ্যোতি হইল। উহা নিত্য, নিরঞ্জন, শান্ত, নির্গুণ, নিত্যনির্ম্মল, আনন্দনিকেতন, স্বচ্ছ, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অজ, অব্যয়, অবিনাশী, সদাস্বচ্ছ, অচ্যুত, ব্যাপক ও মহৎ। মুমুক্ষুগণ উহাই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম নিজকে নিজে জ্ঞানস্বরূপ এবং বিকারগর্ভ জানিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রধান (প্রকৃতি) উদ্ভূত হইলেন। তাহা হইতে মহান্ (মহত্তত্ত্ব) হইল। সেই মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক, রাজস, তামস এই তিন প্রকার। উহা প্রধান তত্ত্বের দ্বারা ত্বক্ দ্বারা বীজের ন্যায় আবৃত। মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি—তামস, এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব যেমন প্রধান দ্বারা আবৃত, তদ্রূপ অহঙ্কারতত্ত্বও মহত্তত্ত্ব দ্বারা

ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দং তন্মাত্রকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্ ॥ ২৭
শব্দমাত্রং তথাকাশং স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ ॥২৮
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥২৯
ততো বায়ুর্বিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥৩০
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ ॥
সম্ভবন্তি ততোহম্ভাংসি রসমাত্রাণি তানি তু।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥৩২
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
তস্মাজ্জাতা মহী চেয়ং সর্ব্বভূতগুণাধিকা ॥ ৩৩
সঙ্ঘাদ্যাতো যতস্তস্মাত্তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি বিশেষাঃ ক্রমশোহপরাঃ

ভূততন্মাত্রসর্গোহয়মহঙ্কারাত্তু তামসাৎ।
কীর্ত্তিতস্তু সমাসেন মুনিবর্য্যাস্তপোধনাঃ ॥৩৬
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনশ্চাত্র কীর্ত্তিতং তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥৩৭
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাত্র পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
তানি বক্ষ্যামি তেষাঞ্চ কর্ম্মাণি কুলপাবনাঃ ॥
শ্রবণং ত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি পঞ্চ বৈ ॥ ৩৯
পায়ূপস্থং হস্তপাদৌ কীর্ত্তিতা বাক্ চ পঞ্চমী।
বিসর্গানন্দসিদ্ধিশ্চ গত্যুক্তী কর্ম্ম তৎস্মৃতম্ ॥৪০
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈর্বিপ্রাঃ সংযুক্তা উত্তরোত্তরৈঃ ॥
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগত্য কৃৎস্নশঃ ॥৪২
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরমথাশ্রয়াৎ।
একসঙ্ঘাতলক্ষ্যাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ ॥৪৩

আবৃত। উক্ত ভূতাদি অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্র উৎপাদন করিল; উহা হইতে শব্দগুণ আকাশ উৎপন্ন হইল। উক্ত শব্দ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্র জন্মিল, উহা হইতে স্পর্শগুণ বলবান্ বায়ু উদ্ভূত হইল। উক্ত শব্দ তন্মাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রকে আবরণ করিল। অনন্তর বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ-তন্মাত্র উৎপাদন করিল। উহা হইতে রূপগুণ জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল। স্পর্শ-তন্মাত্র বায়ু উক্ত রূপতন্মাত্রকে আবরণ করিল। উক্ত জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্র সৃষ্টি করিল। উহা হইতে রসগুণ জল উৎপন্ন হইল। উক্ত রূপ-তন্মাত্র রসতন্মাত্রকে আবৃত করিল। উক্ত জল বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিল। উহা হইতে সর্ব্বভূতাপেক্ষা অধিকগুণবিশিষ্টা এই পৃথিবী জন্মিল। সঙ্ঘবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহার গুণ গন্ধ। সেই সেই ভূতে (সূক্ষ্মরূপে) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে, এ নিমিত্ত তন্মাত্র নাম হইল। তন্মাত্র সকল অবিশেষ; উহা হইতে উৎপন্ন বিশেষ সকল পরে বলিতেছি। হে তপোধন মুনিবর্য্যগণ! তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ভূততন্মাত্র-সর্গ সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল।১৮—৩৬। তৈজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, এবং বৈকারিক অহঙ্কার হইতে (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ) ইন্দ্রাদি দশ দেবতা (উভয়াত্মক) মন উৎপন্ন হইল। ইহা তত্ত্বজ্ঞগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে কুল-পাবনগণ! (এক্ষণে) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের কর্ম্ম বলি-তেছি। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পাঁচটী দ্বারা শব্দাদি (পঞ্চ বিষয়ের) জ্ঞান সিদ্ধ হয়। পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ, বাক্য, এই পাঁচটী দ্বারা বিসর্গ (মলত্যাগ), আনন্দ, সিদ্ধি (আদান), গতি, উক্তি—এই পাঁচ কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ইহারা, উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণে সংযুক্ত। বিভিন্নগুণযুক্ত ও পৃথক্ ভাবে অবস্থিত উক্ত ভূতসকল পরস্পর মিলিত না হইয়া কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না। পরে পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিত

পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তাদণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥৪৪
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবচ্চসম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাপ্রাজ্ঞা বৃদ্ধং তদুদকেশয়ম্
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্ ॥৪৬
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৭
স্বেদজাণ্ডমভূত্তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাভূন্মহদাত্মনঃ ॥ ৪৮
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥৪৯
অনাদিনিধনস্যৈব বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুত্থিতম্।
যৎ পদ্মং তদ্ধৈমমণ্ডমভূদ্ধৃষীকেশবেচ্ছয়া ॥ ৫০
রজোগুণধরো দেবঃ স্বয়মেব হরিঃ পরঃ।
ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় জগৎ স্রষ্টুং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫১
সৃষ্টিঞ্চ যাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা।
নারসিংহাদিরূপেণ রুদ্ররূপেণ সংহরেৎ ॥ ৫২
স ব্রহ্মরূপং বিসৃজন্মহাত্মা
জগৎসমস্তং পরিপাতুমিচ্ছন্।
রামাদিরূপং স তু গৃহ্য পাতি
বভূব রুদ্রো জগদেতদত্তুম্ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-
বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
নদীনাং পর্ব্বতানাঞ্চ নামধেয়ানি সর্ব্বশঃ।
তথা জনপদানাঞ্চ যে চান্যে ভূমিমাশ্রিতাঃ ॥ ১
প্রমাণঞ্চ প্রমাণজ্ঞ পৃথিব্যাঃ কিল সর্ব্বতঃ।
নিখিলেন সমাচক্ষ কাননানি চ সত্তম ॥ ২
সূত উবাচ।
পঞ্চেমানি মহাপ্রাজ্ঞা মহাভূতানি সংগ্রহাৎ।

ভাবে ক্রমে মিলিত হইয়া একীভূত হইল; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও রহিল। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ ও প্রধানের অনুগ্রহে উক্ত মহদাদি (অবিশেষ সূক্ষ্ম ভূত) বিশেষ (স্থুল ভূত) দ্বারা একটী অণ্ড উৎপাদন করিল। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! উক্ত অণ্ড ক্রমে ঐ সকল ভূত হইতে বৃদ্ধি লাভ করত জলবুদ্বুদবৎ জলে ভাসিতে লাগিল। উক্ত অণ্ডই প্রাকৃত ব্রহ্মরূপধারী বিষ্ণুর অনুত্তম স্থান। অব্যক্ত স্বরূপ বিশ্বেশ্বর প্রভু সেই বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা রূপে উহাতে অবস্থিত হইলেন। উক্ত মহাত্মা হইতে স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, মহীধর, গর্ভোদক, সমুদ্র, এই সকল উৎপন্ন হইল। উক্ত অণ্ডমধ্যে অদ্রি, দ্বীপ, সমুদ্র, জ্যোতিঃ, দেবতা, অসুর, ও মানুষাদি সহিত সমস্ত লোক উদ্ভূত হইল। শ্রীকেশবের ইচ্ছায় অনাদি-নিধন বিষ্ণুর নাভি হইতে যে একটী পদ্ম জন্মিল, উহাই একটী স্বর্ণ-অণ্ডস্বরূপ। উহাতে পরম দেব হরি স্বয়ংই ব্রহ্মা রূপে অবস্থান করত জগৎ-সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এই জগৎ (কল্পিত) যুগে যুগে সৃষ্টি করেন এবং কল্পে কল্পে নরসিংহাদি রূপে বা রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মা রূপে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করত পালনেচ্ছায় রামাদিরূপ ধারণপূর্ব্বক পালন করেন এবং সংহার কামনায় রুদ্ররূপ হইয়া থাকেন। ৩৭—৫৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সত্তম! পৃথিবীতে স্থিত নদী, পর্ব্বত ও জনপদ সকলের নাম এবং হে প্রমাণজ্ঞ! সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত পরিমাণ এই সকল বিষয় আমাদের নিকটে সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞগণ। পণ্ডিতেরা বলেন যে, উক্ত পঞ্চ ভূতই সমভাবে এই

জগতীস্থানি সর্ব্বাণি সাম্যাস্ত্বাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩
ভূমিরাপস্তথা বায়ুরগ্নিরাকাশমেব চ।
গুণোত্তরাণি সর্ব্বাণি তেষাং ভূমিপ্রধানতঃ ॥৪
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
ভূমেরেতে গুণাঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ
চত্বারোঽপ্সু গুণা বিপ্রা গন্ধস্তত্র ন বিদ্যতে
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ তেজসোঽথ গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৬
শব্দঃ স্পর্শশ্চ বায়োস্তু আকাশে শব্দ এব চ ॥
এতে পঞ্চ গুণা বিপ্রা মহাভূতেষু পঞ্চসু।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বলোকেষু যেষু ভূতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৮
অন্যোন্যেনাতিবর্ত্তন্তে সাম্যং ভবতি বৈ তদা
যদা তু বিষমীভাবমাবিশন্তি পরস্পরম্।
তদা দেহৈর্দেহবন্তো ব্যতিহারোঽস্তি নান্যথা
আনুপূর্ব্ব্যা বিনশ্যন্তি জায়ন্তে চানুপূর্ব্বশঃ।
সর্ব্বাণ্যপরিমেয়াণি তদেষাং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১০
যত্র যত্র হি দৃশ্যন্তে ধাবন্তি পাঞ্চভৌতিকাঃ।
তেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥১১
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ
সুদর্শনং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপং তু মুনিপুঙ্গবাঃ।
পরিমণ্ডলো মহাভাগা দ্বীপোঽসৌ চক্রসংস্থিতঃ
নদীজলপরিচ্ছন্নঃ পর্ব্বতৈশ্চাব্দসন্নিভৈঃ।
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈ রম্যৈর্জনপদৈস্তথা ॥ ১৪
বৃক্ষৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সম্পন্নো ধনধান্যবান্
লবণেন সমুদ্রেণ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ১৫
যথা হি পুরুষঃ পশ্যেদাদর্শে মুখমাত্মনঃ।
এবং সুদর্শনো দ্বীপো দৃশ্যতে চক্রমণ্ডলঃ ॥ ১
দ্বিরংশে পিপ্পলস্তস্য দ্বিরংশে চ শশো মহান্।
সর্ব্বৌষধিং সমাদায় সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৭
আপস্ততোঽন্যা বিজ্ঞেয়াঃ শেষঃ সংক্ষেপ
উচ্যতে ॥১৮

ঋষয় উচুঃ।

উক্তো যস্য চ সংক্ষেপো বুদ্ধিমন্ বিধিবত্ত্বয়া।
তত্ত্বজ্ঞশ্চাসি সর্ব্বস্য বিস্তরং সূত নো বদ ॥ ১৯

জগতের সর্ব্ব বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,—ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী গুণে অধিক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী ভূমির গুণ, ইহা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! গন্ধ ব্যতীত অন্য চারিটী জলের গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটী তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুর গুণ; আর শব্দ, এই একটী আকাশের গুণ। হে বিপ্রগণ! পঞ্চ মহাভূতে স্থিত এই পাঁচটী গুণই সর্ব্বলোকে বর্ত্তমান। এই পঞ্চ গুণেই সমস্ত প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন এই সকল গুণ পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে না, তখন উহাদিগের সাম্য ভাব বলা যায়; কিন্তু যখন ইহারা অন্যোন্যে বিষম ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন দেহীদিগেরও ব্যতিক্রম হয়। তাহারা আনুপূর্ব্বীক্রমে বিনষ্ট হয়, এবং জন্মিয়া থাকে। উক্ত পঞ্চভূত প্রত্যেকটীই অপরিমেয়; অতএব উহারাই ঈশ্বরের রূপ। যেখানে যেখানেই দেখ, সর্ব্বত্রই পাঞ্চভৌতিক পদার্থনিচয় (ইতস্ততঃ) ধাবিত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। মানবগণ তর্ক দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া থাকে। যাহা অচিন্ত্য সে বিষয়ের তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবে না। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এক্ষণে সুদর্শন দ্বীপের বিষয় বলিতেছি। হে মহাভাগগণ! উক্ত দ্বীপ চক্রবৎ মণ্ডলাকারে অবস্থিত। উহা নদী, জল, সুবৃহৎ পর্ব্বত, নানাবিধ পুর, রম্য জনপদ, পুষ্প ফলোপেত বৃক্ষ ও ধন-ধান্যাদি-সমন্বিত, চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। মানব যেমন আদর্শে নিজ মুখ দর্শন করে, তদ্রূপ এই সুদর্শন দ্বীপ চক্রমণ্ডলবৎ দৃষ্ট হয়। উহার দুই অংশে পিপ্পল এবং দুই অংশে মহান্ শশ বর্ত্তমান আছে। উক্ত শশ সর্ব্বৌষধি গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তদ্ভিন্ন অপর অংশ জল। এক্ষণে অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে বলিতেছি। ঋষিগণ বলিলেন,—হে বুদ্ধিমন্ সূত! তুমি সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ অতএব, যাহা যাহা সংক্ষেপে বলিলে, সেই

র্যাবান্ ভূম্যবকাশোঽয়ং দৃশ্যতে শশলক্ষণে।
তস্য প্রমাণং প্রব্রুহি ততো বক্ষ্যসি পিপ্পলম্॥
এবং তৈঃ কিল পৃষ্টঃ স সূতো বাক্যমথাব্রবীৎ

সূত উবাচ।

প্রাগায়তা মহাপ্রাজ্ঞাঃ ষড়েতে রত্নপর্ব্বতাঃ।
অবগাঢ়া হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ॥২২
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চ নগোত্তমঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্নিভঃ॥ ২৩
সর্ব্বধাতুপিনদ্ধশ্চ শৃঙ্গবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
এতে বৈ পর্ব্বতা বিপ্রাঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ॥
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো যোজনানি সহস্রশঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাস্তানি বর্ষাণি সত্তমাঃ॥ ২৫
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি সর্ব্বশঃ।
ইদন্তু ভারতং বর্ষং ততো হৈমবতং পরম্॥২৬
হেমকূটাৎ পরঞ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে।
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ চ॥ ২৭
প্রাগায়তো মহাভাগা মাল্যবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ॥২৮
পরিমণ্ডলস্তয়োর্ম্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ॥ ২৯
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিরুচ্ছ্রিতঃ।
অধস্তাচ্চতুরশীতির্যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ॥৩০
ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ চ লোকানাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তস্য পার্শ্বে ইমে দ্বীপাশ্চত্বারঃ সংস্থিতা দ্বিজাঃ॥
ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ সত্তমাঃ।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ৩২
বিহগঃ সুমুখো যস্তু সুপার্শ্বস্যাত্মজঃ কিল।
স বৈ বিচিন্তয়ামাস সৌবর্ণান্ প্রেক্ষ্য বায়সান্॥
মেরুরুত্তমমধ্যানামধমানাঞ্চ পক্ষিণাম্।
অবিশেষকরো যস্মাত্তস্মাদেনং ত্যজাম্যহম্॥
তমাদিত্যোঽনুপর্য্যেতি সততং জ্যোতিষাংবর
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো বায়ুশ্চৈব প্রদক্ষিণঃ॥ ৩৫
স পর্ব্বতো মহাপ্রাজ্ঞা দিব্যপুষ্পসমন্বিতঃ।
ভবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বৈর্জাম্বুনদময়ৈঃ শুভৈঃ॥ ৩৬

সকল বিষয়ই আমাদের নিকটে বিস্তাররূপে বল। শশ-লক্ষণে ভূমির যত অবকাশ দেখা যায়, তাহার প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন কর। পশ্চাৎ পিপ্পলের বিষয় বলিবে। সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া সূত প্রত্যুত্তর করিলেন। ১—২১। সূত বলিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ! এই ছয়টী রত্নপর্ব্বত পূর্ব্বায়ত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট। হিমবান, হেমকূট, নগোত্তম নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত, সর্ব্বধাতুমণ্ডিত শৃঙ্গবান্, এই কয়টী পর্ব্বত সিদ্ধচারণসেবিত। ইহাদের অন্তরবিষ্কম্ভ বহুসহস্র যোজন। হে সত্তমগণ! তন্মধ্যে পুণ্য জনপদ ও কতকগুলি বর্ষ আছে। এই সকলের সর্ব্বত্র নানাজাতি প্রাণী বাস করে। এইটী ভারতবর্ষ। ইহার পর হৈমবত বর্ষ। হেমকূটের পর হরিবর্ষ, এইরূপ কথিত আছে। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে এবং নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে পূর্ব্বদিকে আয়ত মাল্যবান্ নামে পর্ব্বত আছে। মাল্যবান্ পর্ব্বতের পর গন্ধমাদন পর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে মণ্ডলাকারে অবস্থিত মেরু নামে কনকপর্ব্বত আছে। উহা তরুণাদিত্যসন্নিভ, এবং বিধূম পাবকের ন্যায়। হে দ্বিজোত্তমগণ! উহা চতুরশীতিসহস্র যোজন উন্নত এবং উহার অধোভাগের পরিমাণ চতুরশীতি যোজন। এই পর্ব্বত ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্ ভাবে লোক সকল আবৃত করিয়া বর্ত্তমান আছে। হে দ্বিজগণ! সেই পর্ব্বতের পার্শ্বে পুণ্যজনসেবিত ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ ও উত্তর কুরু (হরিবর্ষ), এই চারিটী দ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুপার্শ্বের পুত্র সুমুখ নামে যে বিহগ ছিল, সে সুবর্ণ-বর্ণ বায়স সকল দেখিয়া চিন্তা করিল যে, এই মেরু উত্তম মধ্যম অধম এই তিন শ্রেণীর কিছুমাত্র ভেদ করে না, অতএব আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি। উক্ত মেরু পর্ব্বতকে জ্যোতিঃপদার্থনিচয়ের প্রধান আদিত্য, নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্রমা ও বায়ু নিয়ত প্রদক্ষিণ ভাবে পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! সেই পর্ব্বত

তত্র দেবগণা বিপ্রা গন্ধর্ব্বাসুররাক্ষসাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা॥
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তেহনেক-দক্ষিণৈঃ॥৩৮
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হাহা হুহুঃ।
অভিগম্যামরশ্রেষ্ঠং স্তবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ
সপ্তর্ষয়ো মহাত্মানঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
তত্র গচ্ছন্তি ভদ্রং বঃ সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি॥৪০
তস্যৈব মূর্দ্ধন্যুশনা কাব্যো দৈত্যৈর্মহীয়তে।
তস্য হৈমানি রত্নানি তস্যৈতে রত্নপর্ব্বতাঃ॥ ৪১
তস্মাৎ কুবেরো ভগবাংশ্চতুর্থং ভাগমশ্নুতে।
ততঃ কলাংশং বিত্তস্য মনুষ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥
পক্ষেতস্যান্তরে দিব্যং সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈশ্চিতম্।
কর্ণিকারবনং রম্যং শিলাজালসমুচ্ছ্রিতম্॥ ৪৩
তত্র সাক্ষাৎ পশুপতির্দিব্যভূতৈঃ সমাবৃতঃ।
উমাসহায়ো ভগবান্ রমতে ভূতভাবনঃ॥ ৪৪

কর্ণিকারময়ীং মালাং বিভ্রদাপাদলম্বিনীম্।
ত্রিভির্নেত্রৈঃ কৃতোদ্যোতস্ত্রিভিঃ সূর্য্যৈ-
রিবোদিতৈঃ॥ ৪৫
তমুগ্রতপসঃ সিদ্ধাঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
পশ্যন্তি ন হি দুর্বৃত্তৈঃ শক্যো দ্রষ্টুং মহেশ্বরঃ॥৪
তস্য শৈলস্য শিখরাৎ ক্ষীরধারা দ্বিজোত্তমাঃ।
বিশ্বরূপাৎ পরিমিতা ভীমনির্ঘাতনিস্বনা॥ ৪৭
পুণ্যাপুণ্যতমৈর্জুষ্টা গঙ্গা ভাগীরথী শুভা।
প্রবন্তীব প্রবেগেণ হ্রদে চন্দ্রমসঃ শুভে॥ ৪৮
তয়া হ্যুৎপাদিতঃ পুণ্যঃ স হ্রদঃ সাগরোপমঃ॥
তাং ধারয়ামাস তদা দুর্দ্ধরাং পর্ব্বতৈরপি।
শতং বর্ষসহস্রাণি শিরসৈব পিনাকধৃক্॥ ৫০
মেরোস্তু পশ্চিমে পার্শ্বে কেতুমালো দ্বিজো-
ত্তমাঃ।
জম্বুখণ্ডে তু তত্রৈব মহাজনপদো দ্বিজাঃ॥ ৫১
আয়ুর্দশসহস্রাণি বর্ষাণাং তত্র সত্তমাঃ।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসাং সমাঃ॥ ৫২

দিব্যপুষ্পসমন্বিত এবং স্বর্ণময় শুভ ভবননিচয়ে আবৃত। হে বিপ্রগণ! এই পর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস ও অপ্সরোগণ সহ মিলিত হইয়া নিয়ত ক্রীড়া করে। সেখানে ব্রহ্মা, রুদ্র, এবং সুরেশ্বর শক্র সমাগত হইয়া বহুদক্ষিণাসমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু (প্রভৃতি) তথায় আসিয়া অমরশ্রেষ্ঠকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়া থাকে। (হে ঋষিগণ!) আপনাদের মঙ্গল হউক। তথায় মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ এবং প্রজাপতি কশ্যপ পর্ব্বে পর্ব্বে সমাগত হইয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের মূর্দ্ধভাগে উশনা কাব্য দৈত্যগণ দ্বারা পূজিত হন। স্বর্ণ, রত্ন ও রত্নপর্ব্বত সকল তাঁহারই (অংশ জানিবে)। ভগবান্ কুবের ঐ পর্ব্বতের (রত্নাদির) চতুর্থভাগ ভোগ করেন এবং এই সকল ধনের ষোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে (ভোগার্থ) প্রদান করেন তন্মধ্যে সর্ব্বঋতুভব-কুসুমরাজি-রাজিত শিলাজালসমুচ্ছ্রিত দিব্য রম্য কর্ণিকার বন বর্ত্তমান আছে। সেখানে দিব্য ভূতগণে সমাবৃত উমা-সহায় ভূতভাবন ভগবান পশুপতি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনি আপাদলম্বিনী কর্ণিকারময়ী মালা [illegible] পূর্ব্বব উদিত সূর্য্যত্রয়ের ন্যায় নেত্রত্রয় দ্বারা আলোকিত করিয়া বিরাজ করেন। উগ্রতপাঃ সুব্রত সত্যবাদী সিদ্ধগণ তাঁহাকে দেখিতে পায়। দুর্বৃত্তগণ সেই মহেশ্বরকে দেখিতে সমর্থ হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই শৈলের শিখরদেশ হইতে বিশ্বরূপ-পরিমিতা ক্ষীরধারাসদৃশী ভীমনির্ঘাত-নিস্বনা পুণ্যজন-সেবিতা পুণ্যা শুভা ভাগীরথী গঙ্গা যেন লম্ফদান করিতে করিতে মহাবেগে চন্দ্রহ্রদে পতিত হইয়াছেন। তিনিই সেই সাগরোপম পুণ্য হ্রদ উৎপাদন করিয়াছেন। পর্ব্বত সকলও যাঁহাকে ধারণ করিতে অক্ষম, তাদৃশী সেই গঙ্গাকে পিনাকধৃক্ মস্তকে শতসহস্র ব[র্ষ] ধারণ করিয়াছিলেন। ২২—৫০। হে দ্বিজোত্তমগণ! মেরুপর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল বর্ষ। দ্বিজগণ! তদন্তর্গত জম্বুখণ্ডে মহান্ জনপদ আছে। হে সত্তমগণ! সেখা[নে]

অনাময়া বীতশোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিস্তপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৫৩
গন্ধমাদনশৃঙ্গেষু কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ ।
সংবৃতোঽপ্সরসাং সঙ্ঘৈর্মোদতে গুহ্যকাধিপঃ ॥
গন্ধমাদনপার্শ্বে তু পুরে দিব্যোপপাদুকাঃ
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণাং পরমায়ুষঃ ॥ ৫৫
তত্র কৃষ্ণা নরা বিপ্রাস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলপত্রাভাঃ সর্ব্বাঃ সুপ্রিয়দর্শনাঃ ॥৫৬
নীলোৎপলধরং শ্বেতং শ্বেতাদ্বৈরণ্মকং বরম্ ।
বর্ষমৈরাবতং বিপ্রা নানাজনপদাবৃতম্ ॥ ৫৭
ধনুষী দ্বে মহাভাগা দেবর্ষের্দক্ষিণোত্তরে ।
ইলাবৃতং মধ্যগন্তু পঞ্চ বর্ষাণি চৈব হি ॥ ৫৮
উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ ॥৫৯
আয়ুষ্প্রমাণমারোগ্যং ধর্ম্মতঃ কামতোঽর্থতঃ ।
সমন্বিতানি ভূতানি তেষু সর্ব্বেষু সত্তমাঃ ॥ ৬০
এবমেষা মহাভাগাঃ পর্ব্বতৈঃ পৃথিবী চিতা ॥ ৬১

হেমকূটস্তু সুমহান্ কৈলাসো নাম পর্ব্বতঃ ।
ক্ষেত্রে বৈশ্রবণো দেবো গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে ।
অস্যোত্তরেণ কৈলাসং মৈনাকং পর্ব্বতং প্রতি ।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥
তস্য পার্শ্বে মহদ্দিব্যং শুভ্রং কাঞ্চনবালুকম্ ।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ।
দৃষ্ট্বা ভাগীরথীং গঙ্গামুবাস বহুলাঃ সমাঃ ॥ ৬৪
যূপা মণিময়াস্তত্র ক্ষেত্রাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ ।
তত্রেষ্ট্বা তু গতঃ সিদ্ধিং সহস্রাক্ষো মহাযশাঃ ॥
স্রষ্টা ভূতপতির্যত্র সর্ব্বলোকৈঃ সনাতনঃ ।
উপাস্যতে তিগ্মতেজা যত্র ভূতৈঃ সমন্ততঃ ।
নরনারায়ণৌ ব্রহ্মা মনু স্থাণুশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৬৬
তত্র দিব্যা ত্রিপথগা প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা ।
ব্রহ্মলোকাদপাক্রান্তা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥ ৬
বটোদকা সা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী ।
জম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী ॥ ৬৮

(মানবগণের) আয়ু দশসহস্র বর্ষ। তথাকার নরগণ সুবর্ণবর্ণ; স্ত্রীগণ অপ্সরোগণতুল্য। তথায় মানবগণ তপ্তকনকপ্রভ, অনাময়, শোকরহিত এবং সতত প্রমুদিতচিত্ত হইয়া থাকে। গন্ধমাদনের শৃঙ্গদেশে গুহ্যকাধিপ কুবের রাক্ষসগণ সহ অপ্সরঃসঙ্ঘে সমাবৃত হইয়া সতত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! গন্ধমাদনের পার্শ্বে যে সকল পুর আছে, তাহাতে দিব্যভোগসমন্বিত একাদশসহস্র বর্ষ আয়ুঃসম্পন্ন কৃষ্ণকায় মানবগণ তেজোযুক্ত ও মহাবল; স্ত্রীসকল উৎপলপত্রাভ এবং সকলেই প্রিয়দর্শন। শ্বেতপর্ব্বত অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ, বহুলনীলোৎপল-বিরাজিত, প্রভূতহিরণ্য-সমন্বিত, শ্রেষ্ঠ, নানাজনপদাবৃত ঐরাবত নামে বর্ষ আছে। দেব-ঋষিনিলয়ের দক্ষিণোত্তরে দুই ধনুঃ-প্রমাণ মধ্যভাগবর্ত্তী ইলাবৃত বর্ষ। এই পাঁচটী বর্ষ কথিত হইল। এই সকল বর্ষের পর পরটী গুণে শ্রেষ্ঠ। হে সত্তমগণ! সেই সকল বর্ষে প্রাণিগণ যথাযোগ্য আয়ু, ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামে সমন্বিত। হে মহাভাগগণ! পৃথিবী এইরূপে পর্ব্বতনিচয়ে পরিব্যাপ্ত। সুমহান্ হেমকূট ও কৈলাস নামক পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে বৈশ্রবণ দেব গুহ্যকগণ সহ আনন্দানুভব করেন। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের নিকটে সুমহান্ মণিময় হিরণ্যশৃঙ্গ গিরি অবস্থিত। তাহার পার্শ্বে কাঞ্চনবালুকাসমন্বিত শুভ্র দিব্য রম্য বিন্দুসরঃ নামে সরোবর আছে। সেখানে রাজা ভগীরথ ভাগীরথী গঙ্গাকে দেখিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সেখানে যূপ সকল মণিময় ও ক্ষেত্র সকল হিরণ্ময়। মহাযশা সহস্রাক্ষ সেখানে যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ৫১—৬৫। এখানে সমন্ততঃ ভূতগণে পরিবারিত সনাতন তিগ্মতেজা ভূতপতি স্রষ্টা এবং নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু—ইঁহারা সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন। দিব্যা ত্রিপথগা, ব্রহ্মলোক হইতে পতিতা হইয়া সেখানেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন; পরে তিনি বটোদকা, নলিনী, পবিত্রকারিণী সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা, সিন্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্ত হন।

অচিন্ত্যা দিব্যসংজ্ঞা সা প্রভাবৈশ্চ সমন্বিতা।
উপাসতে যত্র সত্রং সহস্রযুগপর্য্যয়ে ॥ ৬৯
দৃশ্যাদৃশ্যা চ ভবতি তত্র তত্র সরস্বতী।
এতা দিব্যাঃ সপ্তগঙ্গাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ
রক্ষাংসি বৈ হিমবতি হেমকূটে চ গুহ্যকাঃ।
সর্পা নাগাশ্চ নিষধে গোকর্ণঞ্চ তপোবনম্।
দেবাসুরাণাং সর্ব্বেষাং শ্বেতঃ পর্ব্বত উচ্যতে
গন্ধর্ব্বা নিষধে নিত্যং নীলে ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
শৃঙ্গবাংস্তু মহাভাগা দেবানাং প্রতিসঞ্চরঃ ॥ ৭২
ইত্যেতানি মহাভাগাঃ সপ্ত বর্ষাণি ভাগশঃ।
ভূতান্যুপনিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ ॥৭৩
তেষামৃদ্ধির্বহুবিধা দৃশ্যতে দেবমানুষা।
অশক্যং পরিসংখ্যাতুং শ্রদ্ধেয়া-তু বুভূষতা ॥ ৭৪
যাস্তু পৃচ্ছথ মাং বিপ্রা দিব্যামেতাং শশাকৃতিম্
পার্শ্বে শশস্য দ্বে বর্ষে উক্তে যে দক্ষিণোত্তরে
কর্ণে তু নাগদ্বীপশ্চ কাশ্যপদ্বীপ এব চ ॥ ৭৬
কর্ণদ্বীপশিলো বিপ্রাঃ শ্রীমান্ মলয়পর্ব্বতঃ।
এতদ্দ্বিতীয়দ্বীপস্য দৃশ্যতে শশসংস্থিতম্ ॥ ৭৭

ঋষয় উচুঃ।

মেরোরথোত্তরং পশ্চাৎ পূর্ব্বমাচক্ষ্ব সূত নঃ।
নিখিলেন মহাবুদ্ধে মাল্যবন্তঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥ ৭৮

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু নীলস্য মেরোঃ পার্শ্বে তথোত্তরে
উত্তরাঃ কুরবো বিপ্রাঃ পুণ্যাঃ সিদ্ধনিষেবিতাঃ
তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যপুষ্পফলোপগাঃ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি রসবন্তি ফলানি চ ॥৮০
সর্ব্বকামফলাস্তত্র কেচিদ্‌বৃক্ষা দ্বিজোত্তমাঃ।
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥
যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং তত্র পঞ্চামৃতোপমম্।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেম্বাভরণানি চ ॥ ৮২
সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা
সর্ব্বর্ত্তুসুখসংস্পর্শা নির্ম্মলা চ তপোধনাঃ ॥ ৮৩

তিনি অচিন্ত্যা, দিব্যপদবাচ্যা ও বহুপ্রভাব-সমন্বিতা। ইঁহার তীরে যুগসহস্রান্তে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সরস্বতী স্থানে স্থানে দৃশ্যা ও অদৃশ্যা হইয়া থাকেন। এই দিব্য সপ্ত গঙ্গা তিন লোকে বিখ্যাতা। হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যকগণ, নিষধে সর্প ও নাগগণ বাস করে। দেবতা ও অসুরগণের তপোবন গোকর্ণ, বাসস্থান শ্বেত পর্ব্বত; এইরূপ কথিত আছে। নিষধে গন্ধর্ব্বগণ ও নীল পর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিত্য বাস করেন। হে মহাভাগগণ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত দেবতাদিগের বিহারস্থান। হে মহাভাগগণ! ভাগক্রমে এই সপ্ত বর্ষ এবং তত্রত্য চর অচর ভূতনিচয়ের উপনিবেশ সকল কথিত হইল। তাহাদের দেব-মানুষোচিত বহুবিধ সম্পদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বর্ণন করা অসম্ভব; তাদৃশসম্পদভিলাষী ব্যক্তি এ বিষয়ে শ্রদ্ধা করিবেন। হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমাকে দিব্য শশ-আকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা বলিলাম। দক্ষিণ ও উত্তর ভাগস্থ দুইটী বর্ষ ঐ শশের দুই পার্শ্ব, নাগদ্বীপ ও কাশ্যপদ্বীপ উহার দুই কর্ণ; শ্রীমান্ মলয় পর্ব্বত উক্ত কর্ণদ্বীপদ্বয়ের মধ্যভাগে মস্তকরূপে বর্ত্তমান। ইহার বিপরীত দিকে আর একটী দ্বীপ থাকায় সমুদায়টী একটী শশের আকারে দৃষ্ট হয়। ৬৬—৭৭। মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধি সূত! মেরুর উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিকটে কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—বিপ্রগণ। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে মেরুর উত্তর পার্শ্বে পুণ্য সিদ্ধ-নিষেবিত উত্তর কুরু অবস্থিত। সেখানে বৃক্ষ সকল মধুময় ফল প্রসব করে এবং নিত্যই পুষ্প-ফল-সমন্বিত থাকে। সেই সকল পুষ্প সুগন্ধি ও ফল রস-পূরিত। দ্বিজোত্তমগণ। সেখানে কোন কোন বৃক্ষ সর্ব্ব-কামফলপ্রদ, অপরগুলির নাম ক্ষীরী। উহারা সতত, পঞ্চামৃতোপম ক্ষীর ক্ষরণ করে। উহাদের ফলে বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রসূত হয়। তত্রত্য সকল ভূমি মণিময়ী, ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবালুকাসমন্বিত।

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সুপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৮৪
মিথুনানি চ জায়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ ।
তেষাং তে ক্ষীরিণাং ক্ষীরং পিবন্ত্যমৃতসন্নিভম্‌
মিথুনং জায়তে কালে সমন্তাচ্চ প্রবর্দ্ধতে ।
তুল্যরূপগুণোপেতং সমবেশং তথৈব চ ॥ ৮৬
একমেবানুরূপঞ্চ চক্রদ্বয়সমং দ্বিজাঃ ।
নিরাময়াশ্চ তে লোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।
জীবন্তি তে মহাভাগা ন চান্যোন্যং জহত্যুত ॥
নাম শকুনাস্তীক্ষ্ণতুণ্ডা মহা্বলাঃ ।
তান্ নির্হরন্তীহ মৃতান্ দরীষু প্রক্ষিপন্তি চ ॥ ৮৯
উত্তরাঃ কুরবো বিপ্রা ব্যাখ্যাতাস্তে সমাসতঃ
মেরোঃ পার্শ্বমহং পূর্ব্বং বক্ষ্যে অথ যথাতথম্‌ ॥
তস্য মূর্দ্ধাভিষেকস্তু ভদ্রাশ্বস্য তপোধনাঃ ।

তপোধনগণ ! এই স্থান সকল ঋতুতেই সুখ-সেব্য ও নির্ম্মল। দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া সেখানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা শুক্লবর্ণ ও শুদ্ধকর্ম্মা এবং সকলেই সুপ্রিয়দর্শন। তাহারা পরস্পর মিথুনভাবে বাস করে। তত্রত্য স্ত্রীগণ অপ্সরোগণে-পম। তাহারা সে ক্ষীরী বৃক্ষের অমৃততুল্য ক্ষীর পান করে। কা‍লক্রমে তাহাদের মিথুনরূপে সন্তান জন্মে এবং অতি সত্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ এই মিথুন রূপ গুণ ও বেশে পরস্পর তুল্য; যেন একাকৃতি চক্রবাকদ্বয়। সেই সকল লোক নিরাময় ও নিত্য মুদিতচিত্ত। সেই মহাভাগ মানবগণ দশসহস্র বর্ষ ও দশশত বর্ষ জীবিত থাকে, কখনই পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করে না। তাহারা মৃত হইলে ভারুণ্ডা নামে তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাবল পক্ষিগণ উহাদিগকে লইয়া যায় এবং পর্ব্বতকন্দরে ফেলিয়া দেয়। হে বিপ্রগণ! এই উত্তর কুরুর কথা আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে মেরুর পূর্ব্ব পার্শ্বের বিষয় যথাযথরূপে বলিতেছি। হে

ভদ্রশালবনং যত্র কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ৯১
কালাম্রশ্চ মহাভাগা নিত্যপুষ্পফলঃ শুভঃ ।
দ্রুমশ্চ যোজনোৎসেধঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥৯২
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতাস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাশ্চ সুন্দর্য্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৯৩
চন্দ্রবর্ণাশ্চতুর্বর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ।
চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ৯৪
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্রায়ুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
কালাম্ররসপীতাস্তে নিত্যং সংস্থিতযৌবনাঃ ॥৯৫
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু ।
সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ ৯৬
সর্ব্বকামফলঃ পুণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ ॥৯৭
যোজনানাং সহস্রঞ্চ শতঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ।
তথা মাল্যবতঃ শৃঙ্গে পূর্ব্বপূর্ব্বানুগাস্তকাঃ ॥৯৮
যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চাশন্মাল্যবান্ দ্বিজাঃ ।

তপোধনগণ! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্ব বর্ষে ভদ্র-শাল নামে বন ও কালাম্র নামে মহান্ বৃক্ষ আছে। মহাভাগগণ। শুভ কালাম্র নিয়ত পুষ্পফলে সুশোভিত। এই বৃক্ষ এক যোজন উচ্চ, উহা সিদ্ধ-চারণগণ-সেবিত। সেখানে পুরুষগণ শ্বেতবর্ণ, তেজোযুক্ত মহাবল; স্ত্রীগণ কুমুদবর্ণ, প্রিয়-দর্শন ও সৌন্দর্য্যসমন্বিত। তাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এই গুণচতুষ্টয়ে বিভূষিত, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, চন্দ্রবৎ শীতলগাত্র, ও নৃত্য-গীত-বিশারদ। দ্বিজসত্তমগণ! সেখানে আয়ু দশ সহস্র বর্ষ। তাহারা কালাম্ররস পান করিয়া নিত্য স্থির যৌবনে থাকে। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে সর্ব্বকামফলপ্রদ পুণ্য সিদ্ধ-চারণ-সেবিত সনাতন মহান্ সুদর্শন নামে জম্বুবৃক্ষ আছে; সনাতন এই দ্বীপ তাহারই নামে জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে দ্বিজ-সত্তমগণ; মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বশৃঙ্গের একসহস্র একশত যোজন পূর্ব্বদিকে উহা অবস্থিত। দ্বিজগণ! মাল্যবান্ পর্ব্বত

মহারজতসংজ্ঞাস্তে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥৯৯
ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্তপ্যন্তি তে দিব্যং ভবন্তি হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥
রক্ষণার্থন্তু ভূতানি প্রবিশন্তি দিবাকরম্।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি ষষ্টিরেব শতানি চ ॥ ১০১
অরুণস্যাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্ ॥১০২
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
আদিত্যতাপতপ্তাস্তে বিশন্তি শশিমণ্ডলম্ ॥

ঋষয় উচুঃ।

বর্ষাণাঞ্চৈব নামানি পর্ব্বতানাঞ্চ সত্তম।
আচক্ষ্ব নো যথাতত্ত্বং যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥ ১০৪

সূত উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥১০৫
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বেহপি প্রিয়দর্শনাঃ।
নিঃসপত্নাশ্চ তে সর্ব্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহাভাগা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
বর্ষং হিরণ্ময়ং নাম যত্র হৈরণ্বতী নদী ॥ ১০৮
যত্র চায়ং মহাপ্রাজ্ঞাঃ পক্ষিরাট্ পতগোত্তমঃ ॥
যক্ষানুগা বিপ্রবর ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
মহাবলাস্তত্র জনা বিপ্রা মুদিতমানসাঃ ॥ ১১০
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে তপোধনাঃ।
আয়ুষ্প্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ ॥ ১১১
শৃঙ্গাণি চ বিচিত্রাণি ত্রীণ্যেব দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
একং মণিময়ং তত্র তথৈকং রুক্মমদ্ভুতম্ ॥১১২
সর্ব্বরত্নময়ঞ্চৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্।
তত্র স্বয়ম্প্রভা দেবী নিত্যং বসতি শৃঙ্গিণী ॥
উত্তরেণ তু শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
বর্ষমৈরবতং নাম তস্মাচ্ছৃঙ্গবতঃ পরম্ ॥ ১১৫
ন তু তত্র সূর্য্যগতির্ন জীর্য্যন্তি চ মানবাঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো জ্যোতির্ভূত ইবাবৃতঃ ॥১১৬
পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।

পঞ্চাশসহস্রযোজন। তত্রত্য মানবগণ মহারজত নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকচ্যুত, সকলেই ব্রহ্মবাদী, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা এবং দিব্য তপস্যা করিয়া থাকেন। রক্ষা কামনায় ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত ভূত দিবাকরে প্রবিষ্ট হয়; তাহারা অরুণের অগ্রে অগ্রে দিবাকরকে পরিবারিত করিয়া গমন করে। তাহারা ষষ্টিসহস্র ষষ্টিশত বৎসর আদিত্যতাপে তপ্ত হইয়া শশিমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। ৭৮—১০৩। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সত্তম! বর্ষ ও পর্ব্বত সকলের নাম এবং পর্ব্বতবাসীদিগের বিবরণ যথাযথরূপে কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে। তথাকার মানবগণ সৃষ্টির মধ্যে অতি প্রিয়দর্শন ও শুক্লাভিজনসম্পন্ন। তাহারা সকলেই পরস্পর বৈরভাবরহিত। হে মহাভাগগণ! তাহারা দশসহস্র দশশত দশপঞ্চ বৎসর নিত্য মুদিত চিত্তে জীবিত থাকে। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে হিরণ্ময় বর্ষ; সেখানে হৈরণ্বতী নদী অবস্থিত। হে মহাপ্রাজ্ঞ সকল! সেইখানেই সেই পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় থাকেন। বিপ্রবরগণ! তত্রত্য জনগণ যক্ষানুগ, ধনশালী ও প্রিয়দর্শন। তাহারা নিত্য মুদিতচিত্ত ও মহাবলসম্পন্ন। তপোধনগণ। তাহারা একাদশসহস্র পঞ্চদশশত বর্ষ আয়ুঃপ্রমাণে জীবিত থাকে। দ্বিজপুঙ্গবগণ! উহার তিনটী শৃঙ্গ বিচিত্র। তন্মধ্যে একটী মণিময়, একটী রুক্মময়, আর একটী অদ্ভুত সর্ব্বরত্নময় ও নানাবিধ ভবনে উপশোভিত। এই শৃঙ্গত্রয়ের স্বামিনী স্বয়ম্প্রভা দেবী নিত্য তথায় বাস করেন। দ্বিজোত্তমগণ! সেই শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তর দিকে সমুদ্রসন্নিধানে উৎকৃষ্ট ঐরাবত বর্ষ। সেখানে সূর্য্যের গতি নাই। তত্রত্য মানবগণ জরাযুক্ত হয় না। নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্রমা যেন তথায় সাধারণ জ্যোতিঃ স্বরূপ (নিষ্প্রভ) হইয়া তমোজালে আবৃত রহিয়াছেন। সেখানে যে সকল মানব জন্মে

পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ১১৭
অনিষ্পন্না নষ্টগন্ধা নিরাহারা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে তথা বিরজসো দ্বিজাঃ ॥
ত্রয়োদশসহস্রাণি বর্ষাণাং তে দ্বিজত্তমাঃ।
আয়ুপ্রমাণং জীবন্তি নরা ধার্ম্মিকপুঙ্গবাঃ ॥ ১১৯
ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য তথৈবোত্তরতঃ প্রভুঃ।
হরির্বসতি বৈকুণ্ঠঃ শকটে কনকাময়ে ॥ ১২০
অষ্টচক্রং হি তদ্যানং ভূতযুক্তং মনোজবম্।
অগ্নিবর্ণং মহাতেজো জাম্বূনদবিভূষিতম্ ॥১২১
স প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং বিভুশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
সঙ্ক্ষেপো বিস্তরশ্চৈব কর্ত্তা কারয়িতা তথা ॥
পৃথিব্যাপস্তথাকাশং বায়ুস্তেজশ্চ সত্তমাঃ।
স যজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামাস্যং তস্য হুতাশনঃ ॥১২৩

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বর্ষাদিবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তাহারা পদ্মবর্ণ, পদ্মপ্রভ, পদ্মপত্রনিভেক্ষণ, পদ্মপত্রবৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট। কিন্তু যত দিন তাহারা পূর্ণাবয়ব না হয়, ততদিন তাদৃশ গন্ধবিশিষ্ট হয় না। দ্বিজগণ! তাহারা সকলেই নিরাহার, জিতেন্দ্রিয়, বিরজা ও দেবলোকচ্যুত। হে ধার্ম্মিক-পুঙ্গব দ্বিজগণ! তাহারা তাহাদের আয়ুঃ-প্রমাণ ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর দিকে প্রভু হরি কনকময় শকটে বাস করেন। সেই রথ অষ্টচক্র, ভূতযুক্ত, মনোজব,জাম্বূনদবিভূষিত, মহাতেজঃসম্পন্ন ও অগ্নিবর্ণ। দ্বিজোত্তমগণ! সেই প্রভু সংক্ষেপ-বিস্তারের (সৃষ্টিপ্রলয়ের) কর্ত্তা এবং কারয়িতা। হে সত্তমগণ! তিনিই পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশস্বরূপ, এবং সর্ব্বভূতের যজ্ঞ (উপাস্য)। অগ্নি তাঁহার মুখ। ১০৪—১২৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
যদিদং ভারতং বর্ষং পুণ্যং পুণ্যবিধায়কম্।
তৎসর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব ত্বং হি নো বুদ্ধিমান্ মতঃ
সূত উবাচ
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি বর্ষং ভারতমুত্তমম্ ॥ ২
প্রিয়মিত্রস্য দেবস্য মনোর্বৈবস্বতস্য চ।
পৃথোশ্চ প্রাজ্ঞ-বৈণ্যস্য তথেক্ষ্বাকোর্মহাত্মনঃ ॥
যযাতেরম্বরীষস্য মান্ধাতুর্নহুষস্য চ।
তথৈব মুচুকুন্দস্য কুবেরোশীনরস্য চ ॥ ৪
ঋষভস্য তথৈলস্য নৃগস্য নৃপতেস্তথা।
কুশিকস্যৈব রাজর্ষের্গাধেশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ৫
সোমস্য চৈব রাজর্ষের্দিলীপস্য তথৈব চ।
অন্যেষাঞ্চ মহাভাগাঃ ক্ষত্রিয়াণাং বলীয়সাম্ ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং প্রিয়ং ভারতমুত্তমম্।
ততো বর্ষং প্রবক্ষ্যামি যথাশ্রুতমহো দ্বিজাঃ ॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥৮
তেষাং সহস্রশো বিপ্রাঃ পর্ব্বতাস্তে সমীপতঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন—আমাদের মতে তুমিই বুদ্ধিমান্, অতএব পুণ্য ও পুণ্যবিষয়ক এই যে ভারতবর্ষ, ইহার বিষয় সমস্ত বর্ণন কর. সূত বলিলেন,—আপনাদের নিকটে আমি উত্তম ভারতবর্ষের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এই ভারতবর্ষ—দেব প্রিয়মিত্র, বৈবস্বত মনু, পৃথু, বুদ্ধিমান, বৈণ্য, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, কুবের উশীনর, ঋষভ, ঐল, নৃপতি নৃগ, কুশিক, রাজর্ষি গাধি, মহাত্মা সোম, রাজর্ষি দিলীপ এবং হে মহাভাগ সকল! অন্যান্য বলবান্ ক্ষত্রিয় ও সর্ব্বভূতের প্রিয়; অতএব আমি যেমন শুনিয়াছি, তদনুরূপ বলিতেছি। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্,বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই সাতটী কুলপর্ব্বত। ইহাদিগের সন্নিহিত ভাগে আরও সহস্র সহস্র

অবিজ্ঞাতাঃ সারবন্তো বিপুলাশ্চিত্রসানবঃ ॥ ৯
অন্যে তু যে পরিজ্ঞাতা হ্রস্বাদ্দুঃখোপজীবিনঃ
আহুর্ম্লেচ্ছাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞাস্তে মিশ্রাঃ পুরুষা দ্বিজাঃ
নদীঃ পিবন্তি বিপুলাং গঙ্গাং সিন্ধুং সরস্বতীম্
গোদাবরীং নর্ম্মদাঞ্চ বাহুদাঞ্চ মহানদীম্ ॥ ১১
শতদ্রুং চন্দ্রভাগাঞ্চ যমুনাঞ্চ মহানদীম্।
দৃষদ্বতীং বিপাশাঞ্চ বিপাপাং স্বচ্ছবালুকাম্ ॥
নদীং বেত্রবতীঞ্চৈব কৃষ্ণাং বেণ্বাঞ্চ নিম্নগাম্।
ইরাবতীং বিতস্তাঞ্চ পয়োষ্ণীং দেবিকামপি ॥
বেদস্মৃতিং বেদশিরাং ত্রিদিবাং সিন্ধুলাকৃতিম্।
করীষিণীং চিত্রবহাং ত্রিসেনাঞ্চৈব নিম্নগাম্ ॥১৪
গোমতীং ধূতপাপাঞ্চ চন্দনাঞ্চ মহানদীম্।
কৌশিকীং ত্রিবহাং হৃদ্যাং নাচিতাং
লোহিতারণীম্ ॥ ১৫
রহস্যাং শতকুম্ভাঞ্চ সরযুঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
চর্ম্মণ্বতীং বেত্রবতীং হস্তিসোমাং দিশাং তথা ॥
শরাবতীং পয়োষ্ণীঞ্চ ভীমাং ভীমরথীমপি।
কাবেরীং বালুকাঞ্চাপি বাপীং শতমলীমপি ॥

নীবারাং মহিতাঞ্চাপি সুপ্রয়োগাং তথা নদীম্
পবিত্রাং কুণ্ডলাং সিন্ধুং বাজিনীং পুরুমালিনীম্
পূর্ব্বাভিরামাং বীরাঞ্চ ভীমাং মালাবতীং তথা
পলাশিনীং পাপহরাং মহেন্দ্রাং পাটলাবতীম্
করীষিণীমসিক্নীঞ্চ কুশবীরাং মহানদীম্।
মরুত্বাং প্রবরাং মেনাং হেমাং ঘৃতবতীং তথা
অনাতীকমনুষ্ণাঞ্চ সেব্যাং কাপীঞ্চ সত্তমাঃ।
সদাবীরামধৃষ্যাঞ্চ কুশবীরাং মহানদীম্ ॥ ২১
রথচিত্রাং জ্যোতিরথাং বিশ্বামিত্রাং কপিঞ্জলাম্
উপেন্দ্রাং বহুলাঞ্চৈব কুবীরামম্বুবাহিনীম্ ॥২২
বৈনন্দীং পিঞ্জলাং বেণাং তুঙ্গবেগাং মহানদীম্
বিদিশাং কৃষ্ণবেগাঞ্চ তাম্রাঞ্চ কপিলামপি ॥২৩
ধেনুং সকামাং বেদস্বাং হবিঃস্রাবাং মহাপথাম্
শিপ্রাঞ্চ পিচ্ছলাঞ্চৈব ভারদ্বাজীঞ্চ নিম্নগাম্ ॥
কৌশিকীং নিম্নগাং শোণাং বাহুদামথ চন্দ্রমাম্
দুর্গমান্তঃশিলাঞ্চৈব ব্রহ্মমেধ্যাং দৃষদ্বতীম্ ॥২৫
পরোক্ষামথ রোহীঞ্চ তথা জম্বুনদীমপি।
সুনাসাং তাপসাং দাসীং সামান্যাং বরুণামসীম্
নীলাং ধৃতিকরীঞ্চৈব পর্ণাশাঞ্চ মহানদীম্।
মানবীং বৃষভাং ভাষাং ব্রহ্মমেধ্যাং দৃষদ্বতীম্

পর্ব্বত আছে। এই সকল পর্ব্বত অবিজ্ঞাত, সারবন্ত, বিপুল ও বিচিত্র-সানু-সুশোভিত। আরও যে সকল পরিজ্ঞাত পর্ব্বত আছে, হে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজগণ! তাহাতে বর্ণসঙ্কর ও ম্লেচ্ছ সকল বাস করে; এইরূপ কথিত হয়। তত্রত্য মানবগণ যে সকল নদীর জল পান করে, তাহা বলিতেছি। বিপুলা গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, মহানদী নর্ম্মদা, বাহুদা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মহানদী যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, স্বচ্ছবালুকা বিপাপা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্বা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, সিন্ধুলা, কৃমি, করীষিণী, চিত্রবহা, ত্রিসেনা, গোমতী, ধূতপাপা, মহানদী চন্দনা, কৌশিকী, বহা, হৃদ্যা, নাচিতা, লোহিতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, হে দ্বিজোত্তমগণ! সরযু, চর্ম্মণ্বতী, হস্তিসোমা, দিশা, শরাবতী, পয়োষ্ণী, ভীমা, ভীমরথী, কাবেরী, বালুকা, বাপী, শতমলী,

নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, বাজিনী, পুরু-মালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা মালাবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্নী, মহানদী কুশবীরা, মরুত্বা, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃত-বতী, অনাতকী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, হে সত্তমগণ! সদাবীরা, অধৃষ্যা, মহানদী, কুশ-বীরা, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবীরা, অম্বু-বাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, বেণা, মহানদী তুঙ্গবেগা, বিদিশা, কৃষ্ণবেগা, তাম্রা, কপিলা, ধেনু, সকামা, বেদস্বা, হবিঃস্রাবা, মহাপথা, শিপ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গমা, অন্তঃশিলা, ব্রহ্মমেধ্যা, দৃষদ্বতী, পরোক্ষা, রোহী, জম্বু-নদী, সুনাসা, তাপসা, দাসী, সামান্যা, বরুণা, অসী, নীলা, ধৃতিকরী, মহানদী পর্ণাশা

এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মহানদ্যো দ্বিজর্ষভাঃ ॥২৮
সদানিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্।
ব্রাহ্মণীঞ্চ মহাগৌরীং দুর্গামপি চ সত্তমাঃ ॥২৯
চিত্রোৎপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং রোহিণীং তথা
মন্দাকিনীং বৈতরণীং কোকাঞ্চাপি মহানদীম্ ॥
মুক্তিমতীমনঙ্গাঞ্চ তথৈব বৃষসাহ্বয়াম্ ॥
লৌহিত্যা করতোয়াঞ্চ তথৈব বৃষকাহ্বয়াম্।
কুমারীমৃষিকুল্যাঞ্চ মারিষাঞ্চ সরস্বতীম্।
মন্দাকিনীং সুপুণ্যাঞ্চ সর্ব্বাং গঙ্গাঞ্চ সত্তমাঃ ॥
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাশ্চৈব মহাফলাঃ।
তথা নদ্যঃ স্বপ্রকাশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৩
ইত্যেতাঃ সরিতো বিপ্রাঃ সমাখ্যাতা যথাস্মৃতি
অত ঊর্দ্ধং জনপদান নিবোধ গদতো মম ॥ ৩৪
তত্রেমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বমাত্রেয়জাঙ্গলাঃ।
শূরসেনাঃ পুলিন্দাশ্চ বোধা মালাস্তথৈব চ ॥৩৫
মৎস্যাঃ কুশট্টাঃ সৌগন্ধ্যাঃ কুন্তয়ঃ কাশ-
কোশলাঃ।

বৃষভা, ভাব, ব্রহ্মমেধ্যা, দৃষদ্বতী। হে দ্বিজর্ষভগণ! এই সকল এবং আরও বহু বহু নদী তথায় আছে। হে সত্তমগণ! সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রাহ্মণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোৎপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, রোহিণী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, মহানদী কোকা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষা, লৌহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা, সর্ব্বা, গঙ্গা। হে সত্তমগণ! এই সকল নদী জগতের মাতৃতুল্যা এবং সকলেই মহাফলপ্রদা। এতদ্ভিন্ন আরও শত সহস্র প্রসিদ্ধ নদী আছে। বিপ্রগণ! এই আমি স্মৃতিশক্তি অনুসারে নদী সকলের বিষয় বলিলাম। অতঃপর জনপদ সকল বলিতেছি, আপনারা অবধারণ করুন। ১—৩৪। সে সকল এই,—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাত্রেয়, জাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধি, মাল, মৎস্য, কুশট্ট, সৌগন্ধ্য, কুন্তি, কাশি, কোশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দক, উত্তম,

চেদিমৎস্যকরূষাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধুপুলিন্দকাঃ ॥৩৬
উত্তমাশ্চ দশার্ণাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ
পঞ্চালাঃ কোশলাশ্চৈব নৈকপৃষ্ঠযুগন্ধরাঃ ॥ ৩৭
বোধা মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাশয়োঽপরকাশয়ঃ।
জঠরাঃ কুকুরাশ্চৈব সদশার্ণাঃ সুসত্তমাঃ ॥ ৩৮
কুন্তয়োঽবন্তয়শ্চৈব তথৈবাপরকুন্তয়ঃ।
গোমন্তা মল্লকাঃ পুণ্ড্রা বিদর্ভা নৃপবাহিকাঃ ॥৩৯
অশ্মকাঃ সোত্তরাশ্চৈব গোপরাষ্ট্রাঃ কনীয়সঃ।
অধিরাজ্যকুশট্টাশ্চ মল্লরাষ্ট্রাশ্চ কেরলাঃ ॥ ৪০
মালবাশ্চোপবাহ্যাশ্চ বক্রা বক্রাতপাঃ শকাঃ।
বিদেহা মাগধাঃ সহ্মা মলজা বিজয়াস্তথা ॥ ৪১
অঙ্গা বঙ্গাঃ কলিঙ্গাশ্চ যকৃল্লোমান এব চ।
মল্লাঃ সুদেষ্ণাঃ প্রহ্লাদা মহিষাঃ শশকাস্তথা ॥
বাহ্লিকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ
অপরান্তাঃ পরান্তাশ্চ পঙ্কলাশ্চর্ম্মচণ্ডকাঃ ॥৪৩
অটবীশেখরাশ্চৈব মেরুভূতাশ্চ সত্তমাঃ।
উপাবৃতানুপাবৃত্তাঃ সুরাষ্ট্রাঃ কেকয়াস্তথা ॥৪৪
কুট্টাপরান্তা মাহেয়াঃ কক্ষাঃ সামুদ্রনিষ্কুটাঃ।
অন্ধ্রাশ্চ বহবো বিপ্রা অন্তর্গির্য্যস্তথৈব চ ॥৪৫
বহির্গির্য্যোঽঙ্গমলদা মগধা মালবার্য্যটাঃ।
সত্বতরাঃ প্রাবৃষেয়া ভার্গবাশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ ॥৪৬

দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, বোধ, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশী, অপরকাশী, জঠর, কুকুর, দশার্ণ, সুসত্তম, কুন্তি, অবন্তী, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মল্লক, পুণ্ড্র, বিদর্ভ, নৃপবাহিক, অশ্মক, উত্তরাষ্ট্র, ক্ষুদ্র, গোপরাষ্ট্র, অধিরাজ্য, কুশট, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, মালব, উপবাহ্য, বক্র, বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, সহ্ম, মলজ, বিজয়, অহি, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মহিষ, শশক, বাহ্লিক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঙ্কল, চর্ম্মচণ্ডক, অটবীশেখর, মেরুভূত, উপাবৃত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্ট, অপরকুট্ট, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্র, নিষ্কুট, অন্ধ্র, বহু, এই সকল দেশ; এবং হে বিপ্রগণ! অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলদ, মগধ, মালব, অর্য্যটী,

পুণ্ড্রা ভার্গাঃ কিরাতাশ্চ সুদেষ্ণা ভাস্বুরাস্তথা।
শকা নিষাদা নিষধাস্তথৈবানর্ত্তনৈঋর্তাঃ ॥ ৪৭
পূর্ণলাঃ পূতিমৎস্যাশ্চ কুন্তলাঃ কুশকাস্তথা।
তীরগ্রহাঃ শূরসেনা ঈজিকাঃ কল্পকারণাঃ ॥ ৪৮
তিলভাগা মসারাশ্চ মধুমন্তাঃ ককুন্দকাঃ।
কাশ্মীরাঃ সিন্ধুসৌবীরা গান্ধারা দর্শকাস্তথা ॥৪৯
অভীসারাঃ কুদ্রুতাশ্চ সৌরিলা বাহ্লিকাস্তথা।
দর্ব্বী চ মালবা দর্ব্বা বাতজামরথে রগাঃ ৫০
বলরাষ্ট্রাস্তথা বিপ্রাঃ সুদামানঃ সুমল্লিকাঃ।
বন্ধাঃ করীকষাশ্চৈব কুলিন্দা গন্ধিকাস্তথা ॥ ৫১
বানায়বো দশাঃ পার্শ্বরোমাণঃ কুশবিন্দবঃ।
কাচ্ছা গোপালকচ্ছাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ ॥
কিরাতা বর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
ঔড্রম্লেচ্ছাঃ সসৈরিন্দ্রাঃ পার্ব্বতীয়াশ্চ সত্তমাঃ ॥
তথাপরে জনপদা দক্ষিণা মুনিপুঙ্গবাঃ।
দ্রবিড়াঃ কেরলাঃ প্রাচ্যা মূষিকা বালমূষিকাঃ ॥
কর্ণাটকা মাহিষকা বিকল্পা মূষিকাস্তথা।
ঝল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদা নলকাননাঃ ॥ ৫

কৌকুট্টকাস্তথা চোলাঃ কোকণা মণিবালবাঃ।
সমঙ্গাঃ কনকাশ্চৈব কুকুরাঙ্গারমারিষাঃ ॥ ৫৬
ধ্বজিন্যুৎসবসঙ্কেতা স্ত্রিগর্ত্তা মাল্যসেনয়ঃ।
ব্যূঢ়কাঃ কোবকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সঙ্গবেগধরাস্তথা ॥
তথৈব বিন্ধ্যরুলিকাঃ পুলিন্দা বল্মলৈঃ সহ।
মালবা মলয়াশ্চৈব তথৈবাপরবর্ত্তকাঃ ॥ ৫৮
কুলিন্দাঃ কালদাশ্চৈব চণ্ডকাঃ কুরটাস্তথা।
মুশলা স্তনবালাশ্চ সতীর্থাঃ পূতিসৃঞ্জয়াঃ ॥ ৫৯
অনিদায়াঃ শিবাটাশ্চ তপানাঃ সূতপাস্তথা।
ঋষিকাশ্চ বিদর্ভাশ্চ তঙ্গনাঃ পরতঙ্গকাঃ ॥ ৬০
উত্তরাশ্চাপরে ম্লেচ্ছা জনা হি মুনিপুঙ্গবাঃ।
জবনাশ্চ সকাম্বোজা দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥৬১
সকৃদ্গ্রহাঃ কুলট্যাশ্চ হূণাঃ পারসিকৈঃ সহ ॥
তথৈব রমণাশ্চান্যাস্তথা চ দশমানিকাঃ ॥ ৬২
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।
শূরাভীরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ ॥৬৩
খাণ্ডীকাশ্চ তুষারাশ্চ পদ্মাবা গিরিগহ্বরাঃ।
আত্রেয়াঃ সভরদ্বাজাস্তথৈব স্তনপোষকাঃ ॥৬৪
দ্রোষকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।

সত্তর, প্রাচ্যেষু ভার্গবাঃ হে দ্বিজসত্তমগণ! পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেষ্ণ, ভাস্বুর, শক, নিষাদ, নিষধ, নর্ত্ত, নৈঋর্ত, পূর্ণল, পূতিমৎস্য, কুন্তল, কুশক, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজক, কল্পকারণ, তিলভাগ, মসার, মধুমন্ত, ককুন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, কুদ্রুত, সৌরিল, বাহ্লীক, দর্ব্বী, মালবা, দর্ব্বা, বাতজামরথ, উরগ, বলরাষ্ট্র, হে বিপ্রগণ! আর সুদামা, সুমল্লিক, বন্ধ, করীকষ, কুলিন্দ, গন্ধিক, বানায়ব, দশ, পার্শ্বরোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপকচ্ছ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তক; এবং হে সত্তমগণ! ঔড্রম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র ও পার্ব্বতীয়—এই সকল জনপদ বর্ত্তমান। ৩৫—৫৩। হে সত্তম মুনিপুঙ্গবগণ! অতঃপর দক্ষিণদেশস্থিত জনপদ সকলের বিষয় বলিতেছি। দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বালমূষিক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মূষিক, ঝল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কোকুট্টক, চোল, কোকণ, মণিবালব, সমঙ্গ, কনক কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত, মাল্যসেনি, ব্যূঢ়ক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সঙ্গবেগধর, বিন্ধ্য, রুলিক, পুলিন্দ, বল্মল, মালব, মলয়, অপরবর্ত্তক, কুলিন্দ, কালদ, চণ্ডক, কুরট, মুশল, স্তনবাল, তীর্থপূতি, সৃঞ্জয়, অনিদায়, শিবাট, তপান, সূতপা, ঋষিক, বিদর্ভ, তঙ্গন, পরঙ্গক। হে মুনিপুঙ্গবগণ! অতঃপর উত্তরদিকে যে সকল ম্লেচ্ছগণের বাসস্থল আছে তাহা বলিতেছি; জবন, কাম্বোজ, দারুণ ম্লেচ্ছ জাতির বাসস্থল সকৃদ্গ্রহ, কুলট্য, হূণ, পারসীক; রমণ, দশমানিক, এবং ক্ষত্রিয়দিগের উপনিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের বাসস্থল, শূর, আভীর, দরদ, বহুপশু-সমন্বিত কাশ্মীর, খাণ্ডীক, তুষার, পদ্মাব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনপোষক, দ্রোষক, কলিঙ্গ,

তোমরা হংসমানাশ্চ তথৈব করভঞ্জকাঃ ॥ ৬৫
এতে চান্যে জনপদাঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্তথৈব চ
উদ্দেশমাত্রেণ ময়া দেশাঃ সঙ্কীৰ্ত্তিতা দ্বিজাঃ ॥
যথাগুণবলং বাপি ত্রিবর্গস্য মহাফলম্ ॥ ৬৭
ঋষয় ঊচুঃ।
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য তথা হৈমবতস্য চ।
প্রমাণমায়ুষঃ সূত বলঞ্চাপি শুভাশুভম্ ॥ ৬৮
অনাগতমতিক্রান্তং বর্ত্তমানঞ্চ সত্তম।
আচক্ষ্ব নো বিস্তরেণ হরিবর্ষং তথৈব চ ॥ ৬৯
সূত উবাচ।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি মুনিপুঙ্গবাঃ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥৭০
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতাযুগং দ্বিজাঃ।
তৎপশ্চাদ্দ্বাপরঞ্চাথ ততস্তিষ্যঃ প্রবৰ্ত্ততে ॥৭১
চত্বারি তু সহস্রাণি বার্ষাণাং মুনিপুঙ্গবাঃ।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা হি তপোধনাঃ
তথা ত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়ামায়ুষো বিদুঃ।
দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু ভুবি তিষ্ঠন্তি সাম্প্রতম্ ॥
ন প্রমাণস্থিতির্হ্যস্তি তিষ্যে তু মুনিপুঙ্গবাঃ।
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তেঽত্র তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ ॥৭৪
মহাবলা মহাসত্ত্বাঃ প্রজ্ঞাগুণসমন্বিতাঃ।
প্রজায়ন্তে চ জাতাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
দ্বিজাঃ কৃতযুগে বিপ্রা বলিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৭৫
প্রজায়ন্তে চ জাতাশ্চ মুনয়ো বৈ তপোধনাঃ।
মহোৎসাহা মহাত্মানো ধাৰ্ম্মিকাঃ সত্যবাদিনঃ
প্রিয়দর্শা বপুষ্মন্তো মহাবীর্য্যা ধনুর্দ্ধরাঃ।
বীরা হি যুধি জায়ন্তে ক্ষত্রিয়াশ্চারুসম্মতাঃ ॥৭৭
ত্রেতায়াং ক্ষত্রিয়াস্তাবৎ সর্ব্বে বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্ববর্ণাশ্চ জায়ন্তে সদৈব দ্বাপরে যুগে।
মহোৎসাহা বীৰ্য্যবন্তঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৭৯
তেজসাল্পেন সংযুক্তাঃ ক্রোধনাঃ পুরুষাঃ কিল
লুব্ধাশ্চানৃতিকাশ্চৈব তিষ্যে জায়ন্তি ভো দ্বিজাঃ
ঈর্ষ্যা মানস্তথা ক্রোধো মায়াসূয়া তথৈব চ।
তিষ্যে ভবন্তি ভূতানাং রাগো লোভশ্চ সত্তমাঃ

কিরাত জাতির বাসস্থল, তোমর, হংসমান, করভঞ্জক, এই সকল এবং আরও প্রাচ্য ও উদীচ্য নানাদেশ আছে। হে দ্বিজগণ! আমি গুণ ও বলানুসারে ত্রিবর্গসাধনক্ষম দেহসমূহের বিবরণ সংক্ষেপে এই বলিলাম। ৫৪—৬৭। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সত্তম সূত! এই ভারতবর্ষের এবং হৈমবত বর্ষের অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান আয়ু, বল এবং শুভাশুভাদির পরিমাণ আর হরিবর্ষের বিবরণ বিস্তরক্রমে বল। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজসত্তম মুনিপুঙ্গবগণ! ভারতবর্ষে চারিটী যুগ, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। দ্বিজগণ! প্রথম যুগের নাম কৃত (সত্য), তদনন্তর ত্রেতা, তৎপশ্চাৎ দ্বাপর, পরে তিষ্য (কলি) প্রবৃত্ত হয়। হে তপোধন মুনিপুঙ্গবগণ! কৃতযুগে আয়ুঃসংখ্যা চারিসহস্র বৎসর নিরূপিত আছে। ত্রেতাযুগে আয়ুঃপরিমাণ তিন সহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট। পৃথিবীতে সম্প্রতি বর্ত্তমান দ্বাপরযুগে আয়ুঃসংখ্যা দুইসহস্র বৎসর। হে মুনিপুঙ্গবগণ! কলিযুগে আয়ুর কোন নিরূপিত পরিমাণ নাই। কলিযুগে মানব গর্ভস্থ থাকিয়াও মরে, জন্ম মাত্রও মরে। সত্যযুগে মহাবল, মহাসত্ত্ব, প্রজ্ঞাগুণসমন্বিত, বহু মানব জন্মিয়াছেন, এবং জন্মিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ—বলবান্ প্রিয়দর্শন, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী এবং সকলেই তপোধন মুনিরূপে জন্মিয়া থাকেন এবং এরূপ অনেকে জন্মিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ—প্রিয়দর্শন, দীর্ঘদেহশালী, মহাবীর্য্য ধনুর্দ্ধর, সজ্জনসম্মত এবং যুদ্ধে বীর হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ সকলেই রাজচক্রবর্ত্তী হন। দ্বাপরযুগে সকল বর্ণই মহোৎসাহসম্পন্ন, বীর্য্যবন্ত, পরস্পর বধৈষী। কলিযুগে সকল ব্যক্তিই বৃথা অভিমানে অন্ধপ্রায়, ক্রোধী, লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী, হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কাপট্য, রাগ (আসক্তি), লোভ এই সকল দোষ কলিযুগে প্রাণিমাত্রেরই জন্মিয়া থাকে। হে

সঙ্ক্ষেপো বর্ত্ততে বিপ্রা দ্বাপরে যুগমধ্যকে।
গুণোত্তরং হৈমবতং হরিবর্ষং ততঃ পরম্ ॥ ৮২
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ভারতবর্ষবর্ণনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।
জম্বুখণ্ডস্ত্বয়া প্রোক্তো যথাবদিহ সত্তম।
বিষ্কম্ভস্য চ প্রব্রূহি পরিমাণন্তু তত্ত্বতঃ ॥ ১
সমুদ্রস্য প্রমাণঞ্চ সমাগচ্ছিদ্রদর্শন।
শাকদ্বীপঞ্চ নো ব্রূহি কুশদ্বীপঞ্চ ধার্ম্মিক।
শাল্মলঞ্চৈব তত্ত্বেন ক্রৌঞ্চদ্বীপং তথৈব চ ॥২
সূত উবাচ।
বিপ্রাঃ সুবহবো দ্বীপা যৈরিদং সন্ততং জগৎ।
সপ্ত দ্বীপান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩
অষ্টাদশসহস্রাণি যোজনানি দ্বিজোত্তমাঃ।
ষট্শতানি চ পূর্ণানি বিষ্কম্ভো জম্বুপর্ব্বতঃ ॥ ৪
লবণস্য সমুদ্রস্য বিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
নৈকধাতুবিচিত্রৈশ্চ পর্ব্বতৈরুপশোভিতঃ।
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণঃ সাগরঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৬
শাকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবদিহ সত্তমাঃ।
শৃণুতাদ্য যথান্যায়ং ব্রুবতো মম ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৭
জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স দ্বিজর্ষভাঃ।
বিষ্কম্ভেণ মহাভাগাঃ সাগরোঽপি বিভাগশঃ।
ক্ষীরোদো মুনিশার্দ্দূলা যেন সম্পরিবারিতঃ ॥৮
তত্র পুণ্যা জনপদাস্তত্র ন ম্রিয়তে জনঃ।
কুত এব হি দুর্ভিক্ষং ক্ষমাতেজোযুতা হি তে ॥
শাকদ্বীপস্য সঙ্ক্ষেপো যথাবন্মুনিসত্তমাঃ।
উক্ত এষ মহাভাগাঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥১০
ঋষয় ঊচুঃ।
শাকদ্বীপস্য সঙ্ক্ষেপো যথাবদিহ ধার্ম্মিক।
উক্তস্ত্বয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১১

বিপ্রগণ! যুগচতুষ্টয়ের মধ্যভাগ দ্বাপরযুগে উক্ত গুণদোষাদি সকলই সংক্ষিপ্ত ভাবে থাকে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত এবং তদপেক্ষা হরিবর্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ। ৮১—৮২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সত্তম! তুমি জম্বুখণ্ডের বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে, এখন যথাযথরূপে উহার বিষ্কম্ভের পরিমাণ বল। তুমি অচ্ছিদ্রদর্শন ও ধার্ম্মিক। অতএব আমাদের নিকটে যথাযথরূপে সমুদ্রের প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ ও ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণও বর্ণন কর। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজপুঙ্গব বিপ্রগণ! দ্বীপ সুবহুল; উহাদের দ্বারাই এ জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সাতটী দ্বীপের কথা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দ্বিজোত্তমগণ! জম্বু পর্ব্বত পূর্ণ অষ্টাদশ-সহস্র ষট্শত যোজন বিষ্কম্ভবিশিষ্ট। লবণ সমুদ্রের বিষ্কম্ভ ইহার দ্বিগুণ কথিত হয়। ঐ সাগর অনেকধাতুবিচিত্র পর্ব্বতনিচয়ে উপশোভিত, সিদ্ধচারণগণে সমাকীর্ণ এবং মণ্ডলাকারে অবস্থিত। হে সত্তম সকল! অদ্য যথাযথরূপে শাকদ্বীপের বিষয় বলিতেছি, ধার্ম্মিক আপনারা শ্রবণ করুন। দ্বিজর্ষভগণ! সেই দ্বীপ জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ অনুরূপ বিষ্কম্ভপ্রমাণে অবস্থিত। মুনিশার্দ্দূলগণ! বিভাগ অনুসারে ক্ষীরোদ সাগরেরও অনুরূপবিষ্কম্ভপ্রমাণ জানিবেন। উহা দ্বারাই শাকদ্বীপ পরিবেষ্টিত। সেখানে পুণ্য জনপদ সকল অবস্থিত; সেখানে মানব মৃত হয় না। তথায় দুর্ভিক্ষ কোথায়? তাহারা ক্ষমা ও তেজঃসমন্বিত! হে মহাভাগ মুনিসত্তমগণ! যথাযথ সঙ্ক্ষেপে শাকদ্বীপের বিবরণ এই কথিত হইল; আর আপনাদের নিকটে কোন্ কথা বলিব? ঋষিগণ বলিলেন —হে ধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি সঙ্ক্ষেপে শাকদ্বীপের বিষয় বলিয়াছ, এক্ষণে বিস্তর-

সূত উবাচ।

তত্রৈব পর্ব্বতা বিপ্রাঃ সপ্তাত্র মণিপর্ব্বতাঃ।
রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষাং নামানি বর্ণয়ে॥ ১২
অতীব গুণবৎসর্ব্বং তত্ত্বং পৃচ্ছথ ধার্ম্মিকাঃ।
দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে॥ ১৩
প্রাগায়তো মহাভাগা মলয়ো নাম পর্ব্বতঃ।
ততো মেঘাঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রবর্ষন্তি চ সর্ব্বশঃ॥ ১৪
ততঃ পরেণ মুনয়ো জলধারো মহাগিরিঃ।
ততো নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলম্॥১৫
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে দ্বিজোত্তমাঃ
উচ্চৈর্গিরী রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতাবধি॥ ১৭
উত্তরেণ তু বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্যামো নাম মহাগিরিঃ
নবমেঘপ্রভঃ প্রাংশুঃ শ্রীমানুজ্জ্বলবিগ্রহঃ॥ ১৮
যত্র শ্যামত্বমাপন্নাঃ প্রজা মুদিতমানসাঃ॥ ১৯

ঋষয় উচুঃ।

সুমহান্ সংশয়োহস্মাকং প্রাপ্তোহয়ং সূত যত্ত্বথা।
প্রজাঃ কথং সূত সম্যক্সম্প্রাপ্তাঃ শ্যামতামিহ

সূত উবাচ।

সর্ব্বেষ্বেব মহাপ্রাজ্ঞা দ্বীপেষু মুনিপুঙ্গব্যাঃ।
গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতগো তয়োর্বর্ণান্তরে দ্বিজাঃ॥
শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাচ্ছ্যামগিরিঃ স্মৃতঃ॥ ২২
ততঃ পরং মুনিশ্রেষ্ঠা দুর্গশৈলো মহোদয়ঃ।
কেশরী কেশরযুক্তো যতো বাতঃ প্রবর্ত্ততে॥২৩
তেষাং যোজনবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ প্রবিভাগশঃ।
বর্ষাণি তেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ সম্প্রোক্তানি মনীষিভিঃ
মহামেরুর্মহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।
জলধারো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ॥২৫
রৈবতস্য তু কৌমারঃ শ্যামস্য মণিকাঞ্চনঃ।
কেশরস্যাথ মোদাকী পরেণ তু মহান্ সুরান্॥

রূপে যথাযথ কীর্ত্তন কর। ১—১১। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! এখানেও সেইরূপ (জম্বুদ্বীপের ন্যায়) সাতটী মণিপর্ব্বত আছে, রত্নাকর ও নদী আছে। তাহাদের নাম বর্ণন করিতেছি। হে ধার্ম্মিকগণ! আপনারা অতীব গুণবৎ তত্ত্ব সকল আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রথম দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুক্ত মেরু পর্ব্বত। হে মহাভাগ সকল! তদুপরে পূর্ব্বায়ত মলয় নামক পর্ব্বত। মেঘ সকল এই পর্ব্বতে থাকে এবং সর্ব্বত্র বর্ষণ করে। হে মুনিগণ! তৎপরে জলধার নামে মহান্ পর্ব্বত। বাসব এই পর্ব্বত হইতেই নিত্য উৎকৃষ্ট জল গ্রহণ করেন। দ্বিজোত্তমগণ! তাহাতেই বর্ষাকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে, অত্যুচ্চ রৈবতক গিরি অবস্থিত, যাহার উর্দ্ধভাগে আকাশে রেবতী নামে নক্ষত্র আছে। পিতামহ কর্ত্তৃক উক্ত নক্ষত্রের ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তাহার উত্তরে, শ্যাম নামে মহান্ গিরি; উহা নবমেঘপ্রভ, অত্যুন্নত, শ্রীমান্ ও উজ্জ্বলকান্তিসমন্বিত। সেখানে প্রজাসকল শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা নিয়ত মুদিতচিত্ত। ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! তুমি যে এই বলিলে, ইহাতে আমাদের সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইল; তথাকার প্রজা সকল কেমন করিয়া সম্যক্ শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইল? সূত বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিপুঙ্গবগণ। সকল দ্বীপেই গৌর ও কৃষ্ণ পতগ (সূর্য্যরশ্মি) বর্ণান্তর উৎপাদনের কারণ। এখান হইতে শ্যাম প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার নাম শ্যামগিরি। মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহার পুরে মহোদয় দুর্গশৈল। পরে যেখান হইতে বায়ু প্রবৃত্ত হয়, বহু-কেশরসমন্বিত সেই কেশরী পর্ব্বত। এই সকলের বিষ্কম্ভপ্রমাণ এক যোজন এবং বিভাগ অনুসারে পর পর দ্বিগুণ। হে বিপ্রেন্দ্র সকল! মনীষিগণ তাহাতে যে সকল বর্ষ আছে, তাহা বলিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! মহামেরুর মহাকাশ, মলয়ের কুমুদোত্তর, জলধারের সুকুমার, এবং রৈবত পর্ব্বতের কৌমার, শ্যামের মণিকাঞ্চন, কেশরের মোদাকী; উহা মহান্ পর ভাগ দ্বারা সুরলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত

পরিবার্য্য তু বিপ্রেন্দ্রা দৈর্ঘ্যং হ্রস্বত্বমেব চ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাক্রমঃ ॥ ২৭
শাকো নাম মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রজাস্তস্য সহানুগাঃ ॥
তত্র পুণ্যা জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শঙ্করঃ।
তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ ॥ ২৯
ধার্ম্মিকাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চত্বারস্তত্র সত্তমাঃ।
বর্ণাঃ স্বকর্ম্মনিরতা ন চ স্তেনোঽত্র দৃশ্যতে ॥৩০
দীর্ঘায়ুষো মহাপ্রাজ্ঞা জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ।
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে বর্ষাস্বিব সমুদ্রগাঃ ॥ ৩১
নদ্যঃ পুণ্যজলাস্তত্র গঙ্গা চ বহুধা গতা।
সুকুমারী কুমারী চ সীতা শিবোদকা তথা ॥৩২
মহানদী চ ভো বিপ্রাস্তথা মণিজলা নদী।
ইক্ষুবর্দ্ধনিকা চৈব নদী মুনিবরাঃ স্মৃতা ॥ ৩৩
ততঃ প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নদ্যঃ পরমশোভনাঃ
সহস্রাণাং শতান্যেব যতো বর্ষতি বাসবঃ ॥ ৩৪
ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ।
শক্যন্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তা হি সরিদ্বরাঃ ॥

ততঃ পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ।
মৃগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মল্লকাস্তথা ॥ ৩৬
মৃগাশ্চ ব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্ম নিরতা দ্বিজাঃ।
মশকেষু তু রাজন্যা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বকামদাঃ ॥ ৩৭
মানসাশ্চ মহাভাগা বৈশ্যধর্ম্মোপজীবিনঃ।
সর্ব্বকামসমাযুক্তাঃ শূরা ধর্ম্মার্থনিশ্চিতাঃ ॥ ৩৮
শূদ্রাস্তু মল্লকা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনঃ ॥ ৩৯
ন তত্র রাজা বিপ্রেন্দ্রা ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকাঃ
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪০
এতাবদেব শক্যন্তু তত্র দ্বীপে প্রভাষিতুম্।
এতদেব চ শ্রোতব্যং শাকদ্বীপে মহৌজসি ॥৪১
উত্তরেষু চ ভো বিপ্রা দ্বীপেষু শ্রূয়তে কথা।
এবং তত্র মহাভাগা ব্রুবতস্তন্নিবোধত ॥ ৪২
ঘৃততোয়ঃ সমুদ্রোঽত্র দধিমণ্ডোদকোঽপরঃ।
সুরোদঃ সাগরশ্চৈব তথান্যো দুগ্ধসাগরঃ ॥৪৩

করিয়া অবস্থিত। হে মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্রেন্দ্রগণ! তন্মধ্যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাণে জম্বুদ্বীপের তুল্য শাক নামে মহান্ বৃক্ষ আছে। তথায় প্রজাগণ পরস্পর দৃঢ় সৌহৃদে অবস্থিত। সেখানে পুণ্য জনপদ সকল আছে। শঙ্কর তথায় পূজিত হইয়া থাকেন এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবতা সকলে যাতায়াত করেন। সত্তমগণ! তত্রত্য চতুর্ব্বর্ণ প্রজা সকলেই ধার্ম্মিক। সকল জাতিই স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত, তথায় চোর দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে নদী সকলের ন্যায় তত্রত্য প্রজাগণ নিয়ত বর্দ্ধিত হয়। তাহারা সকলেই দীর্ঘায়ু, মহাপ্রাজ্ঞ, জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত। সেখানে নদী সকল পুণ্যজলা, গঙ্গাও তথায় বহুধা বিভক্তা হইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! সুকুমারী, কুমারী, সীতা, শিবোদকা, মহানদী মণিজলা, ইক্ষুবর্দ্ধনিকা, এই সকল নদী বিখ্যাত। হে মুনিবরগণ! এখান হইতে পরমশোভনা পুণ্যজলা শত সহস্র নদী প্রবৃত্ত হইয়াছে। বাসব এই সকল নদী হইতেই বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সকল সরিদ্বরা পুণ্যকরী। তাহাদের নাম ও পরিমাণ নির্ব্বাচন করিতে পারা যায় না। তৎপরে মৃগ, মশক, মানস ও মল্লক, এই চারিটি লোকবিশ্রুত পুণ্য জনপদ আছে। হে দ্বিজগণ! মৃগ জনপদ ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ, তাঁহারা স্বকর্ম্মনিরত। মশক জনপদে ধার্ম্মিক সত্যবাদী সর্ব্বকামপূরক ক্ষত্রিয়গণ বাস করেন। মানস জনপদবাসী মানবগণ বৈশ্যধর্ম্মোপজীবী। তাঁহারা শূর, সর্ব্বকামসমন্বিত এবং ধর্ম্মার্থে আসক্ত। মল্লক জনপদবাসী পুরুষগণ শূদ্র। তাহারা নিয়ত ধর্ম্মশীল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তথায় রাজা নাই, দণ্ডার্হ ব্যক্তি নাই এবং দণ্ডকর্ত্তাও নাই। সেই ধর্ম্মজ্ঞগণ স্বধর্ম্মবশেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। সে দ্বীপ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই বলা যায়। শাকদ্বীপ সম্বন্ধে ইহাই শ্রোতব্য! হে মহাভাগ বিপ্রগণ! উত্তরদিকে অবস্থিত দ্বীপ সকলের কথা যেমন শুনা যায়, আমি তাহা বলিতেছি, অবধারণ করুন।১২—৪২। এখানে ঘৃততোয়, দধিমণ্ডোদক, সুরোদ এবং দুগ্ধসাগর এই চারিটী সাগর আছে।

পরস্পরেণ দ্বিগুণাঃ সর্ব্বে দ্বীপা দ্বিজর্ষভাঃ ।
পর্ব্বতাশ্চ মহাপ্রাজ্ঞাঃ সমুদ্রৈঃ পরিবারিতাঃ ॥৪৪
গৌরস্তু মধ্যমে দ্বীপে গিরির্মনঃশিলো মহান্ ।
পর্ব্বতঃ পশ্চিমে কৃষ্ণো নারায়ণসখো দ্বিজাঃ ॥৪
তত্র রত্নানি দিব্যানি স্বয়ং রক্ষতি কেশবঃ ।
প্রসন্নশ্চাভবত্তত্র প্রজানাং ব্যদধাৎ সুখম্ ॥ ৪৬
শরদ্বীপে কুশস্তম্বো মধ্যে জনপদস্য হ ।
সম্পূজ্যতে শাল্মলিশ্চ দ্বীপে শাল্মলিকে দ্বিজাঃ
ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাক্রৌঞ্চো গিরী রত্নচয়াকরঃ ।
সম্পূজ্যতে ভো বিপ্রেন্দ্রাশ্চাতুর্বর্ণ্যেন নিত্যদা
গোমন্তঃ পর্ব্বতো বিপ্রাঃ সুমহান্ সর্ব্বধাতুকঃ ।
যত্র নিত্যং নিবসতি শ্রীমান্ কমললোচনঃ ॥ ৪৯
মোক্ষিভিঃ সঙ্গতো নিত্যং প্রভুর্নারায়ণো হরিঃ
শরদ্বীপে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ পর্ব্বতো বিদ্রুমৈশ্চিতঃ
সুনামা চ সুদুর্দ্ধর্ষো দ্বিতীয়ো হেমপর্ব্বতঃ ।
দ্যু তমান্নাম বিপ্রেন্দ্রাস্তৃতীয়ঃ কুমুদো গিরিঃ ॥৫১
চতুর্থঃ পুষ্পবান্নাম পঞ্চমস্তু কুশেশয়ঃ ।
ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম ষড়েতে পর্ব্বতোত্তমাঃ ॥ ৫২
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ পর্ব্বভাগশঃ ॥ ৫৩
ঔদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্ ।
তৃতীয়ং সুরথং নাম চতুর্থং লবণং স্মৃতম্ ॥ ৫৪
ধৃতিমৎ পঞ্চমং বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্ ।
সপ্তমং কাপিলং বর্ষং সপ্তৈতে বর্ষলম্ভকাঃ ॥ ৫৬
এতেষু দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রজাশ্চ মুদিতা দ্বিজাঃ ।
বিহরন্তি রমন্তে চ ন তেষু ম্রিয়তে জনঃ ॥ ৫৬
ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাত্যোঽপি বা দ্বিজাঃ ।
গৌরঃ প্রায়ো জনঃ সর্ব্বঃ সুকুমারশ্চ সত্তমাঃ ॥
অবশিষ্টেষু সর্ব্বেষু বক্ষ্যামি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
যথাশ্রুতং মহাপ্রাজ্ঞা বর্ণ্যতে শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৫৮
ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাভাগাঃ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ ।
ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ ॥.
অন্ধকারাৎ পরো বিপ্রা মৈনাকঃ পর্ব্বতোত্তমঃ

হে মহাপ্রাজ্ঞ দ্বিজর্ষভগণ! উক্ত দ্বীপ সকল পরস্পর দ্বিগুণ এবং পর্ব্বত সকল সমুদ্র দ্বারা পরিবারিত। মধ্যমদ্বীপে গৌরবর্ণ মহান্ মনঃশিল পর্ব্বত আছে। দ্বিজগণ! পশ্চিমদিকে নারায়ণসখা কৃষ্ণপর্ব্বত অবস্থিত। কেশব স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া প্রজাদিগের সুখ বিধান ও তত্রত্য রত্নরাজির রক্ষা করিয়া থাকেন। শর দ্বীপে জনপদের মধ্যে কুশস্তম্ব বর্ত্তমান। দ্বিজগণ! শাল্মলী দ্বীপে শাল্মলী বৃক্ষ পূজিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে চতুর্বর্ণ প্রজা রত্ন-নিকরাকর মহাক্রৌঞ্চ গিরির নিয়ত পূজা করিয়া থাকে। বিপ্রেন্দ্রগণ! যেখানে কমল-লোচন প্রভু শ্রীমান্ নারায়ণ হরি মোক্ষা-কাঙ্ক্ষিগণের সহিত নিয়ত নিবাস করেন, সেই সর্ব্বধাতুসমন্বিত সুমহান্ গোমন্ত পর্ব্বত আছে। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! শরদ্বীপে অব-স্থিত উক্ত পর্ব্বত বিদ্রুমনিচিত। প্রথম সুদুর্দ্ধর্ষ সুনামা, দ্বিতীয় দ্যুতিমান্ নামে হেম-পর্ব্বত, তৃতীয় কুমুদ গিরি, চতুর্থ পুষ্পবান্, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি গিরি, এই কয়টাই পর্ব্বতোত্তম। এই সকল পর্ব্বতের অন্তর বিষ্কম্ভ অংশানুসারে পর পর দ্বিগুণ। প্রথম ঔদ্ভিদ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল, তৃতীয় সুরথ, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিমান্, ষষ্ঠ প্রভাকর, সপ্তম কাপিল, এই সাতটাই প্রধান বর্ষ। দ্বিজগণ! এই সকল বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব এবং প্রজাসকল, সানন্দ অন্তরে বিহার ও ক্রীড়া করে। দ্বিজগণ! তথায় কেহই মৃত হয় না। এ সকল স্থানে দস্যু নাই এবং ম্লেচ্ছ জাতিও নাই। হে সত্তমগণ! তত্রত্য জনগণ প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ ও সুকুমারা-কৃতি। দ্বিজপুঙ্গবগণ! অবশিষ্ট পর্ব্বত সকলের বিষয় বলা যাইতেছে। দ্বিজগণ! আমি যেমন শুনিয়াছি তদনুরূপ বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে মহাভাগগণ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহান্ গিরি অব-স্থিত। ক্রৌঞ্চের পরে বামনক, বামনের পর অন্ধকারক; হে বিপ্রগণ! অন্ধকারের

মৈনাকাৎ পরতো বিপ্রা গোবিন্দো গিরিরুত্তমঃ।
পূর্বস্তাদ্দ্বিগুণস্তেষাং বিষ্কম্ভো মুনিপুঙ্গবাঃ।
দেশাংস্তত্র প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬১
ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোহনুগঃ।
মনোহনুগাৎ পরো দেশ উষ্ণো নাম তপোধনাঃ
উষ্ণাৎ পরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরাদন্ধকারকঃ।
অন্ধকারকদেশাত্তু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩
মুনিদেশাৎ পরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ॥
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো গৌরঃ প্রায়ো জনঃ স্মৃতঃ ॥
এতে দেশাঃ সমাখ্যাতা দেবগন্ধর্ব্বসেবিতাঃ ॥
পুষ্করে পুষ্করো নাম পর্ব্বতো মণিরত্নবান্।
তত্র নিত্যং প্রসরতি স্বয়ং দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥৬৭
পর্য্যুপাসন্তি তে নিত্যং দেবাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
বাগ্‌ভির্মনোহনুকূলাভিঃ পূজয়ন্তো দ্বিজোত্তমাঃ
জম্বুদ্বীপাৎ প্রবর্ত্তন্তে রত্নানি বিবিধানি চ।
দ্বীপেষু তেষু সর্ব্বেষু প্রজানাং মুনিসত্তমাঃ ॥৬৮
বিপ্রাণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ।
আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণং দ্বিগুণং ততঃ
এতে জনপদা বিপ্রা দ্বীপেষু তেষু সত্তমাঃ।
উক্তা জনপদা যেষু ধর্ম্মশ্চৈকঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭০
ঈশ্বরো দণ্ডমুদ্যম্য স্বয়মেব প্রজাপতিঃ।
দ্বীপানেতান্ মুনিবরা রক্ষংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৭১
স রাজা স শিবো বিপ্রাঃ স পিতা স পিতামহঃ
গোপায়তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রজাঃ সদ্বিজপণ্ডিতাঃ
ভোজনমত্র বিপেন্দ্রাঃ প্রজাঃ স্বয়মুপস্থিতম্।
সিদ্ধমেব মহাভাগা ভুঞ্জতে তদ্ধি নিত্যদা ॥ ৭৩
ততঃ পরং মহাশৈলো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ
চতুরস্রো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৭৪
তত্র তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্রাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
দিগ্‌গজা হি মুনিশ্রেষ্ঠা বামনৈরাবতাদয়ঃ ॥ ৭৫
সুপ্রতীকস্তথা বিপ্রাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
তস্যাহং পরিমাণন্তু ন সঙ্খ্যাতুমিহোৎসহে ॥৭৬
অসঙ্খ্যাতঃ স নিত্যং হি তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।

পর পর্ব্বতোত্তম মৈনাক। বিপ্রগণ! মৈনাকের পর গোবিন্দ নামে উত্তম গিরি আছে। মুনিপুঙ্গবগণ! উহাদের বিষ্কম্ভ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর দ্বিগুণ। এখন তত্রত্য দেশ সকল বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৪৩—৬১। হে তাপসগণ! ক্রৌঞ্চের কুশল দেশ, বামনের মনোহনুগ, মনোহনুগের পর উষ্ণদেশ, উষ্ণের পর প্রাবরক; প্রাবরকের পর অন্ধকারক। উক্ত অন্ধকারের পর মুনিদেশ প্রসিদ্ধ। মুনিদেশের পর দুন্দুভিস্বন নামে দেশ উক্ত হয়। এই দেশ সিদ্ধচারণগণে সঙ্কীর্ণ, তত্রত্য জনগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ। দেবগন্ধর্ব্বসেবিত এই সকল দেশ আখ্যাত হইল। পুষ্করে পুষ্কর নামে মণিরত্নবান্ পর্ব্বত আছে। দেব প্রজাপতি স্বয়ং নিত্য তথায় যাইয়া থাকেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! তথায় সমস্ত দেবগণ ও মহর্ষিগণ মনঃপ্রীতিকর বাক্যে নিত্য তাঁহার উপাসনা করেন। মুনিসত্তমগণ! প্রজাদিগের অভীপ্সিত বিবিধ রত্ন জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা ঐ সকল দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দ্বীপ বিপ্রাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, এবং আরোগ্য ও আয়ুঃপ্রমাণে পর পর দ্বিগুণ। হে সত্তমগণ! সেই সকল দ্বীপে একই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত আছে। দ্বীপ সকলের ও তত্রত্য জনপদনিচয়ের বিষয় এই কথিত হইল। হে মুনিবরগণ! প্রজাপতি ঈশ্বর স্বয়ংই সর্ব্বদা দণ্ড উদ্যত করিয়া এই সকল দ্বীপ রক্ষা করেন। বিপ্রগণ। তিনিই রাজা, তিনিই শিব, তিনিই পিতামহ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তিনিই ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতাদি সমস্ত প্রজা প্রতিপালন করেন। হে মহাভাগ বিপ্রেন্দ্রগণ! তথায় সুসিদ্ধ ভোজ্য সকল স্বয়ংই উপস্থিত হয়, জনগণ প্রতিদিন তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞগণ! তৎপরে লোকমর্য্যাদা স্বরূপ চতুরস্র সর্ব্বতঃ মণ্ডলাকারে অবস্থিত মহাশৈল দৃষ্ট হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রেন্দ্রগণ! তথায় বামন, ঐরাবত সুপ্রতীকাদি সপ্তধা মদস্রাবী লোকসম্মত দিগ্‌গজচতুষ্টয় বর্ত্তমান আছে। আমি তাহার পরিমাণ করিতে উৎসাহ করি না। সেই পর্ব্বতের

তত্র বৈ বায়বো বান্তি দিগ্‌ভ্যঃ সর্ব্বাভ্য এব চ
অসম্বদ্ধা মুনিশ্রেষ্ঠাস্তান্নিগৃহ্ণন্তি তে গজাঃ।
পুষ্করৈঃ পদ্মসঙ্কাশৈর্বিকর্ষন্ত মহাপ্রভৈঃ ॥ ৭৮
শতধা পুনরেবাশু তে তান্মুঞ্চন্তি নিত্যশঃ।
শ্বসদ্ভির্মুখনাসাভ্যাং দিগ্‌গজৈরিহ মারুতাঃ ॥৭৯
আগচ্ছন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্র তিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ।
যথোদ্দিষ্টং ময়া প্রোক্তং সনির্ম্মাণমিদং জগৎ ॥
শ্রুত্বেদং পৃথিবীমানং পুণ্যদঞ্চ মনোহনুগম্।
শ্রীমাংস্তরতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সিদ্ধার্থঃ সাধুসম্মতঃ ॥
আয়ুর্বলঞ্চ কীর্ত্তিশ্চ তস্য তেজশ্চ বর্দ্ধতে ॥৮২
যঃ শৃণোতি সমাখ্যানং পর্ব্বণীদং ধৃতব্রতঃ।
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৮৩

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ভূবর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের পরিমাণ-সংখ্যা করা যায় না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সেই দুর্দ্দম গজ সকল পদ্মসন্নিভ শুণ্ড দ্বারা নিয়ত আকর্ষণ করে বলিয়া বায়ুসকল সর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত হইয়া তথায় প্রবাহিত হয়। আবার সেই দিগ্‌গজগণ মুখ ও নাসিকা দ্বারা পুনরায় যখন ত্যাগ করে, তখন ঝটিতি সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তথায় নানা স্থান হইতে প্রজা সকল আগমনপূর্ব্বক বাস করে। আমি এই নির্ম্মাণপ্রণালী সহ জগতের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! পুণ্যদ মনোহগ পৃথিবী-পরিমাণ শ্রবণ করিয়া মানব শ্রীমান্, সিদ্ধার্থ ও সাধুসম্মত হয় এবং পরিত্রাণ পায়; তাহার আয়ু, বল, তেজ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বদিনে ব্রতধারণপূর্ব্বক এই আখ্যান শ্রবণ করে, তাহার পিতৃ-পিতামহগণ প্রীতি লাভ করেন। ৭২—৮৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

পৃথিব্যা হি পরীমাণং সংস্থানং সরিতস্তথা।
যত্তঃ শ্রুত্বা মহাভাগ অমৃতং পীতমেব চ ॥
তত্র ভূমৌ চ তীর্থানি পাবনানীতি নঃ শ্রুতম্।
আচক্ষ্ব তানি সর্ব্বাণি যথাফলকরাণি চ।
সবিশেষং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামহে তব ॥ ২

সূত উবাচ।

ধন্যং পুণ্যং মহাখ্যানং পৃষ্টমেব তপোধনাঃ।
যথামতি প্রবক্ষ্যামি যথাযোগং যথাশ্রুতম্ ॥৩
পুরাতনং প্রবক্ষ্যামি দেবর্ষের্নারদস্য হি।
যুধিষ্ঠিরেণ সংবাদং শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
হৃতরাজ্যাঃ পাণ্ডুপুত্রা বনে তস্মিন্মহারথাঃ।
নিবসন্তি মহাভাগা দ্রৌপদ্যা সহ পাণ্ডবাঃ ॥৫
অথাপশ্যন্মহাত্মানং দেবর্ষিং তত্র নারদম্।
দীপ্যমানং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা দীপ্তাগ্নিসমতেজসম্ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! তোমার নিকট পৃথিবীর পরিমাণ এবং সরিৎ সকলের সংস্থান শ্রবণ করিয়া অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই পৃথিবীতে অনেক পাবন তীর্থ আছে, ইহা শুনিয়াছি। এক্ষণে সেই সকলের বিষয় ফলশ্রুতি অনুসারে কীর্ত্তন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ। আমরা উহা তোমার নিকট সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন,—হে তপোধনগণ! আপনারা অতি ধন্য, পুণ্য, মহদাখ্যান আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহা আমি যেমন শুনিয়াছি, তদনুরূপ যথাযোগ্য ভাবে যথামতি বলিতেছি। দ্বিজসত্তমগণ! যুধিষ্ঠিরের সহিত দেবর্ষি নারদের যে পুরাতন সংবাদ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাভাগ মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণ হৃতরাজ্য হইয়া যখন দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিতেছিলেন, তখন একদা তথায় ব্রাহ্মী শ্রীতে দীপ্যমান দীপ্তাগ্নিসম

স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ।
দিবি ভাতি হি দীপ্তৌজা দেবৈরিব শতক্রতুঃ
যথা চ দেবান্ সাবিত্রী যাজ্ঞসেনী তথা পতীন্
ন জহৌ ধর্ম্মতঃ পার্থান্ মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥৮
প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং নারদো ভগবানৃষিঃ।
আশ্বাসয়দ্ধর্ম্মপুত্রং যুক্তরূপপ্রিয়েণ চ ॥ ৯
উবাচ চ মহাত্মানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ কিং প্রার্থ্যং কিং দদামি তে ॥ ১০
অথ ধর্ম্মসুতো রাজা প্রণম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং নারদং দেবসম্মিতম্ ॥ ১১
ত্বয়ি তুষ্টে মহাভাগ সর্ব্বলোকাভিপূজিতে।
কৃতমিত্যেব মন্যে হি প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥ ১২
যদি ত্বয়ানুগ্রাহ্যোঽস্মি ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ
সন্দেহং মে মুনিশ্রেষ্ঠ হৃদিস্থং ছেত্তুমর্হসি ॥১৩
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পৃথিবীং তীর্থতৎপরঃ।
কিং ফলং তস্য কার্ৎস্ন্যেন তদ্ব্রহ্মন্ বক্তুমর্হসি

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো দিলীপেন যথা পুরা।
বসিষ্ঠস্য সকাশাদ্বৈ সর্ব্বমেতদুপাজ্জতম্ ॥ ১৫
পুরা ভাগীরথীতীরে দিলীপো রাজসত্তমঃ।
ধর্ম্ম্যং ব্রতং সমাস্থায় ন্যবসন্মুনিবত্তদা ॥ ১৬
শুভে দেশে মহারাজ পুণ্যে দেবর্ষিপূজিতে।
গঙ্গাদ্বারে মহাতেজা দেবগন্ধর্ব্বসেবিতে ॥ ১৭
স পিতৄংস্তর্পয়ামাস দেবাংশ্চ পরমদ্যুতিঃ।
ঋষীংশ্চ তর্পয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৮
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য জপন্নেব মহামনাঃ।
দদর্শ ভূতসঙ্কাশং বসিষ্ঠমৃষিমুত্তমম্ ॥ ১৯
পুরোহিতং স তং দৃষ্ট্বা দীপ্যমানামিব শ্রিয়া।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ২০
উপস্থিতং মহারাজ পূজয়ামাস ভারত।
স হি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥২১

তেজস্বী দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন। সেই দীপ্ততেজা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। অর্কপ্রভা যেমন মেরু পর্ব্বতকে কখনও ত্যাগ করে না, তদ্রূপ সাবিত্রী সদৃশী সেই যাজ্ঞসেনী সেই দেবতুল্য পার্থ পতিগণকে ধর্ম্মতঃ ত্যাগ করেন নাই। ভগবান্ নারদ ঋষি তাঁহাদের নিকট যথোপযুক্ত পূজা গ্রহণ করিয়া যুক্তিযুক্ত অথচ প্রিয় বাক্যে ধর্ম্মপুত্রকে আশ্বাসিত করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকপ্রবর! তোমার প্রার্থনীয় কি? তোমাকে কি দিব? অনন্তর ধর্ম্মসুত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে দেবসান্নিভ নারদকে এই বাক্য বলিলেন। —হে সুব্রত মহাভাগ! সর্ব্বলোকাভিপূজিত আপনি তুষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং আপনার প্রসাদে আমার সকলই যেন সম্পন্ন হইয়াছে; মনে করি। হে অনঘ মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি যদি ভ্রাতৃগণ সহ আপনার অনুগ্রাহ্য হইয়া থাকি তবে আমার হৃদয়স্থিত একটী সন্দেহ ছেদন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যে তীর্থতৎপর ব্যক্তি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল লাভ হয়, তাহা আপনি সম্যক্রূপে বলুন। ১—১৪। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালে বসিষ্ঠের নিকট হইতে রাজসত্তম দিলীপ এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে যেমন শুনিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি; আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে রাজসত্তম দিলীপ ভাগীরথীতীরে ধর্ম্ম্য ব্রত ধারণপূর্ব্বক মুনিবৎ অবস্থিত ছিলেন। হে মহারাজ! সেই মহাতেজা পরমদ্যুতি দিলীপ দেবর্ষিগণপূজিত পুণ্য শুভ দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গঙ্গাদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর এক দিন তিনি জপ করিতে করিতে ভূতসঙ্কাশ শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ঋষিকে দেখিলেন। তিনি দেহকান্তিতে দীপ্যমান পুরোহিত সেই বসিষ্ঠকে উপস্থিত দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং অতিশয় বিস্মিত হইলেন। হে ভারত মহা-

শিরসা চার্ঘ্যমাদায় শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়ামাস তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষিসত্তমে॥ ২২
দিলীপোঽহংস্তু ভদ্রং তে দাসোঽস্মি তব সুব্রত
তব সন্দর্শনাদেব মুক্তোঽহং সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥২৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ দিলীপো দ্বিপদাং বরঃ।
বাগ্‌যতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তূষ্ণীমাসীদ্যুধিষ্ঠির॥২৪
তং দৃষ্ট্বা নিয়মেনাথ স্বাধ্যায়েন চ কর্ষিতম্।
দিলীপং নৃপতিশ্রেষ্ঠং মুনিঃ প্রীতমনাভবৎ॥২৫

বসিষ্ঠ উবাচ।

অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চ মহাভাগ তুষ্টোঽস্মি তব সর্ব্বশঃ॥২৬
যস্যেদৃশস্তে ধর্ম্মোঽয়ং পিতরস্তু রিতাস্ত্বয়া।
তেন পশ্যসি মাং পুত্র যাজ্যশ্চাসি মমানঘ॥ ২৭
প্রীতির্মে বর্দ্ধতে তেঽদ্য ব্রূহি কিং করবাণি তে
যদ্বক্ষ্যসি নরশ্রেষ্ঠ তস্য দাতাস্মি তেঽনঘ॥২৮

দিলীপ উবাচ।

প্রীতে ত্বয়ি বসিষ্ঠাদ্য সর্ব্বলোকাভিপূজিতে।
কৃতমিত্যেব মন্যে হি যদহং পৃষ্টবান্ প্রভুম্॥২৯
যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যস্তব ধর্ম্মভৃতাং বর।
বক্ষ্যামি হৃৎস্থং সন্দেহং তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥
অস্তি মে ভগবন্ কশ্চিত্তীর্থেভ্যো ধর্ম্মসংশয়ঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পৃথক্ সঙ্কীর্ত্তনং ত্বয়া॥৩১
প্রদক্ষিণং যঃ পৃথিবীং করোতি দ্বিজসত্তম।
কিং ফলং তস্য বিপ্রর্ষে তন্মে ব্রূহি তপোধন॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

কথয়িষ্যামি তদহমৃষীণাং যৎ পরায়ণম্।
তদেকাগ্রমনাস্তাত শৃণু তীর্থেষু যৎ ফলম্॥৩৩
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥৩৪
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্ত্য সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥ ৩৫
অকল্কিকো নিরাহারো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ

রাজন্! পরে ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ সেই দিলীপ বিহিত বিধানে তাঁহাকে পূজা করিলেন। তিনি শুচি ও প্রযতচিত্তে সেই ব্রহ্মর্ষিসত্তমসমীপে নিজ মস্তকে অর্ঘ্য ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুব্রত! আমি দিলীপ, আপনার দাস, আপনার মঙ্গল হউক; আপনার দর্শনেই আমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! দ্বিপদবর দিলীপ এই কথা বলিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মুনি সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ দিলীপকে নিয়ম ও স্বাধ্যায় দ্বারা কৃশ দেখিয়া প্রীতমনা হইলেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার এই বিনয় দম ও সত্য দ্বারা সর্ব্বথা পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে অনঘ পুত্র! তোমার ঈদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পিতৃগণ তারিত হইয়াছেন, তজ্জন্যই তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে। এক্ষণে তুমি আমার যাজ্য হইয়াছ। অদ্য আমার প্রীতি বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব তুমি বল, তোমার কোন্ কার্য্য করিব? হে অনঘ নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব। দিলীপ বলিলেন,—হে প্রভু বসিষ্ঠ! আপনি যখন অদ্য প্রীত হইয়াছেন, তখন আমি যাহা প্রশ্ন করিব, তাহা যেন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই মনে করি! হে ধর্ম্মভৃদ্বর! যদি আমি আপনার অনুগ্রহযোগ্য হই, তবে আমার হৃদয়স্থ যে সন্দেহটী আছে, তাহা বলিতেছি, আপনি তাহার প্রত্যুত্তর বলুন। হে ভগবন্! তীর্থ সকলের সম্বন্ধে আমার মহান্ ধর্ম্ম-সংশয় আছে, অতএব তদ্বিষয় পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করুন; আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজসত্তম! যে ব্যক্তি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করে, হে তপোধন বিপ্রর্ষে! তাহার কি ফল লাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১৫—৩২। বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে তাত! তুমি একাগ্র মনে শ্রবণ কর। ঋষিদিগের যাহা পরায়ণ, সেই তীর্থ সকলের ফল আমি বলিতেছি। যাহার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, ও মন সুসংযত এবং বিদ্যা তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে, সে ব্যক্তিই তীর্থফল লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সন্তুষ্টচেতা, সংযমযুক্ত, শুচি ও অহঙ্কারবিহীন, সে তীর্থফল পায়। যে ব্যক্তি

বিমুক্তঃ সর্ব্বদোষৈর্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৩৬
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৩৭
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবেষপি যথাক্রমম্
ফলঞ্চৈব যথাতত্ত্বং প্রেত্য চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৮
ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥ ৩৯
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতে সমৃদ্ধৈর্বা নরৈঃ ক্বচিৎ
ন নির্দ্ধনৈর্নরগণৈরেকাত্মভিরসাধনৈঃ ॥ ৪০
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং জনেশ্বর
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তং নিবোধ মহীপতে
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ধর্ম্মভৃতাং বর।
তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥ ৪২
অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থাভিগমনেন চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ ॥
নৃলোকে দেবলোকস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
পুষ্করং তীর্থমাসাদ্য দেবদেবসমো ভবেৎ ॥ ৪৫
দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহীপতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে যেষাং ত্রিসন্ধ্যং সূর্য্যবংশজ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব তত্র সন্নিহিতাঃ প্রভো ॥ ৪৭
যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দৈত্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
দিব্যযোগা মহারাজ পুণ্যেন মহতা দ্বিজাঃ ॥ ৪৮
মনসাপ্যভিকামস্য পুষ্করাণি মনীষিণঃ।
পূর্নাস্তি সর্ব্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে স পূজ্যতে ॥ ৪৯
অস্মিংস্তীর্থে মহাভাগ নিত্যমেব পিতামহঃ।
উবাস পরমপ্রীতো দেবদানবসম্মতঃ ॥ ৫০
পুষ্করেষু মহাভাগ দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ

কাপট্যরহিত, স্বল্পাহারী, অযাচিতাহারী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বদোষমুক্ত, সে তীর্থফল পায়। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি অক্রোধী, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মতুল্য সে তীর্থফল পায়। ঋষিগণ দেবতা ও মানবগণের জন্য নানা যজ্ঞের বিধান এবং ইহপর উভয়লোকে উহাদের সমস্ত ফল যথাক্রমে যথাযথরূপে বলিয়াছেন, কিন্তু হে মহীপতে! ঐ সকল যজ্ঞ বহূপকরণযুক্ত ও নানাসম্ভারসমন্বিত, সুতরাং দরিদ্র ব্যক্তি উহার অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় না। সমৃদ্ধ মানব অথবা রাজগণই উহার অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম। সম্ভারসম্পর্কহীন নির্দ্ধন নরগণ একাগ্রচিত্ত হইলেও কোন ক্রমে তাহাদের সাধ্য নহে। হে জনেশ্বর! দরিদ্রেও যাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে, অথচ যাহা যজ্ঞফলের তুল্য পুণ্যফলপ্রদ, হে মহীপতে! তাহা অবধারণ কর। হে ধর্ম্মভৃদ্বর! এই পুণ্যপ্রদ তীর্থাভিগমন ঋষিদিগের পরম গোপ্য বিষয়; ইহা যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্ট ফলপ্রদ। তীর্থে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস ও কাঞ্চন এবং গো দান না করিলে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তীর্থাভিগমনে যে ফল হয়, বিপুল দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ ফল হয় না। নৃলোকে অবস্থিত ত্রৈলোক্যবিখ্যাত দেবলোকের তীর্থ পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া মানব দেবদেব হয়। হে সূর্য্যবংশজ মহীপতে! পুষ্করে ত্রিসন্ধ্যায় দশকোটি সহস্র তীর্থের সান্নিধ্য হইয়া থাকে। হে প্রভো! আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সকলেই তথায় নিয়ত সন্নিহিত থাকেন। হে মহারাজ! তথায় দেব, দৈত্য, ব্রহ্মর্ষি ও দ্বিজ সকল তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা মহাপুণ্যে দিব্যযোগ লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে মনেও পুষ্করে যাইতে অভিলাষ করে, তবে সেই মনীষী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং স্বর্গধামে পূজিত হইয়া থাকে। ৩৩—৪৯। হে মহাভাগ! এই তীর্থে দেব-দানবসম্মত পিতামহ পরমপ্রীত চিত্তে নিত্য বাস করেন। হে মহাভাগ! পুষ্করে দেবগণ ও ঋষিগণ মহাপুণ্যসমন্বিত হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ

তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ৫২
অপ্যেকং ভোজয়েদ্বিপ্রং পুষ্করারণ্যমাশ্রিতঃ।
তেনাপ্নোত্যজিতাল্লোঁকান্ ব্রহ্মণঃ সদনেস্থিতান্
সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্‌যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ।
উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সর্ব্বতীর্থেষু পার্থিব। ৫৪
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে গতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি। ৫৫
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজংস্তীর্থানামাদিরুচ্যতে। ৫৬
উষ্ট্বা দ্বাদশবর্ষাণি পুষ্করে নিয়তঃ শুচিঃ।
ক্রতূন্ সর্ব্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যস্তু বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাচরেৎ।
কার্ত্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব তৎ।
দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুং চৈব সুদুষ্করম্। ৫৯

করিয়াছেন। পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত ব্যক্তি তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ অপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য লাভ করে। মনীষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। পুষ্করারণ্যে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, সেই ফলে ব্রহ্মসদনস্থিত অজিত লোক প্রাপ্ত হয়। হে পার্থিব! যে ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করযোড়ে পুষ্করের স্মরণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থে আচমনের ফল লাভ হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই পুষ্করে গমন মাত্র আজন্মকৃত পাপ সমস্ত প্রনষ্ট হয়। রাজন্! মধুসূদন যেমন দেবতাদিগের আদি, তেমনি পুষ্করও সকল তীর্থের আদি বলিয়া কথিত। শুচি এবং সংযতচিত্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ পুষ্করে বাস করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি পূর্ণ শত বর্ষ অগ্নিহোত্র পালন করে, আর যে পুষ্করে কার্ত্তিকী (কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র-সমন্বিতা) রাত্রি মাত্র বাস করে, একত্রভয়ের ফল তুল্য। পুষ্করে গমন করা দুষ্কর, পুষ্করে তপশ্চরণ দুষ্কর, পুষ্করে দান করাও দুষ্কর; আর বাস করা

ত্রীণি শৃঙ্গাণি শুভ্রাণি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ।
পুষ্করাণ্যাদিতীর্থানি ন বিদ্মস্তত্র কারণম্। ৬০
উষ্ট্বা দ্বাদশ বর্ষাণি নিয়তো নিয়তাশনঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ।

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে পুষ্করতীর্থমহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্তো জম্বুমার্গং সমাবিশেৎ। ১
জম্বুমার্গং সমাবিশ্য পিতৃদেবর্ষিপূজিতম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি। ২
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ ষষ্ঠে কালেঽশু যন্নরঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্।
জম্বুমার্গাদুপাবৃত্তো গচ্ছেত্তুণ্ডুলিকাশ্রমম্।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকে চ পূজ্যতে। ৪
অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।

সু-দুষ্কর। পুষ্কর আদি তীর্থ; উহার তিনটী শৃঙ্গ শুভ্র, তিনটী শৃঙ্গ প্রস্রবণযুক্ত; ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। যদি কেহ সংযত ও সংযতাহার হইয়া দ্বাদশ বর্ষ পুষ্করে বাস করে, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়; সকল ক্রতুর ফল লাভ করে। ৫০—৬১।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ ধ্যায়।

বসিষ্ঠ বলিলেন, মানব পৃথিবীপ্রদক্ষিণে প্রবৃত্ত হইয়া জম্বুমার্গে প্রবিষ্ট হইবে। দেব-ঋষিপূজিত জম্বুমার্গে প্রবিষ্ট হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। তথায় ষষ্ঠ কালে আহার করত পঞ্চ রজনী বাস করিলে, মানব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যুত্তমা সিদ্ধি লাভ করে। জম্বুমার্গ হইতে তুণ্ডুলিকাশ্রমে যাইবে তাহা হইলে দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না এবং স্বর্গলোকে পূজিত হইবে। হে রাজন্

ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
শাকবৃত্তিঃ ফলৈর্বাপি কৌমারং বিন্দতে পরম্।
কণ্বাশ্রমং সমাসাদ্য শ্রীপুষ্টং লোকপূজিতম্ ॥৬
ধর্ম্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যমাদ্যঞ্চ পার্থিবর্ষভ।
যত্র প্রবিষ্টমাত্রো বৈ পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে ॥
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥ ৮
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা যযাতিপতনং ব্রজেৎ।
হয়মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি তত্র বৈ ॥ ৯
মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ১০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞঃ স্থানং তীর্থমুমাপতেঃ।
নাম্না ভদ্রবটং নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥১১
তত্রাভিগম্য চেশানং গোসহস্রফলং লভেৎ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২
সমৃদ্ধমসপত্নঞ্চ শ্রিয়া যুক্তং নরোত্তম ॥ ১৩
নর্ম্মদাঞ্চ সমাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বসিষ্ঠেন দিলীপায় কথিতং তীর্থমুত্তমম্।
নর্ম্মদেতি চ বিখ্যাতং পাপপর্ব্বতদারণম্ ॥ ১৫
ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে কথয় নারদ।
নর্ম্মদায়াশ্চ মাহাত্ম্যং বসিষ্ঠোক্তং দ্বিজোত্তম ॥
কথমেষা মহাপুণ্যা নদী সর্ব্বত্র বিশ্রুতা।
নর্ম্মদা নাম বিখ্যাতা তন্মম ব্রূহি নারদ ॥ ১৭

নারদ উবাচ।

নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৮
নর্ম্মদায়াস্তু মাহাত্ম্যং বসিষ্ঠোক্তং ময়া শ্রুতম্।
তদেতদ্ধি মহারাজ সর্ব্বং হি কথয়ামি তে ॥১৯
পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা ॥২০
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্ ॥২১

অগস্ত্যাশ্রমে আসিয়া পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। শ্রীসমন্বিত লোকপূজিত কণ্বাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া শাক বা ফল ভোজনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য করিলে মুক্তি লাভ হয়। হে পার্থিবর্ষভ! উক্ত আশ্রমই ধর্ম্মারণ্য পুণ্য ও সর্ব্বোত্তম! তথায় প্রবেশ মাত্রই পাপ হইতে মুক্ত হয়। সংযত ও সংযতাহার হইয়া তথায় পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর নিয়ত ও মিতাশন হইয়া মহাকাল তীর্থে যাইবে। তাহাতে কোটিতীর্থে আচমন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি উমাপতির বাসস্থান ত্রিলোকীবিশ্রুত ভদ্রবট নামে তীর্থে যাইবে। তথায় ঈশান দেবের নিকট যাইয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করিবে, আর মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য পদ লাভ করিতে পারিবে। হে নরোত্তম! উহা সমৃদ্ধ অসপত্ন ও শ্রীসমন্বিত। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতা নর্ম্মদায় গমনপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১৪। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নারদ! পাপপর্ব্বতদারণ নর্ম্মদা নামে বিখ্যাত তীর্থের মাহাত্ম্য দিলীপের নিকটে বসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি; হে দ্বিজোত্তম! আপনি সেই বসিষ্ঠোক্ত নর্ম্মদামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। হে নারদ! এই পুণ্যা নদী কিরূপে সর্ব্বলোকে বিশ্রুতা হইল, আর কেনই বা নর্ম্মদা নামে বিখ্যাতা হইল, তাহা আমাকে বলুন। ১৫—১৭। নারদ বলিলেন,—নর্ম্মদা সরিৎসমূহের শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী। ইনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতের ত্রাণ করেন। হে মহারাজ! বসিষ্ঠোক্ত নর্ম্মদামাহাত্ম্য আমি যেমন শুনিয়াছি, সেই সমস্তই এই তোমার নিকট বলিতেছি। গঙ্গা কনখলেই পুণ্যা, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রেই পুণ্যা, কিন্তু নর্ম্মদা গ্রামেই হউক বা অরণ্যেই হউক, সর্ব্বত্রই পুণ্যা। সরস্বতীর

কলিঙ্গদেশে পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥২২
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ ॥২৩
তত্র স্নাত্বা মহারাজ নিয়মস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্
জনেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা পিণ্ডং দত্বা যথাবিধি।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৫
পর্ব্বতস্য সমন্তাত্তু রুদ্রকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা।
স্নানং যঃ কুরুতে তত্র গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ॥২৬
প্রীতস্তস্য ভবেৎ সর্ব্বো রুদ্রকোটির্ন সংশয়ঃ।
পর্ব্বতে পশ্চিমস্যান্তে স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥২৭
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিতৃকার্য্যন্তু কুর্ব্বীত বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ২৮
তিলোদকেন তত্রৈব তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥
আসপ্তমং কুলং তস্য স্বর্গে তিষ্ঠতি পাণ্ডব।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩০
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণো দিব্যস্ত্রীপরিবারিতঃ।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ৩১
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিপুলে কুলে।
ধনবান্ দানশীলশ্চ ধার্ম্মিকশ্চৈব জায়তে ॥ ৩২
পুনঃ স্মরতি তত্তীর্থং গমনং তত্র কুর্ব্বতে।
তারয়িত্বা কুলান্ সপ্ত রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
যোজনানাং শতং সাগ্রং শ্রূয়তে সরিত্তোত্তমা
বিস্তারেণ তু রাজেন্দ্র যোজনদ্বয়মন্তরম্ ॥ ৩৪
ষষ্টিস্তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিঃ কোট্যস্তথৈব চ।
পর্ব্বতস্য সমন্তাত্তু তিষ্ঠন্ত্যমরকণ্টকে ॥ ৩৫
ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বহিংসানিবৃত্তশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৩৬
এবং সর্ব্বসমাচারঃ ক্ষেত্রপালান্ পরিব্রজেৎ।
তস্য পুণ্যফলং রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতো হি মে ॥৩৭
শতং বর্ষসহস্রাণাং স্বর্গে মোদেত পাণ্ডব।

জল তিন দিনে, যমুনার জল সাত দিনে, গঙ্গার জল সদ্য, আর নর্ম্মদার জল দর্শন মাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকে। কলিঙ্গ দেশের পশ্চাদ্ভাগে এবং অমরকণ্টক পর্ব্বতে রমণীয়া মনোরমা নর্ম্মদা ত্রিলোকপাবনী। হে মহারাজ! তথায় দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব এবং তপোধন ঋষিগণ তপস্যা করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে মহারাজ! সেখানে নিয়মস্থ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক রাত্রি বাস করত শত কুলের পরিত্রাণ করে। নর জনেশ্বর তীর্থে স্নানপূর্ব্বক যথাবিধি পিণ্ডদান করিলে তাহার পিতৃলোক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বে রুদ্রকোটি (কোটি শিবলিঙ্গ) প্রতিষ্ঠিত আছে, যে ব্যক্তি তথায় স্নান করত গন্ধ-মাল্যানুলেপনে রুদ্রকোটির পূজা করে, তাহার প্রতি রুদ্র প্রীত হন; সন্দেহ নাই। পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের শেষভাগে স্বয়ং দেব মহেশ্বর বিরাজিত আছেন। তথায় স্নানপূর্ব্বক শুচি, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিহিত বিধানে পিতৃকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তথায় তিলোদক দ্বারা পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিলে, হে পাণ্ডব! আসপ্তম কুল স্বর্গে বাস করে এবং সে অপ্সরোগণে সঙ্কীর্ণ, দিব্য স্ত্রীজনে পরিবারিত, দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। পরে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম লাভ করে এবং ধনবান্ দানশীল ও ধার্ম্মিক হয়। সে পুনরায় সেই তীর্থ স্মরণ করত তথায় গমন করে এবং সপ্তকুলের পরিত্রাণ করিয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! শুনা যায়, এই সরিদুত্তমা শত যোজনেরও অধিক দীর্ঘ এবং উহার অন্তর-বিস্তার দুই যোজন। অমরকণ্টক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ষষ্টিকোটি ষষ্টিসহস্র তীর্থ বর্ত্তমান। ব্রহ্মচারী, শুচি, জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বহিংসা নিবৃত্ত, সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত এবং সমস্ত বিহিত আচারে সমন্বিত হইয়া ক্ষেত্রপালদিগের সন্নিধানে যাইবে। রাজন্! সেই ব্যক্তির পুণ্যফল আমার

অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে দিব্যস্ত্রীপরিবারিতে ॥ ৩৮
দিব্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ।
ক্রীড়তে দেবলোকে তু দৈবতৈঃ সহ মোদতে
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীর্য্যবান্
গৃহঞ্চ লভতেঽসৌ বৈ নানারত্নবিভূষিতম্ ॥৪০
স্তম্ভৈর্মণিময়ৈর্দিব্যৈর্বজ্রবৈদূর্য্যভূষিতৈঃ।
আলেখ্যসহিতং দিব্যং দাসীদাসসমন্বিতম্ ॥৪১
মত্তমাতঙ্গশব্দৈশ্চ হয়ানাং হ্রেষিতেন চ।
ক্ষুভ্যতে তস্য তদ্দ্বারমিন্দ্রস্য ভবনং যথা ॥ ৪২
রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বস্ত্রীজনবল্লভঃ।
তস্মিন্ গৃহ উষিত্বা তু ক্রীড়াভোগসমন্বিতঃ ॥৪৩
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রং সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতঃ।
এবং ভোগো ভবেত্তস্য যো মৃতোঽমরকণ্টকে
অগ্নিপ্রবেশেঽথ জলে তথা চৈব অনাশনে।
তিষ্ঠন্তি ভবনে তস্য প্রেষণং প্রার্থয়ন্তি চ।
অগ্নিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য পর্ব্বতস্যাম্বরে যথা ॥৪৫
পতনং পততে যস্তু মানবো মানবাধিপ।
কন্যাস্ত্রীণি সহস্রাণি একৈকস্যাপি চাপরে ॥ ৪৬
দিব্যভোগসমুৎপন্নঃ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥৪৭
পৃথিব্যামাসমুদ্রায়ামীদৃশো নৈব জায়তে।
ঈদৃশোঽয়ং নরশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥ ৪৮
কোটিতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং পর্ব্বতস্য তু পশ্চিমে।
রুদ্রো জালেশ্বরো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ
তস্য পিণ্ডপ্রদানেন সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণা।
পিতরো দশবর্ষাণি তর্পিতাস্তু ভবন্তি তে ॥ ৫০
দক্ষিণে নর্ম্মদায়াস্তু কপিলাখ্যা মহানদী।
সরলার্জ্জুনসঞ্ছন্না নাতিদূরে ব্যবস্থিতা।
অস্তি পুণ্যা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥
তত্র কোটিশতং সাগ্রং তীর্থানান্তু যুধিষ্ঠির।
পুরাণে শ্রূয়তে রাজন্ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ

নিকট অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পাণ্ডব! সে অপ্সরোগণসমাকীর্ণ ও দিব্যস্ত্রীপরিব্যাপ্ত স্বর্গে মুদিত হয়। সে দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবলোকে দেবগণ সহ বিহার করত আনন্দ উপভোগ করে। পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যবান্ রাজা হইয়া জন্মে। সে হীরক-বৈদূর্য্যাদিভূষিত, দিব্য মণিময় স্তম্ভে বিরাজিত, নানারত্নসুশোভিত, দাসীদাসসমন্বিত ভবন লাভ করে। ইন্দ্রভবনের ন্যায় তদীয় সেই ভবনের দ্বার মত্ত-মাতঙ্গসমূহের নাদে ও হয়নিচয়ের হ্রেষিত শব্দে ক্ষোভিত থাকে। সে ক্রীড়া-ভোগ-সমন্বিত সর্ব্বস্ত্রীজনের বল্লভ শ্রীমান্ রাজরাজেশ্বররূপে সমগ্র শতবর্ষ সর্ব্বরোগরহিত হইয়া জীবিত থাকে। যে ব্যক্তি অমরকণ্টকে মৃত হয়, তাহার এইরূপ ভোগ হইয়া থাকে। তথায় অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ অথবা অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও পর্ব্বতের যেমন আকাশে গতি অনিবার্য্য * তদ্রূপ তাহার স্বর্গগতি অপ্রতিহত। হে মানবাধিপ! যে মানব তথায় ভৃগুপাত বিধানে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সে দিব্যভোগসমন্বিত হইয়া অনন্ত কাল স্বর্গে ক্রীড়া করে। তাহার ভবনে তিন-সহস্র কন্যা এবং তাহাদেরও অনেক দাস-দাসী বিরাজিত থাকিয়া তাহার আদেশ প্রতিপালন করে। পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! অমরকণ্টক পর্ব্বত ঈদৃশ মহিমান্বিত, উহার পশ্চিমদিকে কোটি তীর্থ আছে, জানিবে। তথায় ত্রিলোকবিশ্রুত জালেশ্বর নামে রুদ্র বিরাজিত আছেন। তথায় পিণ্ড প্রদান ও সন্ধ্যোপাসনা করিলে পিতৃগণ দশ বর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন। নর্ম্মদার দক্ষিণদিকে অনতিদূরে সরল-অর্জ্জুনাদি বৃক্ষগণে সমাচ্ছন্না ত্রিলোকবিশ্রুতা মহাভাগা পুণ্যা কপিলা নামে মহানদী বর্ত্তমান। হে যুধিষ্ঠির! তথায় শতকোটিরও অধিক তীর্থ

---

* পর্ব্বতের আকাশে গতি ঔন্নত্য দ্বারা। পর্ব্বত যেমন উন্নত হইয়া আকাশে বিরাজিত থাকে।

তস্যাস্তীরে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ
নর্ম্মদাতোয়সংযুক্তাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্
দ্বিতীয়া তু মহাভাগা বিশল্যকরণা শুভা।
তত্র তীরে নরঃ স্নাত্বা বিশল্যো ভবতি ক্ষণাৎ
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে সকিন্নরমহোরগাঃ।
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫
সর্ব্বে সমাগতাস্তত্র পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমাগম্য মুনিভিশ্চ তপোধনৈঃ॥৫৬
নর্ম্মদাসংশ্রিতা পুণ্যা বিশল্যা নাম নামতঃ।
উৎপাদিতা মহাভাগা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৫৭
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥
কপিলা চ বিশল্যা চ শ্রূয়তে রাজসত্তম।
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৫৯
অনাশনন্তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥৬০
নর্ম্মদায়াস্তু রাজেন্দ্র পুরাণে যচ্ছ্রুতং ময়া।
তত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৬১
যে বসন্ত্যুত্তরে কূলে ইন্দ্রলোকে বসন্তি তে॥৬২
সরস্বত্যাঞ্চ গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং যুধিষ্ঠির।
সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥৬৩
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
বর্ষকোটিশতং সাগ্রমিন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৬৪
নর্ম্মদায়া জলং পুণ্যং ফেনোর্ম্মিসমলঙ্কৃতম্।
পবিত্রং শিরসা বন্দ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
নর্ম্মদা সর্ব্বপুণ্যা চ ব্রহ্মহত্যাপহারিণী।
অহোরাত্রোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৬৬
এবং পুণ্যা চ রম্যা চ নর্ম্মদা পাণ্ডুনন্দন।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পুনাত্যেষা মহানদী ॥ ৬৭
বটেশ্বরে মহাপুণ্যে গঙ্গাদ্বারে তপোবনে।

আছে। সেখানে সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম কোটিগুণ ফল প্রদান করে। হে রাজন্! পুরাণে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার তীরে যে সকল বৃক্ষ কালবশে পতিত হইয়া নর্ম্মদার জল স্পর্শ করে, তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ১৮—৫৩। তত্রত্য দ্বিতীয়া নদী বিশল্যকরণা নামে প্রসিদ্ধা, ঐ মহাভাগা নদী শুভকরী। তাহার তীরে বাসপূর্ব্বক স্নান করিলে মানব ক্ষণমাত্রে বিশল্য হয়। আমরকণ্টক পর্ব্বতে সমাগত সমস্ত দেব, কিন্নর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও তপোধন ঋষিগণ তত্রত্য তপোধন মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া নর্ম্মদা-সংলগ্ন মহাভাগ পুণ্য সর্ব্বপাপনাশন বিশল্য নামে তীর্থ সৃষ্টি করেন। হে রাজন্! তথায় স্নানপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক-রাত্রি বাস করিলে শতকুল পরিত্রাণ পায়। হে রাজসত্তম! শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে ঈশ্বর লোকহিতকামনায় কপিলা ও বিশল্যা এই দুইটী তীর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজন্! তথায় স্নান করিয়া মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি অনশন ব্রত করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে। হে রাজেন্দ্র! মানব নর্ম্মদার সেই সেই তীর্থে স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। আমি পুরাণে ইহা শুনিয়াছি, যাহারা নর্ম্মদার উত্তরকূলে বাস করে তাহারা দেহান্তে ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হয়। হে যুধিষ্ঠির! শঙ্কর আমার নিকটে বলিয়াছেন, সরস্বতীতে, গঙ্গায় ও নর্ম্মদা তীর্থে স্নান ও দানের ফল তুল্য। যে ব্যক্তি অমরকণ্টক পর্ব্বতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সমগ্র শতকোটি বর্ষ ইন্দ্রলোকে সম্মানিত হয়। নর্ম্মদার ফেন-তরঙ্গ-সমলঙ্কৃত জলও পুণ্যজনক; ঐ পবিত্র জল ভক্তি সহকারে মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। নর্ম্মদা সকল পুণ্যপ্রদায়িনী ও ব্রহ্মহত্যাপহারিণী; তথায় অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে পাণ্ডুনন্দন! নর্ম্মদা এইরূপ পুণ্যকরী ও রমণীয়া, এই নদী ত্রিলোক পবিত্র করে। মহাপুণ্য বটেশ্বর, গঙ্গা-দ্বার, তপোবন, এই সকল স্থানে যাঁহারা

এতেষু সর্ব্বস্থানেষু যেহস্থিতাঃ সংশিতব্রতাঃ।
শ্রূয়তে দশগুণং পুণ্যং নর্ম্মদোদ্বাসসঙ্গমে ॥ ৮

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নর্ম্মদা তু নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যা পুণ্যতমা ত্রিষু।
মুনিভিস্তু মহাভাগৈর্বিভক্তা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১
যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি প্রবিভক্তানি পাণ্ডব।
তেষু স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
জলেশ্বরং পরং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
তস্যোৎপত্তিং কথয়তঃ শৃণু পাণ্ডবনন্দন ॥ ৩
পুরা মুনিগণাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাশ্চৈব মরুদ্গণাঃ।
স্তুবন্তি তে মহাত্মানং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪
স্তূয়মানস্তু সম্প্রাপ্তো তত্র দেবো মহেশ্বরঃ।
বিজ্ঞাপয়ন্তি দেবেশং সেন্দ্রাস্তে তু মরুদ্গণাঃ।
ভয়োদ্বিগ্নান্ বিরূপাক্ষ পরিত্রায়স্ব নঃ প্রভো ॥ ৫

ঈশ্বর উবাচ।

স্বাগতন্তু মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমর্থমিহ চাগতাঃ।
কিং দুঃখং কো নু সন্তাপঃ কুতো বা ভয়মাগতম্
কথয়ধ্বং মহাভাগা এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
এবমুক্তাস্তু রুদ্রেণাকথয়ন্নমিতব্রতাঃ ॥ ৭

ঋষয় উচুঃ।

অপি ঘোরো মহাবীর্য্যো দানবো বলদর্পিতঃ।
বাণো নামেতি বিখ্যাতো যস্য বৈ ত্রিপুরং পরম্
গগনে তু বসেদ্দিব্যং ভ্রমতে তস্য তেজসা।
তস্মাদ্ভীতা বিরূপাক্ষ ত্বামেব শরণং গতাঃ ॥৯
ত্রায়স্ব মহতো দুঃখাদ্দেব ত্বং হি পরা গতিঃ।
এবং প্রসাদং দেবেশ সর্ব্বেষাং কর্ত্তুমর্হসি ॥১০

প্রশস্ত ব্রত ধারণপূর্ব্বক ক্ষীণ হন, তাঁহারাও পবিত্র হন, কিন্তু শুনা যায়, ঐ সকল স্থান অপেক্ষা নর্ম্মদা-উদ্বাসসঙ্গমে দশগুণ অধিক পুণ্য হয়। ৫৪—৬৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মহাভাগ মুনিগণ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতমা শ্রেষ্ঠা পুণ্যা নর্ম্মদা নদীকে বিভাগ করিয়াছেন। হে পাণ্ডব! ঐ নদী যজ্ঞোপবীত পরিমাণে বিভক্তা হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! সেই সকল স্থানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে আনন্দবর্দ্ধন পাণ্ডব! জলেশ্বর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত যে পরম তীর্থ আছে, আমি তাহার উৎপত্তির বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে মুনিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া এই স্থানে দেবদেব মহাত্মা মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহেশ্বর তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ মুনিগণ সেই দেবেশকে বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! আমরা ভয়োদ্বিগ্ন হইয়াছি, আমাদিগের পরিত্রাণ করুন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? তোমাদের দুঃখ কি? সন্তাপই বা কি? ভয়ই বা কিসের? কোথা হইতেই বা ভয় উপস্থিত হইয়াছে? হে মহাভাগগণ। তোমরা এ সকল বল, আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। রুদ্র এইরূপ বলিলে অমিতব্রত মুনিগণ বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! বাণ নামে বিখ্যাত ঘোর দানব মহাবীর্য্য এবং বলদর্পিত। ত্রিপুর নামে তাহার দিব্য পুর তদীয় তেজঃপ্রভাবে গগনতলে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। আমরা তাহার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে দেব! আপনিই আমাদিগের পরমা গতি; আপনি এই মহৎ দুঃখ হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে দেব! আমাদের সকলের প্রতি আপনার এতাদৃশ অনু-

যেন দেবাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুখমেধন্তি শঙ্কর।
পরাং নির্বৃতিমায়ান্তি তৎপ্রভো কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১১
ঈশ্বর উবাচ।
এতৎ সর্ব্বং করিষ্যামি মা বিষাদং করিষ্যথ।
অচিরেণৈব কালেন কুর্য্যং যুষ্মৎসুখাবহম্ ॥ ১২
আশ্বাসয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্নর্ম্মদাতটমাস্থিতঃ।
চিন্তয়ামাস সর্ব্বেশস্তদ্বধং প্রতি পাণ্ডব।
কথং কেন প্রকারেণ হন্তব্যস্ত্রিপুরো ময়া ॥ ১৩
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্নারদং স্মরতে তদা।
স্মরণাদেব সম্প্রাপ্তো নারদঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪
নারদ উবাচ।
আজ্ঞাপয় মহাদেব কিমর্থং সংস্মৃতো হ্যহম্।
কিং কার্য্যন্তু ময়া দেব কর্ত্তব্যং কথয়স্ব মে ॥ ১৫
ঈশ্বর উবাচ।
গচ্ছ নারদ তত্রৈব যত্র তত্ত্রিপুরং পুরম্।
বাণস্য দানবেন্দ্রস্য শীঘ্রং গচ্ছাথ তৎ কুরু ॥ ১৬
ভর্ত্তারো দেবতাভাস্তু স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।
নাসাং বৈ তেজসা বিপ্র ভ্রমস্তে ত্রিপুরং দিবি
তত্র গত্বা তু বিপ্রেন্দ্র মন্ত্রমন্ত্যং প্রচোদয় ॥ ১৮
দেবস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিস্ত্বরিতবিক্রমঃ।
স্ত্রীণাং হৃদয়নাশায় প্রবিষ্টস্তৎ পুরং প্রতি ॥ ১৯
শোভিতে তৎপুরং দিব্যং নানারত্নোপ-
শোভিতম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং ততো দ্বিগুণমায়তম্ ॥ ২০
ততঃ পশ্যতি তত্রৈব বাণস্তু বলদর্পিতম্।
মালাকুণ্ডলকেয়ূরৈর্মুকুটেন বিরাজিতম্ ॥
হাররত্নৈশ্চ সঞ্চন্নং চন্দ্রকান্তবিভূষিতম্ ॥ ২১
রসনা তস্য রত্নাঢ্যা করাঃ কনকমণ্ডিতাঃ।
উত্থিতো নারদং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ॥ ২২
বাণ উবাচ।
স দেবর্ষিঃ স্বয়ং প্রাপ্তো মদগৃহং প্রতি সম্প্রতি
অর্ঘ্যং পাদ্যং যথান্যায়ং ক্রিয়তাং দ্বিজসত্তম ॥

গ্রহ করা কর্ত্তব্য। হে প্রভো শঙ্কর! দেবগণ যাহাতে সুপ্রসন্ন মনে সুখ ভোগ করিতে পারেন এবং পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হন, তাহা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। ১—১১। মহেশ্বর বলিলেন,—তোমরা বিষাদ করিও না; তোমাদের সুখাবহ এই সমস্তই আমি অচিরকাল মধ্যেই করিব। হে পাণ্ডব! সর্ব্বেশ মহেশ্বর তাঁহাদের সকলকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া নর্ম্মদাতটে অবস্থানপূর্ব্বক সেই বাণাসুরের বধ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—আমি কি উপায়ে কোন্ প্রকারে ত্রিপুরকে বিনষ্ট করিব। ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করত নারদকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রেই নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ বলিলেন,—হে মহাদেব! আজ্ঞা করুন, আমাকে কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন? হে দেব! বলুন, আমি কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব? ঈশ্বর বলিলেন,—হে নারদ! তুমি ত্বরায় দানবেন্দ্র বাণের সেই ত্রিপুর পুর যেখানে অবস্থিত, তথায় গমন কর, এবং সেই কার্য্য সম্পাদন কর। ঐ ত্রিপুরবাসী পুরুষগণ দেবতাভ ও রমণীগণ অপ্সরোগণসন্নিভ। হে বিপ্র! সেই রমণীগণের তেজঃপ্রভাবে সেই ত্রিপুর পুর নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক অন্তরূপ (অজ্ঞানমূলক) মন্ত্রণা প্রদান কর। নারদ মুনি মহেশ্বর দেবের বাক্য শুনিয়া ত্বরিতগমনে তত্রত্য রমণীগণের হৃদয় কলুষিত করণ মানসে সেই ত্রিপুরপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই দিব্য পুর নানারত্নে উপশোভিত। উহার বিস্তার শত যোজন, দৈর্ঘ্য তাহার দ্বিগুণ। মুনি তন্মধ্যে মালা, কুণ্ডল, কেয়ূর ও মকুটে বিরাজিত, বিবিধ-রত্নরাজি-রচিত হার দ্বারা সমাচ্ছন্ন, চন্দ্রকান্ত-মণিবিভূষিত বলদর্পিত বাণাসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাহার কটিদেশ রত্নাঢ্য-রসনা-সমন্বিত, বাহু কনকালঙ্কারে মণ্ডিত। সেই মহাবল দানবেন্দ্র নারদকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ সম্প্রতি আমার ভবনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছেন!

চিরাৎ সমাগতো বিপ্র স্বীয়ত্বামিদমাসনম্।
এবং সম্ভাবয়িত্বা তু নারদং সমুপস্থিতম্।
তস্য ভার্য্যা মহাদেবী অনোপম্যা তু নামতঃ॥
অনোপম্যোবাচ।
ভগবন্মানুষে লোকে দেবাস্তুষ্যন্তি কেন বৈ।
ব্রতেন নিয়মেনাপি দানেন তপসাথবা॥ ২৫
নারদ উবাচ।
তিলধেনুঞ্চ যো দদ্যাদ্ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
সসাগরা নবদ্বীপা দত্তা ভবতি মেদিনী॥ ২৬
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশৈর্বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ।
মোদতে চাক্ষয়ং কালং সুচিরং কৃতশাসনঃ॥
আম্রাতককপিত্থানি কদলীবনমেব চ।
কদম্বচম্পকাশোকা অনেকবিবিধদ্রুমাঃ॥ ২৮
অষ্টমী চ চতুর্থী চ দ্বাদশী চ তথা উভে।
সংক্রান্তির্বিষুবঞ্চৈব দিনচ্ছিদ্রমুখং তথা॥ ২৯
পুণ্যান্যেতানি সর্ব্বাণি উপবাসন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাসান্তু ধর্ম্মযুক্তানাং স্বর্গে বাসো ন সংশয়ঃ॥ ৩০
কলিকালাত্তু নির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
উপবাসরতা নার্য্যো নোপসর্পন্তি তাপনাঃ॥ ৩১
এবং শ্রুত্বা তু সুশ্রোণি যথেষ্টং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩২
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী বচনমব্রবীৎ।
প্রসাদং কুরু বিপ্রেন্দ্র দানং গৃহ্ণ যথেপ্সিতম্॥
সুবর্ণমণিরত্নানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
যত্তে দাস্যাম্যহং বিপ্র যচ্চান্যদপি দুর্লভম্।
প্রতিগৃহ্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রীয়েতাং হরিশঙ্করৌ॥ ৩৪
নারদ উবাচ।
অন্যস্মৈ দীয়তাং ভদ্রে ক্ষীণবৃত্তিশ্চ যো দ্বিজঃ।
বয়ন্তু শীলসম্পন্না ভক্তিস্তু ক্রিয়তে মম॥ ৩৫
এবং তাসাং মনো হৃত্বা সর্ব্বাসামুপদিশ্য বা।
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ স্বকীয়ং স্থানকং পুনঃ॥ ৩৬
অত্রান্তরস্তাস্তু তত্র আগতমানসাঃ।
পূর্ব্বচ্ছিদ্রং সমুৎপন্নং বাণস্য তু মহাত্মনঃ॥ ৩৭

হে দ্বিজসত্তম! ন্যায়ানুসারে অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণ করুন। ১২—২৩। তদীয় মহিষীর নাম অনৌপম্যা, গুণেও তিনি অনৌপম্যা। তিনি নারদকে দেখিয়া হে বিপ্র! আপনি বহুদিন পরে আগমন করিয়াছেন; এই আসনে উপবেশন করুন। এইরূপ সমাদর করত বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্য-লোকে ব্রত, নিয়ম, দান বা তপস্যা এমন কোন্ কার্য্য আছে, যাহাতে দেবতারা তুষ্ট হন। নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে তিলধেনু দান করে, তৎ-কর্ত্তৃক এই নবদ্বীপা সসাগরা ধরা দান করা হয়। সে সর্ব্বকামপ্রদ সূর্য্যকোটী সম সমুজ্জ্বল বিমানে অক্ষয় কাল বিহার করে; আর কদলীবন, আম্রাতক, কপিত্থ, কদম্ব, চম্পক, অশোক ইত্যাদি অনেকবিধ দ্রুম দান করিলেও সুচির কাল জগন্মণ্ডলের শাসন কার্য্য সম্পাদন করে। শুক্লাষ্টমী, শুক্লা চতুর্থী, উভয়পক্ষের দ্বাদশী, মহাবিষুব সংক্রান্তি, ও জলবিষুব সংক্রান্তি এবং ত্র্যহস্পর্শ এই সকল দিন পুণ্যজনক। যে সকল নারী উক্ত দিনে উপবাস করে, তাহারা ধর্ম্মলাভ করত স্বর্গে বাস করিবে; পরে, সন্দেহ নাই। উপবাসরতা রমণীগণ কলিভয়রহিত ও পাপবিবর্জ্জিত হয়। কোন দুঃখই তাহাদের নিকটে যাইতে সক্ষম হয় না। হে সুশ্রোণি! এই আমি বলিলাম, তুমি শুনিলে, এখন যেমন ইচ্ছা করিতে পার। রাজ্ঞী নারদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি একটু অনুগ্রহ করুন, যাহা ইচ্ছা কিছু দান গ্রহণ করুন। সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র, আভ-রণ আর যে কোন দুর্লভ বস্তু হউক না কেন, যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি গ্রহণ করুন। হরি ও শঙ্কর প্রীত হউন। নারদ বলিলেন,— ভদ্রে! অন্য কোন অল্পজীবিকাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে দেও, আমাদের স্বভাবই দমন ধন, আমাকে কেবল ভক্তি করাই কর্ত্তব্য। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ এইরূপ উপদেশে সেই সমস্ত রমণীদের মন হরণ করিয়া পুন-রায় স্বকীয় স্থানে গমন করিলেন। সেই

যন্মাং পৃচ্ছসি কৌন্তেয় তন্নিবোধ চ তৎক্ষণ ॥ ৩৮
এতস্মিন্নন্তরে রুদ্রো নর্ম্মদাতটমাস্থিতঃ ।
নাম্না মহেশ্বরং স্থানং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥
তস্মিন্ স্থানে মহাদেবশ্চিন্তয়ংস্ত্রৈপুরং বধম্ ।
গাণ্ডীবং মন্দরং কৃত্বা গুণং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥
স্থানং কৃত্বা তু বৈশাখং বিষ্ণুং কৃত্বা শরোত্তমম্ ।
অগ্রে চাগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য মধ্যে বায়ুঃ সমর্পিতঃ ॥
হয়াশ্চ চতুরো বেদাঃ সর্ব্বদেবময়ং রথম্ ।
চক্রগৌ চাশ্বিনৌ দেবৌ অক্ষে চক্রধরঃ স্বয়ম্ ।
স্বয়মিন্দ্রশ্চ চাপাস্থে বাণে বৈশ্রবণঃ স্থিতঃ ।
যমস্তু দক্ষিণে হস্তে বামে কালশ্চ দারুণঃ ॥৪৩
চক্রয়োস্তুরকে হ্যস্ত গন্ধর্ব্বা লোকবিশ্রুতাঃ ।
প্রজাপতী রথশ্রেষ্ঠে ব্রহ্মা চৈব তু সারথিঃ ॥৪৪
এবং কৃত্বা তু দেবেশঃ সর্ব্বদেবময়ং রথম্ ।
সোঽতিষ্ঠৎ স্থাণুভূতো হি সহস্রং পরিবৎসরান্

যদা ত্রীণি সমেতানি অন্তরীক্ষচরাণি বৈ ।
ত্রিপুরাণি ত্রিশল্যেন তদা তানি বিভেদ সঃ ॥
শরঃ প্রচোদিতস্তত্র রুদ্রেণ ত্রিপুরং প্রতি ।
ভ্রষ্টতেজাঃ স্ত্রিয়ো জাতা বলং তেষাং ব্যশীর্য্যত ॥
উৎপাতাশ্চ পুরে তস্মিন্ প্রাদুর্ভূতাঃ সহস্রশঃ ।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় কালরূপোঽভবত্তদা ॥ ৪৮
অট্টহাসং প্রমুঞ্চন্তি ভীতাঃ কষ্টময়াস্তথা ।
নিমেষোন্মেষণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তি চিত্রকর্ম্মণা ॥ ৪৯
স্বপ্নে পশ্যন্তি চাত্মানং রক্তাম্বরবিভূষিতম্ ।
স্বপ্নে পশ্যন্তি তে চৈবং বিপরীতানি যানি তু ॥
এতান্ পশ্যন্তি উৎপাতাংস্তত্রস্থানেতু যে জনাঃ
তেষাং বলঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ হরঃ ক্রোধাদনাশয়ৎ ॥ ৫১
সংবর্ত্তকো নাম বায়ুর্যুগান্তপ্রতিমো মহান্ ।
সমীরিতোঽনলশ্রেষ্ঠ উত্তমাঙ্গেষু বাধতি ॥৫২
জ্বলন্তি পাদপাস্তত্র পতন্তি শিখরাণি চ ।
সংবর্ত্তব্যাকুলীভূতং হাহাকারমচেতনম্ ॥ ৫৩

বাণপুরবাসিনী রমণীগণ ঐ সকল উপবাসাদিতে আসক্ত হইয়া পড়িল, সর্ব্বদা এই সকল বিষয়ই ভাবিতে লাগিল। ইহাই মহাত্মা বাণের পুরে ছিদ্রস্বরূপ হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা শ্রবণ কর। ২৪—৩৮। এই সময় রুদ্রদেব নর্ম্মদাতটে ত্রিলোকবিশ্রুত মহেশ্বর নামে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ত্রিপুর-বধ বিষয়ে চিন্তা করত মন্দর পর্ব্বতকে ধনু করিয়া বাসুকিকে তাহার গুণ করিলেন, 'বৈশাখ' নামক স্থানে (যুদ্ধকালীন অবস্থা-ক্রম) আশ্রয় করত বিষ্ণুকে উত্তম বাণ করিলেন। তিনি উহার অগ্রভাগে অগ্নি ও মধ্যভাগে বায়ুকে স্থাপন করিলেন। তাঁহার রথখানি সর্ব্বদেবময়, চারি বেদ এই রথের চারি অশ্ব; চন্দ্র সূর্য্য উহার দুইটী চক্র, স্বয়ং চক্রধর অক্ষ সকল এবং গন্ধর্ব্বগণ অরসমূহ হইলেন। ঐ ধনুতে স্বয়ং ইন্দ্র, বাণে বৈশ্রবণ এবং দক্ষিণ হস্তে যম ও বামহস্তে দারুণ কাল অবস্থিত রহিলেন। ব্রহ্মা উহার সারথি হইলেন। সেই দেব এইরূপ সর্ব্বদেবময় রথে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে সহস্র বৎসর অবস্থিত রহিলেন। অন্তরীক্ষচর সেই পুরত্রয় যখন একত্রিত হইল, তখন তিনি শল্যত্রয় দ্বারা তাহা ভেদ করিলেন। সেই রুদ্র ত্রিপুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে তত্রত্য স্ত্রী সকলের তেজ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। তাহাদের বল ক্ষীণ হইল। সহস্র সহস্র উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই বাণ ত্রিপুরের বধ বিষয়ে কালস্বরূপ প্রতিভাত হইতে লাগিল। চিত্র-পুত্তলিকা সকল যেন ভয়প্রযুক্ত কষ্টব্যঞ্জক অট্টহাস্য এবং নিমেষ-উন্মেষ করিতে লাগিল। হর ক্রোধবশে পুরবাসীদিগের বুদ্ধি ও বল হরণ করিলেন, তাহারা স্বপ্নে নিজ নিজকে রক্তাম্বর-বিভূষিত এবং আরও যে নানাবিধ বিপরীত লক্ষণ আছে, সেই সকল দেখিতে লাগিল। ৩৯—৫১। সেই বাণ প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্বর্ত্তক নামে যুগান্তপ্রতিম বহ্নিজাল(ময় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ বায়ু সকল পদার্থেরই উত্তমাঙ্গে পীড়াদায়ক। তখন বৃক্ষ সকল জ্বলিয়া উঠিল, সম্বর্ত্তব্যাকুল প্রজাকুল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

ভগ্নোদ্যানানি সর্ব্বা[illegible] ক্ষিপ্রঞ্চ প্রজ্বলন্তি চ।
তেনৈব দীপিতং স[illegible] জলতে বিশিখৈঃশিখৈঃ
ক্রমা আরামগণ্ডানি গৃহাণি বিবিধানি চ।
দশদিক্ষু প্রবৃত্তোহয়ং সমিদ্ধো হব্যবাহনঃ ॥৫৫
মনঃশিলাপ্রভায়ন্তে দিশো দশ বিভাগতঃ।
শিখাসহস্রৈরত্যুগ্রৈঃ প্রজ্বলদ্ভির্হুতাশনৈঃ ॥ ৫৬
সর্ব্বং কিংশুকসম্প্রখ্যং জ্বলিতং দৃশ্যতে পুরম্।
গৃহাদ্‌গৃহান্তরঞ্চৈব গন্তুং ধূমৈর্ন শক্যতে ॥ ৫৭
হরকোপানলাদ্দগ্ধং ক্রন্দমানং সুদুঃখিতম্।
প্রদীপ্তং সর্বতো দিক্ষু দহ্যতে ত্রিপুরং পুরম্ ॥
প্রাসাদশিখরাগ্রাণি বিশীর্য্যন্তি সহস্রশঃ।
নানারত্নবিচিত্রাণি বিমানান্যপ্যনেকধা ॥ ৫৯
গৃহাণি চৈব রম্যাণি দহ্যন্তে দীপ্তবহ্নিনা।
বাহ্যতো ক্রমখণ্ডেষু জনস্থানে তথৈব চ ॥ ৬০
দেবাগারেষু সর্ব্বেষু প্রজ্বলন্তে জ্বলন্ত্যপি।
কূর্দন্তি চানলস্পৃষ্টাঃ ক্রন্দন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ।
গিরিকূটনিভাস্তত্র দৃশ্যন্তেহঙ্গাররাশয়ঃ।
স্তুবন্তি দেবদেবেশং পরিত্রায়স্ব মাং প্রভো ॥
অন্যোন্যঞ্চ পরিষজ্য হুতাশনপ্রপীড়িতাঃ।
দহ্যন্তে দানবাস্তত্র শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৬৩
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা নলিনী সহপঙ্কজা।
দহ্যন্তেহনলদগ্ধানি পুরোদ্যানানি দীর্ঘিকাঃ ॥৬৪
অম্লানৈঃ পঙ্কজৈশ্ছন্না বিস্তীর্ণা যোজনৈঃশতৈঃ
গিরিকূটনিভাস্তত্র প্রাসাদা রত্নভূষিতাঃ।
পতন্ত্যনলনির্দ্দগ্ধা নিস্তোয়া জলদা ইব ॥ ৬৬
স হ স্ত্রীবালবৃদ্ধেষু গোষু পক্ষিষু বাজিষু।
নির্দ্দয়ো দহতে বহ্নিহরকোপেণ প্রেরিতঃ ॥৬৭
সপত্নীশ্চৈব সুপ্তাশ্চ সংসুপ্তা বহবো জনাঃ।
পুত্রমালিঙ্গ্য তে গাঢ়ং দহ্যন্তে ত্রিপুরারিণা ॥৬৮
অথ তস্মিন্ পুরে দীপ্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ
অগ্নিজালাহতাস্তত্র পতন্তি ধরণীতলে ॥ ৬৯

হাহাকার করিতে লাগিল। সকলেই ভগ্নোদ্যোগ হইয়া পড়িল, সহসা সকলেই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সেই বাণের যে সকল শিখা বহির্গত হইতেছিল, তাহাতেই চতুর্দ্দিক্ জ্বলিয়া প্রদীপিত হইল। ক্রম, আরাম, গণ্ডগ্রাম, বিবিধ গৃহ সকলই জ্বলিতে লাগিল। দশদিক্ অগ্নিময় হইয়া পড়িল। দশদিক্ স্থানে স্থানে মনঃশিলাপ্রভ হইল। অত্যুগ্র হুতাশন সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিতে থাকিলে সমগ্রপুর কিংশুককুসুম সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ধূমে দশদিক্ এমন আচ্ছন্ন হইল যে, এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমাগমনের সামর্থ্য রহিল না। হরকোপানলদগ্ধ ক্রন্দমান সুদুঃখিত ত্রিপুর পুর সকলদিকে প্রদীপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র প্রাসাদের শিখরাগ্রভাগ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। নানারত্নবিচিত্র অনেকানেক বিমান দ্রবিত হইয়া পড়িতে লাগিল।৫২—৬৯। রম্য গৃহ সকলও দীপ্তি বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে পুরের বহির্ভাগে ক্রমখণ্ড (বন), গোশালয়, দেবালয়—সকল স্থানই পরস্পর জ্বলিতে লাগিল এবং জ্বালাইতে লাগিল। দেবতাগণ অনলে স্পৃষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে গিরিকূট সদৃশ অঙ্গাররাশি দেখিতে পাইলেন। তখন "হে প্রভো! পরিত্রাণ করুন" বলিয়া দেবদেবেশের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশনপীড়িত শত সহস্র দানব অন্যান্যে আলিঙ্গন করত দগ্ধ হইতে লাগিল। পুরোদ্যান, হংসকারণ্ডবাকীর্ণা পঙ্কজসমন্বিতা নলিনী, অম্লানপঙ্কজচ্ছন্না শতযোজনবিস্তীর্ণা দীর্ঘিকা সকলও দগ্ধ হইতে লাগিল। গিরিকূটনিভ রত্নভূষিত প্রাসাদসমূহ অনলে দগ্ধ হইয়া নির্জ্জল জলদের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। হরকোপপ্রেরিত সেই বহ্নি স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, গো, পক্ষী, অশ্ব ইত্যাদি সকলকেই নির্দ্দয়ভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সুষুপ্ত পতি, পত্নী, পিতা, পুত্র ইত্যাদি বহু বহু জন তখন ত্রিপুরারি কর্তৃক দগ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে পুরমধ্যভাগ প্রদীপ্ত হইয়া

কাচিচ্ছ্যামা বিশালাক্ষী মুক্তাবলিবিভূষিতা।
ধূমেনাকুলিতা সা তু পতিতা ধরণীতলে॥ ৭০
অন্যা গৃহীতহস্তা তু সখী দহতি বালকে।
অনেকাদিব্যরূপিণ্যাং দৃষ্ট্বা মহাবিমোহিতা॥ ৭১
শিরসা প্রাঞ্জলিং কৃত্বা বিজ্ঞাপয়তি পাবকম্॥
যদি ত্বমিচ্ছসে বৈরং পুরুষেষ্বপকারিষু।
স্ত্রিয়ঃ কিমপরাধ্যন্তে গৃহপঞ্জরকোকিলাঃ॥ ৭৩
পাপ নির্দ্দয় নির্লজ্জ কস্তে কোপঃ স্ত্রিয়োপরি॥
ন দাক্ষিণ্যং ন তে লজ্জা ন সত্যং শৌচবর্জ্জিতা
অনেকরূপবর্ণাঢ্য উপালব্ধো বদস্ব হ॥ ৭৫
কিং ত্বয়া ন শ্রুতং লোকে অবধ্যাঃসর্ব্বযোষিতঃ
কিন্তু তুভ্যং গুণা হ্যেতে দহনং স্যন্দনং প্রতি॥
ন কারুণ্যং দয়া বাপি দাক্ষিণ্যং বা স্ত্রিয়োপরি
দয়াং কুর্ব্বন্তি ম্লেচ্ছাশ্চ দহন প্রেক্ষ্য যোষিতঃ॥
ম্লেচ্ছানামপি কষ্টোঽসি হ্যনিবার্য্যো হ্যচেতনঃ।
এতে চৈব গুণাস্তভ্যং দহনোৎসাদনং প্রতি।
আসামপি দুরাচার স্ত্রীণাং কিঞ্চ নিপাতনে॥৭৯
দুষ্ট নির্ঘৃণ নির্লজ্জ হতাশ মন্দভাগ্যক।
নিরাশ ত্বং দুরাচার বালান্ দহসি নির্দ্দয়॥ ৮০
এবং বিলপমানাং তাং জল্পমানাং বহুস্বরম্।
অন্যাঃক্রোশন্তিসংক্রুদ্ধা বালশোকেন মোহিতা
দহতে নির্দ্দয়ো বহ্নিঃ সংক্রুদ্ধঃ সপত্নশক্রবৎ॥৮২
পুষ্করিণ্যা জলে জ্বালা কূপেষ্বপি তথৈব চ।
অস্মান্ সন্দহ ম্লেচ্ছ ত্বং কাং গতিং প্রাপয়িষ্যসি
এবং প্রলপতাং তাসাং বহ্নির্বচনমব্রবীৎ॥ ৮৪

বৈশ্বানর উবাচ।

স্ববশো নৈব যুষ্মাকং বিনাশঞ্চ করোম্যহম্।
অহমাদেশকর্ত্তা বৈ নাহং কর্ত্তাস্ম্যনুগ্রহম্॥৮৫
অত্র ক্রোধসমাবিষ্টো বিচরামি যথেচ্ছয়া॥ ৮৬

পড়িলে, অপ্সরোপম কত কত রমণী জ্বালাহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। মুক্তাবলিবিভূষিতা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বিশালাক্ষী কোনও যুবতী ধূমে আকুলিতা হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অন্য সখী দ্বারা গৃহীতহস্তা কোনও সখী অনেকাদিব্যরূপিণী অপরা সখীকে ও বালককে দগ্ধ হইতে দেখিয়া শোকে বিমোহিতা হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক পাবককে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল।৭০—৭২। তুমি যদি বৈর নির্য্যাতন করিতে ইচ্ছা কর, তবে যাহারা তোমাদের অপকার করিয়াছে, সেই পুরুষদিগের প্রতি যাহা ইচ্ছা কর। গৃহপঞ্জরকোকিলা মহিলারা তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? রে পাপ নির্দ্দয় নির্লজ্জ! স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার কিরূপ ক্রোধ! তোমার দাক্ষিণ্য নাই, লজ্জা নাই, শুচি-অশুচি বিচার নাই; তোমার রূপ ও ব্যবহার বহুবিধ। তোমাকে কত তিরস্কার করিতেছি। তুমি বল দেখি, লোকে স্ত্রীলোক সকল অবধ্য; ইহা কি তুমি শুন নাই? তোমার যত গুণ স্ত্রীজনের পীড়নকার্য্যেই প্রকাশিত, স্ত্রীজনের প্রতি কর্ত্তব্য দাক্ষিণ্য, কারুণ্য বা দয়া তোমার নাই। রে দহন! ম্লেচ্ছগণও স্ত্রীজন দেখিয়া দয়া করে; তুমি দুর্নিবার্য্য, অজ্ঞান, ম্লেচ্ছেরও অধম! রে দুরাচার! দহন ও উৎসাদনযোগ্য গুণগুলি তুমি এই সকল স্ত্রীলোকের প্রতি কেন প্রয়োগ কর? রে দুষ্ট দুরাচার নির্দ্দয় নির্ঘৃণ নির্লজ্জ মন্দভাগ্য হতাশ হুতাশন! তুই বালকগুলিকেও দগ্ধ করিতেছিস! এইরূপ নানাবিধ স্বরে প্রলাপভাষিণী বিলাপকারিণী রমণীকে বালকের শোকে মোহিতা অন্য রমণী সক্রোধে ডাকিতে লাগিল। কেহ বলিল;—বহ্নি শত্রুবৎ সংক্রুদ্ধ হইয়া নির্দ্দয় ভাবে দগ্ধ করিতেছে। পুষ্করিণীর জলে, এমন কি কূপে পর্য্যন্ত জ্বালা! রে ম্লেচ্ছ! আমাদিগকে অতি কদর্য্যরূপে দগ্ধ করিয়া তুই কোন্ গতি পাইবি? তাহারা এইরূপ প্রলাপ করিতে থাকিলে তখন বহ্নি এই কথা বলিলেন। ৭৩—৮৪। বহ্নি বলিলেন,—আমি স্ববশ থাকিয়া তোমাদের বিনাশ করিতেছি না; আমি আদেশপালক মাত্র, অনুগ্রহকর্ত্তা নহি। তাই, আমি এখানে ক্রুদ্ধভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি। পরে

ততো বাণো মহাতেজাস্ত্রিপুরং বীক্ষ্য দীপিতম্
আসনস্থোহব্রবীদেবমহং দেবৈর্বিনাশিতঃ ।৮৭
অল্পসারৈর্দুরাচারৈরীশ্বরস্য নিবেদিতঃ ।
অপরীক্ষ্য হ্যহং দগ্ধঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা ।
নান্যঃ শক্তস্তু মাং হন্তুং বর্জ্জয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥
উত্থিতঃ শিরসা কৃত্বা লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
নির্গতঃ স পুরদ্বারাৎ পরিত্যজ্য সুহৃৎস্বয়ম্ ॥৮৯
রত্নানি তু বিচিত্রাণি স্ত্রিয়ো নানাবিধাস্তথা ।
গৃহীত্বা শিরসা লিঙ্গং ন্যস্য নাগরমণ্ডলে ।
স্তবতে দেবদেবেশং ত্রৈলোক্যাধিপতিং শিবম্
হর ত্বয়াহং নির্দ্দগ্ধো যদি বধ্যোহস্মি শঙ্কর ।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব মা মে লিঙ্গং বিনশ্যতু ॥৯১
অর্চ্চিতং হি মহাদেব ভক্ত্যা পরময়া সদা ।
ত্বয়া যদ্যপি বধ্যোহহং মা মে লিঙ্গং বিনশ্যতু ॥
প্রার্থ্যমেতন্মহাদেব ত্বৎপাদগ্রহণং মম ।
জন্ম জন্ম মহাদেব ত্বৎপাদনিরতো হ্যহম্ ॥৯৩
তোটকচ্ছন্দসা দেবং স্তুত্বা তু পরমেশ্বরম্ ॥৯৪

শিব শঙ্কর সর্ব্বকরায় নমো
ভবভীম মহেশ্বর ভীম নমঃ ।
কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর
ত্রিপুরান্তকরান্ধকচূর্ণকর ॥ ৯৫
প্রমদাপ্রিয়-কামবিভক্ত নমো
হি নমঃ সুরসিদ্ধগণৈর্নমিতঃ ।
হয়বানরসিংহগজেন্দ্রমুখৈ-
রতিহ্রস্বসুদীর্ঘমুখৈশ্চ গণৈঃ ॥ ৯৬
উপলক্ষ্মশক্যাতরৈরসুরৈঃ
ব্যথিতো ন শরীরশতৈর্বহুভিঃ ।
প্রণতো ভগবন্ বহুভক্তিমতা-
চলচন্দ্রকলাধর দেব নমঃ ॥ ৯৭

আসনস্থ মহাতেজা বাণাসুর, ত্রিপুর এইরূপে প্রদীপিত হইয়া উঠিল, দেখিয়া এই কথা বলিলেন,—দেবতাদের দ্বারা আমি বিনাশিত হইলাম। অল্পসার (ক্ষুদ্রচেতা) দুরাচারগণ শঙ্করকে গিয়া বলিয়াছে ; মহাত্মা শঙ্কর আমাকে পরীক্ষা না করিয়াই দগ্ধ করিলেন! মহেশ্বর ব্যতীত আর কেহই আমাকে হনন করিতে সমর্থ নহে। তিনি এই বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ং মস্তকে করিয়া উত্থান করত সুহৃদ্‌গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বিচিত্র বিবিধ রত্ন ও নানাবিধ স্ত্রীলোক এবং মস্তকধৃত সেই শিবলিঙ্গ নগরমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যাধিপতি দেবেদবেশ শিবকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই দেব পরমেশ্বরকে তোটকচ্ছন্দে স্তব করিয়া বলিলেন,—হে হর! আমি যদি তোমার বধ্য হই, তবে আমাকে তুমি নিঃশেষরূপে দগ্ধ কর ; কিন্তু হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে আমার এই লিঙ্গটী যেন বিনষ্ট না হয়। হে মহাদেব! এই লিঙ্গটীকে সতত পরমভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়াছি ; আমি যদিও বধ্য হই, কিন্তু আমার এই লিঙ্গটী যেন বিনষ্ট না হয়। হে মহাদেব! আমি যেন জন্মে জন্মে তোমার পাদগ্রহণ লাভ করি, তোমার চরণে রত হই, ইহাই আমার প্রার্থনা। ৮৫—৯৪। সে স্তবটী এই,—হে শিব শঙ্কর! আপনি সর্ব্বকর ; আপনাকে নমস্কার। হে ভবভীম ভীমাকার মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে কুসুমায়ুধদেহবিনাশকর! হে ত্রিপুরান্তক! হে অন্ধকচূর্ণকর! হে প্রমদাপ্রিয় কামনায় বিভক্ত (অর্দ্ধনারীশ্বর) রূপধর! আপনাকে নমস্কার। হয়-বানর-সিংহ-গজেন্দ্রমুখ, অতিহ্রস্বমুখ ও সুদীর্ঘমুখ গণগণ এবং সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক আপনি নমিত, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি তিরস্কারের অযোগ্য হইলেও অশক্যাতরবহিঃপীড়াপ্রপীড়িত অসুরগণ যে আপনাকে তিরস্কার করিতেছে, ইহাতে আমি বহুশত শরীর ধারণ করিয়া যে দুঃখ বোধ করিয়াছি তদপেক্ষাও অধিক দুঃখ বোধ করিতেছি। আমি বহু ভক্তি সহকারে প্রণত হইলাম ; হে অচল-চন্দ্রকলাধর দেব! আপনাকে নমস্কার। হে

সহ পুত্রকলত্রকলাপধনৈঃ
সততং জয় দেব অনুস্মরণম্।
ব্যথিতোঽস্মি শরীরশতৈর্বহুভি-
র্গমিতাদ্য মহানরকস্য গতিম্ ॥ ৯৮
ন নিবর্ত্ততি যন্মম পাপগতিঃ
শুচি কর্ম্ম বিশুদ্ধমপি ত্যজতি।
অনুকম্পাতি দিগ্‌ভ্রমতি ভ্রমতি
ভ্রম এষ কুবুদ্ধি নিবারয়তি ॥ ১০০
যঃ পঠেত্তোটকং দিব্যং প্রযতঃ শুচিমানসঃ।
বাণস্যেব যথা রুদ্রস্তস্যৈব বরদো ভবেৎ ॥১০১
ইমং স্তবং মহাদিব্যং শ্রুত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নস্তু তদা তস্য স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥১০২
ঈশ্বর উবাচ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া বৎস সৌবর্ণে তিষ্ঠ দানব।
পুত্রপৌত্রৈঃ সপত্নীকৈর্ভার্য্যাভিঃ স্বজনৈঃ সহ ॥
অদ্য প্রভৃতি বাণ ত্বমবধ্যস্ত্রিদশৈরপি।
ভূয়স্তস্য বরো দত্তো দেবদেবেন পাণ্ডব ॥১০৪

দেব! আপনার জয় হউক। আমি যেন পুত্র-কলত্র-ধনকলাপে সমন্বিত থাকিয়া সতত আপনার স্মরণ করিতে পারি। আমি বহুশত শরীর ধারণে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে নরকের গতি প্রাপ্ত হইব; কারণ, আমার বুদ্ধি পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না; বিশুদ্ধ পুণ্য কর্ম্মও ত্যাগ করিতেছে। দিক্‌ভ্রমগ্রস্ত সদৃশ সংসার-চক্রে নিরন্তর ভ্রমমাণ ভ্রমভ্রান্ত অনুকম্পার্হ আমার ঐ কুবুদ্ধি আপনি নিবারণ করুন। যে ব্যক্তি এই দিব্য তোটক স্তব প্রযত ও শুচি মানসে পাঠ করে, রুদ্র বাণের ন্যায় তাহাকেও বর প্রদান করেন। তখন দেব মহেশ্বর স্বয়ং এই মহাদিব্য স্তব শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ৯৫—১০২। ঈশ্বর কহিলেন,—বৎস! তোমার ভয় নাই। হে দানব! তুমি সপত্নীক পুত্র পৌত্র ভার্য্যা ও স্বজনবর্গের সহিত সৌবর্ণপুরে অবস্থান কর। হে বাণ! অদ্য প্রভৃতি তুমি ত্রিদশগণেরও অবধ্য

অক্ষয়শ্চাব্যয়ো লোকে বিচচার হ নির্ভয়ঃ।
ততো নিবারয়ামাস রুদ্রঃ সপ্তশিখং তথা ॥১০৫
তৃতীয়ং রক্ষিতং তস্য শঙ্করেণ মহাত্মনা।
ভ্রমতে গগনে নিত্যং রুদ্রতেজঃপ্রভাবতঃ ॥
এবন্তু ত্রিপুরং দগ্ধং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
জ্বালামালাপ্রদীপ্তস্তু পতিতং ধরণীতলে ॥১০৭
একং নিপাতিতং তস্য শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তকে।
দ্বিতীয়ং পাতিতং তত্র পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে ॥
দগ্ধে তু ত্রিপুরে রাজন্ রুদ্রকোটিঃ প্রতিষ্ঠিতা
জ্বলন্তং পাতিতং তত্র তেন জ্বালেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥
ঊর্দ্ধন্তু প্রস্থিতা তস্য দিব্যা জ্বালা দিবং গতা,
হাহাকারস্তদা জাতো দেবাসুরসকিন্নরান্ ॥১১০
তং শরং স্তম্ভয়েদ্রুদ্রো মাহেশ্বরে পুরোত্তমে ॥
এবং ব্রজেত যস্তস্মিন্ পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
চতুর্দ্দশ ভুবনানি স ভুক্ত্বা পাণ্ডুনন্দন ॥ ১১২

হইলে। হে পাণ্ডব! দেবদেব তাহাকে আরও অনেক বর দিলেন। এ নিমিত্ত সে অক্ষয় অব্যয় হইয়া জগতে বিচরণ করিতে লাগিল। তার পর রুদ্র সেই সপ্ত-শিখ সন্দর্ভক বহ্নিকে নিবর্ত্তিত করিলেন। মহাত্মা শঙ্কর সেই বাণাসুরের তৃতীয় পুরটী রক্ষা করিলেন। উহা রুদ্রতেজঃ-প্রভাবে গগনে নিয়ত পরিভ্রমণ করে। মহাত্মা শঙ্কর কর্ত্তৃক ত্রিপুর এই ভাবে দগ্ধ হইয়াছিল। উহা জ্বালামালায় প্রদীপ্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াছিল। রুদ্র উহার এক খণ্ড ত্রিপুরান্তক শ্রীশৈলে এবং দ্বিতীয় খণ্ড অমরকণ্টক পর্ব্বতে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! ত্রিপুর যে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল, তথায় রুদ্রকোটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ত্রিপুর সেখানে জ্বলিতে জ্বলিতে পড়িয়াছিল, এজন্য জ্বালেশ্বর নাম হইয়াছে। উহার ঊর্দ্ধভাগ দিব্য জ্বালাময় হইয়া স্বর্গে গেল; তখন দেবাসুর-কিন্নরদিগের হাহাকার পড়িয়া গেল। রুদ্র সেই শরকে পুরোত্তম মাহেশ্বরপুরে স্তম্ভিত করিলেন। ১০৩—১১১। হে পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি সেই অমর-

বর্ষকোটিসহস্রন্তু ত্রিংশৎকোট্যস্তথাপরাঃ।
ততো মহীতলং প্রাপ্য রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
পৃথিবীমেকচ্ছত্রেণ ভুঙ্‌ক্তে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
এবং পুণ্যো মহারাজ পর্ব্বতোঽমরকণ্টকঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু গচ্ছেদ্‌যোঽমরকণ্টকম্‌।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১১৫
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা তত্র মহেশ্বরম্‌॥ ১১৬
সন্নিহত্যাগমিষ্যন্তি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
তদেব নিখিলং পুণ্যং পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে॥১১৭
পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
তত্র জ্বালেশ্বরো নাম পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে॥১১৮
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
জ্বালেশ্বরে মহারাজ যস্তু প্রাণান্‌ পরিত্যজেৎ
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু ভক্ত্যাপি শৃণু তৎ ফলম্‌॥
অমরা নাম দেবাস্তে পর্ব্বতেঽমরকণ্টকে।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্‌॥১২১

কণ্টক পর্ব্বতে যায়, সে সহস্র কোটি এবং ত্রিশ কোটি বৎসর সমগ্র চতুর্দ্দশ ভুবন ভোগ করিয়া পরে মহীতলে ধার্ম্মিক রাজা হইয়া একচ্ছত্রে পৃথিবী ভোগ করে। ইহাতে সংশয় নাই। হে মহারাজ! সেই অমরকণ্টকপর্ব্বত এইরূপ পুণ্যপ্রদ! চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে অমরকণ্টকে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। তত্রত্য মহেশ্বরকে দেখিলে স্বর্গলোক লাভ ঘটে। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে স্নান-দানাদি বিহিত কার্য্য সকল করিলে যে ফল হয়, অমরকণ্টকে গমন মাত্রই তৎসমস্ত ফলপ্রাপ্তি হয়, অধিকন্তু পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভও হয়! সেই অমরকণ্টক পর্ব্বতে জ্বালেশ্বর (শিব) আছেন। সেখানে স্নান করিলে স্বর্গে গমন করে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, তাহার আর জন্ম হয় না। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে ভক্তিপূর্ব্বক জ্বালেশ্বরে প্রাণত্যাগ করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। ঐ সকল ব্যক্তিই সেই অমরকণ্টক পর্ব্বতে অমর নামে দেবতা

অমরেশ্বরস্য দেবস্য পর্ব্বতেঽথ তটে জলে।
কোটিশ ঋষিমুখ্যাস্তে তপস্তপ্যন্তি সুব্রতাঃ॥
সমন্তাদ্‌যোজনং রাজন্‌ ক্ষেত্রঞ্চামরকণ্টকম্‌॥
অকামো বা সকামো বা নর্ম্মদায়াঃ শুভে জলে
স্নাত্বা মুচ্যেত পাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ত্রিপুরদহনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।
পৃচ্ছন্তি তে মহাত্মানো নারদং হি মহাজনাঃ।
যুধিষ্ঠিরপরাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১
আখ্যাহি ভগবংস্তথ্যং কাবেরীসঙ্গমং মহৎ।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় অস্মাকঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে॥ ২
সদা পাপরতা যে তু নরা দুষ্কৃতিকারিণঃ।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো গচ্ছন্তি পরমং পদম্‌॥৩

হয় এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত রুদ্রলোকে বাস করে। অমরেশ্বর দেবের বাসস্থান উক্ত পর্ব্বতে এবং তত্রত্য জলে ও স্থলে সুব্রত কোটি কোটি ঋষি নিয়ত তপস্যা করিয়া থাকেন। এই অমরকণ্টক ক্ষেত্রের পরিমাণ চতুর্দ্দিকে এক যোজন। অকামেই হউক আর সকামেই হউক, তথায় নর্ম্মদা নদীর শুভ জলে স্নান করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে বাস করে। ১১২—১২৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরপক্ষীয় মহাত্মা তপোধন ঋষিগণ ও সমস্ত মহাজনবর্গ নারদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ভগবন্‌! লোক সকলের হিতকামনায় এবং আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ আপনি যাহার সেবনে নিয়ত পাপরত দুষ্কৃতিকারী

এতদিচ্ছাম বিজ্ঞাতুং ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ৪

নারদ উবাচ।

শৃণুধ্বং সহিতাঃ সর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
অত্র কৃত্বা মহাযজ্ঞং কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৫
ইদং তীর্থমনুপ্রাপ্য সাম্রাজ্যাদধিকোঽভবৎ।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহারাজ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥
কাবেরী নর্ম্মদা যত্র সঙ্গতা লোকবিশ্রুতা।
তত্র স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা কুবেরঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৭
তপস্তপ্যতি যক্ষেন্দ্রো দিব্যং বর্ষশতং মহৎ।
তস্য তুষ্টো মহাদেবঃ প্রদদ্যাদ্বরমুত্তমম্ ॥ ৮
ভো ভো যক্ষ মহাসত্ত্ব বরং ব্রূহি যথেপ্সিতম্।
ব্রূহি কার্য্যং যথেষ্টঞ্চ যদ্বা মনসি বর্ত্ততে ॥ ৯

কুবের উবাচ।

যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
আদিকর্ত্তা চ সর্ব্বেষাং যক্ষাণামধিপো ভবেৎ ॥
কুবেরস্য বচঃ শ্রুত্বা তুষ্টো দেবো মহেশ্বরঃ।
এবমস্তু ততশ্চোক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১
সোঽপি লব্ধবরো যক্ষঃ শীঘ্রং যক্ষকুলং গতঃ।
পূজিতঃ সর্ব্বযক্ষৈন্দ্রৈরভিষিক্তশ্চ পার্থিবঃ ॥ ১২
কাবেরীসঙ্গমং তত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
যে নরা নাভিজানন্তি বঞ্চিতাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তত্র স্নায়ীত মানবঃ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা নর্ম্মদা চ মহানদী ॥ ১৪
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র অর্চ্চয়েদ্বৃষভধ্বজম্।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৫
অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাদ্যশ্চ কুর্য্যাদনাশনম্।
অনিবর্ত্তিকা গতিস্তস্য যথা মে শঙ্করোঽব্রবীৎ
সেব্যমানো বরস্ত্রীভির্মোদতে দিবি রুদ্রবৎ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিকোটিস্তথাপরে।
মোদতে রুদ্রলোকস্থো যত্র যত্রৈব গচ্ছতি ॥১৮

মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ও পরমপদ লাভ করে, সেই মহৎ কাবেরীসঙ্গম বিষয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। হে ভগবন্! আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার ইহা কীর্ত্তন করা যোগ্য হইতেছে। ১—৪। নারদ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠিরপুরোগম ব্যক্তি-গণ! আপনারা সমাহিত হইয়া সকলে শ্রবণ করুন। সত্যবিক্রম কুবের এখানে মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি এই তীর্থে এমন সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে, তাহা সাম্রাজ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। যেখানে লোকবিখ্যাতা কাবেরী নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিত হই-য়াছে সেই স্থানে যক্ষেন্দ্র কুবের দিব্য শত বর্ষ মহৎ তপস্যা করেন। পরে মহাদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উত্তম বর দিতে উদ্যত হন। তখন কুবের বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমাকে আপনার বর দেওয়া যোগ্য বোধ হয়; তবে, আমি সমস্ত যক্ষের আদি কর্ত্তা এবং অধিপতি হই, এই বর প্রদান করুন। অনন্তর দেব মহেশ্বর কুবেরের বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট চিত্তে 'তাহাই হইবে' বলিয়া বরদানপূর্ব্বক সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। সেই যক্ষ কুবেরও বর লাভ করিয়া ত্বরায় যক্ষকুলে যাইলেন। সমস্ত যক্ষগণও তাঁহাকে পূজা সহকারে তাহাদের নৃপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই কাবেরীসঙ্গম সর্ব্বপাপনাশক; যে সকল মানব ইহা জানে না, তাহারা নিশ্চয়ই প্রতারিত। অতএব মানব সর্ব্ব প্রযত্নে তথায় স্নান করিবে। কাবেরী ও মহানদী নর্ম্মদা, ইহারা মহাপুণ্যজননী। হে রাজেন্দ্র! সেখানে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজকে অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত রুদ্রলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিপ্রবেশ করে, কিম্বা অনশন করে, তাহার পুনরাবৃত্তি-রহিত গতি লাভ হয়। ইহা শঙ্কর আমাকে বলিয়াছেন। সে ব্যক্তি বর স্ত্রীগণে সেব্যমান হইয়া স্বর্গ-লোকে রুদ্রবৎ আনন্দ ভোগ করে। সে ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি কোটি বৎসর রুদ্রলোকে থাকিয়া যেখানে যেখানেই যাউক না কেন,

পুণ্যক্ষয়াৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
ভোগবান্ ধর্ম্মশীলশ্চ মহাংশ্চৈব কুলোদ্ভবঃ ॥১৯
তত্র পীত্বা জলং সম্যক্ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ
স্বর্গং গচ্ছন্তি তে মর্ত্ত্যা যে পিবন্তি জলং শুভম্
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যৎফলং যাতি মানবঃ।
কাবেরীসঙ্গমে স্নাত্বা তৎফলং তস্য জায়তে ॥
এবন্তু তস্য রাজেন্দ্র কাবেরীসঙ্গমং মহৎ।
পুণ্যং মহৎফলং তত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২২
উত্তরে নর্ম্মদাকূলে তীর্থং যোজনবস্তৃতম্।
পত্রেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব্বপাপহরং পরম্ ॥ ২৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দৈবতৈঃ সহ মোদতে
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ক্রীড়তে কামরূপধৃক্ ॥ ২৪
গর্জ্জনস্তু ততো গচ্ছেদ্‌যত্র মেঘ উপস্থিতঃ।
ইন্দ্রজন্নাম সম্প্রাপ্তং তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ ॥২৫
মেঘরাবং ততো গচ্ছেদ্‌যত্র মেঘাভিগর্জ্জিতম্
মেঘনাদো গণস্তত্র বরসম্পন্নতাং গতঃ ॥ ২৬

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত্তমিতি স্মৃতম্।
তত্র সন্নিহিতো ব্রহ্মা নিত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ ২৭
তত্র স্নানাত্তু রাজেন্দ্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২৮
ততোঽঙ্গারেশ্বরে তীর্থে নিয়তো নিয়তাশনঃ
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥২৯
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোপ্রদানফলং লভেৎ
কঞ্চীতীর্থং ততো গচ্ছেদ্দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোলোকং সমবাপ্নুয়াৎ
ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কুণ্ডলেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র সান্নিহিতো রুদ্রস্তিষ্ঠতে উমযা সহ ॥ ৩২
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র অবধ্যস্ত্রিদশৈরপি।
পিপ্পলেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
তত্র গত্বা তু রাজেন্দ্র রুদ্রলোকে মহীয়তে।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিমলং বিমলেশ্বরম্ ॥
তত্র দেবশিলা রম্যা ঈশ্বরেণ নিপাতিতা।

সর্ব্বত্রই পরম সুখে কালাতিপাত করে। পরে পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মহাকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ভোগবান্ ও ধর্ম্মশীল রাজা হয়। ৫—১৯। সেখানের জল পান করিলে সম্পূর্ণ চান্দ্রায়ণের ফল লাভ হয়। যাহারা সেই শুভ জল পান করে, সেই সকল মানব স্বর্গে গমন করে। মানব গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া যে ফল পায়, কাবেরীসঙ্গমে স্নান করিয়াও সেই ফলই লাভ করে। সেই স্থান পুণ্যজনক, মহাফলপ্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক। হে রাজন্! নর্ম্মদার উত্তর কূলে পত্রেশ্বর নামে বিখ্যাত যোজন-বিস্তৃত সর্ব্বপাপহর পরম তীর্থ আছে। রাজন্! তথায় স্নান করিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর দেবগণ সহ কামরূপী হইয়া বিহার করত সানন্দে অবস্থান করে। অনন্তর গর্জ্জন তীর্থে যাইবে। রাবণতনয় মেঘনাদ এই তীর্থপ্রভাবে ইন্দ্রজিৎ নাম লাভ করিয়াছিল। পরে মেঘরাব তীর্থে যাইবে। সেখানে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মেঘনাদ নামক গণ সেই স্থানে বর লাভ করত সফলমনোরথ হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! পরে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তে যাইবে। হে যুধিষ্ঠির! তথায় ব্রহ্মা নিত্যই সন্নিহিত থাকেন। হে রাজেন্দ্র! সেখানে স্নান করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। তার পর অঙ্গারেশ্বর তীর্থে যাইবে। যে ব্যক্তি নিয়তচিত্ত ও নিয়তাহার হইয়া সে স্থানে যায়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে বাস করে। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম কপিলা তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া মানব গোপ্রদানের ফল লাভ করে। পরে দেবর্ষিগণসেবিত কাঞ্চী তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া মানব গোলোক প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম কুণ্ডলেশ্বর তীর্থে যাইবে। রুদ্র উমার সহিত তথায় সন্নিহিত থাকেন। হে রাজেন্দ্র! তথায় স্নান করিলে মানব দেবগণেরও অবধ্য হয়। তার পর সর্ব্বপাপনাশন পিপ্পলেশ্বর তীর্থে যাইবে। হে রাজেন্দ্র! সেখানে গমন করিলে রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর বিমল

তত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৫
ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেত্তত্র স্নানং সমাচরেৎ।
স্নানমাত্রে নরস্তত্র ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ ॥৩৬
নর্ম্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রদেহাদ্বিনিঃসৃতা।
তারয়েৎ সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩৭
সর্ব্বদেবাতিদেবেন ঈশ্বরেণ মহাত্মনা।
কথিতা ঋষিসঙ্ঘেভ্য অস্মাকঞ্চ বিশেষতঃ ॥
মুনিভিঃ সংস্তুতা হ্যেষা নর্ম্মদা প্রবরা নদী।
রুদ্রদেহাদ্বিনিষ্ক্রান্তা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
সর্ব্বপাপহরা নিত্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতা।
সংস্তুতা দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিস্তথৈব চ ॥ ৪০
নমঃ পুণ্যজলে আদ্যে নমঃ সাগরগামিনি।
নমোঽস্তু তে ঋষিগণৈঃ শঙ্করদেহনিঃসৃতে ॥৪১
নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতে বরাননে,
নমোঽস্তু তে দেবগণৈকবন্দিতে।
নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে,
নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগৎসুপূজিতে ॥ ৪২
যশ্চেদং পঠতে স্তোত্রং নিত্যং শুদ্ধেনঃ মানবঃ
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্যস্তু লভতে লাভং শূদ্রশ্চৈব শুভাং গতিম্
অন্নার্থী লভতে হ্যন্নং স্মরণাদেব নিত্যশঃ ॥৪৪
নর্ম্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ।
তেন পুণ্যা নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৪৫
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে নর্ম্মদামাহাত্ম্যে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
সেবন্তে নর্ম্মদাং রাজন্ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ॥
তস্মিন্ নৃপতিতং দৃষ্ট্বা শূলং দেবস্য ভূতলে।
তস্য পুণ্যং সমাখ্যাতং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ২

বিমলেশ্বর তীর্থে যাইবে। ঈশ্বর ঐ স্থানে রম্যা দেবশিখা নিপাতিত করিয়াছেন। সেখানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তার পর পুষ্করিণী তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। স্নান মাত্রেই মানব ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিতে পারিবে। ২০—৩৬। সরিদ্গণের শ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা রুদ্র-দেহ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছেন। ইনি স্থাবর চর সর্ব্বভূতেরই পরিত্রাণ করেন। সর্ব্বদেবাতিদেব মহাত্মা ঈশ্বর ঋষিগণের ও আমাদের নিকট ইঁহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কহিয়াছেন। মুনিগণ-সংস্তুতা নদীপ্রবরা এই নর্ম্মদা লোকহিত কামনায় রুদ্রদেহ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়াছেন। ইনি নিত্য সর্ব্বপাপহরা, সর্ব্বলোকনমস্কৃতা ও দেব-গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা। হে পুণ্য-জলে! আদ্যে! তোমাকে নমস্কার। হে সাগরগামিনি! তোমাকে নমস্কার। হে ঋষি কর্ত্তৃক শঙ্করদেহ হইতে নিঃসারিতে! তোমাকে নমস্কার। হে ধর্ম্মভৃতে বরাননে! তোমাকে নমস্কার। হে দেবগণৈকবন্দিতে! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বপবিত্রপাবনে! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বজগৎসুপূজিতে! তোমাকে নমস্কার। এই স্তোত্র শুদ্ধভাবে নিত্য পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য লাভ (সম্পদ্) লাভ করে এবং শূদ্র শুভা গতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন স্মরণ করিলে অন্নার্থী ব্যক্তিও অন্ন লাভ করে। দেব মহেশ্বর স্বয়ং নিয়ত নর্ম্মদাকে সেবা করেন। সেই জন্যই এই নদী পুণ্যা এবং ব্রহ্মহত্যাপহারিণী, জানিবে। ৩৭—৪৫।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তদবধি ব্রহ্মা প্রভৃতি কামক্রোধবর্জ্জিত তপোধন ঋষিগণ নর্ম্মদার সেবা করিয়া থাকেন। দেব মহেশ্বরের শূল তথায় ভূতলে পতিত

শূলভেদেতি বিখ্যাতং তীর্থং পুণ্যতমং মহৎ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩
ত্রিরাত্রং কারয়েদ্যস্তু তস্মিংতীর্থে নরাধিপ।
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪
ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেন্নর্ম্মদেশ্বরমুত্তমম্।
আদিত্যেশ্বরং মহাপুণ্যং তথাজ্যমধুনা সমম্।
মল্লিকেশ্বরং পরিত্যজ্য পর্য্যাপ্তং জন্মতঃ ফলম্
করুণেশ্বরং ততঃ পশ্যেন্নীরাজেশ্বরমুত্তমম্।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য পঞ্চায়তনদর্শনাৎ ॥ ৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র যুদ্ধং বৈ যত্র সাধিতম্
কোটিতীর্থন্তু বিখ্যাতমসুরা যত্র যোধিতাঃ ॥ ৭
যত্র তে নিহতা রাজন্ দানবা বলদর্পিতাঃ।
তেষাং শিরাংসি গৃহ্যন্তে নিহতাস্তে সমাগতাঃ
তৈস্তু সংস্থাপিতো দেবঃ শূলপাণির্ম্মহেশ্বরঃ।
কোটিবিনিহিতা তত্র তেন কোটীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥৯
দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য সদেহঃ স্বর্গমাবহেৎ ॥ ১০
তদা ইন্দ্রেণ ক্ষুদ্রত্বাদ্বজ্রকীলেন যন্ত্রিতঃ।
তদা প্রভৃতি লোকানাং স্বর্গমন্তং নিবারিতম্ ॥
সম্ভৃতং শ্রীফলং দত্বা গত্বা চান্তে প্রদক্ষিণম্।
সর্ব্বতঃ সহ দেবেন শিরসাদায় ধারয়েৎ ॥ ১২
সর্ব্বকামেণ সম্পূর্ণো রাজা ভবতি পাণ্ডব।
মৃতো রুদ্রত্বমাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥
স্বর্গং গত্বা ততো রাজ্যংকৃত্বাগত্য ততো দিবঃ
মহাদেবং ততোপাস্য ত্রয়োদশ্যাং হি মানবঃ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥১৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং পরমশোভনম্।
নরাণাং পাপনাশায় অগস্ত্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ১৫
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৬
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশীম্।
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং সমাধিস্থো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

হইয়াছিল দেখিয়া মহাত্মা শঙ্কর উহার পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তীর্থ শূলভেদ নামে বিখ্যাত। উহা পুণ্যতম মহৎ তীর্থ। তথায় স্নান করিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সেই তীর্থে মহাদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক ত্রিরাত্র ব্রত করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অনন্তর ভীমেশ্বর তীর্থে যাইবে। পরে উত্তম নর্ম্মদেশ্বরে গমন করিবে। তার পর মহাপুণ্য আদিত্যেশ্বরে যাইয়া ঘৃত-মধু সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। যে ব্যক্তি মল্লিকেশ্বর তীর্থে গমন করে, তাহার জন্ম পর্য্যাপ্তরূপে সফল জানিবে। অনন্তর করুণেশ্বরকে দর্শন করিবে। পরে উত্তম নীরাজেশ্বরকে দেখিবে; তদীয় পঞ্চায়তন দেখিলে সর্ব্বতীর্থজনিত ফল লাভ হয়। ১—৬। হে রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে দেবাসুরে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই কোটিতীর্থে যাইবে। হে রাজন্! ঐ যুদ্ধে বলদর্পিত কোটি দানব নিহত হইয়াছিল। তাহাদের মুণ্ড সকল একত্রিত করিয়া তদুপরি শূলপাণি মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার কোটীশ্বর নাম হইয়াছে। সেই তীর্থ দর্শন করিলে স-শরীরে স্বর্গে যাইতে পারে। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্রতা বশত বজ্রকীল দ্বারা রুদ্ধ করেন। তদবধি লোক সকলের স্বর্গগমনসামর্থ্য নিবারিত হইয়াছে। সম্ভৃত শ্রীফল দানপূর্ব্বক পূজা করত পশ্চাৎ যথাবিধি প্রদক্ষিণ করিয়া নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বকামনা সফল হয়। হে পাণ্ডব! সে ব্যক্তি রাজা হয় এবং মরণান্তে রুদ্রত্ব লাভ করে। এ জগতে আর জন্মিতে হয় না। কোটীশ্বর দর্শনে মানব স্বর্গে গমন করে, পরে ইহলোকে জন্মিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হয়। মানব ত্রয়োদশী তিথিতে মহাদেবের উপাসনাপূর্ব্বক তথায় স্নান করিবামাত্র সর্ব্ব যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৭—১৪। রাজেন্দ্র! তার পর নরগণের পাপনাশ বিষয়ে পরম শোভন উত্তম অগস্ত্যেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া মানব ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি

একবিংশকুলোপেতো ন চ্যুতোদৈশ্বরাৎ পদাৎ
যানং চোপানহৌ ছত্রং দদ্যাচ্চ ঘৃতকাঞ্চনম্।
ভোজনঞ্চৈব বিপ্রাণাং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রবিস্তবমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সিংহাসনপতির্ভবেৎ॥
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ॥
স্নানং কৃত্বা যথান্যায়মর্চ্চয়েত্তু জনার্দ্দনম্।
গোসহস্রফলং তস্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥২২
ঋষিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপহরং নৃণাম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র শিবলোকে মহীয়তে॥ ২৩
নারদস্য চ তত্রৈব তীর্থং পরমশোভনম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ॥২৪
দেবতীর্থং ততো গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

অমরকণ্টকং ততো গচ্ছেদমরস্থাপিতং পুরা।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ॥২৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বামনেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র চায়তনং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ২৭
ঋষিতীর্থং ততো গচ্ছেদীশানেশং পুমান্ ধ্রুবম্
বটেশ্বরং ততো দৃষ্ট্বা পর্য্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্॥
ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্
স্নাতমাত্রো নরো রাজন্ সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রাবণেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।
সোমতীর্থং ততো গচ্ছেৎ পশ্যেত চন্দ্রমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ॥
তৎক্ষণাদ্দিব্যদেহস্থঃ শিববন্মোদতে চিরম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥ ৩২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র পিঙ্গলেশ্বরমুত্তমম্।

ঘৃত দ্বারা অগস্ত্যেশ্বর দেবকে স্নান করাইবে, তাহা হইলে একবিংশতি পুরুষ যাবৎ ঐশ্বর পদ (শিবলোকে বাস, বা রাজত্ব) হইতে চ্যুত হয় না। যান, পাদুকা, ছত্র, ঘৃত ও কাঞ্চন দান করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটিগুণ ফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম রবিস্তব তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া মানব সিংহাসন লাভ করিতে পারে। নর্ম্মদার দক্ষিণ কূলে বিখ্যাত শক্রতীর্থ আছে, তথায় একরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানান্তে যথাবিধি জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে সে সহস্র গোদান জন্য ফল লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। তার পর মানবগণের সর্ব্বপাপহর ঋষিতীর্থে যাইবে। সেখানে কেবল স্নান মাত্র করিলেই মানব শিবলোকে পূজিত হয়। সেইখানেই নারদের পরমশোভন তীর্থ আছে, সেখানে স্নান করা মাত্রই মানব সহস্র গোদান জন্য ফল লাভ করে। ১৫—২৪। পরে দেবতীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজন্! নর সেখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। অনন্তর অমরগণ কর্ত্তৃক পুরাকালে নির্ম্মিত অমরকণ্টক তীর্থে যাইবে। নর তথায় স্নান করিবামাত্র সহস্র গোদান জনিত ফল পায়। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম বামনেশ্বর তীর্থে যাইবে। তাঁহার আয়তন দেখিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। মানব তথা হইতে যেখানে ঈশানেশ অবস্থিত, সেই মুক্তিপ্রদ ঋষিতীর্থে যাইবে। পরে বটেশ্বরকে দর্শন করিবে। তাহা হইলে জন্মের পর্য্যাপ্তরূপে সার্থকতা হয়। তার পর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন ভীমেশ্বর তীর্থে যাইবে। নর সেখানে স্নান করা মাত্র সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি হয়। রাজেন্দ্র! তথা হইতে উত্তম বামনেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে নর সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়। পরে উত্তম সোমতীর্থে যাইবে, তথায় নর পরমভক্তি সহকারে স্নানপূর্ব্বক চন্দ্র দর্শন করিবে। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল শিববৎ মুদিত চিত্তে বিহার করত ষষ্টিসহস্র বর্ষ শিবলোকে পূজিত হয়।

অহো রাত্রোপবাসেনাতিরাত্রফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৩
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
যাবন্তি তস্য রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলস্য চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৪
যস্তু প্রাণপরিত্যাগং তত্র কুর্য্যান্নরাধিপ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৩৫
নর্ম্মদাতটমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি যে তু মানবাঃ।
তে মৃতাঃ স্বর্গমায়ান্তি তথা সুকৃতিনো যথা ॥ ৩৬
সুরভিকেশ্বরং গচ্ছেন্নারকং কোটিকেশ্বরম্।
গঙ্গাবতরণে তত্র দিনে পুণ্যো ন সংশয়ঃ ॥৩৭
নান্দতীর্থ্য ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
তুষ্যতে তস্য নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে ॥
ততো দ্বীপেশ্বরং গচ্ছেদ্ব্যাসতীর্থং তপোবনম্।
নিবর্ত্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদী ॥ ৩৯

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম পিঙ্গলেশ্বর তীর্থে যাইবে। এখানে অহোরাত্র উপবাস করিলে অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি সেই তীর্থে কপিলা গো প্রদান করে, সেই পশুর এবং তাহার সন্তানবর্গের যত রোম, তত সহস্র বৎসর রুদ্রলোকে পূজিত হয়। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে অক্ষয় আনন্দ ভোগ করে। ২৫—৩৫। যে সকল মানব নর্ম্মদার তটভূমি আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা মরণান্তে সুকৃতী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। তথা হইতে সুরভিকেশ্বরে, পরে নারক তীর্থে এবং কোটিকেশ্বরে যাইবে। সেখানে স্নান করিলে দশহরা দিনে স্নানের ফল হয়; সংশয় নাই। তথা হইতে নন্দিতীর্থে গমন করিবে। সেখানে স্নান করিবে। এরূপ করিলে নন্দীশ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। সে ব্যক্তি সোমলোকে পূজিত হয়। তার পর ব্যাসতীর্থ দ্বীপেশ্বরে যাইবে। উহা ব্যাসের তপোবন। মহানদী ঐ স্থান দিয়া প্রবাহিতা হইতে আরম্ভ করিলে ব্যাস হুঙ্কার

হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা ॥ ৪০
প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
ব্যাসস্তত্র ভবেৎপ্রীতো বাঞ্ছিতংলভতে ফলম্
সূত্রেণ বেষ্টয়েদ্যস্তু দীপ্তং দেবং সবেদিকম্।
ক্রীড়তে চাক্ষয়ং কালং যথা রুদ্রস্তথৈব সঃ ॥৪২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্।
সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥৪৩
এরণ্ডী ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা পাপনাশিনী।
অথবাশ্বযুজে মাসি শুক্লপক্ষস্য চাষ্টমী ॥ ৪৪
শুচির্ভূত্বা নরঃ স্নাত্বা চোপবাসপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
এরণ্ডীসঙ্গমে স্নাত্বা ভক্তিভাবানুরঞ্জিতঃ।
মৃত্তিকাং শিরসি স্থাপ্য অবগাহ্য চ বৈ জলম্।
নর্ম্মদোদকসম্মিশ্রং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৪৬
প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৪৭

দ্বারা নিবারণ করায় আশ্রমের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। সেই তীর্থে প্রদক্ষিণ করিলে ব্যাস প্রীত হন এবং সে ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। যে মানব দীপ্ত দেবকে বেদির সহিত বেষ্টন করে, সে রুদ্রবৎ অক্ষয় কাল ক্রীড়া করে। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে যাইবে। উক্ত এরণ্ডীসঙ্গমে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। এরণ্ডী তীর্থ পাপনাশক বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয়া অষ্টমী তিথিতে মানব স্নানপূর্ব্বক শুচি ও উপবাসপরায়ণ হইয়া একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে; তাহা হইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। এরণ্ডীসঙ্গমে ভক্তিভাবে অনুরক্ত চিত্তে স্নানপূর্ব্বক মস্তকে মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া নর্ম্মদোদকমিশ্র জলে অবগাহন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সেই তীর্থে প্রদক্ষিণ করে, তৎকর্ত্তৃক সপ্তদ্বীপা সমগ্রা বসুন্ধরাই প্রদক্ষিণ করা হয়। তার পর সুবর্ণতিলককে স্নানপূর্ব্বক

ততঃ সুবর্ণতিলকে স্নাত্বা দত্ত্বা চ কাঞ্চনম্।
কাঞ্চনেন বিমানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥৪৮
ততঃ স্বর্গচ্যুতঃ কালাদ্রাজা ভবতি বীর্য্যবান্॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ইক্ষুনদ্যাস্তু সঙ্গমম্।
ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতং দিব্যং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১
স্কন্দতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
আজন্মনঃ কৃতং পাপং স্নানমাত্রাদ্ব্যপোহতি ॥৫২
আঙ্গিরসং ততো গচ্ছেৎস্নানং তত্র সমাচরেৎ
গোসহস্রফলং তস্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫৩
লাঙ্গলতীর্থং ততো গচ্ছেৎসর্ব্বপাপপ্রণাশনম্
তত্র গত্বা তু রাজেন্দ্র স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
সপ্তজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
বটেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বতীর্থেষ্বনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
সঙ্গমেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপহরং পরম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভদ্রতীর্থং সমাসাদ্য দানং দদ্যাত্তু যো নরঃ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
অথ নারী ভবেৎ কালী তত্র স্নানং সমাচরেৎ
গৌরীতুল্যা ভবেৎ সা তু রুদ্রপত্নী ন সংশয়ঃ
অঙ্গারেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৫৯
অঙ্গারকচতুর্থ্যান্তু স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং মুরারিকৃতশাসনঃ ॥৬০
অযোনিসঙ্গমে স্নাত্বা ন পশ্যেদ্ যোনিমন্দিরম্ ॥
পাণ্ডবেশ্বরকং গত্বা স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
অক্ষয়ং মোদতে কালমবধ্যস্তু সুরাসুরৈঃ ॥৬২
বিষ্ণুলোকং ততো গত্বা ক্রীড়াভোগসমন্বিতঃ।
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্মর্ত্ত্যে রাজাভিজায়তে
কল্মোতিকেশ্বরং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
উত্তরায়ণে সম্প্রাপ্তে যদিচ্ছেত্তস্য তদ্ভবেৎ ॥৬৪

কাঞ্চন দান করিবে। তাহা হইলে কাঞ্চন-বিমানে আরোহণ করত রুদ্রলোকে পূজিত হয়। পরে কালে তথা হইতে চ্যুত হইয়া বীর্য্যবান্ রাজা হয়। রাজেন্দ্র! তৎপরে ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত দিব্য ইক্ষু নদীর সঙ্গম-স্থলে যাইবে; তথায় শিব সন্নিহিত আছেন, রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৫১। তথা হইতে সর্ব্বপাপ-নাশন স্কন্দতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করা মাত্র আজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। তার পর আঙ্গিরস তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। সে ব্যক্তি সহস্র গো দান জন্য ফল লাভ করত রুদ্রলোকে পূজিত হয়। পরে সর্ব্বপাপনাশক লাঙ্গল তীর্থে যাইবে। রাজেন্দ্র! সেখানে যাইয়া স্নান করিবে; তাহা হইলে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়; সংশয় নাই! অনন্তর তীর্থ সকলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বটেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া সহস্র গো দান জন্য ফল লাভ করে। তথা হইতে সর্ব্বপাপহর সঙ্গমেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে মানব কৈবল্য লাভ করে; সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ভদ্রতীর্থে যাইয়া দান করে, ঐ তীর্থপ্রভাবে তাহার সকল দানেরই কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কোন কৃষ্ণবর্ণা রমণী যদি সেই তীর্থে স্নান করে তবে সে গৌরীতুল্যা হয়; সে সাক্ষাৎ রুদ্রপত্নী; ইহাতে সংশয় নাই। তথা হইতে অঙ্গারেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। মানব সেখানে স্নান মাত্র করিলেই রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। অঙ্গারকচতুর্থীতে সেখানে যে স্নান করে, সে বিষ্ণুপার্ষদরূপে মুদিত হয়। অযোনিসঙ্গমে গমন করিলে আর যোনি-মন্দির দেখিতে হয় না। পাণ্ডবেশ্বরে যাইয়া স্নান করিবে। তাহা হইলে সুরাসুরের অবধ্য হইয়া অক্ষয় কাল মুদিত হয়; পরে বিষ্ণুলোকে গমনপূর্ব্বক ক্রীড়া-ভোগে সমন্বিত হয়। সেখানে মহাভোগ সকল ভোগ করিয়া মর্ত্ত্যে রাজা হইয়া জন্মে। কল্মোতি-কেশ্বরে যাইবে। উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইলে

চন্দ্রভাগাং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সোমলোকে মহীয়তে। ৬৫
ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্।
পূজিতং দেবরাজেন দেবৈরপি নমস্কৃতম্। ৬৬
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দানং দত্বা চ কাঞ্চনম্
অথবা নীলবর্ণাভং বৃষভং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
বৃষভস্য তু রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ। ৬৮
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নরো হরপুরে বসেৎ।
ততঃ স্বর্গাৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি বীর্য্যবান্।
অশ্বানাং শ্বেতবর্ণানাং সহস্রেষু নরাধিপ।
স্বামী ভবতি মর্ত্ত্যেষু তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ॥ ৭০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মাবর্ত্তমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজংস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥
উপোষ্য রজনীমেকাং পিণ্ডং দত্বা যথাবিধি।
কন্যাগতে যথাদিত্যে অক্ষয়ং সঞ্চিতং ভবেৎ
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্। ৭৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি
সম্পূর্ণাং পৃথিবীং দত্বা যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ। ৭৪
নর্ম্মদেশ্বরং পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নশ্বমেধফলং লভেৎ। ৭৫
তত্র সম্ভবতো রাজা পৃথিব্যামভিজায়তে।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। ৭৬
নার্ম্মদীয়োত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্।
আদিত্যায়তনং রম্যমীশ্বরেণ তু ভাবিতম্। ৭৭
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দানং দত্বা চ শক্তিতঃ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্। ৭৮
দরিদ্রা ব্যাধিতা যে তু যে চ দুষ্কৃতকর্ম্মিণঃ।
মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকং প্রয়ান্তি চ।
মাঘমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষস্য সপ্তমীম্।
বসেদায়তনে যস্তু নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৮০
ন জায়তে ব্যাধিতশ্চ কাণোহন্ধো বধিরস্তথা।
সুভগো রূপসম্পন্নঃ স্ত্রীণাং ভবতি বল্লভঃ। ৮১

সেখানে স্নান করিলে, যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই তাহার লাভ হয়। তথা হইতে চন্দ্রভাগা তীর্থে যাইবে। সেখানেও স্নান করিবে। নর স্নান মাত্র করিয়াই সোমলোকে সম্মানিত হয়। ৫২—৬৫। রাজেন্দ্র! অনন্তর দেবরাজ কর্ত্তৃক পূজিত দেবগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত বিখ্যাত শক্র তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে দান করা কর্ত্তব্য। কাঞ্চন দান করিবে। যে ব্যক্তি নীলবর্ণ বৃষ উৎসর্গ করে, সেই বৃষভের ও তাহার সন্তানবর্গের যত রোম, তত সহস্র বৎসর নর হরপুরে বাস করে; পরে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বীর্য্যবান্ রাজা হয়। ঐ তীর্থের প্রভাবে শ্বেতবর্ণ সহস্র অশ্বের স্বামী নরশ্রেষ্ঠ হয়। রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া পিতৃ-দেবতাগণের তর্পণ করিবে। একরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক যথাবিধি পিণ্ডদান করিবে। এরূপ করিলে, আদিত্য কন্যারাশিতে গমন করিলে যেমন পৃথিবীর রসভাগ শোষণপূর্ব্বক সঞ্চয় করেন, তদ্রূপ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম কপিলা তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া কপিলা গাভী দান করিলে সম্পূর্ণা পৃথিবী দানে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হয়। নর্ম্মদেশ্বর পরম তীর্থ; এরূপ তীর্থ হয় নাই, হইবে না। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তৎফলে সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাত, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ও সর্ব্বব্যাধিবর্জ্জিত রাজা হইয়া থাকে। ৬৬-৭৬। রাজেন্দ্র! নর্ম্মদার উত্তরকূলে আদিত্যায়তন নামে পরম শোভন রম্য তীর্থ আছে। ঈশ্বর তথায় বিরাজিত আছেন। সেখানে স্নান করিয়া যথাশক্তি দান করিতে হয়। সেই তীর্থের প্রভাবে দত্ত বস্তু অক্ষয়ফলজনক হয়। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সূর্য্যলোকে গমন করে। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে তদীয় আয়তনে নিরাহার ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিলে মানব কখনও ব্যাধিগ্রস্ত, কাণ, অন্ধ বা বধির

ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্।
যে ন যান্তি চ রাজেন্দ্র বঞ্চিতাস্তে ন সংশয়ঃ।
মাসেশ্বরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩
মোদতে স্বর্গলোকস্থো যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
ততঃ সমীপতঃ স্থিত্বা নাগেশ্বরং তপোবনম্॥
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
বহুভির্নাগকন্যাভিঃ ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্ ॥৮৫
কুবেরভবনং গচ্ছেৎ কুবেরো যত্র সংস্থিতঃ।
কালেশ্বরং পরং তীর্থ কুবেরো যত্র তোষিতঃ॥
যত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বসম্পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৭
ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্মরুতালয়মুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥৮৮
কাঞ্চনন্তু ততো দদ্যাদন্নং শক্ত্যা তু বুদ্ধিমান্।
পুষ্পকেণ বিমানেন বায়ুলোকং স গচ্ছতি ॥৮৯

যমতীর্থং ততো গচ্ছেন্মাঘমাসে যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
নক্তং ভোজ্যং ততঃ কুর্য্যান্ন গচ্ছেদ্‌যোনি-
সঙ্কটম্ ॥ ৯০
অহল্যাতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র
সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র অপ্সরৈঃ সহ মোদতে ॥ ৯১
পারমেশ্বরে তপস্তপ্ত্বা অহল্যা মুক্তিমাগমৎ ॥৯২
চৈত্রমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
কামদেবদিনে তস্মিন্নহল্যাস্তু প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৩
যত্র যত্র সমুৎপন্নো নরস্তত্র প্রিয়ো ভবেৎ।
স্ত্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাপরঃ ॥৯৪
অযোধ্যান্তু সমাসাদ্য তীর্থং শক্রস্য বিশ্রুতম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯৫
সোমতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানমাত্রং সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৬

হয় না; সুভগ, রূপসম্পন্ন এবং স্ত্রীজনের বল্লভ হয়। এই মহাপুণ্য তীর্থের বিষয় মার্কণ্ডেয় বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা এ তীর্থে না যায় তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত। ৭৭—৮২। তার পর মাসেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। সেখানে স্নান মাত্র করিলেই নর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়,—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সুখ ভোগ করে। হে রাজেন্দ্র! পরে তৎসমীপস্থ নাগেশ্বর তপোবনে যাইবে। সেখানে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও সংযত ভাবে থাকিবে। তাহা হইলে বহু নাগকন্যা সহ অক্ষয়কাল ক্রীড়া করিতে পারে। তথা হইতে কুবের যেখানে বাস করেন, সেই কুবেরভবনে যাইবে। তথায় কালেশ্বর পরম তীর্থ, তিনিই কুবেরকে বরদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেখানে স্নান করিলে সকল সম্পদ্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পশ্চিম দিকে উত্তম মরুতালয় তীর্থে যাইবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় স্নানপূর্ব্বক শুচি ও সমাহিত ভাবে শক্তি অনুসারে কাঞ্চন ও অন্ন দান করিবে। তাহা হইলে পুষ্পক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন করে। হে যুধিষ্ঠির! তথা হইতে যম তীর্থে যাইবে। মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে সেখানে স্নান করিবে এবং নক্ত ভোজন করিবে। তাহা হইলে আর যোনিসঙ্কটে পড়িতে হয় না। ৮৩—৯০। তার পর অহল্যাতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। সেখানে মাত্র স্নান করিলেই অপ্সরোগণ সহ মুদিত হয়। ঐ পারমেশ্বর তীর্থে তপস্যা করিয়া অহল্যা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি কামদেব-দিন, ঐ দিন অহল্যার পূজা করিবে। এইরূপ করিলে মানব যে যেখানে জন্মিয়াছে, সে সেই স্থানে সাধারণের প্রিয় এবং স্ত্রীজনের বল্লভ, শ্রীমান্, অপর কামদেবের ন্যায় হয়। পরে অযোধ্যায় যাইবে। সেখানে ইন্দ্রের বিখ্যাত তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদান জন্য ফল লাভ হয়। তথা হইতে সোমতীর্থে যাইবে। সেখানে মাত্র স্নান করিবে। চন্দ্রগ্রহণকালে সেখানে স্নান

সোমগ্রহে তু রাজেন্দ্র পাপক্ষয়করং ভবেৎ।
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং রাজন্ সোমতীর্থং মহাফলম্
যস্তু চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং স গচ্ছতি ॥৯৮
অগ্নিপ্রবেশে তু জলেঽপ্যথবাপি অনাশনে।
সোমতীর্থে মৃতো যস্তু নাসৌ মর্ত্ত্যেঽভিজায়তে
স্তম্ভতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র সোমলোকে মহীয়তে ॥১০০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্ ॥
যোধনীপুরবিখ্যাতং বিষ্ণুতীর্থমনুত্তমম্।
অসুরা যোধিতাস্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥
তত্র তীর্থং সমুৎপন্নং বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবেদিহ।
অহোরাত্রোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তপসেশ্বরমুত্তমম্।
অমোহকমিতি খ্যাতং পিতৄংস্তত্র তু তর্পয়েৎ ॥
পৌর্ণমাস্যামমাবাস্যাং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্যথাবিধি।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পিতৃপিণ্ডং দাপয়েৎ ॥
গজরূপাঃ শিলাস্তত্র তোয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মিংস্তু দাপয়েৎ পিণ্ডং বৈশাখে তু বিশেষতঃ
তৃপ্যন্তি পিতরস্তাবদ্যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥১০৩
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধেশ্বরমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র গণপত্যন্তিকং ব্রজেৎ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনার্দ্দনঃ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
নর্ম্মদাদক্ষিণে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্।
কামদেবঃ স্বয়ং তত্র তপস্তপ্যত্যসৌ মহান্ ॥১০৯
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু শঙ্করং পর্য্যুপাসতে।
সমাধিপর্ব্ব দগ্ধস্তু শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ১১০
শ্বেতপর্ব্ব যমশ্চৈব হুতাশশুক্রপর্ব্বণী।
এতে দগ্ধাস্তু তে সর্ব্বে কুসুমেশ্বরসংস্থিতাঃ।
দিব্যবর্ষসহস্রেণ তুষ্টস্তেষাং মহেশ্বরঃ।
উময়া সহিতো রুদ্রস্তেষাং তুষ্টো বরপ্রদঃ ॥১১

করিলেই নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! ঐ তীর্থ অতীব পাপক্ষয়কর। রাজন্! সোমতীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত মহাফলপ্রদ। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি এই তীর্থে চান্দ্রায়ণ করে, সে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া সোমলোকে গমন করে। অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ বা অনশনে, সোমতীর্থে মৃত হইলে আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মে না। তার পর স্তম্ভতীর্থে যাইবে। তথায় স্নান করিবে। নর সেখানে স্নান মাত্র করিলেই সোমলোকে সম্মানিত হয়। ৯১—১০০। হে রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম বিষ্ণুতীর্থে যাইবে। ঐ অনুত্তম বিষ্ণু তীর্থ বোধনীপুরে বিখ্যাত। ঐ স্থানে বাসুদেব কোটি কোটি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, এই জন্য ঐ স্থান তীর্থ হইয়াছে। ঐ স্থানে অহোরাত্র উপবাস করিলে বিষ্ণু প্রীত হন, ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে অমোহক নামে খ্যাত উত্তম তাপসেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করিবে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ড দান করিতে হয়। সেখানে জলমধ্যে গজরূপা শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই শিলায় সর্ব্বকালেই বিশেষতঃ বৈশাখ মাসে পিণ্ড দান করিতে হয়। তাহা হইলে পিতৃগণ যাবৎকাল মেদিনী থাকিবে, তাবৎ কাল তৃপ্ত থাকেন। হে রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম সিদ্ধেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিয়া মানব গণপতির সান্নিধানে বাস করে। রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে জনার্দ্দন লিঙ্গ অবস্থিত সেই স্থানে যাইবে। তথায় স্নান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১০১—১০৮। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে পরম শোভন তীর্থ আছে। স্বয় মহাত্মা কামদেব সেই স্থানে তপস্যা করেন। তিনি দিব্য সহস্র বর্ষ শঙ্করের উপাসনা করিয়াছিলেন। সমাধিপর্ব্ব, যমপর্ব্ব, শ্বেতপর্ব্ব, হুতাশপর্ব্ব ও শুক্রপর্ব্ব, ইহারা মহাত্মা শঙ্কর কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া দিব্য সহস্র বর্ষ কুসুমেশ্বরে অবস্থিত রহিল। তখন মহেশ্বর রুদ্র উমার সহিত তুষ্ট হইয়া তাহা-

বিমোক্ষয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ নর্ম্মদাতটমাশ্রিতান্।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ পুনর্দেবত্বমাগতঃ ॥ ১১৩
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব তীর্থঞ্চ ভবতূত্তমম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তীর্থং দিক্ষু সমন্ততঃ ॥১১৪
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা উপবাসপরায়ণঃ।
কুসুমায়ুধরূপেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১১৫
বৈশ্বানরো যমশ্চৈব কামদেবেন বায়বে।
তপস্তপ্তন্তু রাজেন্দ্র তথৈব চ পুরাগতৈঃ ॥১১৬
অঙ্কোলস্য সমীপে তু নাতিদূরে তু তস্য বৈ।
স্নানং দানঞ্চ তত্রৈব ভোজনং পিণ্ডপাতনম্ ॥
অগ্নিবেশে জলে বাপি অথবাপি অনাশনে।
অনির্ব্বর্ত্তিকা গতিস্তস্য মৃতস্যাপ্যর্দ্ধযোজনে ॥
ত্রৈয়ম্বকেণ তোয়েন স্নাপয়েন্ন পুঙ্গব।
অঙ্কোলমূলে দত্বা তু পিণ্ডঞ্চৈব যথাবিধি।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১১৯
উত্তরায়ণে তু সম্প্রাপ্তে তত্র স্নানং করোতি যঃ
পুরুষো বাঙ্গনা বাপি সোদায়তনে শুচিঃ ॥১২০
সিদ্ধেশ্বরস্য দেবস্য প্রভাতে পূজয়েন্নরঃ।
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং সর্ব্বৈর্মহামখৈঃ।
যদা চ তীর্থকালেন রূপবান্ সুভগো ভবেৎ।
মর্ত্ত্যে ভবতি রাজাসাবাসমুদ্রান্তগোচরে ॥১২২
ক্ষেত্রপালং ন পশ্যেচ্চ দণ্ডপালং মহাবলম্।
বৃথা তস্য ভবেদ্যাত্রা অদৃষ্ট্বা কর্ণকুণ্ডলম্ ॥১২৩
এতত্তীর্থফলং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সমাগতাঃ।
মুঞ্চন্তি পুষ্পবৃষ্টিন্তু স্তুবন্তি কুসুমেশ্বরম্ ॥ ১২৪
ভার্গবেশং ততো গচ্ছেদ্ভক্ত্যা যত্র চ বিষ্ণুনা।
হুঙ্কারিতাস্তু দেবেন দানবাঃ প্রলয়ং গতাঃ ॥১২৫
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
শুক্রতীর্থস্য চোৎপত্তিং শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন ॥১২৬
হিমবচ্ছিখরে রম্যে নানাধাতুবিচিত্রিতে।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভে ॥ ১২৭
বজ্রস্ফটিকসোপানে চিত্রপট্টশিলাতলে।

দিগকে বরদানে বিমুক্ত করিলেন। তাহারা সকলে নর্ম্মদাতট আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু ঐ তীর্থের প্রভাবেই পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহারা "হে মহাদেব! আপনার প্রসাদে এই তীর্থও উত্তম তীর্থ হউক" এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ ঐ তীর্থ হইয়াছে। নর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া উপবাসপরায়ণ হইলে রুদ্রলোকে কুসুমায়ুধরূপে সম্মানিত হয়। রাজেন্দ্র! ঐ স্থানে বৈশ্বানর, যম, কামদেব ও বায়ু ইঁহারা এবং পুরাতন আরও অনেক ব্যক্তি তপস্যা করিয়াছেন। অঙ্কোল তীর্থের সমীপে অনতিদূরে স্নান, দান, ব্রাহ্মণভোজন ও পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। সেখানে অর্দ্ধযোজন স্থানের মধ্যে অগ্নিপ্রবেশ, জলপ্রবেশ বা অনশন ব্রতে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার পুনরাবৃত্তিরহিত স্বর্গগতি হয়। হে নরপুঙ্গব! অঙ্কোলমূলে যথাবিধি পিণ্ডদানপূর্ব্বক ত্র্যম্বকের স্নানজলে পিতৃগণের স্নান করাইবে। তাঁহার পিতৃগণ চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইলে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ, যদি সিদ্ধেশ্বর দেবের আয়তনে বাস করে এবং প্রভাতে তাঁহার পূজা করে, তাহা হইলে এমন গতি প্রাপ্ত হয়, যাহা সমস্ত মহাযজ্ঞ করিয়াও লাভ করা যায় না। তীর্থকালের অর্চ্চনা করিলে মর্ত্ত্যলোকে রূপবান্ ও সুভগ হইয়া আসমুদ্র পৃথিবীর রাজা হয়। ক্ষেত্রপাল, মহাবল দণ্ডপাল ও কর্ণকুণ্ডল না দেখিলে তাহার যাত্রাই বৃথা হয়। এই তীর্থের ঈদৃশ ফল জানিয়া সকল দেবগণ এখানে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি মোচন ও কুসুমেশ্বরকে স্তব করেন। ১০৯—১২৪। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ভার্গবেশ তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে দেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক হুঙ্কার শব্দে বহু দানব বিনষ্ট হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! সেখানে স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি শুক্রতীর্থের উৎপত্তির বিবরণ শুন। একদা নানাধাতুবিচিত্র তরুণাদিত্যসঙ্কাশ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ হীরক-স্ফটিকাদিরচিত-সোপান-সমন্বিত বিচিত্র-পট্টশিলা-মণ্ডিত দিব্য জাম্বু-

জাম্বুনদময়ে দিব্যে নানাপুষ্পোপশোভিতে।
তত্রাসীনং মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞং প্রভুমব্যয়ম্।
লোকানুগ্রাহকং শান্তং গণবৃন্দৈঃ সমাবৃতম্॥
স্কন্দনন্দিমহাকালৈর্বীরভদ্রগণাদিভিঃ।
উময়া সহিতং দেবং মার্কণ্ডঃ পরিপৃচ্ছতি॥ ১৩০
দেবদেব মহাদেব ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রসংস্তুত।
সংসারভয়ভীতোহহং সুখোপায়ং ব্রবীহি মে॥
ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং তদ্বদস্ব মহেশ্বর॥ ১৩২

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু বিপ্র মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
স্নানাদি কুরু গচ্ছ ত্বমৃষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ॥ ১৩৩
মন্বত্রিযাজ্ঞবল্ক্যাশ্চ কাশ্যপশ্চৈব অঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥ ১৩৪
নারদো গৌতমশ্চৈব পৃচ্ছন্তে ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥
গঙ্গা-কনখলে পুণ্যে প্রয়াগং পুষ্করং গয়া।
কুরুক্ষেত্রং তথা পুণ্যং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে॥

নদময় নানা-পুষ্পে সুশোভিত রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে উমার সহিত সমাসীন, স্কন্দ নন্দী মহাকাল বীরভদ্র প্রভৃতি গণগণে সমাবৃত, লোকানুগ্রহকারী, শান্ত সর্ব্বজ্ঞ প্রভু অব্যয় দেব মহাদেবকে মার্কণ্ড মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্তুত দেবদেব মহাদেব! আমি সংসারভয়ে ভীত; সংসারত্রাণ বিষয়ে কোন সুখসাধ্য উপায় আমাকে বলুন। হে ভূতভব্যেশ ভগবন্! যাহা সকল তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট, যাহা সর্ব্বপাপপ্রণাশন, এমন তীর্থের বিবরণ আমাকে বলুন। ১২৫—১৩২। ঈশ্বর বলিলেন,—হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বিপ্র! তুমি স্নানাদি কর। ঋষিগণে সমাবৃত হইয়া যাও। মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্যপ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, নারদ, গৌতম, এই সকল ধর্ম্মকাঙ্ক্ষী মুনিগণ এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। গঙ্গা, কনখল, প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া এবং কুরুক্ষেত্র এই সকল তীর্থ দিবাকর

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শুক্রতীর্থং মহাফলম্॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব স্নানাদ্ধ্যানাত্তপোর্জ্জনাৎ
হোমাচ্চোপবাসাচ্চ শুক্রতীর্থফলং মহৎ॥
শুক্রতীর্থং মহাপুণ্যং নদ্যান্তু সংব্যবস্থিতম্।
চাণিক্যো নাম রাজর্ষিঃ সিদ্ধিং তত্র সমাগতঃ॥
এতৎক্ষেত্রং সমুৎপন্নং যোজনাবৃত্তিসংস্থিতম্॥
শুক্রতীর্থং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পাদপাগ্রেণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ১৪১
অহমত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ তিষ্ঠামীত্যুময়া সহ।
বৈশাখে বিমলে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
কৈলাসাচ্চাপি নির্গম্য তত্র সন্নিহিতো হ্যহম্॥
দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাস্তথা।
গণাশ্চাপ্সরসো নাগাঃ সর্ব্বদেবাঃ সমাগতাঃ॥
গগনস্থাস্তিষ্ঠন্তি বিমানৈঃ সার্ব্বকামিকৈঃ।
শুক্রতীর্থেষু বিপ্রেন্দ্র আগতা ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ॥
রজকেন যথা বস্ত্রং শুক্লং ভবতি বারিণা।

রাহুগ্রস্ত হইলে যেমন পুণ্যপ্রদ হয়, কি দিবা কি রাত্রি, শুক্রতীর্থ সর্ব্বদাই তাদৃশ মহাফলজনক। দর্শন, স্পর্শন, স্নান, ধ্যান, তপস্যা, হোম, উপবাস সকল কার্য্যেই শুক্র তীর্থ মহৎ ফল প্রদান করে। নদীরূপে অবস্থিত শুক্রতীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ। এই তীর্থে চাণিক্য নামক রাজর্ষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এক যোজন স্থান ব্যাপিয়া এই তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই শুক্রতীর্থ মহাপুণ্য, সর্ব্বপাপনাশক। দূর হইতে এই তীর্থের বৃক্ষাগ্রভাগ দর্শন করিলেও ব্রহ্মহত্যা দূরীভূত হয়। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি ঐ তীর্থে উমার সহিত থাকি বলিয়াই উহার এরূপ মাহাত্ম্য। বিমল বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি কৈলাস হইতে বহির্গত হইয়া তথায় গিয়া থাকি। হে বিপ্রেন্দ্র! দেব, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ ও গণ সকল ধর্ম্মকামনায় ঐ শুক্রতীর্থে সমাগত হইয়া সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গগনে অবস্থান করে। রজক যেমন জলসংযোগে মলিন

আজন্মসঞ্চিতং পাপং শুক্রতীর্থং ব্যপোহতি ॥
স্নানং দানং মহাপুণ্যং মার্কণ্ড ঋষিসত্তম।
শুক্রতীর্থাৎপরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
পূর্ব্বে বয়সি কর্ম্মাণি কৃত্বা পাপানি মানবঃ।
অহোরাত্রোপবাসেন শুক্রতীর্থে ব্যপোহতি ॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ।
দেবদানেন যা পুষ্টির্ন সা ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৪৮
কার্ত্তিকস্য চ মাসস্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী।
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবমুপোষ্য পরমেশ্বরম্।
একবিংশকুলোপেতো ন চ্যবেচ্ছৈশ্বরাৎপদ ৎ
শুক্রতীর্থং পরং তীর্থমৃষিসিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা ততো রাজন্ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
স্নাত্বা বৈ শুক্রতীর্থেঽপি অর্চ্চয়েদ্বৃষভধ্বজম্।
জাগরং কারয়েত্তত্র নৃত্যগীতাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ১৫১
প্রভাতে শুক্রতীর্থে তু স্নানং বৈ দেবতার্চ্চনম্
আচার্য্যং ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছিবব্রতপরঃ শুচিঃ
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ।
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা শনৈর্দেবান্তিকং ব্রজেৎ
এবং বৈ কুরুতে যস্তু তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৫৪
দিব্যযানসমারূঢ়ঃ স্তুয়মানোঽপ্সরোগণৈঃ।
শিবতুল্যবলোপেতস্তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১৫৫
শুক্রতীর্থে তু যা নারী দদাতি কনকং শুভম্।
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্দেবং কুমারঞ্চাভিপূজয়েৎ ॥ ১৫৬
এবং যা কুরুতে ভক্ত্যা তস্যাঃ পুণ্যফলং শৃণু
মোদতে দেবলোকস্থা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৫৭
অয়নে বা চতুর্দ্দশ্যাং সংক্রান্তৌ বিষুবে তথা।
স্নাত্বা তু সোপবাসঃ সন্নির্জ্জিতাত্মা সমাহিতঃ।
দানং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা প্রীয়েতাং হরিশঙ্করৌ।
শুক্রতীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ১৫৯
অনাথং দুর্গতং বিপ্রং নাথবন্তমথাপি বা।

বস্ত্রকে শুক্ল করে, তদ্রূপ শুক্রতীর্থ আজন্মসঞ্চিত পাপমল দূরীকৃত করে। হে ঋষিসত্তম মার্কণ্ড! এই তীর্থে স্নানে দানে মহাপুণ্য। শুক্রতীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ হয় নাই, হইবে না। মানব পূর্ব্ব বয়সে পাপ কর্ম্ম সমস্ত করিয়া শুক্রতীর্থে অহোরাত্র উপবাস দ্বারাই পাপরহিত হয়।১৩৩—১৪৭। নারদ বলিলেন,—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, দান বা শত শত ক্রতু করিলেও তাদৃশ পুষ্টি লাভ হয় না, এই তীর্থে দেবদান অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি করিলে যেমন হয়। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক দেব পরমেশ্বরকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। তাহা হইলে একবিংশতি পুরুষ যাবৎ ঐশ্বর পদ অর্থাৎ শিবলোকে বাস হইতে ভ্রষ্ট হয় না। রাজন্! শুক্রতীর্থ ঋষিসিদ্ধ-নিষেবিত পরম তীর্থ। সেখানে স্নান করিলে পুনরায় আর জন্ম হয় না। শিবব্রতপরায়ণ ব্যক্তি শুক্রতীর্থে স্নানপূর্ব্বক শুচি ভাবে বৃষভধ্বজের অর্চ্চনা করিবে এবং মঙ্গল নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জাগরণ করিবে। প্রভাতে পুনরায় শুক্রতীর্থে স্নান এবং দেবার্চ্চনপূর্ব্বক আচার্য্যকে ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিত্তশাঠ্য করিবে না। পরে দেবতা-সন্নিধানে যাইয়া একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে। যে এরূপ করে, তাহার পুণ্যফল শুন। সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত শিবতুল্যবলসম্পন্ন ও দিব্য যানে আরোহণ করত অপ্সরোগণে স্তুয়মান হইয়া অবস্থান করে। শুক্রতীর্থে নারীগণ শুভ কনক দান করিবে, দেব মহেশ্বরকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে এবং কুমারকে পূজা করিবে। যে নারী ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহার পুণ্য ফল শুন। সে দেবলোকে থাকিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মুদিত হয়।১৪৮—১৫৭। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন, সংক্রান্তি, জলবিষুব সংক্রান্ত, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং চতুর্দ্দশী— এই সকল দিবসে স্নানপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও সমাহিতচিত্তে 'হরি-শঙ্কর প্রীত হউন' এইরূপ কামনা সহকারে যথাশক্তি দান করিবে। শুক্রতীর্থপ্রভাবে ঐ সকল দানই অক্ষয় হইবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থে অনাথই

উদ্বাহয়তি যত্তীর্থে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ ১৬০
যাবত্তদ্রোমসংখ্যা তু তৎপ্রসূতিকুলেষু চ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥ ১৬১
ততস্তু নরকং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র নরকং ন চ পশ্যতি॥ ৬২
অস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং শৃণু ত্বং পাণ্ডুনন্দন॥১৬৩
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র যাস্যস্থীনি বিনিক্ষিপেৎ
বিলয়ং যান্তি সর্ব্বাণি রূপবান্ জায়তে নরঃ॥
গোতীর্থন্তু ততো গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা পাপাৎপ্রমুচ্যতে
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে তু সম্প্রাপ্তে চতুর্দ্দশ্যাং বিশেষতঃ
তত্রোপোষ্য নরো ভক্ত্যা কপিলাং যঃ
প্রযচ্ছতি॥ ১৬৭
ঘৃতেন দীপং প্রজ্বাল্য ঘৃতেন স্নাপয়েচ্ছিবম্।
সঘৃতং শ্রীফলং দত্বা কৃত্বা চাস্তে প্রদক্ষিণম্॥
ঘণ্টাভরণসংযুক্তাং কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি।
শিবতুল্যো নরো ভূত্বা ন চেহ জায়তে পুনঃ॥
অঙ্গারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থ্যান্তু বিশেষতঃ।
স্নাপয়িত্বা শিবং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যস্তু ভোজনম্
অঙ্গারকনবম্যান্তু অমাবাস্যাং তথৈব চ।
স্নাপয়েত্তত্র যত্নেন রূপবান্ সুভগো ভবেৎ॥
ঘৃতেন স্নাপয়েল্লিঙ্গং পূজয়েদ্ভক্তিতো দ্বিজান্।
পুষ্পকেণ বিমানেন সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ॥ ১৭২
শৈবং পদমবাপ্নোতি নাত্র বাভিগতং ভবেৎ।
অক্ষয়ং মোদতে কালং যথা রুদ্রস্তথৈব চ॥১৭৩
যদা তু কর্ম্মসংযোগান্মর্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ।
রাজা ভবতি ধর্ম্মিষ্ঠো রূপবান্ জায়তে বলী॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ঋষিতীর্থমনুত্তমম্॥
তৃণবিন্দু ঋষির্নাম শাপদগ্ধো ব্যবস্থিতঃ।

-হউক বা অভিভাবকযুক্তই হউক, ব্রাহ্মণ বালককে বিবাহিত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই ব্রাহ্মণের এবং তাহার সন্ততিবর্গের রোমসংখ্যা যত, তত সহস্রবর্ষ শিবলোকে সম্মানিত হয়। ১৫৮—১৬১। তৎপরে তথা হইতে নরক তীর্থে যাইবে। তথায় গিয়া স্নান করিবে। স্নান করিলেই আর তাহাকে নরক দেখিতে হইবে না। পাণ্ডুনন্দন! তুমি এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! এই তীর্থে যে সকল অস্থি নিক্ষেপ করিবে, সেই সকল বিলীন হইয়া যাইবে, আর যাহার অস্থি, সে নর রূপবান্ হইবে। তার পর গোতীর্থে যাইবে। উহা দেখিলেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে উত্তম কপিলা তীর্থে যাইবে। রাজন্! নর সেখানে স্নান করিয়া সহস্র গোদান জন্য ফল লাভ করে। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক ভক্তিভরে কপিলা দান করিবে; ঘৃত দ্বারা দীপ জ্বালিয়া ঘৃত দ্বারাই শিবকে স্নান করাইবে; পরে সঘৃত শ্রীফল দানপূর্ব্বক শিবকে প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপ করিয়া ঘণ্টা ও আভরণ-সংযুক্তা কপিলা গাভী যে ব্যক্তি দান করে সে শিবতুল্য হয়, সে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না। মঙ্গলবারে বিশেষতঃ ঐ দিন চতুর্থী তিথি হইলে ভক্তিপূর্ব্বক শিবকে স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। মঙ্গলবারযুক্ত নবমী বা অমাবস্যা তিথিতে যত্নপূর্ব্বক স্নান করাইবে। তাহা হইলে রূপবান্ ও সুভগ হয়। ঘৃত দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করাইবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজগণের পূজা করিবে। তাহা হইলে পুষ্পক বিমানে সহস্র পরিজনে পরিবারিত হইয়া বিহার করে; শৈব পদ লাভ করে। তাহাকে আর এখানে আসিতে হয় না; সে অক্ষয় কাল রুদ্রলোকে রুদ্রবৎ মুদিত হয়। কর্ম্ম-সংযোগ বশতঃ যখন আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়, তখন ধর্ম্মিষ্ঠ রূপবান্ বলবান্ রাজা হইয়া জন্ম লাভ করে। ১৬২—১৭৪। রাজেন্দ্র! তথা হইতে অনুত্তম ঋষিতীর্থে যাইবে। তৃণবিন্দু নামে ঋষি শাপে দগ্ধ হইয়া অবস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ তীর্থে পবিত্রাণ লাভ করেন। ঐ তীর্থ-প্রভাবে

তস্য তীর্থপ্রভাবেণ পাপমুক্তোঽভবদ্দ্বিজঃ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গণেশ্বমনুত্তমম্‌।
শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্‌ ॥
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র রুদ্রলোকে মহীয়তে।
পিতৃণাং তর্পণং কৃত্বা মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ ॥
গণেশ্বরসমীপে তু গঙ্গাবদনমুত্তমম্‌।
অকামো বা সকামো বা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ
আজন্মজনিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
সর্ব্বদা পর্ব্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
পিতৃণাং তর্পণং কৃত্বা মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ ॥১৮০
প্রয়াগে যৎ ফলং দৃষ্টং শঙ্করেণ মহাত্মনা।
তদেব নিখিলং পুণ্যং গঙ্গারাহুবর্কসঙ্গমে ॥১৮১
তস্যৈব পশ্চিমে স্থানং সমীপে নাতিদূরতঃ।
দশাশ্বমেধিকং নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌ ॥
উপোষ্য রজনীমেকাং মাসি ভাদ্রপদে তথা।
অমাবাস্যাং নরঃ স্নাত্বা ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ ॥
সর্ব্বথা পর্ব্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ।
পিতৃণাং তর্পণং কৃত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
দশাশ্বমেধাৎ পশ্চিমতো ভৃগুর্ব্রাহ্মণসত্তমঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু ঈশ্বরং পর্য্যুপাসতে ॥ ১৮৫
বল্মীকাবস্থিতশ্চাসৌ দক্ষিণঞ্চ নিকেতনম্‌।
আশ্চর্য্যন্তু মহজ্জাতমুমায়াঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১৮৬
গৌরী তু পৃচ্ছতে দেবং কোঽয়মেব তু সংস্থিতঃ।
দেবো বা দানবশ্চাথ কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ ১৮৭

ঈশ্বর উবাচ।

ভৃগুর্নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষীণাং প্রবরো মুনিঃ।
ধ্যায়তে মাং সমাধিস্থো বরং প্রার্থয়তে প্রিয়ে
তত্র প্রহসিতা দেবী ঈশ্বরং প্রত্যভাষত ॥১৮৯
ধূমবত্তু শিখা জাতা ততোঽদ্যাপি ন তুষ্যসি।
দুরারাধ্যোঽসি তেন ত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা

ঈশ্বর উবাচ।

ন জ্ঞায়সে মহাদেবি অয়ং ক্রোধেন চেষ্টিতঃ।

দ্বিজ ব্যক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম গণেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেখানে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে স্নান মাত্র করিয়া নর রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। পিতৃগণের তর্পণ করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইবে। গণেশ্বরের সমীপভাগে উত্তম গঙ্গাবদন তীর্থ। মানব অকাম বা সকাম হইয়া তথায় স্নান করিলেই আজন্মসঞ্চিত পাপ সকল হইতে মুক্ত হয়; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথায় পর্ব্বদিবসে সর্ব্বদা স্নান করিবে। পিতৃলোকের তর্পণ করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা শঙ্কর প্রয়াগে যে ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন, গঙ্গাবদন তীর্থে সূর্য্যগ্রহণকালে সেই সমস্ত ফলই পাওয়া যায়। ১৭৫—১৮১। তাহারই সমীপে অনতিদূরে যে স্থান, তাহার নাম দশাশ্বমেধিক। উহা ত্রিলোকে বিখ্যাত। ভাদ্র মাসে সেখানে এক রজনী উপবাসপূর্ব্বক অমাবস্যা তিথিতে স্নান করিলে, যেখানে শঙ্কর বাস করেন, তথায় গমন করে। পূর্ব্বদিবসে সেখানে সর্ব্বথা স্নান এবং পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। দশাশ্বমেধিক তীর্থের পশ্চিমদিকে অনুত্তম ভৃগুতীর্থ। ঐ স্থানে ব্রাহ্মণসত্তম ভৃগু দিব্য সহস্র বৎসর ঈশ্বরের তপস্যা করিয়াছিলেন। দক্ষিণদিকে স্থিত তদীয় নিকেতন এবং যে স্থানে তিনি বল্মীকে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া উমা ও মহেশ্বরের মহান্‌ আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। গৌরী দেবী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কে অবস্থিত রহিয়াছে? দেবতা না দানব? হে মহেশ্বর! তাহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! ভৃগু নামক দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমাধিস্থ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতেছে, আমার নিকট বর প্রার্থনা করে। তখন দেবী হাস্য করিয়া ঈশ্বরকে কহিলেন,—ইহার ধূমবৎ শিখা সকল জন্মিয়াছে, এখনও তুমি তুষ্ট হইতেছ না? অতএব তুমি দুরারাধ্য; এ বিষয়ে আর বিচার করা অনাবশ্যক। ১৮২—১৯০। ঈশ্বর বলিলেন,—মহাদেবি! তুমি জানিতেছ না,

হর্ষয়ামি যথা তথ্যং প্রিয়ং তে চ করোম্যহম্॥
স্মারিতো দেবদেবেন ধর্ম্মরূপো বৃষস্তদা।
স্মরণাদেব দেবস্য বৃষঃ শীঘ্রমুপস্থিতঃ॥ ১৯২
বদতে মানুষীং বাচমাদেশো দীয়তাং প্রভো
বাল্মীকৈশ্চাদিতো বিপ্র এনং ভূমৌ নিপাতয়
যোগস্থস্তু ততো ধ্যায়ংস্তস্তেন নিপাতিতঃ।
তৎক্ষণাৎ ক্রোধসন্তপ্তো হস্তমুৎক্ষিপ্তবান্ বৃষম্
এবং সন্তাস্রমাণস্তু কুত্র গচ্ছসি ভো বৃষ।
অদ্য ত্বামথ পাপ্মানং প্রত্যক্ষং হন্ম্যহং বৃষ॥
ধর্ষিতস্তু তদা বিপ্রো অন্তরিক্ষগতং বৃষম্।
আকাশে প্রেক্ষতে বিপ্র এতদদ্ভূতমুত্তমম্॥১৯৬
ততঃ প্রহসিতো রুদ্র ঋষেরগ্রে ব্যবস্থিতঃ॥
তৃতীয়লোচনং দৃষ্ট্বা বৈলক্ষ্যাৎ পতিতো ভুবি
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ স্তবতে পরমেশ্বরম্॥ ১৯৮

এ ব্যক্তি ক্রোধ বশতঃ এরূপ তপস্যা করিতেছে। তোমার প্রিয়কামনায় যাহাতে তোমার এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে, আমি তেমন কর্ম্ম করিতেছি। তখন দেবদেব ধর্ম্মরূপী বৃষভকে স্মরণ করিলেন। দেবদেবের স্মরণমাত্রই বৃষ সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মানুষী ভাষায় বলিল,—প্রভো! আদেশ দিউন। ঈশ্বর বলিলেন,—এই বিপ্র বল্মীকে আচ্ছাদিত হইয়াছে, ইহাকে ভূমিতে নিপাতিত কর। তখন বৃষ সেই ধ্যান-তৎপর যোগস্থ মুনিকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। ভৃগু তৎক্ষণাৎ ক্রোধে সন্তপ্ত হইয়া বৃষকে মারিবার জন্য হাত উঠাইলেন এবং বলিলেন,—রে বৃষ! কোথায় যাইবি? রে বৃষ! পাপিষ্ঠ, তোকে আজ আমি প্রত্যক্ষেই বিনাশ করিব। বৃষ কর্ত্তৃক ধর্ষিত ভৃগু ঐরূপ বলিতে বলিতেই দেখিলেন,—বৃষ অন্তরীক্ষে অবস্থিত রহিয়াছে। তিনি তখন আকাশে চাহিয়া এই অতীব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। তখন রুদ্র হাসিতে হাসিতে ঋষির অগ্রে অবস্থিত হইলেন। ভৃগু তখন ত্রিলোচন পরমেশ্বরকে দেখিয়া লজ্জায় ভূমিতলে পতিত হইলেন,—দণ্ডবৎ

প্রণিপত্য জগন্নাথং,
ভবোদ্ভবং স্বামহং দিব্যরূপম্।
ভবভীতো ভুবনপতে,
প্রভূতং বিজ্ঞাপয়ে কিঞ্চিৎ॥ ১৯৯
তদ্গুণনিকরান্ বক্তুং,
কঃ শক্তো ভবতি মানুষো নাথ।
বাসুকিরয়ং হি কদাচিদ্,
বদনসহস্রং ভবেদ্যস্য॥ ২০০
ভক্ত্যা তথাপি শঙ্কর,
ভুবনপতে স্বৎস্তৌ তু মুখরস্য।
বন্দ্য ক্ষমস্ব ভগবন্,
প্রসীদ মে তব চরণপতিতস্য॥ ২০১
সত্ত্বং রজস্তমস্ত্বং,
স্থিত্যুৎপত্তৌ বিনাশনে দেব।
ত্বাং মুক্ত্বা ভুবনপতে
ভুবনেশ্বর নৈব দৈবতং কিঞ্চিৎ॥ ২০২
যম-নিয়ম-যজ্ঞ-দানৈ-
র্বেদাভ্যাসধারণাদ্যোগাৎ।

প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ১৯১—১৯৮। ভৃগু বলিলেন,—হে ভুবনপতে! আপনি জগন্নাথ, ভবোদ্ভব, দিব্যরূপ; আমি ভবভীত, আমি আপনাকে আমার মনের কথা কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিতেছি। হে নাথ! কোন্ মানুষ তোমার গুণনিকর বলিতে শক্ত হয়? যাহার সহস্র বদন, সেই এই (শিবের হস্তস্থ অঙ্গদাকারে স্থিত বাসুকিকে দেখাইয়া) বাসুকি যদি কখনও সক্ষম হয়। হে ভুবনপতে শঙ্কর! তথাপি তোমার ভক্তির বশীভূত হইয়া স্তব কার্য্যে মুখর হইতেছি। হে বন্দ্য ভগবন্! আমি তোমার চরণে পতিত, আমাকে ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও। হে দেব! তুমি স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশ কার্য্য নিমিত্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ হও। হে ভুবনপতে ভুবনেশ্বর! ভুবনে তোমা ব্যতীত আর কোন দেবতাই নাই। যম, নিয়ম, যজ্ঞ, দান, বেদাভ্যাস, ধারণা ও যোগ, এ সমস্ত কার্য্য

ত্বদ্ভক্তেঃ সর্ব্বমিদং,
নার্হতি কলাসহস্রাংশেন ॥ ২০৩
উৎকৃষ্টরস-রসায়ন-
খড়্গাঞ্জনপাদুকাদিসিদ্ধির্বা।
চিহ্নানি ভবৎপ্রণতানাং,
দৃশ্যন্ত ইহ জন্মনি প্রকটম্‌ ॥ ২০৪
শাঠ্যেন নমতি যদ্যপি,
দদাসি ত্বং ধর্ম্মমিচ্ছতাং দেব।
ভক্তির্ভবচ্ছেদকরী,
মোক্ষায় বিনির্ম্মিতা নাথ ॥ ২০৫
পরদার-পরস্বরতং,
পরিভবপাবদুঃখশোকসন্তপ্তম্‌।
পরবদনবীক্ষণপরং
পরমেশ্বর মাং পরিত্রাহি ॥ ২০৬
অলীকাভিমানদগ্ধং,
ক্ষণভঙ্গুরবিভববিলসিতং দেব।
ক্রূরং কুপথাভিমুখং,
পতিতং মাং ত্রাহি দেবেশ ॥ ২০৭
দীনেন্দ্রিয়গণসার্থৈ-
র্বন্ধুজনৈরেব পূরিতা আশা।
তুচ্ছা তথাপি শঙ্কর,
কিং মূঢং মাং বিড়ম্বয়সি ॥ ২০৮

তৃষ্ণাং হরস্ব শীঘ্রং,
লক্ষ্মীং মাং দেহি হৃদয়বাসিনীং নিত্যাম্‌।
ছিন্ধি মদ-মোহপাশা-
ন্মুত্তারয় মাং মহাদেব ॥ ২০৯
করুণাভ্যুদয়ং নাম,
স্তোত্রমিদং সিদ্ধিদং দিব্যম্‌।
যঃ পঠতি ভক্তিযুক্ত-
স্তস্য তু তুষ্যেদ্‌ভৃগোর্যথা হি শিবঃ ॥ ২১০

ঈশ্বর উবাচ।

অহং তুষ্টোঽস্মি তে বিপ্র প্রার্থয়স্বেপ্সিতং বরম্‌
উময়া সহিতো দেবো বরং তস্য হি দাপয়েৎ ॥

ভৃগুরুবাচ।

যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
রুদ্রবেদী ভবদেব মহং সম্পাদয়স্ব মে ॥২১২

ঈশ্বর উবাচ।

এবং ভবতু বিপ্রেন্দ্র ক্রোধস্থানং ভবিষ্যতি।
ন পিতাপুত্রয়োশ্চৈব একবাক্যং ভবিষ্যতি ॥

তোমার ভক্তির সহস্রাংশের একাংশতুল্যও নহে। যাহারা আপনাকে প্রণতি করে, তাহাদিগের ইহজন্মে রস, রসায়ন, খড়্গ, অঞ্জন, পাদুকা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নানাবিধ সিদ্ধিচিহ্ন প্রকটরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। হে দেব! যদি ধর্ম্মকামী কোন মানব শঠতা করিয়াও তোমাকে প্রণাম করে, হে নাথ! তথাপি তুমি তাহাকে মোক্ষলাভার্থ নির্ম্মিতা ভবচ্ছেদকরী ভক্তি দান কর। হে পরমেশ্বর! আমি পরদারে ও পরধনে রত, পরিভব দুঃখ ও শোকে পরিতপ্ত, পরবদনবীক্ষণপর; আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে দেব! আমি অলীক অভিমানে দগ্ধ, ক্ষণভঙ্গুর বিভবের বিলাসে ব্যাকুল, ক্রূর, কুপথাভিমুখ পতিত; হে দেবেশ! আমাকে পরিত্রাণ করুন। দীন ইন্দ্রিয়বর্গ ও বন্ধুজন দ্বারাই আশা পূরিতা রহিয়াছে! এই আশা অতি তুচ্ছা। হে শঙ্কর! তথাপি মূঢ় আমাকে এই আশা দ্বারা কেন প্রতারিত করিতেছ? হে মহাদেব! শীঘ্র তৃষ্ণা হরণ কর, নিত্যা লক্ষ্মীকে আমার হৃদয়বাসিনী করিয়া দেও। মদ-মোহ-পাশ ছেদন কর! আমাকে উদ্ধরণ কর। করুণাভ্যুদয় নামক দিব্য সিদ্ধিপ্রদ এই স্তোত্র ভক্তিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি পাঠ করে, শিব ভৃগুর ন্যায় তাঁহার প্রতিও তুষ্ট হন। ১৯৯—২১০। তখন ঈশ্বর বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি তুষ্ট হইয়াছি। ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। এই বলিয়া উমার সহিত দেব মহেশ্বর তাঁহাকে বর দান করেন। ভৃগু বলিলেন,—হে দেবেশ! যদি তুষ্ট হইয়া থাক, যদি আমাকে বর দেওয়া যোগ্য বোধ হয়, তবে এই স্থান রুদ্রবেদী হইবে। আমার এই কামনা সম্পাদন কর। ঈশ্বর বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! এইরূপই হউক, কিন্তু এই স্থান

তদাপ্রভৃতি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সকিন্নরাঃ।
উপাসতে ভৃগোস্তীর্থং তুষ্টো যত্র মহেশ্বরঃ ॥২১৪
দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য সদ্যঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥
অবশাঃ স্ববশাশ্চাপি ম্রিয়ন্তে তত্র জন্তবঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যস্য গতিস্তেষাং নিঃসংশয়া ভবেৎ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥
উপানহং তদা যুগ্মং দেয়মন্নঞ্চ কাঞ্চনম্।
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা অক্ষয়ং তস্য তদ্ভবেৎ ॥
সূর্য্যোপরাগে যো দদ্যাদ্দানং চৈব যথেচ্ছয়া।
তীর্থস্থানেন্তু যদ্দানমক্ষয়ং তস্য তদ্ভবেৎ ॥ ২১৯
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগেষু বৃষোৎসর্গমনুত্তমম্।
ন জানন্তি নরা মূঢ়া বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥২২০
নর্ম্মদায়াং স্থিতং দিব্যং বৃষতীর্থং নরাধিপ ॥
ভৃগুতীর্থস্য মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি নরঃ সকৃৎ।

বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গৌতমেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২২৩
ধৌতপাপং ততো গচ্ছেদ্ধৌতং যত্র বৃষেণ তু।
নর্ম্মদায়াং স্থিতং রাজন্ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
তস্মিংস্তীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগং করোতি যঃ
চতুর্ভুজস্ত্রিনেত্রশ্চ রুদ্রতুল্যবলো ভবেৎ ॥২২৬
বসেৎ কল্পাযুতং সাগ্রং রুদ্রতুল্যপরাক্রমঃ।
কালেন মহতা প্রাপ্তঃ পৃথিব্যামেকরাড্ ভবেৎ
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ ॥২১৮
প্রয়াগে যৎফলং দৃষ্টং মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্।
তৎফলং লভতে রাজন্ স্নাতমাত্রস্তু মানবঃ ॥
মাসি ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষস্য চাষ্টমীম্।

ক্রোধস্থান হইবে। এখানে পিতাপুত্রে একবাক্য হইবে না। সেই হইতে কিন্নরগণ সহ ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ যে স্থানে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ভৃগুতীর্থের উপাসনা করেন। সেই তীর্থ দর্শন করিলে সদ্যঃ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ তীর্থে জন্তু সকল অবশ বা স্ববশ যে ভাবেই মৃত হউক না কেন, তাহাদিগের গুহ্যাতিগুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা লয় মুক্তি লাভ হয়, সংশয় নাই। এই সুবিপুল ক্ষেত্র সর্ব্বপাপ-প্রণাশন। এখানে স্নান করিলে স্বর্গে যায়, যাহারা মরে, তাহারা আর জন্মে না। এই স্থানে পাদুকাযুগল অন্ন ও কাঞ্চন দান করা কর্ত্তব্য; আর যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজনও করাইতে হয়। এই সকল কার্য্য অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণকালে যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ঐ তীর্থস্থানে দান করে, তাহার ঐ দান অক্ষয় হয়। মূঢ় নরগণ বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া নর্ম্মদাস্থিত দিব্য বৃষতীর্থকে জানে না। হে নরাধিপ! এই স্থানে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণকালে অত্যুত্তম বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। যে ব্যক্তি

ভৃগুতীর্থের মাহাত্ম্য একবারও শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। ২১১—২২২। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম গৌতমেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! তথায় স্নানপূর্ব্বক উপবাস করিলে কাঞ্চনবিমানে বিহার করত ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। তথা হইতে বৃষ যে স্থানে পাপ ধৌত করিয়াছিল, নর্ম্মদার স্থিত সর্ব্বপাতকনাশন সেই ধৌতপাপ তীর্থে যাইবে। সেই তীর্থে স্নান করিয়া নর ব্রহ্মহত্যা হইতে অব্যাহতি পায়। হে রাজেন্দ্র! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, রুদ্রতুল্য বলসম্পন্ন ও রুদ্রতুল্য-পরাক্রম হইয়া সমগ্র অযুত কল্প রুদ্রলোকে বাস করে। পরে সুদীর্ঘ কালে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে যাইবে। রাজন্! মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে, প্রয়াগে যে ফল লাভ হয়, এখানেও স্নান করা মাত্র মানব সেই ফল পায়। ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে একরাত্রি উপবাস করত সেখানে স্নান

উপোষ্য রজনীমেকাং তত্র স্নানং সমাচরেৎ।
যমদূতৈর্ন বাধ্যেত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥২৩১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ।
হিরণ্যদ্বীপবিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২৩২
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধনবান্ রূপবান্ ভবেৎ
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং কনখলং মহৎ।
গরুড়েন তপস্তপ্তং তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ ॥২৩৪
বিখ্যাতং সর্ব্বলোকেষু যোগিনী তত্র তিষ্ঠতি।
ক্রীড়তে যোগিভিঃ সার্দ্ধং শিবেন সহ নৃত্যতি ॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ঈশতীর্থমনুত্তমম্।
ঈশস্তত্র বিনির্ম্মুক্তো গত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥২৩৭
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ
বারাহং রূপমাস্থায় অর্চ্চিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩৮
বারাহতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥২৩৯

করিবে। তাহা হইলে সে যমদূতগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না এবং ইন্দ্রলোকে গমন করে। ২২৩—২৩১। হে রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে জনার্দ্দন সিদ্ধ হইয়াছিলেন সেই হিরণ্যদ্বীপ নামে বিখ্যাত তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন। রাজন! সেখানে স্নান করিলে রূপবান্ ও ধনবান্ হয়। রাজেন্দ্র! তথা হইতে মহৎ কনখল তীর্থে যাইবে। হে নরাধিপ! ঐ তীর্থে গরুড় তপস্যা করিয়াছিল। ঐ তীর্থ সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। ওখানে যোগিনী বাস করেন। সেই যোগিনী যোগিগণ সহ ক্রীড়া করেন; শিবের সহিত নৃত্য করেন! রাজন! সেখানে স্নান করিয়া নর রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর অনুত্তম ঈশতীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে ঈশ মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! তার পর বরাহরূপধারী জনার্দ্দন পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া যে স্থলে সিদ্ধ হইয়াছেন, সেই বরাহতীর্থে যাইবে। বরাহ-তীর্থে সকল সময়ে বিশেষত দ্বাদশী দিনে স্নান

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সোমতীর্থমনুত্তমম্ ॥
পৌর্ণমাস্যাং বিশেষেণ তত্র স্নানং সমাচরেৎ।
প্রণিপত্য চ ঈশানং বলিং তস্য প্রদাপয়েৎ ॥২৪১
হরিশ্চন্দ্রপুরং দিব্যমন্তরিক্ষে তু দৃশ্যতে।
চক্রধ্বজে সমাবৃত্তে সুপ্তে নাগারিকেতনে ॥
নর্ম্মদাতোয়বেগেন রুরুকচ্ছোপসেবিতে।
তস্মিং স্তীর্থে নিবাসঞ্চ বিষ্ণুঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥২৪৩
দ্বীপেশ্বরে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্বহুসুবর্ণকম্ ॥২৪৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রুদ্রকন্যাসুসঙ্গমম্।
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র দেব্যাঃ স্থানমবাপ্নুয়াৎ ॥
দেবতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দৈবতৈঃসহ মোদতে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শিখিতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র বৈ দীয়তে দানং সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ
অপরপক্ষেঽমাবাস্যাং স্নানং তত্র সমাচরেৎ।

করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়;—নরকে গমন করে না। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে অনু-ত্তম সোমতীর্থে যাইবে। বিশেষতঃ পূর্ণিমা দিনে সেখানে স্নান করিবে এবং ঈশানকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নানা উপহারে পূজা করিবে। তাহা হইলে ঈশান দেব প্রসন্ন হন। বিষ্ণু সুপ্ত হইলে চক্রধ্বজ তীর্থে যাইবে! সেখানে অন্তরীক্ষে দিব্য হরিশ্চন্দ্রপুর দৃষ্ট হয়। ঐ তীর্থ নর্ম্মদার তোয়বেগে ধৌত; উহার কচ্ছপ্রদেশ রুরু মৃগগণে উপসেবিত। বিষ্ণু শঙ্করকে বলিয়াছেন,—ঐ তীর্থে নিবাস করা পুণ্যজনক। নর দ্বীপেশ্বর তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ করে। ২৩২—২৪৪। হে রাজেন্দ্র! তার পর রুদ্রকন্যাসঙ্গম তীর্থে যাইবে। নর সেখানে স্নানমাত্র করিলেই দেবীর স্থান প্রাপ্ত হয়। তৎপর সর্ব্বদেব-নমস্কৃত দেবতীর্থে যাইবে! রাজেন্দ্র! সেখানে স্নান করিয়া দেবতাগণের সহিত মুদিত হয়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে অনুত্তম শিখিতীর্থে যাইবে। সেখানে যাহা দান করা যায়, সকলই কোটিগুণ হয়। সেখানে অপর পক্ষে অমাবস্যা তিথিতে স্নান করিবে।

ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা
ভৃগুতীর্থে তু রাজেন্দ্র তীর্থকোটির্ব্যবস্থিতা।
অকামো বা সকামো বা তত্র স্নায়ীত মানবঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥২৪৯
তত্র সিদ্ধিমবাপ্নোতি ভৃগুশ্চ মুনিপুঙ্গবঃ।
অবতারঃ কৃতস্তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ২৫০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বিহঙ্গেশ্বরমুত্তমম্।
দর্শনাত্তস্য রাজেন্দ্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৫১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নর্ম্মদেশ্বরমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
অশ্বতীর্থং ততো গচ্ছেৎস্নানং তত্র সমাচরেৎ
সুভগো দর্শনীয়শ্চ ভোগবান্ জায়তে নরঃ ॥
পিতামহং ততো গচ্ছেদ্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা পিতৃপিণ্ডন্তু দাপয়েৎ
তিলদর্ভবিমিশ্রন্তু উদকন্তু প্রদাপয়েৎ।
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥২৫৪
সাবিত্রীতীর্থমাসাদ্য যস্তু স্নানং সমাচরেৎ।
বিধূয় সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৫৬
মনোহরঞ্চ তত্রৈব তীর্থং পরমশোভনম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পিতৃলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানসং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ক্রতুতীর্থমনুত্তমম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
যান যান্ প্রার্থয়তে কামান্ পশুপুত্রধনানি চ ॥
প্রাপ্নুয়াত্তানি সর্ব্বাণি তত্র স্নাত্বা নরাধিপ ॥ ২৬০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দশকন্তেতি বিশ্রুতম্
তত্র তা ঋষিকন্যাস্তু তপোঽতপ্যন্ত সুব্রতাঃ ॥
ভর্ত্তা ভবতু সর্ব্বসামীশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
প্রীতস্তাসাং মহাদেবো দণ্ডিরূপধরো হরঃ।
বিকৃতাননবীভৎসস্তচ্চ তীর্থমুপাগতঃ ॥ ২৬২
তত্র কন্যা মহারাজ বরায় পরমেশ্বরঃ।

একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়। হে রাজেন্দ্র! ভৃগুতীর্থে কোটি তীর্থ অবস্থিত আছে। সকাম বা অকাম যে ভাবেই হউক, মানব স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়; সুতরাং দেবগণের সহিত মুদিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে মুনিপুঙ্গব ভৃগু সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানেই মহাত্মা শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর উত্তম বিহঙ্গেশ্বর তীর্থে যাইবে। সেই তীর্থের দর্শনেই সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে উত্তম নর্ম্মদেশ্বর তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তার পর অশ্বতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। তাহা হইলে নর সুভগ, দর্শনীয় ও ভোগবান্ হয়। পরে পিতামহ তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থ পুরাকালে ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নর সেই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে পিতৃলোককে পিণ্ডদান করিবে এবং তিলদর্ভমিশ্রিত জল দান করিবে। ঐ তীর্থের প্রভাবে ঐ সকল কার্য্য অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি সাবিত্রী-তীর্থে যাইয়া স্নান করে, সে সমস্ত পাপ বিধূত করিয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ঐ স্থানেই পরম শোভন মনোহর তীর্থ আছে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া পিতৃলোকে সম্মানিত হয়। ২৪৫—২৫৭। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম মানসতীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। হে রাজেন্দ্র! পরে ত্রিলোকে বিখ্যাত সর্ব্বপাপপ্রণাশন অনুত্তম ক্রতুতীর্থে যাইবে। হে নরাধিপ! সেখানে স্নান করিয়া পশু, পুত্র, ধন ইত্যাদি যাহা যাহা কামনা করে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর দশকন্যা নামে বিখ্যাত তীর্থে যাইবে। সেখানে সেই সুব্রত ঋষিকন্যাগণ 'অব্যয় প্রভু ঈশ্বর আমাদিগের পতি হউন' এইরূপ কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাদেব হর তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া দণ্ডিরূপ ধারণ করত বিকৃতানন ও বীভৎস

কন্যার্থিভিঃ বরয়ন্তঃ কন্যাদানং প্রয়চ্ছতি ॥২৬৩
তীর্থং তত্র মহারাজ দশকন্যেতি বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্বর্গাবিন্দুরিতি শ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যতি ॥
অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ
ক্রীড়তে নাগলোকস্থঃ অপ্সরৈঃ সহ মোদতে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নরকং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবং নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ২৬৭
ভারভূতং ততো গচ্ছেদুপবাসপরায়ণঃ ॥ ২৬৮
এতত্তীর্থং সমাসাদ্য অবতারস্তু শাম্ভবম্।
অর্চ্চয়িত্বা বিরূপাক্ষং রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ভারভূতে মহাত্মনঃ।
যত্র তত্র মৃতস্যাপি ধ্রুবং গাণেশ্বরী গতিঃ ॥২৭০

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য অর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্।
অশ্বমেধাচ্ছতগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৭১
দীপকানাং শতং কৃত্বা ঘৃতপূর্ণং প্রাপয়েৎ।
বিমানৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈর্ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ ॥২৭২
বৃষভং যঃ প্রযচ্ছেত শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
বৃষযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং সগচ্ছতি ॥২৭৩
চরুমেকন্তু যো দদ্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
পায়সং মধুসংযুক্তং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥২৭৪
যথাশক্ত্যা তু রাজেন্দ্র ভোজয়েৎ সহদক্ষিণম্
তস্য তীর্থপ্রভাবেণ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
নর্ম্মদায়া জলং সিক্ত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
দুর্গতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্য তীর্থপ্রভাবতঃ ॥ ২৭৬
এতত্তীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রজতে যত্র শঙ্করঃ ॥ ২৭৭
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।

বেশে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! সেই কন্যাগণ সেই পরমেশ্বরকেই বররূপে বরণ করিয়াছিলেন। বিবাহার্থী ব্যক্তি কন্যা কামনা করিয়া সেখানে স্নান করিলে বাঞ্ছিত কন্যা প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! এই জন্যই ঐ তীর্থ 'দশকন্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেখানে স্নান করিয়া দেব মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তার পর স্বর্গাবিন্দু নামে বিখ্যাত তীর্থে যাইবে। রাজন! নর সেখানে স্নান করিলে আর নরক দর্শন করে না। পরে অপ্সরেশতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে। তাহা হইলে সে নাগলোকস্থ হইয়া অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করত মুদিত হয়। ২৫৮—২৬৬। অনন্তর উত্তম নরক তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নানপূর্ব্বক দেব মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। ঐরূপ করিলে নরকে যাইতে হয় না। পরে ভারভূত তীর্থে যাইবে। মানব সেখানে স্নানপূর্ব্বক উপবাসপরায়ণ হইয়া শম্ভুর অবতার বিরূপাক্ষকে অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে রুদ্রলোকে সম্মানিত হয়। সেই তীর্থের যেখানে-সেখানে মৃত্যু হইলেও সেই মহাত্মার

নিশ্চয়ই গাণেশ্বরী গতি—অর্থাৎ গণেশলোকে বাস হয়। ঐ তীর্থে কার্ত্তিক মাসে মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফল লাভ হয়; মনীষিগণ ইহা বলিয়া থাকেন। ঘৃতপূর্ণ শত দীপ প্রদান করিলে সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শঙ্কর যেখানে বাস করেন, তথায় গমন করে। যে ব্যক্তি শঙ্খ-কুন্দ-চন্দ্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ বৃষভ প্রদান করে সে বৃষযুক্ত যানে আরোহণপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করে। হে নরাধিপ! যদি কেহ এই তীর্থে কেবল চরু, মধুসংযুক্ত পায়স ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য যথাশক্তি দক্ষিণা দান সহকারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, তবে ঐ তীর্থপ্রভাবে এই সকল কার্য্য সমস্তই কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ২৬৭—২৭৫। নর্ম্মদার জল দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক বৃষধ্বজকে পূজা করিলে ঐ তীর্থের প্রভাবে নরকদর্শন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি ঐ তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া শঙ্কর যেখানে থাকেন, তথায়

হংসযুক্তেন যানেন রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥২৭৮
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ হিমবাংশ্চ মহোদধিঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ ... তো যা তাবৎস্বর্গে মহীয়তে ॥
অনাশকন্তু যঃ কুর্য্যাত্তস্মিংস্তীর্থে নরাধিপ।
গর্ভবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জায়তে নরঃ। ২৮০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র অটবীতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং লভেৎ ॥
শৃঙ্গতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্রাপি স্নাতমাত্রস্য ধ্রুবং গাণেশ্বরী গতিঃ ॥
এরণ্ডীনর্ম্মদায়াশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র তীর্থ মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৮৩
উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যং ব্রহ্মপরায়ণঃ।
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নর্ম্মদোদধিসঙ্গমম্।
জমদগ্নিরিতি খ্যাতং সিদ্ধো যত্র জনার্দ্দনঃ ॥
যত্রেষ্ট্বা বহুভির্যজ্ঞৈরিন্দ্রো দেবাধিপোহভবৎ ॥
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নর্ম্মদোদধিসঙ্গমে।
ত্রিগুণস্যাশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
পশ্চিমোদধিসাযুজ্যং মুক্তিদ্বারবিঘাটনম্।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥২৮৮
আরাধয়ন্তি দেবেশং ত্রিসন্ধ্যং বিমলেশ্বরম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥১ ৮
বিমলেশ্বরপরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥
তত্রোপবাসং কৃত্বা যে পশ্যন্তি বিমলেশ্বরম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং ব্রজন্তি তে ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কেশিনীতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ ॥ ২৯২
উপোষ্য রজনীমেকাং নিয়তো নিয়তাশনঃ।
তত্র তীর্থপ্রভাবেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৯৩
সর্ব্বতীর্থাভিষেকঞ্চ যঃ পশ্যেৎ সাগরেশ্বরম্।

গমন করে। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি জলপ্রবেশ করে সে হংসযুক্ত যানে আরোহণপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করে। যাবৎকাল চন্দ্র, সূর্য্য, হিমালয়, সমুদ্র ও গঙ্গাদি নদী সকল থাকিবে, সে তাবৎকাল স্বর্গে সম্মানিত হয়। হে নরাধিপ! সেই তীর্থে যে ব্যক্তি অনশন ব্রত করে, হে রাজেন্দ্র! সে নর আর গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করে না। হে রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম অটবী তীর্থে যাইবে। রাজন্! নর সেখানে স্নান করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিতে পারে। তথা হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশন শৃঙ্গতীর্থে যাইবে। সেখানেও কেবলমাত্র স্নান করিলেই গণেশলোক প্রাপ্তি হয়; সন্দেহ নাই। এরণ্ডী ও নর্ম্মদা তীর্থের সঙ্গমস্থল মহাপুণ্য, সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া বিখ্যাত। রাজেন্দ্র! সেখানে নিত্য উপবাসপূর্ব্বক স্নান করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! তথা হইতে নর্ম্মদা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে যাইবে। ঐ স্থান জমদগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত। যেস্থানে জনার্দ্দন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র যেস্থানে বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া দেবাধিপতি হইয়াছেন, রাজন্! সেই নর্ম্মদা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে মানব স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ অধিক ফল পায়। ২৭৬—২৮৭। পশ্চিম সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত মুক্তিদ্বারের উদ্ঘাটক বিমলেশ্বর তীর্থ আছে। সেখানে দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই ত্রিসন্ধ্যায় সেই বিমলেশ্বরের আরাধনা করেন। তাঁহার আরাধনা করিলে সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া রুদ্রলোকে বাস করিতে পারে। বিমলেশ্বর পরম তীর্থ; এরূপ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না। সেখানে যাহারা উপবাস করিয়া বিমলেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারা সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম কেশিনী তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে উপবাসপরায়ণ ব্যক্তি স্নানপূর্ব্বক সংযত ও সংযতাহার হইয়া সেই তীর্থের প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করে। তথা হইতে একযোজনাভ্যন্তরে আবির্ভাকার অবস্থিত সাগরেশ্বর শিব আছেন। তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল

যোজনাভ্যন্তরে তিষ্ঠেদাবর্ত্তসংস্থিতঃ শিবঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বতীর্থানি দৃষ্টানি স্যুর্ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যত্র রুদ্রঃ স গচ্ছতি ॥২৯৫
নর্ম্মদাসঙ্গমং যাবদ্যাবচ্চামরকণ্টকম্।
তত্রান্তরে মহারাজ তীর্থকোট্যো দশ স্থিতাঃ ॥
তীর্থাত্তীর্থাটনচর্য্যা ঋষিকোটিনিষেবিতঃ।
সাগ্নিহোত্রৈশ্চ দিব্যজ্ঞৈঃ সর্ব্বৈর্জ্ঞানপরায়ণৈঃ।
সেবিতান্তেন রাজেন্দ্র ঈপ্সিতার্থপ্রদায়কাঃ ॥
যশ্চেদং বৈ পঠেন্নিত্যং শৃণুয়াত্মাপি ভক্তিতঃ।
তস্য তীর্থানি সর্ব্বাণি অভিষিঞ্চন্তি পাণ্ডব ॥২৯৮
নর্ম্মদা চ সদা প্রীতা ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ।
প্রীতস্তস্য ভবেদ্রুদ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রান্ দুর্ভগা সুভগা ভবেৎ।
কুমারী লভতে ভর্ত্তাং যচ্চ যো বাঞ্ছতে ফলম্
তদেব লভতে সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ব্রাহ্মণো বেদমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ
বৈশ্যস্তু লভতে ধান্যং শূদ্রঃ প্রাপ্নোতি সদ্গতিম্
মূর্খস্তু লভতে বিদ্যাং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
নরকঞ্চ ন পশ্যেত বিয়োনিঞ্চ ন গচ্ছতি ॥৩০৩

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে নর্ম্মদাতীর্থবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

হয়;—সর্ব্বতীর্থে স্নানজনিত পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যেখানে রুদ্র থাকেন, তথায় গমন করে। হে মহারাজ! নর্ম্মদা-সঙ্গম অবধি অমরকণ্টক পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে দশকোটি তীর্থ আছে। ২৮৮—২৯৬। হে রাজেন্দ্র! তীর্থ হইতে তীর্থান্তরযাত্রা ঋষিকোটিনিষেবিত। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানপরায়ণ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই উহার সেবা করিয়া থাকেন। অতএব উহা ঈপ্সিতার্থপ্রদ জানিবে। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই নর্ম্মদামাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তীর্থ সকল তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া থাকে, নর্ম্মদাও তাহার প্রতি প্রীতা হইয়া থাকেন; ইহাতে সংশয় নাই। তাহার প্রতি রুদ্র এবং মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও প্রীত হইয়া থাকেন। বন্ধ্যা নারী বহুপুত্র লাভ করে, দুর্ভগা সুভগা হয়, কুমারী অভিমত পতি প্রাপ্ত হয়; যে যাহা বাঞ্ছা করে, সে তাহাই পায়; ইহাতে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ বেদ প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হয়, বৈশ্য ধান্য লাভ করে, শূদ্র সদ্গতি পায়। মূর্খ ব্যক্তিও বিদ্যা লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করে, সে নরক দর্শন করে না এবং নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মে না। ২৯৭—৩০৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এবং তে কথিতং রাজন্নর্ম্মদাতীর্থমুত্তমম্।
পুরা গন্ধর্ব্বকন্যানাং শাপজং ভয়মুল্বণম্ ॥ ১
নাশিতং তন্মহারাজ রেবাজলকণাগ্নিনা।
রেবাজলকণস্পর্শান্মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ ব্রূহি কন্যাভিঃ শাপোঽলম্ভি কথং কৃত
কন্যাপত্যানি তাস্তাসাং নাম কিং কীদৃশং বয়ঃ
কথং রেবাজলস্পর্শাদ্বিপাকাচ্ছাপসম্ভবাৎ।

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! এই তোমাকে উত্তম নর্ম্মদা তীর্থের বিষয় কহিলাম। হে মহারাজ! পুরাকালে গন্ধর্ব্বকন্যাদিগের উৎকট শাপভয় রেবাজলকণাগ্নি দ্বারা বিনাশিত হইয়াছিল। মানব রেবাজলকণা স্পর্শ করিলেই মুক্ত হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! সেই গন্ধর্ব্বকন্যাগণ কি কারণে কোন্ জন্ম হইতে শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা বলুন। তাহারা কাহার অপত্য? তাহাদের নাম কি? বয়স

বিশ্বস্তাঃ কুত্র তাঃ সন্তুঃ সর্ব্বং মে কথয় প্রভো।
নর্ম্মদাতীর্থমাহাত্ম্যং চমৎকারকরং ভবেৎ।
শ্রবণাদপি পাপানাং মহানাশনমুচ্যতে॥ ৫
নর্ম্মদা নর্ম্মদা শব্দো যেন কেনচিদুচ্যতে।
তস্য স্যাচ্ছাশ্বতী মুক্তির্যাবদাচন্দ্রতারকম্॥ ৬
ব্যাহৃতং ভবতা পূর্ব্বং রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তথাপি চরিতং সাধো যদেতত্তদ্বদস্ব তাম্॥ ৭
অথ চোত্তমবার্ত্তা যা সেবিতব্যা মনীষিভিঃ।
অতঃ পৃচ্ছামি বিপ্রেন্দ্র রেবামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥
ইতিহাসং বদ বিভো কন্যানাং চরিতোজ্জ্বলম্

নারদ উবাচ।

শ্রূয়তাং রাজশার্দ্দূল ধর্ম্মগর্ভা পরা কথা।
যথারণির্বহ্নিগর্ভা ধর্ম্মস্ত ব্রহ্মসূরিব॥ ১০
গন্ধর্ব্বঃ শুকসঙ্গীতিস্তস্য কন্যা প্রমোহিনী।
সুশীলস্য সুশীলা চ সুস্বরা স্বরবেদিনঃ॥ ১১
সুতারা চন্দ্রকান্তস্য চন্দ্রিকা সুপ্রভস্য চ।
ইমানি বরনামানি তাসামপ্সরসাং নৃপ॥ ১২
কুমার্য্যঃ পঞ্চ সর্ব্বাস্তা বয়সা সুভগাঃ পুনঃ।
ভাবস্তে চ মিথস্তাস্তু ভগিন্য ইব সর্ব্বদা॥ ১৩
চন্দ্রাদিব বিনিষ্ক্রান্তাশ্চন্দ্রিকা ইব সোজ্জ্বলাঃ॥
চন্দ্রাননাঃ সুকেশ্যশ্চ চন্দ্রকান্তা ইবোজ্জ্বলাঃ॥
দেবেষেতা বিলাসিন্যঃ কৌমুদ্যঃ কৈরবেষিব।
লাবণ্যপিণ্ডসম্ভূতা বহুরূপা মনোহরাঃ॥ ১৫
উদ্ভিন্নকুচপদ্মাস্তঃ কেতক্য ইব মাধবে।
উন্মীলদ্যৌবনৈঃ কান্তা বল্লীব নবপল্লবৈঃ॥ ১৬
হেমগৌরাশ্চ হেমাভা হেমাভরণভূষিতাঃ।
হেমচম্পকমালিন্যো হেমচ্ছবিসুবাসসঃ॥ ১৭
স্বরগ্রামাবলীষু বিবিধামূর্চ্ছনাসু চ।
তালবাদ্যবিনোদেষু বেণুবীণাপ্রবাদনে॥ ১৮
মৃদঙ্গনাদসংভিন্ন-লাস্যমধ্যলয়েষু চ।
চিত্রাদিষু বিনোদেষু কলাসু চ বিশারদাঃ॥ ১৯

কত? তাহারা রেবাজল স্পর্শে শাপসম্ভব বিপাক হইতে বিমুক্ত হইল কিরূপে? কোথায়ই বা স্নান করিয়াছিল? হে প্রভো! সমস্ত আমার নিকট বলুন। নর্ম্মদা তীর্থের মাহাত্ম্য চমৎকারকর। উহা শ্রবণ করিলেও পাপমল বিনষ্ট হয়। কথিত হয়,—'নর্ম্মদা' 'নর্ম্মদা' এরূপ শব্দ যে কোন ব্যক্তিই বলুক না কেন, চন্দ্র ও তারকাগণের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহার শাশ্বতী মুক্তি হয়। হে সাধো! আপনি পূর্ব্বে উত্তম রেবা-মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তথাপি ঐ রেবার যাহা চরিত (বিশেষ বিশেষ বিবরণ) অথচ যাহা মনীষিগণের সেবনীয়, তাহা বর্ণন করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি; হে বিভো! সেই গন্ধর্ব্বকন্যাদিগের চরিতে উজ্জ্বল উত্তম রেবা-মাহাত্ম্য ইতিহাস বলুন। ১—৯। নারদ বলিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! বহ্নিগর্ভা অরণির ন্যায় ধর্ম্মগর্ভা পরম কথা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মনন্দন ধর্ম্মের ন্যায় শুকনামক গন্ধর্ব্বের কন্যা প্রমোহিনী, সুশীলের কন্যা সুশীলা, স্বরবেদীর কন্যা সুস্বরা, চন্দ্রকান্তের কন্যা সুতারা ও সুপ্রভের কন্যা চন্দ্রিকা; হে নৃপ! সেই অপ্সরাদিগের এই কয়টী উৎকৃষ্ট নাম। এই পঞ্চ গন্ধর্ব্ব-কুমারী সকলেই পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বদা ভগিনী বলিয়া ডাকিত এবং ভগিনীর ন্যায়ই ব্যবহার করিত। সেই চন্দ্রাননা, সুকেশী, চন্দ্রকান্তিবৎ উজ্জ্বলকান্তিসম্পন্না কুমারীগণ চন্দ্র হইতে বিনিষ্ক্রান্ত চন্দ্রিকার ন্যায় সমুজ্জ্বল রূপবতী! কৈরবগণের মধ্যে কৌমুদীবৎ দেবগণ মধ্যে এই বিলাসিনীগণ মনোহরা অতীব সুরূপা; যেন লাবণ্যপিণ্ড হইতে সম্ভূত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে কেতকীগণের ন্যায় তাহাদের কুচপদ্ম সকল ঈষৎ উদ্গত; তাহারা নবযৌবনের আবির্ভাবে নব পল্লব দ্বারা বল্লীবৎ কমনীয়া। সকলেই হেমবৎ গৌরবর্ণা, হেমাভা, হেমাভরণভূষিতা ও হেমচম্পক-মালাধারিণী এবং হেমকান্তিসম শোভন বসন ব্যবহার করিত। সকলেই স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তাল, লয়, মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহ দ্রুত মধ্য বিলম্বিত এই ত্রিবিধ লয়ের সহিত নৃত্য, হাব, ভাব, বেণু বীণা বা অন্য যন্ত্র বাদন

এবম্ভূতাশ্চ তা কন্যাঃ মুমুহুঃ ক্রীড়নৈর্বরৈঃ।
পিতৃভির্লালিতাঃ সর্ব্বাশ্চেরুশ্চ ধনদালয়ে ॥২০
কৌতুকাদেকদা পঞ্চ মিলিত্বা মাসি মাধবে।
কন্যা মন্দারপুষ্পাণি চিন্বত্যো বনম্বনম্ ॥২১
গৌরীং সমারাধয়িতুং সুরাঙ্গনাঃ
কদাচিদচ্ছোদসরোবরং যযুঃ।
হেমাম্বুজানি প্রবরাণি তাঃ পুন-
স্তস্মাদুপাদায় বরোৎপলৈঃ সহ ॥ ২২
বৈদূর্য্যশুদ্ধস্ফটিকপ্রকুট্টিমে
স্নাত্বা তু ঘট্টে পরিধায় চাম্বরম্।
মৌনেন চ স্থণ্ডিলপিণ্ডিকাময়ীং
সুবর্ণমুক্তাভরণাং বিনির্ম্মমুঃ ॥ ২৩
সমর্চ্চিতাং চন্দনগন্ধকুঙ্কুমৈ-
রভ্যর্চ্চ্য গৌরীং বরপঙ্কজাদিভিঃ।
নানোপহারৈশ্চ শুভক্তিভাবিতা
নাট্যপ্রয়োগৈর্ননৃতুঃ কুমারিকাঃ ॥ ২৪

গান্ধর্ব্বমাশ্রিত্য পরং স্বরং ততো
গেয়ং সভাবধ্বনিভিঃ সমূর্চ্ছনম্।
এণীদৃশস্তাঃ প্রজগুঃ কলাক্ষরং
তারপ্রবৃদ্ধং গতিভিশ্চ সুস্বরম্ ॥ ২৫
তস্মিন্ সুভাবে রসবর্দ্ধবর্দ্ধং
কন্যাস্থলং নির্ভরচিত্তবৃত্তিষু।
অচ্ছোদতীর্থে প্রবরে তদাগতঃ
স্নাতুং মুনের্বেদনিধেঃ সুতোঽগ্রজঃ ॥ ২৬
রূপেণ নিঃসীমতরো বরাননঃ
প্রফুল্লপদ্মায়তলোচনো যুবা।
বিস্তীর্ণবক্ষাঃ সুভুজোঽতিসুন্দরঃ
শ্যামচ্ছবিঃ কাম ইবাপরো হি সঃ ॥ ২৭
স ব্রহ্মচারী সুশিখো হি শোভতে
দণ্ডেন যুক্তো ধনুষেব মন্মথঃ।
এণাজিনপ্রাবরণঃ সমুদ্বহন্
হেমাভমৌঞ্জীকটিমেখলঃ পরঃ ॥ ২৮
তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং বালাস্তাস্তত্র সরসস্তটে।
জহৃষুঃ কৌতুকাবিষ্টা অয়ং নো ভবিতা পতিঃ

চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি লোক-বিনোদন কলা সকলে বিশারদা। তাহারা সকলেই তাহাদের পিতৃগণ কর্ত্তৃক লালিত হইয়া ধনদালয়ে বিবিধ উত্তম উত্তম ক্রীড়া দ্বারা সকলকে মোহিত করত বিচরণ করিত। ১০—২০। তাহারা একদা বৈশাখ মাসে পঞ্চ সখী মিলিত হইয়া গৌরীর আরাধনা করণমানসে কৌতুক বশতঃ মন্দার পুষ্পচয়নাভিলাষে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে অচ্ছোদ সরোবরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অত্যুৎকৃষ্ট উৎপল সকলের সহিত উত্তম হেমাম্বুজরাজি চয়নপূর্ব্বক বৈদূর্য্য ও শুদ্ধ স্ফটিকে বিনির্ম্মিত কুট্টিম-(মেজে) সম্পন্ন ঘাটে স্নান করিল। পরে সেই কুমারীগণ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মৌনভাবে মৃৎপিণ্ড দ্বারা গৌরী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত সুবর্ণ মুক্তাদি আভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধ-চন্দন-কুঙ্কুমাদি অনুলেপন, সেই সমস্ত পদ্ম এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিল এবং বিবিধ কৌশলে নৃত্য করিতে লাগিল। তার পর সেই হরিণ-নয়নাগণ অত্যুত্তম গান্ধর্ব্ব স্বর-সংযোগে ভাবধ্বনি-মূর্চ্ছনাদি সহ উচ্চ অথচ মধুর স্বরে পদ সকল স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করত বিবিধ লয়ে গান করিতে লাগিল। সেই কন্যাগণ এইরূপ সঙ্গীতরসে যখন নিতান্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে, তখন মুনিবর বেদনিধির জ্যেষ্ঠপুত্র তীর্থপ্রবর অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অসীম রূপবান্, বরানন, প্রফুল্লপদ্মায়তলোচন, যুবা, বিস্তীর্ণবক্ষা ও মনোহর বাহুযুগলসম্পন্ন,—অতিসুন্দর শ্যামকান্তি, যেন অপর কামদেব। শোভন-শিখাধারী সেই ব্রহ্মচারী হস্তে দণ্ড থাকায় দ্বিতীয় মন্মথের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার কটীদেশ মৃগাজিন দ্বারা আবৃত এবং উহা উত্তম হেমাভ মৌঞ্জী-মেখলা দ্বারা বদ্ধ। সেই বালিকাগণ সেই সরোবরতটে তাঁহাকে দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট-চিত্তে এই ব্যক্তি বোধ হয় আমাদের অতিথি

সমুৎসুকগীতনৃত্যাস্তাস্তস্যালোকনলালসাঃ।
হরিণ্যো লুব্ধকেনেব বিদ্ধাঃ কামেন সায়কৈঃ॥
পশ্য পশ্যেতি মুনয়স্তো মুগ্ধাঃ পঞ্চ সসম্ভ্রমম্।
তস্মিন্ বিপ্রবরে মুনি কামদেবভ্রমং যযুঃ॥ ৩১
পুনঃপুনস্তমভ্যর্চ্চ্য নয়নৈঃ পঙ্কজৈরিব।
পশ্চাদ্বিচারমারব্ধমপ্সরোভিঃ পরস্পরম্॥ ৩২
যদ্যয়ং কামদেবো হি রতিহীনঃ কথং ভবেৎ।
অন্যথা হশ্বিনৌ দেবৌ তাবুভৌ যুগ্মচারিণৌ॥
গন্ধর্ব্বঃ কিন্নরো বাথ সিদ্ধো বা কামরূপধৃক্।
ঋষিপুত্রোহথবা কশ্চিৎ কশ্চিদ্বা মনুজোত্তমঃ॥
অস্তি বা কশ্চিদেবায়ং ধাত্রা সৃষ্টো হি নঃ কৃতে।
যথা ভাগ্যবতামর্থে নিধানং পূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
তথাস্মাকং কুমারীণাং গৌর্য্যানীতো বরোত্তমঃ
করুণাজলকল্লোল-লব্ধাদ্রীকৃতচিত্তয়া।
ময়া বৃতস্ত্বয়া চায়ং তয়া বৃতস্তথানয়া॥ ৩৬

হইবে ভাবিয়া হৃষ্ট হইল। তাহারা তখন নৃত্য-গীত পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইল; তখন তাহারা ব্যাধ কর্ত্তৃক হরিণীগণের ন্যায় কাম কর্ত্তৃক সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইল। সেই মুগ্ধ বালিকাগণ সেই যুবা, বিপ্রবরের প্রতি কামদেব ভ্রমে সসম্ভ্রমে পরস্পর 'দেখ দেখ' এইরূপ বলিতে লাগিল। ২১—৩১। সেই অপ্সরোগণ পঙ্কজসদৃশ নয়ন দ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহার পূজা করিয়া পশ্চাৎ বিচার করিতে লাগিল যে, এ ব্যক্তি যদি কামদেব হইবে, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে রতি নাই কেন? অশ্বিনীকুমার-যুগল নহে, কারণ তাঁহারা যুগ্মচারী; অতএব এ গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, অথবা কোন কাম-রূপধারী হইবে। অন্যথা এ কোন ঋষিপুত্র, কিম্বা কোন মনুজোত্তম হইবে। যেই হউক না, ভাগ্যবান্‌দিগের জন্য পূর্ব্বতন কর্ম্মনিচয় যেমন নিধি আনয়ন করে, তদ্রূপ বিধাতা আমাদিগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কুমারী; গৌরী আমাদিগের জন্য এই উত্তম বর আনয়ন করিয়াছেন। সেই গৌরীর করুণা-জলকল্লোলে আর্দ্রীকৃতচিত্তা

এবং পঞ্চসু কন্যাসু বদন্তীষু নৃপোত্তম।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তত্র কৃতমাধ্যাহ্নিকক্রিয়ঃ।
আলোক্য হৃদয়ে সোহপি বিস্ময়মেতদ্বিচিন্তিতম্
ব্রহ্মবিষ্ণুগিরিশাদয়ঃ সুরা
যেহপি সিদ্ধমুনয়ঃ পুরাতনাঃ।
তেহপি যোগবলিনো বিমোহিতা
লীলয়া তদবলাভিরদ্ভুতম্॥ ৩৮
যোষিতাং নয়নতীক্ষ্ণসায়কৈ-
র্ভ্রূলতাসুদৃঢ়চাপনির্গতৈঃ।
ধন্বিনা মকরকেতুনা হতঃ
কস্য নো পততি বা মনোমৃগঃ॥ ৩৯
তাবদেব নয়নীতির্বিরাজতে
তাবদেব জনতাভয়ং ভবেৎ।
তাবদেব ধৃতচিত্ততা ভৃশং
তাবদেব গণনা কুলস্য চ॥ ৪০
তাবদেব তপসঃ প্রগল্‌ভতা
তাবদেব সমবেক্ষ্যতা নৃণাম্।
যাবদেব ললিতেক্ষণাস্মরৈ-
র্নাদ্যতেহদ্ভুতমতৈর্ন পুরুষঃ॥ ৪১

আমি ইহাঁকে বরণ করিলাম, তুমিও বরণ করিলে, সেও বরণ করিল, এও বরণ করিল; হে নৃপোত্তম! সেই পঞ্চকন্যা এইরূপ বলিতে থাকিলে সেই মুনিকুমারও মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করত তাহাদের সেই কথা শুনিয়া এবং তাহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে,—কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ এবং যোগবলসম্পন্ন পুরাতন সিদ্ধ মুনিগণও অবলাদিগের লীলা দ্বারা বিমোহিত হন। ধনুর্ধারী মকরকেতু কর্ত্তৃক যোষিদ্গণের ভ্রূলতারূপ সুদৃঢ় ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত নয়নরূপ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আহত হইয়া কাহার মনোমৃগ পতিত না হয়? নীতিজ্ঞান সেই কাল পর্য্যন্তই বিরাজিত, সেই কাল পর্য্যন্তই লোকসমাজের ভয়, সেই কাল পর্য্যন্তই খুব জিতেন্দ্রিয়তা, সেই কাল পর্য্যন্তই কুলমর্য্যাদা গণনা, সেই কাল পর্য্যন্তই তপস্যায় প্রগল্‌ভতা এবং সেই কাল পর্য্যন্তই

মোহয়ন্তি মদয়ন্তি রাগিণং
যোষিতঃ স্বললিতৈর্মনোহরৈঃ।
মোহয়ন্তি মদয়ন্তি মামিমা
ধর্ম্মরক্ষণপরং হি স্বৈর্গুণৈঃ॥ ৪২
মাংসরক্তমলমূত্রনির্ম্মিতে
যোষিতাং বপুষি নির্গুণেঽশুচৌ।
কামনস্তু পরিকল্প্য চারুতা-
মাবিশন্তি সুবিমূঢ়চেতসঃ॥ ৪৩
দারুণা হি পরিকীর্ত্তিতাঙ্গনা
সাধুভির্বিমলবুদ্ধিভির্বুধৈঃ।
যাবদেব ন সমীপগামিমা-
স্তাবদেব হি গৃহং ব্রজাম্যহম্॥ ৪৪
সমীপং তস্য যাবন্ন আগচ্ছন্তি বরস্ত্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবেন প্রভাবেণ তাবদন্তর্দ্দধে দ্বিজঃ॥৪৫
তস্য যোগবলাদ্ভূপ গতস্যাদর্শনং তদা।
দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং কর্ম্ম বৈষ্ণবব্রহ্মচারিণঃ॥ ৪৬
বিত্রস্তনয়না বালাঃ কুরঙ্গ্য ইব কাতরাঃ।
সংক্রান্তনয়নাঃ শূন্যা দদৃশুস্তা দিশো দশ॥৪৭
কন্যা ঊচুঃ।
ইন্দ্রজালং স্ফুটং বেত্তি মায়াং জানাতি বা পুনঃ
দৃষ্টোঽপ্যদৃষ্টরূপোঽভূদিত্যূচুস্তাঃ পরস্পরম্॥
ব্যাপ্তঞ্চ হৃদয়ং তাসাং তদৈব বিরহাগ্নিনা।
জ্বলদ্দাবানলেনেব সুস্নিগ্ধং সর্ব্বকাননম্॥ ৪৯
ত্যজেন্দ্রজালিকাং বিদ্যাং কান্ত দর্শয় সত্বরম্।
আত্মানং ন হি তে যুক্তং প্রাগ্‌গ্রাসে মাক্ষি-
কোপমম্॥ ৫০
হা কষ্টং দর্শিতঃ কস্মাদ্ধাত্রা ত্বং ঘটিতঃ কুতঃ।
জ্ঞাতং মহানুসন্তাপহেতুর্নস্ত্বং বিনির্ম্মিতঃ॥ ৫১
কচ্চিত্তে নির্দ্দয়ং চেতঃ কচ্চিদস্মাসু নো মতিঃ
কচ্চিৎক্রূরোঽসি হে কান্ত কচ্চিন্মুষ্ণাসি নো মনঃ
কচ্চিন্ন প্রত্যয়োঽস্মাসু কচ্চিদস্মান্ পরীক্ষসে।
কচ্চিন্নির্ম্মমতাশীলঃ কচ্চিন্মায়াবিশারদঃ॥ ৫৩

সামাজিকতা থাকে, পুরুষ যে পর্য্যন্ত রমণী-গণের ললিত কটাক্ষনিক্ষেপরূপ অদ্ভুত মদে মত্ত না হয়। যোষিদ্‌গণ স্বকীয় মনোহর হাবভাবে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিকে মোহিত করে,—মত্ত করিয়া ফেলে। আমি ধর্ম্ম-রক্ষণে তৎপর হইলেও এই নারীগণ নিজ নিজ গুণে আমাকে মোহিত করিতেছে,—মত্ত করিয়া তুলিতেছে। (কি আশ্চর্য্য!) সুধু মূঢ়চিত্ত কামী ব্যক্তিগণ, যোষিদ্‌গণের মাংস রক্ত মল মূত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত নির্গুণ অশুচি শরীরে রমণীয়তা কল্পনা করিয়া আবিষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গনাগন দারুণা; বিমল-বুদ্ধি সাধুগণ এইরূপ কীর্ত্তন করেন। অতএব এই বরাঙ্গনাগণ যে কালপর্য্যন্ত সমীপগত না হয়, আমি তাবৎ গৃহে যাই। ৩২—৪৪। সেই দ্বিজ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা নিকটে আসিতে না আসিতেই বৈষ্ণবযোগ প্রভাবে অন্তর্হিত হইলেন। হে ভূপ! সেই বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী যোগবলে অদর্শন প্রাপ্ত হইলে, তাঁর সেই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া সেই বালা সকল কুরঙ্গিণীবৎ কাতরভাবে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক শূন্য হৃদয়ে দশদিক্ দেখিতে লাগিল। তখন সেই কন্যাগণ পর-স্পর বলিল,—এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল জানে অথবা মায়া জানে; নচেৎ এই দেখিলাম, আবার এখনি অদৃশ্য হইল! জ্বলন্ত দাবা-নলে সুস্নিগ্ধ কানন যেমন ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ তখনি তাহাদের হৃদয় বিরহাগ্নিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল,—হে কান্ত! ইন্দ্রজাল বিদ্যা ত্যাগ কর, সত্বর নিজ মূর্ত্তি দেখাও। মধুব্যবসায়ী যেমন মক্ষিকাকুল মধুভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেই মধু হরণ করিয়া লয়, তোমার তদ্রূপ করা উচিত নহে। হায়! কি কষ্ট! বিধাতা তোমাকে কেনই বা দেখাই-লেন? কি নিমিত্ত তোমাকে এখানে আনি-লেন? বুঝিয়াছি,—আমাদিগের মহা সন্তাপ জন্মাইবার জন্যই তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ। তোমার চিত্ত কি দয়াহীন? আমাদের প্রতি কি তোমার মন নাই? হে কান্ত! তুমি কি ক্রূর? তুমি কি আমাদিগের মন হরণ করি-বার জন্য আসিয়াছিলে? তুমি কি আমা-দিগকে পরীক্ষা করিতেছ? আমাদের প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নাই? তুমি কি নির্ম্মম-

কচ্চিচ্চিত্তে প্রবেষ্টুঞ্চ বেৎসি বিজ্ঞানলাঘবম্।
কচ্চিন্নিষ্ক্রমণোপায়ং ন জানাসি কুতঃ পুনঃ ৫৪
কচ্চিদ্বিনাপরাধেন কিমস্মাসু প্রকুপ্যসে।
কচ্চিদ্দুঃখং ন জানাসি পরেষাং বিপ্রলম্ভনম্।
ত্বদ্দর্শনং বিনা নষ্টা হৃদয়েশ্বর সাম্প্রতম্।
ন জীবামোঽথ জীবামঃ পুনস্ত্বদ্দর্শনাশয়া ॥৫৬
বয়ঞ্চ তত্র নীয়স্তাং শীঘ্রং যত্র গতো ভবান্।
ত্বদ্দর্শনহরো ধাতা ব্যধান্মোদাঙ্কুরচ্ছিদাম্ ॥৫৭
সর্ব্বথা দর্শনং দেহি করুণো ভব সর্ব্বথা।
পর্য্যন্তং ন প্রপশ্যন্তি কস্যচিৎ সজ্জনা জনাঃ ॥৫৮
ইত্থং বিলপ্য তাঃ কন্যাঃ প্রতীক্ষ্য চ বহুক্ষণম্
পিতুর্ভয়াদ্গৃহং গন্তুং শীঘ্রমারেভিরে ততঃ ॥ ৫৯
তৎপ্রেমনিগড়ৈর্বদ্ধা ভৃশং বিরহবিক্লবাঃ।
কথঞ্চিদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য তাঃ স্বং স্বং গৃহমাগতাঃ ॥৬০
আগত্য পতিতাঃ সর্ব্বা মাতৄণাস্ত সমীপতঃ।
কিমেতন্মাতৃভিঃ পৃষ্টাঃ কুতঃ কালাত্যয়োঽভবৎ
ক্রীড়ন্ত্যঃ কিন্নরীভিস্ত সার্দ্ধং সঙ্গতিকে যদা।
সংস্থিতাস্তেন ন জ্ঞাতো দিবাচ্ছোদসরোবরে
পথি শ্রান্তা বয়ং মাতঃ সন্তাপস্তেন নস্তনৌ।
মোহেন মহতা বক্তুং ন কেনাপ্যুৎসহামহে ॥৬৩
ইত্যুক্ত্বা লুঠিতাস্তত্র মণিভূমৌ কুমারিকাঃ।
আকারং গোপয়ন্ত্যস্তা মুগ্ধা জল্পন্তি মাতৃভিঃ ॥
কাচিন্নর্ত্তয়তি ক্রীড়াময়ূরং ন মুদা তদা।
ন পাঠয়তি তং কীরং পঞ্জরস্থং কুতূহলাৎ ॥৬৫
লালয়েন্নকুলং নান্যা নোল্লাপয়তি সারিকাম্।
অপরাতীব সম্মুগ্ধা নৈব খেলতি সারসৈঃ ॥৬৬
ভেজিরে ন বিনোদং তা রেমিরে নৈব মন্দিরে

স্বভাব? না, মায়াবিশারদ? তুমি কি চিত্তে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ কৌশল অবগত আছ? তাহা হইলে তুমি কেনই বা নিষ্ক্রামণোপায় জান না? তুমি কি বিনাপরাধে আমাদের প্রতি প্রকুপিত হইয়াছ? প্রতারিত করিলে অপরের যে দুঃখ হয়, তাহা কি তুমি জান না? হে হৃদয়েশ্বর! তোমার দর্শন ব্যতীত আমরা এখন বিনষ্ট হইলাম। আর জীবিত থাকিব না। তথাপি তোমার পুনর্দর্শন আশায় জীবিত রহিয়াছি। আপনি যেখানে গিয়াছেন আমাদিগকেও সেইখানে লইয়া যাউন। (হায়!) বিধাতা তোমার দর্শন হরণ করিয়া আমাদিগের আনন্দাঙ্কুর ছিন্ন করিলেন। এক্ষণে যে ভাবে হউক, আমাদিগকে দর্শন দেও, সর্ব্বথা সকরুণ হও। সজ্জন জনগণ কাহারও অন্ত পর্য্যন্ত দেখেন না। ৫৪—৫৮। সেই কন্যাগণ এইরূপ বিলাপ করত বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া পরে পিতার ভয়ে শীঘ্র গৃহে যাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা সেই ব্রাহ্মণ বালকের প্রেম-নিগড়ে বদ্ধ ও বিরহে বিক্লব হইয়া কোনরূপে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইল। তাহারা গৃহে গিয়া নিজ নিজ মাতার সমীপে উপস্থিত হইলে মাতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি? এত বিলম্ব হইল কেন? তাহারা বলিল,—কিন্নরীগণ সহ একত্রিত হইয়া অচ্ছোদ সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিলাম, তাই বেলা হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। মাতঃ! পথশ্রান্ত হইয়াছি বলিয়া শরীরে সন্তাপ জন্মিয়াছে, মহান্ মোহ উপস্থিত হইতেছে; কাহারও সহিত কথা কহিতে উৎসাহ হইতেছে না। সেই কুমারীগণ এইরূপ বলিয়া মণিময় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহারা মনোভাব গোপন করিবার জন্য মাতৃগণ সহ এইরূপ কথোপকথন করিল। তখন কোন বালিকা নিজ ক্রীড়াময়ূরকে আর পূর্ব্বের মত সানন্দে নর্ত্তিত করিল না। পিঞ্জরস্থিত শুক পক্ষীকেও পূর্ব্বের ন্যায় কুতূহলে পাঠ করাইল না। অন্যা কন্যা নকুলকে আর পূর্ব্ববৎ আদর করিল না! কেহ বা সারিকাকে পূর্ব্ববৎ পড়াইল না। অপরা বালা অতীব অজ্ঞ হওয়ায় সারসগণ সহ আর পূর্ব্ববৎ খেলা করিল না। ৫৯—৬৬। তাহারা কোন ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত হইল না। মন্দিরেও

উচিরে বান্ধবৈর্নালং বীণাবাদ্যং ন চক্রিরে ॥
কল্পদ্রুমপ্রসূনং যৎ সর্ব্বং তচ্চানলোপমম্।
মন্দারকুসুমামোদি ন পপুর্ম্মধুরং মধু॥ ৬৮
যোগিন্য ইব তাঃ কন্যা নাসাগ্রন্যস্তলোচনাঃ।
অলক্ষ্যধ্যানসন্তানাঃ পুরুষোত্তমমানসাঃ॥ ৬৯
চন্দ্রকান্তমণিচ্ছন্নে স্রবদ্বারিণি কন্দরে।
ক্ষণং বাতায়নে স্থিত্বা জলযন্ত্রগৃহে ক্ষণম্ ॥৭০
রচয়ন্তি ক্ষণং শয্যাং দীর্ঘিকাম্ভোজিনীদলৈঃ।
বীজ্যমানাঃ সখীভিস্তাঃ শীতলৈর্নলিনীদলৈঃ॥
ইত্থং যুগসমাং রাত্রিমনয়ংস্তা বরস্ত্রিয়ঃ।
কথঞ্চিদ্ধারণাং কৃত্বা বিহ্বলাঃ সজ্বরা ইব॥ ৭২
প্রাতর্ব্যোমমণিং দৃষ্ট্বা মন্যমানাঃ স্বজীবিতম্।
বিজ্ঞাপ্য মাতরং স্বাংস্বাংগৌরীং পূজয়িতুং গতাঃ
স্নাত্বা তেন বিধানেন পুষ্পৈর্ধূপৈস্তথা পুনঃ।
বিধায় পূজনং দেব্যা গায়ন্ত্যস্তত্র তাঃ স্থিতাঃ।

এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রঃ স্নাতুং সোঽপি সমাগতঃ
পিতুরাশ্রমতস্তস্মাদচ্ছোদেঽত্র সরোবরে॥ ৭৫
মিত্রং দৃষ্ট্বৈব রাত্র্যন্তে পদ্মিন্য ইব কন্যকাঃ।
উৎফুল্লনয়না জাতাস্তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণম্॥ ৭৬
গত্বা তত্রৈব তাঃ কন্যাঃ সমীপং ব্রহ্মচারিণঃ।
সব্যাপসব্যবন্ধেন ভুজপাশঞ্চ চক্রিরে॥ ৭৭
গতোঽসি প্রিয় পূর্ব্বেদ্যুর্গন্তুমদ্য ন লভ্যতে।
বৃতস্ত্বং নূনমস্মাভির্নাত্র তেঽস্তি বিচারণা॥ ৭৮
ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ প্রহসন্ বাহুপাশগঃ।
যুষ্মাভিরুচ্যতে ভদ্রমনুকূলং প্রিয়ং বচঃ॥ ৭৯
প্রথমাশ্রমনিষ্ঠস্য কিন্তু নশ্যেত মে ব্রতম্।
বিদ্যাভ্যসনশীলস্য তিষ্ঠতশ্চ গুরোঃ কুলে॥৮০
আশ্রমে যত্র যো ধর্ম্মো রক্ষণীয়ঃ স পণ্ডিতৈঃ।
বিবাহোঽয়মতো মন্যে ন ধর্ম্ম্য ইতি কন্যকাঃ॥
আকর্ণ্য বিপ্রবাক্যানি বিপ্রমূচুর্বরস্ত্রিয়ঃ।

আনন্দ বোধ করিল না। বান্ধবগণের সহিতও বেশী কথা বার্ত্তা কহিল না। বীণা-বাদনও করিল না। কল্পদ্রুমের কুসুম সকলও তাহাদিগের অনলোপম বোধ হইল। তাহারা মন্দার কুসুমে আমোদিত মধুর মধুও পান করিল না। তাহারা যোগিনীগণের ন্যায় নাসাপ্রদেশে লোচন স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে চিত্ত স্থাপন করত অনির্ব্বচনীয় ধ্যান পরম্পরায় নিবিষ্ট হইল। তাহারা ক্ষণকাল বারিধারা-ক্ষরণকারী চন্দ্রকান্তমণিচ্ছন্নকন্দরে ক্ষণকাল বাতায়নে, ক্ষণকাল জলযন্ত্র-গৃহে, এইরূপ এখানে ওখানে যাইতে লাগিল। কখনও বা দীর্ঘিকা-পদ্মিনীদলে শয্যা রচনাপূর্ব্বক তাহাতে শয়ন করিল, সখীগণ কর্ত্তৃক শীতল নলিনীদলে বীজ্যমান হইতে লাগিল। সেই বরস্ত্রীগণ এইরূপে জ্বরাক্রান্তার ন্যায় বিহ্বলচিত্তে যুগসম প্রতীয়মানা সেই রাত্রিটী কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া কাটাইল। ৬৭—৭২। প্রাতঃকালে ব্যোমমার্গে সূর্য্যকে দেখিয়া জীবনে আশাযুক্ত হইল; নিজ নিজ জননীকে জানাইয়া গৌরীকে পূজা করিবার জন্য যাত্রা করিল। তাহারা পূর্ব্ববৎ স্নান-পূর্ব্বক পুষ্প-ধূপাদি উপচারে দেবীর পূজা করিয়া গান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে—সেই ব্রাহ্মণও পিতার আশ্রম হইতে সেই আচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই কন্যাগণ রাত্রির অন্তে মিত্রদর্শনে পদ্মিনী-গণের ন্যায় সেই ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া উৎফুল্লনয়না হইল। তাহারা সেই ব্রহ্মচারীর সমীপে যাইয়া পরস্পর বাম দক্ষিণ ভাবে হাত ধরাধরি করিয়া ভুজপাশ রচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিল। বলিল,—প্রিয়! তুমি পূর্ব্বদিন চলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আজ আর যাইতেপারিতেছ না। আমরা তোমাকে বরণ করিয়াছি; এ বিষয়ে আর কোন বিচার নাই। তখন বাহুপাশাগত সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তোমরা অনুকূল প্রিয় ভাল কথাই বলিতেছ; কিন্তু আমি ব্রহ্মচারী বিদ্যাভ্যাসশীল এবং গুরুকুলে বাস করি। আমার ব্রত নষ্ট হইবে। কন্যাগণ! যে আশ্রমে যে ধর্ম্ম বিহিত, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। অতএবএই বিবাহ আমি ধর্ম্ম্য বলিয়া মনে করি না। সেই বরস্ত্রীগণ

কলধ্বনি সোৎকণ্ঠাঃ কোকিলা ইব মাধবে ॥
ধর্ম্মাদর্থোঽর্থতঃ কামঃ কামাৎ সুখফলোদয়ঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়জ্ঞাস্তে বর্ণয়ন্তি বিপশ্চিতঃ ॥৮৩
স কামো ধর্ম্মবাহুল্যাৎ পুরতস্তে সমুত্থিতঃ।
সেব্যতাং বিবিধৈর্ভোগৈঃ স্বচ্ছা ভূমিরিয়ং যতঃ
শ্রুত্বা তদ্বচনং তাসাং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা।
তথ্যং বো বচনং কিন্তু সমাপ্যাবশ্যকং ব্রতম্ ॥
প্রাপ্যানুজ্ঞাং গুরোঃ কুর্ব্বে বিবাহকর্ম্ম নান্যথা
ইত্যুক্তাঃ পুনরূচুস্তাঃ স্ফুটং মূঢ়োঽসি সুন্দর ॥
সিদ্ধৌষধং ব্রহ্মধিয়া রসায়নং
সিদ্ধির্নিধিঃ সাধুকুলা বরাঙ্গনাঃ।
মন্ত্রস্তথা সিদ্ধরসশ্চ ধর্ম্মতো
মুনে নিষেব্যাঃ সুধিয়া সমাগতাঃ ॥ ৮৭
কার্য্যন্তু দৈবাদ্যদি সিদ্ধিমাগতং
তস্মিন্নুপেক্ষাং ন চ যান্তি নীতিগাঃ।
যস্মাদুপেক্ষা ন পুনঃ ফলপ্রদা
তস্মান্ন দীর্ঘীকরণং প্রশস্যতে ॥ ৮৮
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥৮৯
সান্দ্রানুরাগাঃ কুলজন্মনির্ম্মলাঃ
স্নেহার্দ্রচিত্তাঃ সুগিরঃ স্বয়ংবরাঃ।
কন্যাঃ সুরূপাঃ খলু চারুযৌবনা
ধন্যা লভন্তেঽত্র নরান্ত নেতরে ॥ ৯০
ক বয়ং সুরসুন্দর্য্যঃ ক ভবাংস্তাপসো বটুঃ।
দুর্ঘটস্য বিধানেন মন্যে ধাতৈব পণ্ডিতঃ ॥ ৯১
তস্মাদস্মাদিদানীন্তু স্বীকুর্য্যান্মঙ্গলং ভবান্।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন অন্যথা নোপজীবনম্ ॥ ৯২
শ্রুত্বা বাক্যং ততঃ প্রাহ ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিত্তমঃ
ভো মৃগাক্ষ্যঃ কথংত্যাজ্যো ধর্ম্মো ধর্ম্মধনৈর্নরৈঃ
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চৈতচ্চতুষ্টয়ম্।
যথোক্তং ফলদং জ্ঞেয়ং বিপরীতন্তু নিষ্ফলম্ ॥

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া মাধব মাসে সোৎকণ্ঠা কোকিলার ন্যায় কল স্বরে তাঁহাকে বলিল—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম ও কাম হইতে সুখরূপ ফল উৎপন্ন হয়; মামাংসাভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। তোমার ধর্ম্মবাহুল্য প্রযুক্ত সেই কাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব বিবিধ ভোগ সহ তাহার সেবা কর। যেহেতু এ ভূমি অতীব স্বচ্ছ। ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের বাক্য সত্য বটে, কিন্তু আমি আবশ্যক ব্রত সমাপনপূর্ব্বক গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বিবাহ কর্ম্ম করিব; ইহার অন্যথা হইবে না। এইরূপ বলিলে সেই কন্যাগণ পুনরায় বলিল,—হে সুন্দর! তুমি স্পষ্ট মূঢ়। বেদজ্ঞ সুধী ব্যক্তির সিদ্ধ ঔষধ, সিদ্ধ রসায়ন, সিদ্ধ নিধি, সৎকুলসম্ভূতা বরাঙ্গনা, সিদ্ধ মন্ত্র, সিদ্ধ রস, এই সকল ধর্ম্মতঃ সেব্য। কার্য্য যদি দৈব বশতঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে উপেক্ষা করেন না; কারণ উপেক্ষা ফলপ্রদা হয় না; অতএব তাহাতে বিলম্ব করা প্রসংশনীয় নহে। বিষ হইতেও অমৃত গ্রাহ্য, অপবিত্র স্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নীচের নিকট হইতেও উত্তমা বিদ্যা শিক্ষণীয় এবং নীচ কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা উচিত। এই জগতে যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই কুলে ও জন্মে নির্ম্মল, গাঢ়ানুরাগবতী, স্নেহার্দ্রচিত্তা, মঞ্জুভাষিণী, সুরূপা, চারুযৌবনা স্বয়ম্বরা কন্যা লাভ করিতে পারেন, ইতরে পারে না। সুরসুন্দরী আমরাই বা কোথায়? আর তাপস বটু আপনিই বা কোথায়? এই দুইটি ব্যাপারের ঘটনা বিধানে কেবল মাত্র বিধাতাই পণ্ডিত; এরূপ বোধ হয়। এই সকল কারণে এখন আপনি এই মঙ্গল কর্ম্ম স্বীকার করুন। এখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ ব্যতীত অন্য আর কোন জীবনোপায় নাই। ৭৩—৯২।
তার পর ধর্ম্মবিত্তম সেই ব্রাহ্মণ তাহাদের সেই সকল বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে মৃগাক্ষিগণ! ধর্ম্মধন নরগণ ধর্ম্মত্যাগ করিবেন কিরূপে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী যথাক্রমে উপাসিত হইলে ফল-

নাকালেঽহং ব্রতী কুর্য্যামতো দারপরিগ্রহম্।
ন ক্রিয়াফলমাপ্নোতি ক্রিয়াকালং ন বেত্তি যঃ
যতো ধর্ম্মবিচারেঽস্মিন্ প্রসক্তং মম মানসম্।
তস্মাচ্ছৃণুত হে কন্যা ন সমীহে স্বয়ংবরম্॥৯৬
এবং জ্ঞাত্বাশয়ং তস্য সমীক্ষ্যৈব পরস্পরম্।
করাৎ করং বিমুচ্যাথ জগ্রাহাঙ্ঘ্রিং প্রমোহিনী
ভুজৌ জগৃহতুস্তস্য সুশীলা সুস্বরা তথা।
আলিলিঙ্গ সুতারা চ বক্ত্রং চুম্বতি চন্দ্রিকা॥৯৮
তথাপি নির্ব্বিকারোঽসৌ প্রলয়ানলসন্নিভঃ।
শশাপ ব্রহ্মচারী তাঃ ক্রোধেনাত্যন্তমূর্চ্ছিতঃ॥
পিশাচ্য ইব মাং লগ্নাস্তৎ পিশাচ্যো ভবিষ্যথ
এবং তেনাশু শপ্তাস্তাস্তং ত্যক্ত্বা পুরতঃ স্থিতাঃ
কিমেতচ্চেষ্টিতং পাপং ত্বনাগসি বিচেষ্টয়া।
প্রিয়ঙ্কতোঽপ্রিয়ং কৃত্বা ধিক্ ত্বাং ধর্ম্মকৃতান্তকঃ

প্রদ হয়, বিপরীত করিলে নিষ্ফল। এই জন্য আমি ব্রতী, অকালে দার পরিগ্রহ করিব না। যে ব্যক্তি ক্রিয়-কাল জ্ঞাত নহে, সে ক্রিয়া-ফল পায় না। যে হেতু আমার মন এই ধর্ম্ম-বিচারে প্রসক্ত হইয়াছে, অতএব হে কন্যাগণ! তোমরা শুন, আমি স্বয়ম্বর ইচ্ছা করি না। সেই ব্রাহ্মণ বালকেরএইরূপ আশয় জানিয়া কন্যাগণ পরস্পর পরস্পরকে চাওয়া দেখিল; পরে প্রমোহিনী হাত ছাড়িয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণের পদদ্বয় ধরিল। সুশীলা ও সুস্বরা তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ করিল। সুতারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল; চন্দ্রিকা মুখে চুম্বন করিতে লাগিল। সেই ব্রাহ্মন তথাপি নির্ব্বিকার। কিন্তু ক্রমে সেই ব্রহ্মচারী প্রলয়ানল-সন্নিভ হইলেন; ক্রোধে অত্যন্ত মূর্চ্ছিত (কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন) হইয়া তাহাদিগকে শাপ দিলেন,—“তোরা পিশাচীর ন্যায় আমাতে লগ্ন হইয়াছিস্, অতএব পিশাচী হইবি।” ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে শপ্ত হইয়া সেই কন্যাগণ আশু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত হইল। বলিল,—রে পাপ! তোর হিত-চেষ্টাকারী অনপরাধ আমাদিগের প্রতি তুই এ কি করিলি? তুই

অনুরক্তেষু ভক্তেষু মিত্রেষু দ্রোহকারিণঃ।
পুংসো লোকোভয়োঃ সৌখ্যং নাশমেতীতি
নঃ শ্রুতম্॥ ১০২
তস্মাত্ত্বমপি নঃ শাপাৎ পিশাচো ভব সত্বরম্।
ইত্যুক্তাপি চ তা বালা নিঃশ্বসত্যঃ ক্ষুধাকুলাঃ
তদৈবাক্রোশসংরম্ভাস্তস্মিন্ সরসি পার্থিব।
তাঃ কন্যা ব্রহ্মচারী চ সর্ব্বে পৈশাচ্যমাগতাঃ॥
স পিশাচঃ পিশাচ্যস্তাঃ ক্রন্দমানাঃ সুদারুণম্
ক্ষপয়ন্তি বিপাকাংস্তান্ পূর্ব্বোপাত্তস্য কর্ম্মণঃ॥
স্বকালে প্রভবত্যেব পূর্ব্বোপাত্তং শুভাশুভম্
স্বচ্ছায়ামিব দুর্ব্বার দেবানামপি পার্থিব॥১০৬
ক্রন্দন্তি পিতরস্তাসাং মাতরস্তত্র তত্র চ।
ভ্রাতরশ্চৈব বালানাং দৈবং হি দুরতিক্রমম্॥
অত ঊর্দ্ধং পিশাচাস্তা আহারার্থং সুদুঃখিতাঃ।
ইতস্ততশ্চ ধাবন্ত্যো বসন্তি সরসস্তটে॥ ১০৮

প্রিয়কারীর অপ্রিয় করিয়া ধর্ম্মের কৃতান্ত স্বরূপ হইয়াছিস্; তোকে ধিক্! আমরা শুনিয়াছি—অনুরক্ত, ভক্তজন ও মিত্রের দ্রোহ করিলে, পুরুষের ইহ-পর উভয় লোক নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব তুইও আমাদের শাপে সত্বর পিশাচ হ। ক্ষুধাকুলা সেই বালা সকল এই বলিয়া তখনই সেই সরোবরে পরস্পরে মহা সংরম্ভ আরম্ভ করিল। হে পার্থিব! সেই কন্যাগণ ও ব্রহ্মচারী সকলেই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইল! সেই পিশাচ ও পিশাচীগণ সুদারুণ ক্লেশে ক্রন্দন করিতে করিতে পূর্ব্বোপাত্ত কর্ম্মের বিপাক ক্ষয় করিতে লাগিল। হে পার্থিব। পূর্ব্বোপাত্ত শুভাশুভ কর্ম্ম সকল নিজ নিজ নিরূপিত কালে প্রভাব বিস্তার করিবেই। উহা স্বকীয় চ্ছায়ার ন্যায় দেবতাগণেরও দুর্ব্বার। তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সকলেই সুদুঃখিত চিত্তে সেই সেই স্থানে যাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈব নিশ্চয়ই দুরতিক্রম। তার পর সেই পিশাচ পিশাচীগণ সেই সরোবর-তটে আহারার্থ ইতস্ততঃ ধাবন করত অতি দুঃখিত চিত্তে বাস করিতে লাগিল।

এবং বহুতিথে কালে লোমশো মুনিসত্তমঃ।
আগতশ্চ মহাভাগস্তত্র যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ॥১০৯
তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং সর্ব্বে পিশাচাঃ ক্ষুৎসমাকুলাঃ
ধাবন্তো হন্তুকামাস্তে মিলিত্বা যূথবর্ত্তিনঃ॥১১০
দহ্যমানাঃ সুতীব্রেণ তেজসা লোমশস্য তু।
অসমর্থাঃ পুনঃ স্থাতুঃ তে সর্ব্বে দূরতঃ স্থিতাঃ
তত্র পূর্ব্বকর্ম্মবলাৎ পিশাচঃ স হ বৈ দ্বিজঃ।
সমীক্ষ্য লোমশং রাজন্ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ
উবাচ সুনৃতাং বাচং বদ্ধা শিরসি চাঞ্জলিম্।
মহাভাগ্যোদয়ে বিপ্র সাধূনাং সঙ্গতির্ভবেৎ॥
গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতি সর্ব্বদা।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গ মা ব :
গুরূণাং সঙ্গমো বিপ্র দৃষ্টাদৃষ্টফলো ভুবি।
স্বর্গদা রোগহারী চ কিং তমোপহ ে। মতঃ॥
ইত্যুক্তা কথয়ামাস পূর্ব্ববৃত্তান্তমদ্ভুতম্।
ইমা গন্ধর্ব্বকন্যাস্তা মুনে সোঽহং দ্বিজাত্মজঃ॥
সর্ব্বে পিশাচরূপেণ মিথঃ শাপবিমোহিতাঃ।
দীনাননাং স্থিতিষ্ঠামস্তবাগ্রে মুনিসত্তম॥ ১১৭
ত্বদ্দর্শনে ন বালানাং নিস্তারো ন ভবিষ্যতি।
সূর্য্যোদয়ে তমস্তোমঃ কিং ন নশ্যেত পুষ্কলঃ।
শ্রুত্বৈতল্লোমশো বাক্যং কৃপার্দ্রীকৃতমানসঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দুঃখিতং তং মুনেঃ সুতম্
মৎপ্রসাদাচ্চ সর্ব্বেষাং স্মৃতিঃ সপদি জায়তাম্
ধর্ম্মে চ বর্ত্ততাং যেন মিথঃ শাপো লয়ং ব্রজেৎ

পিশাচ উবাচ।

মহর্ষে কথ্যতাং ধর্ম্মো মুচ্যেম যেন কিল্বিষাৎ।
নায়ং কালো বিলম্বস্য শাপাগ্নির্দারুণো যতঃ॥

লোমশ উবাচ।

ময়া সার্দ্ধং প্রকুর্ব্বন্তু রেবাস্নানং বিধানতঃ।
শাপান্মোক্ষ্যতি বো রেবা নান্যথা নিষ্কৃতির্ভবেৎ
শৃণ্বাবহিতো বিপ্র শাপনাশো ধ্রুবো নৃণাম্।
রেবাস্নানেন জায়েত ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ

৯৩—১০৮। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে যদৃচ্ছাবিহারী মহাভাগ মুনিসত্তম লোমশ মুনি তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ক্ষুধা-কাতর সেই পিশাচগণ ভক্ষণ কামনায় সকলে দল বাঁধিয়া ধাবিত হইল, কিন্তু মুনিসত্তম লোমশের সুতীব্র তেজে দহ্যমান হইয়া নিকটে যাইতে সক্ষম হইল না। সুতরাং সকলে দূরে অবস্থিত হইল। রাজন্! তন্মধ্যে সেই পিশাচ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকর্ম্ম-প্রভাবে লোমশকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক সুনৃত বাক্য বলিতে লাগিল,—হে বিপ্র! মহাভাগ্যোদয় হইলে সাধুদিগের সঙ্গতি ঘটে। যে নর সর্ব্বদা গঙ্গাদি পুণ্য-তীর্থে স্নান করে, আর যে সাধুগণের সঙ্গ করে, ইহাদের মধ্যে সাধুসঙ্গকারীই শ্রেষ্ঠ। বিপ্র! গুরুদিগের সঙ্গম ভূর্লোকে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলজনক, স্বর্গপ্রদ এবং রোগহারী। উহা যে তমঃ (অজ্ঞান ও তজ্জন্য দুঃখাদি) অপহরণ করে, তাহা আর কি বলিব? এই বলিয়া অদ্ভুত পূর্ব্ববৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল। বলিল—মুনে! এই সেই গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। আমি সেই দ্বিজাত্মজ। মুনিসত্তম! আমরা সকলে পরস্পর শাপ-বিমোহিত হইয়া পিশাচরূপে দীন বদনে তোমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছি। তোমার দর্শনে এই বালকদিগের কি নিস্তার হইবে না? সূর্য্যের উদয়ে কি পুষ্কল তমঃস্তোমের নাশ হইবে না? মহা-তেজা লোমশ মুনি এই বাক্য শুনিয়া কৃপায় আর্দ্রীকৃতচিত্ত হইলেন; দুঃখিত সেই মুনি-পুত্রকে বলিলেন,—আমার প্রসাদে এখনই সকলের স্মৃতি (জ্ঞান) হউক, এবং উহা ধর্ম্মে থাকুক; ইহাতেই শাপ লয় পাইবে। ১০৯—১২০। পিশাচ বলিল—মহর্ষে! ধর্ম্ম বলুন, যাহা দ্বারা কিল্বিষ হইতে মুক্ত হই। এ কাল বিলম্বযোগ্য নহে; যেহেতু শাপাগ্নি দারুণ। লোমশ বলিলেন,—আমার সঙ্গে বিধান অনুসারে রেবাস্নান কর। রেবা তোমাদিগকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে; অন্যথা নিষ্কৃতি হইবে না। বিপ্র! অবহিত হইয়া শুন। রেবাস্নানে মানবগণের নিশ্চয়ই শাপনাশ হয়। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং বর্ত্তমানঞ্চ পাতকম্‌।
রেবাস্নানং দহেৎ সর্ব্বং তুলরাশিমিবানলঃ ॥১২৪
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যন্তি যস্মিন্‌ পাপে পিশাচক।
তৎসর্ব্বং নর্ম্মদাতোয়ে স্নানমাত্রেণ নশ্যতি ॥
তু নর্ম্মদাস্নানমতো মোক্ষফলা হি সা ॥১২৬
হিমব প্র তীর্থানি সর্ব্বপাপহরাণি বৈ।
ইন্দ্রলোকপ্রদং চৈদং নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
সর্ব্বকামফলা রেবা মোক্ষদা পরিকীর্ত্তিতা।
পাপঘ্নী পাপহরণী সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১২৮
বিষ্ণুলোকদ আপ্লাবো নার্ম্মদঃ পাপনাশনঃ।
যামুনঃ সূর্য্যলোকায় ভ বদাপ্লাব উত্তমঃ ॥ ১২৯
সারস্বতোঽঘবিধ্বংসী ব্রহ্মলোকফলপ্রদঃ।
বিশালফলদা প্রোক্তা বিশালা হি পিশাচক ॥
পাপেন্ধনদবাগ্নিস্তু গর্ভহেতুক্রিয়াপহঃ।
বিষ্ণুলোকায় মোক্ষায় নার্ম্মদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
সরযূর্গণ্ডকী সিন্ধুশ্চন্দ্রভাগা চ কৌশিকী।
তাপী গোদাবরী ভীমা পয়োষ্ণী কৃষ্ণবেণিকা ॥
কাবেরী তুঙ্গভদ্রা চ অন্যাশ্চাপি সমুদ্রগাঃ।
তাসু রেবা পরা প্রোক্তা বিষ্ণুলোকপ্রদায়িনী
রেবা তু প্রাপ তে পুণ্যৈঃ পূর্ব্বজন্মকৃতৈর্দ্বিজ
অপুনর্ভবদং তত্র মজ্জনং মুনিপুত্রক ॥ ১৩৪
গায়ন্তি দেবাঃ সততং নিবিষ্টাঃ
রেবা কদা মজ্জনদা হি নো ভবেৎ।
স্নাতা নরা যত্র ন গর্ভবেদনাং
পশ্যন্তি তিষ্ঠন্তি চ বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ১৩৫
মজ্জন্তি যে প্রত্যহমত্র মানবা
রেবাম্বুতোয়ে বহুপাপকঞ্চুকাঃ।
মজ্জন্তি তে নো নিরয়েষু ধর্ম্মতঃ
স্বর্গে তু তে চারু চরন্তি দেববৎ ॥ ১৩৬
তীব্রৈর্ব্রতৈর্দানতপোভিরধ্বরৈঃ
সার্দ্ধং বিধাত্রা তুলয়া ধৃতা পুরা।
রেবা পিশাচাশু তয়োর্দ্বয়োরভূদ্‌-
রেবা বরা তত্র চ মোক্ষসাধিকা ॥ ১৩৭
নারদ উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য লোমশস্য পিশাচকঃ।

অনলে তুলারাশি দগ্ধ করার ন্যায় রেবাস্নান সপ্তজন্মকৃত পাপ এবং বর্ত্তমান পাতক সমস্তই দগ্ধ করে। পিশাচ! পণ্ডিতগণ যে পাপে প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পান না, সে সকল পাপও নর্ম্মদাতোয়ে স্নান মাত্রেই বিনষ্ট হয়! নর্ম্মদা-স্নান জ্ঞানকৃৎ, অতএব মোক্ষফল-জনক। হিমবৎ প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ সকল সর্ব্ব-পাপহর, কিন্তু এই তীর্থ ইন্দ্রলোকপ্রদ। ব্রহ্ম-বাদিগণ ইহা বলেন রেবা সর্ব্বকামফলপ্রদা ও মোক্ষদা; এইরূপ পরিকীর্ত্তিত হয়। বস্তু-তই উহা পাপঘ্নী, পাপহরণী, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদা। ১২১—১২৫। নর্ম্মদাজলে স্নান পাপনাশক ও বিষ্ণুলোকপ্রদ, উত্তম যমুনা-স্নান সূর্য্যলোকপ্রাপক। সারস্বত জলে স্নান অঘবিধ্বংসী, ব্রহ্মলোকফলপ্রদ। হে পিশাচ! বিশালা বিশালফলপ্রদা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়! নার্ম্মদ স্নান পাপেন্ধনদবাগ্নি, গর্ভহেতুক্রিয়া-পহ (পুনর্জ্জন্ম নাশক), বিষ্ণুলোকপ্রাপক ও মুক্তিকর। ইহা কীর্ত্তিত হয়। সরযূ, গণ্ডকী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, কৌশিকী, তাপী, গোদাবরী, ভীমা, পয়োষ্ণী, কৃষ্ণবেণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা এবং অন্যান্য যে সকল সমুদ্রগা নদী আছে, তাহাদের মধ্যে রেবাই পরা বলিয়া উক্ত হয়। উহা বিষ্ণুলোক-প্রদায়িনী। দ্বিজ! পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যের ফলে, রেবাতীর্থ লাভ হয়। মুনিপুত্রক! সেখানে মজ্জন পুনর্জ্জন্মনিবারক। দেবগণ সতত গান করেন যে, রেবা কবে আমাদিগের মজ্জনদা হইবে। যেখানে স্নাত নরগণ পুন-রায় গর্ভবেদনা দেখে না এবং বিষ্ণুসন্নিধানে বাস করে; যে সকল বহুপাপকঞ্চুক মানব-গণ প্রত্যহ সেই রেবার নির্ম্মল জলে স্নান করে, তাহারা তজ্জনিত ধর্ম্মবশতঃ নিরয়ে নিমগ্ন হয় না; দেববৎ স্বর্গে চারু বিচরণ করে। পুরাকালে বিধাতা, তীব্র ব্রত, দান, তপ, অধ্বর প্রভৃতির সহিত রেবাকে তুলা-দণ্ডে ধারণ করিয়াছিলেন; হে পিশাচ! সেই দুই ভাগের মধ্যে মোক্ষসাধিকা রেবা বরা হইয়াছিল। ১২৬—১৩৭। নারদ বল-

তেন সার্দ্ধং যযুঃ শীঘ্রং রেবামজ্জনহেতবে ॥ ১৩৮
ততো দৈবাৎ সমুৎপন্নো রেবারোধসি মারুতঃ
তেষাং প্রবাহসংস্পৃষ্টানাং গাত্রে জলকণপ্রদঃ॥১৩৯
রেবাজলকণস্পর্শাৎ পৈশাচ্যাত্তে বিমোচিতাঃ
তৎক্ষণাদ্দিব্যবপুষঃ প্রশশংসুশ্চ নর্ম্মদাম্ ॥১৪০
ততো লোমশবাক্যেন তাশ্চ গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ।
পরিণীতাঃ সুখং তেন বিপ্রেণ নর্ম্মদাতটে ॥১৪১
উবাস সুচিরং কালং স্নানপানাবগাহনৈঃ।
অর্চ্চিত্বা নর্ম্মদামত্র বিষ্ণুলোকং গতাশ্চ তে ॥
এবং তে কথিতো রাজন্নর্ম্মদাগুণসংশ্রয়ঃ।
ইতিহাসো মহাপুণ্যঃ শ্রবণাৎ পাপনাশনঃ ॥১৪৩

ইতি শ্রীপদ্মে স্বর্গখণ্ডে রেবামাহাত্ম্যবর্ণনে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

লেন,—পিশাচগণ লোমশের এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার সহিত রেবামজ্জনার্থে শীঘ্র প্রস্থান করিল। তারপর দৈবাৎ রেবাতীরে বায়ু (ঝড়) সমুৎপন্ন হইল। উহা রেবা-প্রবাহে স্পৃষ্ট হইয়া তীরস্থ সেই পিশাচদিগের গাত্রে জলকণা প্রদান করিল। তাহারাও রেবাজলকণা স্পর্শে তৎক্ষণাৎ পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইল,—দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক নর্ম্মদাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর লোমশের বাক্য অনুসারে সেই বিপ্র সুখে সেই কন্যাগণকে পরিণয় করিলেন। তাঁহারা নর্ম্মদাতটেই সুচির কাল স্নান-পান-অবগাহনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় নর্ম্মদাকে অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন; রাজন্! এই আমি তোমার নিকটে নর্ম্মদা-গুণ সম্বলিত, শ্রবণ মাত্রে পাপনাশক মহাপুণ্য ইতিহাস কহিলাম। ১৩৮—১৪৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অথান্যানি তু তীর্থানি বসিষ্ঠোক্তানি মে বদ।
শ্রুত্বা যানি চ পাপানি বিলয়ং যান্তি নারদ ॥১
নারদ উবাচ।
শৃণুষ্বাত্র হি তীর্থানি বসিষ্ঠোক্তানি পার্থিব ॥ ২
দাক্ষিণং সিন্ধুমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি বিমানঞ্চাধিরোহতি ॥ ৩
চর্ম্মণ্বতীং সমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
রন্তিদেবাভ্যনুজ্ঞাতো অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ হিমবৎসুতমর্ব্বুদম্।
পৃথিব্যা যত্র বৈ চ্ছিদ্রং পূর্ব্বমাসীদ্যুধিষ্ঠির ॥ ৫
তত্রাশ্রমো বসিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
পিঙ্গাতীর্থমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী নরাধিপ।
কপিলানাং নরব্যাঘ্র শতস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ প্রভাসং লোকবিশ্রুতম্

একাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নারদ! আর যে সকল তীর্থের বিষয় শুনিলে পাপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয়, বসিষ্ঠ-কথিত সেই সকল তীর্থের বিষয়ও আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—পার্থিব! বসিষ্ঠোক্ত তীর্থ সকল শ্রবণ কর। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় মানব দক্ষিণ সিন্ধুতে যাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায় এবং বিমানে আরোহণ করে। চর্ম্মণ্বতীতে যাইয়া নিয়ত ও নিয়তাশন হইলে রন্তিদেবের অভ্যনুজ্ঞা ক্রমে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ করিবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর হিমবৎপর্ব্বতের সুত অর্ব্বুদ পর্ব্বতে যাইবে। যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে এই স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল। এই স্থানে বসিষ্ঠের ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রম সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া গোসহস্রের (সহস্র গোদানের) ফল লাভ করিবে। নরাধিপ! পিঙ্গাতীর্থে উপস্পর্শ করিয়া ব্রহ্মচারী হইলে শত কপিলা দানের ফল পায়। ধর্ম্মজ্ঞ!

যত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ।
দেবতানাং মুখং বীর অনলোঽনিলসারথিঃ ॥৮
তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
ততো গত্বা সরস্বত্যাঃ সাগরস্য চ সঙ্গমম্।
গোসহস্রফলং প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০
দীপ্যমানোঽগ্নিবন্নিত্যং প্রভয়া ভরতর্ষভ।
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ ॥ ১১
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
বিরাজতি যথা সোমো বাজমেধঞ্চ বিন্দতি ॥১২
বরদানং ততো গচ্ছেত্তীর্থং ভরতসত্তম।
বিষ্ণোর্দুর্ব্বাসসা যত্র বরো দত্তো যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
বরদানে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৪
ততো দ্বারবতীং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
পিণ্ডারকে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্বহু সুবর্ণকম্ ॥১৫
তস্মিংস্তীর্থে মহারাজ পদ্মলক্ষণলক্ষিতাঃ।
অদ্যাপি মুদ্রা দৃশ্যন্তে তদদ্ভুতমরিন্দম ॥ ১৬
ত্রিশূলাঙ্কানি পদ্মানি দৃশ্যন্তে কুরুনন্দন।
মহাদেবস্য সান্নিধ্যং তত্রৈব ভরতর্ষভ ॥ ১৭
সাগরস্য চ সিন্ধোশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য ভারত।
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ ॥ ১৮
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চ ভরতর্ষভ।
প্রাপ্নোতি বারুণং লোকং দীপ্যমানং স্বতেজসা
শঙ্কুকর্ণেশ্বরং দেবমর্চ্চয়িত্বা যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধ দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২০
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥২১
তিমীতি নাম্না বিখ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা উপাসন্তে মহেশ্বরম্ ॥২২
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ রুদ্রং দেবগণৈর্বৃতম্।
জন্মপ্রভৃতি পাপানি কৃতানি নুদতে নরঃ ॥ ২৩
তিমিরত্র নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
জিত্বা তত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুনা দিতিনন্দনম্।

তথা হইতে যেখানে হুতাশন নিত্য স্বয়ং সন্নিহিত, সেই লোকবিশ্রুত প্রভাসে যাইবে। হে বীর! অনিলসারথি অনলই দেবতাদিগের মুখ। মানব সেই বরতীর্থে শুচি ও প্রযত ভাবে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! তার পর সরস্বতী ও সাগরের সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক গো-সহস্রের ফল লাভ করত দেহপ্রভায় নিত্য দীপ্যমান অগ্নিবৎ হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। এই সমুদ্র-তীর্থে স্নানপূর্ব্বক প্রযত মানসে ত্রিরাত্র বাস করত পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে। তাহা হইলে সে সোমের ন্যায় বিরাজ করে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১—১২। ভরতসত্তম যুধিষ্ঠির! তার পর যে স্থলে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুকে বর দিয়াছিলেন, সেই বরদান তীর্থে যাইবে। নর বরদানে স্নান করিয়া গোসহস্রের ফল লাভ করে। পরে নিয়ত ও নিয়তাশন থাকিয়া দ্বারবতী গমন করিবে। পিণ্ডারকে স্নান করিয়া নর বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। মহারাজ! সেই তীর্থে পদ্মাদি চিহ্নে চিহ্নিত মুদ্রা সকল অদ্যাপি দেখা যায়, অরিন্দম! ইহা অদ্ভুত! কুরুনন্দন! যেখানে ত্রিশূলচিহ্ন ও পদ্মচিহ্ন দেখা যায়, সেই স্থানেই মহাদেবের সান্নিধ্য। হে ভারত! সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গম পাইয়া সাগর তীর্থে স্নানপূর্ব্বক প্রযত মানসে পিতৃ-দেব-ঋষিগণের তর্পণ করিলে, হে ভরতর্ষভ! নিজতেজে দীপ্যমান হইয়া বরুণলোক লাভ করে। যুধিষ্ঠির! শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিলে দশগুণ ফল লাভ হয়; মনীষিগণ এরূপ বলেন। হে ভরতর্ষভ! যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরকে উপাসনা করেন, সেই তিমি নামে ত্রিলোকবিখ্যাত সর্ব্বপাপবিমোচন তীর্থে প্রদক্ষিণভাবে যাইবে। নর তথায় স্নানপূর্ব্বক দেবগণে বৃত রুদ্রকে অর্চ্চনা করিয়া জন্ম প্রভৃতি কৃত পাপ সকল পরিত্যাগ করে। নরশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীতে তিমি তীর্থ সর্ব্বদেবগণের অভি-ষ্টুত, সেখানে স্নান করিয়া অশ্বমেধ প্রাপ্ত

পুরা শৌচং কৃতং রাজন্ হত্বা দৈবতকণ্টকম্ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বসুধারামভিষ্টুতাম্।
গমনাদেব তস্যাং হি হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬
স্নাত্বা কুরুবরশ্রেষ্ঠ প্রযতাত্মা তু মানবঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
তীর্থঞ্চাপ্যপরং তত্র বসূনাং ভরতর্ষভ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বসূনাং সম্মতো ভবেৎ
সিন্ধুত্তমমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ লভেদ্বহু সুবর্ণকম্ ॥ ২৯
ব্রহ্মতুঙ্গং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি সুকৃতী বিরজা নরঃ ॥ ৩০
কুমারিকাণাং শক্রস্য তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
রেণুকায়াশ্চ তত্রৈব তীর্থং দেবনিষেবিতম্।
স্নাত্বা তত্র ভবেদ্বিপ্রো বিমলশ্চন্দ্রমা ইব ॥ ৩২
অথ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।

পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যে তু কীর্ত্তিতাঃ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা ন যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম ॥
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজন্ তত্র কুণ্ডলবিগ্রহঃ।
গবাং শতসহস্রস্য ফলঞ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥ ৩৫
গিরিকুঞ্জং সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
পিতামহং নমস্কৃত্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩৬
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বিমলং তীর্থমুত্তমম্।
অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে মৎস্যাঃ সৌবর্ণরাজতাঃ ॥
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেৎ পরমিকাং গতিম্ ॥
বিতস্তাঞ্চ সমাসাদ্য সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি বাজপেয়স্য ভারত ॥ ৩৯
কাশ্মীরেম্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ।
বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৪০
তত্র স্নাত্বা নরো নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্ ॥৪১

হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! পুরাকালে বিষ্ণু দিতিনন্দনকে পরাজিত করত দৈবতকণ্টক দানবদিগকে বিনাশ করিয়া এই স্থানে শৌচ করেন। ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর অভিষ্টুতা বসুধারা তীর্থে যাইবে। সেখানে গমন মাত্রই হয়মেধ যজ্ঞের ফল পাইবে। কুরুবরশ্রেষ্ঠ! প্রযতাত্মা মানব তথায় স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হয়। ভরতর্ষভ! সেখানে আরও একটী বসুদিগের তীর্থ আছে। তথায় স্নান এবং পান করিলে বসুদিগের সম্মত হইতে পারে। ১২—২৮। সিন্ধুত্তম নামে খ্যাত তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারিবে। শুচি প্রযতমানস মানব ব্রহ্মতুঙ্গ তীর্থে যাইয়া সুকৃতিসম্পন্ন ও বিরজা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কুমারিকা ও শক্র তীর্থ সিদ্ধনিষেবিত। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিলে শক্রলোক প্রাপ্ত হয়। সেখানেই রেণুকার তীর্থ আছে। তাহা দেবনিষেবিত; তথায় স্নান করিয়া বিপ্র বিমল

চন্দ্রমার ন্যায় হয়। অনন্তর নিয়ত ও নিয়তাশন মানব পঞ্চনদে যাইয়া ক্রমানুসারে কীর্ত্তিত পঞ্চ যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর উত্তম ভীমার স্থানে যাইবে। ভরতসত্তম! তথায় স্নান করিয়া নর আর যোনিতে বাস করে না। রাজন্! সে মনোহর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবীর পুত্র হয় এবং শত সহস্র গোদানের মহৎ ফল লাভ করে। হে তার পর অদ্যাপি যেখানে সৌবর্ণ ও রাজত মৎস্য সকল দৃষ্ট হয়, সেই উত্তম বিমল তীর্থে যাইবে। নরশ্রেষ্ঠ! তথায় স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমা গতি লাভ করে। ভারত! নর বিতস্তা তীর্থে যাইয়া পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করত বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ২৯—৩১। কাশ্মীর দেশে তক্ষক নাগের বিতস্তা নামে সর্ব্বপাপপ্রমোচন ভবন আছে। নর তথায় স্নান করিলে নিশ্চিত বাজপেয় যজ্ঞের ফল পায় এবং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমা

ততো গচ্ছেত মলদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
পশ্চিমায়াস্তু সন্ধ্যায়ামুপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥ ৪২
চরুং সপ্তার্চ্চিষে রাজন্ যথাশক্তি নিবেদয়েৎ
পিতৄণামক্ষয়ং দানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৩
গবাং শতসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
অশ্বমেধসহস্রেণ শ্রেয়ান্ সপ্তার্চ্চিষশ্চরুঃ ॥ ৪৪
ততো নিবৃত্তো রাজেন্দ্র রুদ্রাস্পদমথাবিশেৎ।
অভিগম্য মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৫
মণিমন্তং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
একরাত্রোষিতো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
অথ গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোকবিশ্রুতাম্
প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥ ৪৭
ত্রিশূলপাণেঃ স্থানঞ্চ যত্র লোকেষু বিশ্রুতম্।
দেবিকায়াং নরঃ স্নাত্বা অভ্যর্চ্চ্য চ মহেশ্বরম্।
যথাশক্তি নরস্তত্র নিবেদ্য ভরতর্ষভ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ৪৯

কামাখ্যং তত্র রুদ্রস্য তীর্থং দেবর্ষিসম্মতম্।
তত্র স্নাত্বা নরঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমাপ্নোতি ভারত
যজন যাজনং গত্বা তথৈব ব্রহ্মবালকম্।
পুষ্পন্যাস উপস্পৃশ্য ন শোচেন্মরণং ততঃ ॥৫১
অর্দ্ধযোজনবিস্তারাং পঞ্চযোজনমায়তাম্।
এতাবদ্দেবিকামাহুঃ পুণ্যাং দেবর্ষিসম্মতাম্ ॥৫২
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘসত্রং যথাক্রমম্ ॥ ৫৩
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ
দীর্ঘসত্রমুপাসন্তে দীক্ষিতা নিয়তব্রতাঃ ॥ ৫৪
গমনাদেব রাজেন্দ্র দীর্ঘসত্রমরিন্দম।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥ ৫৬
চমসে চ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে
স্নাত্বা তু চমসোদ্ভেদে অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
শিবোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ

গতি লাভ করে। তার পর ত্রিলোকে বিশ্রুত মলদ তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে সায়ংসন্ধ্যা সময়ে যথাবিধি স্নান-আচমনপূর্ব্বক যথাশক্তি চরু প্রস্তুত করিয়া সপ্তার্চ্চির উদ্দেশ্যে অগ্নিকে নিবেদন করিবে। মনীষিগণ বলেন,—ইহা পিতৃলোকের অক্ষয় দান। শত সহস্র গোদান, শত রাজসূয় বা সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও উক্ত নিয়মে সপ্তার্চ্চি চরু দান শ্রেয়স্কর। রাজেন্দ্র! সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরে রুদ্রাস্পদ তীর্থে যাইবে। সেখানে মহাদেবের অভিগমন করিয়া অশ্বমেধের ফল পাইবে। রাজন! মণিমন্ত তীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে একরাত্রি বাস করিলে যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে ভরতর্ষভ। অনন্তর যেখানে বিপ্রগণের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় এবং যাহা ত্রিশূলপাণির স্থান বলিয়া লোকে বিখ্যাত, হে রাজেন্দ্র! সেই লোকবিশ্রুতা দেবিকা তীর্থে যাইবে। হে ভরতর্ষভ! দেবিকা তীর্থে স্নানপূর্ব্বক যথাশক্তি উপহার দানে মহেশ্বরকে পূজা করিয়া সর্ব্ব-কামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ভারত! সেখানে দেবর্ষিসম্মত, কাম নামে খ্যাত রুদ্রের তীর্থ আছে। নর সেখানে স্নান করিয়া ক্ষিপ্র সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৪০—৫০। যজন, যাজন, ব্রহ্মবালক এবং পুষ্পন্যাস তীর্থে যাইয়া স্নান করিলে মরণ জন্য আর শোক করিতে হয় না। দেবর্ষিসম্মত পুণ্যা দেবিকা, অর্দ্ধ যোজন বিস্তারযুক্তা ও পঞ্চ যোজন আয়তা, এইরূপ কথিত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ। তার পর যথাক্রমে যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ দীক্ষিত ও নিয়তব্রত হইয়া দীর্ঘসত্রের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘসত্র তীর্থে যাইবে। হে অরিন্দম রাজেন্দ্র। দীর্ঘসত্রে গমন মাত্রেই মানব রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। তার পর সরস্বতী যে স্থানে মরুভূমিতে অন্তর্হিতা হইয়া প্রবাহিতা, সেই বিনশন তীর্থে যাইবে। চমসে, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদে তিনি দৃশ্যা হইয়াছেন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ

নাগোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ॥৫৮
শশযানঞ্চ রাজেন্দ্র তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্।
শশরূপপ্রতিচ্ছন্নাঃ পুষ্করা যত্র ভারত॥ ৫৯
সরস্বত্যাং মহাভাগ অনুসংবৎসরং হি তে।
স্নায়ন্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বৃত্তাং বৈ কার্ত্তিকীং সদা॥
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দ্যোততে শিববৎ সদা।
গোসহস্রকলঞ্চৈব প্রাপ্নুয়াস্তরতর্ষভ॥ ৬১
কুমারকোটিমাসাদ্য নিয়তঃ কুরুনন্দন।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ॥
গবাময়ুতমাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ রুদ্রকোটিং সমাহিতঃ॥
পুরা যত্র মহারাজ ঋষিকোটিঃ সমাহিতা।
হর্ষেণ চ সমাবিষ্টা দেবদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ৬৪
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং দ্রক্ষ্যামি বৃষভধ্বজম্।
এবং সম্প্রস্থিতা রাজন্নৃষয়ঃ কিল ভারত॥ ৬৫
ততো যোগীশ্বরেণাপি যোগমাস্থায় ভূপতে।
তেষাং মন্যুপ্রশান্ত্যর্থমৃষীণাং ভবিতাত্মনাম্॥
সৃষ্টা তু কোটী রুদ্রাণামৃষীণামগ্রতঃ স্থিতা।
ময়া পূর্ব্বং হরো দৃষ্ট ইতি তে মেনিরে পৃথক্॥
তেষাং তুষ্টো মহাদেব ঋষীণামুগ্রতেজসাম্।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ বরং তেষাং প্রদত্তবান্
অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাকং ধর্ম্মবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৬৯
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র রুদ্রকোট্যাং নরঃ শুচিঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥ ৭০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্
সরস্বত্যাং মহাপুণ্যামুপাসীত জনার্দ্দনম্॥ ৭১
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
অভিগচ্ছন্তি রাজেন্দ্র চৈত্রে শুক্লচতুর্দ্দশীম্॥ ৭২
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিন্দেদ্বহু সুবর্ণকম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৭৩

হয়। নর শিবোদ্ভেদে স্নান করিয়া গো-সহস্রের ফল পায়, আর নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্ত হয়। হে ভারত। অনন্তর যেখানে পুষ্কর সকল শশরূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সেই শশযান তীর্থে যাইবে। তথায় সরস্বতীতে সাধুগণ প্রতি-বৎসর কার্ত্তিক মাসে সতত স্নান করেন। হে নরব্যাঘ্র। সেখানে স্নান করিলে শিববৎ দ্যুতিসম্পন্ন হয়। হে ভরতর্ষভ। আর গোসহস্র দানের ফলও পায়। ৫১—৬১। কুরুনন্দন! কুমারকোটি তীর্থে যাইয়া নিয়ত ভাবে স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইবে। তাহা হইলে অযুত গোদান জন্য ফল প্রাপ্ত হয় এবং কোটি কুল উদ্ধার করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর সমাহিত নর রুদ্রকোটি তীর্থে যাইবে। হে মহারাজ! প্রসিদ্ধি আছে যে, পূরাকালে ঐ স্থানে সমাহিত ভাবে কোটি ঋষি দেবদর্শন কামনায় মহাহর্ষে সমাবিষ্ট হইয়া বৃষধ্বজকে "আমি অগ্রে দেখিব, আমি অগ্রে দেখিব" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রস্থিত হইয়াছিলেন। ভূপতে। তখন যোগীশ্বর হরও সেই ভাবিতাত্মা মুনিগণের মন্যু (দুঃখ) প্রশান্তি নিমিত্ত কোটি রুদ্র সৃষ্টি করিলেন, রুদ্রগণ ঋষি-গণের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। মুনি-গণও প্রত্যেকেই "হরকে আমিই অগ্রে দেখিলাম" বলিয়া মনে করিলেন। রাজন্! মহাদেব সেই উগ্রতেজা ঋষিগণের পরম ভক্তি বশে তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিলেন;—'অদ্য প্রভৃতি তোমাদিগের ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে।' হে নরব্যাঘ্র। সেই রুদ্র-কোটিতে শুচি নর স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। রাজেন্দ্র। তার পর মহাপুণ্য লোকবিশ্রুত সরস্বতীসঙ্গম তীর্থে যাইবে; সেখানে জনার্দ্দনের উপাসনা করিবে। রাজেন্দ্র! এই স্থানে ব্রহ্মাদি দেব ও ঋষি-সিদ্ধ-চারণগণ চৈত্র মাসে শুক্ল চতুর্দ্দশী দিনে গমন করেন। হে নরব্যাঘ্র। সেখানে স্নান করিয়া বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া শিবলোকে গমন

ঋষীণাং যত্র সত্রাণি সমাপ্তানি নরাধিপ।
তত্রাবসানমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ॥ ৭৪
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে তীর্থমাহাত্ম্যে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টুতম্।
পাপেভ্যো বিপ্রমুচ্যন্তে তদ্গতাঃ সর্বজন্তবঃ॥১
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥২
তত্র মাসং বসেদ্বীরঃ সরস্বত্যাং নরাধিপ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা যত্র ব্রহ্মর্ষিচারণাঃ॥ ৩
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষাঃ পন্নগাশ্চ মহীপতে।
ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্তি ভারত॥ ৪
মনসাপ্যভিকামস্য কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির।
পাপানি বিপ্রণশ্যন্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৫
গত্বা হি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ কুরুক্ষেত্রং কুরূদ্বহ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
ততো মচক্রুকং রাজন্ দ্বারপালং মহাফলম্।
যং বৈ সমভিবাদ্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ॥৭
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্।
সততং নাম রাজেন্দ্র যত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥ ৮
তত্র স্নাত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ত্রিলোকপ্রভবং হরিম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৯
ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি
মানবঃ॥ ১০
পৃথিব্যাস্তীর্থমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ১১
ততঃ শাল্কিকিনিং গত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ।
দশাশ্বমেধিকে স্নাত্বা তদেব লভতে ফলম্॥১২
সর্পির্নদীং সমাসাদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি নাগলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ১৩

করে। নরাধিপ! ঋষিদিগের যেস্থলে সত্র সকল সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থলে অবসান (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। ৬২—৭৪।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তার পর অভিষ্টুত কুরুক্ষেত্র তীর্থে যাইবে। সেখানে গত সকল জন্তুই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি "কুরুক্ষেত্রে যাইব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব" সতত এরূপ বলে, সেও সর্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। হে ভারত নরাধিপ মহীপতে! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষি, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সর, যক্ষ, পন্নগ প্রভৃতি সকলেই যে পুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে অভিগমন করেন, ধীর নর সরস্বতীর সেই তীর্থে এক মাস বাস করিবে। যুধিষ্ঠির! মানব মনে মনেও যদি কুরুক্ষেত্রে গমন করে, তবে পাপ সকল বিনষ্ট হয় এবং সে ব্রহ্মলোকে যায়। কুরূদ্বহ! শ্রদ্ধাযুক্ত মানব কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। রাজন্! পরে দ্বারপাল নামে মহাফল মচক্রুক তীর্থে যাইবে সেই তীর্থের অভিবাদন মাত্র করিলেই গোসহস্রের ফল লাভ হয়। হে ধর্মজ্ঞ রাজেন্দ্র! তথা হইতে হরি যেখানে সন্নিহিত বিষ্ণুর অনুত্তম স্থান সেই সতত নামক তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নানপূর্বক ত্রিলোকপ্রভব হরিকে দর্শন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। পরে মানব ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পারিপ্লব তীর্থে যাইবে। সেখানে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল পাইবে। পরে পৃথিবীর তীর্থে যাইয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। নরাধিপ! তার পর তীর্থসেবী মানব শাল্কিকিনি তীর্থে যাইয়া দশাশ্বমেধিক তীর্থে স্নান করিলেও পূর্বোক্ত ফল লাভ করে। ১—১২। নাগগণের উত্তম তীর্থ সর্পির্নদীতে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দ্বারপালমতর্ণকম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ
ততঃ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥১৫
অশ্বিনোস্তীর্থমাগম্য রূপবানভিজায়তে।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ॥১৬
বিষ্ণুর্বরাহরূপেণ পুরা যত্র স্থিতোঽভবৎ।
তত্র স্থিত্বা নরব্যাঘ্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
ততো জয়িন্যাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থং সমাবিশেৎ
স্নাত্বা ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়স্য মানবঃ ॥ ১৮
একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
কৃতশৌচং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কৃতশৌচো ভবেচ্চ সঃ ॥২০
ততো মুঞ্জাবটং নাম মহাদেবস্য ধীমতঃ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
তত্রৈব চ মহারাজ পম্পাং লোকপরিশ্রুতাম্।
স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২
কুরুক্ষেত্রস্য তদ্দ্বারং বিশ্রুতং ভরতর্ষভ ॥ ২৩
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তীর্থসেবী সমাহিতঃ।
সংমিতে পুষ্করাণাঞ্চ স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥
জামদগ্ন্যেন রামেণ আহূতে বৈ মহাত্মনা।
কৃতকৃত্যো ভবেদ্রাজন্নশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৫
ততো রামহ্রদং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ ॥ ২৬
যত্র রামেণ রাজেন্দ্র তরসা দীপ্ততেজসা।
ক্ষত্রমুৎসার্য্য বীর্য্যেণ হ্রদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ ॥২৭
পূরয়িত্বা নরব্যাঘ্র রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্।
পিতরস্তর্পিতাঃ সর্ব্বে তথৈব প্রপিতামহাঃ ॥২৮
ততস্তে পিতরঃ প্রীতা রামমূচুর্মহীপতে।
রাম রাম মহাভাগ প্রীতাঃ স্ম তব ভার্গব ॥ ২৯
অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ চ তে বিভো।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে কিমিচ্ছসি মহামতে ॥ ৩০
এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্র রামঃ প্রবদতাং বরঃ।

এবং নাগলোকে গমন করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ। তথা হইতে দ্বারপাল নামক অতর্ণকি তীর্থে যাইবে। তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। তার পর নিয়ত ও নিয়তাশন মানব পঞ্চনদ তীর্থে স্নানাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তীর্থে যাইলে মানব রূপবান্ হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মজ্ঞ। তার পর পুরাকালে বিষ্ণু বরাহরূপে যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, সেই উত্তম বরাহ তীর্থে যাইবে। হে নরব্যাঘ্র। তথায় স্থিতি করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। রাজেন্দ্র। তথা হইতে জয়নী দেশে স্থিত সোম তীর্থে প্রবিষ্ট হইবে। মানব তথায় স্নান করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। নর একহংস তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। হে কুরূদ্বহ! তীর্থসেবী মানব কৃতশৌচ তীর্থে যাইয়া পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পায় এবং কৃতশৌচ হয়। তার পর ধীমান্ মহাদেবের মুঞ্জাবট নামে যে তীর্থ আছে, তথায় যাইয়া এক রজনী বাস করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র। তত্রত্য লোকপরিশ্রুত পম্পা তীর্থে অভিগমনপূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। ১৩—২১। হে ভরতর্ষভ। ঐ তীর্থ কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া বিশ্রুত। মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম ঐ স্থানে পুষ্কর তীর্থকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রুত হয়। তীর্থসেবী মানব প্রদক্ষিণক্রমে সেই পম্পা সরোবরে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে। তাহা হইলে কৃতকৃত্য হইবে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। হে নরাধিপ! অনন্তর তীর্থসেবী মানব রামহ্রদে যাইবে। হে রাজেন্দ্র! আমরা শুনিয়াছি, দীপ্ততেজা রাম বীর্য্যপ্রভাবে বলপূর্ব্বক ক্ষত্রকুল উৎসারণ করত তাহাদের রুধিরে পূর্ণ পাঁচটী হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া সেই রক্তে সমস্ত পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। হে মহীপতে! তাহাতে তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হইয়া রামকে বলিলেন,—রাম! রাম! হে মহাভাগ ভার্গব! আমরা তোমার এই পিতৃভক্তি এবং বিক্রম দ্বারা প্রীত হইয়াছি; হে অনঘ!

অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পিতৃন্ স গগনে স্থিতান্॥
ভবন্তো যদি মে প্রীতা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
পিতৃপ্রসাদাদিচ্ছেহং তপসাপ্যায়নং পুনঃ॥ ৩২
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া।
ততশ্চ পাপান্মুচ্যেয়ং যুষ্মাকং তেজসা হ্যহম্॥
হ্রদাশ্চ তীর্থভূতা মে ভবেয়ুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ॥৩৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামস্য পিতরস্তদা।
প্রত্যূচুঃ পরপ্রীতা রামং তোষসমন্বিতাঃ॥ ৩৫
তপস্তে বর্দ্ধতাং ভূয়ঃ পিতৃভক্ত্যা বিশেষতঃ।
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ত্বয়া ৩৬
ততশ্চ পাপান্মুক্তস্ত্বং নিহতাস্তে স্বকর্ম্মণা।
হ্রদাশ্চ তব তীর্থত্বং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭
হ্রদেষ্বেতেষু যঃ স্নাত্বা পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি।
পিতরস্তস্য বৈ প্রীতা দাস্যন্তি ভুবি দুর্লভম্।
ঈপ্সিতং মনসঃ কামং স্বর্গলোকঞ্চ শাশ্বতম্॥৩৯
এবং দত্ত্বা বরং রাজন্ রামস্য পিতরস্তদা।
আমন্ত্র্য ভার্গবং প্রীতাস্তত্রৈবান্তর্হিতাস্ততঃ॥ ৩৯
এবং রামহ্রদাঃ পুণ্যা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ॥ ৪০
স্নাত্বা হ্রদেষু রামস্য ব্রহ্মচারী শুভব্রতঃ।
রামমভ্যর্চ্চ্য রাজেন্দ্র লভেদ্বহু সুবর্ণকম্॥ ৪১
বংশমূলং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ।
স্ববংশমুদ্ধরেদ্রাজন্ স্নাত্বা বৈ বংশমূলকে॥ ৪২
কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ভরতসত্তম।
শরীরশুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাতস্তস্মিন্ন সংশয়ঃ।
শুদ্ধদেহস্তু সংযাতি শুভাঁল্লোকাননুত্তমান্॥ ৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্য-দুর্লভম্।
লোকা যত্রোদ্ধৃতাঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥
লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতম্।

বর গ্রহণ কর, তোমার ভাল হউক। হে মহামতে! তুমি কি ইচ্ছা কর? রাজেন্দ্র! বক্তৃশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া গগনে স্থিত সেই পিতৃগণকে কৃতাঞ্জলি সহকারে এই বাক্য বলিলেন;—আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, আমি যদি আপনাদিগের অনুগ্রাহ্য হই, তবে আমি পিতৃগণের প্রসাদে আমার তপস্যার আপ্যায়ন ইচ্ছা করি। আর আমি যে রোষাভিভূত হইয়া ক্ষত্রকুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে সে পাপ হইতেও যেন মুক্ত হই। আর আমার এই হ্রদকয়টীও তীর্থভূত হইয়া ভূমণ্ডলে বিশ্রুত হইবে। ২৩—৩৪। তখন তোষ-সমন্বিত পিতৃগণ রামের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া রামকে বলিলেন,—তোমার এই সবিশেষ পিতৃভক্তি প্রভাবে তপস্যা পুনরায় বর্দ্ধিত হউক। তুমি যে রোষসমন্বিত হইয়া ক্ষত্রকুলের উৎসাদন করিয়াছ, সে পাপ হইতে মুক্ত হইলে। তাহারা নিজ কর্ম্মেই নিহত হইয়াছে। তোমার এই হ্রদ কয়টিও তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইল, সংশয় নাই। এই সকল হ্রদে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃগণের সম্যক্ তর্পণ করিবে, পিতৃগণ তাহার প্রতি প্রীত হইয়া পৃথিবীতে যাহা যাহা দুর্লভ পর্য্যাপ্তরূপে সেই সকল মনোভীষ্ট এবং শাশ্বত স্বর্গলোক প্রদান করিবেন। রাজন্! রামের পিতৃগণ এইরূপ বরদানপূর্ব্বক ভার্গবকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রীত চিত্তে সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। মহাত্মা ভার্গবকৃত পুণ্য রামহ্রদ কয়টীর বিবরণ এইরূপ। রাজেন্দ্র। ব্রহ্মচারী শুভব্রত মানব রামহ্রদ স্নান করিয়া রামের পূজা করিলে বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। হে কুরূদ্বহ রাজন্! তীর্থসেবী মানব বংশমূল তীর্থে যাইবে। বংশমূল তীর্থে স্নান করিলে স্ববংশ উদ্ধার করিতে পারে। ৩৫—৪২। ভরত-সত্তম! কায়শোধন তীর্থে যাইয়া মানব দেহশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। শুদ্ধদেহ মানব শুভ অনুত্তম লোক সকলে গমন করে। রাজেন্দ্র! তথা হইতে ত্রৈলোক্য দুর্লভ লোকোদ্ধার তীর্থে যাইবে। পুরাকালে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু ঐ স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক লোক

স্নাত্বা তীর্থবরে রাজন্ লোকানুদ্ধরতে স্বকান্।
শ্রীতীর্থঞ্চ সমাসাদ্য বিন্দতে শ্রিয়মুত্তমাম্॥ ৪৭
কপিলাতীর্থমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দেবানিহ পিতৃংস্তথা॥৪৮
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ।
সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ॥ ৪৯
অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি॥
গবাং ভবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমম্।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণো গোসহস্রফলং লভেৎ
গঙ্গাতীর্থং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
কোন্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা লভতে বীর্য্যমুত্তমম্॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দ্বারপালং সবর্ণকম্।
তস্য তীর্থং সরস্বত্যাং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥ ৫৩
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মাবর্ত্তং নরাধিপ।
ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥৫৫
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ সুতীর্থকমনুত্তমম্।
যত্র সন্নিহিতা নিত্যং পিতরো দৈবতৈঃ সহ॥৫৬
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পিতৃলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৫৭
ততোঽম্বুতীর্থং ধর্ম্মজ্ঞ সমাসাদ্য যথাক্রমম্।
কাশীশ্বরস্য তীর্থেষু স্নাত্বা ভরতসত্তম।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥৫৮
মাতৃতীর্থঞ্চ তত্রৈব যত্র স্নাতস্য পার্থিব।
প্রজা বিবর্দ্ধতে রাজন্ স্বর্গতিং সমবাপ্নুয়াৎ॥৫৯
ততঃ শীতবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
তীর্থং তত্র মহারাজ মহদন্যত্র দুর্ল্লভম্।
পুনাতি দর্শনাদেব দণ্ডেনৈকং নরাধিপ॥ ৬০
কেশানভ্যর্চ্চ্য বৈ তস্মিন পূতো ভবতি ভারত।
তত্র তীর্থবরঞ্চান্যৎ স্নাতলোকার্ত্তিহং স্মৃতম্॥

সকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজন্! ত্রৈলোক্যবিশ্রুত উক্ত তীর্থবর লোকোদ্ধারে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক স্বকীয় লোক সকলের উদ্ধার করিতে পারে। শ্রীতীর্থে যাইয়া উত্তমা শ্রী লাভ করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী সমাহিত মানব কপিলা তীর্থে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক দেব-পিতৃগণের অর্চ্চনা করত সহস্র কপিলাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। নিয়ত মানসে সূর্য্য তীর্থে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করিয়া উপবাসপরায়ণ হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সূর্য্যলোকে গমন করে। তীর্থসেবী মানব যথাক্রমে গো-ভবন তীর্থে যাইয়া তথায় স্নান করিলে গো-সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব গঙ্গা তীর্থে যাইয়া তত্রত্য কোন তীর্থে স্নান করিলে উত্তম বীর্য্য লাভ করে। ৪৩—৫২। রাজেন্দ্র! তার পর অতি প্রশস্ত দ্বারপাল তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থ মহেন্দ্রতীর্থবৎ সরস্বতীতে অবস্থিত। রাজন্! তথায় স্নান করিয়া নর অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরাধিপ! তার পর ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে যাইবে। নর ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর যেখানে পিতৃগণ দেবগণ সহ নিত্য সন্নিহিত, সেই অনুত্তম সুতীর্থক তীর্থে যাইবে। তথায় স্নান করিবে; পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইবে। তাহা হইলে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃলোকে গমন করে। তার পর যথাক্রমে অন্য সকল তীর্থে যাইবে। হে ভরতসত্তম! কাশীশ্বরের তীর্থ সকলে স্নান করিয়া মানব সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে সম্মান লাভ করে। রাজন্! যেখানে স্নান করিলে প্রজা বিবর্দ্ধিত হয় এবং স্বর্গে গমন করে। হে পার্থিব! সেই মাতৃতীর্থও তথায় অবস্থিত। মহারাজ! তার পর নিয়ত ও নিয়তাশন মানব শীতবন তীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থের ন্যায় মহৎ তীর্থ অন্যত্র দুর্লভ। হে নরাধিপ! উহার দর্শন মাত্রে মানব একদণ্ড মধ্যে পবিত্র হয়। ভারত! সেই তীর্থে কেশ সকলের অভ্যর্চ্চনা (ছেদনপূর্ব্বক তীর্থে নিক্ষেপ)

তত্র বিপ্রা নরব্যাঘ্র বিদ্বাংসস্তত্ত্বতৎপরাঃ।
গতিং গচ্ছন্তি পরমাং স্নাত্বা ভরতসত্তম ॥ ৬২
স্বর্ণলোমাপনয়নে তীর্থে ভরতসত্তম।
প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি স্বলোমানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পূতাত্মানশ্চ রাজেন্দ্র প্রযান্তি পরমাং গতিম্।
দশাশ্বমেধিকে চৈব তস্মিংস্তীর্থে মহীয়তে ॥৬৪
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানুষং লোকবিশ্রুতম্
তত্র কৃষ্ণা মৃগা রাজন্ ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ।
বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ ॥ ৬৬
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬৭
মানুষস্য তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে।
অপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা ॥৬৮
শ্যামাকভোজনং তত্র যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ।
দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্দিশ্য তস্য ধর্ম্মফলং মহৎ ॥৬৯
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄংস্তথা।
উষিত্বা রজনীমেকামগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৭১
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
ব্রহ্মোদুম্বরমিত্যেবং প্রকাশং ভুবি ভারত ॥৭২
তত্র সপ্তর্ষিকুণ্ডেষু স্নাতস্য ভরতর্ষভ।
কেদারে চৈব রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৩
ব্রহ্মাণমভিগম্যাথ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥ ৭৪
কপিষ্ঠলস্য কেদারং সমাসাদ্য সুদুর্ল্লভম্।
অন্তর্দ্ধানমবাপ্নোতি তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ ॥ ৭৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সরকং লোকবিশ্রুতম্
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামভিগম্য বৃষধ্বজম্।
লভতে সর্ব্বকামান্ হি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
তিস্রঃ কোট্যশ্চ তীর্থানাং সর্ব্বা হি কুরুনন্দন।

করিলে পবিত্র হয়। সেইখানেই আর একটী বরতীর্থ আছে, তাহা স্নাত-লোকার্জিত নামে স্মৃত হয়। হে ভরতসত্তম নরব্যাঘ্র! সেখানে বিদ্বান্ তত্ত্বতৎপর বিপ্রগণ স্নান করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ৫৩—৬২। ভরতসত্তম! স্বর্ণলোমাপনয়ন তীর্থে দ্বিজোত্তমগণ প্রাণায়াম করিয়া স্বকীয় লোম (পাপ) সকল নির্হরণ করেন এবং হে রাজেন্দ্র! পূতাত্মা হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন। হে মহীপতে! ঐ স্থানে দশাশ্বমেধিক নামে তীর্থ আছে; হে নরব্যাঘ্র! তথায় স্নান করিয়া মানব পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! তারপর লোকবিশ্রুত মানুষ তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে কৃষ্ণ মৃগগণ ব্যাধশরে পীড়িত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহন করত মানুষত্ব লাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত নর সেই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। মহীপতে! মানব তীর্থের ক্রোশমাত্র পূর্ব্বদিকে অপগা নামে সিদ্ধনিষেবিতা নদী আছে। যে মানব সেখানে দেব-পিতৃগণের উদ্দেশে শ্যামাক ভোজন প্রদান করে, তাহার ধর্ম্মফল অতি মহৎ। একটি বিপ্রকে ভোজন করাইলেই কোটি বিপ্র ভোজিত হয়; সেখানে স্নানপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর পৃথিবীতে ব্রহ্মোদুম্বর নামে যাহার প্রকাশ, হে ভারত! ব্রহ্মার স্থান সেই উত্তম তীর্থে যাইবে। ভরতর্ষভ! তথায় সপ্তর্ষিকুণ্ডে কেদারে এবং মহাত্মা কপিলের তীর্থে স্নান করিয়া পরে শুচি ও প্রযতমানসে ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কপিষ্ঠলের কেদার তীর্থ সুদুর্লভ; তথায় যাইয়া তপঃপ্রভাবে দগ্ধকিল্বিষ হয় এবং অন্তর্দ্ধান লাভ করে। রাজেন্দ্র! তার পর লোকবিশ্রুত সরক তীর্থে যাইবে। তথায় কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃষধ্বজের অভিগমন করিলে সর্ব্বকাম লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। ৬৩—৭৬। হে কুরুনন্দন! তিনকোটি তীর্থ সমস্তই রুদ্র-

রুদ্রকোট্যাং তথা কূপে হ্রদেষু চ সমন্ততঃ। ৭৭
ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম। ৭৮
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄনপি।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি। ৭৯
কিন্দানে চ নরঃ স্নাত্বা কিংযজ্ঞে চ মহীপতে।
অপ্রমেয়মবাপ্নোতি দানং যজ্ঞং তথৈব চ। ৮০
কলস্যাং বার্য্যুপস্পৃশ্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
সরকস্য তু পূর্ব্বেণ নারদস্য মহাত্মনঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ শুভং তীর্থং রামজন্মেতি বিশ্রুতম্।
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা প্রাণাংশ্চোৎসৃজ্য ভারত।
নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতো লোকানাপ্নোতি দুর্লভান্। ৮৩
শুক্লপক্ষে দশম্যান্তু পুণ্ডরীকং সমাবিশেৎ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুণ্ডরীকফলং লভেৎ
ততস্ত্রিবিষ্টপং গচ্ছেৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বৈতরণী পুণ্যা নদী পাপপ্রমোচনী। ৮৫
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্। ৮৬
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ফলকীবনমুত্তমম্।
তত্র দেবাঃ সদা রাজন্ ফলকীবনমাশ্রিতাঃ।
তপশ্চরন্তি বিপুলং বহুবর্ষসহস্রকম্। ৮৭
দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ
তীর্থে চ সর্ব্বদেবানাং স্নাত্বা ভরতসত্তম।
গোসহস্রস্য রাজেন্দ্র ফলমাপ্নোতি মানবঃ। ৮৯
পাণিখাতে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ।
অবাপ্নুতে রাজসূয়মৃষিলোকঞ্চ গচ্ছতি। ৯০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ মিশ্রকং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র তীর্থানি রাজেন্দ্র মিশ্রিতানি মহাত্মনা। ৯১
ব্যাসেন নৃপশার্দ্দূল দ্বিজার্থমিতি নঃ শ্রুতম্।
সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতি মিশ্রকে স্নাতি যো নরঃ।
ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।

কোটিতে কূপে ও হ্রদে ইতস্ততঃ অবস্থিত আছে। ভরতসত্তম! সেখানেই ইলাস্পদ তীর্থ আছে। তথায় স্নানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। মহীপতে! কিন্দান তীর্থে এবং কিংযজ্ঞ তীর্থে স্নান করিলে নর দান এবং যজ্ঞের অপ্রমেয় ফল প্রাপ্ত হয়। কলসী তীর্থের জলে উপস্পর্শ করিলে মানব বহু ফল লাভ করে। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সরক তীর্থের পূর্ব্বদিকে রামজন্ম নামে বিশ্রুত মহাত্মা নারদের শুভ তীর্থ আছে; হে ভারত! নর সেই তীর্থে স্নান এবং প্রাণবিসর্জ্জন করিলে নারদ কর্ত্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া দুর্লভ লোক সকল প্রাপ্ত হয়। রাজন্! শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে পুণ্ডরীক তীর্থে প্রবিষ্ট হইবে; নর সেখানে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তার পর ত্রিলোকে বিশ্রুত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে যাইবে। তথায় পাপপ্রমোচিনী পুণ্যা বৈতরণী নদী আছে; সেখানে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ শূলপাণিকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম ফলকীবন তীর্থে যাইবে। সেই ফলকীবন আশ্রয় করিয়া দেবগণ সদা বহু সহস্রবর্ষ বিপুল তপশ্চরণ করেন। মানব দৃষদ্বতীতে স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেবতাগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল পায়। ৭৭—৮৮। হে ভরতসত্তম রাজেন্দ্র! মানব সর্ব্বদেব তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। পাণিখাত তীর্থে স্নানপূর্ব্বক দেবতাগণের তর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ঋষিলোকে গমন করে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পরে লোকবিশ্রুত মিশ্রক তীর্থে যাইবে। হে নৃপশার্দ্দূল! তথায় মহাত্মা ব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্ত সমস্ত তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন; ইহা আমরা শুনিয়াছি। যে নর মিশ্রকে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয়। অনন্তর নিয়ত ও নিয়তাশন

মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ॥৯৩
গত্বা মধুবটীঞ্চাপি দেব্যাঃ স্থানং নরঃ শুচিঃ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়েদ্দেবান্ পিতৃংশ্চ নিয়তঃ শুচিঃ॥
স দেব্যা সমনুজ্ঞাতো গোসহস্রফলং লভেৎ॥
কৌশিক্যাঃ সঙ্গমে যস্তু দৃষদ্বত্যাশ্চ ভারত।
স্নাতো বৈ নিয়তাহারঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ততো ব্যাসস্থলী নাম যত্র ব্যাসেন ধীমতা।
পুত্রশোকাভিতপ্তেন দেহত্যাগায় নিশ্চয়ঃ॥৯৭
কৃতো দেবৈশ্চ রাজেন্দ্র পুনরুত্থাপিতস্তথা।
অভিগম্য স্থলীং তস্য গোসহস্রফলং লভেৎ।৯৮
ঋণান্তং কূপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ।
গচ্ছেত পরমাং সিদ্ধিমৃণৈর্মুক্তো নরেশ্বর॥৯৯
বেদীতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ
অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে তু সুদুর্লভে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ॥
মৃগধূমং ততো গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র রুদ্রপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য চ মানবঃ।
শূলপাণিং মহাত্মানমশ্বমেধফলং লভেৎ॥১০২
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ
অথ বামনকং গত্বা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥
তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য চ বামনম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥১০৪
কুলম্পুনে নরঃ স্নাত্বা পুনাতি স্বকুলং নরঃ॥
পবনস্য হ্রদং গত্বা মরুতাং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বায়ুলোকে মহীয়তে॥১০৬
অমরাণাং হ্রদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্যামরাধিপম্।
অমরাণাং প্রভাবেণ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥১০৭
শালিহোত্রস্য রাজেন্দ্র শালিসূর্য্যে যথাবিধি।
স্নাত্বা নরবরশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ॥১০৮
শ্রীকুঞ্জঞ্চ সরস্বত্যাং তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥
ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ সমাসাদ্য সুদুর্লভম্।

হইয়া ব্যাসবনে যাইবে। মনোজব তীর্থে স্নান করিলে গো-সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। শুচি নর দেবীর স্থান মধুবটী তীর্থে যাইবে; তথায় স্নানপূর্ব্বক সংযত ও শুচিভাবে পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। এরূপ করিলে সে দেবীর অনুজ্ঞাত হইয়া গো-সহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। ভারত! যে মানব কৌশিকী ও দৃষদ্বতী নদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া নিয়তাহার হয়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! তার পর যে স্থলে ব্যাস পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন, পরে দেবগণ তাঁহাকে পুনরায় উত্থাপিত করেন, সেই ব্যাসস্থলী তীর্থে যাইবে। তথায় গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। নরেশ্বর! ঋণান্ত কূপে যাইয়া তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে ঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম সিদ্ধি লাভ করে। নর বেদী তীর্থে স্নান করিয়া গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। ৮৯—১০০। নরশ্রেষ্ঠ! অহঃ এবং সুদিন, এই দুইটী তীর্থ সুদুর্লভ। ঐ দুই তীর্থে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। পরে ত্রিলোকবিখ্যাত মৃগধূম তীর্থে যাইবে। তথায় রুদ্রপদে স্নানপূর্ব্বক মহাত্মা শূলপাণিকে অর্চ্চনা করিলে মানব অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। নর কোটি তীর্থে স্নান করিয়া গো-সহস্রের ফল লাভ করে। তার পর ত্রিলোকবিখ্যাত বামনক তীর্থে যাইবে। সেখানে বিষ্ণুপদে স্নান করিয়া বামনকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। নর কুলম্পুন তীর্থে স্নান করিয়া নিজ কুল পবিত্র করিতে পারে। হে নরব্যাঘ্র! মরুদ্গণের উত্তম তীর্থ পবন হ্রদ যাইয়া স্নান করিলে বায়ুলোকে সম্মানিত হয়। অমর হ্রদে গমনপূর্ব্বক অমরাধিপের অর্চ্চনা করিয়া অমরগণের প্রভাবে স্বর্গলোকে সম্মান লাভ করে। হে নরবরশ্রেষ্ঠ! রাজেন্দ্র! শালিহোত্রের তীর্থ শালিসূর্য্যে যথাবিধি স্নান করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। হে ভরতসত্তম রাজন্! সরস্বতীর শ্রীকুঞ্জ তীর্থে যাইয়া স্নান করিলে নর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সুদুর্লভ নৈমিষকুঞ্জ তীর্থে যাইবে।

ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপোধনাঃ ॥
তীর্থযাত্রাং পুরস্কৃত্য কুরুক্ষেত্রে গতাঃ পুরা।
ততঃ কুঞ্জঃ সরস্বত্যাং কৃতো ভরতসত্তম ॥১১১
ঋষীণামবকাশঃ স্যাদ্যথা তুষ্টিকরো মহান্।
তস্মিন্ কুঞ্জে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে তীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
ততো গচ্ছেন্নরব্যাঘ্র ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ ॥ ২
ব্রাহ্মণস্তু বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৩
ততো গচ্ছেন্নরব্যাঘ্র সোমতীর্থমনুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততো গচ্ছেন্নরাধিপ। ৪
যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধো ব্রহ্মর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৫
পুরা মঙ্কণকো রাজন্ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিলঃ করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টো মহাতপাঃ।
প্রনৃত্যঃ কিল বিপ্রর্ষির্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ৭
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্যে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
প্রনৃত্যমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্ ॥ ৮
ব্রহ্মাদিভিস্ততো দেবৈঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
বিজ্ঞপ্তো বৈ ঋষেরর্থে মহাদেবো নরাধিপ ॥ ৯
নায়ং নৃত্যেদ্যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১০
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টেন চেতসা।
নৃত্যন্তমব্রবীচ্চৈনং সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ১১

শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে নৈমিষারণ্য-বাসী তপোধন ঋষিগণ তীর্থযাত্রা অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহার সরস্বতীর তীরে কুঞ্জ রচনা করিয়াছিলেন। হে ভরতসত্তম! ঋষিগণের যখন অবকাশ হইত তাঁহারা উক্ত তুষ্টিকর মহাফলপ্রদ কুঞ্জে বিশ্রাম করিতেন। নর সেই কুঞ্জে স্নান করিলে গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয়। ১০১—১১২।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! অনন্তর অনুত্তম কন্যা তীর্থে যাইবে। নর কন্যাতীর্থে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। নরব্যাঘ্র! তার পর ব্রহ্মার অনুত্তম স্থানে যাইবে। সেখানে অবরবর্ণ নর স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করে। ব্রাহ্মণ স্নান করিলে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। হে নরব্যাঘ্র! পরে অনুত্তম সোম তীর্থে যাইবে। রাজন! সেখানে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। নরাধিপ! পরে যে স্থানে লোকবিশ্রুত মঙ্কণক ব্রহ্মর্ষি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সপ্তসারস্বত তীর্থে যাইবে। রাজন্! আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে মঙ্কণক ঋষির হস্তে কুশাগ্র বিদ্ধ হওয়ায় ক্ষতস্থান হইতে শাকরস ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেই মহাতপা ঋষি হর্ষাবিষ্ট হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হে বীর! তিনি নৃত্য করিতে থাকিলে তদীয় তেজঃপ্রভাবে মোহিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম উভয়ই নৃত্য করিতে লাগিল। হে নরাধিপ! পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ ঐ ঋষির নিমিত্ত মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব এই ঋষি যাহাতে নৃত্য না করেন, আপনার তাহা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ১—১০
পরে দেব মহেশ্বর সুরগণের হিতকামনা সেখানে যাইয়া সেই মুনিকে হর্ষাবিষ্ট চিত্তে

অহো মহর্ষে ধর্ম্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্ ।
হর্ষস্থা ং কিমর্থং বা তবাদ্য মুনিপুঙ্গব ॥ ১২

ঋষিরুবাচ ।

তপস্বিনো ধর্ম্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম ।
কিং মে নান্যঃ সমো ব্রহ্মন্ ক্ষতাচ্ছাকর-
সোহস্রবৎ ।
যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্যোহহং হর্ষেণ মহতাম্বিতঃ ॥১৩
তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেব ঋষিং রাগেণ মোহিতম্ ।
অহন্তু বিস্ময়ং বিপ্র ন গচ্ছামীহ পশ্য মাম্ ॥১৪
এবমুক্ত্বা নরশ্রেষ্ঠ মহাদেবেন বৈ তদা ।
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র সাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোহনঘ ॥১৫
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্রাজন্নিঃসৃতং হেমসন্নিভম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ ॥
নান্যং দেবমহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ।
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্ ॥ ১৭
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
ত্বামেব ভগবন্ সর্ব্বে প্রবিশন্তি যুগক্ষয়ে ॥ ১৮
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া ।
ত্বয়ি সর্ব্বেশ দৃশ্যন্তে সুরা ব্রহ্মাদয়োহনঘ ॥ ১৯
সর্ব্বস্ত্বমসি লোকানাং কর্ত্তা কারয়িতা বহম্ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্ব্বে মোদন্তীহা-
কুতোভয়াঃ ॥ ২০
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতেহব্রবীৎ
ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব তপো মে ন ক্ষয়েত বৈ ॥
ততো দেবঃ প্রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মর্ষিমিদমব্রবীৎ ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ।
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং মহামুনে ॥২২
সপ্তসারস্বতে স্নাত্বা অর্চ্চয়িষ্যন্তি যে তু মাম্ ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র বা ॥
গচ্ছেৎ সারস্বতঞ্চাপি লোকো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ
এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৪

নৃত্য করিতে দেখিয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষে! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছেন? হে মুনিপুঙ্গব! আজি তোমার এত হর্ষই বা কি নিমিত্ত? ঋষি বলিলেন,—দ্বিজসত্তম! আমি তপস্বী, ধর্ম্মপথে স্থিত; আজি জানিলাম,—আমার তুল্য আর কেহই নাই। আমার ক্ষত হইতে শাকরস বহির্গত হইয়াছে। তাহা দেখিয়াই আমি মহাহর্ষে অন্বিত হইয়া সম্যক্ প্রকারে নৃত্য করিতেছি। তখন দেব মহেশ্বর হাস্তপূর্ব্বক রাগে মোহিত সেই ঋষিকে বলিলেন,—বিপ্র! আমি কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; তুমি আমাকে দেখ। হে নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! মহাদেব সেই ঋষিকে এই কথা বলিয়া তখন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নিজ অঙ্গুষ্ঠ তাড়িত করিলেন। হে অনঘ রাজন্! তখন সেই ক্ষত হইতে হেমসন্নিভ ভস্ম নিঃসৃত হইল। রাজন্! তাহা দেখিয়া সেই মুনি তাঁহার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন। বলিলেন,—আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই পরতর মহৎ বলিয়া মনে করি না। শূলধৃক্ তুমি সুরাসুর সমাবৃত এই জগতের গতি। তুমিই এই সচরাচর সমগ্র ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ। হে ভগবন্! যুগক্ষয় কালে, সকলে তোমাতেই প্রবেশ করে। তোমাকে দেবগণও পরিজ্ঞাত নহেন, সুতরাং আমি কিরূপে জানিব? হে অনঘ সর্ব্বেশ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলই তোমাতে দৃষ্ট হয়। তুমি সর্ব্বস্বরূপ; প্রতিনিয়ত লোক সকলের কর্ত্তা এবং কারয়িতা। এই জগতে সুরগণ তোমারই প্রসাদে বিচরণ করিয়া থাকেন। ১১—২০। সেই ঋষি মহাদেবকে উক্ত প্রকারে স্তব করিয়া ভক্তি সহকারে প্রণত হইয়া বলিলেন,—হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার তপস্যা ক্ষয়িত না হয়। পরে দেব মহাদেব প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই ব্রহ্মর্ষিকে বলিলেন,—বিপ্র! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্রধা বর্দ্ধিত হউক। হে মহামুনে! আর আমি তোমার সঙ্গে এই আশ্রমেও বাস করিব। সপ্তসারস্বতে স্নান করিয়া যাহারা আমার পূজা করিবে, তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই কিছুমাত্র দুর্লভ থাকিবে না। অতএব লোক সারস্বত তীর্থে

ততস্ত্বৌশনসং গচ্ছেত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২৫
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং কিল ভারত।
সান্নিধ্যমকরোত্তত্র ভার্গবপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ২৬
কপালমোচনং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৭
অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ স্নাত্বা চ ভরতর্ষভ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৮
বিশ্বামিত্রস্য তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা মহারাজ ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে ॥ ২৯
ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ৩০
পুনাত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
পৃথূদকমিতি খ্যাতং কার্ত্তিকেয়স্য বৈ নৃপ ॥৩২
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥ ৩৩
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তত্র স্নাতমাত্রস্য ভারত।
অশ্বমেধফলঞ্চাপি লভতে স্বর্গমেব চ ॥ ৩৪
পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতীম্।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্ ॥৩৫
উত্তমে সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈব সংসরণং লভেৎ ॥৩৬
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
বেদে চ নিয়তং রাজন্নভিগচ্ছেৎ পৃথূদকম্ ॥৩৭
পৃথূদকাৎ পুণ্যতমং নান্যতীর্থং নরোত্তম।
এতন্মেধ্যং পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি অপি পাপকৃতো জনাঃ
পৃথূদকে নরশ্রেষ্ঠ প্রাহুরেবং মনীষিণঃ ॥ ৩৯
মধুস্রবঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন গোসহস্রফলং লভেৎ
ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ তীর্থং দিব্যং যথাক্রমম্।

যাইবে। উহার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করা হইল, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। মহাদেব এই বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ভারত। তার পর ত্রিলোকবিখ্যাত ঔশনস তীর্থে যাইবে; যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, ইঁহারা ভার্গবের প্রিয় কামনায় ত্রিসন্ধ্যা ঐ তীর্থে সান্নিধ্য করিয়া থাকেন। নরব্যাঘ্র! কপালমোচন তীর্থ সর্ব্বপাপপ্রণাশন। তথায় স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে ভরতর্ষভ! তার পর অগ্নিতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিয়া অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। ভরতসত্তম! সেইখানেই বিশ্বামিত্রের তীর্থ আছে। মহারাজ! তথায় স্নান করিলে ব্রাহ্মণ্য জন্মে। শুচি ও প্রয়তমানস মানব ব্রহ্মযোনি তীর্থে যাইবে। নরব্যাঘ্র! সেখানে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং আসপ্তম কুল পবিত্র করে। ইহাতে সংশয় নাই। ২১—৩১। রাজেন্দ্র! তার পর ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পৃথূদক নামে খ্যাত কার্ত্তিকেয়ের তীর্থে যাইবে। নৃপ! তথায় স্নান করিয়া পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইবে। স্ত্রী বা পুরুষ, অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানতঃ মানুষবুদ্ধিতে যে কিছু অশুভ কর্ম্ম করে, সে সমস্তই তথায় স্নান করা মাত্র নষ্ট হয়, আর অশ্বমেধ-ফল লাভ করিয়া স্বর্গ ভোগ করে। মনীষিগণ বলিয়াছেন—কুরুক্ষেত্র পুণ্য, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সরস্বতী পুণ্যা, সরস্বতী অপেক্ষাও তীর্থ সকল পুণ্য আর তীর্থ সকল অপেক্ষাও পৃথূদক তীর্থ পুণ্য। নরোত্তম! পৃথূদক অপেক্ষা পুণ্যতর আর কোন তীর্থ নাই। এই তীর্থ মেধ্য, পবিত্র ও পাপনাশক। ইহাতে সংশয় নাই। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিয়া পাপকারী নরগণও স্বর্গে গমন করে। মনীষিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভরতসত্তম! সেখানেই, মধুস্রব তীর্থ আছে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর গোসহস্রের ফল লাভ করে। নরশ্রেষ্ঠ! তার পর যথা-

সরস্বত্যারুণায়াশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৪২
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলঞ্চৈব সমশ্নুতে।
পুনাত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৪৩
অবকীর্ণঞ্চ তত্রৈব তীর্থং কুরুকুলোদ্বহ।
বিপ্রাণামনুকম্পার্থং দর্ভিণা নির্ম্মিতং পুরা ॥৪৪
ব্রতোপনয়নাভ্যাঞ্চাপ্যুপবাসেন বা দ্বিজঃ।
ক্রিয়ামন্ত্রৈশ্চ সংযুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয় ॥৪৫
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনোঽপি তত্র স্নাত্বা নরর্ষভ।
চীর্ণব্রতো ভবেদ্বিপ্রো দৃষ্টমেতৎ পুরাতনম্ ॥
সমুদ্রাশ্চাপি চত্বারঃ সমানীতাশ্চ দর্ভিণা।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
ফলানি গোসহস্রাণাং চতুর্ণাং বিন্দতে চ সঃ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং শতসহস্রকম্।
সাহস্রকঞ্চ তত্রৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে ॥৪৯
উভয়োর্হি নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
দানং বাপ্যুপবাসো বা সহস্রগুণিতো ভবেৎ ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রেণুকাতীর্থমুত্তমম্ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৫২
বিমোচন উপস্পৃশ্য জিতমন্যুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিগ্রহকৃতৈঃ পাপৈঃ সর্ব্বৈঃ স পরিমুচ্যতে ॥
ততঃ পঞ্চবটং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৫৪
যত্র যোগেশ্বরঃ স্থাণুঃ স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ।
তমর্চ্চয়িত্বা দেবেশং গমনাদেব সিধ্যতি ॥ ৫৫
তৈজসং বারুণং তীর্থং দীপ্যতে স্বেন তেজসা
যত্র ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥
সৈনাপত্যে চ দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা ॥৫৬
তৈজসস্য তু পূর্ব্বেণ কুরুতীর্থং কুরূদ্বহ ॥ ৫৭
কুরুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকং প্রপদ্যতে ॥৫৮

ক্রমে দেবী সরস্বতী ও অরুণার লোকবিশ্রুত সঙ্গম তীর্থে যাইবে। সেখানে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফলভোগ করে; আর আসপ্তম কুল পবিত্র করে, ইহাতে সংশয় নাই। ৩২—৪৩। কুরূদ্বহ! সেই স্থলেই অবকীর্ণ তীর্থ আছে। পূর্ব্বকালে বিপ্রগণের হিত কামনায় দর্ভি ঋষি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি সংযুক্ত দ্বিজগণ সেখানে ব্রত, উপনয়ন ও উপবাস করিলে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হয়। ইহাতে সংশয় নাই। নরর্ষভ! ক্রিয়া-মন্ত্র-বিহীন ব্যক্তিও সেখানে স্নান করিয়া ব্রত আচরণ করিলে বিপ্র হয়; পুরাতন ঋষিগণ ইহা দেখিয়াছেন। সমুদ্রচতুষ্টয়ও দর্ভি কর্ত্তৃক তথায় সমানীত হইয়াছিল। নরব্যাঘ্র! সেখানে স্নান করিলে দুর্গত পায় না; আর চারিটী গোসহস্রের ফলও লাভ করিতে পারে। রাজেন্দ্র! তার পর শতসহস্রক তীর্থে যাইবে; তথায় সহস্রক তীর্থও আছে। এই দুইটী তীর্থ লোকবিশ্রুত। নর উক্ত উভয় তীর্থে স্নান করিয়া গো-সহস্রের ফল লাভ করে। তথায় দান বা উপবাস সহস্রগুণিত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম রেণুকাতীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিবে, পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইবে। এরূপ করিলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। জিতমন্যু (ক্রোধহীন) ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিমোচন তীর্থে স্নান করিলে প্রতিগ্রহ-জনিত সমস্ত পাপ মুক্ত হওয়া যায়। তার পর পঞ্চবট তীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী এবং জিতেন্দ্রিয় হইলে মহাপুণ্যে যুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। যেখানে যোগেশ্বর স্থাণু বৃষধ্বজ স্বয়ং অবস্থিত, সেখানে কেবল-মাত্র গমন ও তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেই সিদ্ধ হয়। তৈজস বারুণ তীর্থ স্বীয় তেজে দীপ্যমান। এই স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ দেবতাদিগের সেনা-পতি পদে গুহকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কুরূদ্বহ! তৈজস তীর্থের পূর্ব্বদিকে কুরুতীর্থ। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় নর কুরুতীর্থে স্নান

স্বর্গদ্বারং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥৫৯
ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬০
তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্যং দেবৈঃ সহ মহীপতে।
অধ্যাস্তে পুরুষব্যাঘ্র নারায়ণপুরোগমৈঃ॥৬১
সান্নিধ্যঞ্চৈব রাজেন্দ্র রুদ্রবেদ্যাং কুরূদ্বহ।
অভিগম্য তু তাং দেবীং ন দুর্গ তমবাপ্নুয়াৎ॥
তত্রৈব চ মহারাজ বিশ্বেশ্বরমুমাপতিম্।
অভিগম্য মহাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥৬৩
নারায়ণঞ্চাভিগম্য পদ্মনাভমরিন্দম।
শোভমানো মহারাজ বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥
তীর্থেষু সর্ব্বদেবানাং স্নাতমাত্রো নরাধিপ।
সর্ব্বদুঃখপরিত্যক্তো দ্যোততে শিববৎ সদা॥
ততস্বস্তিপুরং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ।
পাবনং তীর্থমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ॥

অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি ভারত।
গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব কূপশ্চ ভরতর্ষভ॥ ৬৭
তিস্রঃ কোট্যস্তু তীর্থানাং তস্মিন্ কূপে
মহীপতে।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে
আপগায়াং নরঃ স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্।
গতিং পরামবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥৬৯
ততঃ স্থাণুবটং গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা স্থিতো রাত্রিং রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ
বদরীণাং বনং গচ্ছেদ্বশিষ্ঠস্যাশ্রমং ততঃ।
বদরী ভক্ষ্যতে যত্র ত্রিরাত্রোপোষিতৈর্নরৈঃ॥
সম্যগ্দ্বাদশবর্ষাণি বদরীং ভক্ষয়েত্তু যঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চৈব ভবেত্তুল্যো নরাধিপ॥
ইন্দ্রমার্গং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ॥৭২
অহোরাত্রোপবাসেন স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
একরাত্রং সমাসাদ্য একরাত্রোষিতো নরঃ।

করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তার পর নিয়ত ও নিয়তাশন হইয়া স্বর্গদ্বার তীর্থে যাইবে। সেখানে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে। নরাধিপ! তার পর তীর্থসেবী নর—অনরক তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। হে পুরুষব্যাঘ্র মহীপতে! সেখানে ব্রহ্মা স্বয়ং নারায়ণপুরোগম দেবগণ সহ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। কুরূদ্বহ! রুদ্রবেদীতে দেবীর সদা সান্নিধ্য রহিয়াছে। সেই দেবীর অভিগমন (যথোচিত পূজাদি) করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। মহারাজ! সেখানেই উমাপতি বিশ্বেশ্বরের যথোচিত অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপে মুক্ত হওয়া যায়।৪৪—৬৩। অরিন্দম মহারাজ! পদ্মনাভ নারায়ণের অভিগমনপূর্ব্বক যথোচিত পূজা করিলে শোভমান হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। নরাধিপ! নর সর্ব্বদেব তীর্থে স্নান করা মাত্র সর্ব্বদুঃখে পরিত্যক্ত হয়; শিববৎ সদা দ্যুতি বিস্তার করে। নরাধিপ! তীর্থসেবী নর তার পর অস্থিপুরে গমন করিবে। পাবন তীর্থে যাইয়া পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ করিবে। ভরত! সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভরতর্ষভ! সেখানেই গঙ্গাহ্রদ ও কূপ তীর্থ আছে। মহীপতে! তিন কোটী তীর্থ সেই কূপে বর্ত্তমান। রাজন্! নর সেখানে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। আপগা তীর্থে স্নান করিয়া মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে পরা গতি প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। তার পর তিনলোকে বিখ্যাত স্থাণুবট তীর্থে যাইবে। সেখানে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। তার পর যে স্থানে তিন রাত্রি উপবাসপূর্ব্বক বদরী ভক্ষণ করিতে হয়, বশিষ্ঠের আশ্রম সেই বদরীবনে যাইবে। নরাধিপ! যে ব্যক্তি সম্যক্ দ্বাদশবর্ষ বদরী ভক্ষণ করে; আর যে তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করে, তাহারা উভয়ে তুল্য। নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব ইন্দ্রমার্গ তীর্থে যাইয়া অহোরাত্র উপবাস দ্বারা স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।

নিয়তঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৭৪
তথা গচ্ছেচ্চ রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্
আদিত্যস্যাশ্রমো যত্র তেজোরাশের্মহাত্মনঃ ॥
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা বিভাবসুম্।
আদিত্যলোকং ব্রজতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৭৬
সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী কুরূদ্বহ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য নরাধিপ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্
যত্র সারস্বতো জাতঃ সিদ্ধিরাট্ তপসো নিধিঃ
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ
সারস্বতীং গতিঞ্চৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
ততঃ কন্যাশ্রমং গত্বা নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥ ৮০
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
লভেৎকন্যাশতং দিব্যং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং সন্নিহিতামপি ॥ ৮২
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
মাসি মাসি সমেষ্যন্তি পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ॥৮৩
সন্নিহিতায়ামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
অশ্বমেধশতং তেন ইষ্টং ভবতি শাশ্বতম্ ॥ ৮৪
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি অন্তরিক্ষচরাণি চ।
উদপানাশ্চ কূপাশ্চ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ৮৫
নিঃসংশয়মমাবাস্যাং সমেষ্যন্তি নরাধিপ।
মাসি মাসি নরব্যাঘ্র সন্নিহিতায়াং জনেশ্বর ॥৮৬
তীর্থসময়নাদেব সন্নিহিতা ভুবি বিশ্রুতা।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৮৭
অমাবাস্যাং তথা চৈব রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্ত্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৮৮
অশ্বমেধসহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎফলম্।
স্নাত এব তদাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ মানবঃ॥৮৯
যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
স্নাতমাত্রস্য তৎসর্ব্বং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৯০
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯১

একরাত্র তীর্থে যাইয়া সংযত ও সত্যবাদী নর একরাত্র মাত্র বাস করিলেই ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইতে পারে। ৬৪—৭৪। রাজেন্দ্র! তেজোরাশি মহাত্মা আদিত্যের যেখানে আশ্রম, সেই ত্রৈলোক্যবিশ্রুত তীর্থে যাইবে। নর সেই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক বিভাবসু আদিত্যকে পূজা করিলে আদিত্যলোকে গমন করে এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। কুরূদ্বহ! তীর্থসেবী নর সোমতীর্থে স্নান করিয়া সোমলোক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সংশয় নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ নরাধিপ! তার পর মহাত্মা দধীচ মুনির লোকবিশ্রুত পুণ্যতম পাবন তীর্থে যাইবে। ঐ স্থানে তপোনিধি সারস্বত সিদ্ধিগণের রাজা হইয়াছিলেন। নর সে তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে; আর সারস্বতী গতিও প্রাপ্ত হয়; সন্দেহ নাই। রাজন্! নিয়ত ও ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিত নর তার পর কন্যাশ্রমে যাইবে। সেখানে উপবাসপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলে দিব্য শত কন্যা লাভ করে এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মজ্ঞ! তারপর সন্নিহিতা তীর্থে যাইবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মাসে মাসে আসিয়া মহাপুণ্যে অন্বিত হইয়া থাকেন। যে নর দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে স্নানাদি করে, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকপ্রদ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫—৮৪। হে নরাধিপ! পৃথিবীতে যে সকল অন্তরিক্ষচর তীর্থ, কূপ, হ্রদ ও পুণ্য আয়তনাদি আছে, হে জনাধিপ! তাহারা সকলেই মাসে মাসে অমাবস্যা দিনে সেই সন্নিহিতায় সমাগত হয়। সকল তীর্থ সন্নিহিত হয় বলিয়াই এই তীর্থ সন্নিহিতা নামে ভূতলে বিশ্রুত। তথায় স্নান পান করিলে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। যে মর্ত্ত্য অমাবস্যা দিনে এবং দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফল শুন। যথাবিধি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, মানব সেখানে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিয়া সেই ফল পায়। স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন দুষ্কৃত কর্ম্মই করুক না কেন, স্নান মাত্র করিলেই সে সমস্ত নষ্ট হয়, ইহাতে সংশয় নাই। সে পদ্মবর্ণ

অভিবাদ্য ততো গত্বা দ্বারপালং মচক্রুকম্।
গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম॥ ৯২
তত্র স্নাত্বা ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ॥
পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমন্তরিক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে॥
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনাতিসমীরিতাঃ
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥ ৯৫
দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরেণ সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে॥
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
অপ্যেবং বাচমুৎসৃজ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ব্রহ্মবেদ্যাং কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্
তস্মিন্ বসন্তি যে রাজন্ ন তে শোচ্যাঃ কথঞ্চন
তরণ্ডকারণ্ডকয়োর্যদন্তরং,
রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।

এতৎকুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং,
পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে॥ ৯৯

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে তীর্থকীর্ত্তনে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মতীর্থং পুরাতনম্।
যত্র ধর্ম্মো মহাভাগস্তপ্তবানুত্তমং তপঃ॥ ১
তেন তীর্থং কৃতং পুণ্যং স্বেন নাম্না চ চিহ্নিতম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধর্ম্মশীলঃ সমাহিতঃ॥২
আসপ্তমং কুলঞ্চৈব পুনীতে নাত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞঃ কলাপবনমুত্তমম্॥ ৩
কৃচ্ছ্রেণ মহতা গত্বা তত্র স্নাত্বা সমাহিতঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥৪
সৌগন্ধিকং বনং রাজংস্ততো গচ্ছেত মানবঃ।

যাজন আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করে। অনন্তর দ্বারপাল মচক্রুক তীর্থে যাইয়া অভিবাদন করিবে। ভরতসত্তম! সেখানেই গঙ্গাহ্রদ তীর্থ বিরাজিত। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মানব ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সেখানে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৮৫—৯৩। নৈমিষ তীর্থ পৃথিবীতে পুণ্য, পুষ্কর তীর্থ অন্তরিক্ষে ও পুণ্য; তিন লোকে কুরুক্ষেত্রই বিশিষ্ট পুণ্য তীর্থ। কুরুক্ষেত্রের বায়ু-সমীরিত পাংশু সকলও দুষ্কৃতকর্ম্মা মানবকে পরমাগতি প্রাপ্ত করায়। সরস্বতীর দক্ষিণে ও উত্তরে স্থিত কুরুক্ষেত্রে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বর্গ লোকেই বাস করে। "আমিও কুরুক্ষেত্রে যাইব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব," এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেও স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ব্রহ্মবেদীতে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্য তীর্থ; রাজন্! সেখানে যাহারা বাস করে তাহারা কখনই কোনরূপে শোচ্য হয় না। তরণ্ডক ও অরণ্ডক এবং রামহ্রদ ও মচক্রুক তীর্থ, ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কুরুক্ষেত্র,—সমন্তপঞ্চক নামে প্রসিদ্ধ। উহা পিতামহের উত্তর বেদী বলিয়া কথিত হয়।৯৪—৯৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর মহাভাগ, ধর্ম্ম যেখানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ধর্ম্মতীর্থে যাইবে। ধর্ম্ম নিজ নামে চিহ্নিত ঐ পুণ্য তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। রাজন্! ধর্ম্মশীল সমাহিত মানব তথায় স্নান করিয়া আসপ্তম কুল পবিত্র করে; ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ নর উত্তম কলাপবন তীর্থে যাইবে। মহাকষ্টে সেই স্থানে যাইয়া সমাহিত ভাবে তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। রাজন্! তার পর যেখানে

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাঃ সমহোরগাঃ।
তদ্বনং প্রবিশন্নেব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
ততো হি সা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদীনামুত্তমা নদী।
প্লক্ষাদেবী স্মৃতা রাজন্মহাপুণ্যা সরস্বতী ॥ ৭
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত বল্মীকান্নিঃসৃতে জলে।
অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্‌ দেবানশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৮
ঈশানাধ্যুষিতং নাম তত্র তীর্থং সুদুর্লভম্‌।
ষড়্‌গুণং যান্তি পাতেষু বল্মীকাদিতি নিশ্চয়ঃ ॥৯
কপিলানাং সহস্রঞ্চ বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দৃষ্টমেতৎপুরাতনৈঃ ॥ ১০
সুগন্ধাং শতকুম্ভাঞ্চ পঞ্চযজ্ঞঞ্চ ভারত।
অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১১
ত্রিশূলপাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্‌।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ ॥১২

ততো রাজগৃহং গচ্ছেদ্দেব্যাঃ স্থানং সুদুর্লভম্‌
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল ভারত।
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপ ॥ ১৩
ঋষয়োঽভ্যাগতাস্তত্র দেব্যা ভক্ত্যাস্তপোধনাঃ
আতিথ্যঞ্চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত
ততঃ শাকম্ভরীত্যেবং নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌
শাকম্ভরীং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা শাকং ভক্ষয়েন্নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১৭
শাকাহারস্য যৎসম্যগ্‌বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ ফলম্‌।
তৎফলং তস্য ভবতি দেব্যাশ্ছন্দেন ভারত ॥১৮
ততো গচ্ছেৎ সুবর্ণাখ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌
যত্র বিষ্ণুঃ প্রসাদার্থং রুদ্রমারাধয়ৎ পুরা ॥ ১৯
বরাংশ্চ সুবহূন্‌ লেভে দেবৈরপি সুদুর্লভান্‌।
উক্তশ্চ ত্রিপুরঘ্নেন পরিতুষ্টেন ভারত ॥ ২০
অপি চাস্মা প্রিয়তরো লোকে কৃষ্ণ ভবিষ্যতি

ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও মহোরগাদিগণ সহ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বগণ যাইয়া থাকেন, মানব সেই সৌগন্ধিক বনে যাইবে। সেখানে প্রবেশ মাত্রেই সর্ব্বপাপে মুক্ত হওয়া যায়। রাজন্‌! তার পর নদী সকলের উত্তমা মহাপুণ্যা সরস্বতী যে স্থলে সরিৎশ্রেষ্ঠা প্লক্ষাদেবী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তথায় যাইয়া বল্মীকনিঃসৃত জলে স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। সেখানে ঈশানাধ্যুষিত নামে সুদুর্লভ তীর্থ আছে, তথায় বল্মীক হইতে পতিত হইলে (ভৃগুপাত অপেক্ষা) ছয়গুণ অধিক ফল লাভ হয়। ইহা নিশ্চিত। আর সহস্র কপিলাদানের এবং অশ্বমেধের ফলও প্রাপ্ত হয়; ইহা পুরাতনগণ দেখিয়াছেন। ১—১০। হে নরশ্রেষ্ঠ ভারত! সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযজ্ঞ তীর্থে যাইলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। যেখানে দুর্লভ ত্রিশূলপাত তীর্থ আছে, তথায় স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইলে দেহত্যাগান্তে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়; সংশয় নাই। পরে যেখানে তিন লোকে বিশ্রুতা শাকম্ভরী দেবী বিরাজিতা, সেই দেবীর স্থান সুদুর্লভ রাজগৃহ তীর্থে যাইবে। ভারত নরাধিপ! প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই দেবী দিব্য সহস্র বৎসর মাসে মাসে শাকমাত্র আহার করিয়াছিলেন। তখন দেবীর ভক্ত ঋষিগণ তথায় আগমন করিয়াছিলেন, দেবী শাকমাত্র দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য সম্পাদন করেন। এই জন্যই তাঁহার শাকম্ভরী নাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সংযত ও শুচি মানব শাকম্ভরী তীর্থে যাইয়া ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে তিন রাত্রি বাস করত শাকমাত্র আহার করিবে। দ্বাদশ বর্ষ যথাবিধি শাকাহার করিলে যে ফল পাওয়া যায়, হে ভারত! দেবীর অনুগ্রহে তাহার সেই ফলই লাভ হয়। অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত সুবর্ণাখ্য তীর্থে যাইবে। পুরাকালে বিষ্ণু ঐ স্থানে প্রসাদ কামনায় রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন; তিনি দেবগণেরও দুর্লভ সুবহু বর প্রাপ্ত হন। ভারত! ত্রিপুরারি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ!

ত্বয্যেবঞ্চ জগৎকৃৎস্নং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥ ২২
ধূমবতীং ততো গত্বা গচ্ছেত্ত্রিরাত্রমুষিতো নরঃ।
মনসা প্রার্থিতান্ কামান্ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণার্দ্ধেন রথাবর্ত্তো নরাধিপ।
তত্রাগম্য তু ধর্ম্মজ্ঞ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মহাদেবপ্রসাদাদ্ধি গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥২৪
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
ধারাং নাম মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥২৫
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ন শোচতি নরাধিপ ॥ ২৬
ততো গচ্ছেন্নরব্যাঘ্র নমস্কৃত্য মহাগিরিম্।
স্বর্গদ্বারেণ তত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ।
লভতে পুণ্ডরীকন্তু কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৮
উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ

সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ শক্রাবর্ত্তে চ তর্পয়ন্।
দেবান্ পিতৄংশ্চ বিধিবৎপুণ্যলোকে মহীয়তে ॥
ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩১
কপিলাবটন্তু গচ্ছেত তীর্থসেবী নরাধিপ।
উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ
নাগরাজস্য রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩৩
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত নাগতীর্থে নরাধিপ।
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ততো ললিতিকাং গচ্ছেচ্ছন্তনোস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কালিন্দীতীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬
পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মাবর্ত্তে পৃথূদকে।
অবিমুক্তে সুবর্ণাখ্যে যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি যমুনায়াং নরোত্তম ॥৩৭

লোকে সকলেরই যেমন আত্মা প্রিয়তর তদ্রূপ এই কৃৎস্ন জগৎ তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। ইহাতে সংশয় নাই।১১—২১। রাজেন্দ্র! সেখানে গমনপূর্ব্বক বৃষধ্বজের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং গাণপত্য লাভ করিতে পারে। পরে ধূমবতী তীর্থে যাইবে। নর তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া মনে মনে প্রার্থিত সমস্ত কাম লাভ করে। ইহাতে সংশয় নাই। নরাধিপ! দেবীর দক্ষিণ অংশে রথাবর্ত্ত তীর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় যাইয়া শ্রদ্ধালু জিতেন্দ্রিয় মানব মহাদেবের প্রসাদে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতর্ষভ! তথা হইতে প্রদক্ষিণ ভাবে সর্ব্বপাপনাশিনী ধারাতীর্থে যাইবে। হে নরাধিপ নরব্যাঘ্র! তথায় স্নান করিলে শোক করিতে হয় না। নরব্যাঘ্র! অনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিবে। গঙ্গাদ্বার তীর্থ স্বর্গদ্বার তুল্য। তথায় কোটি তীর্থে সমাহিত ভাবে স্নানাদি করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পায় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। তথায় একরজনী বাস করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। সপ্তগঙ্গ ত্রিগঙ্গ ও শক্রাবর্ত্ত তীর্থে বিধিবৎ দেব-পিতৃগণের তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে সম্মানিত হয়। ২২—৩০। তার পর নর কনখলে স্নান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল পায়, স্বর্গলোকেও যাইতে পারে। নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব কপিলাবট তীর্থে যাইবে। সেখানে এক রজনী বাস করিয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! মহাত্মা নাগরাজ কপিলের তীর্থ সর্ব্বলোকে বিশ্রুত। নরাধিপ! সেখানে সেই নাগতীর্থে স্নানাদি করিবে, তাহাতে সে সহস্র কপিলা দানের ফল পাইবে। তার পর উত্তম ললিতিকা তীর্থে যাইবে। উহা শন্তনুর উত্তম তীর্থ। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া নর দুর্গতি পায় না। রাজেন্দ্র! তার পর উত্তম কালিন্দী তীর্থে যাইবে। রাজন্ সেখানে স্নান করিয়াও নর দুর্গতি পায় না। পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, ব্রহ্মাবর্ত্ত, পৃথূদক, অবিমুক্ত এবং সুবর্ণ তীর্থে

স্বর্গভোগেঽতিরাগো বৈ যেষাং মনসি বর্ত্ততে
যমুনায়াং বিশেষেণ স্নানদানেন সত্তম ॥ ৩৮
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তৌ রূপযৌবনতাগুণে।
যেষাং মনোরথস্তৈস্তু ন ত্যাজ্যং যামুনং জলম্
যে বিভ্যতি নরকাদের্দারিদ্র্যাদ্ যে ত্রসন্তি চ।
সর্ব্বথা তৈঃ প্রযত্নেন তত্র কার্য্যং নিমজ্জনম্ ॥
দারিদ্র্যপাপদৌর্ভাগ্যপঙ্কপ্রক্ষালনায় বৈ।
ঋতে বৈ যামুনং তোয়ং ন চান্যোঽস্তি যুধিষ্ঠির
শ্রদ্ধাহীনানি কর্ম্মাণি মতান্যল্পফলানি বৈ।
ফলং দদাতি সম্পূর্ণং যামুনং স্নানমাত্রতঃ ॥৪৩
অকামো বা সকামো বা যামুনে সলিলে নৃপ।
ইহামুত্র চ দুঃখানি মজ্জনান্নৈব পশ্যতি। ৪৩
পক্ষদ্বয়ে যথা চন্দ্রঃ ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে যথা।
পাতকং নশ্যতে তত্র স্নানাৎ পুণ্যং বিবর্দ্ধতে ॥

যে ফল না পায়, নরোত্তম! যমুনায় নর সেই ফল পায়। স্বর্গ ভোগ বিষয়ে যাহাদিগের মনে অত্যন্ত অনুরাগ আছে, হে সত্তম! যমুনায় বিশেষরূপে স্নান-দান দ্বারা তাহা-দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আয়ু, আরোগ্য (এই দুইটী) সম্পত্তি এবং রূপ, যৌবন, (এই দুইটী) গুণে যাহাদিগের মনোরথ আছে, তাহাদিগের যমুনার জল ত্যাজ্য নহে। যাহারা নরকাদি হইতে ভয় করে আর যাহারা দারিদ্র্যাদি হইতে ত্রাসযুক্ত হয়, তাহাদিগের তথায় যত্নপূর্ব্বক নিম-জ্জন কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির! দারিদ্র্যপাপ-দৌর্ভাগ্যরূপ পঙ্ক প্রক্ষালনের নিমিত্ত যামুন তোয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম সকল অল্পফল বলিয়া নিরূ-পিত; কিন্তু যামুন জল (শ্রদ্ধায়ই হউক, বা অশ্রদ্ধায়ই হউক) স্নান মাত্রেই সম্পূর্ণ ফল প্রদান করে। ৩১—৪২। নৃপ! যামুন সলিলে অকাম বা সকাম, যে ভাবেই হউক না, মজ্জন করিলে ইহ পর কোন কালেই দুঃখ পায় না। চন্দ্র যেমন পক্ষদ্বয়ে ক্ষীণ ও বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ তথায় স্নান করিলে পাতক নষ্ট হয়, আর পুণ্য বর্দ্ধিত

যথাব্ধৌ সুখমায়ান্তি রত্নানি বিবিধানি চ।
আয়ুর্বিত্তং কলত্রাণি সম্পদঃ সম্ভবন্তি চ ॥ ৪৫
কামধেনুর্যথা কামং চিন্তামণিবিচিন্তিতম্।
দদাতি যমুনাস্নানং তদ্বৎ সর্ব্বং মনোরথম্ ॥৪৬
কৃতে তপঃ পরং জ্ঞানং ত্রেতায়াং যজনং তথা
দ্বাপরে চ কলৌ দানং কালিন্দী সর্ব্বদা শুভা ॥
সর্ব্বেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ভূপতে।
যামুনে মজ্জনং ধর্ম্মং ধারাভিঃ খলু বর্ষতি ॥ ৮
অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ বিশেষতঃ
কালিন্দ্যস্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্মকীর্ত্তিতম্
নৈশ্বর্য্যং গগনে যদ্বচ্চান্দ্রেঽমায়াস্তু মণ্ডলে।
তদ্বন্ন ভাতি সৎকর্ম্ম যমুনামজ্জনং বিনা ॥ ৫০
ব্রতৈর্দানৈস্তপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
তত্র মজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি কেশবঃ ॥ ৫১
ন সমং বিদ্যতে কিঞ্চিত্তেজঃ সৌরেণ তেজসা
তদ্বন্ন যমুনাস্নানসমানাঃ ক্রতুজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫২

হয়। অব্ধিতে যেমন বিবিধ রত্ন অক্লেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আয়ু, বিত্ত, কলত্র ও সম্পদ্ সকল যমুনাস্নাত মানবে সম্ভূত হয়। কামধেনু যেমন কাম সম্পাদন করে, চিন্তামণি যেমন বিচিন্তিত প্রদান করে, যামুন স্নানও তদ্রূপ সর্ব্ব সম্পদ্ দান করিয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজন এবং কলিতে দান প্রশস্ত; কিন্তু কালিন্দী সর্ব্ব কালেই শুভা। হে ভূপতে! যমুনা-জলে মজ্জন সর্ব্ব বর্ণের, সকল আশ্রমের, সমস্ত মানবেরই ধর্ম্ম-ধারা বর্ষণ করে। এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যাহারা কালিন্দীজলে স্নান না করে, তাহা-দিগের জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল; এইরূপ কীর্ত্তিত হয়। অমাবস্যায় যেমন চন্দ্রমণ্ডলে কোন ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ সৎকর্ম্ম সকলও যমুনামজ্জন ব্যতীত শোভা পায় না। কেশব হরি তথায় মজ্জন মাত্রেই যেমন প্রীত হন; ব্রত, দান, তপস্যা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সকল দ্বারা তেমন প্রীতি লাভ করেন না। যেমন সূর্য্যের তেজের ন্যায়

প্রীয়তে বাসুদেবস্য সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥ ৫২
কালিন্দ্যাং মজ্জনং কুর্য্যাৎ স্বর্গলোকায় মানবঃ
কিং রক্ষিতেন দেহেন সুপুষ্টেন বলীয়সা।
অধ্রুবেণ সুদেহেন যমুনামজ্জনং বিনা ॥ ৫৪
অস্থিস্তম্ভং স্নায়ুবদ্ধং মাংসক্ষতজলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ৫৫
জরাশোকবিপদ্ব্যাপ্তং রোগমন্দিরমাতুরম্।
রাগমূলমনিত্যঞ্চ সর্ব্বদোষসমাশ্রয়ম্ ॥ ৫৬
পরোপতাপপাপার্ত্তিপরদ্রোহপরেষিকম্।
লোলুপং পিশুনং ক্রূরং কৃতঘ্নং ক্ষণিকং তথা ॥
নিষ্ঠুরং দুর্দ্ধরং দুষ্টং দোষত্রয়বিদূষিতম্।
অশুচি চাপি দুর্গন্ধি তাপত্রয়বিমোহিতম্ ॥ ৫৮
নিসর্গতোঽধর্ম্মরতঃ তৃষ্ণাশতসমাকুলম্।
কামক্রোধমহালোভ-নরকদ্বারসংস্থিতম্ ॥ ৫৯
কৃমিবর্চ্চস্ক ভস্মাদিপরিণামগুণাবহম্।
ঈদৃক্ শরীরং ব্যর্থং হি যমুনামজ্জনং বিনা ॥৬০

বুদ্বুদা ইব তোয়েষু প্রত্যাণ্ডা ইব পক্ষিষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব যমুনাস্নানবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১
অবৈষ্ণবো হতো বিপ্রো হতং শ্রাদ্ধমপিণ্ডকম্
অব্রহ্মণ্যং হতং ক্ষত্রমনাচারহতং কুলম্ ॥ ৬২
সদম্ভশ্চ হতো ধর্ম্মঃ ক্রোধেনৈব হতং তপঃ।
অদৃঢ়ঞ্চ হতং জ্ঞানং প্রমাদেন হতং শ্রুতম্ ॥৬৩
পরভক্ত্যা হতা নারী ব্রহ্মচারী মদোদ্ধতঃ।
অদীপ্তেঽগ্নৌ হতো হোমো হতা ভক্তিঃ সমায়িকা ॥ ৬৪
উপজীব্যা হতা কন্যা স্বার্থে পাকক্রিয়া হতা।
শূদ্রভিক্ষোর্হতো যোগঃ কৃপণস্য হতং ধনম্ ॥৬৫
অনভ্যাসহতা বিদ্যা হতো বোধো বিরোধকৃৎ
জীবনার্থং হতং তীর্থং জীবনার্থং হতং ব্রতম্ ॥
অসত্যা চ হতা বাণী তথা পৈশুন্যবাদিনী।
ষট্‌কর্ণগো হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ
হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতো লোকশ্চ নাস্তিকঃ।

আর কোন তেজই নাই, তদ্রূপ ক্রতু প্রভৃতি অন্য কোন কর্ম্মই যমুনাস্নান তুল্য নহে। মানব বাসুদেবের প্রীতি, সর্ব্বপাপের অপনোদন এবং স্বর্গলোক লাভ নিমিত্ত যমুনায় মজ্জন করিবে। ৪৩—৫৩। যে দেহে যমুনামজ্জন ঘটিল না, বলবান্ সুপুষ্ট মনোহর হইলেও সেই অধ্রুব দেহ রক্ষা করার ফল কি? অস্থিনিচয় যাহার স্তম্ভ স্বরূপ, স্নায়ুমণ্ডল যাহার বন্ধন সদৃশ, মাংস ও রক্ত যাহার লেপ তুল্য, যাহা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত ও মূত্র-পুরীষ-দুর্গন্ধে পূর্ণ, জরা শোক ও বিপদে যাহা ব্যাপ্ত, রোগমন্দির, ক্ষীণ-শক্ত, বিষয়াসক্তির মূল স্বরূপ, অনিত্য, সর্ব্বদোষের সমাশ্রয়, অপরের উপতাপ পাপ পীড়ন পরদ্রোহ ঈর্ষাদি দোষযুক্ত, লোলুপ, পিশুন, ক্রূর, কৃতঘ্ন, ক্ষণিক, নিষ্ঠুর, দুঃখে রক্ষণীয়, দুষ্ট, দোষত্রয়ে বিদূষিত, অশুচি, দুর্গন্ধি, তাপত্রয়ে বিমোহিত, স্বভাবতই অধর্ম্মে রত, তৃষ্ণাশত-সমাকুল, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি নরকদ্বারে অবস্থিত, কৃমিপূর্ণ, এবং যাহা পরিণামে ভস্মাদিরূপে পরিণত হয়, এবম্বিধ শরীর যমুনামজ্জন ব্যতীত নিতান্তই ব্যর্থ। জলে বুদ্বুদের ন্যায় এবং পক্ষিগণে প্রত্যণ্ডের (পুরুষসংযোগ ব্যতীত যে অণ্ড উৎপন্ন হয় তাহার) ন্যায় যমুনা-স্নান বর্জ্জিত মানব কেবল মরণ নিমিত্তই জন্ম লাভ করে। হে নৃপ! যেমন অবৈষ্ণব বিপ্র হত, পিণ্ড বর্জ্জিত শ্রাদ্ধ হত, ব্রাহ্মণ-রক্ষাবিহীন ক্ষত্রিয় হত, আচার পরিশূন্য কুল হত, সদম্ভ ধর্ম্ম হত, ক্রোধযুক্ত তপস্যা হত, অদৃঢ় জ্ঞান হত, প্রমাদ সমন্বিত শ্রুত (শাস্ত্রাভ্যাস) হত, পরজনে আসক্তা নারী হতা, মদবশত ব্রহ্মচারী হত, অদীপ্ত অগ্নিতে হোম হত, কাপট্যযুক্তা ভক্তি হতা, পরোপ-জীব্যা কন্যা হতা, নিজার্থে কৃতা পাকক্রিয়া হতা, শূদ্র হইতে ভিক্ষাগ্রাহীর যোগ হত, কৃপণের ধন হত, অনভ্যাসে বিদ্যা হতা, বিরোধকৃৎ বোধ হত, জীবনোপায় জন্য তীর্থ হত, জীবিকার্থে ব্রত হত, অসত্যা পৈশুন্যবাদিনী বাণী হতা, ষট্‌কর্ণগত মন্ত্র হত, ব্যগ্রচিত্তে কৃত জপ হত, অশ্রোত্রিয়ে দান হত, নাস্তিক মানব হত, অশ্রদ্ধায় কৃত

অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং যৎকৃতং পারলৌকিকম্॥৬৮
ইহলোকো হতো নৃণাং দরিদ্রাণাং যথা নৃপ।
মনুষ্যাণাং হতং জন্ম কালিন্দীমজ্জনং বিনা॥
উপপাতকসর্ব্বাণি পাতকানি মহান্তি চ।
ভস্মীভবন্তি সর্ব্বাণি যমুনামজ্জনান্নৃপ॥ ৭০
বেপন্তে সর্ব্বপাপানি যমুনায়াং গতে নরে।
নাশকে সর্ব্বপাপানাং যদি স্নাস্যন্তি বারিণি॥৭১
পাবকা ইব দীপ্যন্তে যমুনায়াং নরোত্তমাঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মেঘেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ॥
আর্দ্রশুষ্কলঘুস্থূলং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ কৃতম্।
তত্র স্নানং দহেৎ পাপং পাবকঃ সমিধো যথা॥
প্রামাদিকঞ্চ যৎপাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
স্নানমাত্রেণ নশ্যেত যমুনায়াং নৃপোত্তম॥ ৭৪
নিষ্পাপাস্ত্রিদিবং যান্তি পাপিষ্ঠা যান্তি শুদ্ধতাম্
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ স্নানে বৈ যমুনাজলে॥

পারলৌকিক কার্য্য সকল হত, আর দরিদ্র নরগণের ইহলোক যেমন হত, তদ্রূপ মনুষ্যগণের কালিন্দীমজ্জন ব্যতীত জন্ম হত জানিবে। নৃপ! সমস্ত উপপাতক ও মহাপাতক, যমুনাস্নানে ভস্মীভূত হয়। নর যমুনায় গত হইলে 'সর্ব্বপাপনাশক জলে যদি স্নান করে' এই ভয়ে, সমস্ত পাপ কম্পিত হইতে থাকে। ৫৪—৭১। নরোত্তমগণ যমুনায় স্নান করিলে পাবকবৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, সকল পাপে মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজ করে। সেখানে স্নান করিলে পাবক যেমন সমিধ্ দহন করে, তদ্রূপ বাক্ মন কায় দ্বারা কৃত আর্দ্র, শুষ্ক, লঘু, স্থূল, যেরূপই হউক না কেন, সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়। নৃপোত্তম! যাহা প্রমাদকৃত বা যাহা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, সে সমস্ত পাপই যমুনায় স্নান মাত্রে বিনষ্ট হয়। যমুনাজলে স্নান করিলে যাহারা নিষ্পাপ তাহারা ত্রিদিবধামে গমন করে, আর যাহারা পাপিষ্ঠ তাহারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। নৃপ! বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে

সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র বিষ্ণুভক্তৌ যথা নৃপ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা দেবী যমুনা পাপনাশিকা॥৭৬
এষ এব পরো মন্ত্র এতচ্চ পরমং তপঃ।
প্রায়শ্চিত্তং পরঞ্চৈব যমুনাস্নানমুত্তমম্॥ ৭৭
নৃণাং জন্মান্তরাভ্যাসাৎ কালিন্দীমজ্জনে মতিঃ
অধ্যাত্মজ্ঞানকৌশল্যং জন্মাভ্যাসাদ্যথা নৃপ॥
সংসারকর্দ্দমালেপ-প্রক্ষালনবিশারদম্।
পাবনং পাবনানাঞ্চ যমুনাস্নানমুত্তমম্॥ ৭৯
স্নাতাস্তত্র চ যে রাজন্ সর্ব্বকামফলপ্রদে।
শুভাংশ্চ ভুঞ্জতে ভোগাংশ্চ সূর্য্যগ্রহোপমান্॥
যমুনা মোক্ষদা প্রোক্তা মথুরাসঙ্গতা যদি।
মথুরায়াঞ্চ কালিন্দী পুণ্যাধিক্যবিবর্দ্ধিনী॥ ৮১
অন্যত্র যমুনা পুণ্যা মহাপাতকহারিণী।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দেবী মথুরাসঙ্গতা ভবেৎ॥৮২
ভক্তিভাবেন সংযুক্তঃ কালিন্দ্যাং যদি মজ্জয়েৎ
কল্পকোটিসহস্রাণি বসতে সন্নিধৌ হরেঃ॥ ৮৩
মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজা নূনং সাংখ্যেন বর্জ্জিতাঃ

যেমন সকলেই অধিকারী, তদ্রূপ যমুনাস্নানেও সর্ব্বমানবই অধিকারী। দেবী যমুনা সকলের সকল সময়েই পাপনাশিকা। এই উত্তম যমুনাস্নান পরম মন্ত্র স্বরূপ, ইহাই পরম তপস্যা এবং ইহাই পরম প্রায়শ্চিত্ত। নৃপ! মানবগণের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ যেমন অধ্যাত্মজ্ঞান-কৌশল হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ অভ্যাসের ফলে কালিন্দীমজ্জনে মতি জন্মে। উত্তম যমুনাস্নান সংসারকর্দ্দমলেপের ক্ষালনে বিশারদ এবং পাবনগণেরও পাবন। রাজন্! সর্ব্বকামফলপ্রদ সেই যমুনায় যাহারা স্নাত হয়, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহের ন্যায় শুভ ভোগ সকল ভোগ করে। ৭২—৮০। মথুরাসঙ্গতা যমুনা মোক্ষদা বলিয়া প্রোক্ত হয়। মথুরাতে কালিন্দী অধিক পুণ্যবর্দ্ধিনী। অন্যত্র যমুনা পুণ্যা এবং মহাপাতকহারিণী; কিন্তু মথুরা-সঙ্গতা হইলে ঐ দেবী বিষ্ণুভক্তিপ্রদা হন। যদি ভক্তিভাবে যুক্ত হইয়া কালিন্দীতে মজ্জন করে, তবে সহস্রকোটি কল্প হরি-

পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতৈর্দিবি ॥ ৮৪
যে পিবন্তি নরা রাজন্ যমুনাসলিলং শুভম্।
পঞ্চগব্যসহস্রেস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৮৫
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে যমুনামাহাত্ম্যে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১
পুরা কৃতযুগে রাজন্নিষধে নগরে বরে।
আসীদ্বৈশ্যঃ কুবেরাভো নামতো হেমকুণ্ডলঃ ॥২
কুলীনঃ সৎক্রিয়ো দেবদ্বিজপাবকপূজকঃ।
কৃষিবাণিজ্যকর্ত্তাসৌ বহুধা ক্রয়বিক্রয়ী ॥ ৩

সন্নিধানে বাস করে। যমুনাস্নানে মানবগণ সাংখ্যজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) বর্জ্জিত হইয়াও নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের পিতৃগণ শতকোটি কল্প স্বর্গলোকে তৃপ্ত থাকেন। রাজন্! যে সকল মানব শুভ যমুনাসলিল পান করে, তাহাদিগের পঞ্চগব্য-সহস্র সেবনেই বা কোন্ প্রয়োজন? আর সহস্র কোটি তীর্থ সেবনেই বা কি প্রয়োজন? সেই যমুনায় দান হোম প্রভৃতি সকল কার্য্যই কোটি-গুণ ফলপ্রদ হয়। ৮০—৮৬।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করত তোমার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। পুরা-কালে সত্যযুগে নিষধ নগরবরে কুলীন, সৎক্রিয়াবিত ও দেবদ্বিজ-পাবকপূজক হেম-কুণ্ডল নামে কুবেরাভ এক বৈশ্য ছিল। সে কৃষি, বাণিজ্য, নানাবিধ ক্রয়-বিক্রয় এবং

গোঘোটকমহিষ্যাদিপশুপোষণতৎপরঃ।
পয়োদধীনি তক্রাণি গোময়ানি তৃণানি চ ॥ ৪
কাষ্ঠানি ফলমূলানি লবণার্দ্রাদিপিপ্পলীঃ।
ধান্যানি শাকতৈলানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ধাতূনিক্ষুবিকারাংশ্চ বিক্রীণীতে স সর্বদা ॥ ৫
ইত্থং নানাবিধৈবৈশ্য উপায়ৈরপরৈস্তথা।
উপার্জ্জয়ামাস সদা অষ্টৌ হাটককোটয়ঃ ॥ ৬
এবং মহাধনঃ সোঽথ হাকর্ণপলিতোঽভবৎ।
পশ্চাদ্বিচার্য্য সংসারক্ষণিকত্বং স্বচেতসি ॥ ৭
তদ্ধনস্য ষড়ংশেন ধর্ম্মকার্য্যং চকার সঃ।
বিষ্ণোর্বায়তনং চক্রে গৃহং চক্রে শিবস্য চ ॥ ৮
তড়াগং খানযামাস বিপুলং সাগরোপমম্।
বাপ্যশ্চ পুষ্করিণ্যশ্চ বহুধা তেন কারিতাঃ ॥ ৯
বটাশ্বত্থাম্রকঙ্কোলজম্বুনিম্বাদিকাননম্।
আরোপিতং সসত্ত্বেন তথা পুষ্পবনং শুভম্ ॥১০
উদয়াস্তময়ং যাবদন্নপানং চকার সঃ।
পুরাদ্বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রপাং চক্রেঽতিশোভনাম্

গো ঘোটক মহিষাদি পশু পোষণে তৎপর। দুগ্ধ, দধি, তক্র, গোময়, তৃণ, কাষ্ঠ, ফল, মূল, লবণ, আর্দ্রক, পিপ্পলী, ধান্য, শাক, তৈল, বস্ত্র, বিবিধ ধাতু, ইক্ষুবিকার (গুড়াদি) প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় করিত। সেই বৈশ্য সতত এইরূপ এবং অন্য নানাবিধ উপায়ে আটকোটি স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিল। ১—৬। এইরূপ মহাধনসম্পন্ন সেই বৈশ্য ক্রমে পলিত হইল,—বধিরতা প্রাপ্ত হইল। পরে সে নিজ চিত্তে সংসারের ক্ষণিকত্ব চিন্তা করিয়া সেই ধনের ষষ্ঠাংশ দ্বারা ধর্ম্ম্য কার্য্য সকল করিল। সে বিষ্ণুমন্দির করিল, শিবমন্দির করিল, বিপুল সাগরোপম তড়াগ খনন করাইল। অনেকানেক বাপী, পুষ্করিণী প্রভৃতি করাইল। বট, অশ্বত্থ, আম্র, কঙ্কোল, জম্বু, নিম্ব প্রভৃতির কানন এবং শুভ পুষ্পবনাদিও নিজ শক্তি অনুসারে রোপণ করাইল। উদয়াস্ত যাবৎ অন্নপান-সত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। পুরের বহির্ভাগে চতুর্দিকে অতি শোভনা প্রপা নির্ম্মাণ করা-

পুরাণেষু প্রসিদ্ধানি যানি দানানি ভূপতে।
দদৌ তানি স ধর্ম্মাত্মা নিত্যং দানপরস্তদা ॥১২
যাবজ্জীবকৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তমথাকরোৎ।
দেবপূজাপরো নিত্যং নিত্যঞ্চাতিথিপূজকঃ ॥
তস্যেত্থং বর্ত্তমানস্য সঞ্জাতৌ দ্বৌ সুতৌ নৃপ।
তৌ সুপ্রসিদ্ধনামানৌ শ্রীকুণ্ডলবিকুণ্ডলৌ ॥১৪
তয়োর্মূর্দ্ধ্নি গৃহং ত্যক্ত্বা জগাম তপসে বনম্।
তত্রারাধ্য পরং দেবং গোবিন্দং বরদং প্রভুম্ ॥
তপঃক্লিষ্টশরীরোঽসৌ বাসুদেবমনাঃ সদা।
প্রাপ্তঃ স বৈকুণ্ঠং লোকং যত্র গত্বা ন শোচতি
অথ তস্য সুতৌ রাজন্মহামানসমন্বিতৌ।
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ ধনগর্ব্বেণ গর্ব্বিতৌ ॥ ১৭
দুঃশীলৌ ব্যসনাসক্তৌ ধর্ম্মকর্ম্মাদ্যদর্শকৌ।
ন বাক্যকারিণৌ মাতুর্বৃদ্ধানাং বচনং তথা ॥১৮
কুমার্গগৌ দুরাত্মানৌ পিতৃমিত্রনিষেধকৌ।
অধর্ম্মনিরতৌ দুষ্টৌ পরদারাভিগামিনৌ ॥ ১৯
গীতবাদিত্রনিরতৌ বীণাবেণুবিনোদিনৌ।
বারস্ত্রীশতসংযুক্তৌ গায়ন্তৌ চেরতুস্তদা ॥ ২০
চাটুকারজনৈর্যুক্তৌ বিদগ্ধৌ চ বিশারদৌ।
সুবেশৌ চারুবসনৌ চারুচন্দনচর্চ্চিতৌ ॥ ২১
তথা সুগন্ধমাল্যাঢ্যৌ কস্তূরীলক্ষলক্ষিতৌ।
নানালঙ্কারশোভাঢ্যৌ মৌক্তিকাহারহারিণৌ ॥
গজবাজিরথৌঘেন ক্রীড়ন্তৌ তাবিতস্ততঃ।
মধুপানসমাযুক্তৌ পরস্ত্রীরতিমোহিতৌ ॥ ২৩
নাশয়ন্তৌ পিতৃদ্রব্যং সহস্রং দদতুঃ শতম্।
তস্থতুঃ স্বগৃহে রম্যে নিত্যং ভোগপরায়ণৌ ॥
ইত্থন্তু তদ্ধনং তাভ্যাং বিনিযুক্তমসদ্ব্যয়ৈঃ।
বারস্ত্রীবিটশৈলূষ-মল্লচারণবন্দিষু ॥ ২৫
অপাত্রে তদ্ধনং দত্তং ক্ষিপ্তং বীজমিবোষরে।
ন সৎপাত্রে চ তদ্দত্তং ন ব্রাহ্মণমুখে হুতম্ ॥২৬

হইল। হে ভূপতে! পুরাণ সকলে যে সমস্ত দান প্রসিদ্ধ আছে, নিত্য দানতৎপর সেই ধর্ম্মাত্মা সে সমস্ত দানই করিল। পরে যাবজ্জীবনকৃত পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিল। সে নিত্য দেবপূজাতৎপর ও অতিথি-পূজক হইল। এই ভাবে বর্ত্তমান সেই বৈশ্যের দুইটী পুত্র জন্মিল। তাহারাও সুপ্রসিদ্ধনামা—শ্রীকুণ্ডল ও বিকুণ্ডল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। পরে হেমকুণ্ডল সেই পুত্রদ্বয়ের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিল। সেখানে যাইয়া তপঃক্লেশে শরীর কৃশ করিল, —সদা বাসুদেবমনা হইল। পরে দেব প্রভু বরদ গোবিন্দের আরাধনা করিয়া যেখানে যাইয়া শোক করিতে হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিল। ৭—১৬। রাজন্! মহামান সমন্বিত তদীয় পুত্রদ্বয় তরুণ ও রূপসম্পন্ন, সুতরাং ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা দুঃশীল, ও ব্যসনাসক্ত হইল এবং সেই সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদির পরিদর্শনও করিত না। মাতার বা বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিত না পিতার মিত্রগণের সংস্রব ত্যাগ করিল। নিয়ত কুমার্গগ, দুরাত্মা, দুষ্ট, অধর্ম্মনিরত এবং পরদারগামী হইল। তখন ক্রমে তাহারা গীত-বাদ্যে রত ও বেণু-বীণাদি বাদনে আসক্ত হইল; শত শত বারনারী সংযুক্ত হইয়া সঙ্গীতচর্চ্চায় কাল কাটাইতে লাগিল। চাটুকার জনে পরি-বেষ্টিত হইয়া সুন্দর বেশ বসন চারুচন্দনে শোভিত থাকিত। উত্তম গন্ধমাল্যে আঢ্য, কস্তূরীচিহ্নে চিহ্নিত, নানালঙ্কারে শোভা-সম্পন্ন ও মৌক্তিক হারে মনোহর হইয়া গজ-বাজি রথাদিতে আরোহণ করত ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল। মধুপানে আসক্ত হইল, পরস্ত্রীরতি বিষয়ে মোহিত হইল। তাহারা যে ব্যক্তি শত মুদ্রা পাইবে, তাহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিত। এইরূপ নিয়ত ভোগপরায়ণ হইয়া রম্য নিজ ভবনে অবস্থানপূর্ব্বক পিতৃসঞ্চিত সেই অর্থরাশি বিনষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপে সেই অর্থরাশি অসদ্ব্যয়ে নিযুক্ত করিল; উষর ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় বারনারী, বিট, নট, মল্ল, চারণ, বন্দী প্রভৃতি অপাত্রে দান করিল; সৎপাত্রে কিছুমাত্র ব্যয় করিল

নার্চ্চিতো ভূতভৃদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
উভয়োরেব তদ্দ্রব্যমচিরেণ ক্ষয়ং যযৌ॥ ২৭
ততস্তৌ দুঃখসম্পন্নৌ কার্পণ্যং পরমং গতৌ।
শোচমানৌ তু মুহ্যন্তৌ ক্ষুৎপীড়াদুঃখপীড়িতৌ॥
তয়োস্তু তিষ্ঠতোর্গেহে নাস্তি যদ্ভুজ্যতে তদা।
স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈঃ সেবকৈরুপজীবিভিঃ॥২৯
দ্রব্যাভাবে পরিত্যক্তৌ চিন্তামানৌ ততঃ পুরে
পশ্চাচ্চৌর্য্যং সমারব্ধং তাভ্যাঞ্চ নগরে নৃপ॥
রাজতো লোকতো ভীতৌ স্বপুরান্নিঃসৃতৌ
তদা।
চক্রতুর্বনবাসং তৌ সর্ব্বেষামুপপীড়িতৌ॥ ৩১
জঘ্নতুঃ সততং মূঢৌ শিতৈর্বাণৈর্বিষার্পিতৈঃ।
নানাপক্ষিবরাহাংশ্চ হরিণান্ রোহিতাংস্তথা॥
শশকান শল্লকান্ গোধা শ্বাপদাংশ্চেতরান্ বহূন্
মৃগাবলৌ ভিল্লসঙ্গাবাখেটকভুজৌ সদা॥ ৩৩
এবং মাংসময়াহারৌ পাপাহারৌ পরন্তপ।

কদাচিদ্ভূধরং প্রাপ্তো হ্যেকোহন্যশ্চ বনং গতঃ
শার্দ্দূলেন হতো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠঃ সর্পদংশিতঃ।
একস্মিন্ দিবসে রাজন্ পাপিষ্ঠৌ নিধনংগতৌ
যমদূতৈস্ততো বদ্ধা পাশৈর্নীতৌ যমালয়ম্।
গত্বাভিজগদুঃ সর্ব্বে তে দূতাঃ পাপিনাবুভৌ॥
ধর্ম্মরাজ নরাবেতাবানীতৌ তব শাসনাৎ।
আজ্ঞাং দেহি স্বভৃত্যেষু প্রসীদ করবাম কিম্
আলোচ্য চিত্রগুপ্তেন তদা দূতান্ জগৌ যমঃ
একস্তু নীয়তাং বীর নিরয়ং তীব্রবেদনম্।
অপরঃ স্থাপ্যতাং স্বর্গে যত্র ভোগা অনুত্তমাঃ॥
কৃতান্তাজ্ঞাং ততঃ শ্রুত্বা দূতৈশ্চ ক্ষিপ্রকারিভিঃ
নিক্ষিপ্তো রৌরবে ঘোরে যো জ্যেষ্ঠো হি
নরাধিপ॥ ৪০
তেষাং দূতবরঃ কশ্চিদুবাচ মধুরং বচঃ।
বিকুণ্ডল ময়া সার্দ্ধমেহি স্বর্গং দদামি তে

না; ব্রাহ্মণমুখেও হোম করিল না, সর্ব্বপাপ-প্রণাশন ভূতভৃৎ বিষ্ণুকেও অর্চ্চনা করিল না। ক্রমে তাহাদের উভয়েরই সেই ধন অচিরকালমধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাহারা পরমে দৈন্যগ্রস্ত হইয়া মহাদুঃখে পতিত হইল। তাহারা শোকে মুগ্ধ হইয়া ক্ষুৎপীড়ায় পীড়িত হইতে থাকিল। তখন স্বজন বান্ধববর্গ এবং উপজীবী সেবকগণ সকলেই ধনাভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। হে নৃপ! পশ্চাৎ তাহারা চিন্তা-মান হইয়া পুরে থাকিয়াই নগরে চৌর্য্য আরম্ভ করিল; কিন্তু তখন সকলেই তজ্জন্য তাহাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল; সুতরাং তাহারা রাজা এবং সাধারণ লোক হইতে ভীত হওত নিজপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া বনবাসে গমন করিল। বনে যাইয়া বিষলিপ্ত নিশিত বাণ দ্বারা নানাবিধ পক্ষী, বরাহ, হরিণ, রোহিত, মৃগ, শশক, শল্লক, গোধা এবং ইতর নানা শ্বাপদ বধ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ১৭—৩৩। তাহারা এইরূপে ভিল্লগণের সঙ্গে মৃগয়া করত মাংস সংগ্রহপূর্ব্বক মাংসময় আহার—পাপা-হার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকিল। কদাচিৎ সেই পাপাচারদ্বয়ের একজন একটা ভূধরে ও অপরে একটা বনে যাইয়া উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ শার্দ্দূল কর্তৃক হত হইল এবং কনিষ্ঠ সর্প দ্বারা দষ্ট হইল। রাজন্! একদিনেই সেই পাপিষ্ঠদ্বয় নিধন পাইল। তার পর যমদূতগণ তাহা-দিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া যমালয়ে লইয়া গেল। সেই দূতগণ যাইয়া উভয় পাপীর বিষয় নিবেদন করিল।—ধর্ম্মরাজ! আপনার শাসন অনুসারে এই নরদ্বয় আনীত হইয়াছে। স্বকীয় ভৃত্যদিগের উপর আজ্ঞা দান করুন; প্রসন্ন হউন, আমরা কি করিব? তখন যম চিত্রগুপ্তের সঙ্গে আলো-চনা করিয়া দূতদিগকে বলিলেন,—এক জনকে তীব্রবেদন নরকে লইয়া যাও, আর অপরকে যেখানে অনুত্তম ভোগসকল আছে এমন স্বর্গে স্থাপন কর। হে নরাধিপ! ক্ষিপ্রকারী সেই দূতগণ কৃতান্তের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, তাহাকে ঘোর রৌরব নরকে নিক্ষেপ

ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ সুদিব্যাংস্ত্বমর্জ্জিতান্ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৪১
ততো হৃষ্টমনাঃ সোঽথ দূতং পপ্রচ্ছ তং পথি।
সন্দেহং হৃদি কৃত্বা তু বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥৪২
বিচারয়ন্ হৃদি স্বর্গঃ কস্য হেতোঃ ফলং মম ॥
বিকুণ্ডল উবাচ।
হে দূতবর পৃচ্ছামি সংশয়ং ত্বামহং পরম্।
আবাং জাতৌ কুলে তুল্যে তুল্যং কর্ম্ম তথা কৃতম্ ॥ ৪৪
দুর্ম্মৃত্যুরপি তুল্যোঽভূত্তুল্যো দৃষ্টো যমস্তথা।
কথং স নরকে ক্ষিপ্তস্তুল্যকর্ম্মা মমাগ্রজঃ ॥৪৫
মমাভবৎ কথং নাকমিতি মে ছিন্ধি সংশয়ম্।
দেবদূত ন পশ্যামি মম স্বর্গস্য কারণম্ ॥ ৪৬
দেবদূত উবাচ।
মাতা পিতা সুতো জায়া স্বসা ভ্রাতা বিকুণ্ডল।
জন্মহেতোরিয়ং সংজ্ঞা জন্তোঃ কর্ম্মোপভুক্তয়ে
একস্মিন্ পাদপে যদ্বচ্ছকুনানাং সমাগমঃ ॥ ৪৭

যদ্‌যৎ সমাহিতং কর্ম্ম কুরুতে পূর্ব্বভাবিতঃ।
তস্যাং তস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মণঃ পুরুষঃ সদা ॥
সত্যং বদামি তে প্রীত্যা নরৈঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্
স্বকৃতং ভুজ্যতে বৈশ্য কালেকালে পুনঃপুনঃ
একঃ করোতি কর্ম্মাণি একস্তৎফলমশ্নুতে।
অন্যো ন লিপ্যতে বৈশ্য কর্ম্মণান্যস্য কুত্রচিৎ
অপতন্নরকে পাপৈস্তব ভ্রাতা সুদারুণৈঃ।
ত্বঞ্চ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ স্বর্গং প্রাপ্তোষি শাশ্বতম্ ॥৫২
বিকুণ্ডল উবাচ।
আবাল্যান্মম পাপেষু ন পুণ্যেষু রতং মনঃ।
অস্মিন্ জন্মনি হে দূত দুষ্কৃতং হি কৃতং ময়া ॥
দেবদূত ন জানামি সুকৃতং কর্ম্ম চাত্মনঃ।
যদি জানাসি মৎপুণ্যং তন্মে ত্বং কৃপয়া বদ ॥
দেবদূত উবাচ।
শৃণু বৈশ্য প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া পুণ্যমর্জ্জিতম্।
জানামি তদহং সর্ব্বং ন ত্বং বেৎসি সুনিশ্চিতম্

করিল। পরে কোন দূতবর মধুর বাক্যে বিকুণ্ডলকে কহিল,—বিকুণ্ডল! আমার সঙ্গে আইস; তোমাকে স্বর্গ প্রদান করি। তুমি স্বীয় কর্ম্মে অর্জ্জিত সুদিব্য ভোগ সকল ভোগ কর। পরে হৃষ্টমনাঃ বিকুণ্ডল পথে যাইতে যাইতে দূতকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দূতবর! তোমাকে আমি একটী পরম সংশয় জিজ্ঞাসা করি। আমরা দুই ভাই তুল্য কুলে জন্মিয়াছি এবং তুল্য কর্ম্ম করিয়াছি; আর অপমৃত্যুও উভয়ের তুল্যই হইয়াছে; যমকেও উভয়ে তুল্যই দেখিয়াছি। তবে আমার তুল্যকর্ম্মা অগ্রজ কিনিমিত্ত নরকে ক্ষিপ্ত হইলেন? আমারই বা স্বর্গ হইল কেন? আমার এই সংশয় ছেদন কর। দেবদূত! আমার স্বর্গের কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। ৪১—৪৬। দেবদূত বলিল,—বিকুণ্ডল! জাত জন্তুর জন্ম হেতু মাতা, পিতা, সুত, জায়া, স্বসা, ভ্রাতা ইত্যাদি নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ একটী পাদপে শকুনগণের যেমন সমাগম হয়, উহাদিগের সমাগমও তদ্রূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে সমাহিত কর্ম্ম করে, পুরুষ, সে জন্মে সদা তাহারই ফল ভোগ করে। বৈশ্য! আমি তোমাকে প্রীতি বশতঃ সত্য বলিতেছি,—নরগণ স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই কালে কালে পুনঃপুনঃ ভোগ করে। বৈশ্য! একাই কর্ম্ম করে, একাই তাহার ফল ভোগ করে; একের কর্ম্মে অন্য কুত্রাচিৎ লিপ্ত হয় না। তোমার ভ্রাতা সুদারুণ পাপ বশতঃ নরকে পড়িয়াছে; আর হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের ফলে শাশ্বত স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়েছ। ৪৮—৫২। বিকুণ্ডল বলিল,—বাল্য কাল হইতেই আমার মন পাপে রত ছিল, পুণ্যে ছিল না। হে দূত! এ জন্মে আমি পাপ কর্ম্মই করিয়াছি। দেবদূত! আমি আমার কোনই সুকৃত কর্ম্ম জানি না; তুমি যদি আমার পুণ্য জান, তবে কৃপা করিয়া আমাকে বল। দেবদূত বলিল,—বৈশ্য! শুন, তুমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি; আমি তাহা সকলই জানি,

হরিমিত্রসুতো বিপ্রঃ সুমিত্রো বেদপারগঃ।
আসীত্তস্যাশ্রমঃ পুণ্যো যমুনাদক্ষিণে তটে॥
তেন সখ্যং বনে তস্মিংস্তব জাতং বিশাং বর
তৎসঙ্গেন ত্বয়া স্নানং মাঘমাসদ্বয়ং তথা॥ ৫৭
কালিন্দীপুণ্যপানীয়ে সর্ব্বপাপহরে বরে।
তত্তীর্থে লোকবিখ্যাতে নাম্না পাপপ্রণাশনে॥
একেন সর্ব্বপাপেভ্যো বিমুক্তস্ত্বং বিশাম্পতে।
দ্বিতীয়ে মাঘপুণ্যেন প্রাপ্তঃ স্বর্গস্ত্বয়ানঘ॥৫৯
ত্বং তৎপুণ্যপ্রভাবেণ মোদস্ব সততং দিবি।
নরকেষু তব ভ্রাতা মহতীং নাম যাতনাম্॥৬০
ছিদ্যমানোঽসিপত্রৈশ্চ ভিদ্যমানস্তু মুদ্গরৈঃ।
চূর্ণ্যমানঃ শিলাপৃষ্ঠে তপ্তাঙ্গারেঽস্তু ভর্জ্জিতঃ॥
ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতৃদুঃখেন দুঃখিতঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো দীনোঽসৌ বিনয়ান্বিতঃ॥
উবাচ তং দেবদূতং মধুরং নিপুণং বচঃ।
মৈত্রী সাপ্তপদী সাধো সতাং ভবতি সৎফলা॥
মিত্রভাবং বিচিন্ত্য ত্বং মামুপাকর্ত্তুমর্হসি।
অতো হি শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মতো মম॥
যমলোকং ন পশ্যন্তি কর্ম্মণা কেন মানবাঃ।
গচ্ছন্তি নিরয়ং যেন তন্মে ত্বং কৃপয়া বদ॥ ৬৫

দেবদূত উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বৈশ্য নষ্টপাপোঽসি সাম্প্রতম্
বিশুদ্ধে হৃদয়ে পুংসাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে॥
যদ্যপ্যবসরো নাস্তি মম সেবাপরস্য বৈ।
তথাপি চ তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যথামতি॥৬৭
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
পরপীড়াং ন কুর্ব্বন্তি ন তে যান্তি যমালয়ম্॥৬৮
ন বেদৈর্ন চ ন দানৈশ্চ ন তপোভির্ন চাধ্বরৈঃ
কথঞ্চিৎস্বর্গতিং যান্তি পুরুষাঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো হ্যহিংসৈব পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যাহুর্ম্মুনয়ঃ সদা॥ ৭০
মশকান্সরীসৃপান্ দংশান্ যূকাদ্যান্মানবাংস্তথা

তুমি তাহা সুনিশ্চয় জান না। হরিমিত্রের সুত সুমিত্র নামে এক বিপ্র ছিলেন ; যমুনায় দক্ষিণ তটে তাঁহার পুণ্য আশ্রম ছিল। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! সেই বনে তাঁহার সঙ্গে তোমার সখ্য জন্মিয়াছিল। তুমি তাঁহার সঙ্গে মাঘমাসিদ্বয় সেই কালিন্দীর পাপপ্রণাশন নামে লোকবিখ্যাত সর্ব্বপাপহর বর তীর্থে পুণ্যপানীয়ে স্নান করিয়াছিলে। অনঘ বিশাম্পতে! এক মাঘস্নানের প্রভাবে তুমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও অন্য মাঘস্নানপুণ্যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে। তুমি সেই পুণ্যপ্রভাবে সতত দেবলোকে মুদিত হও ; আর তোমার ভ্রাতা নরকে মহতী যাতনা লাভ করুক,— অসিপত্রে ছিদ্যমান, মুদ্গরে ভিদ্যমান, শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণ্যমান এবং তপ্তাঙ্গারে ভর্জ্জিত হউক। দূতের এই বাক্য শুনিয়া বিকুণ্ডল ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত, সর্ব্বাঙ্গে পুলকপূর্ণ হইল ; দীন চিত্তে বিনয় সহকারে নিপুণভাবে মধুর বাক্যে সেই দেবদূতকে বলিল,—হে সাধো! সাধুদিগের মৈত্রী সাপ্তপদী ; উহা সৎফল প্রসব করে ; অতএব তুমি মিত্র ভাব চিন্তা করিয়া আমার উপকার করিতে যোগ্য হইতেছ। তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে ; অতএব তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি,—মানবগণ কোন্ কর্ম্ম করিয়া যমলোক দর্শন করে না? যে কর্ম্মে নিরয়ে গমন করে, তাহা তুমি কৃপা করিয়া আমাকে বল। ৫৩—৬৫। দেবদূত বলিল,—বৈশ্য! তুমি সম্যক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি সম্প্রতি নষ্টপাপ হইয়াছ। পুরুষ বিশুদ্ধহৃদয় হইলে শ্রেয় বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে। পরসেবাপর আমার যদিও অবসর নাই, তথাপি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ যথামতি বলিতেছি। যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্ম মন ও বাক্যে পরপীড়া না করে, তাহারা যমালয়ে যায় না। প্রাণিহিংসক পুরুষগণ না বেদ দ্বারা, না দান দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, না অধ্বর দ্বারা, কোনরূপেই স্বর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপ, অহিংসা পরম দান ; মুনিগণ ইহা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। যে সকল মানব দয়ালু, তাঁহারা মশক, সরীসৃপ, দংশ, যূকা (উকুন)

ভুঙ্‌ক্ষ ভোগান সুদিব্যাংস্বমর্জ্জিতান্ স্বেন কর্ম্মণা॥ ৪১
ততো হৃষ্টমনাঃ সোঽথ দূতং পপ্রচ্ছ তং পথি।
সন্দেহং হৃদি কৃত্বা তু বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥৪২
বিচারয়ন্ হৃদি স্বর্গঃ কস্য হেতোঃ ফলং মম॥
বিকুণ্ডল উবাচ।
হে দূতবর পৃচ্ছামি সংশয়ং ত্বামহং পরম্।
আবাং জাতৌ কুলে তুল্যে তুল্যং কর্ম্ম তথা কৃতম্॥ ৪৪
দুর্ম্মৃত্যুরপি তুল্যোঽভূত্তুল্যো দৃষ্টৌ যমস্তথা।
কথং স নরকে ক্ষিপ্তস্তুল্যকর্ম্মা মমাগ্রজঃ॥৪৫
মমাভবৎ কথং নাকমিতি মে ছিন্ধি সংশয়ম্।
দেবদূত ন পশ্যামি মম স্বর্গস্য কারণম্॥ ৪৬
দেবদূত উবাচ।
মাতা পিতা সুতো জায়া স্বসা ভ্রাতা বিকুণ্ডল।
জন্মহেতোরিয়ং সংজ্ঞা জন্তোঃ কর্ম্মোপভুক্তয়ে
একস্মিন্ পাদপে যদ্বচ্ছকুনানাং সমাগমঃ॥ ৪৭
যদ্‌যৎ সমাহিতং কর্ম্ম কুরুতে পূর্ব্বভাবিতঃ।
তস্যাং তস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মণঃ পুরুষঃ সদা॥
সত্যং বদামি তে প্রীত্যা নরৈঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্
স্বকৃতং ভুজ্যতে বৈশ্য কালেকালে পুনঃপুনঃ
একঃ করোতি কর্ম্মাণি একস্তৎফলমশ্নুতে।
অন্যো ন লিপ্যতে বৈশ্য কর্ম্মণান্যস্য কুত্রচিৎ
অপতন্নরকে পাপৈস্তব ভ্রাতা সুদারুণৈঃ।
ত্বঞ্চ ধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ স্বর্গং প্রাপ্তোঽসি শাশ্বতম্॥৫২
বিকুণ্ডল উবাচ।
আবাল্যান্মম পাপেষু ন পুণ্যেষু রতং মনঃ।
অস্মিন্ জন্মনি হে দূত দুষ্কৃতং হি কৃতং ময়া॥
দেবদূত ন জানামি সুকৃতং কর্ম্ম চাত্মনঃ।
যদি জানাসি মৎপুণ্যং তন্মে ত্বং কৃপয়া বদ॥
দেবদূত উবাচ।
শৃণু বৈশ্য প্রবক্ষ্যামি যত্ত্বয়া পুণ্যমর্জ্জিতম্।
জানামি তদহং সর্ব্বং ন ত্বং বেৎসি সুনিশ্চিতম্

করিল। পরে কোন দূতবর মধুর বাক্যে বিকুণ্ডলকে কহিল,—বিকুণ্ডল! আমার সঙ্গে আইস; তোমাকে স্বর্গ প্রদান করি। তুমি স্বীয় কর্ম্মে অর্জ্জিত সুদিব্য ভোগ সকল ভোগ কর। পরে হৃষ্টমনাঃ বিকুণ্ডল পথে যাইতে যাইতে দূতকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে দূতবর! তোমাকে আমি একটী পরম সংশয় জিজ্ঞাসা করি। আমরা দুই ভাই তুল্য কুলে জন্মিয়াছি এবং তুল্য কর্ম্ম করিয়াছি; আর অপমৃত্যুও উভয়ের তুল্যই হইয়াছে; যমকেও উভয়ে তুল্যই দেখিয়াছি। তবে আমার তুল্যকর্ম্মা অগ্রজ কিনিমিত্ত নরকে ক্ষিপ্ত হইলেন? আমারই বা স্বর্গ হইল কেন? আমার এই সংশয় ছেদন কর। দেবদূত! আমার স্বর্গের কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। ৪১—৪৬। দেবদূত বলিল,—বিকুণ্ডল! জাত জন্তুর জন্ম হেতু মাতা, পিতা, সুত, জায়া, স্বসা, ভ্রাতা ইত্যাদি নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ একটী পাদপে শকুনগণের যেমন সমাগম হয়, উহাদিগের সমাগমও তদ্রূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে সমাহিত কর্ম্ম করে, পুরুষ, সে জন্মে সদা তাহারই ফল ভোগ করে। বৈশ্য! আমি তোমাকে প্রীতি বশতঃ সত্য বলিতেছি,—নরগণ স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই কালে কালে পুনঃপুনঃ ভোগ করে। বৈশ্য! একাই কর্ম্ম করে, একাই তাহার ফল ভোগ করে; একের কর্ম্মে অন্য কুত্রাপি লিপ্ত হয় না। তোমার ভ্রাতা সুদারুণ পাপ বশতঃ নরকে পড়িয়াছে; আর হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের ফলে শাশ্বত স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছ। ৪৮—৫২। বিকুণ্ডল বলিল,—বাল্য কাল হইতেই আমার মন পাপে রত ছিল, পুণ্যে ছিল না। হে দূত! এ জন্মে আমি পাপ কর্ম্মই করিয়াছি। দেবদূত! আমি আমার কোনই সুকৃত কর্ম্ম জানি না; তুমি যদি আমার পুণ্য জান, তবে কৃপা করিয়া আমাকে বল। দেবদূত বলিল,—বৈশ্য! শুন, তুমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি; আমি তাহা সকলই জানি,

হরিমিত্রসুতো বিপ্রঃ স্বমিত্রো বেদপারগঃ।
আসীত্তস্যাশ্রমঃ পুণ্যো যমুনাদক্ষিণে তটে ॥
তেন সখ্যং বনে তস্মিংস্তব জাতং বিশাং বর
তৎসঙ্গেন ত্বয়া স্নানং মাঘমাসদ্বয়ং তথা ॥ ৫৭
কালিন্দীপুণ্যপানীয়ে সর্ব্বপাপহরে বরে।
তত্তীর্থে লোকবিখ্যাতে নাম্না পাপপ্রণাশনে ॥
একেন সর্ব্বপাপেভ্যো বিমুক্তস্ত্বং বিশাম্পতে।
দ্বিতীয়ে মাঘপুণ্যেন প্রাপ্তঃ স্বর্গস্ত্বয়ানঘ ॥৫৯
ত্বং তৎপুণ্যপ্রভাবেণ মোদস্ব সততং দিবি।
নরকেষু তব ভ্রাতা মহতীং নাম যাতনাম্ ॥৬০
ছিদ্যমানোঽসিপত্রৈশ্চ ভিদ্যমানস্তু মুদ্গরৈঃ।
চূর্ণ্যমানঃ শিলাপৃষ্ঠে তপ্তাঙ্গারৈস্তু ভর্জ্জিতঃ ॥
ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতৃদুঃখেন দুঃখিতঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো দীনোঽসৌ বিনয়ান্বিতঃ ॥
উবাচ তং দেবদূতং মধুরং নিপুণং বচঃ।
মৈত্রী সাপ্তপদী সাধো সতাং ভবতি সৎফলা ॥
মিত্রভাবং বিচিন্ত্য ত্বং মামুপাকর্ত্তুমর্হসি।
ত্বত্তো হি শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মতো মম ॥
যমলোকং ন পশ্যন্তি কর্ম্মণা কেন মানবাঃ।
গচ্ছন্তি নিরয়ং যেন তন্মে ত্বং কৃপয়া বদ ॥ ৬৫

দেবদূত উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বৈশ্য নষ্টপাপোঽসি সাম্প্রতম্
বিশুদ্ধে হৃদয়ে পুংসাং বুদ্ধিঃ শ্রেয়সি জায়তে ॥
যদ্যপ্যবসরো নাস্তি মম সেবাপরস্য বৈ।
তথাপি চ তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥৬৭
কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
পরপীড়াং ন কুর্ব্বন্তি ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥৬৮
ন বেদৈর্ন চ ন দানৈশ্চ ন তপোভির্ন চাধ্বরৈঃ
কথঞ্চিৎ স্বর্গতিং যান্তি পুরুষাঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো হ্যহিংসৈব পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যাহুর্ম্মুনয়ঃ সদা ॥ ৭০
মশকান্সরীসৃপান্ দংশান্ যূকাদ্যান্মানবাংস্তথা

তুমি তাহা সুনিশ্চয় জান না। হরিমিত্রের সুত স্বমিত্র নামে এক বিপ্র ছিলেন; যমুনায় দক্ষিণ তটে তাঁহার পুণ্য আশ্রম ছিল। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! সেই বনে তাঁহার সঙ্গে তোমার সখ্য জন্মিয়াছিল। তুমি তাঁহার সঙ্গে মাঘমাসদ্বয় সেই কালিন্দীর পাপপ্রণাশন নামে লোকবিখ্যাত সর্ব্বপাপহর বর তীর্থে পুণ্যপানীয়ে স্নান করিয়াছিলে। অনঘ বিশাম্পতে! এক মাঘস্নানের প্রভাবে তুমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত ও অন্য মাঘস্নানপুণ্যে স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে। তুমি সেই পুণ্যপ্রভাবে সতত দেবলোকে মুদিত হও; আর তোমার ভ্রাতা নরকে মহতী যাতনা লাভ করুক,—অসিপত্রে ছিদ্যমান, মুদ্গরে ভিদ্যমান, শিলাপৃষ্ঠে চূর্ণ্যমান এবং তপ্তাঙ্গারে ভর্জ্জিত হউক। দূতের এই বাক্য শুনিয়া বিকুণ্ডল ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত, সর্ব্বাঙ্গে পুলকপূর্ণ হইল; দীন চিত্তে বিনয় সহকারে নিপুণ-ভাবে মধুর বাক্যে সেই দেবদূতকে বলিল,—হে সাধো! সাধুদিগের মৈত্রী সাপ্তপদী; উহা সৎফল প্রসব করে; অতএব তুমি মিত্র ভাব চিন্তা করিয়া আমার উপকার করিতে যোগ্য হইতেছ। তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি,—মানবগণ কোন্ কর্ম্ম করিয়া যমলোক দর্শন করে না? যে কর্ম্মে নিরয়ে গমন করে, তাহা তুমি কৃপা করিয়া আমাকে বল। ৫৩—৬৫। দেবদূত বলিল,—বৈশ্য! তুমি সম্যক্ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি সম্প্রতি নষ্টপাপ হইয়াছ। পুরুষ বিশুদ্ধহৃদয় হইলে শ্রেয় বিষয়ে বুদ্ধি জন্মে। পরসেবাপর আমার যদিও অবসর নাই, তথাপি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ যথামতি বলিতেছি। যাহারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কর্ম্ম মন ও বাক্যে পরপীড়া না করে, তাহারা যমালয়ে যায় না। প্রাণিহিংসক পুরুষগণ না বেদ দ্বারা, না দান দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, না অধ্বর দ্বারা, কোনরূপেই স্বর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপ, অহিংসা পরম দান; মুনিগণ ইহা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন। যে সকল মানব দয়ালু, তাঁহারা মশক, সরীসৃপ, দংশ, যূকা (উকুন)

আত্মোপম্যেন পশ্যন্তি মানবা যেঽদয়ালবঃ ॥৭১
তপ্তাঙ্গারময়স্কীলমাস্ত্র মূত্রতরঙ্গিণীম্।
দুর্গতিং নৈব গচ্ছন্তি কৃতান্তস্য চ তে নরাঃ ॥৭২
ভূতানি যেঽত্র হিংসন্তি জলস্থলচরাণি চ।
জীবনার্থঞ্চ তে যান্তি কালসূত্রঞ্চ দুর্গতিম্ ॥৭৩
শ্বমাংসভোজনাস্তত্র পূয়শোণিতপায়িনঃ।
মজ্জন্তশ্চ বসাপঙ্কে দষ্টাঃ কীটৈরয়োমুখৈঃ ॥৭৪
পরস্পরঞ্চ খাদন্তো ধ্বান্তে চান্যোন্যঘাতিনঃ।
বসন্তি কল্পানেকাংস্তে রুদন্তো দারুণং রবম্ ॥
নরকান্নিঃসৃতা বৈশ্য স্থাবরাঃ স্যুশ্চিরন্তু তে।
ততো গচ্ছন্তি তে ক্রূরাস্তির্য্যগ্‌যোনি-
শতেষু চ ॥ ৭৬
পশ্চাদ্ভবন্তি জাতান্ধাঃ কাণাঃ কুব্জাশ্চ পঙ্গবঃ।
দরিদ্রাশ্চাঙ্গহীনাশ্চ মানুষাঃ প্রাণিহিংসকাঃ ॥
তস্মাদ্বৈশ্য পরত্রেহ কর্ম্মণা মনসা গিরা।

প্রভৃতি এবং মানব—এই সকল প্রাণীকেই আত্মোপম্যে (নিজের মত) দেখিয়া থাকেন। আর সেই সকল নর কৃতান্তের তপ্তাঙ্গার, অয়স্কীল, আস্রতরঙ্গিণী ও মূত্রতরঙ্গিণী, এই সকল নরকে গমন করে না। এ জগতে যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থ জল-স্থলচর ভূতগণের হিংসা করে, তাহারা কালসূত্র নরকে গমন করে। সেখানে তাহারা কুক্কুর-মাংস ভোজন ও পূয় শোণিত পান করে, বসাপঙ্কে মগ্ন হইয়া অয়োমুখ কীটগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইতে থাকে। অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে মারিয়া খায়, দারুণ স্বরে রোদন করত অনেক কল্প বাস করে। হে বৈশ্য! তাহারা নরক হইতে নিঃসৃত হইয়া চিরকাল স্থাবর হইয়া থাকে। তার পর তাহারা শত শত ক্রূর তির্য্যক্‌যোনিতে গমন করে। সেই প্রাণিহিংসক মানুষগণ তৎপরে জন্মান্ধ, কাণ, কুব্জ, পঙ্গু, দরিদ্র বা অঙ্গহীন হইয়া জন্মে। বৈশ্য! অতএব ইহ পর দুই লোকে সুখপ্রেপ্সু, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম মন ও বাক্যে তাহা করিবে না। প্রাণিহিংসকগণ লোকদ্বয়ে সুখ লাভ করিতে পারে না। যাহারা ভূত

লোকদ্বয়সুখপ্রেপ্সুর্ধর্ম্মজ্ঞো ন তদাচরেৎ ॥৭৮
লোকদ্বয়ে ন বিন্দন্তি সুখানি প্রাণিহিংসকাঃ।
যে ন হিংসন্তি ভূতানি ন তে বিভ্যতি কুত্রচিৎ
প্রবিশন্তি যথা নদ্যঃ সমুদ্রমৃজুবক্রগাঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মা অহিংসায়াং প্রবিশন্তি তথা দৃঢম্ ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
অভয়ং যেন ভূতেভ্যো দত্তমত্র বিশাংবর ॥
যে নিয়োগাংশ্চ শাস্ত্রোক্তান্ ধর্ম্মাধর্ম্মবিমি-
শ্রিতান্।
পালয়ন্তীহ যে বৈশ্য ন তে যান্তি যমালয়ম্ ॥৮২
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা।
স্বধর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে নাকপৃষ্ঠে বসন্তি তে ॥ ৮৩
যথোক্তচারিণঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমসমন্বিতাঃ।
নরা জিতেন্দ্রিয়া যান্তি ব্রহ্মলোকন্তু শাশ্বতম্ ॥
ইষ্টাপূর্ত্তরতা যে চ পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে।
দয়ান্বিতাশ্চ যে নিত্যং নেক্ষন্তে তে যমালয়ম্
ইন্দ্রিয়ার্থান্নিবৃত্তা যে সমর্থা বেদবাদিনঃ।
অগ্নিপূজারতা নিত্যং তে বিপ্রাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥

সকলের হিংসা না করে, তাহারা কুত্রাপি ভয় পায় না। ৬৬—৭৯। ঋজু বক্র নদী সকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সর্ব্ব কর্ম্মই অহিংসায় প্রবিষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশাংবর। যাহা কর্ত্তৃক সর্ব্বভূতে অভয় প্রদত্ত হয়, সে সর্ব্ব তীর্থে স্নাত ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত। বৈশ্য! ইহলোকে যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিমিশ্রিত শাস্ত্রোক্ত নিয়োগ সকল পালন করে, তাহারা যমালয়ে যায় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতি, সকলেই স্বধর্ম্মে নিরত হইলে নাকপৃষ্ঠে বাস করে! নর সকল যথোক্তাচারী, বর্ণাশ্রম-সমন্বিত এবং জিতেন্দ্রিয় হইলে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে বাস করে। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত (যজ্ঞাদি এবং পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি) কার্য্যে এবং পঞ্চযজ্ঞে রত, আর নিত্য দয়ান্বিত, তাহারা যমালয় দর্শন করে না। যাহারা সমর্থ হইয়াও ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে নিবৃত্ত, বেদবাদী ও নিত্য অগ্নিপূজায় রত, সেই সকল বিপ্রগণ স্বর্গগামী

অদীনবদনাঃ শূরাঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতাঃ ।
আহবেষু বিপন্না যে তেষাং মার্গো দিবাকরঃ
অনাথস্ত্রীদ্বিজার্থে চ শরণাগতপালনে ।
প্রাণাংস্ত্যজন্তি যে বৈশ্য ন চ্যবন্তি দিবস্তু তে
পঙ্গ্বন্ধবালবৃদ্ধাংশ্চ রোগ্যনাথদরিদ্রিতান্ ।
যে পুষ্ণন্তি সদা বৈশ্য তে মোদন্তে সদা দিবি
গাং দৃষ্ট্বা পঙ্কনির্ম্মগ্নাং রোগমগ্নং দ্বিজং তথা ।
উদ্ধরন্তি নরা যে চ তেষাং লোকোঽশ্বমেধিনাম্
গোগ্রাসং যে প্রযচ্ছন্তি যে শুশ্রূষন্তি গাঃ সদা
যে নারোহন্তি গোপৃষ্ঠে তে স্বর্লোকনিবাসিনঃ
গর্ত্তমাত্রন্তু যে চক্রুর্যত্র গোরতৃষা ভবেৎ ।
যমলোকমদৃষ্ট্বৈব তে যান্তি স্বর্গতিং নরাঃ ॥৯২
অগ্নিপূজাদেবপূজাগুরুপূজারতাশ্চ যে ।
দ্বিজপূজারতা নিত্যং তে বিপ্রাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
বাপীকূপতড়াগাদৌ ধর্ম্মস্যান্তো ন বিদ্যতে ।
পিবন্তি স্বেচ্ছয়া যত্র জলস্থলচরাঃ সদা ॥ ৯৪
নিত্যং দানপরঃ সোঽত্র কথ্যতে বিবুধৈরপি ॥
যথা যথা চ পানীয়ং পিবন্তি প্রাণিনো ভৃশম্ ।
তথা তথাক্ষয়ঃ স্বর্গো ধর্ম্মবৃদ্ধ্যা বিশাং বর ॥ ৯৬
প্রাণিনাং জীবনং বারি প্রাণা বারিণি সংস্থিতাঃ ।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাতকিনো নরাঃ ॥ ৯৭
প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য বাহ্যাভ্যন্তরজং মলম্ ।
প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৯৮
স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্ক্তে মলাশী স সদা নরঃ
অস্নায়ী যো নরস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯৯
স্নানহীনো নরঃ পাপঃ স্নানহীনো নরোঽশুচিঃ
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুংকীটাদিষু জায়তে ॥
যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি ।
তে নৈব নরকং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥

হন। যে সকল শূর মানব যুদ্ধস্থলে শত্রুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া অদীন বদনে বিপন্ন হয়, তাহাদিগের দিবাকর মার্গ (ব্রহ্মলোক) লাভ ঘটে। ৮০—৮৭। বৈশ্য! যাহারা অনাথ, স্ত্রী, দ্বিজ এবং শরণাগত জনের পালনার্থ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। হে বৈশ্য! যাহারা পঙ্গু, অন্ধ, বালক, বৃদ্ধ, রোগী, অনাথ এবং দরিদ্রজনগণকে সদা পোষণ করে, তাহারা দেবলোকে সদা মুদিত হয়। যাহারা পঙ্ক-নিমগ্ন-গো এবং রোগমগ্ন দ্বিজের উদ্ধার করে, তাহারা অশ্বমেধী জনগণের প্রাপ্য লোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা গোগ্রাস প্রদান করে, সদা গোগণের শুশ্রূষা করে এবং যাহারা গোপৃষ্ঠে আরোহণ না করে, তাহারা স্বর্গ-লোকনিবাসী হয়। গোগণের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতে পারে এমন স্থলে যদি একটী গর্ত্ত মাত্রও নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, সেই সকল নরগণ যমলোক দর্শন না করিয়াই স্বর্গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা অগ্নিপূজা, দেবপূজা, গুরুপূজা ও বিপ্রপূজায় রত, সেই সকল বিপ্রগণ স্বর্গবাসী হয়। জল-স্থলচর প্রাণিগণ যাহাতে সদা স্বেচ্ছায় জল-পান করিতে পারে, এমন বাপী-কূপ-তড়াগাদি নির্ম্মাণে ধর্ম্মের অন্ত নাই। দেবগণও বলেন যে, জগতে সেই ব্যক্তি নিত্য দানতৎপর। হে বিশাংবর! প্রাণিগণ যেমন যেমন অধিক অধিক জল পান করে, ধর্ম্মের বৃদ্ধি হেতু তেমন তেমন অক্ষয় স্বর্গ হয়। বারি প্রাণিগণের জীবন, প্রাণ বারিতেই সংস্থিত। যে সকল নর পাতকী, তাহারাও নিত্যস্নানে পূত হয়। বৈশ্য! প্রাতঃস্নান বাহ্য ও আভ্যন্তর মল হরণ করে। নর প্রাতঃস্নানে নিষ্পাপ হয়; নিরয়ে গমন করে না। যে নর স্নান বিনা ভোজন করে, সে সদা মলভোজী। যে নর অস্নায়ী তাহার পিতৃদেবতাগণ বিমুখ থাকেন। স্নানহীন নর পাপী, স্নানহীন নর অশুচি; অস্নায়ী নর নরক ভোগ করিয়া কীটাদি যোনিতে জন্মিয়া থাকে। ৮৮—১০০। যাহারা পৃথিবীতে পর্ব্ব দিনে স্রোতোজলে স্নান আচরণ করে, তাহারা কখনও নরকে যায় না এবং কু-যোনিতে জন্মে না। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! প্রাতঃস্নানে

দুঃস্বপ্না দুষ্টচিন্তাশ্চ বন্ধ্যা ভবন্তি সর্ব্বদা।
প্রাতঃস্নানেন শুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর ॥
তিলাংশ্চ তিলপাত্রঞ্চ তিলপ্রস্থং যথাবিধি।
দত্ত্বা প্রেতপতের্ভূমৌ ন ব্রজন্তি নরাঃ কচিৎ ॥
পৃথিবীং কাঞ্চনং গাঞ্চ দত্ত্বা দানানি ষোড়শ।
গত্বা ন বিনিবর্ত্তন্তে স্বর্গলোকাদ্বিকুণ্ডল ॥ ১০৪
পুণ্যাসু তিথিষু প্রাজ্ঞো ব্যতীপাতে চ সংক্রমে।
স্নাত্বা দত্ত্বা চ যৎকিঞ্চিন্নৈব মজ্জতি দুর্গতৌ ॥
নৈবাক্রামন্তি দাতারো দারুণং রৌরবং পথম্।
ইহ লোকে ন জায়ন্তে কুলে ধনবিবর্জ্জিতে ॥
সত্যবাদী সদামৌনী প্রিয়বাদী চ যো নরঃ।
অক্রোধনঃ সদাচারো নাতিবাদ্যনসূয়কঃ ॥১০৭
সদা দাক্ষিণ্যসম্পন্নঃ সদা ভূতদয়ান্বিতঃ।
গোপ্তা চ পরমর্ম্মাণাং বক্তা পরগুণস্য চ ॥১০৮
পরস্য তৃণমাত্রঞ্চ মনসাপি ন যো হরেৎ।
ন পশ্যন্তি বিশাং শ্রেষ্ঠ হেতে নরকযাতনাম্ ॥
পরাপবাদী পাষণ্ডঃ পাপেভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

শুদ্ধ পুরুষদিগের দুঃস্বপ্ন বা দুষ্টচিন্তা সকলও সর্ব্বদা বৃথা হইয়া যায়। নরগণ তিল, তিলপাত্র ও তিলপ্রস্থ যথাবিধি দান করিলে কখনও প্রেতপতির ভূমিতে গমন করে না। বিকুণ্ডল! পৃথিবী, কাঞ্চন, গো এবং ষোড়শ-দান দান করিলে স্বর্গলোকে যাইয়া নিবর্ত্তিত হয় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্য তিথি সকলে, ব্যতীপাতে ও সংক্রমণে যৎকিঞ্চিৎ স্নান দান করিলেও নরকে মগ্ন হয় না। দাতা ব্যক্তিরা রৌরব নরকের দারুণ পথে কখনই গমন করে না এবং ইহ লোকেও ধন-বর্জ্জিত কুলে জন্মে না। যে নর সদা সত্যবাদী, মৌনী, প্রিয়ভাষী, অক্রোধন, সদাচার, অনিন্দুক, অনসূয়ক, সদা দাক্ষিণ্যসম্পন্ন, ভূতগণে দয়ান্বিত, পরের মর্ম্ম (গোপ্য) বিষয়ের গোপন-কর্ত্তা, পরগুণের বক্তা এবং যে মনে মনেও পরের তৃণমাত্রও হরণ করে না, হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! ইহারা নরকযাতনা দর্শন করে

পচ্যতে নরকে তাবদ্যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ১১০
বক্তা পরুষবাক্যানাং মন্তব্যো নরকাগতঃ।
সন্দেহো ন বিশাং শ্রেষ্ঠ পুনর্যাতি চ দুর্গতিম্ ॥
ন তীর্থৈর্ন তপোভিশ্চ কৃতঘ্নস্য চ নিষ্কৃতিঃ।
সহতে যাতনাং ঘোরাং স নরো নরকে চিরম্
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তেষু মজ্জতি যো নরঃ
জিতেন্দ্রিয়ো জিতাহারো ন স যাতি যমালয়ম্
ন তীর্থে পাতকং কুর্য্যান্ন চ তীর্থোপজীবনম্।
তীর্থে প্রতিগ্রহস্ত্যাজ্যস্ত্যাজ্যো ধর্ম্মস্য বিক্রয়ঃ
দুর্জ্জরং পাতকং তীর্থে দুর্জ্জরশ্চ প্রতিগ্রহঃ।
তীর্থে চ দুর্জ্জরং সর্ব্বমেতৎকৃন্নরকং ব্রজেৎ॥১১৪
সকৃদ্গঙ্গাম্ভসি স্নাতঃ পূতো গাঙ্গেয়বারিণা।
ন নরো নরকং যাতি অপি পাতকরাশিকৃৎ ॥
ব্রতদানতপোযজ্ঞাঃ পবিত্রাণীতরাণি চ।
গঙ্গাবিন্দ্বভিষিক্তস্য ন সমা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥

না। পরনিন্দাকারী পাষণ্ড ব্যক্তি মহাপাপী অপেক্ষাও অধিক বলিয়া মন্তব্য; সে যত-কাল সৃষ্টি থাকিবে ততকাল ঘোর নরকে পচ্যমান হয়। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! পরুষ-বাক্যের বক্তা ব্যক্তি নরক হইতে আগত বলিয়া মন্তব্য; ইহাতে সন্দেহ নাই। সে পুনরায় দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ১০১—১১১। না তীর্থ দ্বারা, না তপস্যা দ্বারা, কৃতঘ্ন ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। সে নরকে চিরকাল ঘোর যাতনা সহ্য করে। যে নর জিতেন্দ্রিয় ও জিতাহার হইয়া পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, তাহাতে মজ্জন করে, সে যমালয়ে যায় না। তীর্থে পাতক করিবে না, আর তীর্থকে উপজীবিকা করিবে না। তীর্থে প্রতিগ্রহ ত্যাজ্য এবং ধর্ম্মবিক্রয়ও ত্যাজ্য। তীর্থে পাতক দুর্জ্জর, প্রতিগ্রহও দুর্জ্জর; তীর্থে এই সকল দুর্জ্জর কার্য্য করিলে নরকে যাইতে হয়। যে নর রাশি রাশি পাতক করিয়াছে, সেও যদি এক-বার গঙ্গাজলে স্নান করে, তবে গাঙ্গেয় বারি-প্রভাবে পূত হয়; নরকে যায় না। ব্রত, দান, তপ, যজ্ঞ এবং অন্যান্য যে সকল

অন্যতীর্থসমাং গঙ্গাং যো ব্রবীতি নরাধমঃ।
স যাতি নরকং বৈশ্য দারুণং রৌরবং মহৎ ॥
ধর্ম্মদ্রবং হ্যপাং বীজং বৈকুণ্ঠচরণচ্যুতম্।
ধৃতং মূর্দ্ধ্নি মহেশেন যদ্গাঙ্গমমলং জলম্ ॥১১৯
ব্রহ্মৈব তন্ন সন্দেহো নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্।
তেন কিং সমতাং গচ্ছেদপি ব্রহ্মাণ্ডগোচরে ॥
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি
নরো ন নরকং যাতি কিং তয়া সদৃশং ভবেৎ ॥
নান্যেন দহ্যতে সদ্যঃ ক্রিয়া নরকদায়িনী।
গঙ্গাম্ভসি প্রযত্নেন স্নাতব্যং তেন মানবৈঃ ॥
প্রতিগ্রহনিবৃত্তো যঃ প্রতিগ্রহক্ষমোঽপি সন।
স দ্বিজো দ্যোততে বৈশ্য তারারূপশ্চিরং দিবি
গামুদ্ধরন্তি যে পঙ্কাদ্যে রক্ষন্তি চ রোগিণঃ।
ম্রিয়ন্তে গোগৃহে যে চ তেষাং নভসি তারকাঃ

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তৈরেব হতকিল্বিষাঃ ॥ ১২৫
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ব্রহ্মহণং সাক্ষাৎপুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ ॥ ১২
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
গোসহস্রপ্রদানঞ্চ প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥ ১২৭
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ
সংবৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥১২৮
পাতকন্তু মহদ্যচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকম্।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎসর্ব্বং ভস্মসাৎকুরুতে নরঃ ॥
মাতৃবৎ পরদারান্ যে মন্যন্তে বৈ নরোত্তমাঃ।
ন তে যান্তি নরশ্রেষ্ঠ কদাচিদ্যমযাতনাম্ ॥১৩০
মনসাপি পরেষাং যঃ কলত্রাণি ন সেবতে।
সহ লোকদ্বয়েনাস্তি তেন বৈশ্য ধরা ধৃতা ॥১৩১
তস্মাদ্ধর্ম্মান্বিতৈস্ত্যাজ্যং পরদারোপসেবনম্।

পবিত্রতাসম্পাদক কার্য্য আছে, সে সকল করিলেও গঙ্গাবিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত মানবের সমান হইতে পারে না; আমরা এরূপ শুনিয়াছি। যে নরাধম গঙ্গাকে অন্য তীর্থের সমান বলে, হে বৈশ্য! সে মহৎ দারুণ রৌরব নরকে যায়। যে অমল গঙ্গাজল অন্য সকল জলের বীজ, বৈকুণ্ঠচরণচ্যুত ও ধর্ম্মদ্রব স্বরূপ, যাহা মহেশ কর্ত্তৃক মস্তকে ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির পরবর্ত্তী নির্গুণ ব্রহ্মই জানিবে। ব্রহ্মাণ্ডগোচরে কোন্ দ্রব্য তাহার সমতা পাইতে পারে? নর শত যোজন দূরে থাকিয়াও 'গঙ্গা, গঙ্গা' বলিলে নরক প্রাপ্ত হয় না, অতএব কোন্ দ্রব্য সেই গঙ্গার সদৃশ হইতে পারে? অন্য কিছুতেই নরকদায়িনী ক্রিয়া সদ্য দগ্ধ হয় না; সেই জন্য মানবগণের গঙ্গাজলে প্রযত্ন সহকারে স্নান করা কর্ত্তব্য। ১১২—১২২। যে প্রতিগ্রহে সক্ষম হইয়াও প্রতিগ্রহ না করে, হে বৈশ্য! সেই দ্বিজ নক্ষত্ররূপে চিরকাল দ্যুলোকে দ্যোতিত হয়। যে ব্যক্তি পঙ্ক হইতে গো উদ্ধার করে, এবং যাহারা রোগিগণকে রক্ষা করে, আর যাহারা গো-গৃহে মৃত হয়, তাহারা নভোমণ্ডলে তারকারূপে

বিরাজ করে। প্রাণায়ামপরায়ণ মানবগণ যমলোক দর্শন করে না। তাহারা দুষ্কৃতকর্ম্মা হইলেও প্রাণায়াম প্রভাবেই হতকিল্বিষ হয়। বৈশ্য! দিবসে দিবসে ষোড়শবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ প্রাণায়াম অহরহঃ কৃত হইলে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিকেও সাক্ষাৎ পবিত্র করে। যে সকল তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যে সকল ব্রত বা নিয়ম আছে, কিম্বা গোসহস্র প্রদান, প্রাণায়াম এই সকল কার্য্যের তুল্য। যদি নর সমগ্র সংবৎসর মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু মাত্র পান করে, অথবা প্রাণায়াম করে, উভয়ের ফল তুল্য। যে সকল মহাপাতক আছে, বা যে সমস্ত ক্ষুদ্র উপপাতক আছে, নর প্রাণায়ামের প্রভাবে ক্ষণমাত্রে ঐ সকলই ভস্মসাৎ করিতে পারে। যে সকল নরোত্তম পরদারগণকে মাতৃবৎ জ্ঞান করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা কখনই যমযাতনা প্রাপ্ত হন না। বৈশ্য! যে মানব মনে মনেও পরকলত্র সেবা না করেন, লোকদ্বয় সহ এই ধরা তৎকর্ত্তৃক ধৃতা হয়। অতএব ধর্ম্মান্বিত মানবগণ কর্ত্তৃক পরদারোপসেবন ত্যাজ্য। পরদারগণ এক-

নয়ন্তি পরদারাশ্চ নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ১৩২
লোভো ন জায়তে যেষাং পরদারেষু মানসে।
তে যান্তি দেবলোকন্তু ন যমং বৈশ্যসত্তম ॥১৩৩
শশ্বৎ ক্রোধনিদানেষু যঃ ক্রোধেন ন জীয়তে।
জিতস্বর্গঃ স মন্তব্যঃ পুরুষোঽক্রোধনো ভুবি ॥
মাতরং পিতরং পুত্র আরাধয়তি দেববৎ।
অপ্রাপ্তে বার্দ্ধকে কালে ন যাতি চ যমালয়ম্
পিতুশ্চাধিকভাবেন যেঽর্চ্চয়ন্তি গুরুং নরাঃ।
ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাংবর ॥১৩৬
ইহ চৈব স্ত্রিয়ো ধন্যাঃ শীলস্য পরিরক্ষণাৎ।
শীলভঙ্গে চ নারীণাং যমলোকঃ সুদারুণঃ ॥
শীলং রক্ষ্যং সদা স্ত্রীভির্দুষ্টসঙ্গবিবর্জ্জনাৎ।
শীলেন হি পরঃ স্বর্গঃ স্ত্রীণাং বৈশ্য ন সংশয়ঃ ॥
শূদ্রস্য পাকযজ্ঞেন নিষিদ্ধাচরণেন চ।
দুর্গতির্বিহিতা বৈশ্য তস্য সা নারকী গতিঃ ॥১৩৯
বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।

পুরাণং সংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥১৪০
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ
বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতা ॥১৪১
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে
জ্ঞানমজ্ঞায় যো দদ্যাদ্বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবম্।
অপি দেবাস্তমর্চ্চন্তি ভববন্ধবিদারণম্ ॥ ১৪৩
শ্রূয়তামদ্ভুতং হ্যেতদ্রহস্যং বৈশ্যসত্তম
সম্মতং ধর্ম্মরাজস্য সর্ব্বলোকামৃতপ্রদম্ ॥১৪৪
ন যমং যমলোকঞ্চ ন ভূতান্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥
প্রোবাচাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সদৈব হি পুনঃপুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা ন তে স্যুর্মম গোচরাঃ
স্মরন্তি যে সকৃদ্ভূতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবম্।
তে বিধ্বস্তাখিলাঘৌঘা যান্তি বিষ্ণোঃ পরংপদম্
দুরাচারো ভক্তোঽপি সদাচাররতোঽপি যঃ।

বিংশতি নরকে পাতিত করে। বৈশ্যসত্তম! যাহাদিগের চিত্তে পরদার বিষয়ে লোভ না জন্মে, তাহারা দেবলোকে গমন করে, যমলোকে যায় না। সাধারণতঃ ক্রোধের কারণ থাকিলেও যিনি ক্রোধ দ্বারা নির্জিত না হন, সেই অক্রোধন পুরুষ ভূমণ্ডলে জিতস্বর্গ বলিয়া মন্তব্য। ১৩—১৩৪। যাবৎকাল বৃদ্ধ না হয় তাবৎকাল যে পুত্র, মাতাপিতাকে দেববৎ আরাধনা করে, সে যমালয়ে যায় না। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! যে সকল নর পিতা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞানে গুরুকে অর্চনা করে, তাহারা ব্রহ্মার অতিথি হয়। ইহলোকে স্ত্রীগণ শীল রক্ষা করিলে ধন্য হয়। নারীগণের শীলভঙ্গে সুদারুণ যমলোক প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য! দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীগণের সদা শীল রক্ষা করা বিধেয়। স্ত্রীগণের শীল দ্বারা পরম স্বর্গ লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। পাকযজ্ঞে বা নিষিদ্ধাচরণে শূদ্রগণের দুর্গতি বিহিত আছে, উহাই তাহাদিগের নারকী গতি। যাহারা শাস্ত্র বিচার করেন, যাহারা বেদাভ্যাসরত,

যাঁহারা পুরাণ বা সংহিতা শ্রবণ করান এবং পাঠ করেন, যাঁহারা স্মৃতির ব্যাখ্যা করেন, যাঁহারা সাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, আর যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর, এই জগতী তাঁহাদের দ্বারাই ধৃত; সেই সেই অভ্যাসমাহাত্ম্যে তাঁহারা সকলেই হতকিল্বিষ হইয়া যেখানে মোহ নাই, সেই ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যিনি অজ্ঞ জনকে বেদশাস্ত্রসমুদ্ভব জ্ঞান প্রদান করেন, সেই ভববন্ধবিদারণ জনকে দেবগণও অর্চ্চনা করেন। ১৩৫—১৪৩। বৈশ্যসত্তম! সর্ব্ব লোকের অমৃতপ্রদ ধর্ম্মরাজসম্মত এই অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর। আমি সত্য সত্য বলিতেছি,—বৈষ্ণবগণ নিশ্চয়ই যম, যমলোক বা ঘোরদর্শন ভূতগণকে দর্শন করেন না। যমুনার ভ্রাতা সদা পুনঃপুন বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবগণ তোমাদিগের ত্যাজ্য; তাঁহারা আমার গোচর হইবেন না। যে সকল ভূতগণ প্রসঙ্গক্রমেও কেশবকে স্মরণ করে, তাহাদিগের অখিল অঘনিচয় বিধ্বস্ত হয়; অন্তে বিষ্ণুর পরম পদে গমন

ভবদ্ভিঃ স সদা ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চ ভজতে নরঃ
বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ
ইত্থং বৈশ্যাবশাস্ত্যস্মান্ দেবো দণ্ডধরঃ সদা।
অতো নো বৈষ্ণবা যান্তি রাজধানীং যমস্য তু॥
বিষ্ণুভক্তিং বিনা নৃণাং পাপিষ্ঠানাং বিশাং বর
উপায়ো নাস্তি নাস্ত্যন্যঃ সন্তর্ত্তুং নরকাম্বুধিম্॥
শ্বপাকমপি নেক্ষেত লোকেষ্টং বৈশ্য বৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥১৫৩

নরকে তু চিরং মগ্নাঃ পূর্ব্বে যে চ কুলদ্বয়ে।
তদৈব যান্তি তে স্বর্গং সদার্চ্চন্তি মুদা হরিম্॥
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
যে তু ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ
প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥
গোবিন্দেতি জপন্মন্ত্রং কুত্রচিন্মিয়তে যদি।
স নরো ন যমং পশ্যেত্তঞ্চ নেক্ষামহে বয়ম্॥
সাঙ্গং সমুদ্রং সধ্যানং সঋষিচ্ছন্দদৈবতম্।
দীক্ষয়া বিধিবন্মন্ত্রং জপেদ্বৈ দ্বাদশাক্ষরম্॥১৫৮
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ যে জপন্তি নরোত্তমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেদ্ভ্রাজতে বিষ্ণুবৎস্বয়ম্॥
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মাণ্ডান্তরগামিণঃ।
বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ॥
হৃদি সূর্য্যে জলে বাথ প্রতিমাস্থণ্ডিলেঽপি চ

করে। যে নর বিষ্ণুকে ভজনা করে, সে যদি দুরাচার বা দুষ্কৃতও হয় কিম্বা সদাচাররত নাও হয়, তথাপি সে সদা তোমাদিগের ত্যাজ্য। যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করে, বৈষ্ণব জন সহ যাহাদিগের সঙ্গতি ঘটে, ঐ বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ বশত তাহারাও হত-কিল্বিষ হয়; অতএব তাহারাও তোমাদিগের পরিহার্য্য। বৈশ্য! দণ্ডধর আমাদিগকে সদা এইরূপ অনুশাসন করেন। অতএব বৈষ্ণবগণ যমের রাজধানীতে গমন করেন না, জানিবে। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত পাপিষ্ঠ নরগণের নরকাম্বুধি সন্ত-রণের অন্য উপায় নাই—নাই। বৈশ্য! লোকের ইষ্টকারী বৈষ্ণব মানব যদি শ্বপাকও (চণ্ডালও) হয়, তথাপি তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না। বৈষ্ণব যদি বর্ণবাহ্যও (নীচ জাতিও) হয়, তথাপি ভুবনত্রয় পবিত্র করে। পুরুষদিগের অঘহরণের জন্য ভগবানের গুণ কর্ম্ম ও নামের সঙ্কীর্ত্তন, এই মাত্রই যথেষ্ট। যেহেতু অজামিল মহাপাপী হইয়াও মৃত্যুকালে নিজ পুত্রকে 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিয়া মুক্তি লাভ করিল। যাহারা হরিকে সদা সানন্দে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের উভয় কুলের যে সকল পূর্ব্বপুরুষ নরকে চিরকাল মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহারাও তখনই স্বর্গে গমন করে। বৈশ্য! যাহারা বিষ্ণুভক্ত-দিগের দাস এবং যাহারা বৈষ্ণবের অন্ন ভোজন করে, তাহারা নিরাকুল ভাবে ক্রতুভোজী-(যজ্ঞকারী) দিগের গতি প্রাপ্ত হয়। বিচক্ষণ মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধি লাভ নিমিত্ত বৈষ্ণবের অন্ন সর্ব্ব প্রথমে প্রার্থনা করিবে, তদভাবে জল পান করিবে। 'গোবিন্দ' এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে যদি কোথাও মৃত্যু হয়, তবে সেই নর যমকে দেখে না এবং আমরাও তাহাকে দেখি না। দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি অঙ্গদেবতা, মুদ্রা, ধ্যান, ঋষি, ছন্দ ও দেবতা সহ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। যে নরো-ত্তমগণ অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁহা-দিগকে দেখিয়া ব্রহ্মহা ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়। তাঁহারা স্বয়ং বিষ্ণুবৎ দীপ্তিযুক্ত হন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সেই নরগণ শঙ্খী ও চক্রী হইয়া বিষ্ণু-রূপে বৈষ্ণব লোকে বাস করেন। ১৪৪—১৬০। নরগণ হরিকে হৃদয়ে, সূর্য্যে, জলে,

সমভ্যর্চ্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥
অথবা সর্ব্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্ষুভিঃ।
শালগ্রামে মণৌ চক্রে বজ্রকীটবিনির্ম্মিতে ॥১৬২
অধিষ্ঠানং হি তদ্বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
সর্ব্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্ব্বেষামপি মুক্তিদম্ ॥১৬৩
যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরে ॥ ১৬৪
সদা নমন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্ব্বাণমচ্যুতম্।
তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নির্ম্মথস্থানে প্রকাশতে।
যথা তথা হরির্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥
অপি পাপসমাচারাঃ কর্ম্মণ্যনধিকারিণঃ।
শালগ্রামার্চ্চকা বৈশ্য নৈব যান্তি যমালয়ম্ ॥
ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা স্বপুরে হরিঃ।
শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা ॥১৬৮
অগ্নিহোত্রং কৃতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা।
যেনার্চ্চিতো হরিশ্চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ॥
শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামশিলোদ্ভবাঃ
বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে ॥
কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎস্যাদ্দ্বাদশকালেষু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ ॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতম্।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তীহ জায়তে ॥১৭২॥
কামৈঃক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্লোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
যঃ পূজয়েচ্চ গোবিন্দং শালগ্রামে মুদা নরঃ।
আভূতসংপ্লবং যাবন্ন স প্রচ্যবতে দিবঃ ॥১৭৪
বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিম্।
মুক্তিং যান্তি নরা বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ
নরকং গর্ভবাসঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কৃমিযোনিতাম্।
ন যাতি বৈশ্য পাপোঽপি শালগ্রামশিলার্চ্চকঃ

প্রতিমায় বা স্থণ্ডিলে সমর্চ্চনা করিয়াও সেই বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হয়। অথবা মুমুক্ষু মানবগণ সর্ব্বদা বজ্রকীটবিনির্ম্মিত শালগ্রাম-শিলা-চক্রে বাসুদেবের পূজা করিবে। বৈশ্য। উহা সকলেরই সর্ব্বপাপপ্রণাশন, সর্ব্বপুণ্যপ্রদ, মুক্তিদায়ক বিষ্ণুর সেই পরম অধিষ্ঠান। যে জন হরিকে প্রতিবাসরে শালগ্রামশিলোদ্ভব চক্রে পূজা করে, তাহার দিনে দিনে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ করা হয়। বেদান্তীরা সদা মুক্তিপ্রদ অচ্যুত ব্রহ্মের উপাসনা করেন; শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনায় নরগণের সেই ব্রহ্মের প্রসাদ (ব্রহ্মজ্ঞান) জন্মে। মহাকাষ্ঠস্থিত বহ্নি যেমন মথস্থানে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী হরিও শালগ্রামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। বৈশ্য! পাপাচার, কর্ম্মে অনধিকারী নরও শালগ্রামার্চ্চক হইলে, যমালয়ে যায় না। হরি শালগ্রাম-শিলাচক্রে যেমন সদা রতি লাভ করেন, লক্ষ্মীতেও সেরূপ রতি প্রাপ্ত হন না এবং নিজ পুরেও তাদৃশ প্রীতি বোধ করেন না। যিনি হরিকে শালগ্রাম-শিলোদ্ভব চক্রে পূজা করেন, তৎকর্ত্তৃক অগ্নিহোত্র করা হয়, সসাগরা পৃথ্বী প্রদত্তা হয়। বৈশ্য! যিনি শালগ্রামশিলার দ্বাদশটী শিলা বিধিবৎ পূজা করেন, তাঁহার পুণ্য তোমাকে বলিতেছি। স্বর্ণ পঙ্কজ দ্বারা দ্বাদশকালে দ্বাদশ-কোটি লিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, সে ব্যক্তি একদিনেই সেই ফল লাভ করে। আবার যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শত শাল-গ্রাম শিলা পূজা করে, সে হরিলোকে বাস করিয়া পরে ইহলোকে চক্রবর্ত্তী হইয়া জন্মে। ইহলোকে যে নরাধম কাম ক্রোধ এবং প্রলোভনে পরিব্যাপ্ত, সেও শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনা করিলে হরিলোকে বাস করে। যে নর গোবিন্দকে শালগ্রামশিলায় সানন্দে পূজা করে, সে মহাপ্রলয় যাবৎ দ্যুলোক হইতে চ্যুত হয় না। বৈশ্য! নরগণ তীর্থ বিনা, দান বিনা, যজ্ঞ বিনা ও মতি (ব্রহ্মজ্ঞান) বিনাও কেবল শালগ্রাম-শিলার্চ্চনপ্রভাবে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য! শালগ্রামশিলার্চ্চক নর পাপী হইলেও নরক, গর্ভবাস, তির্য্যক্জাতিত্ব বা কৃমিযোনি প্রাপ্ত

গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাশ্চ যাঃ
নিবসন্তীহ তাঃ সর্ব্বাঃ শালগ্রামশিলাজলে ॥১৭৭
দীক্ষাবিধানমন্ত্রজ্ঞো যশ্চক্রে বলিমাহরেৎ ॥১৭৮
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপৈর্বিলেপনৈঃ ।
গীতবাদিত্রস্তোত্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনম্ ॥
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে সন্নিধৌ হরেঃ ॥ ১৮০
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎফলং পূজিতৈঃ স্তুতৈঃ
শালগ্রামশিলায়াস্তু হ্যেকেনাহ্না হ তৎফলম্ ॥
সকৃদভ্যর্চ্চিতে লিঙ্গে শালগ্রামশিলোদ্ভবে ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজা নূনং সাঙ্খ্যেন বর্জ্জিতাঃ
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৮৩
শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ১৮৪
যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্
তোয়ং যদি পিবেৎপুণ্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্ ।
মাতৃস্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্বিষ্ণুভাঙ্নরঃ ॥১৮৮
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ ।
কীটকোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠং ভুবনং পরম্
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্ ।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎসশৈলবনকাননম্ ॥
শালগ্রামশিলায়া যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ ।
বিক্রেতা চানুমন্তা যঃ পরীক্ষাসু চ মোদতে ॥
তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ।
অতস্তং বর্জ্জয়েদ্বৈশ্য চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ম্ ॥১৯২
বহুনোক্তেন কিং বৈশ্য কর্ত্তব্যং পাপভীরুণা ।

হয় না। গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা এবং আর যে সকল মুক্তিপ্রদা নদী আছে, তাহারা সকলেই শালগ্রামশিলাজলে নিবাস করে। ১৭১—১৭৭ কলিকালে যে মানব ভক্তি-পরায়ণ হইয়া দীক্ষাবিধান অনুসারে শাল-গ্রামশিলায় পূজোপহার প্রদান করে; বিবিধ নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অনুলেপনাদি, গীত, বাদ্য, স্তোত্রাদি সংকারে শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনা করে, সে সহস্রকোটি কল্প হরিসন্নিধানে বিহার করে। কোটি কোটি লিঙ্গ দর্শনে পূজন ও স্তুতি করিলে যে ফল জন্মে, শালগ্রামশিলা পূজনে এক দিনেই সেই ফল লাভ হয়। শালগ্রামশিলোদ্ভব লিঙ্গে একবার মাত্র পূজা করিলে মনুষ্যগণ সাঙ্খ্য (তত্ত্বজ্ঞান) বর্জ্জিত হইয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যেখানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব থাকেন, তথায় দেব, অসুর, যক্ষ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবন বর্ত্তমান। যে নর, শালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করে, তদীয় পিতৃগণ দেবলোকে শত কল্প তৃপ্ত হইয়া থাকেন। যে নর নিত্য শালগ্রামশিলাজল পান করে, তাহার পঞ্চগব্য-সহস্র সেবাবই বা প্রয়োজন কি? যদি শালগ্রামশিলাজল পুণ্য তোয় পান করে, তবে তাহার সহস্রকোটি তীর্থ সেবায় কি প্রয়োজন? যেখানে শালগ্রাম-শিলা থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে তিন যোজন স্থান তীর্থ তুল্য। সেখানে দান বা হোম সকল কার্য্যই কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। ১৭৮—১৮৭। যে শালগ্রামশিলা-জল বিন্দু-তুল্যও পান করিবে, বিষ্ণুভাগী সেই নর পুনরায় আর মাতৃস্তন্য পান করিবে না। শালগ্রামশিলার সন্নিহিত চতুর্দ্দিকে ক্রোশমাত্র স্থানে সামান্য কীটও যদি মরে তথাপি সে পরম বৈকুণ্ঠ ভুবনে যায়। যে মানব শালগ্রাম শিলাচক্র উত্তম জনে দান করে, তৎকর্ত্তৃক শৈল বন (জল—নদ নদী সমুদ্রাদি) কানন সহ সমগ্র ভূচক্র প্রদত্ত হয়। যে নর শালগ্রামশিলার মূল্য উৎপাদন করে, অথবা যে উহার বিক্রেতা অনুমন্তা বা পরীক্ষা বিষয়ে মুদিত হয়, তাহারা সকলেই মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে গমন করে। বৈশ্য! অতএব চক্রের ক্রয়-বিক্রয় বর্জ্জন করিবে।

স্মরণং বাসুদেবস্য সর্ব্বপাপহরং হরেঃ॥ ১৯৩
তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
যৎফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজম্॥
কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ।
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিম্॥ ১৯৫
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ
দেবং শার্ঙ্গধরং বিষ্ণুং যে প্রপন্নাঃ পরায়ণাঃ।
ন তেষাং যমসালোক্যং ন তে স্যুর্নরকৌকসঃ
বৈষ্ণবঃ পুরুষো বৈশ্য শিবনিন্দাং করোতি যঃ
ন বিন্দেদ্বৈষ্ণবং লোকং স যাতি নরকং মহৎ॥
উপোষ্যৈকাদশীমেকাং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ।
ন যাতি যাতনাং যামীমিতি লোমশতঃ শ্রুতম্
নেদৃশং পাবনং কিঞ্চিন্নিষু লোকেষু বিদ্যতে।
উভয়ং পদ্মনাভস্য দিনং পাতকনাশনম্॥ ২০০
তাবৎপাপানি দেহেঽস্মিন্ বসন্তীহ বিশাং বর
যাবন্নোপবসেজ্জন্তুঃ পদ্মনাভদিনং শুভম্॥ ২০১
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ
একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥
একাদশীসমং কিঞ্চিৎপুণ্যং লোকে ন বিদ্যতে
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈস্তু বশং যান্তি ন ভাস্করেঃ
স্বর্গমোক্ষপ্রদা হ্যেষা শরীরারোগ্যদায়িনী।
সুকলত্রপ্রদা হ্যেষা জীবৎপুত্রপ্রদায়িনী॥ ২০৫
ন গঙ্গা ন গয়া বৈশ্য ন কাশী ন চ পুষ্করম্।
ন চাপি বৈষ্ণবং ক্ষেত্রং তুল্যং হরিদিনেন তু॥
যমুনা চন্দ্রভাগা ন তুল্যা হরিদিনেন তু।
অনায়াসেন যেনাত্র প্রাপ্যতে বৈষ্ণবং পদম্॥
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা সমুপোষ্য হরের্দিনে।

অনেক বলায় ফল কি? পাপভীরু নরের সর্ব্বপাপহর বাসুদেব হরির স্মরণ করা কর্ত্তব্য। নর নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে যাইয়া ঘোর তপস্যা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, গরুড়ধ্বজকে নমস্কার করিয়া সেই ফল পাওয়া যায়। মোহসমন্বিত নর বহু বহু পাপ করিয়াও সর্ব্বপাপহর হরিকে নমস্কার করিলে নরকে যায় না। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্য আয়তন আছে, বিষ্ণুর নাম অনুকীর্ত্তন করিলে তৎসমস্তেরই ফল পাওয়া যায়। যাহারা দেব শার্ঙ্গধর বিষ্ণুকে পরায়ণ জ্ঞানে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগের যমসালোক্য (যমের সহিত একলোকে বাস) হয় না; তাহারা নরকেও বাস করে না। ১৮৮—১৯৭। বৈশ্য! যে বৈষ্ণব পুরুষ শিবনিন্দা করে, সে বৈষ্ণব লোক লাভ করিতে পারে না; পরন্তু মহানরকে গমন করে। মানব প্রসঙ্গ ক্রমেও যদি একটী মাত্র একাদশী উপবাস করে, তবে সে যমযাতনা পায় না।' ইহা লোমশের নিকট শুনিয়াছি। বস্তুতঃ এরূপ আর কিছুই নাই। পদ্মনাভের উক্ত শুভদিন পাপনাশ ও পুণ্য-বৃদ্ধি এই উভয়বিধ ফলপ্রদ। বৈশ্যসত্তম! পাপ সকল ততক্ষণ পর্য্যন্তই এই দেহে বাস করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জন্তু পদ্মনাভের উক্ত শুভদিনে উপবাস না করে। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ বা শত শত রাজসূয় যজ্ঞও একাদশী-উপবাসের ষোড়শী কলার তুল্য নহে। বৈশ্য! মানব একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল পাপ করে, একাদশী উপবাসে সে সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। লোকে একাদশী সদৃশ কিছুমাত্র পুণ্য বিদ্যমান নাই। ছলক্রমেও একাদশী উপবাস করিলে ভাস্করনন্দনের বশবর্ত্তী হইতে হয় না। এই একাদশী স্বর্গ-মোক্ষপ্রদা, শরীরের আরোগ্যদায়িনী। ইহা সুকলত্রপ্রদায়িকা ও জীবৎপুত্রপ্রদায়িনী। বৈশ্য! না গঙ্গা, না গয়া, না কাশী, না পুষ্কর, না বৈষ্ণবক্ষেত্র, কিছুই সেই হরিদিনের তুল্য নহে। যমুনা কি চন্দ্রভাগাও হরিদিনের তুল্য নয়; কারণ ইহাতে অনায়াসে বৈষ্ণব পদ লাভ করা যায়। বৈশ্য! রাত্রিতে জাগরণ সহকারে হরিদিনে উপবাস করিলে পিতৃপক্ষে দশ,

দশ বৈ পৈতৃকে পক্ষে মাতৃকে দশ পূর্ব্বজাঃ।
প্রিয়ায়া দশ যে বৈশ্য তানুদ্ধরতি নিশ্চিতম্॥
দ্বন্দ্বসঙ্গপরিত্যক্তা নাগারিকৃতকেতনাঃ।
স্রগ্বিণঃ পীতবসনাঃ প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্॥২০৯
বালত্বে যৌবনে বাপি বার্দ্ধকে বা বিশাং বর।
উপোষ্যৈকাদশীং নূনং নৈতি পাপোঽপি দুর্গতিম্॥২১০
উপোষ্যেহ ত্রিরাত্রাণি কৃত্বা বা তীর্থমজ্জনম্।
দত্ত্বা হেম তিলান্ গাশ্চ স্বর্গং যান্তীহ মানবাঃ॥
তীর্থে স্নান্তি ন যে বৈশ্য ন দত্তং কাঞ্চনঞ্চ যৈঃ
নৈব তপ্তং তপঃ কিঞ্চিত্তে স্যুঃ সর্ব্বত্র দুঃখিতাঃ॥২১২
সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতং ধর্ম্মং নরকস্য নিবাপণম্।
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ॥২১৩
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধশ্চ দানঞ্চ হরিসেবনম্।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াণাঞ্চ পালনং বিধিতঃ সদা॥২১৪
স্বর্গার্থী সর্ব্বথা বৈশ্য তপো দানঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ।
যথা শক্তি তথা দদ্যাদাত্মনো হিতকাময়া॥২১৫
উপানচ্ছত্রদত্তানি পত্রং মূলং ফলং জলম্।
অবন্ধ্যং দিবসং কার্য্যং দরিদ্রেণাপি বৈশ্যক॥
ইহ লোকে পরে চৈব ন দত্তং নোপতিষ্ঠতে।
দীর্ঘায়ুষো ধনাঢ্যাশ্চ ভবন্তীহ পুনঃপুনঃ॥২১৭
কিমত্র বহুনোক্তেন যান্ত্যধর্ম্মেণ দুর্গতিম্।
আরোহন্তি দিবং ধর্ম্মৈর্নরাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥২১৮
তেন বাল্যত্বমারভ্য কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥

বৈশ্য উবাচ।

শ্রুত্বা ত্বদ্বচনং সৌম্য প্রসন্নং চিত্তমেব মে।
গঙ্গোদং পাপহং সদ্যঃ পাপহারি সতাং বচঃ॥
উপকর্ত্তুং প্রিয়ং বক্তুং গুণো নৈসর্গিকঃ সতাম্।
শীতাংশুঃ ক্রিয়তে কেন শীতলোঽমৃতমণ্ডলঃ॥
দেবদূত ততো ব্রূহি কারুণ্যান্মম পৃচ্ছতঃ।
নরকান্নিষ্কৃতিঃ সদ্যো ভ্রাতুর্মে জায়তে কথম্॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবদূতো জগাদ হ।

মাতৃপক্ষে দশ ও শ্বশুরকুলে দশ পুরুষ, ইহাদিগকে নিশ্চিত উদ্ধার করে। তাহারা দ্বন্দ্বসঙ্গ (সাংসারিক দুঃখ) পরিত্যাগ করিয়া বনমালী, পীতবসন ও গরুড়ধ্বজ মূর্ত্তিতে হরিমন্দিরে প্রয়াণ করে। বৈশ্যপ্রবর! বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে যে বয়সেই হউক একাদশী-উপবাস করিলে পাপীও দুর্গতি পায় না। ১৯৮—২১০। ইহলোকে তিন-রাত্রি মাত্র একাদশী উপবাস করিয়া অথবা তীর্থমজ্জন বা স্বর্ণ তিল ও গো প্রদান করিয়া মানবগণ স্বর্গে যায়। বৈশ্য! যাহারা তীর্থে স্নান করে নাই, যাহারা কাঞ্চন দান করে নাই বা যাহারা কোন কিছু তপস্যা করে নাই, তাহারা সর্ব্বত্রই দুঃখিত হয়। বাক্য মন কায় কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতে অদ্রোহ, ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, দান, হরিসেবন এবং সদা বিধান অনুসারে বর্ণাশ্রম-ক্রিয়া সকলের পালন,—নরকের নিবারক ধর্ম্ম এই সংক্ষেপ রূপে কথিত হইল। বৈশ্য! স্বর্গার্থী ব্যক্তি তপস্যা ও দান সর্ব্বথা কীর্ত্তন করিবে না; আর আত্মহিত কামনায় যথাশক্তি দান করিবে। ইহলোকে দান না করিলে পর-লোকে পাওয়া যায় না। যাহারা দান করে, তাহারা ইহলোকে পুনঃপুনঃ দীর্ঘায়ু এবং ধনাঢ্য হইয়া থাকে। বহু উক্তি করায় ফল কি? নরগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অধর্ম্মে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, আর ধর্ম্মে দেবলোকে আরোহণ করে। অতএব বাল্যকাল হই-তেই ধর্ম্ম সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই তোমাকে সকল বলিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? বৈশ্য বলিল,—সৌম্য! তোমার বাক্য শ্রবণেই আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। গঙ্গো-দক সদ্য পাপনাশক আর সাধুদিগের বাক্যও সদ্যঃ পাপহারী। উপকার করা এবং প্রিয় বাক্য বলা, সাধুদিগের এই দুইটী নৈসর্গিক গুণ। অমৃতমণ্ডল শীতাংশুকে কে শীতল করে? অতএব দেবদূত! আমি প্রশ্ন করি-তেছি, তুমি করুণা করিয়া বল,—কিরূপে আমার ভ্রাতার নরক হইতে সদ্য নিষ্কৃতি জন্মে? ২১১—২২২। তদীয় মৈত্রী-রজ্জুতে

ধ্যানং দৃষ্ট্বা ক্ষণং ধ্যাত্বা তস্মৈ তীরজবর্দ্ধনঃ ।
যত্ত্বে বৈশ্যাষ্টমে পুণ্যং ত্বয়া জন্মনি সঞ্চিতম্ ।
তদ্ভ্রাত্রে দীয়তাং সর্ব্বং স্বর্গং তস্য যদীচ্ছসি ॥
বিকুণ্ডল উবাচ ।
কিং তৎপুণ্যং কথং জাতং কিং জন্ম চ পুরাতনম্ ।
তৎসর্ব্বং কথ্যতাং দূত ততো দাস্যামি সত্বরম্ ॥ ২২৫
দেবদূত উবাচ ।
শৃণু বৈশ্য প্রবক্ষ্যামি তৎ পুণ্যঞ্চ সহেতুকম্ ॥
পুরা মধুবনে পুণ্যে ঋষিরাসীচ্ছ শাকুনিঃ ।
তপোঽধ্যয়নসম্পন্নস্তেজসা ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ২২৭
জজ্ঞিরে তস্য রেবত্যাং নব পুত্রা গ্রহা ইব ॥
ধ্রুবঃ শালী বুধস্তারো জ্যোতিষ্মাংস্ত পঞ্চমঃ ।
অগ্নিহোত্ররতা হ্যেতে গৃহধর্ম্মেষু রেমিরে ॥২২৯
নির্ম্মোহো জিতকামশ্চ ধ্যানকাষ্ঠো গুণাধিকঃ ।
এতে গৃহবিরক্তাশ্চ চত্বারো দ্বিজনন্দনঃ ॥২৩০

চতুর্থাশ্রমমাপন্নাঃ সর্ব্বকামবিনিঃস্পৃহাঃ ।
গ্রামৈকবাসিনঃ সর্ব্বে নিঃসঙ্গা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥
নিরাশা নিষ্প্রযত্নাশ্চ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাঃ ।
যেন কেনচিদাচ্ছন্না যেন কেনচিদাসিতাঃ ॥২৩২
সায়ংগৃহাস্তথা নিত্যং নিত্যং ধ্যানপরায়ণাঃ ।
জিতনিদ্রা জিতাহারা বাতশীতসহিষ্ণবঃ ॥২৩৩
পশ্যন্তো বিষ্ণুরূপেণ জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্ ।
চরন্তি লীলয়া পৃথ্বীং তেঽন্যোন্যং মৌনমাস্থিতাঃ ॥ ২৩৪
ন কুর্ব্বন্তি ক্রিয়াং কাঞ্চিদর্থমাত্রং হি যোগিনঃ ।
দৃষ্টজ্ঞান অসন্দেহাশ্চিদ্বিচারবিশারদাঃ ॥ ২৩৫
এবং তে তব বিপ্রস্য পূর্ব্বমষ্টমজন্মনি ।
তিষ্ঠতো মধ্যদেশেষু পুত্রদারকুটুম্বিনঃ ॥ ২৩৬
গেহং তাবকমাজগ্মুর্মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসিতাঃ ।
বৈশ্বদেবান্তরে কালে ত্বয়া দৃষ্টা গৃহাঙ্গনে ॥২৩৭
সগদ্গদং সাশ্রুনেত্রং সহর্ষঞ্চ সসম্ভ্রমম্ ।

বদ্ধ দেবদূত এই বাক্য শুনিয়া তাহার চিন্তা-ক্লেশ দর্শনে ক্ষণকাল ধ্যানপূর্ব্বক তাহাকে বলিল ;—বৈশ্য! তুমি যদি ভ্রাতার স্বর্গবাঞ্ছা কর, তবে অতীত অষ্টম জন্মে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, সেই সকল তাহাকে দান কর। বিকুণ্ডল বলিল,—দূত! সে পুণ্য কি? কিরূপে তাহা জন্মিয়াছে? সেই পুরাতন জন্মই বা কি? তুমি সে সমস্ত বল, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে সেই পুণ্য দান করিব। দেবদূত বলিল,—বৈশ্য! শুন; আমি হেতু সহ সেই পুণ্য বলিতেছি। পুরাকালে পুণ্য মধুবনে তপস্যা ও অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রহ্মসম তেজস্বী শাকুনি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার রেবতীনাম্নী পত্নীতে নব-গ্রহ সদৃশ নয়টী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধ্রুব, শালী, বুধ, তার এবং জ্যোতিষ্মান্, এই পাঁচ-জন গৃহধর্ম্মে অগ্নিহোত্রাদিতে রত হইলেন; আর নির্ম্মোহ, জিতকাম, ধ্যানকাষ্ঠ ও গুণাধিক, এই চারি দ্বিজতনয় গৃহ-বিরক্ত চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বকামনিস্পৃহ, গ্রামমাত্রবাসী, নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ (সঞ্চয়রহিত), নিরাশ নিষ্প্রযত্ন ও লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সমদর্শী ছিলেন। যাহা কিছু পরিধান করিতেন, যেখানে সেখানে উপবেশন করিতেন। নিত্যই যেখানে সন্ধ্যা হইত সেখানেই নিশা যাপন করিতেন এবং নিত্য ধ্যানপরায়ণ থাকিতেন। তাঁহারা অন্যোন্যে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক জিত-নিদ্র, জিতাহার ও শীতাবাত-আতপসহিষ্ণু হইয়া চরাচর সমগ্র জগৎ বিষ্ণুরূপে দর্শন করত লীলাক্রমে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন, সন্দেহবিহীন তত্ত্ব-বিচারে বিশারদ সেই যোগিগণ কোন প্রয়োজনে কোন কার্য্যই করিতেন না। ২২৩—২৩৫। পূর্ব্বতন অষ্টম জন্মে তুমি পুত্র-দার-কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া যখন বিপ্ররূপে মধ্য-দেশে বাস করিতে তখন একদা সেই যতিগণ ক্ষুৎপিপাসিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে তোমার গৃহে আগমন করিলেন। তুমি বৈশ্বদেব কার্য্য সমাপনান্তে গৃহাঙ্গনে তাঁহাদিগকে

দণ্ডবৎপ্রণিপাতেন বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ২৩৮
প্রণম্য চরণৈর্মূর্দ্ধা কৃত্বা পাণিযুগাঞ্জলিম্।
তদাভিনন্দিতাঃ সর্ব্বে ত্বয়া সুনৃতয়া গিরা ॥ ১৩৯
অদ্য মে-সফলং জন্ম জীবিতং সফলং তথা।
অদ্য বিষ্ণুঃপ্রসন্নো মে সনাথোঽহদ্যাস্মি পাবনঃ
ধন্যোঽস্ম্যদ্য গৃহং ধন্যং ধন্যা অদ্য কুটুম্বিনঃ
মমাদ্য পিতরো ধন্যা ধন্যা গাবঃ শ্রুতং ধনম্ ॥
যদ্দৃষ্টৌ ভবতাং পাদৌ তাপত্রয়হরৌ ময়া।
ভবতাং দর্শনং যস্মাদ্ধন্যস্যৈব হরেরিব ॥ ২৪৩
এবং সম্পূজ্য কৃত্বা তু পাদপ্রক্ষালনং তথা।
ধৃতং মূর্দ্ধ্নি বিশাং শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধয়া পরয়া তদা ॥ ২৪৪
যত্র পাদোদকং বৈশ্য শ্রদ্ধয়া শিরসা ধৃতম্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ধূপৈর্দীপৈর্ভাবপুরঃসরম্।
সম্পূজ্য সুন্দরান্নেন ভোজিতা যতয়স্তথা ॥ ২৪৫
তৃপ্তাঃ পরমহংসাস্তে বিশ্রান্তা মন্দিরে নিশি।
ধ্যায়ন্তশ্চ পরং ব্রহ্ম যজ্জ্যোতির্জ্যোতিষাং মতম্

তেষামাতিথ্যজং পুণ্যং জাতং যত্তে বিশাংবর
ন তদ্বক্তুং সহস্রেণ বক্তুং শক্নোম্যহং ধ্রুবম্ ॥ ২৪৭
ভূতানাং প্রাণিনঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং মতিজীবিনঃ
মতিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মজাতয়ঃ ॥ ২৪৮
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ২৪৯
অতএব সুপূজ্যাস্তে তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠা জগত্রয়ে।
তৎসঙ্গতির্বিশাং শ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশিনী ॥ ২৫০
বিশ্রান্তা গৃহিণো গেহে সন্তুষ্টা ব্রহ্মবেদিনঃ।
আজন্মসঞ্চিতং পাপং নাশয়ন্তীক্ষণেন বৈ ॥
সঞ্চিতং যদ্গৃহস্থস্য পাপমামরণাস্তিকম্।
বিনির্দহতি তৎসর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ ॥
স্বভ্রাত্রে দেহি তৎপুণ্যং নরকাদ্যেন মুচ্যতে ॥
ইতি দূতবচঃ শ্রুত্বা দদৌ পুণ্যং স সত্বরম্।

দেখিয়া সগদ্গদ, সাশ্রুনেত্র, সহর্ষ ও সসম্ভ্রমে বহুমান পুরঃসর তাঁহাদিগের চরণে মস্তক দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণিপাত ও পাণিযুগলে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সুনৃত বাক্যে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলে। অদ্য আমার জন্ম সফল এবং জীবিতও সফল। অদ্য আমার উপর বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়াছেন। অদ্য আমি সনাথ হইলাম। অদ্য আমি ধন্য হইলাম, কুটুম্ব সমন্বিত মদীয় গৃহও অদ্য ধন্য হইল; অদ্য আমার পিতৃগণ ধন্য, নেত্রদ্বয়, শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, এ সকলও ধন্য হইল। যেহেতু আপনাদিগের তাপত্রয়হর চরণযুগল দর্শন করিলাম। হরির ন্যায় আপনাদিগের দর্শনও ধন্য মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তখন তুমি এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিয়া পাদপ্রক্ষালনান্তে সেই জল পরম শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলে। তুমি যে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়াছিলে, এবং গন্ধ পুষ্প অক্ষত (আতপ চাউল) ধূপ দীপাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজাপূর্ব্বক উত্তম অন্ন ভোজন করাইয়াছিলে; তাহাতে সেই পরমহংস যতিগণ তৃপ্ত হইলেন। জ্যোতিঃপদার্থনিচয়েরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানে রত সেই যতিগণ সেই রাত্রি তোমার মন্দিরেই বিশ্রাম করিলেন। বৈশ্যবর! তাঁহাদিগের আতিথ্যজনিত তোমার যে পুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা আমি সহস্র মুখেও বলিতে সক্ষম হই না। ২৩৬—২৪৭। ভূতদিগের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ, নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বান্‌গণ শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন) ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে অনুষ্ঠানকারীরা শ্রেষ্ঠ, অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ। অতএব তাঁহারা জগৎত্রয়ে শ্রেষ্ঠ, সুপূজ্য। বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগের সঙ্গতি মহাপাতকনাশিকা। ব্রহ্মবেদীরা গৃহিগণের গৃহে বিশ্রাম লাভে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন মাত্রেই আজন্মসঞ্চিত পাপ বিনাশ করেন। গৃহস্থ মরণকাল পর্য্যন্ত যে পাপ সঞ্চয় করে, যতি একরাত্র মাত্র বাস করিয়াই সেই সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলেন। অতএব তুমি নিজ

হৃষ্টেন চেতসা ভ্রাতা নিরয়াৎ সোঽপি নির্গতঃ
দেবৈস্তৌ পুষ্পবর্ষেণ পূজিতৌ চ দিবং গতৌ
তাভ্যাং সম্পূজিতঃসম্যগ্‌গতো দূতো যথাগতঃ
অখিলভুবনবোধং দেবদূতস্য বাক্যং
নিগমবচনতুল্যং বৈশ্যপুত্রো নিশম্য।
স্বকৃতসুকৃতদানাদ্‌ভ্রাতরং তারয়িত্বা
সুরপতিবরলোকং তেন সার্দ্ধং জগাম ॥২৫৬
ইতিহাসমিমং রাজন্ যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি।
স গোসহস্রদানস্য বিশোকো লভতে ফলম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বিকুণ্ডলচরিতবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভ্রাতাকে যাহাতে নরক হইতে মুক্তি লাভ হয়, সেই পুণ্য দান কর। দূতের সেই বাক্য শুনিয়া সেই বিকুণ্ডল ভ্রাতাকে সেই পুণ্য দান করিল; তখন তাহার ভ্রাতা শ্রীকুণ্ডলও হৃষ্ট চিত্তে নরক হইতে নির্গত হইল। উভয়ে সেই দূতকে সম্যক্ সমাদরে পূজা করিল। দূত যথাস্থানে গমন করিল। তাহারাও দেবগণ কর্ত্তৃক পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা পূজিত হইয়া দেবলোকে গমন করিল। বৈশ্যপুত্র, দেবদূতের নিগমবচন তুল্য অখিল ভুবনের বোধজনক বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক স্বকৃত সুকৃত দানে ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করিয়া তাহার সহিত সুরপতির বর লোকে গমন করিয়াছিল। রাজন্! এই ইতিহাস যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে গোসহস্রের ফল লাভ করে এবং শোকরহিত হয়। ২৪৮—২৫৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সুগন্ধং লোকবিশ্রুতম্
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১
রুদ্রাবর্ত্তং ততো গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
গঙ্গায়াশ্চ নরশ্রেষ্ঠ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমে।
স্নাতোঽশ্বমেধমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
তত্র কর্ণহ্রদে স্নাত্বা দেবমভ্যর্চ্চ্য শঙ্করম্।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪
ততঃ কুব্জাম্রকং গচ্ছেত্তীর্থসেবী যথাক্রমম্।
গোসহস্রমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫
অরুন্ধতীবটং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ ॥ ৬
সামুদ্রকমুপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—রাজেন্দ্র। তার পর লোকবিশ্রুত সুগন্ধ তীর্থে যাইবে। সেখানে যাইলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। নরাধিপ! তীর্থসেবী নর রুদ্রাবর্ত্ত তীর্থে যাইবে। রাজন্! সেখানে স্নান করিয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমে স্নাত নর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকেও সম্মানিত হয়। সেখানে কর্ণহ্রদে স্নানপূর্ব্বক দেব শঙ্করকে অর্চ্চনা করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না; স্বর্গলোকেও গমন করে। তীর্থসেবী মানব যথাক্রমে কুব্জাম্রক তীর্থে যাইবে। তথায় গোসহস্রের ফল পাইবে, স্বর্গলোকেও গমন করিবে। নরাধিপ! তীর্থসেবী মানব তথা হইতে অরুন্ধতীবট তীর্থে যাইবে। সেখানে সামুদ্রক তীর্থে উপস্পর্শ (জলে বিহিত কার্য্য) করত ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নর গোসহস্রের ফল লাভ করে, স্বর্গলোকেও গমন করে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং ততো গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮
যমুনাপ্রভবং গচ্ছেৎ সমুপস্পৃশ্য যামুনম্‌।
অশ্বমেধফলং লব্ধা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯
দর্ব্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্‌
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥১০
সিন্ধোশ্চ প্রভবং গত্বা সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্‌।
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ দদ্যাদ্বহুসুবর্ণকম্‌॥ ১১
অথ দেবীং সমাসাদ্য নরঃ পরমদুর্গমাম্‌।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গচ্ছেচ্চৌশনসীং গতিম্‌॥
ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য বসিষ্ঠঞ্চৈব ভারত।
বসিষ্ঠং সমতিক্রম্য সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ ১৩
ঋষিকুল্যাং নরঃ স্নাত্বা ঋষিলোকং প্রপদ্যতে।
যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরধিপ॥ ১৪
ভৃগুতুঙ্গং সমাসাদ্য বাজিমেধফলং লভেৎ।
গত্বা বীরপ্রমোক্ষঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১৫
কৃত্তিকামঘয়োশ্চৈব তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্‌।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি পুণ্যকৃৎ॥ ১৬
ততঃ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য বিদ্যাতীর্থমনুত্তমম্‌।
উপস্পৃশেৎ স বিদ্যানাংসর্ব্বাসাংপরমো ভবেৎ
মহাশ্রমে বসেদ্রাত্রীং সর্ব্বপাপপ্রমোচনে।
এককালং নিরাহারো লোকান্‌ সংবসতে শুভান্‌॥ ১৮
ষষ্ঠকালোপবাসেন মাসমুষ্য মহালয়ে।
তীর্ণস্তারয়তে জন্তূন্‌ দশ পূর্ব্বান্‌ দশাপরান্‌॥১৯
দৃষ্ট্বা মহেশ্বরং পুণ্যং পরং সুরনমস্কৃতম্‌।
কৃতার্থঃ সর্ব্বকৃত্যেষু ন শোচেন্মরণং ক্বচিৎ॥২০
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিন্দ্যাদ্বহুসুবর্ণকম্‌॥ ২১
অথ বেতসিকাং গচ্ছেৎপিতামহনিষেবিতাম্‌।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ॥২২
অথ সুন্দরিকাং তীর্থং প্রাপ্য সিদ্ধনিষেবিতাম্‌

নরাধিপ! তথা হইতে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে যাইবে। সেখানে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকেও গমন করে। অনন্তর যামুনাপ্রভব তীর্থে যাইবে। সেখানে যামুন জলে উপস্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। নর ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত দর্ব্বীসংক্রমণ তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। ১—১০। সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত সিন্ধু-প্রভব তীর্থে যাইয়া পঞ্চরজনী বাসপূর্ব্বক বহু সুবর্ণ দান করিবে। অনন্তর নর পরম-দুর্গমা দেবী তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ঔশনসী গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়। ভারত! তার পর ঋষিকুল্যা ও ও বসিষ্ঠ তীর্থে যাইবে। বসিষ্ঠ তীর্থে যাইলে সকল বর্ণই দ্বিজাতি বলিয়া গণ্য হয়। নরাধিপ! ঋষিকুল্যা তীর্থে যদি শাকাহারপূর্ব্বক একমাস বাস করত স্নান করে, তবে ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়। ভৃগুতুঙ্গ তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করে। হে বীর! প্রমোক্ষতীর্থে যাইলে সর্ব্বপাপে মুক্ত হওয়া যায়। পুণ্যকারী নর দুর্লভ কৃত্তিকা তীর্থে ও মঘাতীর্থে যাইয়া অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সন্ধ্যাতীর্থে যাইয়া অত্যুত্তম বিদ্যাতীর্থে যাইবে। সেখানে উপস্পর্শ করিলে সে মানব সমস্ত বিদ্যার পারগামী হয়। তার পর সর্ব্বপাপপ্রমোচন মহাশ্রমে যাইয়া নিরাহার বা এককালাহার করত এক রাত্রি বাস করিলে শুভ লোক সকলে বাস করিতে পারে। মহালয় তীর্থে উপবাস বা ষষ্ঠ কালে আহার করত একমাস বাস করিলে সে নিজে ত্রাণ পায় এবং ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষকে পরিত্রাণ করে। সুরনমস্কৃত পর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে অসীম পুণ্য লাভ হয়, এবং সে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে কৃতার্থ হয়; কখনও মরণ জন্য শোক করে না; সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। ১১—২১। তার পর পিতামহনিষেবিত বেতসিকা তীর্থে যাইবে। সেখানে অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং

রূপস্য ভাগী ভবতি দৃষ্টমেতৎপুরাতনৈঃ ॥ ২৩
ততো ব্রাহ্মণিকাং গত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥ ২৪
ততশ্চ নৈমিষং গচ্ছেৎ পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্
তত্র নিত্যং নিবসতি ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥২৫
নৈমিষং প্রার্থয়ানস্য পাপস্যার্দ্ধং প্রণশ্যতি।
প্রবিষ্টমাত্রস্তু নরঃ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥২৬
তত্র মাসং বসেদ্ধীরো নৈমিষং তীর্থতৎপরঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি নৈমিষে তানি ভারত
অভিষেকং তত্র কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২৮
পুনাত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং ভরতসত্তম।
যস্ত্যজেন্নৈমিষে প্রাণানুপবাসপরায়ণঃ ॥ ২৯
স মোদেৎ স্বর্গলোকস্থ এবমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
নিত্যং মেধ্যঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসত্তম ॥ ৩০
গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা ॥৩১
সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
সারস্বতেষু লোকেষু মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২
ততশ্চ বাহুদাং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৩৩
দেবসত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৪
ততশ্চ রজনীং গচ্ছেৎ পুণ্যাং পুণ্যজনৈর্বৃতাম্
পিতৃদেবার্চ্চনরতো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫
বিমলাশোকমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
গোপ্রতারং ততো গচ্ছেৎ সরয্বাস্তীর্থমুত্তমম্।
যত্র রামো গতঃ স্বর্গং সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৩৭
দেহং ত্যক্ত্বা পুরা রাজংস্তস্য তীর্থস্য তেজসা।
রামস্য চ প্রসাদেন ব্যবসায়াচ্চ ভারত ॥ ৩৮
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোপ্রতারে নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩৯

পর।। গতি প্রাপ্ত হয়। পরে সিদ্ধনিষেবিতা সুন্দরিকা তীর্থে যাইলে রূপভাগী হয়; ইহা পুরাতন ব্যক্তিগণ দেখিয়াছেন। তার পর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে ব্রাহ্মণিকা তীর্থে যাইয়া পদ্মবর্ণ যানে আরোহণ করত ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইতে পারে। তথা হইতে পুণ্য দ্বিজ-নিষেবিত নৈমিষ তীর্থে যাইবে। সেখানে ব্রহ্মা দেবগণ সহ নিত্য বাস করেন। নৈমিষকে প্রার্থনা করিলেই তাহার পাপের অর্দ্ধ প্রনষ্ট হয়। নর তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়! তীর্থতৎপর ধীর নর তথায় একমাস বাস করিবে। ভারত! পৃথিবীতে যত তীর্থ,সমস্তই নৈমিষে আছে। ভরতসত্তম! নিয়ত ও নিয়তাশন মানব তথায় অভিষেক করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়; আর আসপ্তম কুলও পবিত্র করে! যে নর উপবাসপরায়ণ হইয়া নৈমিষে প্রাণ ত্যাগ করে, সে স্বর্গলোকস্থ হইয়া মুদিত হয়। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। নৃপসত্তম! নৈমিষ তীর্থ নিত্য সেব্য ও পুণ্যপ্রদ। ২২—৩০। নর গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থে যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পায় এবং সতত ব্রহ্মভূত হয়। সরস্বতী তীর্থে যাইয়া পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে। তাহা হইলে সারস্বত লোকে মুদিত হয়; তাহাতে সংশয় নাই। নরাধিপ! তার পর তীর্থসেবী নর বাহুদায় যাইবে। সেখানে একরাত্রি বাস করিয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়; আর দেবসত্রফলও প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে পুণ্যজনে পরিবৃত পুণ্য রজনী তীর্থে যাইবে। তথায় পিতৃদেবার্চ্চনে-রত হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। বিমলাশোক তীর্থে যাইয়া শশীর ন্যায় বিরাজিত হইতে পারে, আর তথায় একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তার পর যেখানে রাম ভৃত্য বল ও বাহনাদি সহ স্বর্গে গিয়াছিলেন সেই গোপ্রতার নামক সরযূর উত্তম তীর্থে যাইবে। ভারত! পুরাকালে তাহারা সকলেই সেখানে দেহত্যাগ করিয়া সেই তীর্থের প্রভাবে এবং রামের প্রসাদে ও নিজ নিজ প্রযত্নের ফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। নরাধিপ! নর সেই গো

রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং কুরুনন্দন।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পুনাতি স্বকুলং নরঃ ॥ ৪০
শতসাহস্রকং তত্র তীর্থং ভরতসত্তম ॥ ৪১
তত্রোপস্পর্শনং কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গোসহস্রফলং পুণ্যমাপ্নোতি ভরতর্ষভ ॥ ৪২
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ঊর্দ্ধস্থানমনুত্তমম্।
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা গুহং নৃপ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাত্তেজস্বী চাপি জায়তে ॥
ততো বারাণসীং গত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
কপিলানাং হ্রদে স্নাত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥
মার্কণ্ডেয়স্য রাজেন্দ্র তীর্থং সামান্যদুর্লভম্।
গোমতীগঙ্গয়োশ্চৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে তীর্থবর্ণনে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়া
বিস্তরেণ মুনে ব্রূহি তদা প্রীণাতি মে মনঃ ॥ ১

নারদ উবাচ।

অত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি বারাণস্যা গুণাশ্রয়ম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২
মেরুশৃঙ্গে পুরা দেবমীশানং ত্রিপুরদ্বিষম্।
দিব্যাসনগতা দেবী মহাদেবমপৃচ্ছত ॥ ৩

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
কথং ত্বাং পুরুষো দেবমচিরাদেব পশ্যতি ॥ ৪
সাংখ্যযোগস্তথা ধ্যানং কর্ম্মযোগোঽথ বৈদিকঃ
আয়াসবহুলা লোকে যানি চান্যানি শঙ্কর ॥ ৫
যেন বিশ্রান্তচিত্তানাং যোগিনাং কর্ম্মিণামপি।
দৃশ্যো হি ভগবান্ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্

প্রভার তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। হে কুরুনন্দন! নর গোমতীতে রামতীর্থে স্নান করিয়া অশ্বমেধের ফল পায় এবং নিজ কুল পবিত্র করে। হে ভরতসত্তম! সেখানে শতসাহস্রক নামে তীর্থে আছে। নিয়ত ও নিয়তাশন হইয়া তথায় উপস্পর্শ করিলে হে ভরতর্ষভ! গোসহস্রের পুণ্য প্রাপ্ত হয়। তার পর ধর্ম্মজ্ঞ নর অত্যুত্তম ঊর্দ্ধস্থান তীর্থে যাইবে। নৃপ! কোটিতীর্থে স্নানপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করিলে গোসহস্রের ফল লাভ করে এবং তেজস্বী হইতে পারে। তথা হইতে বারাণসীতে যাইয়া কপিলাহ্রদে স্নানপূর্ব্বক বৃষধ্বজকে অর্চ্চনা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। রাজেন্দ্র! গোমতী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে,—লোকবিশ্রুত দুর্লভ মার্কণ্ডেয় তীর্থে যাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। ৩১—৪৫।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মুনে! আপনি বারাণসীর মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কহিলেন; উহা বিস্তররূপে বলুন। তাহা হইলে আমার মন প্রীত হয়। নারদ বলিলেন,—এ বিষয়ে যাহার শ্রবণ মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বারাণসীর গুণ সম্বলিত এমন একটী ইতিহাস বলিতেছি। পুরাকালে মেরুশৃঙ্গে ত্রিপুরদ্বেষী ঈশান দেব মহাদেবকে দিব্যাসনগতা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী বলিলেন,—হে ভক্তজনগণের আর্ত্তিনাশন দেবদেব মহাদেব! মানব তোমাকে অচিরাৎ দর্শন করিতে পারে কিরূপে? সাঙ্খ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, ধ্যান, বৈদিক উপাসনা বিধি এবং আরও যে সকল বিহিত অনুষ্ঠান আছে, সে সমস্তই আয়াসবহুল। যোগী বা কর্ম্মী মানব এই সকল কঠোর বিধি প্রতিপালন করত শ্রান্তচিত্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপী তোমাকে দর্শন করে। কিন্তু হে

এতদ্গুহ্যতমং জ্ঞানং গূঢ়ং ব্রহ্মাদিসেবিতম্।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং ব্রূহি কামাঙ্গনাশন ॥ ৭
ঈশ্বর উবাচ।
অবাচ্যমন্ত্রবিজ্ঞানং জ্ঞানমজ্ঞৈর্বহিষ্কৃতম্।
বক্ষ্যে তব যথাতত্ত্বং যদুক্তং পরমর্ষিভিঃ ॥ ৮
পরং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং মম বারাণসী পুরী ॥ ৯
তত্র ভক্ত্যা মহাদেবি মদীয়ং ব্রতমাস্থিতাঃ।
নিবসন্তি মহাত্মানঃ পরং নিয়মমাস্থিতাঃ ॥ ১০
উত্তমং সর্ব্বতীর্থানাং স্থানানামুত্তমঞ্চ তৎ।
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং মম ॥ ১১
স্থানান্তরপবিত্রাণি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ১২
ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরিক্ষে মমালয়ম্।
অযুক্তাস্তন্ন পশ্যন্তি যুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥১৩
শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি শ্রুতম্।
কালো ভূত্বা জগদিদং সংহরাম্যত্র সুন্দরি ॥১৪
দেবীদং সর্ব্বগুহ্যানাং স্থানং প্রিয়তরং মম।
মদ্ভক্তাস্তত্র গচ্ছন্তি মামেব প্রবিশন্তি চ ॥ ১৫
দত্তং জপ্তং হুতঞ্চেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
ধ্যানমধ্যয়নং জ্ঞানং সর্ব্বং তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যৎপাপং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎ সর্ব্বং ব্রজতি ক্ষয়ম্ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বর্ণসঙ্করাঃ।
স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে সঙ্কীর্ণাঃ পাপযোনয়ঃ
কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্যে মৃগপক্ষিণঃ।
কালে সন্নিধনং প্রাপ্তা অবিমুক্তে বরাননে ॥১৯
চন্দ্রার্দ্ধমৌলয়স্ত্র্যক্ষা মহাবৃষভবাহনাঃ।
শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥২০
নাবিমুক্তে মৃতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিল্বিষী।
ঈশ্বরানুগৃহীতা হি সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥
মোক্ষং সুদুর্লভং মত্বা সংসারঞ্চাতিভীষণম্।

শঙ্কর! সকল দেহীই যাহাতে অনায়াসে তোমাকে দর্শন করিতে পারে, সর্ব্ব ভূতের হিত কামনায় এমন উপায় বল। হে কামাঙ্গনাশন! ব্রহ্মাদিসেবিত এমন গুহ্যতম জ্ঞান বল। ঈশ্বর বলিলেন,—যাহাতে মন্ত্র-দেবতাবিজ্ঞান উপদেশের প্রয়োজন নাই এবং যাহা অজ্ঞজনসমাজেও প্রকাশ করা যায়, পরমর্ষিগণকথিত সেই জ্ঞানতত্ত্ব আমি তোমাকে যথাতত্ত্ব বলিতেছি। আমার বারাণসী পুরী পরম গুহ্যতম ক্ষেত্র। মহাদেবি! পরমনিয়মসম্পন্ন মহাত্মারা সেখানে ভক্তি সহকারে মদীয় ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক নিবাস করেন। ১—১০। আমার পরম স্থান সেই অবিমুক্ত সর্ব্বতীর্থের উত্তম, সকল স্থানের উত্তম এবং সমস্ত জ্ঞানেরও উত্তম। নানাস্থানে অনেকানেক পবিত্র তীর্থ ও আয়তন আছে বটে, কিন্তু অবিমুক্ত ঐ সকল অপেক্ষাও পবিত্র। আমার উক্ত আলয় ভূলোকে সংলগ্ন নহে; উহা অন্তরিক্ষে অবস্থিত; অযুক্ত ব্যক্তিগণ উহা দেখিতে পায় না। যাঁহারা যুক্ত তাহারাই জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা দেখিতে পায়। উক্ত লোকবিশ্রুত অবিমুক্ত ক্ষেত্র শ্মশান বলিয়া বিখ্যাত। সুন্দরি! আমি কালরূপ ধারণ করত ঐখানে থাকিয়া এই জগৎ সংহার করি। দেবি! নিখিল গোপনীয় স্থান হইতেও গোপ্য ঐ অবিমুক্ত আমার প্রিয়তর স্থান। আমার ভক্তগণ তথায় গমন করে এবং আমাতেই প্রবিষ্ট হয়। সেখানে দান, জপ, হোম, যাগ, তপস্যাদি যাহা কিছু কর্ম্ম (কর্ম্মযোগ) আর ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান ইত্যাদি সকল (জ্ঞান যোগ)ই অক্ষয় হয়। অবিমুক্তে প্রবিষ্ট মানবের পূর্ব্ব জন্মান্তরসহস্রে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, সে সমস্তও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বরাননে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণশঙ্কর, স্ত্রী, ম্লেচ্ছাদি পাপযোনি সকল, আর কীট, পিপীলিকা এবং অন্য যে সমস্ত মৃগ পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী আছে, কালক্রমে অবিমুক্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে সকলেরই ললাটদেশে চন্দ্রকলা, তিনটী নেত্র ও মহাবৃষ বাহন হয়; দেবি! সকলেই মদীয় শান্তিময় পুরে বাস করে। ১১—২০। কোন পাপী নরই অবিমুক্তে মৃত হইলে নরকে যায় না; সকলেই ঈশ্বরানুগ্রহে পরা গতি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ সুদুর্লভ

অর্চ্চনাচরণে মুক্ত্বা বারাণস্যাং বসেন্নরঃ ॥ ২২
দুর্লভা তপসা চাপি মৃতস্য পরমেশ্বরী।
যত্র তত্র বিপন্নস্য গতিঃ সংসারমোক্ষণী ॥ ২৩
প্রসাদাজ্জায়তে হ্যস্য মম শৈলেন্দ্রনন্দিনি ॥ ২৪
অপ্রবুদ্ধা ন পশ্যন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ।
বিণ্মূত্ররেতসাং মধ্যে তে বসন্তি পুনঃপুনঃ ॥২৫
হন্যমানোঽপি যো বিদ্বান্ বসেদ্বিঘ্নশতৈরপি।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥২৬
জন্মমৃত্যুজরামুক্তং পরং যান্তি শিবালয়ম্।
অপুনর্ম্মরণানাং হি সা গতির্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
যাং প্রাপ্য কৃতকৃত্যং স্যাদিতি মন্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২৭
ন দানৈর্ন্ন তপোভিশ্চ ন যজ্ঞৈর্নাপি বিদ্যয়া।
প্রাপ্যতে গতিরুৎকৃষ্টা যাবিমুক্তে তু লভ্যতে ॥
নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চাণ্ডালাদ্যা জুগুপ্সিতাঃ।
কিল্বিষৈঃ পূর্ণদেহাশ্চ বিশিষ্টৈঃ পাতকৈস্তথা॥
ভেষজং পরমং তেষামবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩০
অবিমুক্তং পরং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং পদম্।
অবিমুক্তং পরং তত্ত্বমবিমুক্তং পরং শিবম্ ॥ ৩১
কৃত্বা বৈ নৈষ্ঠিকীং দীক্ষামবিমুক্তে বসন্তি যে।
তেষাং তৎপরমং জ্ঞানং দদাম্যন্তে পরং পদম্
প্রয়াগং নৈমিষারণ্যং শ্রীশৈলোঽথ মহাবনম্।
কেদারং ভদ্রকর্ণঞ্চ গয়া পুষ্করমেব চ ॥ ৩৩
কুরুক্ষেত্রং রুদ্রকোটির্নর্ম্মদাম্রাতকেশ্বরী।
শালগ্রামঞ্চ কুব্জাম্রং কোকামুখমনুত্তমম্।
প্রভাসং বিজয়েশানং গোকর্ণং ভদ্রকর্ণকম্ ॥৩৪
এতানি পুণ্যস্থানানি ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতানি হ।
ন যান্তি পরং তত্ত্বং বারাণস্যাং যথা মৃতাঃ ॥
বারাণস্যাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
প্রবিষ্টা নাশয়েৎপাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্ ॥
অন্যত্র সুলভা গঙ্গা শ্রাদ্ধং দানং তপো জপঃ।
ব্রতানি সর্ব্বমেবৈতদ্বারাণস্যাং সুদুর্লভম্ ॥ ৩৭

এবং সংসারও অতি ভীষণ; নর ইহা জানিয়া অর্চ্চনা ও আচরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীতে বাস করিবে। শৈলেন্দ্রনন্দিনি! তথায় যেখানে-সেখানে বিপন্ন হইলেও আমার প্রসাদে তাহার যাহা তপস্যা দ্বারাও দুর্লভ এমন-সংসার-মোক্ষণী গতি লাভ হয়। আমার মায়ায় বিমোহিত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা জানে না বলিয়া বিণ্মূত্ররেতোমধ্যে পুনঃপুনঃ বাস করে। শত শত বিঘ্নে হন্যমান হইয়াও অবিমুক্তে বাস করিবে। এরূপ ভাবে বাস করিলে যেখানে যাইয়া আর শোক করিতে হয় না, সেই পরম স্থানে—জন্ম-মৃত্যু-জরা রহিত পরম শিবালয়ে যায়। যাহারা পুনরায় মরণ কামনা না করে, সেই মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের উহাই পরম গতি। পণ্ডিতগণ ঐ গতি পাইয়া কৃতকৃত্য হন। অবিমুক্তে যে উৎকৃষ্টা গতি লাভ হয়, তাহা না দান, না তপস্যা, না যজ্ঞ, না বিদ্যা (জ্ঞান), কোনরূপেই পাওয়া যায় না। নানা জাতি, নিকৃষ্ট জাতি, চণ্ডালাদি জুগুপ্সিত জাতি এবং যাহারা পাপে পূর্ণদেহ বা বিশিষ্ট পাতকে যুক্ত তাহাদের পক্ষে অবিমুক্ত পরম ভেষজ; পণ্ডিতগণ ইহা বলেন। ২১—৩০। অবিমুক্ত পরম জ্ঞান, অবিমুক্ত পরম পদ, অবিমুক্ত পরম তত্ত্ব এবং অবিমুক্ত পরম শিব (মঙ্গলপ্রদ)। যাহারা নৈষ্ঠিকী দীক্ষা (মরণ পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিব, এইরূপ সঙ্কল্প) করিয়া অবিমুক্তে বাস করে, আমি অন্তকালে তাহাদিগকে সেই পরমপদপ্রাপক জ্ঞান দান করি। প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, শ্রীশৈল, মহাবন, কেদার, ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, রুদ্রকোটি, নর্ম্মদা, আম্রাতকেশ্বরী, শালগ্রাম, কুব্জাম্র, অনুত্তম কোকামুখ, প্রভাস, বিজয়েশান, গোকর্ণ, ভদ্রকর্ণক, এই সকল পুণ্য স্থান ত্রৈলোক্যে বিশ্রুত; কিন্তু বারাণসীতে মৃত ব্যক্তি যেমন পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, এই সকল তীর্থে তাদৃশ হয় না। বিশেষতঃ বারাণসীতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই শত-জন্মান্তরকৃত পাপ বিনষ্ট করেন। গঙ্গা অন্যত্রও সুলভা বটেন, কিন্তু বারাণসীতে শ্রাদ্ধ, দান, তপ, জপ, ব্রত এ সমস্তই সুদুর্লভ। বারাণসীতে স্থিত নর সতত জপ

জপেচ্চ জুহুয়ান্নিত্যং দদাত্যর্চ্চয়তেঽমরান্।
বায়ুভক্ষশ্চ সততং বারাণস্যাং স্থিতো নরঃ॥৩৮
যদি পাপো যদি শঠো যদি বাধার্ম্মিকো নরঃ।
বারাণসীং সমাসাদ্য পুনাতি সকলং কুলম্॥৩৯
বারাণস্যাং যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাদেবং স্তুবন্তি বৈ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাস্তে বিজ্ঞেয়া গণেশ্বরাঃ।৪০
অন্যত্র যোগজ্ঞানাভ্যাং সন্ন্যাসাদথবান্যতঃ।
প্রাপ্যতে তৎপরং স্থানং সহস্রেণৈব জন্মনাম্॥
যে ভক্তা দেবদেবেশি বারাণস্যাং বসন্তি বৈ।
তে বিন্দন্তি পরং মোক্ষমেকেনৈব তু জন্মনা॥৪২
যত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেন জন্মনা।
অবিমুক্তং তদাসাদ্য নান্যদিচ্ছেত্তপোবনম্॥৪৩
যতো মায়াবিমুক্তং তদবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্।
তদেব গুহ্যং গুহ্যানামেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে॥৪৪
জ্ঞানাজ্ঞানাভিনিষ্ঠানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্।
যা গতির্বিদিতা সুভ্রু সাবিমুক্তে মৃতস্য তু॥৪৫
যানি চৈবাবিমুক্তান্তে দেশে দৃষ্টানি কৃৎস্নশঃ।
পুরী বারাণসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যো হ্যধিকা শুভা॥
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো দেহান্তে স্বয়মীশ্বরঃ।
ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তত্রৈব হ্যবিমুক্তকে॥৪৭
যত্তৎ পরতরং তত্ত্বমবিমুক্তমিতি শ্রুতম্।
একেন জন্মনা দেবি বারাণস্যাং তদাপ্নুয়াৎ॥৪৮
ভ্রূমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়ে চৈব মূর্দ্ধনি।
যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্॥৪৯
বরণায়াস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।
তত্রৈব সংস্থিতং তত্ত্বং নিত্যমেবাবিমুক্তকম্॥৫২
বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যত্র নারায়ণো দেবো মহাদেবো দিবীশ্বরঃ॥৫১
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
উপাসতে মাং সততং দেবদেবঃ পিতামহঃ॥৫০

করে, হোম করে, দান করে, অমরগণের অর্চ্চনা করে এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম না করিলেও তাহার ফলপ্রাপ্ত হয়। যদি পাপী, শঠ বা অধার্ম্মিকও হয়, তথাপি বারাণসীতে যাইলে নর সকল কুল পবিত্র করে। যাহারা বারাণসীতে মহাদেবকে অর্চ্চনা করে বা স্তব করে, তাহারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত গণেশ্বর বলিয়া জ্ঞাতব্য। ৩১—৪০। দেবেশি! অন্যত্র যোগ, জ্ঞান, সন্ন্যাস বা অন্য নানা উপায়ে সহস্র জন্মে যে পরম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে সকল ভক্ত ব্যক্তি বারাণসীতে বাস করে, তাহারা এক জন্মেই সেই পরম মোক্ষ লাভ করে। যেখানে এক জন্মেই যোগ, জ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে আর অন্য তপোবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না। এই স্থানের মাহাত্ম্যে মায়া হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, এ নিমিত্ত তাহার নাম অবিমুক্ত বলিয়া স্মৃত হয়। ইহাকেই গুহ্য বিজ্ঞান বলিয়া জানিবে। হে সুভ্রু! পরমানন্দ লাভেচ্ছু জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের যে গতি বিদিত, অবিমুক্তে মৃত প্রাণীরও সেই গতি লাভ হয়। অবিমুক্ত ভিন্ন অন্যান্য দেশে যে সকল পুণ্য স্থান দৃষ্ট হয়, সে সকল অপেক্ষা যেখানে দেহান্তে ঈশ্বর মহাদেব সাক্ষাৎ স্বয়ং তারক ব্রহ্ম উপদেশ করেন, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র শুভা বারাণসী উৎকৃষ্টা জানিবে। ভ্রূমধ্যে নাভিমধ্যে হৃদয়ে মস্তকে ও আদিত্যমণ্ডলে যেমন অবিমুক্ত ক্ষেত্র আছে তদ্রূপ বারাণসী ধামেও অবিমুক্ত ব্যবস্থিত রহিয়াছে। বরণা এবং অসীর মধ্যস্থলে বারাণসীপুরী বিরাজিতা। সেই বারাণসীতেই নিত্য তত্ত্ব অবিমুক্ত বর্ত্তমান *। ৪১—৫০। যেখানে দিবীশ্বর মহাদেব দেব নারায়ণ বিরাজমান, সেই বারাণসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান হয় নাই, হইবে না। তথায় দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ সহ দেবদেব পিতামহ সতত আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবি!

---

* এই দুইটী শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য দেহতত্ত্বাভিজ্ঞ যোগীরই বোধ্য। অপরে তাহা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবৃত করা হইল না।

মহাপাতকিনো দেবি যে তেভ্যঃ পাপকৃত্তমাঃ।
বারাণসীং সমাসাদ্য তে যান্তি পরমাং গতিম্॥
তস্মান্মুমুক্ষুর্নিয়তো বসেদ্বৈ মরণান্তকম্।
বারাণস্যাং মহাদেবাজ্জ্ঞানং লব্ধ্বা বিমুচ্যতে॥
কিন্তু বিঘ্না ভবিষ্যন্তি পাপোপহতচেতসঃ।
ততো নৈবাচরেৎ পাপং কায়েন মনসা গিরা॥
এতদ্রহস্যং বেদানাং পুরাণানাঞ্চ সুব্রতে।
অবিমুক্তাশ্রয়জ্ঞানং ন কশ্চিদ্বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৫৬

নারদ উবাচ।

দেবতানামৃষীণাঞ্চ শৃণ্বতাং পরমেষ্ঠিনা।
দেবদেবেন কথিতং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ ৫৭
যথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ।
যথেশ্বরাণাং গিরিশঃ স্থানানামেতদুত্তমম্॥৫৮
যৈঃ সমারাধিতো রুদ্রঃ পূর্ব্বস্মিন্নেকজন্মনি।
তে বিন্দন্তি পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তং শিবালয়ম্॥৫৯
কলিকল্মষসম্ভূতা যেষামুপহতা মতিঃ।
ন তেষাং বেদিতুং শক্যং স্থানং তৎপরমেষ্ঠিনঃ
যে স্মরন্তি সদাকালং বদন্তি।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রমিহামুত্র চ পাতকম্॥৬১
যানি চেহ প্রকুর্ব্বন্তি পাতকানি কৃতালয়াঃ।
নাশয়েত্তানি সর্ব্বাণি দেবঃ কালতনুঃ শিবঃ॥৬২
আগচ্ছেত্তদিদং স্থানং সেবিতং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ
মৃতানাঞ্চ পুনর্জন্ম ন ভূয়ো ভবসাগরে॥ ৬৩
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বারাণস্যাং বসেন্নরঃ।
যোগী বাপ্যথবাযোগী পাপী বা পুণ্যকৃত্তমঃ॥৬৪
ন লোকবচনাৎ পিত্রোর্ন চৈব গুরুবাদতঃ।
মতির্ন ক্রমণীয়া স্যাদবিমুক্তগতিং প্রতি॥ ৬৫

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বারাণসীমাহাত্ম্যে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭

যাহারা মহাপাতকী বা যাহারা তদপেক্ষাও পাপকৃত্তম, তাহারাও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যাইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব মুমুক্ষু মানব নিয়ত বারাণসীতে বাস করিবে। তথায় মরণান্তে মহাদেব হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া বিমুক্ত হইবে। কিন্তু পাপোপহতচিত্ত ব্যক্তিদিগের নানাবিধ বিঘ্ন হয়; এ নিমিত্ত কায়, মন ও বাক্যে পাপাচরণ করিবে না। বেদ ও পুরাণসমূহের ইহাই রহস্য। অবিমুক্তাশ্রয় জ্ঞান কেহই যথার্থরূপে জানে না। নারদ বলিলেন,—দেবদেব ব্রহ্মা সর্ব্বপাপবিনাশন এই অবিমুক্তমাহাত্ম্য দেবতা ও ঋষিগণের সন্নিধানে কহিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দেবগণের মধ্যে যেমন পুরুষোত্তম নারায়ণ শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরগণের (ঐশ্বর্য্যশালীদিগের) মধ্যে যেমন গিরিশ শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পুণ্য স্থান সকলের মধ্যেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই উত্তম। যাহারা পূর্ব্বতন কোন এক জন্মে রুদ্রের আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই শিবালয় অবিমুক্ত ক্ষেত্র লাভ করিতে পারে। যাহাদিগের মতি কলিকালজনিত কলুষে উপহত, তাহারা পরমেষ্ঠীর সেই স্থান জানিতে সক্ষম হয় না। যাহারা সদাকাল এই পুরীর স্মরণ করে বা কীর্ত্তন করে, তাহাদিগের ইহ-পরকালে সঞ্চিত পাতক ক্ষিপ্র বিনষ্ট হয়। ইহকালে যে সকল পাপ করা হয়, বারাণসীতে বাস করিলে দেব কালতনু (কালভৈরবরূপী) শিব সে সমস্তই বিনাশ করেন। অতএব মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের সেবিত এই স্থানে সকলেরই আগমন করা কর্ত্তব্য। এখানে মৃত প্রাণীদিগের পুনরায় ভব-সাগরে জন্ম হয় না। অতএব যোগী বা অযোগী, পাপী বা পুণ্যকারী সকল নরই সর্ব্ব প্রযত্নে বারাণসীতে বাস করিবে। সাধারণ লোকের বাক্যে বা পিতা মাতা কি গুরুর বাক্যেও অবিমুক্তে গমন বিষয়ে বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে না।৫১—৬৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তত্রেদং বিমলং লিঙ্গমোঙ্কারং নাম শোভনম্‌।
যস্য স্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১
এতৎ পরতরং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুত্তমম্‌।
সেবিতং মুনিভির্নিত্যং বারাণস্যাং বিমোক্ষণম্‌
তত্র সাক্ষান্মহাদেবঃ পঞ্চায়তনবিগ্রহঃ।
রমতে ভগবান্‌ রুদ্রো জন্তূনামপবর্গদঃ॥ ৩
যত্তৎপাশুপতং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুচ্যতে।
তদেতদ্বিমলং লিঙ্গমোঙ্কারং সমুপস্থিতম্‌॥ ৪
শান্ত্যতীতা তথা শান্তির্বিদ্যা চৈবাপরাপরা।
প্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিশ্চ পঞ্চাত্মং লিঙ্গমৈশ্বরম্‌॥ ৫
পঞ্চানামপি দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাশ্রয়ম্‌।
ওঙ্কারবোধকং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমুচ্যতে॥ ৬
সংস্মরেদৈশ্বরং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমব্যয়ম্‌।
দেহান্তে তৎপরং জ্যোতিরানন্দং বিশতে বুধঃ
তত্র দেবর্ষয়ঃ পূর্ব্বং সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
উপাস্য দেবমীশানমাপুরস্তঃ পরং পদম্‌॥ ৮
মৎস্যোদর্য্যাস্তটে পুণ্যে স্থানং গুহ্যতমং শুভম্‌
গোচর্ম্মমাত্রং রাজেন্দ্র ওঙ্কারেশ্বরমুত্তমম্‌॥ ৯
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্‌।
বিশ্বেশ্বরং তথোঙ্কারং কন্দর্পেশ্বরমেব চ॥ ১০
এতানি গুহ্যলিঙ্গানি বারাণস্যাং যুধিষ্ঠির।
ন কশ্চিদিহ জানাতি বিনা শম্ভোরনুগ্রহাৎ॥১১
কৃত্তিবাসেশ্বরস্যৈব মাহাত্ম্যং শৃণু পার্থিব॥ ১২
তস্মিন্‌ স্থানে পুরা দৈত্যো হস্তী ভূত্বা শিবান্তিকম্‌।
ব্রাহ্মণান্‌ হন্তুমায়াতো যত্র নিত্যমুপাসতে॥১৩
তেষাং লিঙ্গান্মহাদেবঃ প্রাদুরাসীত্রিলোচনঃ।
রক্ষণার্থং মহাদেবো ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ॥
হত্বা গজাকৃতিং দৈত্যং শূলেনাবজ্ঞয়া হরঃ।
বাসস্তস্যাকরোৎ কৃত্তিং কৃত্তিবাসেশ্বরস্ততঃ॥১৫
তত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা মুনয়ো হি যুধিষ্ঠির।
তেনৈব চ শরীরেণ প্রাপ্তস্তৎপরমং পদম্‌॥১৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—তথায় যাহার স্মরণ মাত্রে সর্ব্ব পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এমন বিমল ওঙ্কার নামে লিঙ্গ আছে। বারাণসীতে মুনিজনের নিত্য সেবিত তদীয় পঞ্চায়তন পরতর জ্ঞান স্বরূপ। তথায় জন্তুগণের অপবর্গপ্রদ পঞ্চায়তন-বিগ্রহ সাক্ষাৎ মহাদেব ভগবান্‌ রুদ্র বিহার করেন। যে পাশুপত জ্ঞান পঞ্চায়তন বলিয়া উক্ত হয়, তাহাই সেই ওঙ্কার লিঙ্গে বিরাজিত। ওঙ্কার লিঙ্গ শান্তির অতীতা শক্তি, শান্তি, পরা অপরা বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি, এই পঞ্চাত্মক ঐশ্বর লিঙ্গ। ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার আশ্রয়, ওঙ্কার-বোধক লিঙ্গ পঞ্চায়তন বলিয়া কথিত হয়। বুধ ব্যক্তি সেই অব্যয় পঞ্চায়তন ঐশ্বর লিঙ্গ স্মরণ করিবে; তাহা হইলে দেহান্তে আনন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। তথায় পূর্ব্বে দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ ঈশান দেবকে উপাসনা করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র মৎস্যোদরীর পুণ্যতটে উত্তম গুহ্যতম শুভ গোচর্ম্মমাত্র স্থানে ওঙ্কারেশ্বর অবস্থিত। যুধিষ্ঠির! কৃত্তিবাসেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর ও কন্দর্পেশ্বর, বারাণসীতে এই কয়টীই গুহ্য লিঙ্গ। শম্ভুর অনুগ্রহ ব্যতীত জগতে কেহই ইহাদিগকে জানিতে পারে না। ১—১১। পার্থিব! তুমি কৃত্তিবাসেশ্বরেরই মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। পুরাকালে সেখানে এক দৈত্য হস্তী হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ শিবসন্নিধানে থাকিয়া নিত্য শিবের উপাসনা করিতেন, তাঁহাদিগকে হনন করিবার জন্য আগমন করিল। তখন ভক্তবৎসল মহাদেব ভক্তগণের রক্ষণার্থ সেই লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শূল দ্বারা অনায়াসে সেই গজাকৃতি দৈত্যকে হনন করিয়া তদীয় কৃত্তি (চর্ম্ম) বাস (বস্ত্র) করিলেন। এ নিমিত্ত কৃত্তিবাসেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। যুধিষ্ঠির! এ স্থানে মুনিগণ পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গজাসুর সেই

বিদ্যাবিদ্যেশ্বরা রুদ্রাঃ শিবা যে চ প্রকীর্ত্তিতাঃ
কৃত্তিবাসেশ্বরং লিঙ্গং নিত্যমাশ্রিত্য সংস্থিতাঃ॥
জ্ঞাত্বা কলিযুগং ঘোরমধর্ম্মবহুলং জনাঃ।
কৃত্তিবাসং ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ॥১৮
জন্মান্তরসহস্রেণ মোক্ষোঽন্যত্রাপ্যতে ন বা।
একেন জন্মনা মোক্ষঃ কৃত্তিবাসেঽত্র লভ্যতে
আলয়ং সর্ব্বসিদ্ধানামেতৎস্থানং বদন্তি হি।
গোপিতং দেবদেবেন মহাদেবেন শম্ভুনা॥২০
যুগে যুগে হ্যত্র দান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং জপন্তি শতরুদ্রিয়ম্॥২১
স্তুবন্তি সততং দেবং ত্র্যম্বকং কৃত্তিবাসসম্।
ধ্যায়ন্তি হৃদয়ে দেবং স্থাণুং সর্ব্বান্তরং শিবম্॥
গায়ন্তি সিদ্ধাঃ কিল গীতকানি
বারাণসীং যে নিবসন্তি বিপ্রাঃ।
তেষামথৈকেন ভবেন মুক্তি-
র্যে কৃত্তিবাসং শরণং প্রপন্নাঃ॥২৩
সম্প্রাপ্য লোকে জগতামভীষ্টং
সুদুর্লভং বিপ্রকুলেষু জন্ম।
ধ্যানে সমাধায় জপন্তি রুদ্রং
ধ্যায়ন্তি চিত্তে যতয়ো মহেশম্॥২৪
আরাধয়ন্তি প্রভুমীশিতারং
বারাণসীমধ্যগতা মুনীন্দ্রাঃ।
যজন্তি যজ্ঞৈরভিসন্ধিহীনাঃ
স্তুবন্তি রুদ্রং প্রণমন্তি শম্ভুম্॥২৫
নমো ভবায়ামলযোগধাম্নে
স্থাণুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্।
স্মরামি রুদ্রং হৃদয়ে নিবিষ্টং
জানে মহাদেবমনেকরূপম্॥২৬
অথান্যত্তত্র বৈ লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমব্যয়ম্।
স্নাত্বা তত্র বিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৄন্নৃপ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি
পিশাচমোচনং নাম তীর্থমন্যত্ততঃ স্থিতম্।
তত্রাশ্চর্য্যময়ো দেবো মুক্তিদঃ সর্ব্বদোষহা॥২৮

শরীরেই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্যাবিদ্যেশ্বর প্রভৃতি যে সকল রুদ্র এবং শিব কীর্ত্তিত আছেন, সকলেই নিত্য কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া সংস্থিত। জনগণ যদি কলিযুগ অধর্ম্মবহুল ও অতি ঘোর, ইহা জানিয়া কৃত্তিবাসকে ত্যাগ না করে, তবে তাহারা কৃতার্থ হয়; সন্দেহ নাই। অন্য জন্মান্তর সহস্রেও মোক্ষ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই কৃত্তিবাস সন্নিধানে এক জন্মেই মুক্তি লাভ করিতে পারে। ইহা সমস্ত সিদ্ধগণের আলয়; এইরূপ সুধীগণ বলিয়া থাকেন। দেবদেব মহাদেব শম্ভু ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ১১—২০। এই স্থানে দান্ত বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যুগে যুগে শতরুদ্রিয় জপপূর্ব্বক মহাত্মা শঙ্করের উপাসনা করিয়া থাকেন। সতত দেব ত্র্যম্বক কৃত্তিবাসকে স্তব করেন, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী দেব স্থাণু শিবকে হৃদয়ে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ আছে, সিদ্ধগণ এইরূপ গীত সকল গাহিয়া থাকেন যে;—যে সকল বিপ্র বারাণসীতে বাস করত কৃত্তিবাসের শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগের এক জন্মেই মোক্ষ লাভ ঘটে। লোকে জগতে অভীষ্ট সুদুর্লভ বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করত তাঁহারা তথায় ধ্যানে সমাধানপূর্ব্বক রুদ্রকে জপ করিয়া থাকেন; যতিগণ চিত্তে মহেশকে ধ্যান করিয়া থাকেন, বারাণসীর মধ্যগত মুনীন্দ্রগণ প্রভু ঈশ্বরকে আরাধনা করেন, অভিসন্ধিহীন (নিষ্কামকর্ম্মী) জনগণ যজ্ঞ দ্বারা যজন করেন, রুদ্রকে স্তব করেন, শম্ভুকে প্রণাম করেন, যথা,—অমল-যোগধাম ভবকে নমস্কার। পুরাণ স্থাণু গিরিশকে শরণ অবলম্বন করি। হৃদয়ে নিবিষ্ট রুদ্রকে স্মরণ করি। অনেকরূপ মহাদেবকে জানি। নৃপ! তথায় কপর্দ্দীশ্বর নামে অন্য একটী লিঙ্গ আছে। সেখানে বিধান অনুসারে স্নান করিয়া পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় এবং ভুক্তি ও মুক্তি লাভ করে। তথায় পিশাচমোচন নামে অন্য একটী তীর্থ আছে। সেখানে আশ্চর্য্যময় দেব বিরাজিত আছেন, তিনি মুক্তিদ ও সর্ব্বদোষহর।

কশ্চিদ্দৈত্যো জগামেদং শার্দ্দূলো ঘোররূপধৃক্
মৃগীমেকাং ভক্ষয়ন্তং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৯
তত্র সা ভীতহৃদয়া কৃত্বা কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
ধাবমানা সুসম্ভ্রান্তা ব্যাঘ্রস্য বশমাগতা ॥ ৩০
তাং বিদার্য্য নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শার্দ্দূলঃ স মহাবলঃ
জগাম চান্যং বিজনং দেশং দৃষ্ট্বা মুনীশ্বরান্ ॥
মৃতমাত্রা চ সা বালা কপর্দ্দীশাগ্রতো মৃগী।
অদৃশ্যত মহাজ্বালা ব্যোম্নি সূর্য্যসমপ্রভা ॥৩২
ত্রিনেত্রা নীলকণ্ঠা চ শশাঙ্কাঙ্কিতমূর্দ্ধজা।
বৃষাধিরূঢ়া পুরুষৈস্তাদৃশৈরেব সংবৃতা ॥ ৩৩
পুষ্পবৃষ্টিং বিমুঞ্চন্তি খেচরাস্তৎসমন্ততঃ।
গণেশ্বরী স্বয়ং ভূত্বা ন দৃষ্টা তৎক্ষণাত্ততঃ ॥৩৪
দৃষ্ট্বা তদাশ্চর্য্যবরং প্রশশংসুঃ সুরাদয়ঃ ॥৩৫
তন্মহেশস্য বৈ লিঙ্গং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্।
স্মৃত্বৈবাশেষপাপৌঘাৎক্ষিপ্রমেব বিমুচ্যতে ॥
কামক্রোধাদয়ো দোষা বারাণসীনবাসিনাম্।
বিঘ্নাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি কপর্দ্দীশ্বরপূজনাৎ ॥৩৭
তস্মাৎ সদৈব দ্রষ্টব্যং কপর্দ্দীশ্বরমুত্তমম্।
পূজিতব্যং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ
ধ্যায়তাঞ্চাত্র নিয়তং যোগিনাং শান্তচেতসাম্
জায়তে যোগসিদ্ধিঃ সা ষণ্মাসেন ন সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ পাপা বিনশ্যন্ত্যস্য পূজনাৎ।
পিশাচমোচনে কুণ্ডে স্নাতস্য তু সমাসতঃ ॥৪০
তস্মিন্ ক্ষেত্রে পুরা বিপ্রস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ।
শঙ্কুকর্ণ ইতি খ্যাতঃ পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥৪১
জগাম রুদ্রমনিশং প্রণবং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ৪২
পুষ্পধূপাদিভিঃ স্তোত্রৈর্নমস্কারৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ।
উপাসীতাত্র যোগাত্মা কৃত্বা দীক্ষাঞ্চ নৈষ্ঠিকীম্
কদাচিদাগতং প্রেতং পশ্যতি স্ম ক্ষুধান্বিতম্।
অস্থিচর্ম্মপিনদ্ধাঙ্গং নিশ্বসন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৪৩
তং দৃষ্ট্বা স মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া পরয়া যুতঃ।
প্রোবাচ কো ভবান্কস্মাদ্দেশাদ্দেশমিমং শ্রিতঃ

২১—২৮। কোনও দৈত্য ঘোর শার্দ্দূলমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এক মৃগীকে ভক্ষণ কামনায় এই উত্তম কপর্দ্দীশ্বর স্থানে যাইল। ভীত-হৃদয়া সুসম্ভ্রান্তা ধাবমানা মৃগী সেখানে যাইয়া বার বার সেই কপর্দ্দীশ্বরকে প্রদক্ষিণ করত ব্যাঘ্রের বশগতা হইল। সেই মহাবল শার্দ্দূল তাহাকে তীক্ষ্ণনখে বিদারণপূর্ব্বক মুনীশ্বরগণকে দেখিয়া অন্য বিজন স্থানে গমন করিল। সেই বালা মৃগী কপর্দ্দীশের অগ্রভাগে মৃত হওয়া মাত্র আকাশে মহা-জ্বালাময়ী, সূর্য্যসম প্রভাশালিনী, ত্রিনেত্রা, নীলকণ্ঠা, ললাটে চন্দ্রকলা দ্বারা ভূষিতা, বৃষারূঢ়া, এবং তদাকার নারীগণে সমাবৃতা গাণেশ্বরী মূর্ত্তি দেখাগেল। উহার চতুর্দ্দিকে খেচরগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। সেই মৃগী স্বয়ং গণেশ্বরী হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যা হইল। এই মহাশ্চর্য্য দর্শনে সুরগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহেশের সেই উত্তম কপর্দ্দী-শ্বর লিঙ্গ স্মরণ করিয়াই অশেষ পাপৌঘ হইতে ক্ষিপ্র বিমুক্ত হয়। বারাণসীনিবাসী-দিগের কাম ক্রোধাদি দোষ বিঘ্নসকল কপর্দ্দীশ্বরের পূজা করিলেই বিনষ্ট হয়। অতএব সদাই উত্তম কপর্দ্দীশ্বর দ্রষ্টব্য; প্রযত্ন সহকারে পূজিতব্য এবং বৈদিক স্তব দ্বারা স্তোতব্য। এখানে যে সকল শান্ত-চেতা যোগী নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের ছয় মাসে সেই যোগসিদ্ধি লাভ হয়; সংশয় নাই। ইঁহার পূজা করিলে ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপও বিনষ্ট হয়। পিশাচমোচন কুণ্ডে স্নাত মানবের ফলের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৯—৪০। পুরাকালে এই ক্ষেত্রে তপস্বী সংশিতব্রত শঙ্কুকর্ণ নামে খ্যাত এক বিপ্র নিয়ত শঙ্করকে পূজা করিতেন; তিনি সতত প্রণবব্রহ্মরূপী রুদ্রের সন্নিধানে যাইতেন; নৈষ্ঠিকী দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যোগাব-লম্বন সহকারে পুষ্প ধূপাদি উপচারে পূজা করত নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া উপাসনা করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণ অস্থি-চর্ম্মসার ক্ষীণকলেবর মুহুর্ম্মুহু নিঃশ্বাসকারী ক্ষুধাকাতর এক প্রেতকে তথায় উপস্থিত দেখিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে দেখিয়া পরম কৃপায় যুক্ত হওত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তস্মৈ পিশাচঃ ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽব্রবীদ্বচঃ ॥
পূর্ব্বজন্মন্যহং বিপ্রো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রাদিভির্যুক্তঃ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ॥৪৭
ন পূজিতা ময়া দেবা গাবোঽপ্যতিথয়স্তথা।
ন কদাচিৎ কৃতং পুণ্যমল্পং বানল্পমেব বা ॥ ॥৪৮
একদা ভগবান্ দেবো গোবৃষেশ্বরবাহনঃ।
বিশ্বেশ্বরো বারাণস্যাং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টো নমস্কৃতঃ ॥
তদাচিরেণ কালেন পঞ্চত্বমহমাগতঃ।
ন দৃষ্টং তন্মহাঘোরং যমস্য সদনং মুনে ॥ ৫০
পিপাসয়াধুনাক্রান্তো ন জানামি হিতাহিতম্ ॥
যদি কিঞ্চিৎ সমুদ্ধর্ত্তুমুপায়ং পশ্যসি প্রভো।
কুরুষ তংনমস্তভ্যং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥৫২
ইত্যুক্তঃ শঙ্কুকর্ণোঽথ পিশাচমিদমব্রবীৎ।
ত্বাদৃশো ন হি লোকেঽস্মিন্ বিদ্যতে পুণ্যকৃত্তমঃ ॥ ৫৩

যত্ত্বয়া ভগবান্ পূর্ব্বং দৃষ্টো বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ ?
সংস্পৃষ্টো বন্দিতো ভূয়ঃ কোঽন্যস্ত্বৎসদৃশো ভুবি ॥ ৫৪
তেন কর্ম্মবিপাকেন দেশমেতৎ সমাগতঃ।
স্নানং কুরুষ শীঘ্রং ত্বমস্মিন্ কুণ্ডে সমাহিতঃ।
যেনেমাং কুৎসিতাং যোনিং ক্ষিপ্রমেব প্রহাস্যসি ॥ ৫৫

স এবমুক্তো মুনিনা পিশাচো
দয়ালুনা দেববরং ত্রিনেত্রম্।
স্মৃত্বা কপর্দ্দীশ্বরমীশিতারং
চক্রে সমাধায় মনোঽবগাহম্ ॥ ৫৬
তদাবগাঢ়ো মুনিসন্নিধানে
মমার দিব্যাভরণোপপন্নঃ।
অদৃশ্যতার্কপ্রতিমো বিমানে
শশাঙ্কচিহ্নীকৃতচারুমৌলিঃ ॥ ৫৭
বিভাতি রুদ্রৈঃ সহিতো দিবিষ্ঠৈঃ
সমাবৃতো যোগিভিরপ্রমেয়ৈঃ।
সবালখিল্যাদিভিরেষ দেবো
যথোদয়ে ভানুরশেষদেবঃ ॥ ৫৮

আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন? ক্ষুধায় পীড্যমান সেই পিশাচ তাঁহাকে এই বাক্য বলিল,—পূর্ব্বজন্মে আমি ধন-ধান্যসমন্বিত পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত কুটুম্বভরণোৎসুক বিপ্র ছিলাম। কিন্তু আমি কখনও কোন দেবতা গো বা অতিথির পূজা করি নাই। কখনও অল্প বা অনল্প কিছুমাত্র পুণ্য করি নাই। কিন্তু একদা বারাণসীতে ভগবান্ দেব গোবৃষেশ্বরবাহন বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়াছিলাম, স্পর্শ করিয়াছিলাম, নমস্কারও করিয়াছিলাম। মুনে! তার পর অচিরকাল মধ্যেই আমি পঞ্চত্ব পাইলাম; কিন্তু আমাকে সেই ঘোর যমের সদন দেখিতে হয় নাই। এক্ষণে আমি পিপাসায় আক্রান্ত হইয়া হিতাহিত জানিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! যদি আমার উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতে পান, তবে তাহা আদেশ করুন; আমি আপনার শরণাগত। ৪৭—৫২। শঙ্কুকর্ণ এইরূপ উক্ত হইয়া পিশাচকে ইহা বলিলেন,—ইহলোকে তোমার সদৃশ পুণ্যকৃত্তম ব্যক্তি আর নাই। যেহেতু তুমি পূর্ব্বে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর শিবকে দেখিয়াছ, স্পর্শ করিয়াছ তাঁহার বন্দনাও করিয়াছ; অতএব ভূমণ্ডলে, তোমার সদৃশ আর কে আছে? তুমি সেই কর্ম্মের বিপাক বশতই এই প্রদেশে সমাগত হইয়াছ। তুমি যাহাতে ত্বরায় এই কুৎসিত যোনি পরিহার করিতে পার, তজ্জন্য সমাহিত ভাবে এই কুণ্ডে স্নান কর। সেই পিশাচ দয়ালু মুনি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেববর ত্রিনেত্র ঈশ্বর কপর্দ্দীশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক মনঃসমাধান করত তথায় অবগাহন করিল। মুনিসন্নিধানে সেই পিশাচ তখন অবগাহন করা মাত্র প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমানারূঢ়, দিব্যাভরণে ভূষিত, ললাটে চন্দ্রকলা দ্বারা শোভিত, অর্কপ্রতিম দৃষ্ট হইল। আকাশস্থ রুদ্রগণ সহ বালখিল্যাদি ঋষিগণ ও অপ্রমেয় (তত্ত্বজ্ঞানী) যোগিগণে সমাবৃত হইয়া দেবরূপী সেই পিশাচ উদয় সময়ে অশেষদেব ভানুর ন্যায় বিরাজমান হইল। নভোমণ্ডলে

স্তবন্তি সিদ্ধা দিবি দেবসঙ্ঘা
নৃত্যন্তি দিব্যাপ্সরসোঽভিরামাঃ।
..... বৃষ্টিং কুসুমাম্বুমিশ্রাং
গন্ধর্ববিদ্যাধরকিন্নরাদ্যাঃ ॥ ৫৯
সংস্তূয়মানোঽথ মুনীন্দ্রসঙ্ঘৈ-
রবাপ্য বোধং ভগবৎপ্রসাদাৎ।
সমাবিশন্মণ্ডলমেতদগ্র্যং
ত্রয়ীময়ং যত্র বিভাতি রুদ্রঃ ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা বিমুক্তং স পিশাচভূতং
মুনিঃ প্রহৃষ্টো মনসা মহেশম্।
বিচিন্ত্য রুদ্রং কবিমেকমগ্নিং
প্রণম্য তুষ্টাব কপর্দ্দিনং তম্ ॥ ৬১

শঙ্কুকর্ণ উবাচ।

কপর্দ্দিনং ত্বাং পরতঃ পরস্তাদ্-
গোপ্তারমেকং পুরুষং পুরাণম্।
ব্রজামি যোগেশ্বরমীশিতার-
মাদিত্যমগ্নিং কপিলাধিরূঢ়ম্ ॥ ৬২
ত্বাং ব্রহ্মপারং হৃদি সন্নিবিষ্টং
হিরণ্ময়ং যোগিনমাদিমন্তম্।
ব্রজামি রুদ্রং শরণং দিবিষ্ঠং
মহামুনিং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্ ॥ ৬৩
সহস্রপাদাক্ষিশিরোভিযুক্তং
সহস্ররূপং তমসঃ পরস্তাৎ।
তং ব্রহ্মপারং প্রণমামি শম্ভুং
হিরণ্যগর্ভাদিপতিং ত্রিনেত্রম্ ॥ ৬৪
যত্র প্রসূতির্জগতো বিনাশো
যেনাবৃতং সর্ব্বমিদং শিবেন।
তং ব্রহ্মপারং ভগবন্তমীশং
প্রণম্য নিত্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৫
অলিঙ্গমালোকবিহীনরূপং
স্বয়ম্প্রভুং চিৎপতিমেকরূপম্।
তং ব্রহ্মপারং পরমেশ্বরং ত্বাং
নমস্করিষ্যে ন যতোঽন্যদস্তি ॥ ৬৬
যং যোগিনস্ত্যক্তসবীজযোগা
লব্ধা সমাধিং পরমাত্মভূতাঃ।
পশ্যন্তি দেবং প্রণতোঽস্মি নিত্যং
তং ব্রহ্মপারং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ৬৭
ন যত্র নামাদিবিশেষক্লৃপ্তি-
র্ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি যৎস্বরূপম্।
তং ব্রহ্মপারং প্রণতোঽস্মি নিত্যং
স্বয়ম্ভুবং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬৮

থাকিয়া দেবগণ ও সিদ্ধগণ স্তব করিতে লাগিলেন, দিব্য অভিরাম অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে থাকিল, গন্ধর্ব বিদ্যাধর কিন্নরাদি অম্বুমিশ্র কুসুম বৃষ্টি করিতে লাগিল। তার পর সে মুনীন্দ্রগণে স্তূয়মান হইয়া ভগবৎ-প্রসাদে বোধ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করত যেখানে রুদ্র বিভাত হন, সেই অগ্র্য (সর্ব্বোত্তম) ত্রয়ীময়মণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। মুনি সেই পিশাচকে বিমুক্ত হইতে দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মনে মনে সেই এক অগ্নিকবি মহেশ রুদ্র কপর্দ্দীশকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৩—৬১। শঙ্কুকর্ণ বলিলেন,—পরেরও পরবর্ত্তী গোপ্তা (রক্ষক) এক পুরাণ পুরুষ যোগেশ্বর ঈশিতা (ঐশ্বর্য্য-শালী—ঈশ্বর) আদিত্য অগ্নি কপিলাধিরূঢ় (বৃষবাহন) কপর্দ্দীশ তোমার শরণাগত হই। ব্রহ্মপার হৃদয়সন্নিবিষ্ট হিরন্ময় যোগী আদি অন্ত দিবিষ্ঠ মহামুনি ব্রহ্মময় পবিত্র রুদ্র তোমার শরণাগত হই। সহস্রপাদাক্ষি-শিরঃসম্পন্ন সহস্ররূপ তমঃপরবর্ত্তী ব্রহ্মপার হিরণ্যগর্ভাদি-পতি ত্রিনেত্র সেই শম্ভুকে প্রণাম করি। যাঁহাতে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, যে শিব কর্ত্তৃক এই সমস্তই আবৃত, সেই ব্রহ্মপার ভগবান্ ঈশকে প্রণামপূর্ব্বক নিত্য শরণ প্রাপ্ত হই। যিনি অলিঙ্গ আলোকবিহীনরূপে স্বয়ম্প্রভু চিৎপতি একরূপ, যাঁহা হইতে অন্য আর কিছুই নাই, সেই ব্রহ্মপার পরমেশ্বর তোমাকে নমস্কার করি। যোগিগণ সবীজ (সবিকল্প) যোগ ত্যাগ পুরঃসর (নির্ব্বিকল্প) সমাধি লাভ করত পরমাত্মভূত হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মপার দেব আপনাকে আমি নিত্য প্রণত হই। যাঁহাতে নামাদি বিশেষণের প্রয়োগ

যদ্বেদবাদাভিরতা বিদেহং
সব্রহ্মবিজ্ঞানমভেদমেকম্।
পশ্যন্ত্যনেকং ভবতঃ স্বরূপং
তং ব্রহ্মপারং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্॥ ৬৯
যতঃ প্রধানং পুরুষঃ পুরাণো
বিভর্ত্তি তেজঃ প্রণমন্তি দেবাঃ।
নমামি তং জ্যোতিষি সন্নিবিষ্টং
কালং বৃহন্তং ভবতঃ স্বরূপম্॥ ৭০
ব্রজামি নিত্যং শরণং গুহেশং
স্থাণুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্।
শিবং প্রপদ্যে হরমিন্দুমৌলিং
পিনাকিনং ত্বাং শরণং ব্রজামি॥ ৭১
স্তুত্বৈবং শঙ্কুকর্ণোঽপি ভগবন্তং কপর্দ্দিনম্।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রোচ্চরন্ প্রণবং পরম্॥
তৎক্ষণাৎ পরমং লিঙ্গং প্রাদুর্ভূতং শিবাত্মকম্
জ্ঞানমানন্দমত্যন্তং কোটিজ্বালাগ্নিসন্নিভম্॥৭৩
শঙ্কুকর্ণোঽথ মুক্তাত্মা তদাত্মা সর্ব্বগোঽমলঃ।
বিলল্যে বিমলে লিঙ্গে তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥৭৪
এতদ্রহস্যমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং তে কপর্দ্দিনঃ।
ন কশ্চিদ্বেত্তি তমসা বিদ্বানপ্যত্র মুহ্যতি॥ ৭৫
য ইমাং শৃণুয়ান্নিত্যং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
ত্যক্তপাপো বিশুদ্ধাত্মা রুদ্রসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ॥৭৬
পঠেচ্চ সততং শুদ্ধো ব্রহ্মপারং মহাস্তবম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে স যোগং প্রাপ্নুয়াৎপরম্॥

নারদ উবাচ।

বারাণস্যাং মহারাজ মধ্যমেশং পরাৎপরম্॥৭৮
তস্মিন্ স্থানে মহাদেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
রমতে ভগবান্নিত্যং রুদ্রৈশ্চ পরিবারিতঃ॥৭৯
তত্র পূর্ব্বং হৃষীকেশো বিশ্বাত্মা দেবকীসুতঃ।
উবাস বৎসরং কৃষ্ণঃ সদা পাশুপতৈর্বৃতঃ॥ ৮০
ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গো রুদ্রাধ্যয়নতৎপরঃ।
আরাধয়ন্ হরিঃ শম্ভুং কৃত্বা পাশুপতং ব্রতম্॥

হইতে পারে না, যাঁহার রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় না, সেই ব্রহ্মপার স্বয়ম্ভু তোমাকে নিত্য প্রণত ও শরণ-প্রপন্ন হই। যে আপনার স্বরূপ বিদেহ, ব্রহ্ম (ব্যাপক), বিজ্ঞান (জ্ঞানস্বরূপ), অভেদ (স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ শূন্য) এক হইলেও বেদবাদে (বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে) অভিরত ব্যক্তিগণ অনেকস্বরূপ দেখিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপার আপনাকে আমি নিত্য প্রণত হই। প্রকৃতি এবং পুরাণ পুরুষও যাঁহার তেজে তেজোযুক্ত, দেবগণ যাঁহাকে প্রণাম করেন, জ্যোতিতে সন্নিবিষ্ট, কাল, বৃহৎ সেই আপনার স্বরূপকে নমস্কার করি। গুহেশকে নিত্য শরণাগত হই, স্থাণু পুরাণ গিরিশকে আশ্রয় করি, শিব হর ইন্দুমৌলিকে অবলম্বন করি, পিনাকী তোমার শরণ লই। ৬২—৭১। শঙ্কুকর্ণ ভগবান্ কপর্দ্দীকে এইরূপ স্তব করিবার পর প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কোটি-জ্বালাময়-অগ্নিসন্নিভ, অনন্ত, জ্ঞানময়, আনন্দ-স্বরূপ, শিবাত্মক লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন শঙ্কুকর্ণ মুক্তাত্মা হইলেন; তাঁহার সর্ব্বগ অমল আত্মা সেই বিমল লিঙ্গে বিলীন হইল। ইহা অদ্ভুতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই আমি তোমাকে কপর্দ্দীর রহস্য মাহাত্ম্য কহিলাম। তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত কেহই ইহা জানে না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও এ বিষয়ে মুগ্ধ হন। এই পাপ-প্রণাশিনী কথা যে নিত্য শ্রবণ করে, সে ত্যক্তপাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া রুদ্রসামীপ্য প্রাপ্ত হয়। আর এই ব্রহ্মপার নামক মহাস্তব যে পবিত্র হইয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে পাঠ করে, সে পরম যোগ প্রাপ্ত হয়। নারদ বলিলেন,—মহারাজ! বারাণসীতে মধ্যমেশ লিঙ্গ পরাৎপর। সেখানে ভগবান্ মহাদেব রুদ্রগণে পরিবৃত হইয়া দেবীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৭২—৭৯। পুরাকালে বিশ্বাত্মা দেবকীসুত হৃষীকেশ কৃষ্ণ সতত পাশুপত জনগণে যুক্ত হইয়া তথায় এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। হরি ভস্মোদ্ধূলিতসর্ব্বাঙ্গ ও রুদ্রাধ্যয়নে

তস্য তে বহবঃ শিষ্যা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ।
লব্ধ্বা তদাননাজ্জ্ঞানং দৃষ্টবন্তো মহেশ্বরম্॥৮২
তস্য দেবো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষং নীললোহিতঃ।
দদৌ কৃষ্ণস্য ভগবান্ বরদো বরমুত্তমম্॥৮৩
যেঽর্চ্চয়ন্তি চ গোবিন্দং মদ্ভক্তা বিধিপূর্ব্বকম্।
তেষাং তদৈশ্বরং জ্ঞানমুৎপৎস্যতি জগন্ময়ম্॥
নমস্যোঽর্চ্চয়িতব্যশ্চ ধ্যাতব্যো মৎপরৈর্জনৈঃ
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
যেঽত্র দ্রক্ষ্যন্তি দেবেশং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেষামাশু বিনশ্যতি॥৮৬
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি যে মর্ত্ত্যাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি
তে যান্তি তৎপরং স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
ধন্যাস্তু খলু তে বিপ্রা মন্দাকিন্যাং কৃতোদকাঃ
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমীশ্বরম্॥৮৮
স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং পিণ্ডনির্ব্বপণং ত্বিহ।
একৈকশঃ কৃতং কর্ম্ম পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্॥৮৯
সন্নিহত্যামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তস্মাদ্দশগুণং ত্বিহ॥৯০
এবমুক্তং মহারাজ মাহাত্ম্যং মধ্যমেশ্বরে।
যঃ শৃণোতি পরং ভক্ত্যা স যাতি পরমং পদম্
অন্যানি চ মহারাজ তীর্থানি পাবনানি তু।
বারাণস্যাং স্থিতানীহ সংশৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির॥৯২
প্রয়াগাদধিকং তীর্থং প্রয়াগং পরমং শুভম্।
বিশ্বরূপং তথা তীর্থং তালতীর্থমনুত্তমম্॥৯৩
আকাশাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থং কৈবর্ত্তকং পরম্
সুনীলঞ্চ মহাতীর্থং গৌরীতীর্থমনুত্তমম্॥৯৪
প্রাজাপত্যং তথা তীর্থং স্বর্গদ্বারং তথৈব চ।
জম্বুকেশ্বরমিত্যুক্তং ধর্ম্মাখ্যং তীর্থমুত্তমম্॥৯৫
গয়াতীর্থং পরং তীর্থং বায়ুতীর্থমনুত্তমম্।
জ্ঞানতীর্থং পরং গুহ্যং বারাহং তীর্থমুত্তমম্॥৯৬
যমতীর্থং মহাপুণ্যং তীর্থং সম্মূর্ত্তিকং শুভম্।
অগ্নিতীর্থং মহারাজ কলশেশ্বরমুত্তমম্॥৯৭

[শঙ্কুকস্ত্রিয় পাঠে] তৎপর হইয়া পাশুপতব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক শম্ভুকে আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইয়া তদীয় বদন হইতে জ্ঞান লাভ করত মহেশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। বরদ ভগবান নীললোহিত দেব মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া সেই কৃষ্ণকে উত্তম বর দিয়াছিলেন যে,—আমার ভক্ত যে সকল মানব গোবিন্দকে বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তখনি তাহাদিগের জগন্ময় ঐশ্বর জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। গোবিন্দ মদ্ভক্ত জনগণের নমস্য, অর্চ্চনীয় এবং ধ্যাতব্য। এরূপ করিলে নীচজাতি ব্যক্তিও আমার প্রসাদে ত্রাণ পাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ৭২—৮৫। এখানে যাহারা স্নানপূর্ব্বক দেব পিনাকীকে দর্শন করে, তাহাদিগের ব্রহ্মহত্যাদি পাপ আশু বিনষ্ট হয়। যে সকল মর্ত্ত্য পাপকর্ম্মে রত হইয়াও এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা সেই পরম স্থানে গমন করে। এ বিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা মন্দাকিনীতে জলকৃত্য স্নান-তর্পণাদি নির্ব্বাহ করত ঈশ্বর মধ্যমেশ্বরকে অর্চ্চনা করে, সেই বিপ্র ব্যক্তিগণই ধন্য। এখানে কৃত স্নান, দান, তপ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই আসপ্তম কুল পবিত্র করে। মর্ত্ত্য দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইলে সন্নিহতী তীর্থে উপস্পর্শ করিয়া যে ফল পায়, এখানে তাহার দশগুণ ফল লাভ হয়। মহারাজ! মধ্যমেশ্বরের এইরূপ মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। ইহা যে পরমা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বারাণসীতে অবস্থিত অন্য যে সকল পাবন তীর্থ আছে, তাহা শ্রবণ কর।৮৬—৯২। প্রয়াগ অপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ পরম শুভ প্রয়াগ তীর্থ, বিশ্বরূপ তীর্থ, অনুত্তম [অনুত্তম] কাল তীর্থ, আকাশ নামক মহাতীর্থ, পরম আর্বততীর্থ, মহাতীর্থ সুনীল, অনুত্তম গৌরীতীর্থ, প্রাজাপত্য তীর্থ, স্বর্গদ্বার তীর্থ, জম্বুকেশ্বর তীর্থ, ধর্ম্ম নামক অনুত্তম তীর্থ, পরম তীর্থ গয়া তীর্থ, অনুত্তম বায়ুতীর্থ, পরম গুহ্য জ্ঞান তীর্থ, উত্তম বরাহতীর্থ, মহাপুণ্য যমতীর্থ, শুভ সম্মূর্ত্তিক তীর্থ, অগ্নিতীর্থ, হে মহারাজ!

নাগতীর্থং সোমতীর্থং সূর্য্যতীর্থং তথৈব চ।
পর্ব্বতাখ্যং মহাগুহ্যং মণিকর্ণমনুত্তমম্‌॥ ৯৮
ঘটোৎকচং তীর্থবরং শ্রীতীর্থঞ্চ পিতামহম্‌।
গঙ্গাতীর্থঞ্চ দেবেশং যযাতেস্তীর্থমুত্তমম্‌॥ ৯৯
কাপিলঞ্চৈব সোমেশং ব্রহ্মতীর্থমনুত্তমম্‌॥১০০
তত্র লিঙ্গং পুরাণীয়ং স্থাতুং ব্রহ্মা যদা গতঃ।
তদানীং স্থাপয়ামাস বিষ্ণুস্তল্লিঙ্গমৈশ্বরম্‌॥১০১
ততঃ স্নাত্বা সম গত্বা ব্রহ্মা প্রোবাচ তং হরি ম্‌
ময়ানীতমিদং লিঙ্গং কস্মাৎ স্থাপিতবানসি॥
তমাহ বিষ্ণুস্তত্তোহপি রুদ্রে ভক্তির্দৃঢ়া মম।
তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং নাম্না তব ভবিষ্যতি॥
ভূতেশ্বরং তথা তীর্থং তীর্থং ধর্ম্মসমুদ্ভবম্‌।
গন্ধর্ব্বতীর্থং সুশুভং বাহ্নেয়ং তীর্থমুত্তমম্‌॥১০৪
দৌর্ব্বাসি ... ব্যোমতীর্থং চন্দ্রতীর্থং যুধিষ্ঠির।
চিত্রাঙ্গদেশ্বরং তীর্থং পুণ্যং বিদ্যাধরেশ্বরম্‌॥
কেদারং তীর্থমুগ্রাখ্যং কালঞ্জরমনুত্তমম্‌।
সারস্বতং প্রভাসঞ্চ রুদ্রকর্ণহ্রদং শুভম্‌॥ ১০৬

উত্তম কলসেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, সোমতীর্থ, সূর্য্য-তীর্থ, পর্ব্বত নামক মহাগুহ্য তীর্থ, অনুত্তম মণিকর্ণ তীর্থ, তীর্থবর ঘটোৎকচ তীর্থ, শ্রীতীর্থ, পিতামহতীর্থ, গঙ্গাতীর্থ, দেবেশতীর্থ, উত্তম যযাতিতীর্থ, কাপিল তীর্থ, সোমেশ তীর্থ, অনুত্তম ব্রহ্মতীর্থ; পুরাকালে ঐ তীর্থে ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিয়া যেমন স্নান করিতে গিয়াছেন, অমনি বিষ্ণু সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পরে ব্রহ্মা স্নান করিয়া আসিয়া সেই বিষ্ণুকে বলিলেন,—এই লিঙ্গ আমি আনিয়াছি, তুমি স্থাপন করিলে কেন? বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন—তোমা অপেক্ষাও রুদ্রের প্রতি আমার ভক্তি দৃঢ়া; এ নিমিত্ত ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তবে তোমার নামে খ্যাত হইবে। ৯৩—১০৩। ভূতেশ্বর তীর্থ, ধর্ম্মসমুদ্ভব তীর্থ, সুশুভ গন্ধর্ব্বতীর্থ, উত্তম বাহ্নেয় তীর্থ, দৌর্ব্বাসিক তীর্থ, ব্যোমতীর্থ, হে যুধিষ্ঠির! চন্দ্রতীর্থ, চিত্রাঙ্গদেশ্বর তীর্থ, পুণ্য বিদ্যাধরেশ্বর তীর্থ, কেদার

কোকিলাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থঞ্চৈব মহালয়ম্‌।
হিরণ্যগর্ভং গোপ্রেক্ষং তীর্থঞ্চৈবমনুত্তমম্‌॥১০৮
উপশান্তং শিবঞ্চৈব ব্যাঘ্রেশ্বরমনুত্তমম্‌।
ত্রিলোচনং মহাতীর্থং লোলার্কঞ্চোত্তরাহ্বয়ম্‌।
কপালমোচনং তীর্থং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনম্‌।
শুক্রেশ্বরং মহাপুণ্যমানন্দপুরমুত্তমম্‌॥১০৯
এবমাদীনি তীর্থানি বারাণস্যাং স্থিতানি বৈ।
ন শক্যং বিস্তরাদ্বক্তুং কল্পকোটিশতৈরপি॥১১০

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বারাণসীমাহাত্ম্যে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং তস্যাং তীর্থানি চ প্রভো।
কথিতানি সমাসেন তীর্থান্যন্যানি সংশৃণু॥ ১
ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।...

তীর্থ, উগ্রতীর্থ, কালঞ্জর তীর্থ, সারস্বত তীর্থ, প্রভাস তীর্থ, শুভ রুদ্রকর্ণ হ্রদ তীর্থ, কোকিলাখ্য মহাতীর্থ, মহাতীর্থ মহালয় তীর্থ, হিরণ্যগর্ভ তীর্থ, অনুত্তম গোপ্রেক্ষ তীর্থ, উপশান্ত তীর্থ, শিবতীর্থ, অনুত্তম ব্যাঘ্রেশ্বর তীর্থ, মহাতীর্থ ত্রিলোচন তীর্থ লোলার্ক তীর্থ, উত্তর তীর্থ, ব্রহ্মহত্যা-বিনাশন কপালমোচন তীর্থ, মহাপুণ্য শুক্রেশ্বর তীর্থ, উত্তম আনন্দপুর প্রভৃতি তীর্থ সকল বারাণসীতে আছে; শতকোটি কল্পেও তাহা বিস্তর ক্রমে বলিতে পারা যায় না। ১০৪—১১০।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—প্রভো! বারাণসীর মাহাত্ম্য এবং তত্রত্য তীর্থ সকল সংক্ষেপে কথিত হইল; এক্ষণে অন্য তীর্থ সকল শ্রবণ

অশ্বমেধমবাপ্নোতি গমনাদেব ভারত। ২
অক্ষয্যবটো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
পিতৃণাং তত্র বৈ দত্তমক্ষয়ং ভবতি প্রভো। ৩
মহানদ্যামুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ানাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ। ৪
ততো ব্রহ্মসরো গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মারণ্যোপসেবিতম্
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি প্রভাত মব শর্ব্বরী। ৫
সরসি ব্রহ্মণা তত্র যূপশ্রেষ্ঠঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
যূপং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ।
ততো গচ্ছেন্ন রাজেন্দ্র ধেনুকং লোকবিশ্রুতম্
একরাত্রোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছেত্তিলধেনুকাম্
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্।
তত্র চিহ্নং মহারাজ অদ্যাপি হি ন সংশয়ঃ।
কপিলা সহবৎসা বৈ পর্ব্বতে বিচরত্যুত।
সবৎসায়াঃ পদাঙ্কান্যা দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত।
তেষুপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পদেষু নৃপসত্তম।
যৎকিঞ্চিদশুভং পাপং তৎপ্রণশ্যতি ভারত। ১০
ততো গৃধ্রবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য শূলিনঃ।
স্নায়াত্তু ভস্মনা তত্র সঙ্গম্য বৃষভধ্বজম্। ১১
ব্রাহ্মণেন ভবেচ্চীর্ণং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি। ১২
গচ্ছেত তত উদ্যন্তং পর্ব্বতং গীতনাদিতম্।
সাবিত্রন্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ। ১৩
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
উপাস্তা হি ভবেৎসন্ধ্যা তেন দ্বাদশবার্ষিকী।
যোনিদ্বারঞ্চ তত্রৈব বিশ্রুতং ভরতর্ষভ।
তত্রাভিগম্য মুচ্যেত পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ। ১৪
শুক্লকৃষ্ণাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ।
পুনাত্যাসপ্তমং রাজন কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।

কর। অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়া তীর্থে যাইবে। হে ভারত! সেখানে গমন মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সেখানে ত্রিলোকবিশ্রুত অক্ষয় বট নামে এক বটবৃক্ষ আছে, প্রভো! তথায় পিতৃ-লোকদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। মহানদীতে উপস্পর্শ করিয়া পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে, তাহাতে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইবে এবং কুলও উদ্ধার করিতে পারিবে। তার পর ব্রহ্মারণ্যোপ-সেবিত ব্রহ্মসর তীর্থে যাইবে। শর্ব্বরী যেমন প্রভাত প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তথায় পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। * ঐ সরোবরে ব্রহ্মা এক শ্রেষ্ঠ যূপ প্রোথিত করিয়াছিলেন। সেই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র! তার পর লোকবিশ্রুত ধেনুক তীর্থে যাইবে। তথায় একরাত্রি বাসপূর্ব্বক তিল-ধেনু দান করিবে, তাহাতে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া নিশ্চয় সোমলোকে যাইবে। মহারাজ! সেখানে অদ্যাপি একটী চিহ্ন আছে যে, তত্রত্য পর্ব্বতে বৎস সহ কপিলা বিচরণ করে। ভারত! অদ্যাপি সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র! সেই পদচিহ্ন সকল স্পর্শ করিলে যে কিছু অশুভ পাপ সমস্তই প্রনষ্ট হয়। ১—১০। তথা হইতে দেব শূলীর স্থান গৃধ্রবট তীর্থে যাইবে। সেখানে যাইয়া বৃষভধ্বজকে দর্শন-পূর্ব্বক ভস্ম দ্বারা স্নান করিবে। এরূপ করিলে ব্রাহ্মণের দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অনু-ষ্ঠানের ফল হয়, আর ইতর বর্ণদিগের সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। তারপর গীতনাদিত উদ্যন্ত পর্ব্বতে যাইবে। ভরতর্ষভ! তথায় সাবিত্র পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ সংশিত-ব্রত হইয়া সেখানে সন্ধ্যোপসনা করিলে, তৎকর্ত্তৃক দ্বাদশবার্ষিকী সন্ধ্যা উপাসিত হয়। ভরতর্ষভ! সেখানেই বিখ্যাত যোনিদ্বার তীর্থ আছে। পুরুষ তথায় গমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। রাজন্! যে নর গয়াতে শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ বাস করে, সে আসপ্তম কুল পবিত্র করে; সংশয়

* শর্ব্বরী যেমন প্রভাত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পুণ্ডরীক-যজ্ঞ-ফল-প্রাপ্তি বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কর্ম্মদাঞ্চ সমাসাদ্য নদীং সিদ্ধনিষেবিতাম্।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৩
ততো বিশালামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতাম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৪
অথ মাহেশ্বরীং ধারাং সমাসাদ্য নরাধিপ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৫
দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসাদ্য নরঃ শুচিঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি ॥ ৩৬
মাহেশ্বরপদং গচ্ছেদ্‌ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
মাহেশ্বরপদে স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৩৭
তত্র কোটিস্তু তীর্থানাং বিশ্রুতা ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
কূর্ম্মরূপেণ রাজেন্দ্র অসুরেণ দুরাত্মনা।
হ্রিয়মাণাহৃতা রাজন্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৯
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত তীর্থকোট্যাং নরাধিপ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪০

ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ স্থানং নারায়ণস্য তু।
সদা সন্নিহিতো যত্র হরির্বসতি ভারত ॥ ৪১
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা জনার্দ্দনমুপাসতে ॥ ৪২
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অভিগম্য ত্রিলোকেশং বরদং বিষ্ণুমচ্যুতম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৩
তত্রোদপানো ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বপাপবিমোচনঃ।
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারঃ কূপে সন্নিহিতাঃ সদা ॥ ৪৪
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
অভিগম্য মহাদেবং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্।
বিরাজতে যথা সোম ঋণৈর্ম্মুক্তো যুধিষ্ঠির ॥ ৪৬
জাতিস্মর উপস্পৃশ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্নোতি স্নাত্বা তত্র ন সংশয়ঃ ॥
বটেশ্বরপুরং গত্বা অর্চ্চয়িত্বা চ কেশবম্।
ঈপ্সিতান্ লভতে লোকানুপবাসান্ন সংশয়ঃ ॥

তপোবনে যাইয়া গুহ্যকসমাজে মুদিত হয়, হে মহাভাগ! ইহাতে সংশয় নাই। ২২—৩২। সিদ্ধনিষেবিতা কর্ম্মদা নদীতে যাইয়া পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পায় এবং সোমলোকে গমন করে। তার পর ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত বিশালা নদীতে যাইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। নরাধিপ! অনন্তর মাহেশ্বরী ধারায় যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। শুচি নর দেবপুষ্করিণীতে যাইয়া দুর্গতি পায় না, বাজপেয় যজ্ঞের ফলও লাভ করে। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া মাহেশ্বরপদ তীর্থে যাইবে। মাহেশ্বরপদে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে পারা যায়। এই স্থানে তীর্থকোটি অবস্থিত আছে, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়। রাজন্! দুরাত্মা কূর্ম্মরূপী অসুর তীর্থকোটি হরণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাঁহার নিকট হইতে উহাদিগকে আহরণ করিয়া এই স্থানে রাখিয়াছেন। সেই তীর্থকোটিতে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়, আর বিষ্ণুলোকেও গমন করে। ভারত নরশ্রেষ্ঠ! তার পর যেখানে হরি সদা সন্নিহিত, যেখানে হরি বাস করেন, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সকলেই জনার্দ্দনের উপাসনা করেন, শালগ্রাম নামে খ্যাত, অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণু নারায়ণের সেই স্থানে যাইবে। সেখানে ত্রিলোকেশ বরদ অচ্যুত বিষ্ণুকে অভিগমন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে। ধর্ম্মজ্ঞ রাজেন্দ্র! তত্রত্য উদপান সর্ব্বপাপবিমোচন। সেই কূপে চারি সমুদ্র সদা সন্নিহিত। রাজেন্দ্র! তথায় উপস্পর্শ করিলে দুর্গতি পায় না। ৩৩—৪৫। যুধিষ্ঠির! বরদ মহাদেব অব্যয় বিষ্ণুকে অভিগমন করিলে ঋণে মুক্ত হইয়া সোমের ন্যায় বিরাজ করে। শুচি ও প্রযত নর জ্যোতির্ম্ময় তীর্থে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক জলকৃত্য তর্পণাদি সম্পাদন করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। বটেশ্বরপুরে যাইয়া কেশবকে অর্চ্চনা-

ততো বামনং গত্বা সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ।
অভিবাদ্য হরিং দেবং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
ভরতস্যাশ্রমং গত্বা সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ।
কৌশিকীং তত্র সেবেত মহাপাতকনাশিনীম্ ॥ ৫০
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫১
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ চম্পকারণ্যমুত্তমম্ ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
অথ গোবিন্দমাসাদ্য তীর্থং পরমসম্মতম্ ।
উপোষ্য রজনীমেকামগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
তত্র বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ মহাদ্যুতিম্ ।
মিত্রাবরুণয়োর্লোকান্ প্রাপ্নুয়াদ্ভরতর্ষভ ॥ ৫৪
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তত্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
কন্যাসম্বেদ্যমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
মনোঃ প্রজাপতের্লোকানাপ্নোতি ভরতর্ষভ ॥
কন্যায়াং যে প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত ।
তদক্ষয়মিতি প্রাহুঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫৭

নিষ্ঠাবাসং সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫
যে তু দানং প্রযচ্ছন্তি নিষ্ঠায়াঃ সঙ্গমে নরাঃ ।
তে যান্তি নরশার্দ্দূল ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৫৯
তত্রাশ্রমো বসিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ॥
দেবকূটং সমাসাদ্য দেবর্ষিগণসেবিতম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৬১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কৌশিকস্য মুনের্হ্রদম্
যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ বিশ্বামিত্রোঽথ কৌশিকঃ ॥ ৬২
তত্র মাসং বসেদ্ধীরঃ কৌশিক্যাং ভরতর্ষভ ।
অশ্বমেধস্য যৎপুণ্যং তন্মাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৬
সর্ব্বতীর্থবরঞ্চৈব যঃ সেবেত মহাহ্রদম্ ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বিন্দ্যাদ্বহুসুবর্ণকম্ ॥ ৬৪
কুমারমভিগম্যাথ বীরাশ্রমনিবাসিনম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬

পূর্ব্বক উপবাস ঈপ্সিত লোক লাভ হয়, সংশয় নাই। তার পর সর্ব্বপাপপ্রমোচন বামনতীর্থে যাইবে। হৃষীকেশকে অভিবাদন করিলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বপাপ-বিমোচন ভরতের আশ্রমে যাইয়া মহা-পাতকনাশিনী তত্রত্যা কৌশিকী নদীর সেবা করিবে; তাহাতে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তার পর উত্তম চম্পকারণ্যে যাইবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। তার পর পরমসম্মত গোবিন্দ তীর্থে যাইয়া এক রজনী উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ভরত-র্ষভ! তথায় দেবীর সহিত মহাদ্যুতি বিশ্বে-শ্বরকে দেখিলে মিত্রাবরুণের লোক প্রাপ্ত হয়। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নি-ষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করে। ভরতর্ষভ! নিয়ত নিয়তাশন মানব কন্যাসম্বেদ্য তীর্থে যাইয়া মনু প্রজাপতির লোক প্রাপ্ত হয়। ৪৯—৫৬। ভারত! কন্যাসম্বেদ্য তীর্থে অণুমাত্রও দান করিলে উহা অক্ষয় হয়;

সংশিতব্রত ঋষিগণ ইহা বলিয়া থাকেন। ত্রিলোক-বিশ্রুত নিষ্ঠাবাস তীর্থে যাই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণু লোকে গমন করে। নরশার্দ্দূল! নিষ্ঠার সঙ্গম স্থলে যে সকল মানব দান করে তাহারা অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে তথায় বশিষ্ঠের ত্রিলোক-বিশ্রুত আশ্রম আছে সেখানে অভিষেক করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। দেবর্ষিসেবিত দেবকূট তীর্থে যাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে কৌশিক বিশ্বামিত্র ঋষি পরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে কৌশিক মুনির হ্রদে যাইবে; ভরতর্ষভ। ধীর ব্যক্তি সেই কৌশিকীতে একমাস বাস করিবে অশ্বমেধ যজ্ঞের যে পুণ্য, এক মাসেই সেই পুণ্য অধিগত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থবর মহাহ্রদ তীর্থে যায়, সে দুর্গতি পায় না এবং বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। তার পর বীরাশ্রমনিবাসী কুমারকে অভিগমন করিয়া

নন্দিন্যাশ্চ সমাসাদ্য কূপং ত্রিদশসেবিতম্।
নরমেধস্য যৎপুণ্যং তৎপ্রাপ্নোতি কুরূদ্বহ ॥ ৬৬
কালিকাসঙ্গমে স্নাত্বা কৌশিক্যারুণয়োর্যতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো বিদ্বান্ সর্ব্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ৬৭
উর্ব্বশীতীর্থমাসাদ্য তথা সোমাশ্রমং বুধঃ।
কুম্ভকর্ণাশ্রমে স্নাত্বা পূজ্যতে ভুবি মানবঃ ॥ ৬৮
তথা কোকামুখে স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্নোতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ
সকৃন্নদীং সমাসাদ্য কৃতার্থো ভবতি দ্বিজঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭০
ঋষভদ্বীপমাসাদ্য সেব্য ক্রৌঞ্চনিষূদনম্।
সরস্বত্যামুপস্পৃশ্য বিমানস্থো বিরাজতে ॥ ৭১
ঔদ্যানকং মহারাজ তীর্থং মুনিনিষেবিতম্।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭২
ব্রহ্মতীর্থং সমাসাদ্য পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩

ততশ্চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।
দণ্ডার্পণং সমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৭
লাবেটিকাং ততো গচ্ছেৎপুণ্যাং পুণ্য-
নিষেবিতাম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি বিমানস্থশ্চ পূজ্যতে ॥ ৭৫
অথ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য সবিদ্যাং তীর্থমুত্তমম্।
উপস্পৃশ্য নরো বিদ্বান্ ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
রামস্য চ প্রসাদেন তীর্থরাজং কৃতং পুরা।
তল্লৌহিত্যং সমাসাদ্য বিন্দ্যাদ্বহুসুবর্ণকম্ ॥ ৭৭
করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
অশ্বমেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৮
গঙ্গায়াস্তথ রাজেন্দ্র সাগরস্য চ সঙ্গমে।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৯
গঙ্গায়াস্তু পরং দ্বীপং প্রাপ্য যঃ স্নাতি ভারত।
ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্ সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥
ততো বৈতরণীং গত্বা নদীং পাপপ্রমোচনীম্
বিরজং তীর্থমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী ॥ ৮১

অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং শক্রলোকে গমন করে। ৫৭—৬৫। কুরূদ্বহ! নন্দিনী তীর্থে ত্রিদশসেবিত কূপে যাইয়া নরমেধ যজ্ঞের যে ফল সেই ফল প্রাপ্ত হয়। বিদ্বান্ মানব সংযত হইয়া কালিকাসঙ্গম নামে খ্যাত কৌশিকী ও অরুণার সঙ্গমস্থলে স্নানপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। বুদ্ধিমান্ মানব উর্ব্বশীতীর্থে, সোমতীর্থে এবং কুম্ভকর্ণাশ্রমে স্নান করিয়া ভূতলে পূজিত হয়। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কোকামুখ তীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, পুরাতনগণ ইহা দেখিয়াছেন। দ্বিজ সকৃন্নদী তীর্থে যাইয়া কৃতার্থ হয় এবং সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ঋষভদ্বীপে যাইয়া ক্রৌঞ্চনিষূদন কার্ত্তিকেয়ের সেবা করত সরস্বতীর জলে উপস্পর্শ করিলে বিমানস্থ হইয়া বিরাজ করে। মহারাজ! ঔদ্যানক তীর্থ মুনিজন-নিষেবিত। তথায় অভিষেক করিলে সর্ব্বপাপে প্রমুক্ত হয়। নর ব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্য ব্রহ্মতীর্থে যাইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফল পায়, ইহাতে সংশয় নাই। পরে চম্পাতীর্থে যাইয়া ভাগীরথীতে স্নানাদি জলক্রিয়া নির্ব্বাহ করত দণ্ডার্পণ তীর্থে যাইয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। তার পর পুণ্যজননিষেবিত পুণ্য লাবেটিকা তীর্থে যাইবে। সেখানে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাইবে এবং বিমানস্থ হইয়া পূজিত হইবে। ৬৬—৭৬। অনন্তর সন্ধ্যা তীর্থ ও উত্তম সবিদ্যা তীর্থে যাইবে। সেখানে উপস্পর্শ করিলে নর বিদ্বান্ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাকালে রামের প্রসাদে যে তীর্থ তীর্থরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, সেই লৌহিত্য তীর্থে যাইয়া বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। নর করতোয়ায় যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায় এবং শক্রলোকে গমন করে। রাজেন্দ্র! তার পর গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে গমনে অশ্বমেধ অপেক্ষাও দশগুণ অধিক ফল; ইহা মনীষিগণ বলেন। ভারত! গঙ্গার পরবর্ত্তী দ্বীপে যাইয়া যে স্নান করে,

প্রভাবে চ কুলং গত্বা সর্ব্বপাপং ব্যপোহতি।
গোসহস্রফলং লব্ধা পুনাতি স্বকুলং নরঃ ॥ ৮২
শোণস্য জ্যোতিরথ্যাশ্চ সঙ্গমে নিবসন্ শুচিঃ
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
শোণস্য নর্ম্মদায়াশ্চ প্রভবে কুরুপুঙ্গব।
বংশগুল্মমুপস্পৃশ্য বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৮৪
ঋষভং তীর্থমাসাদ্য কোশলায়াং নরাধিপ।
বাজিমেধমবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
কোশলায়াং সমাসাদ্য কালতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
ঋষভৈকাদশগুণং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬
পুষ্পবত্যামুপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮৭
ততো বদরিকাতীর্থে স্নাত্বা প্রযতমানসঃ।
দীর্ঘায়ুষমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮৮

ও ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। তার পর সর্ব্বপাপপ্রমোচনী বৈতরণী নদীতে যাইয়া বিরজ তীর্থে যাইবে। তাহাতে শশিবৎ বিরাজিত হয়। প্রভাবে কুলতীর্থে যাইয়া সর্ব্বপাপবিহীন হয়। নর তথায় গোসহস্রের ফল লাভ করত স্বকুল পবিত্র করিতে পারে। শুচি হইয়া শোণ এবং জ্যোতিরথ্যার সঙ্গমস্থলে নিবাস করত [illegible]-দেবগণের তর্পণ করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। কুরুপুঙ্গব! শোণ এবং নর্ম্মদার প্রভব স্থলে বংশগুল্ম-তীর্থে যাইয়া উপস্পর্শপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিবে। নরাধিপ! কোশলায় যাইয়া ঋষভ তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কোশলায় কাল-তীর্থে উপস্পর্শ করিলে ঋষভ তীর্থের একাদশগুণ ফল লাভ হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ৭৭—৮৬। নর ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক পুষ্পবতী তীর্থে উপস্পর্শ করিলে গোসহস্রের ফল লাভ করে এবং কুল উদ্ধার করিতে পারে। তার পর প্রযতমানস হইয়া বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় এবং স্বর্গলোকেও গমন করিতে পারে।

ততো মহেন্দ্রমাসাদ্য জামদগ্ন্যনিষেবিতম্।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥
মতঙ্গস্য তু কেদারং তত্রৈব ভরতর্ষভ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ
শ্রীপর্ব্বতং সমাসাদ্য নদীতীরমুপস্পৃশেৎ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯১
শ্রীপর্ব্বতে মহাদেব দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈর্বৃতঃ ॥৯২
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৩
ঋষভং পর্ব্বতং গত্বা ভাণ্ডেষু সুরপূজিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥৯৪
ততো গচ্ছেত কাবেরীং বৃতামপ্সরসাং গণৈঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন গোসহস্রফলং লভেৎ
তত্র তীর্থে সমুদ্রস্য কন্যাতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

তার পর জামদগ্ন্য-নিষেবিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া নর রামতীর্থে স্নানপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ভরতর্ষভ! সেখানেই মতঙ্গ মুনির কেদারতীর্থ আছে; রাজন! সেখানে স্নান করিয়া নর গোসহস্রের ফল লাভ করে। শ্রীপর্ব্বতে নদীতীরে যাইয়া উপস্পর্শ করিবে, তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইবে এবং পরমা সিদ্ধি লাভ করিবে। শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতি মহাদেব দেবীর সহিত পরম-প্রীত চিত্তে বাস করেন। আর ত্রিদশগণে সমাবৃত হইয়া ব্রহ্মাও তথায় অবস্থান করেন। তথায় শুচি ও প্রযতমানস হইয়া দেবহ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুরপূজিত ঋষভ পর্ব্বতে ভাণ্ড তীর্থে যাইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং নাকপৃষ্ঠে মুদিত হইতে পারে। তার পর অপ্সরোগণে সমাবৃত কাবেরী তীর্থে যাইবে! রাজন্! তথায় স্নান করিয়া নর গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। তথায় সমুদ্রের তীর্থে—কন্যাতীর্থে উপস্পর্শ করিবে। রাজেন্দ্র! সেখানে উপস্পর্শ

অথ গোকর্ণমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্‌।
সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্‌ ॥ ৯৭
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ভূতযক্ষাঃ পিশাচাশ্চ কিন্নরাঃ সমহোরগাঃ ॥৯৮
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বা মানুষাঃ পন্নগাস্তথা।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা উপাসত উমাপতিম্‌ ॥৯৯
তত্রেশানং সমভ্যর্চ্চ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ
দশাশ্বমেধানাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥১০০
উপোষ্য দ্বাদশং রাত্রং কৃতার্থো জায়তে নরঃ
তস্মিন্নেব তু গায়ত্র্যাঃ স্থানং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতম্‌ ॥ ১০১
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ।
নিদর্শনঞ্চ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণানাং নরাধিপঃ ॥১০২
গায়ত্রীং পঠতে যস্তু যোনিসঙ্করজো দ্বিজঃ।
গাথা বা গীতিকা বাণী তস্য সম্পদ্যতে নৃপ ॥
অব্রাহ্মণস্য পঠতঃ সাবিত্রী তূপনশ্যতি ॥ ১০৪
সংবর্ত্তস্য তু বিপ্রর্ষের্বাপীমাসাদ্য দুর্লভাম্‌।
রূপস্য ভাগী ভবতি সুভগশ্চাভিজায়তে ॥১০৫
ততো বেণাং সমাসাদ্য তর্প্য যৎ পিতৃদেবতাঃ
ময়ূরহংসসংযুক্তং বিমানং লভতে নরঃ ॥ ১০৬
ততো গোদাবরীং প্রাপ্য নিত্যসিদ্ধ-
নিষেবিতাম্‌।
গবাময়মবাপ্নোতি বায়ুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১০৭
বেণায়াঃ সঙ্গমে স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥
ব্রহ্মস্থূণাং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ স্বর্গলোকে কচ্ছতি ॥ ১০৯
কুঞ্জাবনং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ
ততো দেবহ্রদে স্নাত্বা কৃষ্ণবর্ণজলোদ্ভবে।
জ্যোতির্ম্মাত্রহ্রদে চৈব তথা কন্যাশ্রমে নৃপ ॥
যত্র ক্রতুশতৈরিষ্ট্বা দেবরাজো দিবং গতঃ।
অগ্নিষ্টোমশতং বিন্দ্যাদ্গমনাদেব ভত তু ॥১১২
সর্ব্বদেবহ্রদে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।

করিলে নর সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। ৮৭—৯৬। রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন মুনিগণ, ভূতগণ, যক্ষগণ, পিশাচগণ, কিন্নরগণ, মহোরগগণ, সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বগণ, পন্নগগণ, মানুষগণ এবং সরিৎ সাগর শৈলাদি সকলে উমাপতিকে উপাসনা করেন, সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, ত্রিলোকবিখ্যাত সেই গোকর্ণ তীর্থে যাইবে। সেখানে নর ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক ঈশানকে অর্চ্চনা করিলে দশটী অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়, এবং গাণপত্য লাভ করে। নর দ্বাদশরাত্র উপবাস করিলে কৃতার্থ হইয়া থাকে। সেখানেই গায়ত্রীর ত্রিলোকবিখ্যাত স্থান আছে; তথায় ত্রিরাত্র বাস করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। নরাধিপ! সেখানে ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন আছে; যদি কোন যোনিসঙ্করজ দ্বিজও তথায় গায়ত্রী পাঠ করে, নৃপ! তবে তাহার গাথা বা গীতিকারূপ ছন্দোময়ী বাণী প্রবর্ত্তিত হয়। অব্রাহ্মণ ব্যক্তি গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার সাবিত্রী বিনষ্ট হয়। বিপ্রর্ষি সম্বর্ত্তের দুর্লভা বাপীতে যাইয়া মানব রূপবান্‌ ও সুভগ হয়। তার পর বেণা তীর্থে যাইয়া পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণ করিবে। নর এরূপ করিলে হংস-ময়ূরসংযুক্ত বিমান লাভ করিতে পারে। তার পর নিত্য সিদ্ধনিষেবিতা গোদাবরী তীর্থে যাইবে। সেখানে গোমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং বায়ুলোকে গমন করে। বেণার সঙ্গমে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৯৭—১০৮। নর ব্রহ্মস্থূণা তীর্থে যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে গোসহস্রের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকেও গমন করে। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত ভাবে কুঞ্জাবন তীর্থে যাইয়া ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক স্নান করিলে গোসহস্রের ফল লাভ হয়। নৃপ! তার পর যে স্থানে দেবরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন সেই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ-জলময় দেবহ্রদে, জ্যোতির্ম্মাত্র হ্রদে এবং কন্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্নান করিবে। সেখানে গমনমাত্রই শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ

জাতিমাত্রহ্রদে স্নাত্বা ভবেজ্জাতিস্মরো নরঃ ॥
ততো বাপীং মহাপুণ্যাং পয়োষ্ণীং সরিতাং বরাম্।
পিতৃদেবার্চ্চনরতো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
দণ্ডকারণ্যমাসাদ্য মহারাজ উপস্পৃশেৎ ॥১১৫
শরভঙ্গাশ্রমং গত্বা শুকস্য চ মহাত্মনঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুনাতি স্বকুলং নরঃ ১১৬
ততঃ শূর্পোদকং গচ্ছেজ্জমদগ্নিনিষেবিতম্।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিন্দ্যাদ্বহুসুবর্ণকম্ ॥১১৭
সপ্তগোদাবরীং স্নাত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মহাপুণ্যমবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১৮
ততো দেবপথং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
দেবসত্রস্য যৎপুণ্যং তদবাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১১৯
তুঙ্গকারণ্যমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বেদানধ্যাপয়ত্তত্র মুনীন্ সারস্বতঃ পুরা ॥ ১২০
তত্র বেদান্ প্রনষ্টাংস্তু মুনেরঙ্গিরসঃ সুতঃ।
উপবিষ্টো মহর্ষীণামুত্তরীয়েষু ভারত ॥ ১২১
ওঙ্কারেণ যথান্যায়ং সম্যগুচ্চারিতেন হ।
যেন যৎপূর্ব্বমভ্যস্তং তস্য তৎ সমুপস্থিতম্ ॥
ঋষয়স্তত্র দেবাশ্চ বরুণোঽগ্নিঃ প্রজাপতিঃ।
হরির্নারায়ণো দেবো মহাদেবস্তথৈব চ ॥ ১২৩
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈঃ সহ মহাদ্যুতিঃ।
ভৃগুং নিয়োজয়ামাস যাজনার্থে মহাদ্যুতিম্ ॥
ততঃ স চক্রে ভগবানৃষীণাং বিধিবত্তদা।
সর্ব্বেষাং পুনরাধানং বেদদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১২৫
আজ্যভাগেন বৈ তত্র তর্পিতাস্তু যথাবিধি।
দেবাস্ত্রিভুবনং যাতা ঋষয়শ্চ যথাসুখম্ ॥ ১২৬
তদরণ্যং প্রবিষ্টস্য তুঙ্গকং রাজসত্তম।
পাপং বিনশ্যতে সদ্যঃ স্ত্রিয়ো বৈ পুরুষস্য বা ॥
তত্র মাসং বসেদ্ধীরো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্রাজন পুনীতে চ কুলং পুনঃ

করিবে। সর্ব্বদেব হ্রদে স্নান করিয়া গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। জাতিমাত্র হ্রদে স্নান করিয়া নর জাতিস্মর হয়। তার পর মহাপুণ্যা বাপী এবং সরিদ্বরা পয়োষ্ণীতে যাইয়া পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইলে গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। মহারাজ! দণ্ডকারণ্যে যাইয়া উপস্পর্শ করিবে। নর শরভঙ্গাশ্রমে ও মহাত্মা শুকের আশ্রমে যাইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং নিজ কুল পবিত্র করিতে পারে। তার পর জমদগ্নি-নিষেবিত শূর্পোদক তীর্থে যাইবে। নর রামতীর্থে স্নান করিয়া বহু সুবর্ণ লাভ করিতে পারে। নিয়ত ও নিয়তাশন নর সপ্তগোদাবর তীর্থে যাইয়া স্নান করিয়া মহাপুণ্য প্রাপ্ত হয় এবং দেবলোকেও গমন করে। ১০৯—১১৮। তার পর নিয়ত ও নিয়তাশন মানব দেবপথ তীর্থে যাইবে। সেখানে দেবসত্রের যে পুণ্য, সেই পুণ্যই প্রাপ্ত হয়। পরে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় মানব তুঙ্গকারণ্য তীর্থে যাইবে। পুরাকালে অঙ্গিরার সুত সারস্বত মুনি ঐ স্থানে মুনিগণকে বেদ অধ্যাপনা করাইতেন। একদা তিনি অধ্যয়ন করাইতেছেন এমন সময়ে বেদ সকল ঋষিদিগের উত্তরীয়সমুদায়ে যাইয়া লুক্কায়িত হইল। তখন তিনি যথাবিধি সম্যক্ উচ্চারণ সহকারে ওঙ্কার যোগ করিয়া দিলেন, তাহাতে যে যাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিল সকলই পুনরায় উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে ঋষিগণ, দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, দেব নারায়ণ হরি, মহাদেব এবং ভগবান্ মহাদ্যুতি পিতামহ ব্রহ্মা, ইঁহারা সকলে যাজন করিবার জন্য মহাদ্যুতি ভৃগুকে নিয়োজিত করিলেন। তার পর তখন সেই ভগবান্ ভৃগু ঋষি বেদদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন,—সকলেরই তেজ আধান করিলেন। আজ্যভাগ দ্বারা যথাবিধি তর্পিত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণ যথাসুখে ত্রিভুবনে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। রাজসত্তম! সেই তুঙ্গকারণ্যে প্রবিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই পাপ সকল সদ্য বিনষ্ট হয়। রাজন্! ধীর মানব নিয়ত ও নিয়তাশন হইয়া সেখানে এক মাস বাস করিলে ব্রহ্মলোকে গমন

মেধাবনং সমাসাদ্য পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি॥
তত্র কালঞ্জরং গত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।
আত্মানং সাধয়েত্তত্র গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ।
স্বর্গলোকে মহীয়েত নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
ততো গিরিবরশ্রেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে।
মন্দাকিনীং সমাসাদ্য নদীং পাপপ্রমোচনীম্॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বাণঃ পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ॥
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভর্তৃস্থানমনুত্তমম্।
যত্র দেবো মহাসেনো নিত্যং সন্নিহিতো নৃপ
পুমাংস্তত্র নরশ্রেষ্ঠ গমনাদেব সিধ্যতি।
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ॥
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য শিবস্থানং ব্রজেন্নরঃ।
অভিগম্য মহাদেবং বিরাজতি যথা শশী॥১৩৫
তত্র কূপো মহারাজ বিশ্রুতো ভরতর্ষভ।
সমুদ্রা যত্র চত্বারো নিবসন্তি যুধিষ্ঠির॥১৩৬
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নিয়তাত্মা নরঃ পূতো গচ্ছেত পরমাং গতিম্॥
ততো গচ্ছেৎ কুরুশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ।
যত্র তীর্ণো মহাপ্রাজ্ঞো রামো দাশরথিঃ পুরা॥
গঙ্গায়ান্তু নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিধূতপাপ্মা ভবতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি॥১৩৯
ততো মুঞ্জবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য ধীমতঃ।
অভিগম্য মহাদেবমভ্যর্চ্চ্য চ নরাধিপ॥১৪০
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়াগমৃষিসংস্তুতম্॥
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
লোকপালাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিয়তাঃ পিতরস্তথা॥
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাঃ শুক্রধরাস্তথা॥
সরিতঃ সাগরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।

করে এবং নিজ কুল পবিত্র করে। ১১৯—১২৮। মেধাবনে যাইয়া পিতৃ-দেবগণের তর্পণ করিবে; তাহাতে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং স্মৃতি ও মেধা লাভ করে। তথায় কালঞ্জরে গমনপূর্ব্বক গোসহস্রের ফল লাভ করিবে। নৃপ! সেই কালঞ্জর গিরিতে প্রাণত্যাগ করিলে নর স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। বিশাম্পতে! তার পর গিরিবর-শ্রেষ্ঠ চিত্রকূটে পাপপ্রমোচনী মন্দাকিনী নদীতে গমনপূর্ব্বক অভিষেক করিয়া পিতৃ-দেবার্চ্চনে রত হইবে। তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। নৃপ! তার পর যেখানে কার্ত্তি-কেয় নিত্য সন্নিহিত, সেই অনুত্তম ভর্তৃস্থান তীর্থে যাইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! পুরুষ সেখানে গমনমাত্রই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নর কোটিতীর্থে উপস্পর্শ করিয়া গোসহস্রের ফল লাভ করে। নর প্রদক্ষিণ ক্রমে শিবস্থানে যাইবে। তথায় মহাদেবকে অভিগমন করিয়া শশিবৎ বিরাজিত হয়। হে ভরতর্ষভ মহারাজ যুধিষ্ঠির! সেখানে বিখ্যাত একটী কূপ আছে, ঐ কূপে চারি সমুদ্র একত্রিত হইয়া বাস করে। রাজেন্দ্র! নিয়তাত্মা নর সেখানে উপস্পর্শপূর্ব্বক প্রদ-ক্ষিণ করিলে পূত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। কুরুশ্রেষ্ঠ! তার পর পুরাকালে দাশরথি রাম যেখানে পার হইয়াছিলেন, সেই মহৎ শৃঙ্গবের পুরে গমন করিবে; নর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেখানে যাইয়া স্নান করিলে বিধূতপাপ হয় এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। ১২৯—১৩৯। তার পর ধীমান্ মহাদেবের স্থান মুঞ্জবট তীর্থে যাইবে। নরাধিপ! সেখানে মহাদেবকে অভিগমনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র! তার পর যেখানে ব্রহ্মাদি দেব-গণ, দিক্ সকল, দিগীশ্বরগণ, লোকপালগণ, সিদ্ধগণ, তপোনিরত মুনিগণ, পিতৃগণ, সনৎ-কুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধগণ, সরিৎ সকল, সাগরসমূহ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ এবং প্রজাপতি-পুত্র-

কম্বিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ ॥ ১৪৫
তত্র ত্রীণ্যপি কুণ্ডানি তয়োর্মধ্যেন জাহ্নবী।
প্রয়াগাৎ সমতিক্রান্তা সর্ব্বতীর্থপুরস্কৃতা ॥ ১৪৬
তপনস্য সুতা তত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
যমুনা গঙ্গয়া সার্দ্ধং সঙ্গতা লোকভাবিনী ॥ ১৪৭
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্।
প্রয়াগং জঘনস্যান্তমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ ॥ ১৪৮
প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরাবুভৌ।
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদী প্রোক্তা
প্রজাপতেঃ ॥ ১৪৯
তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মূর্ত্তিমন্তো যুধিষ্ঠির।
প্রজাপতিমুপাসন্ত ঋষয়শ্চ মহানঘাঃ ॥ ১৫০
যজন্তে ক্রতুভির্দেবাংস্তথা চক্রধরং নৃপ ॥ ১৫১
ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত।
প্রয়াগং সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ প্রভাবেণাধিকং প্রভো
শ্রবণাত্তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫২
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে সংশিতব্রতঃ
পুণ্যং সুমহদাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ১৫৩
এষা যজনভূমির্হি দেবানামপি তৎকথা।
দত্তং তত্র স্বল্পমপি মহদ্ভবতি ভারত ॥ ১৫৬
ন দেববচনাত্তাত ন লোকবচনাদপি।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগমরণং প্রতি ॥ ১৫৭
দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথাপরাঃ।
তেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব কীর্ত্তিতং কুরুনন্দন ॥ ১৫৮
চাতুর্বেদ্যে চ যৎপুণ্যং সত্যবাদিষু চৈব যৎ।
স্নাত এব তদাপ্নোতি গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৫৯
ততো ভোগবতী নাম বাসুকেস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সোহশ্বমেধমবাপ্নুয়াৎ
তত্র হংসপ্রপতনং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
দশাশ্বমেধিকঞ্চৈব গঙ্গায়াং কুরুনন্দন ॥ ১৬১
কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।

স্ব ... বন ... বা ... ঋষিস ... প্রয়াগ তীর্থে যাইবে। সেখানে তিনটী কুণ্ড আছে। সর্ব্বতীর্থপুরস্কৃতা জাহ্নবী ঐ তিনটী কুণ্ডের মধ্যভাগ দিয়া প্রয়াগ হইতে প্রবাহিতা হইয়াছেন। সেখানে তিন লোকে বিশ্রুতা লোকভাবিনী তপনসুতা যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগ পৃথিবীর জঘন বলিয়া স্মৃত হয়। প্রয়াগ—জঘনের অন্তভাগ উপস্থ, ইহা ঋষিগণ জানেন। প্রয়াগ, সুপ্রতিষ্ঠান, কম্বল ও অশ্বতর এই দুইটী তীর্থ এবং ভোগবতী ইহারা প্রজাপতির বেদী বলিয়া প্রোক্ত। যুধিষ্ঠির। সেখানে অনঘ ঋষিগণ এবং মূর্ত্তিমন্ত বেদ ও যজ্ঞ সকল প্রজাপতিকে উপাসনা করেন। ১৪৫—১৫০। হে নৃপ। তাহারা ক্রতু সকল দ্বারা দেবগণকে ও চক্রধর বিষ্ণুকে যজন করিয়া থাকেন। প্রভো! প্রয়াগ তীর্থ প্রভাব দ্বারা সর্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা অধিক। ভারত! বস্তুত তিন লোকে তদপেক্ষা পুণ্যতম আর কোন তীর্থই নাই। সেই তীর্থের শ্রবণ বা নাম-সঙ্কীর্ত্তন কিম্বা মৃত্তিকালম্ভন দ্বারা ও সর্ব্ব পাপে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সংশিতব্রত হইয়া সেই সঙ্গমস্থলে অভিষেক করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের সুমহৎ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থই দেবতাদিগের যজনভূমি, প্রয়াগ সম্বন্ধে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। ভারত। সেখানে স্বল্প মাত্র দত্ত হইলেও মহৎ হয়। তাত। না দেবতাদিগের বচনে, না লোকবচনে, কিছুতেই যেন প্রয়াগমরণ বিষয়ে তোমার মতি উৎক্রান্ত না হয়। হে কুরুনন্দন। ষষ্টিকোটি দশসহস্র তীর্থের সেই স্থানেই সান্নিধ্য কীর্ত্তিত হয়। চতুর্ব্বেদে পারদর্শী ব্যক্তির যে পুণ্য, এবং সত্যবাদী জনগণের যে পুণ্য, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নাত হওয়া মাত্রই সেই ফল পায়। তার পর ভোগবতী নামে বাসুকির উত্তম তীর্থ আছে; সেখানে যে অভিষেক করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৫১—১৬০। কুরুনন্দন। তথায় গঙ্গায় অবস্থিত হংসপ্রপতন তীর্থ ও দশাশ্বমেধিক তীর্থ ত্রৈলোক্যবিশ্রুত। যেখানে সেখানেই অবগাহিতা হউক, গঙ্গা

বিশেষো বৈ কনখলে প্রয়াগং পরমং মহৎ ॥
যদ্যকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাবসেচনম্।
সর্ব্বং তত্তস্য গঙ্গাপো দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥১৬৩
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাপস্তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ১৬৪
সর্ব্বং কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা ॥
পুষ্করে তু তপস্তপ্যেদ্দানং দদ্যান্মহালয়ে।
মলয়ে ত্বগ্নিমারোহেদ্‌ভৃগুতুঙ্গে ত্বনাশনম্ ॥১৬৬
পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাপো মধ্যমেষু চ।
সদ্যস্তারয়তে জন্তুঃ সপ্তসপ্তাবরাংস্তথা ॥ ১৬৭
পুনাতি কীর্ত্তিতা পাপং দৃষ্টা শ্রেয়ঃ প্রযচ্ছতি।
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুনাতি সপ্তমং কুলম্ ॥১৬৮
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গায়াঃ স্পৃশতে জলম্।
তাবৎ স পুরুষো রাজন স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
তথা পুণ্যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
উপাস্য পুণ্যং লব্ধা চ ভবতে পরলোকভাক্ ॥
ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহ পিতামহঃ ॥
যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তত্তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ॥১৭২
ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধুনাং মানসেষু চ।
মুক্তিশ্চৈব জপেৎ কর্ণে শিষ্টস্যানুগতস্য চ ॥১৭৩
ইদং ধর্ম্ম্যমিদং মেধ্য মিদং স্বর্গ্যমিদং সুখম্।
ইদং পুণ্যতমং রম্যং পাবনং ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥ ১৭৪
মহাশিষমিদং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
অধীত্য দ্বিজমধ্যে চ নির্ম্মলত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৫
শ্রীমৎ স্বর্গ্যং মহাপুণ্যং সপত্নশমনং শিবম্।
মেধাজননমগ্র্যং বৈ তীর্থবংশানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১৭৬
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
মহীং বিজয়তে রাজা বৈশ্যো ধনমবাপ্নুয়াৎ ॥

সর্ব্বত্রই কুরুক্ষেত্র-সমা; কনখলে সাধারণ স্থান অপেক্ষা বিশেষ আছে; আর প্রয়াগ পরম মহৎ। যদি শত অকার্য্য করিয়া ও গঙ্গায় অবগাহন করে, তবে অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ গঙ্গাজল তাহার সমস্ত পাপই দগ্ধ করে। বস্তুত অনল যেমন তুলারাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ গঙ্গাজল তাহার সমস্ত পাপই দগ্ধ করিয়া থাকে। সত্যযুগে সকল তীর্থই পুণ্য (বিশিষ্ট পুণ্যদায়ক), ত্রেতাযুগে পুষ্কর পুণ্য, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্য আর কলিযুগে গঙ্গাতীর্থ পুণ্য বলিয়া স্মৃত হয়। পুষ্করে তপস্যা করিবে, মহালয়ে দান করিবে, মলয়ে অগ্নিপ্রবেশ করিবে, আর ভৃগুতুঙ্গে অনশন ব্রত করিবে। গঙ্গা-জল পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে ও মধ্যম তীর্থে বিশেষ প্রশস্ত; জন্তু ঐ তিন স্থানের মাহাত্ম্যে সদ্য ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও নিম্নতন সপ্তপুরুষকে ত্রাণ করে। গঙ্গা কীর্ত্তিতা হইলে পাপ মানবকেও পবিত্র করে, দৃষ্টা হইলে শ্রেয়ঃ প্রদান করে; আর অবগাহিতা ও পীতা হইলে আসপ্তম কুল পবিত্র করে। রাজন্! মনুষ্যের অস্থি যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গঙ্গার জল স্পর্শ করে, সেই পুরুষ তাবৎকাল স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পিতামহ এইরূপ বলিয়া থাকেন, যথা,—পুণ্য তীর্থ ও পুণ্য আয়তন সকলের উপাসনা করত পুণ্য লাভ করিয়া পরলোকভাক্ হয়। গঙ্গা সদৃশ তীর্থ নাই, কেশবের পর আর দেবতা নাই; ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। ১৬৯-১৭১। মহারাজ। গঙ্গা যেখানে আছেন, তাহাই দেশ, তাহাই তপোবন। গঙ্গাতীর-সমাশ্রিত ক্ষেত্রই সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বিজ্ঞেয়। এই সত্য বিষয় দ্বিজাতিদিগের ও সাধুদিগের মানসে বিরাজিত, ইহাই মুক্তিপ্রদ; শিষ্ট ও অনুগত জনের কর্ণে ইহা জপ করিবে। ইহাই ধর্ম্ম্য ইহাই মেধ্য, ইহাই স্বর্গ্য, ইহাই সুখ (সুখজনক কর্ম্ম); ইহাই পুণ্যতম, রম্য, পাবন, উত্তম ধর্ম্ম। সর্ব্বপাপপ্রমোচন মহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ গুহ্য এই তীর্থমাহাত্ম্য দ্বিজাতিগণমধ্যে পাঠ করিলে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থবংশানুকীর্ত্তন শ্রীপ্রদ, স্বর্গ্য, মহাপুণ্য, শত্রুশমন, শিব, মেধাজনক এবং অগ্র্য (প্রধান হিতকর)। ইহা পাঠ করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, অধন জন

শূদ্রো বাধেপ্সিতান কামান ব্রাহ্মণঃ পারগঃ পঠন্। ১৭৮
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থপুণ্যং সদা শুচি।
জাতীঃ সংস্মরতে বহ্বীর্নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে॥
গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্ত্তিতান্যগমান্যপি।
মনসাপ্যভিগচ্ছেত্ত সর্বতীর্থসমীপ্সয়া॥ ১৮০
এত নি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ।
ঋষিভির্দেবকল্পৈশ্চ শ্রিতানি সুকৃতৈষিভিঃ॥
এবং ত্বমপি কৌরব্য বিধিনানেন সুব্রত।
ব্রজ তীর্থানি নিয়তঃ পুণ্যং পুণ্যেন বর্দ্ধতে॥
ভাবিতৈঃ কারণৈঃ পূর্ব্বমাস্তিক্যাচ্ছ্রুতিদর্শনাৎ
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শিষ্টানুদর্শিভিঃ।
নাব্রতো নাকৃতাত্মা চ নাশুচির্ন চ তস্করঃ।
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ॥১৮৪
ত্বয়া তু সম্যগ্‌বৃত্তেনানিত্যং ধর্মার্থদর্শিনা।
পিতরস্তর্পিতাস্তাত সর্ব্বে চ প্রপিতামহাঃ।
পিতামহপুরোগাশ্চ দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা॥১৮৫
তব ধর্ম্মেণ ধর্মজ্ঞ নিত্যমেবাভিতোষিতাঃ।
দিলীপ কীর্ত্তিং মহতীং প্রাপ্স্যসে ভুবি শাশ্বতীং

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বাভ্যনুজ্ঞাপ্য বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১৮৭
দিলীপঃ কুরুশার্দ্দূল শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শনাৎ।
বসিষ্ঠবচনাচ্চৈব পৃথিবীমনুচক্রমে॥ ১৮৮
এবমেষা মহাভাগ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতা।
তীর্থযাত্রা মহাপুণ্যা সর্বপাপপ্রমোচনী॥ ১৮৯
অনেন বিধিনা যস্তু পৃথিবীং পর্য্যটিষ্যতি।
অশ্বমেধশতং সাগ্র্যং ফলং প্রেত্যোপভোক্ষ্যতে
ততশ্চাষ্টগুণং পার্থ প্রাপ্স্যসে ধর্ম্মমুত্তমম্।
দিলীপঃ পার্থ নৃপতির্যথা পূর্ব্বমবাপ্তবান্॥ ১৯১
নেতা চ ত্বমৃষীন্ যস্মাত্তস্মাত্তেঽষ্টগুণং ফলম্॥
রক্ষোগণবিকীর্ণানি তীর্থান্যেতানি ভারত।

ধন লাভ করে। বাজা মহী-বিজয়ে সক্ষম হন, বৈশ্য ধন প্রাপ্ত হয়, শূদ্র ঈপ্সিত কাম সকল লাভ করে, আর ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্র পারগ হয়। তীর্থ সকলের পুণ্য মাহাত্ম্য যে শুচি হইয়া পাঠ করে, সে অতীত বহু জাতি স্মরণ করিতে পারে এবং নাক-পৃষ্ঠে মুদিত হয়। গম্য অগম্য সকল তীর্থই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে যে তীর্থে যাইতে না পারিবে, সর্বতীর্থগমনের ফল কামনায়, সে সকল তীর্থে মনে মনেও যাইবে। সুকৃতৈষী বসুসমূহ, সাধ্য সকল, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং দেবকল্প ঋষিগণ এই সমস্ত তীর্থ আশ্রয় করিয়া আছেন। ১৭২—১৮১। সুব্রত কৌরব্য! এইরূপ তুমিও নিয়ত হইয়া এই মৎকথিত বিধান অনুসারে তীর্থ সকলে গমন কর। দেখ, পুণ্য দ্বারাই পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। সাধু ও শিষ্টানুদর্শী মানবগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কারণনিচয়, আস্তিক্য ও শ্রুতিদর্শনের ফলে এই সকল তীর্থ প্রাপ্ত হন। কৌরব্য! সংযমহীন, পাপাত্মা, অশুচি, তস্কর এবং বক্র-মতি মানব তীর্থস্নান করে না। যথোক্তাচার-সম্পন্ন ও নিত্য ধর্মদর্শী তোমাকর্ত্তৃক সমস্ত পিতৃগণ, পিতামহগণ, প্রপিতামহগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ তর্পিত হইয়াছেন। হে ধর্মজ্ঞ দিলীপ! তুমি ধর্ম্ম দ্বারা নিত্য সন্তুষ্ট চিত্তে ভূতলে শাশ্বতী মহতী কীর্ত্তি পাইবে। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি এই-রূপ বলিয়া প্রীত দিলীপের অভ্যনুজ্ঞা লইয়া প্রীত মনে সেই স্থলেই অন্তর্ধান করিলেন। কুরুশার্দ্দূল! দিলীপ শাস্ত্রতত্ত্বার্থ দর্শনে এবং বসিষ্ঠের বাক্যে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া-ছিলেন। হে মহাভাগ! প্রতিষ্ঠানে প্রতি-ষ্ঠিত মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী তীর্থযাত্রা এইরূপ। যে জন এই বিধান অনুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে, সে মরণান্তে সমগ্র শত অশ্বমেধের ফল ভোগ করিবে। পার্থ! দিলীপনৃপতি যেমন পূর্ব্বকালে ফল পাইয়া-ছিলেন, তুমিও তদ্রূপ তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ফল পাইবে। যেহেতু তুমি ঋষিগণকে লইয়া যাইবে, সেই জন্যই তোমার অষ্টগুণ অধিক ফল। ১৮২—১৯২। ভারত! এই সকল

ন গাম্পবিদ্যতেঽন্যস্ত ত্বামৃতে কুরুনন্দন ॥১৯৬
ইদং দেবর্ষিচরিতং সর্ব্বতীর্থানুসংশ্রিতম্।
যঃ পঠেৎ কল্য উত্থায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ঋষিমুখ্যাঃ সদা যত্র বাল্মীকিস্ত্বথ কশ্যপঃ।
আত্রেয়স্ত্বথ কৌণ্ডিন্যো বিশ্বামিত্রোঽথ গোতমঃ
অসিতো দেবলশ্চৈব মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজঃ সশিষ্যশ্চ মুনিরুদ্দালকস্তথা ॥ ১৯৬
শৌনকঃ সহ পুত্রেণ ব্যাসশ্চ তপতাং বরঃ।
দুর্ব্বাসাশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চ মহাতপাঃ ॥
এতে ঋষিবরাঃ সর্ব্বে ত্বৎপ্রতীক্ষ্যাস্তপোধনাঃ
এভিঃ সহ মহাভাগ তীর্থান্যেতান্যনুব্রজ ॥১৯৮
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্ত্তিং যথা রাজা মহাভিষঃ
যথা যযাতির্ধর্ম্মাত্মা যথা রাজা পুরূরবাঃ।
তথা ত্বং কুরুশার্দ্দূল স্বেন ধর্ম্মেণ শোভসে ॥
যথা ভগীরথো রাজা যথা রামশ্চ বিশ্রুতঃ।
যথা বৈ বৃত্রহা সর্ব্বান্ সপত্নানদহৎ পুরা ॥ ২০১
ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস দেবরাড়্বিগতজ্বরঃ।
তথা শত্রুক্ষয়ং কৃত্বা ত্বং প্রজাঃ পালয়িষ্যসি ॥
স্বধর্ম্মেণার্জ্জিতামুর্ব্বীং প্রাপ্য রাজীবলোচন।
খ্যাতিং যাস্যসি বীর্য্যেণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো যথা

সূত উবাচ।

এবমাভাষ্য রাজানং নারদো ভগবানৃষিঃ।
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২০৪
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ঋষিভিঃ সহ সুব্রতঃ।
জগামাখিলতীর্থানি সাদরঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২০৫
ময়োক্তানুষয়ঃ সর্ব্বে তীর্থযাত্রাশ্রয়াং কথাম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥২০৬
ময়োক্তমখিলং তত্ত্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ।
ঋষীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনাং নাবক্তব্যং মমাস্তি বৈ

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে নানাবিধতীর্থকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

তীর্থ যুগোগণে বিকীর্ণ ; হে কুরুনন্দন ! তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও তথায় যাইবার ক্ষমতা নাই। দেব-ঋষি-চরিত-সর্ব্বতীর্থানুসংশ্রিত এই তীর্থমাহাত্ম্য যে ব্যক্তি কল্য (প্রত্যূষ) কালে উঠিয়া পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। এখানে তোমার নিকট মুখ্য ঋষিগণ সদা বিরাজিত আছেন ; বাল্মীকি, কাশ্যপ, আত্রেয়, কৌণ্ডিন্য, বিশ্বামিত্র, গোতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, শিষ্যগণ সহ ভরদ্বাজ, উদ্দালক মুনি, পুত্রের সহিত শৌনক, তপস্বিবর ব্যাস, মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, মহাতপা জাবালি, এই তপোধন ঋষিগণ সকলেই তোমার প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান। হে মহাভাগ ! তুমি ইঁহাদের সহিত এই সকল তীর্থে যাত্রা কর ; তাহা হইলে তুমি মহাভিষ রাজার ন্যায় মহতী কীর্ত্তি পাইবে। কুরুশার্দ্দূল ! যেমন রাজা যযাতি, যেমন রাজা পুরূরবা, তদ্রূপ তুমিও স্বীয় ধর্ম্মে শোভিত হইবে। যেমন ভগীরথ রাজা ও যেমন বিশ্রুত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ হইবে। পুরাকালে দেবরাজ যেমন সপত্নগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং বিগতজ্বর হইয়া ত্রৈলোক্য পালন করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ শত্রুক্ষয় করিয়া প্রজা পালন করিবে। হে রাজীব লোচন! তুমি বীর্য্যপ্রভাবে স্বধর্ম্মে অর্জ্জিত পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনবৎ খ্যাতি লাভ করিবে। ১৯৩—২০৩। সূত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া সেই মহারাজের অনুজ্ঞা লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীপতি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ঋষিগণ সহ সুব্রত হইয়া সাদরে সকল তীর্থে গমন করিলেন। হে ঋষি-সকল! আমার কথিত এই তীর্থযাত্রাশ্রয়া কথা যে পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাতকে মুক্ত হয়। পুণ্যকীর্ত্তি ঋষিদিগের নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই ; তাই আমি এই অখিল তত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর আপনারা আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন ? ২০৪—২০৭।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমুক্তানি তীর্থানি বিষ্ণুদেহানি সুব্রতাঃ।
এষামন্যতমাসঙ্গান্মুক্তো ভবতি মানবঃ॥ ১
তীর্থানুশ্রবণং ধন্যং ধন্যং তীর্থনিষেবণম্।
পাপরাশিনিপাতায় নান্যোপায়ঃ কলৌ যুগে॥ ২
বাসং কুর্য্যামহং তীর্থে তীর্থস্পর্শমহং তথা।
এবং যোঽনুদিনং ব্রূতে স যাতি পরমং মহৎ
পাপানি তস্য নশ্যন্তি তীর্থালাপনমাত্রতঃ।
তীর্থানি খলু ধন্যানি ধন্যসেব্যানি সুব্রতাঃ॥৪
তীর্থানাং সেবিনাং দেবঃ সেবিতো ভবতি প্রভুঃ
নারায়ণো জগৎকর্ত্তা নাস্তি তীর্থাৎপরং পদম্
ব্রাহ্মণস্তুলসী চৈব অশ্বত্থস্তীর্থসঞ্চয়ঃ।
বিষ্ণুশ্চ পরমেশানঃ সেব্য এব সদা নৃভিঃ॥ ৬
ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ সেবনং মুনিপুঙ্গবাঃ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহাদেরধিকং বিদুরগ্রজাঃ॥ ৭
তস্মাদ্দ্বিজপদং সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্।
ভজেত্তান্যনুদিনং বিদ্বাংস্তত্র তীর্থাধিকং ভবেৎ॥
অশ্বত্থস্য তুলস্যাশ্চ গবাং কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৯
তস্মাদ্দুষ্কৃতকর্ম্মাণি নাশয়েত্তীর্থসেবনাৎ।
অন্যথা নরকং যাতি কর্ম্মভোগান্তে শাম্যতি॥
পাপিনাং নরকে বাসঃ সুকৃতী স্বর্গমশ্নুতে।
তস্মাৎপুণ্যং নিষেবেত তীর্থং খলু বিচক্ষণঃ॥১১

ঋষয় উচুঃ।

শ্রুতানি কিল তীর্থানি সমাহাত্ম্যানি সুব্রত।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ প্রয়াগস্য বিশেষকম্॥
প্রয়াগস্য পুরা প্রোক্তং সংক্ষেপাৎ সূত যত্ত্বয়া।
বিশেষাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ সূত নঃ কথ্যতামিতি॥১৩

সূত উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগাঃ প্রয়াগং প্রতি সুব্রতাঃ।
হন্তাহং তৎপ্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্যোপবর্ণনম্॥ ১৪

বিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে সুব্রতগণ! এই যে তীর্থ সকল বলিলাম, এই সকল বিষ্ণুদেহ জানিবে। ইহাদিগের অন্যতমের সঙ্গ বশত মানব মুক্ত পদে অধিরূঢ় হয়। তীর্থের অনুশ্রবণ ধন্য, তীর্থ-নিষেবণ ধন্য। কলি যুগে পাপরাশি নিপাতের জন্য আর অন্য উপায় নাই। 'আমি তীর্থে বাস করিব' এবং 'আমি তীর্থ স্পর্শ করিব'; যে অনুদিন এই-রূপ বলে, সেও পরম মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। তীর্থালপনমাত্র তাহার পাপ সকল নষ্ট হয়। সুব্রতগণ! তীর্থ সকল ধন্য এবং ধন্য-জন-সেব্য। জগৎকর্ত্তা প্রভু দেব নারায়ণ তীর্থসেবী মানবের সেবিত হন। তীর্থ অপেক্ষা পরম পদ আর নাই। ব্রাহ্মণ, তুলসী, অশ্বত্থ, তীর্থনিচয় এবং পরমেশান বিষ্ণু, নরগণের সদা সেব্য। মুনিপুঙ্গবগণ! বিশেষত ব্রাহ্মণগণের সেবন সর্ব্বতীর্থাব-গাহন হইতেও অধিক; ইহা পূর্ব্বতন মহাত্মারা জানেন। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থময় দ্বিজপদ অনুদিন ভজনা করিবেন; তাহাতে তীর্থসেবা অপেক্ষা অধিক ফল হয়। অশ্বত্থ, তুলসী এবং গো-সকলের প্রদক্ষিণ করিবে; তাহাতে সর্ব্বতীর্থফল পাইয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হইবে। অতএব দুষ্কৃত কর্ম্মনিচয় তীর্থসেবা দ্বারা নাশ করিবে, অন্যথা নরকে যাইবে; কর্ম্মভোগান্তে শান্তিপ্রাপ্ত হইবে। ১—১০। পাপীদিগের নরকে বাস হয়, সুকৃত ব্যক্তি স্বর্গ ভোগ করে; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি পুণ্য তীর্থ সকল সেবা করিবেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সুব্রত! তীর্থমাহাত্ম্য শ্রুত হইল; ইদানীং প্রয়াগের বিশেষ বিবরণ মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত! তুমি পূর্ব্বে প্রয়াগমাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিয়াছ, এ নিমিত্ত উহার বিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি; হে সূত! তুমি আমাদিগের নিকটে ইহা বল। সূত বলিলেন,—হে সুব্রত মহাভাগগণ! আপনারা প্রয়াগের বিষয়ে সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি

মার্কণ্ডেয়েন কথিতং যৎ পুরা পাণ্ডুসূনবে।
ভারতে চ তদা বৃত্তে প্রাপ্তরাজ্যে পৃথাসুতে
এতস্মিন্নন্তরে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃশোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ংস্তু পুনঃপুনঃ ॥ ১০
আসীদ্দুর্যোধনো রাজা একাদশচমূপতিঃ।
অস্মান্ সন্তপ্য বহুশঃ সর্ব্বে তে নিধনং গতাঃ
বাসুদেবং সমাশ্রিত্য পঞ্চশেষাস্তু পাণ্ডবাঃ।
কথং দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ কর্ণঞ্চৈব মহাবলম্ ॥ ১৮
দুর্য্যোধনঞ্চ রাজানং ভ্রাতৃপুত্রসমন্বিতম্।
রাজানো নিহতাঃ সর্ব্বে যে চান্যে শূরমানিনঃ
বিনা রাজ্যেন কর্ত্তব্যং কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
ধিক্কষ্টমিতি সঞ্চিন্ত্য রাজা বিহ্বলতাং গতঃ ॥২০
নিশ্চেষ্টোঽথ নিরুৎসাহঃ কিঞ্চিত্তিষ্ঠন্নধোমুখঃ
লব্ধসংজ্ঞো যদা রাজা চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
বং চরে বিধিনা যোগং নিয়মং তীর্থমেব বা।
যেনাহং শীঘ্রমামুচ্যে মহাপাতককিল্বিষাৎ ॥ ২২
যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্।
কথং পৃচ্ছামি বৈ কৃষ্ণং যেনেদং কারিতং মহৎ
ধৃতরাষ্ট্রং কথং পৃচ্ছে যস্য পুত্রশতং হতম্।
ব্যাসং কথমহং পৃচ্ছে যস্য গোত্রক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥২৪
এবং বৈক্লব্যমাপন্নো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫
রুদন্তঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতাঃ।
যে চ তত্র মহাত্মানঃ সমেতাঃ পাণ্ডবাশ্রিতাঃ ॥
কুন্তী চ দ্রৌপদী চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সর্ব্বে রোদমানাঃ সমন্ততঃ ॥
বারাণস্যান্তু মার্কণ্ডেয়েন জ্ঞাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথা বিক্লবমাপন্নো রোদমানঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ২৮

আমি সেই প্রয়াগের উপবর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বকালে ভারত-যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পৃথাসুত যুধিষ্ঠির যখন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন তখন সেই পাণ্ডুসূনুর নিকটে মার্কণ্ডেয় ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১১—১৫। ঐ সময়ে কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা দুর্যোধন একাদশ চমূ (অক্ষৌহিণী) সৈন্যের পতি ছিলেন। আমাদিগকে নানারূপে সন্তপ্ত করিয়া তাহারা সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া কেবলমাত্র আমরা পঞ্চপাণ্ডব শেষ রহিয়াছি। দ্রোণ, ভীষ্ম, মহাবল কর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র-সমন্বিত রাজা দুর্য্যোধন এবং শূরমানী অন্যান্য যে সকল রাজা নিহত হইয়াছেন, ইহারা ব্যতীত রাজ্য করিব কিরূপে? এখন এ ভোগেই বা ফল কি? আর জীবনেই বা কি প্রয়োজন? ধিক্। কি কষ্ট। সেই রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন, নিশ্চেষ্ট নিরুৎসাহ হইয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রাজা যখন ক্ষণে ক্ষণে লব্ধসংজ্ঞ হইতেন, তখনই পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতেন যে, আমি বিধান অনুসারে যোগ নিয়ম বা তীর্থ ইত্যাদি কিসের অনুষ্ঠান করি, যাহাতে এই মহাপাতক-পঙ্ক হইতে শীঘ্র মুক্ত হই। অথবা যেখানে স্নান করিয়া নর অনুত্তম বিষ্ণুলোকে যায়, এমন কোন তীর্থের অনুষ্ঠান করি। কৃষ্ণকেই বা এ বিষয় জিজ্ঞাসা করি কিরূপে? তিনিই ত আমাকে এই মহৎ পাতক করাইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রকেই বা প্রশ্ন করি কেমন করিয়া? তাঁহার শত পুত্র হত হইয়াছে। ব্যাসকেই বা আমি জিজ্ঞাসা করি কি প্রকারে? তাঁহার বংশ ক্ষয় করিয়াছি। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ চিন্তা করত বৈক্লব্য প্রাপ্ত হইলেন।১৬—২৫। তাঁহার এইভাব দর্শনে পাণ্ডবগণ, এবং তথায় পাণ্ডবাশ্রিত আর যে সকল মহাত্মারা ছিলেন, সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। কুন্তী, দ্রৌপদী এবং আর যাঁহারা সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই ইতস্তত ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মার্কণ্ড ঋষি বারাণসীতে বাস করিতেন। তিনি যুধিষ্ঠির যে, এরূপ বিক্লব হইয়াছেন, আর অন্যান্য সকলেই যে সুদুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে, ইহা জানিতে

অচিরেণৈব কালেন মার্কণ্ডশ্চ মহাতপাঃ ।
হস্তিনাপুরসম্প্রাপ্তো রাজদ্বারে স তিষ্ঠতি ॥২৯
দ্বারপালোহথ তং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ কথিতবান্ দ্রুতম্ ।
ত্বাং দ্রষ্টুকামো মার্কণ্ডো দ্বারে তিষ্ঠত্যসৌ মুনিঃ ॥৩০
ত্বরিতো ধর্ম্মপুত্রস্তু দ্বারমেত্যাহ তৎপরঃ ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্বাগতং তে মহাপ্রাজ্ঞ স্বাগতং তে মহামুনে ।
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে পাবিতং কুলম্
অদ্য মে পিতরস্তৃপ্তাস্ত্বয়ি দৃষ্টে মহামুনে ॥ ৩৩
সিংহাসনমুপস্থাপ্য পাদশৌচার্চ্চনাদিভিঃ ।
যুধিষ্ঠিরো মহাত্মা বৈ পূজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ৩
ততস্তমূচে মার্কণ্ডঃ পূজিতোহহং ত্বয়া বিভো ।
আখ্যাহি ত্বরিতো রাজন্ কিমর্থং ত্বরিতং ত্বয়া
কেন বা বিক্লবীভূতঃ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্মাকঞ্চৈব যদ্বৃত্তং রাজ্যস্যার্থে মহামুনে ।
এতৎসর্ব্বং বিদিত্বা তু ভগবানিহ চাগতঃ ॥ ৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো যত্র ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ।
নৈব দৃষ্টং রণে পাপং যুধ্যমানস্য ধীমতঃ ॥ ৩৭
কিং পুনা রাজধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ ।
তদেবং হৃদয়ে কৃত্বা তস্মাৎ পাপং ন চিন্তয়েৎ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রণম্য শিরসা মুনিম্ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং মুনিশ্রেষ্ঠ সদা ত্রৈকাল্যদর্শনম্ ।
কথয় ত্বং সমাসেন মুচ্যেহহং যেন কিল্বিষাৎ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাভাগ যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত ।
এবং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ তীর্থঞ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ৪০
কিং পুনর্ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যৈঃ কীর্ত্তিতং বৈ পুরা বিভো ।

পারিলেন। মহাতপা মার্কণ্ড অচিরকালমধ্যেই হস্তিনাপুরে যাইয়া রাজদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্বারপাল তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুত রাজার নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল যে, আপনার দর্শন কামনায় সেই মার্কণ্ড মুনি দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র ধর্ম্মপুত্র ত্বরিত গতিতে দ্বারদেশে যাইয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার স্বাগত? হে মহামুনে! আপনার ত সুখে আগমন হইয়াছে? হে মহামুনে! আপনাকে যখন দেখিলাম; তখন অদ্য আমার জন্ম সফল, অদ্য আমার কুল পাবিত হইল, অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সিংহাসন উপস্থাপনপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই মুনিকে পূজা করিলেন। তার পর মার্কণ্ড তাঁহাকে বলিলেন,—বিভো! আমি তোমা কর্ত্তৃক পূজিত হইলাম; রাজন্! তুমি কিনিমিত্ত এমন ত্বরিত হইয়াছ? কি কারণেই বা তুমি এমন বিক্লব হইয়াছ? ইহা আমার অগ্রে বল। ২৬—৩৫। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামুনে। রাজ্যের জন্য আমাদিগের যাহা ঘটিয়াছে, সে সকল জানিয়াই ত আপনি এখানে আসিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবাহো! রাজন্! ধর্ম্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহা শ্রবণ কর। যুধ্যমান ধীমান্ ব্যক্তির রণে পাপ দেখা যায় না, বিশেষতঃ রাজধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়ের যে তাহাতে কিছুমাত্রই পাপ নাই; তাহা আর কি বলিব? অতএব উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যুদ্ধজন্য পাপ চিন্তা করিবে না। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক মুনিকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের ব্যাপার জানেন, আমি যাহাতে এই কিল্বিষ হইতে মুক্ত হইতে পারি, সংক্ষেপে এমন বিধি বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাভাগ ভারত! তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ বিষয়ে সাংখ্য (তত্ত্ব-জ্ঞান), যোগ, ও তীর্থ এই তিনটীই প্রধান উপযোগী; কিন্তু বিভো! পুরাকল্পে

প্রয়াগগমনং শ্রেষ্ঠং নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৪১
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পুরা কল্পে যথা স্থিতম্
কথং প্রয়াগগমনং নরাণাং তত্র কীদৃশম্ ॥৪২
মৃতানাং কা গতিস্তত্র স্নাতানাঞ্চৈব কিং ফলম্
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি পরং কৌতুহলং হি মে ॥৪৩
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে বৎস প্রয়াগস্য চ যৎ ফলম্।
পুরা ঋষীণাং সদসি কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥৪৪
আ প্রয়াগাৎ প্রতিষ্ঠানাদ্ধর্ম্মকীবাসুকীহ্রদাৎ।
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ নাগাশ্চ বহুমূলিকাঃ ॥৪৫
এতৎ প্রজাপতিক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্
অত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা রক্ষাং কুর্ব্বন্তি সঙ্গতাঃ।
অন্যে চ বহবস্তীর্থাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥ ৪৭
ন শক্যাঃ কথিতুং রাজন বহুবর্ষশতৈরপি।
সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্য চ কীর্ত্তনম্ ॥৪৮
ষষ্টির্ধনুঃসহস্রাণি পরিরক্ষন্তি জাহ্নবীম্।
যমুনাং রক্ষতি সদা সবিতা সপ্তবাহনঃ ॥ ৪৯
প্রয়াগন্তু বিশেষেণ স্বয়ং রক্ষতি বাসবঃ।
মণ্ডলং রক্ষতি হরির্দৈবৈঃ সহ সুসম্মতম্ ॥ ৫০
তং বটং রক্ষতে নিত্যং শূলপাণির্মহেশ্বরঃ।
স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥
অধর্ম্মেণ বৃতো লোকো নৈব গচ্ছতি সংপদম্
স্বল্পমল্পতরং পাপং যদা তস্য নরাধিপ।
প্রয়াগং স্মরমাণস্য সর্ব্বমায়াতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৫৩
দর্শনাত্তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি।
মৃত্তকালভনাদ্বাপি নরঃ পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৫৪
পঞ্চ কুণ্ডানি রাজেন্দ্র যেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী
প্রয়াগে তু প্রবিষ্টস্য পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥
যোজনানাং সহস্রেষু গঙ্গাং স্মরতি যো নরঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মা ৈ লভতে পরমাং গতিম্ ॥

পুণ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পুণ্যকর্ম্মা নরগণের প্রয়াগগমনই শ্রেষ্ঠ; এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! পুরাকল্পে প্রয়াগ কিরূপ ছিল? নরগণ প্রয়াগে গমন করিত কিরূপে? সেখানে মৃত ব্যক্তিগণেরই বা কি গতি? মৃতগণেরই বা কি গতি? স্নাতদিগেরই বা কি ফল? শুনিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে, আপনি এই সমস্ত আমার নিকটে বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৎস! তোমাকে প্রয়াগের যে ফল তাহা বলিতেছি। পুরাকালে ঋষিদিগের সভায় কথ্যমান হইলে আমি উহা শুনিয়াছিলাম। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মকী হ্রদ ও বাসুকী হ্রদ হইতে কম্বলাশ্বতর-নাগদ্বয়ের তীর্থ ও বহুমূলিকা নাগতীর্থ পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রজাপতি-ক্ষেত্র বলিয়া তিন লোকে বিশ্রুত। এখানে স্নান করিলে স্বর্গে যায়; যাহারা মৃত হয় তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না। ৩৬—৪৬। ব্রহ্মাদি দেবগণ সঙ্গত হইয়া তথায় থাকিয়া সর্ব্বদা ঐ তীর্থকে রক্ষা করেন। রাজন্! সর্ব্বপাপহর শুভ আরও বহু বহু তীর্থ আছে, বহুশত বর্ষেও ঐ সকলের বিবরণ বলিতে পারা যায় না। অতএব সংক্ষেপে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। ষষ্টিসহস্র রক্ষক ধনু ধারণ করত জাহ্নবীকে পরিরক্ষণ করে। সপ্তবাহন সবিতা সদা যমুনাকে রক্ষা করেন। প্রয়াগ ক্ষেত্রকে স্বয়ং বাসব বিশেষরূপে রক্ষা করেন, সজ্জনসম্মত মণ্ডলকে দেবগণ সহ হরি রক্ষা করেন। সেই অক্ষয় বটকে শূলপাণি মহেশ্বর নিত্য রক্ষা করেন। সর্ব্বপাপহর শুভ ঐ সমগ্র স্থান দেবগণ-রক্ষা করেন। লোক সকল অধর্ম্মে আবৃত বলিয়া সংপদ প্রাপ্ত হয় না। অল্প বা অল্পতর পাপ সকল প্রয়াগের স্মরণ মাত্রই সংক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেই তীর্থের দর্শন, নামসঙ্কীর্ত্তন বা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিলে নর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে পাঁচটী কুণ্ড, মধ্যভাগে জাহ্নবী বিরাজিতা, সেখানে প্রবিষ্ট হইলেই তৎক্ষণাৎ পাপ সকল বিনষ্ট হয়। সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও যে নর গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে ঘোর দুষ্কৃতকর্ম্মা হইলেও

কীর্ত্তনামুচ্যতে পাপৈদৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি।
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্॥৫৭
সত্যবাদী জিতক্রোধো অহিংসাং পরমাংস্থিতঃ
ধর্ম্মানুসারী তত্ত্বজ্ঞো গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ॥৫৮
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে স্নাতো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
মনসা চিন্তিতান্ কামান্ সম্যক্ প্রাপ্নোতি পুষ্কলান্॥৫৯
ততো গত্বা প্রয়াগন্তু সর্ব্বদেবাভিরক্ষিতম্।
ব্রহ্মচারী বসেন্মাসং পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ॥৬০
ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ যত্র তত্রাভিজায়তে
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাগতা মহাভাগা যমুনা যত্র নিম্নগা॥৬২
তত্র সন্নিহিতো নিত্যং সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।
দুষ্প্রাপং মানুষৈঃ পুণ্যং প্রয়াগন্তু যুধিষ্ঠির॥৬৩
দেবদানবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র স্বর্গলোকে সুখং গতাঃ

শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং পুনরেব তু।
প্রয়াগে সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
আর্ত্তানাঞ্চ দরিদ্রাণাং নিশ্চিতব্যবসায়িনাম্।
স্থানং মুক্তা প্রয়াগস্তু নাক্ষয়ন্তু কদাচন॥৬৬
গঙ্গাযমুনমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দীপ্তকাঞ্চনবর্ণাভে বিমানে সূর্য্যবর্চ্চসি॥৬৭
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং মধ্যে স্বর্গে মোদেত মানবঃ।
ঈপ্সিতান্ লভতে কামান্ বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ॥
সর্ব্বরত্নময়ৈর্দিব্যৈর্নানাধ্বজসমাকুলৈঃ।
বরাঙ্গনাসমাকীর্ণৈর্মোদতে শুভলক্ষণৈঃ॥৬৯
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
যাবন্ন স্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে॥৭০
তত্র স্বর্গাৎ পরিভ্রংশঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধে জায়তে কুলে॥৭১
তদেব স্মরতে তীর্থং স্মরণাত্তত্র গচ্ছতি।
দেশস্থো যদি বারণ্যে বিদেশে যদি বা গৃহে॥

পরমা গতি পায়। গঙ্গাকে কীর্ত্তন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়, দর্শন করিলে মঙ্গল লাভ করে, অবগাহন ও পান করিলে আসপ্তম কুল পবিত্র করিতে পারে।৪৭—৫৭। সত্যবাদী, জিতক্রোধ, পরমা অহিংসায় অবস্থিত, ধর্ম্মানুসারী, তত্ত্বজ্ঞ, গো-ব্রাহ্মণের হিতে রত নর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে (সঙ্গম স্থলে) স্নাত হইলে কিল্বিষ হইতে মুক্ত হয় এবং মনে চিন্তিত পুষ্কল কাম সকল সম্যক্ প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদেবাভিরক্ষিত প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া একমাস বাস করিবে এবং পিতৃদেবতাদিগের তর্পণ করিবে। এরূপ করিলে যে কোন স্থানেই থাকুক, ঈপ্সিত কাম সমস্ত লাভ করিবে। যেখানে তিন লোকে বিশ্রুতা মহাভাগা তপনসুতা দেবী যমুনা নদী সমাগতা, সেখানে সাক্ষাৎ দেব মহেশ্বর নিত্য সন্নিহিত থাকেন। যুধিষ্ঠির! পুণ্য প্রয়াগধাম মানুষগণের দুষ্প্রাপ্য। রাজেন্দ্র! সেখানে উপস্পর্শ করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই সুখে স্বর্গলোকে গিয়া-

ছেন। রাজন! পুনরায় প্রয়াগের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। প্রয়াগে যাইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। আর্ত্ত, দরিদ্র বা দৃঢ় অধ্যবসায়ীদিগের প্রয়াগ ক্ষেত্র ব্যতীত কদাচ অন্য কুত্রাপি অক্ষয় সুখের সম্ভাবনা নাই। ৫৮—৬৬। গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে যে মানব প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে দীপ্তকাঞ্চনবর্ণ সূর্য্যসম দ্যুতিশালী বিমানে বিহার করত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণ সহ স্বর্গে মুদিত হয় এবং ঈপ্সিত কাম সমস্ত লাভ করে; ঋষিপুঙ্গবগণ ইহা বলিয়া থাকেন। সে সর্ব্বরত্নময়, নানাবিধ ধ্বজনিচয়ে সুশোভিত, বরাঙ্গনাজনে সমাকীর্ণ, শুভলক্ষণ দিব্য বিমানসমুদয়ে বিহার করে। প্রসুপ্ত হইলে গীত বাদ্য-নির্ঘোষে প্রতিবোধিত হয়। যত কাল যাবৎ জন্ম স্মরণ না করে, তাবৎ কাল এইরূপে স্বর্গে সম্মানিত হয়। পরে কর্ম্মক্ষয় বশত স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া হিরণ্য-রত্নসম্পূর্ণ সমৃদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে। আবার সেই তীর্থ স্মরণ করে; স্মরণ করিয়া আবার সেখানে যায়। দেশে বা বিদেশে

প্রয়াগং স্মরমাণোঽপি যস্ত প্রাণান পরিত্যজেৎ।
স ব্রহ্মলোকমাপ্নোতি বদন্তি ঋষিপুঙ্গবাঃ ॥৭৩
সর্ব্বকামফলা বৃক্ষা মহী যত্র হিরণ্ময়ী।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা যত্র লোকে প্রগচ্ছতি ॥৭৪
স্ত্রীসহস্রাকুলে রম্যে মন্দাকিন্যাস্তটে শুভে।
মোদতে ঋষিভিঃ সার্দ্ধং স্বকৃতেনেহ কর্ম্মণা ॥ ৭৫
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দিবি দৈবতৈঃ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥৭৬
ততঃ শুভানি কর্ম্মাণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ।
গুণবান্ বিত্তসম্পন্নো ভবতীহ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
কর্ম্মণা মনসা বাচা সত্যধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিতঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যস্ত দানং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৮
সুবর্ণমণিমুক্তাং বা যদি ধান্যং প্রতিগ্রহম্।
স্বকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যর্চ্চনেঽপি বা
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং যাবত্তৎফলমশ্নুতে ॥ ৭৯
এবং তীর্থে ন গৃহ্নীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু অপ্রমত্তো দ্বিজো ভবেৎ
কপিলাং পাটলাবর্ণাং প্রয়াগে যঃ প্রযচ্ছতি।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং চৈলকণ্ঠাং পয়স্বিনীম্ ॥৮
প্রয়াগে শ্রোত্রিয়ং সাধুং গ্রাহয়িত্বা যথাবিধি।
শুক্লাম্বরধরং শান্তং ধর্ম্মজ্ঞং বেদপারগম্ ॥ ৮২
সা গৌস্তস্মৈ চ দাতব্যা গঙ্গাযমুনসঙ্গমে।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৩
যাবদ্রোমাণি তস্যা গোঃ সন্তি গাত্রেষু সত্তম।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৮৪
যত্রাসৌ লভতে জন্ম সা গৌস্তত্রাভিজায়তে।
ন চ পশ্যত্যসৌ ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা ॥৮
উত্তরান্ স কুরূন্ প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্
গবাং শতসহস্রেভ্যো দদ্যাদেকাং পয়স্বিনীম্ ॥
পুত্রান্ দারাংস্তথা ভৃত্যান্ গৌরেকা প্রতি-
তারয়েৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু দানেষু গোদানন্তু বিশিষ্যতে ॥

অরণ্যে বা গৃহে যেখানেই হউক, প্রয়াগ তীর্থ স্মরণ করত যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ঋষিপুঙ্গবেরা এই কথা বলেন। যেখানে বৃক্ষ সকল সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ, যেখানকার মহী হিরণ্ময়ী, সিদ্ধ-মুনি-ঋষিগণ যেখানে গমন করেন, স্ত্রীসহস্রে সমাকুল মন্দাকিনীর তাদৃশ শুভতটে সেই ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মফলে ঋষিগণ সহ মুদিত হয়। সে স্বর্গলোকে সিদ্ধ চরণ-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। তার পর স্বর্গ লইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের পতি হয়। পরে আবার বিবিধ শুভ কর্ম্ম চিন্তা করত সেই সকলের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং সে গুণবান্ এবং বিত্তসম্পন্ন হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭১—৭৭। কর্ম্ম, মন ও বাক্যে সত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে কোনও বস্তু দান করিবে। যদি কেহ তীর্থে যাইয়া সুবর্ণ,মণি, মুক্তা বা ধান্য প্রতিগ্রহ করে, তবে যাবৎ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য ভোগ করে, তাবৎকাল তাহার সেই তীর্থ বিফল হয়। অতএব দ্বিজ তীর্থ সকলে এবং পুণ্য আয়তনসমূহে দান গ্রহণ করিবেন না। সর্ব্ব-বিধ নিমিত্তে দ্বিজ অপ্রমত্ত হইবেন। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম স্থলে যদি কেহ যথাবিধি শুক্লাম্বরধারী, শান্ত, বেদপারগ, ধর্ম্মজ্ঞ, শ্রোত্রিয় সাধু, বিপ্রকে পাটলবর্ণা পয়স্বিনী কপিলা গো স্বর্ণ দ্বারা শৃঙ্গ ও রৌপ্য দ্বারা খুর মণ্ডিত করিয়া কণ্ঠদেশে বস্ত্রবন্ধন-পূর্ব্বক মহার্হ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন সহ প্রদান করে, তবে হে সত্তম! সেই মানব সেই কপিলার গাত্রে যত রোম থাকিবে তত সহস্র বৎবর স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে সে যেখানে জন্ম লাভ করে, সেই গাভীও সেইখানেই জন্মে। সেই কর্ম্মের ফলে সে ঘোর নরক দর্শন করে না। সে উত্তর কুরু প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল মুদিত হয়। শত-সহস্র গোদান অপেক্ষা একটী পয়স্বিনী গাভী দান করা কর্ত্তব্য। একটী গাভী পুত্র দার ভৃত্য সকলকেই পরিত্রাণ করে। এ নিমিত্ত সকল দানের মধ্যে গোদানই

দুর্গমে বিষমে ঘোরে মহাপাতকসম্ভবে।
গৌরেব রক্ষ্যং কুরুতে তস্মাদ্দেয়া দ্বিজাতয়ে॥
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে প্রয়াগমাহাত্ম্যকথনে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যথা প্রয়াগস্য মুনে মাহাত্ম্যং কথিতং ত্বয়া।
তথা যথা প্রমুচ্যেঽহং সর্ব্বপাপৈর্ন সংশয়ঃ॥ ১
ভগবন্ কেন বিধিনা গন্তব্যং ধর্ম্মনিশ্চয়ৈঃ।
প্রয়াগে যো বিধিঃ প্রোক্তস্তং মে ব্রূহি মহামুনে
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে বৎস তীর্থযাত্রাবিধিক্রমম্॥ ৩
যো গচ্ছেত কুরুশ্রেষ্ঠ প্রয়াগং দেবসংযুতম্।
বলীবর্দ্দং সমারূঢ়ঃ শৃণু তস্যাপি যৎফলম্॥ ৪
বসতে নরকে ঘোরে গবাং ক্রোধে সুদারুণে
সলিলঞ্চ ন গৃহ্ণন্তি পিতরস্তস্য দেহিনঃ॥ ৫
যস্তু পুত্রাংস্তথা বালান্ স্নাপয়েৎ পায়য়েত্তথা।
যথাত্মনস্তথা সর্ব্বান্ দানং বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥ ৬
ঐশ্বর্য্যলোভান্মোহাদ্বা গচ্ছেদ্‌যানেন যো নরঃ
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং তস্মাদ্‌যানং পরিত্যজেৎ
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে যস্তু কন্যাং প্রযচ্ছতি।
আর্ষেণ তু বিধানেন যথাবিভবসম্ভবম্॥ ৮
ন চ পশ্যতি তং ঘোরং নরকং তেন কর্ম্মণা।
উত্তরান স কুরূন্ গত্বা মোদতে কালমক্ষয়ম্॥ ৯
পুত্রাংস্তু দারান্ লভতে ধার্ম্মিকান্নয়সংযুতান্।
তত্র দানং প্রদাতব্যং যথাবিভবসম্ভবম্॥ ১০
তেন তীর্থফলেনৈব বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্বর্গে তিষ্ঠতি রাজেন্দ্র যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১১
বটমূলং সমাশ্রিত্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥ ১২

বিশিষ্ট। দুর্গমে বিষমে বা ঘোর মহাপাতক সম্ভূত হইলে গাভীই রক্ষা করে, অতএব দ্বিজাতিকে গো দান করিবে। ৭৮—৮৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২০।

একবিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! আপনি যেমন প্রয়াগের মাহাত্ম্য বলিলেন, তদ্রূপ আমি যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইতে পারি, তন্নিমিত্ত হে মহামুনে! প্রয়াগে যে বিধি বিহিত আছে, তাহা আমাকে বলুন। হে ভগবন! ধর্ম্মবিশ্বাসী মানবগণের কোন্ বিধি অনুসারে ঐ স্থানে যাইতে হয়? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৎস! তোমাকে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধীয় বিধি ও ক্রম (অনুষ্ঠান-প্রণালী) বলিতেছি। কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবগণ-সংযুত প্রয়াগধামে যে মানব বলীবর্দ্দে সমারূঢ় হইয়া গমন করে, তাহার যে ফল হয়, শ্রবণ কর। সে গো-ক্রোধ নামে সুদারুণ ঘোর নরকে বাস করে। পিতৃগণ সেই দেহীর প্রদত্ত তর্পণ-সলিলও গ্রহণ করেন না। যে নর ঐশ্বর্য্য প্রকটন লোভে বা মোহবশতঃ যানারোহণে তীর্থে যায়, কিম্বা নিজে যেমন যেমন অনুষ্ঠান করে, তদনুরূপ যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ এমন পুত্র-বালকাদি পরিজনগণকেও স্নান করায়, পান করায় এবং বিপ্র জনে দান করায়, তাহার সেই তীর্থ নিষ্ফল। অতএব যানাদি (দম্ভ-মোহময় আচরণ) পরিত্যাগ করিবে। যে জন গঙ্গা-যমুনার মধ্যে বিভবানুরূপ অর্ষবিধান অনুসারে কন্যা প্রদান করে, সেই কর্ম্ম প্রভাবে সে সেই ঘোর নরক দর্শন করে না। সে উত্তর কুরুতে গমনপূর্ব্বক অক্ষয় কাল নন্দিত হয়। সে ধার্ম্মিক ও নীতিসংযুত পুত্র এবং দারা লাভ করে। অতএব তথায় যেমন বিভব থাকে, তদনুরূপ দান প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাহাই দান করুক, সেই তীর্থফলে তাহা বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। সুতরাং হে রাজেন্দ্র! সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থান করে। ১—১১। অক্ষয় বটের মূল আশ্রয় করিয়া যে প্রাণত্যাগ করে,

তত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তপন্তি রুদ্রমাশ্রিতাঃ।
নির্দহন্তি জগৎ সর্ব্বং বটমূলং ন দহ্যতে ॥ ১৩
নষ্টচন্দ্রার্কপবনং যদা চৈকার্ণবং জগৎ।
স্বপিত্যত্রৈব বৈ বিষ্ণুরিজ্যমানঃ পুনঃপুনঃ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
সদা সেবন্তি তত্তীর্থং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৫
তত্র গচ্ছন্তি রাজেন্দ্র প্রয়াগে সংযুক্ত যৎ।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চৈব দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬
লোকপালাশ্চ সাধ্যাশ্চ পিতরো লোকসঙ্গতাঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৭
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়ঃ পরে।
তথা নাগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সুপর্ণাঃ খেচরাশ্চ যে ॥ ১৮
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ ॥ ১৯
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্।
প্রয়াগং রাজশার্দ্দূল ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
শ্রবণাত্তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্ত্তনাদপি।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২১
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে সংশিতব্রতঃ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ২২
ন দেববচনাত্তাত ন লোকবচনাদপি।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগগমনং প্রতি ॥ ২৩
দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিকোট্যস্তথাপরাঃ।
যেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব কীর্ত্তিতং কুরুনন্দন ॥ ২৪
যা গতির্যোগযুক্তস্য সত্ত্বস্থস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ২৫
তে ন জীবন্তি লোকেঽস্মিন্ যত্র যত্র যুধিষ্ঠির
যে প্রয়াগং ন সম্প্রাপ্তাস্ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতম্ ॥ ২৬
এবং দৃষ্ট্বা তু তত্তীর্থং প্রয়াগং পরমং পদম্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব রাহুণা ॥ ২৭
কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ যমুনাদক্ষিণে তটে।

সে সর্ব্বলোক অতিক্রমপূর্ব্বক রুদ্রলোকে গমন করে। প্রলয়কালে যখন দ্বাদশ আদিত্য রুদ্রকে আশ্রয়পূর্ব্বক সমগ্র জগৎ নির্দগ্ধ করেন, তখনও বটমূল দগ্ধ হয় না। যখন চন্দ্র অর্ক পবন সকলই নষ্ট হইয়া যায়, তখন বিষ্ণু এই স্থানেই শয়ন করিয়া থাকেন এবং পুনঃপুন ইজ্যমান হন। দেব দানব, গন্ধর্ব্ব,ঋষি,সিদ্ধ ও চারণগণ সদা সেই গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থের সেবা করেন। রাজেন্দ্র! প্রয়াগে সংযুক্ত সেই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম স্থলে ব্রহ্মাদি দেবগণ,দিক সকল, দিগীশ্বরগণ, লোকপাল, সাধ্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও পিতৃগণ, সনৎকুমারপ্রমুখ পরম ঋষিগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি সকল, সুপর্ণাদি খেচর-সমূহ, সরিৎ সাগর শৈল সর্প নাগ, ইত্যাদি ভূতনিকর এবং প্রজাপতি সহ ভগবান্ অবস্থিত আছেন। রাজশার্দ্দূল! গঙ্গা ও যমুনার মধ্য স্থলে স্থিত প্রয়াগ ক্ষেত্র পৃথিবীর জঘন বলিয়া স্মৃত হয়; ইহা তিন লোকে বিশ্রুত। ভারত! ত্রিলোকমধ্যে ঐ স্থান অপেক্ষা পুণ্যতম আর কিছুই নাই।

১২—২০। নর সেই তীর্থের শ্রবণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন বা গাত্রে মৃত্তিকালেপন করিলে পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। যে নর প্রশস্তনিয়ম সম্পন্ন হইয়া সেই সঙ্গম স্থলে অভিষেক করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য ফল পায়। তাত! না দেববচন, না লোক-বচন, কিছুতেই যেন প্রয়াগগমনের প্রতি তোমার মতি পরিবর্ত্তিত না হয়। কুরুনন্দন! যে ষষ্টিকোটী দশসহস্র তীর্থ কীর্ত্তিত হয়, তাহাদিগের এইখানেই সান্নিধ্য। যোগযুক্ত ব্রহ্মপরায়ণ মনীষাদিগের যে গতি, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রাণ ত্যাগ করিলেও সেই গতি লাভ হয়। যুধিষ্ঠির! যেখানে যেখানেই থাকুক, যাহারা তিন লোকে বিশ্রুত প্রয়াগে যায় নাই, তাহারা ইহলোকে জীবিত নহে, অর্থাৎ জীবিত হইলেও মৃততুল্য। এইরূপ মাহাত্ম্য সম্পন্ন পরম-পদ-প্রাপক সেই প্রয়াগ তীর্থ দর্শনে রাহু হইতে মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে কম্বল ও অশ্বতর নাগদ্বয়ের তীর্থ আছে।

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২৮
তত্র গত্বা তু তৎস্থানং মহাদেবস্য ধীমতঃ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ দশাতীতান্ দশাপরান্ ॥২৯
কৃত্বাভিষেকন্তু নরঃ সোহশ্বমেধফলং লভেৎ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৩০
পূর্ব্বপার্শ্বে তু গঙ্গায়াস্ত্রিষু লোকেষু ভারত।
কূপঞ্চৈব তু সামুদ্রং প্রতিষ্ঠানঞ্চ বিশ্রুতম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানাদ্ভাগীরথ্যাস্তু পূর্ব্বতঃ।
হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥
অশ্বমেধফলং তস্মিন্ স্নাতমাত্রস্য ভারত।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥
উর্ব্বশীপুলিনে রম্যে বিপুলে হংসপাণ্ডুরে।
সলিলৈস্তর্পয়েদ্যস্তু পিতৄংস্তত্র বিমৎসরঃ ॥ ৩৫
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
সেবতে পিতৃভিঃ সার্দ্ধং স্বর্গলোকং নরাধিপ ॥
পূজ্যতে সততং তত্র ঋষিগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ৩৭
ততঃ স্বর্গপরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
উর্ব্বশীসদৃশীনাস্তু ভোক্তা ভবতি ভূমিপ ॥ ৩৮
কাঞ্চীনূপুরশব্দেন সুপ্তোহসৌ প্রতিবুধ্যতে।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং লভতে পুনঃ
কুশাসনধরো নিত্যং নিয়তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
একবালস্তু ভুঞ্জানো মাসং ভোগপতির্ভবেৎ ॥
সুবর্ণালঙ্কৃতানাস্তু নারীণাং লভতে শতম্।
পৃথিব্যাঃ সসমুদ্রায়া মহাভোগপতির্ভবেৎ ॥ ৪১
দশগ্রামসহস্রাণাং ভোক্তা ভবতি ভূমিপঃ।
কাঞ্চীনূপুরশব্দেন সুপ্তোহসৌ প্রতিবুধ্যতে ॥
ধনধান্যসমাযুক্তো দাতা ভবতি নিত্যশঃ।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং স্মরতে পুনঃ
অথ তস্মিন্ বটে রম্যে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উপোষ্য যোগযুক্তশ্চ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৪

সেখানে স্নান করিয়া ও পান করিয়া সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ধীমান্ মহাদেবের সেই স্থানে গমন করিয়া নর, অতীত দশ পুরুষ এবং অপর (অনতীত) দশ পুরুষ সকলকেই পরিত্রাণ করে। নর সেখানে অভিষেক করিয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। ২৯—৩০। ভারত! গঙ্গার পূর্ব্ব পার্শ্বে ত্রিলোকে বিশ্রুত সামুদ্র নামে কূপ ও প্রতিষ্ঠান তীর্থ আছে, যদি ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া ত্রিরাত্র তথায় থাকে, তবে সে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বধারে ত্রৈলোক্যবিশ্রুত হংসপতন নামে তীর্থ আছে। ভারত! সেখানে স্নান করা মাত্র অশ্বমেধের ফল পায় এবং চন্দ্র-সূর্য্য যাবৎ কাল থাকেন, তাবৎ কাল স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। হংসবৎ পাণ্ডুরবর্ণ রম্য উর্ব্বশীপুলিনে যে মানব বিমৎসর হইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করে, হে নরাধিপ! সে পিতৃগণ সহ ষষ্টিশত ও ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গলোক সেবা করে। সেখানে ঋষি-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ কর্তৃক সতত পূজিত হয়। হে ভূমিপ! তার পর কর্ম্ম-ক্ষয়ান্তে দ্যুলোক হইতে চ্যুত হইয়া উর্ব্বশী সদৃশী ভামিনীগণের ভোক্তা হয়। সে সুপ্ত হইলে নূপুরাদি শব্দে প্রতিবোধিত হয়। বিপুল ভোগসমুদায় ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ লাভ করে। এ স্থানে যদি নিত্য কুশাসন-ব্যবহারী, নিয়ত ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এক মাস কাল একাহারী হয়, তবে সে ভোগ্যনিচয়ের পতি হইতে পারে। সে সুবর্ণালঙ্কৃতা শত নারী লাভ করে এবং সমুদ্রা পৃথিবীর মহাভোগসমন্বিত পতি হয়। সে দশ সহস্র গ্রামের ভোক্তা ভূমিপ হয়; সুপ্ত হইলে কাঞ্চী-নূপুরশব্দে প্রতি-বোধিত হয়। নিত্য নিত্য ধন্য ধান্য সমাযুক্ত ও দাতা হয়। সে এইরূপ বিপুল ভোগ সমস্ত ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ স্মরণ করে। তার পর আবার সেই রম্য অক্ষয় বটে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাস করত যোগানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান

কোটিতীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
কোটিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪৫
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ।
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যে কুলে ভবতি রূপবান্ ॥ ৪৬
ততো ভোগবতীং গত্বা বাসুকেরুত্তরেণ তু।
দশাশ্বমেধিকং নাম তীর্থং তত্রাপরং ভবেৎ ॥ ৪৭
কৃতাভিষেকস্তু নরঃ সোহশ্বমেধফলং লভেৎ।
ধনাঢ্যো রূপবান্ দক্ষো দাতা ভবতি ধার্ম্মিকঃ
চতুর্ব্বেদেষু যৎপুণ্যং সত্যবাদেষু যৎফলম্।
অহিংসায়ান্তু যো ধর্ম্মো গমনাদেব তদ্ভবেৎ ॥ ৪৯
কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহ্যতে।
কুরুক্ষেত্রাদ্দশগুণা যত্র সিন্ধুসমাগতা ॥ ৫০
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থতপোধনা।
সিদ্ধক্ষেত্রং হি তজ্জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা
ক্ষিতৌ তারয়তে মর্ত্ত্যান্ নাগাংস্তারয়তেহপ্যধঃ।

প্রাপ্ত হয়। ৩১—৪৪। যে মানব কোটিতীর্থে যাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সহস্রকোটি বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। তার পর কর্ম্মক্ষয়ান্তে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। সে দ্যুলোক হইতে চ্যুত হওত সুবর্ণ মণি-মুক্তাঢ্য কুলে রূপবান্ হইয়া জন্মে। যে নর তথা হইতে ভোগবতী তীর্থে যাইয়া বাসুকী তীর্থের উত্তর দিকে দশাশ্বমেধিক নামে যে অপর একটী তীর্থ আছে, তথায় গমনপূর্ব্বক অভিষেক করে, সে অশ্বমেধের ফললাভে সমর্থ হয়; আর ধনাঢ্য, রূপবান্, দাতা এবং ধার্ম্মিক হইতে পারে। চতুর্ব্বেদা-ধ্যয়নে যে পুণ্য, সত্যকথনে যে ফল, অহিংসায় যে ধর্ম্ম, তথায় গমনমাত্রই তাহা লাভ হয়। যেখানে সেখানে অবগাহন করিলেও গঙ্গা সর্ব্বত্রই কুরুক্ষেত্রসমান পুণ্যদায়িনী জানিবে। কিন্তু যেখানে সিন্ধু-সহ মিলিতা হইয়াছে, সেখানে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও দশগুণ অধিক ফলপ্রদা। বহুতীর্থ ও তপোধনগণে সমন্বিতা মহাভাগা গঙ্গা যেখানে বিরাজিতা, সেই স্থান সিদ্ধক্ষেত্র; ইহাতে আর বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। সেই

দিবি তারয়তে দেবাংস্তেন সা ত্রিপথা স্মৃতা ॥ ৫২
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি তস্য দেহিনঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫৩
তীর্থানান্তু পরং তীর্থং নদীনামুত্তমা নদী।
মোক্ষদা সর্ব্বভূতানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৫৪
সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৫৫
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্।
গতিরন্যত্র মর্ত্ত্যানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৫৭
পবিত্রাণাং পবিত্রং যা মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
মহেশ্বরশিরোভ্রষ্টা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৫৮
শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং পুনরেব তু।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
মানসং নাম তত্তীর্থং গঙ্গায়ামুত্তরে তটে।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥

গঙ্গা ক্ষিতিতলে মর্ত্ত্যদিগকে ত্রাণ করে, অধোভাগে নাগগণকে ত্রাণ করে, দ্যুলোকে দেবগণকে ত্রাণ করে, এই নিমিত্ত ত্রিপথা বলিয়া স্মৃত হয়। যে দেহীর অস্থি গঙ্গায় যতদিন থাকে, সে তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। গঙ্গা তীর্থদিগের মধ্যে পরম তীর্থ নদীদিগের মধ্যে উত্তমা নদী, সর্ব্বভূতের মোক্ষদা, মহাপাতকীদিগেরও পাতকহারিণী। গঙ্গা সর্ব্বত্র সুলভা কিন্তু গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম এই তিন স্থানে দুর্লভা। এই তিন স্থানে স্নান করিলে স্বর্গে যায়, যাহারা মৃত হয় তাহা-দিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পাপোপহত-চিত্ত সর্ব্বভূতেরই অন্যত্র গতি আছে বটে, কিন্তু বস্তুত গঙ্গাসমা গতি আর নাই। মহেশ্বরশিরোভ্রষ্টা শুভা সর্ব্বপাপহরা গঙ্গা পবিত্র সকলেরও পবিত্র, মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল। ৪৫—৫৮। রাজন্! পুনরায় প্রয়া-গের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর; যাহা শুনিলে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়; ইহাতে সংশয় নাই। গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে

গোভূহিরণ্যদানেন যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ।
এতৎফলমবাপ্নোতি তত্তীর্থং স্মরতে পুনঃ ॥ ৬১
অকামো বা সকামো বা গঙ্গায়াং যো বিপদ্যতে
মৃতস্তু ভবতি স্বর্গে নরকং ন চ পশ্যতি ॥ ৬২
অপ্সরোগণসঙ্গীতৈঃ সুপ্তোহসৌ প্রতিবুধ্যতে
হংসসারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ।
ষষ্ট বর্ষাণি রাজেন্দ্র ষট্‌স স্রাণি ভুঞ্জতে ॥ ৬৩
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণকর্ম্মা দিবশ্চ্যুতঃ ।
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যো জায়তে তু মহাকুলে ॥ ৬৪
ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষষ্টিতীর্থশতানি চ ।
মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ৬৫
গবাং শতসহস্রস্য সম গ্দত্তস্য যৎফলম্ ।
প্রয়াগে ম ঘমাসে তু ত্র্যাহং স্নাতস্য তৎফলম্
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পঞ্চাগ্নিং যস্তু সাধয়েৎ ।
অহীনাঙ্গো বিরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ ॥ ৬৭
যাবন্তি রোমকূপাণি তস্য গাত্রস্য দেহিনঃ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৬৮
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং ভজতে পুনঃ
জলপ্রবেশং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
রাহুগ্রস্তো যথা সোমো বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
সো লোকমবাপ্নোতি সে মেন সহ মোদতে ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ॥ ৭১
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ঋষিগন্ধর্বসেবিতঃ ।
পরিভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র সমৃদ্ধে জায়তে কুলে ॥ ৭২
অধঃশিরাস্তু যো জ্বালামূর্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ ।
শতং বর্ষসহস্রাণি স্ব লোকে মহীয়তে ॥ ৭৩
পরিভ্রষ্টস্তু রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রী ভবেন্নরঃ ।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান ভোগাংস্তত্তীর্থং ভজতে নরঃ
যস্তু দেহং কিকর্ত্তিত্বা শকুনিভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।
বিহগৈরুপভুক্তস্য শৃণু তস্যাপি যৎফলম্ ॥ ৭৫
শতং বর্ষসহস্রাণাং সোমলোকে মহীয়তে ।

তীর্থ আছে, সেখানে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বকাম লাভ করা যায়। গো, ভূমি ও হিরণ্য দানে যে ফল পাওয়া যায়, নর সেখানে সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। আবার জন্মান্তরেও সেই তীর্থকেই স্মরণ করে। অকাম বা সকাম যে ভাবেই হউক, যে জন গঙ্গায় বিপন্ন হয়, সে মরণান্তে স্বর্গে গমন করে, নরক দর্শন করে না। সে সুপ্ত হইলে অপ্সরোগণের সঙ্গীতে প্রতিবোধিত হয়, হংস-সারসযুক্ত বিমানে বিহার করে। রাজেন্দ্র! সে ষট্-সহস্র বর্ষ বিবিধ সুখ ভোগ করে। পরে কর্ম্মক্ষয়ান্তে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। দ্যুলোকচ্যুত সে ব্যক্তি সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্য মহাকুলে জন্মে। ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত তীর্থ মাঘমাসে গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে তাহায় মিলিত হয়। শত-সহস্র গো দানের যে ফল, প্রয়াগে মাঘ মাসে তিন দিন স্নান করিলেই সেই ফল লাভ হয়। যদি কেহ গঙ্গা-যমুনার মধ্যে পঞ্চাগ্নি সাধন করে, তবে সে অঙ্গহীন বা রোগী হইলেও অহীনাঙ্গ, নীরোগ, পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিত হয়। দেহীর গাত্রে যতগুলি লোম, তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। পরে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের পতি হয়। সে বিপুল ভোগ সকল উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ ভজনা করে। ৫৯—৬৯। সেই লোকবিশ্রুত সঙ্গমে যে মানব জল-প্রবেশ করে, সে সোম যেমন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হন, তদ্রূপ সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয় এবং সোমলোক প্রাপ্ত হইয়া সোম সহ মুদিত হয়। সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বর্ষ ঋষিগন্ধর্ব্বগণে সেবিত হয়। পরে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সমৃদ্ধ কুলে জন্ম লাভ করে। যে নরঃ অধঃশিরা ঊর্দ্ধপাদ হইয়া নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া সেই অগ্নিশিখা পান করে, সে শতসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। রাজেন্দ্র! সেই নর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রী হইয়া জন্মে; বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ ভজনা করে। যে মানব তথায় দেহ কর্ত্তনপূর্ব্বক শকুনিগণকে প্রদান করে, বিহগে উপভুক্ত সেই মানবের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
গুণবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্বান্ সুপ্রিয়দেহবান।
ভুক্ত্বা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তত্তীর্থং ভজতে পুনঃ
যামুনে চোত্তরে কূলে প্রয়াগস্য তু দক্ষিণে।
ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থং তৎপরমং স্মৃতম্ ॥ ৭
একরাত্রোষিতো ভূত্বা ঋণৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে
সূর্য্যলোকমবাপ্নোতি অনৃণী চ সদা ভবেৎ ॥১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে প্রয়াগমাহাত্ম্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা প্রয়াগস্য যত্ত্বয়া কীর্ত্তনং কৃতম্।
বিশুদ্ধমেতদহৃদয়ং প্রয়াগস্য তু কীর্ত্তনাৎ ॥ ১
অনাশকফলং ব্রূহি ভগবংস্তত্র কীদৃশম্ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগে তু অনাশকফলং বিভো।
প্রাপ্নোতি পুরুষো ধীমান্ শ্রদ্দধানশ্চ যাদৃশম্
অহীনাঙ্গো বিরোগশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিতঃ।
অশ্বমেধফলং তস্য গচ্ছতস্তু পদে পদে ॥ ৩
কুলানি তারয়েদ্রাজন দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গচ্ছেত পরমং পদম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহাভাগোঽসি ধর্ম্মজ্ঞ দানং বদসি মে প্রভো।
অল্পেনৈব প্রদানেন বহুন্ ধর্ম্মানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫
অশ্বমেধস্তু বহুভিঃ সুকৃতৈঃ প্রাপ্যতে ইহ।
এতং মে সংশয়ং ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি মে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাবীর যদুক্তং পদ্মযোনিনা।
ঋষীণাং সন্নিধৌ পূর্ব্বং কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্য তু মণ্ডলম্।
সম্প্রবিষ্টস্য তস্যমাবশ্বমেধঃ পদে পদে ॥ ৮

কর। সে শতসহস্র বর্ষ সোমলোকে সম্মানিত হয়; তার পর স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধার্ম্মিক গুণবান, রূপসম্পন্ন, বিদ্বান, সুপ্রিয় দেহশালী রাজা হয়। সে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ ভজনা করে। প্রয়াগের দক্ষিণ দিকে যমুনার উত্তর কূলে ঋণপ্রমোচন নামে তীর্থ আছে; উহা পরম তীর্থ বলিয়া স্মৃত। মানব সেখানে একরাত্র বাস করিয়া সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়, সদা অঋণী থাকে এবং অন্তে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। ৭—১৯।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনি এই যে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, ইহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। এক্ষণে সেখানে অনাশক (অনশন) ব্রত করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো রাজন! ধীমান শ্রদ্ধাবান পুরুষ প্রয়াগে অনাশক ব্রত করিলে যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর। সে মানব অহীনাঙ্গ, রোগহীন ও পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিত হয়। ঐ উদ্দেশ্যে গমনকালীন পদে পদে অশ্বমেধের ফল লাভ করে। রাজন্! সে নিজ কুলের পূর্ব্ব দশ পুরুষ এবং পর দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরম পদে গমন করে। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব যাহা অল্পমাত্র প্রদানেই বহু ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন দানের বিষয় কীর্ত্তন করুন। দেখুন, অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু সুকৃতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাদৃশ ফল অল্প কোন কর্ম্ম করিলে পাওয়া যায় কি না, এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাবীর রাজন্! পূর্ব্বকালে পদ্মযোনি ঋষিগণ-সন্নিধানে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা যেমন শুনিয়াছি, বলিতেছি; তুমি তাহা শ্রবণ

ব্যতীতান্ পুরুষান্ সপ্ত ভবিষ্যাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ
এবং জ্ঞাত্বা তু রাজেন্দ্র সদা শ্রদ্ধাপরো ভবেৎ
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ পাপোপহতচেতসঃ।
ন প্রাপ্নুবন্তি তৎস্থানং প্রয়াগং দেবনির্ম্মিতম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্নেহাদ্বা দ্রব্যলোভাদ্বা যে তু কামবশং গতাঃ।
কথং তীর্থফলং তেষাং কথং পুণ্যমবাপ্নুয়ুঃ॥১২
বিক্রয়ং সর্ব্বভাণ্ডানাং কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
প্রয়াগে কা গতিস্তস্য এবং ব্রুহি মহামুনে॥১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাগুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
মাসং বসংস্তু রাজেন্দ্র প্রয়াগে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যথাদিষ্টং স্বয়ম্ভুবা॥ ১৪
শুচিস্তু প্রযতো ভূত্বাহিংসকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো স গচ্ছেৎ পরমং পদম্

বিশ্রম্ভঘাতকানাস্তু প্রয়াগে শৃণু তৎফলম্॥১৬
ত্রিকালমেব স্নায়ীত আহারং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রমূচ্যেত প্রয়াগাত্তু ন সংশয়ঃ॥১
অজ্ঞানেন তু যস্যেহ তীর্থযাত্রাদিকং ভবেৎ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্তু স্বর্গলোকে মহীয়তে।
স্থানং স লভতে নিত্যং ধনধান্যসমাকুলম্॥ ১
এবং জ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ সদা ভবতি ভোগবান্।
তারিতাঃ পিতরস্তেন নরকাৎ প্রপিতামহাঃ॥
ধর্ম্মানুসারি তত্ত্বজ্ঞ পৃচ্ছতস্তে পুনঃপুনঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং সমাখ্যাতং গুহ্যমেতৎসনাতনম্॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং কুলম্
প্রীতোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি দর্শনাদেব
তেহদ্য বৈ॥ ২১
ত্বদ্দর্শনাত্তু ধর্ম্মাত্মন্মুক্তোহহং সর্ব্বপাতকৈঃ॥২২

করে। প্রয়াগের মণ্ডল পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ, ঐ ভূমিতে প্রবিষ্ট মানবের পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। যে নর সেখানে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে অতীত সপ্ত পুরুষ ও ভবিষ্য চতুর্দ্দশ পুরুষ, সমস্ত ত্রাণ করে। রাজেন্দ্র! ঐ প্রয়াগের এইরূপ মাহাত্ম্য জানিয়া সদা শ্রদ্ধাবান হইবে। পাপোপহত-চিত্ত অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ সেই দেবনির্ম্মিত প্রয়াগধাম প্রাপ্ত হয় না। ১—১১। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্নেহ, দ্রব্যলাভ-লোভ বা কাম-বশত যাহারা তীর্থে গমন করে, তাহাদিগের তীর্থফল কিরূপ? তাহারা কিরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হয়? যাহারা কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানরহিত এবং সর্ব্ববিধ দ্রব্য বিক্রয় করে, প্রয়াগে তাহাদিগের কিরূপ গতি হয়? মহামুনে! আপনি তাহা বলুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্! সর্ব্বপাপপ্রণাশন এই মহা গোপ্য বিষয় তুমি শ্রবণ কর। রাজেন্দ্র! প্রয়াগ ধামে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া একমাস বাস করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এরূপ আদেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অহিংসক, শ্রদ্ধাবান্ শুচি ও প্রযত হইয়া তথায় এক মাস বাস করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরমপদ লাভ করে। বিশ্বাসঘাতক-দিগের প্রয়াগ ধামে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। তাহারা তথায় যাইয়া ত্রিকালে স্নান করিবে। ভিক্ষালব্ধ আহার করিবে। এইরূপে তিনমাস বাস করিলেই প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। যদি কেহ অজ্ঞান বশত ঐ তীর্থে যাত্রা করে, সে সর্ব্বকামে সমৃদ্ধ স্বর্গলোকে গমন করে, সে নিত্য ধন-ধান্যসমাকুল স্থান লাভ করে, আর পূর্ণজ্ঞানী ও সদাভোগবান্ হয়। তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ (পিতা পিতামহ প্রপিতামহাদি, এবং প্রপিতামহগণ (প্রপিতামহের ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদিগের বংশ) নরক হইতে তারিত হন। হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি পুনঃ-পুন এই ধর্ম্মানুসারী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ বলিয়া আমি এই সনাতন গোপ্য বিষয় তোমার প্রিয় কামনায় সমাখ্যাত করিলাম। ১২—২০। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আজি আমার জন্ম সফল, আজি আমার কুল সফল; অদ্য আপনার দর্শন মাত্রেই প্রীত

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
দিষ্ট্যা তে সকলং জন্ম দিষ্ট্যা তে তারিতং কুলম্।
কীর্ত্তনাদ্বর্দ্ধতে পুণ্যং শ্রুতং পাপপ্রণাশনম্॥ ২৩
যুধিষ্ঠির উবাচ।
যমুনায়াস্তু কিং পুণ্যং কিং ফলন্তু মহামুনে।
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥ ২৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সমাগতা মহাভাগা যমুনা যত্র নিম্নগা॥ ২৫
যেনৈব নিঃসৃতা গঙ্গা তেনৈব যমুনাগতা।
যোজনানাং সহস্রেষু কীর্ত্তনাৎপাপনাশিনী॥২৬
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
কীর্ত্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি॥ ২৭
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র স যাতি পরমাং গতিম্॥
অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং যমুনাদক্ষিণে তটে।
পশ্চিমে ধর্ম্মরাজস্য তীর্থং হরবরং স্মৃতম্॥ ২৯
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ
এবং তীর্থসহস্রাণি যমুনাদক্ষিণে তটে॥ ৩০
উত্তরেণ প্রবক্ষ্যামি আদিত্যস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থন্তু বিজয়ং নাম যত্র দেবাঃ সবাসবাঃ
উপাসতে স্ম সান্ধ্যন্তু নিত্যকালং যুধিষ্ঠির॥৩১
দেবাঃ সেবন্তি তত্তীর্থং যে চান্যে বিদুষো জনাঃ
শ্রদ্ধাদানপরো ভূত্বা কুরু তীর্থাভিষেচনম্॥ ৩২
অন্যে চ বহবস্তীর্থাঃ সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
তেষু স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ
গঙ্গা চ যমুনা চৈব উভে তুল্যফলে স্মৃতে।
কেবলং শ্রেষ্ঠভাবেন গঙ্গা সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥ ৩৪
এবং কুরুষ কৌন্তেয় সর্ব্বতীর্থাভিষেচনম্।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ৩৫

ও অনুগৃহীত হইয়াছি। হে ধর্ম্মাত্মন! আপনার দর্শনে আমি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বাস্তবিকই তোমার জন্ম সকল, বাস্তবিকই তোমার কুল তারিত হইল। প্রয়াগমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পুণ্য বর্দ্ধিত হয়, শ্রবণে পাপ প্রনষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামুনে! যমুনায় কি পুণ্য? তথায় কি ফল পাওয়া যায়? আপনি যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট ইহা সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তপনসুতা মহাভাগা দেবী যমুনা নদী এই স্থানেই বিরাজিতা। গঙ্গা যে পথে নিঃসৃতা, যমুনাও সেই পথেই গমন করিয়াছেন। সহস্র যোজন দূরে থাকিয়া কীর্ত্তন করিলেও তিনি পাপ নাশ করেন। যুধিষ্ঠির! সেখানে স্নান করিয়া, সেই জল পান করিয়া, তাহার কীর্ত্তন করিয়া, তাহাকে দর্শন করিয়া নর মঙ্গল সকল দর্শন করে। সেই জল অবগাহিত ও পীত হইলে আসপ্তমকুল পবিত্র করে। যে সেখানে প্রাণ ত্যাগ করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে অগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত তীর্থ আছে, আর উহার পশ্চিমদিকে হরবর নামে ধর্ম্মরাজের তীর্থ স্মৃত হয়। সেখানে স্নাত মানবগণ স্বর্গে যায়, যাহারা মৃত হয়, তাহারা আর পুনর্ব্বার জন্মে না। যমুনার দক্ষিণ তটে এইরূপ সহস্র সহস্র তীর্থ আছে। ২১—৩০। উত্তর দিকে যে সকল তীর্থ আছে তাহা বলিতেছি। যুধিষ্ঠির! মহাত্মা আদিত্যের বিরজ নামে তীর্থ আছে, সেখানে সবাসব দেবগণ নিত্যকাল সাংখ্যের (তত্ত্বজ্ঞানের) উপাসনা করেন। দেবগণ এবং অন্যান্য বিদ্বান জনগণ সেই তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। তুমি শ্রদ্ধাদানপরায়ণ হইয়া তীর্থাভিষেচন কর। সর্ব্বপাপহর শুভ আরও বহু বহু তীর্থ আছে, সেই সকলে স্নান করিয়া দ্যুলোকে গমন করা যায়, যাহারা মৃত হয় তাহারা পুনর্জন্মরহিত হইয়া থাকে। গঙ্গা ও যমুনা উভয়েই তুল্যফলা বলিয়া স্মৃতা। তবে সাধারণতঃ কেবল গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ ভাবে সর্ব্বত্র পূজিতা হইয়া থাকেন। কৌন্তেয়! তুমি এইরূপ সর্ব্বতীর্থে অভিষেক কর, উহাতে যাবজ্জীবনকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। যে

যশ্চেদং কল্য উত্থায় পঠতে চ শৃণোতি বা।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥
যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতং মে ব্রহ্মণা প্রোক্তং পুরাণং পুণ্যসম্মিতম্
তীর্থানান্তু সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
সর্ব্বে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ গতিশ্চ পরমা স্মৃতা॥৩৭
পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্যমন্তরিক্ষে চ পুষ্করম্।
প্রয়াগমপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে
সর্ব্বাণি সম্পরিত্যজ্য কথমেকং প্রশংসসি।
অপ্রমাণমিদং প্রোক্তমশ্রদ্ধেয়মনুত্তমম্॥৩৯
গতিঞ্চ পরমাং দিব্যাং ভোগাংশ্চৈব যথে-
প্সিতান্।
কিমর্থমল্পযোগেন বহুধর্ম্মং প্রশংসসি॥৪০
এতং মে সংশয়ং ব্রুহি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্॥৪১
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অশ্রদ্ধেয়ং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি তত্তবেৎ।
নরস্ত শ্রদ্দধানস্ত পাপোপহতচেতসঃ॥৪২
অশ্রদ্দধানো হ্যশুচির্দুর্ম্মতিস্ত্যক্তমঙ্গলঃ।
এতে পাতকিনঃ সর্ব্বে তেনেদং ভাষিতং ময়া
শৃণু প্রয়াগমাহাত্ম্যং যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ যথান্যৎ সম্ভবিষ্যতি॥৪
যথৈবাত্মনয়া দৃষ্টং পুরা রাজন্ যথা শ্রুতম্॥৪
শাস্ত্রং প্রমাণং কৃত্বা তু পূজ্যতে যোগমাত্মনঃ।
ক্লিশ্যতে চাপরস্তত্র নৈব যোগমবাপ্নুয়াৎ॥৪৬
জন্মান্তরসহস্রেভ্যো যোগো লভ্যেত মানবৈঃ
যথা যুগসহস্রেণ যোগো লভ্যেত মানবৈঃ॥৪৭
যস্তু সর্ব্বাণি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
তেন দানেন দত্তেন যোগো লভ্যেত মানবৈঃ
প্রয়াগে তু মৃতস্যেদং সর্ব্বং ভবতি নান্যথা।
প্রধানহেতুং বক্ষ্যামি শ্রদ্দধৎস্ব চ ভারত॥৪৯
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বত্রৈব তু দৃশ্যতে।

মানব প্রত্যূষ সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই তীর্থমাহাত্ম্য পাঠ করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রোক্ত পুণ্য-সমন্বিত পুরাণ শুনিলাম; শত সহস্র নিযুত তীর্থও শুনিলাম; এ সকলই পুণ্য, পবিত্র এবং পরম-গতিপ্রদ বলিয়া স্মৃত হয়। নৈমিষ তীর্থ পৃথিবীতে পুণ্য, পুষ্কর তীর্থ অন্ত-রীক্ষেও পূণ্য, আর প্রয়াগও তদ্রূপ লোক সকলের পুণ্যজনক; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুরু-ক্ষেত্রই বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত; কিন্তু আপনি এই সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রয়াগ তীর্থকেই প্রশংসা করিতেছেন কেন? আপনার এ সকল বাক্য অপ্রমাণ, নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। পরম-দিব্য-গতিপ্রাপক ও যথে-প্সিত ভোগজনক অন্য সকল তীর্থ থাকিলেও কি নিমিত্ত আপনি ঐ অল্পগুণযুক্ত তীর্থকে বহুধর্ম্মপ্রদ বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন? এ বিষয়ে আমার সংশয় ঘটিয়াছে; অতএব আপনি যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত ভাবে ইহা বলুন। ৩১—৪১। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অশ্রদ্ধেয় বলা উচিত নহে, পাপরহিতচেতা শ্রদ্ধালু নরগণের ইহা প্রত্যক্ষ হয়; অশ্রদ্ধালু অশুচি দুর্ম্মতি ও দুরাচার—ইহারা সকলেই পাতকী। সেই জন্যই আমি এইরূপ বলি-য়াছি। রাজন্! তুমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যাহা যাহা ঘটিয়াছে বা যাহা যাহা ঘটিতে পারে সেই সকল যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত ভাবে শ্রবণ কর। পুরাকালে আমি যেমন দেখি-য়াছি আর শুনিয়াছি, তাহাই তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। জনগণ শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে আত্মযোগেরই প্রশংসা করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার সেই যোগানু-ষ্ঠানে বহু ক্লেশও করিয়া থাকে; কিন্তু যোগ প্রাপ্ত হয় না। মানবগণ জন্মা-ন্তরসহস্রে যোগ লাভ করিতে পারে; আর সহস্র যুগ সাধনা করিলেও যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ সর্ব্ববিধ রত্ন ব্রাহ্মণগণে বিতরণ করে, তবে সেই মানব যোগ লাভ করিতে পারে; কিন্তু প্রয়াগে মৃত ব্যক্তির এই সকলই হয়। ভারত! শ্রদ্ধালু জন-গণের নিকটে ইহাই প্রয়াগের প্রাধান্যের হেতু বলা যায়। এক ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বদা

এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূজ্যতে।
এবং সর্ব্বেষু লোকেষু প্রয়াগঃ পূজ্যতে বুধৈঃ।
পূজ্যতে তীর্থরাজশ্চ সত্যমেতদ্যুধিষ্ঠির।
ব্রহ্মাপি স্মরতে নিত্যং প্রয়াগং তীর্থমুত্তমম্ ॥৫১
তীর্থরাজমনুপ্রাপ্য নৈবান্যৎ কিঞ্চিদচ্ছতি।
কো হি দেবত্বমাসাদ্য মানুষত্বং চিকীর্ষতি ॥৫২
অনেনৈবানুমানেন ত্বং জ্ঞাস্যসি যুধিষ্ঠির।
যথা পুণ্যমপুণ্যং বা তথৈব কথিতং ময়া ॥ ৫৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতং ত্বয়া প্রোক্তং বিস্মিতোঽহং পুনঃপুনঃ
কথং যোগেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্বর্গলোকস্ত কর্ম্মণা
তদা চ লভতে ভোগান্ গাশ্চ তৎকর্ম্মণা ফলম্
তানি কর্ম্মাণি পৃচ্ছামি পুনর্যৈঃ প্রাপ্যতে মহী

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্মহাবাহো যথোক্তকর্ম্মণা মহী।
গামগ্নিং ব্রাহ্মণং শাস্ত্রং কাঞ্চনং সলিলং স্ত্রিয়ঃ
মাতরং পিতরঞ্চৈব যো নিন্দতি নরাধিপ।
নৈতেষামূর্দ্ধগমনমেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৫৭
এবং যোগস্ত সম্প্রাপ্তিঃ স্থানং পরমদুর্লভম্।
গচ্ছন্তি নরকং ঘোরং যে নরাঃ পাপকারিণঃ ॥
হস্ত্যশ্বং গামনড্বাহং মণিমুক্তাদিকাঞ্চনম্।
পরোক্ষং হরতে যস্তু পশ্চাদ্দানং প্রযচ্ছতি ॥৫৯
ন তে গচ্ছন্তি বৈ স্বর্গং দাতারো যত্র ভোগিনঃ।
অনেন কর্ম্মণা যুক্তাঃ পচ্যন্তে নরকেঽধমাঃ ॥৬০
এবং যোগশ্চ ধর্ম্মশ্চ দাতারশ্চ যুধিষ্ঠির।
যথা সত্যমসত্যং বা অস্তি নাস্তীতি যৎফলম্।
নিরুক্তস্তু প্রবক্ষ্যামি যথায়ং স্বয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে প্রয়াগমাহাত্ম্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন, এবং সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন, এই প্রকার প্রয়াগও সর্ব্বলোকে বুধগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। যুধিষ্ঠির! কেবলমাত্র যে এইরূপ পূজিত হয়, তাহা নহে; প্রয়াগই তীর্থরাজ। ইহা আমি সত্য বলিতেছি। ব্রহ্মাও নিত্য ঐ উত্তম প্রয়াগ তীর্থ স্মরণ করেন। ঐ তীর্থরাজকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই অন্য কিছুর ইচ্ছা করেন না। দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেইবা মানুষত্ব ইচ্ছা করে? যুধিষ্ঠির! প্রয়াগতীর্থ পুণ্য কি অপুণ্য, আমি যাহা বলিলাম, ইহাতেই তুমি অনুমান করিয়া বুঝিতে পারিবে। ৪২—৫৩। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, আমি শুনিলাম। যোগের দ্বারা যাহা লাভ করিতে পারা যায়, প্রয়াগধামের ফলে তাহাই পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহা শুনিয়া আমি পুনঃপুনঃ বিস্মিত হইতেছি। যাহা হউক, কর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গলোক লাভ হয় না! স্বর্গ লাভ হইলেই তবে ভোগপ্রাপ্তি হয়। সেই কর্ম্মের ফলেই পৃথিবী লাভ হয়। অতএব আমি সেই কর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা দ্বারা পুনরায় পৃথিবী প্রাপ্তি ঘটে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহাবাহো রাজন্; যথোক্ত কর্ম্ম দ্বারাই পৃথিবী, গো, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, কাঞ্চন, সলিল এবং স্ত্রী লাভ হয়। নরাধিপ! যে নরাধমেরা মাতা ও পিতাকে নিন্দা করে, তাহাদিগের ঊর্দ্ধগমন হয় না; প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব যে স্থানে যোগের প্রাপ্তি ঘটে, সে স্থান পরম দুর্লভ। যে সকল নর পাপকারী তাহারাই ঘোর নরকে গমন করে; যাহারা হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ, মণি-মুক্তাদি রত্ন, এবং কাঞ্চন পরোক্ষে হরণ করিয়া পশ্চাৎ উহার আবার দান করে, তাহারা যে স্থানে ভোগী দাতা সকল বিরাজিত সেই স্বর্গে গমন করিতে পারে না। সেই অধম জনগণ ঐ কর্ম্মে যুক্ত হইয়া নরকে পচ্যমান হয়। যুধিষ্ঠির! এই আমি যোগ, ধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, দাতা, আস্তিক, নাস্তিক সকলেরই ফল নির্ণয় করিয়া বলিলাম। ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে মানব স্বয়ংই অনুরূপ ফল পাইবে। ৫২—৬১।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রয়াগস্য মাহাত্ম্যং পুনরেব তু।
নৈমিষং পুষ্করঞ্চৈব গোতীর্থং সিন্ধুসাগরম্ ॥ ১
কুরুক্ষেত্রং গয়া চৈব গঙ্গাসাগরমেব চ।
এতে চান্যে চ বহবো যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ॥ ২
দশ তীর্থসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যস্তথা পরে।
প্রয়াগে সংস্থিতা নিত্যমেবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩
ত্রীণি বাপ্যগ্নিকুণ্ডানি যেষাং মধ্যে তু জাহ্নবী
প্রয়াগাদভিনিষ্ক্রান্তা সর্ব্বতীর্থপুরস্কৃতা ॥ ৪
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
যমুনা গঙ্গয়া সার্দ্ধং সংস্থিতা লোকভাবনী ॥ ৫
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্
প্রয়াগং রাজশার্দ্দূল কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৬
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তৎসর্ব্বং জাহ্নবী স্মৃতা ॥
প্রয়াগং সমধিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরাবুভৌ
ভোগবত্যথ যা চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ ॥ ৮
তত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মূর্ত্তিমন্তো যুধিষ্ঠির।
প্রয়জন্তি প্রয়াগং তে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৯
যজন্তে ক্রতুভির্দেবাস্তথা বহুধনা নৃপাঃ।
ততঃ পুণ্যতমো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
প্রভাবাৎ সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ প্রভবত্যধিকং বিভো
দশ তীর্থসহস্রাণি তিস্রঃ কোট্যস্তথা পরাঃ ॥১১
যত্র গঙ্গা মহাভাগা স দেশস্তত্তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রন্তু তজ্জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ॥
ইতি সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধুনামাত্মজস্য বা।
সুহৃদাঞ্চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য বা ॥১৩
ইদং ধন্যমিদং স্বর্গ্যমিদং সেব্যমিদং সুখম্।
ইদং পুণ্যমিদং রম্যং পাবনং ধর্ম্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৪
মহর্ষীণামিদং গুহ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
অধীত্য দ্বিজোঽধ্যয়নং নির্ম্মলত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্! পুনরায় প্রয়াগের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। নৈমিষ, পুষ্কর, গোতীর্থ, সিন্ধুসাগর, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গাসাগর এই সকল এবং আরও বহু বহু তীর্থ এবং যে সকল পুণ্য পর্ব্বতাদি ত্রিশকোটি দশসহস্র তীর্থ আছে, সকলেই প্রয়াগে নিত্য অবস্থিত। মনীষিগণ এইরূপ বলেন। সর্ব্বতীর্থপুরস্কৃতা জাহ্নবী নিষ্ক্রান্তা হইয়া তিনটী অগ্নিকুণ্ড ও তিনটী সরোবরের মধ্য দিয়া প্রয়াগে প্রবাহিতা হইয়াছেন; ত্রিলোকে বিশ্রুতা লোকভাবিনী তপনসুতা দেবী যমুনা গঙ্গার সহিত একত্রিত হইয়া সেই প্রয়াগে অবস্থিত আছেন; সেই প্রয়াগ তীর্থ—গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগ, পৃথিবীর জঘন বলিয়া স্মৃত হয়। অন্য তীর্থ সকল তাহার ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে। বায়ু বলিয়াছেন,—দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরীক্ষ লোকে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে, তাহারা সমস্তই জাহ্নবীতে অবস্থিত। প্রয়াগ তীর্থেই ভোগবতী নামে যে স্থান, উহা কম্বল-অশ্বতর নাগদ্বয়ের অধিষ্ঠান; ঐ স্থানই প্রজাপতির বেদি। যুধিষ্ঠির! ঐ স্থানে মূর্ত্তিমন্ত দেবগণ ও যজ্ঞ সকল এবং তপোধন ঋষিগণ সকলেই সেই প্রয়াগের পূজা করিয়া থাকেন। সেখানে দেবগণ ও বহুধন জনগণ বিবিধ ক্রতু অনুষ্ঠান করেন। ভারত! তিন লোকে ইহা অপেক্ষা আর পুণ্যতম স্থান নাই। ১—১০। বিভো! যে তিনকোটি দশসহস্র তীর্থ আছে, প্রয়াগ তীর্থ ঐ সমস্ত হইতে প্রভাবে অধিক। যেখানে গঙ্গা আছেন, তাহাই দেশ,—তাহাই তপোবন; বস্তুতঃ গঙ্গাতীরসমাশ্রিত দেশকে সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। এই সত্য সিদ্ধান্ত দ্বিজ, সাধু, আত্মজ, সুহৃৎ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তির কর্ণে জপ করিবে। ইহা ধন্য, ইহা স্বর্গ্য, ইহা সেব্য, ইহা সুখজনক, ইহা পুণ্য, ইহা রম্য এবং ইহাই উত্তম পবিত্র ধর্ম্ম। মহর্ষিগণেরও গোপ্য, সর্ব্বপাপপ্রণাশন

যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থং পুণ্যং সদা শুচিঃ।
জাতিস্মরত্বং লভতে নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৬
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শিষ্টার্থদর্শিভিঃ
স্নাহি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্ভব। ১৭
ত্বয়া তু সম্যক্‌পৃষ্টেন কথিতন্তু ময়া বিভো।
পিতরস্তারিতাঃ সর্ব্বে তারিতাশ্চ পিতামহাঃ ॥
প্রয়াগস্য তু সর্ব্বে তে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্
এবং জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ তীর্থঞ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ১৯
বহুক্লেশেন যুজ্যন্তে ততো যান্তি পরাং গতিম্
প্রয়াগস্মরণাল্লোকঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথা সর্ব্বা ত্বিয়ং প্রোক্তা প্রয়াগস্য মহামুনে।
এবং যে সর্ব্বমাখ্যাহি যথা হি মম তারয়েৎ ॥২১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি প্রোক্তং সর্ব্বমিদং জগৎ
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানো দেবতা প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২২
ব্রহ্মা সৃজতি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
তান্যেতানি পরো লোকে বিষ্ণুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥ ২৩
কল্পান্তে তৎসমগ্রং হি রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ।
ন দদাতি চ নাদত্তে ন কদাচিচ্ছিনত্তি।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৪
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানাদিদানীং ব্রহ্ম তিষ্ঠতি।
মহেশ্বরো বটো ভূত্বা তিষ্ঠতে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
রক্ষন্তি পরমং নিত্যং পাপকর্ম্মপরায়ণান্ ॥ ২৬
যে তু চান্যে চ তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপ্যাহ মে যথাতত্ত্বং যথৈষা তিষ্ঠতে জগৎ।
কেন বা কারণেনৈব তিষ্ঠন্তি লোকসত্তমাঃ ॥২৮

এই বিবরণ দ্বিজ নিত্য অধ্যয়ন করিলে নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়। আর যে নিত্য সদা শুচি হইয়া এই পুণ্য তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করে, সে জাতিস্মরত্ব লাভ করে, এবং নাকপৃষ্ঠে মুদিত হয়। শিষ্টার্থদর্শী সজ্জনগণই সেই সকল তীর্থ পাইয়া থাকেন। হে কৌরব্য! তুমি তীর্থ সকলে স্নান কর, বক্রমতি হইও না। বিভো! তুমি সম্যক্ প্রশ্ন করায় আমি কহিলাম। তোমার পিতৃগণ ও পিতামহগণ তারিত হইলেন। যুধিষ্ঠির! জ্ঞান, যোগ ও তীর্থ সকল ইহারা প্রয়াগের ষোড়শী কলারও তুল্য নহে। জনগণ ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমতঃ বহু ক্লেশে যুক্ত হয়, পরে পরা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রয়াগের স্মরণ করিলেই লোক স্বর্গলোকে গমন করে। ১১—২০। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামুনে! প্রয়াগের সকল কথা ইত এই বলিলেন; এক্ষণে আমি যাহাতে ত্রাণ পাইতে পারি, এমন সকল উপদেশ করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্! আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই সমগ্র জগতের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান এই তিন দেবতা প্রভু (সর্ব্বকর্তৃত্বসম্পন্ন) এবং অব্যয় (ক্ষয়রহিত)। ব্রহ্মা জগতে স্থাবর ও জঙ্গম ভূতনিচয় সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সেই সকল সৃষ্ট পদার্থ পালন করেন, আর রুদ্র কল্পান্তকালে সেই সমস্ত জগৎই সংহার করেন। সর্ব্বভূত সম্বন্ধেই ঈশ্বর কিছু দানও করেন না, গ্রহণও করেন না, কিছু বিনাশও করেন না। যে জন ইহা দেখে, সে-ই প্রকৃত দেখিতে পায়। ব্রহ্ম অধুনা প্রতিষ্ঠানের উত্তর দিকে থাকেন। সেই পরমেশ্বর মহেশ্বর বটবৃক্ষ হইয়া আছেন। এই জন্যই সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পরমর্ষিগণ সহ দেবগণ সেই পরম স্থানে থাকিয়া নিত্য পাপকর্ম্মরত জনগণকে পরিত্রাণ করেন। এতদ্ভিন্ন অন্য আর যাহারা সেখানে বাস করে, তাহারাও পরমগতি প্রাপ্ত হয়। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন, তদ্রূপই বলিলেন; কিন্তু সেই লোকসত্তমগণ কি কারণে ওখানে থাকেন? ইহা আপনি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রয়াগে নিবসন্ত্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
কারণন্তু প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং যুধিষ্ঠির ॥ ২৯
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্য তু মণ্ডলম্।
তিষ্ঠন্তি রক্ষণার্থায় পাপকর্মনিবারণাঃ ॥ ৩০
তস্মিংস্তু স্বল্পকং পাপং নরকে পাতয়িষ্যতি ॥৩১
এবং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ প্রয়াগে স মহেশ্বরঃ।
সপ্ত দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাশ্চ মহীতলে ॥ ৩২
ম্রিয়মাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
যে চান্যে বহবঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩
পৃথিবীস্থানমারভ্য নির্ম্মিতং দৈবতৈস্ত্রিভিঃ।
প্রজাপতেরিদং ক্ষেত্রং প্রয়াগমিতি বিশ্রুতম্ ॥
এতৎপুণ্যং পবিত্রঞ্চ প্রয়াগন্তু যুধিষ্ঠির
স্বরাজ্যং কুরু রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ভব ॥

সূত উবাচ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতাঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্ম্মনিশ্চয়াঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য গুরুদেবাংস্তর্পয়ন্ ॥ ৩৮
বাসুদেবোঽপি তত্রৈব ক্ষণেনাভ্যাগতস্তদা।
পাণ্ডবৈঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজ্যমানঃ স মাধবঃ।
কৃষ্ণেন সহিতৈঃ সর্ব্বৈঃ পুনরেব মহাত্মভিঃ।
অভিষিক্তঃ স্বরাজ্যে তু ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৯
এতস্মিন্নন্তরে চৈব মার্কণ্ডেয়ো মহাত্মবান্।
ততঃ স্বস্তীতি চোক্তা বৈ ক্ষণাদাশ্রমমাগতঃ ॥
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তু সঃ
মহাদানং দদৌ চাথ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪০
যস্ত্বিদং কল্যমুত্থায় পঠতে বা শৃণোতি বা।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি

বাসুদেব উবাচ।
মম বাক্যন্তু কর্ত্তব্যং তব স্নেহাদ্‌ব্রবীম্যহম্।
নিত্যং সংস্মর ত্বং রাজন্ প্রয়াগং বিগতজ্বরঃ ॥
প্রয়াগং সংস্মরন্নিত্যং সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠির।
স্বয়ং প্রাপ্স্যসি রাজেন্দ্র স্বর্গলোকন্তু শাশ্বতম্ ॥

করুন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইঁহারা সকলে, এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রয়াগে বাস করেন। তাহার প্রকৃত কারণ বলিতেছি শুন। প্রয়াগের মণ্ডল পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে পাপ প্রবিষ্ট না হয়, এ জন্য উহার রক্ষার্থ তাঁহারা সকলেই তথায় বাস করেন। সেখানে স্বল্পমাত্র পাপ করিলেও তাহা নরকে পাতিত করে। ২১—৩১। প্রয়াগে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন; আর সপ্তদ্বীপ সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল মহীতলে অবস্থান করত মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। যুধিষ্ঠির! তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ জীব-জন্তু সকলই তথায় রহিয়াছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেবতাত্রয় পৃথিবীতে এই স্থানে প্রয়াগ নামে বিখ্যাত প্রজাপতির ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির! এই প্রয়াগ পুণ্য এবং পবিত্র। রাজেন্দ্র! তুমি নিজ রাজ্য পালন কর। ভ্রাতৃগণ সহ সুখে অবস্থান কর। সূত বলিলেন,—তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে ভ্রাতৃগণ সহ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া গুরু ও দেবগণকে তর্পিত করিলেন। সেই সময়ে বাসুদেবও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই মাধব পাণ্ডবগণ সহ অন্যান্য সর্ব্বজন কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইলেন। পরে সেই মহাত্মারা কৃষ্ণের সহিত পুনরায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাত্মা মার্কণ্ডেয় স্বস্তি উচ্চারণান্তে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষণমাত্রে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ সহ মহাদান সকল দান করিলেন। যে জন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই উপাখ্যান পাঠ করে বা শ্রবণ করে সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। ৩১—৪১। বাসুদেব বলিলেন,—আমার বাক্য পালন করা কর্ত্তব্য; আমি আপনার প্রতি স্নেহবশতই বলি; রাজন্! আপনি বিগতশোক হইয়া নিত্য প্রয়াগের স্মরণ করুন, হে যুধিষ্ঠির! আমাদিগের সহিত নিত্যই প্রয়াগ স্মরণ করুন। তাহাতে

প্রয়াগমনুগচ্ছেদ্বা বসতে বাপি যো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪
প্রতিগ্রহাদুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়তঃ শুচিঃ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪৫
অকোপনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥ ৪৬
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা দেবৈশ্চাপি যথাক্রমম্
ন হি শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে ॥
বহূপকরণো যজ্ঞো নানাসম্ভারবিস্তরঃ।
প্রাপ্যন্তে বিবিধৈরর্থৈঃ সমৃদ্ধৈর্বা নরৈঃ ক্বচিৎ
যো দরিদ্রৈরপি বুধৈঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
যজ্ঞো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তং নিবোধ জনেশ্বর ॥
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥
দশকোটিসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যস্তথা পরে।
মাঘমাসে তু গঙ্গায়াং গমিষ্যন্তি নরর্ষভ ॥ ৫১
স্বস্থো ভব মহারাজ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি রাজেন্দ্র যজমানো বিশেষতঃ ॥৫২
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে প্রয়াগমাহাত্ম্যকথনং
নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ং শাশ্বত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবেন। যে নর প্রয়াগে অনুগমন করে বা বাস করে, সে সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা হইয়া স্বর্গলোকে যায়। যে জন প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সন্তুষ্টচেতা, নিয়ত, শুচি এবং অহঙ্কাররহিত, সে তীর্থফল ভোগ করে। রাজেন্দ্র! যে অকোপন সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত এবং ভূতসমুদায়ে আত্মোপম ব্যবহারী, সে তীর্থফল ভোগ করে। ঋষিগণ ও দেবগণ যথাক্রমে ক্রতু সকল বলিয়াছেন, কিন্তু হে মহীপতে! সেই সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা দরিদ্রজনের সাধ্য নহে। কারণ যজ্ঞ সকল বহু উপকরণ ও নানাসম্ভার-বিস্তর সমন্বিত। সুতরাং বিপুল অর্থব্যয়ে সমৃদ্ধ নরগণ কচিৎ কখন সম্পাদন করিতে পারেন। নরেশ্বর! বুদ্ধিমান্ দরিদ্রগণও যাহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন, অথচ যাহা যজ্ঞফলের তুল্য বলিয়া সম্মত, হে জনেশ্বর! তাহা অবধারণ করুন। ভরতসত্তম! ঋষিদিগের পরম গোপ্য এই পুণ্য তীর্থাভিগমন যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশিষ্ট। নরর্ষভ! দশকোটি সহস্র ও ত্রিশকোটি তীর্থ মাঘ মাসে গঙ্গায় যাইয়া মিলিত হয়। মহারাজ! এক্ষণে সুস্থ হউন, অকণ্টক রাজ্য ভোগ করুন; রাজেন্দ্র! পুনরায় বিশেষত যখন যজ্ঞ করিবেন তখন দেখিতে পাইবেন। ৪২—৫২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।
ভবতা কথিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ পৃষ্টমেব চ।
ইদানীমপি পৃচ্ছাম একং বদ মহামতে ॥ ১
এতেষাং খলু তীর্থানাং সেবনাদ্যৎফলং ভবেৎ
সর্ব্বেষাং কিল কৃত্স্নৈকং কর্ম্ম কেন চ লভ্যতে
এতন্নো ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ কর্ম্মৈবং যদি বর্ত্ততে ॥ ৩
সূত উবাচ।
কর্ম্মযোগঃ কিল প্রোক্তো বর্ণানাং দ্বিজপূর্ব্বশঃ
নানাবিধো মহাভাগাস্তত্র চৈকং বিশিষ্যতে ॥৪
হরিভক্তিঃ কৃতা যেন মনসা বচসা গিরা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামতে! আমরা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সমস্তই বলিয়াছ, ইদানীং একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। এই সকল তীর্থের সেবা করিলে যে ফল হয়, এমন কোন্ একটী কার্য্য আছে, যাহার অনুষ্ঠানে এই সমস্ত ফলই পাওয়া যায়? ধর্ম্মজ্ঞ! যদি এরূপ কোন কর্ম্ম থাকে, তবে তাহা আমাদিগের নিকটে বল। সূত বলিলেন,—মহাভাগ সকল! ব্রাহ্মণাদি ক্রমে সর্ব্ববর্ণেরই নানাবিধ কর্ম্মযোগ প্রোক্ত হইয়াছে; কিন্তু

জিতং তেন জিতং তেন জিতমেব ন সংশয়ঃ ॥
হরিরেব সমারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
হরিনামমহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপপিশাচকঃ ॥ ৬
হরেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা সকৃদপ্যমলাশয়ঃ।
সর্ব্বতীর্থসমাগাহং লভতে যন্ন সংশয়ঃ ॥ ৭
প্রতিমাঞ্চ হরের্দৃষ্ট্বা সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।
বিষ্ণুনাম পরং জপ্ত্বা সর্ব্বমন্ত্রফলং লভেৎ ॥ ৮
বিষ্ণুপ্রসাদতুলসীমাঘ্রায় দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রচণ্ডং বিকরালং তদ্‌যমস্য স্যং ন পশ্যতি ॥৯
সকৃৎপ্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি।
হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০
পুক্কশঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
হরৌ ভক্তিং বিধায়ৈব গর্ভবাসং ন পশ্যতি ॥১২
হরেরগ্রে স্বরৈরুচ্চৈর্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ।
পুনাতি ভুবনং বিপ্রা গঙ্গাদিসলিলং যথা ॥ ১৩
দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তস্য আলাপাদপি ভক্তিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪
হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ।
করতালাদিসন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতম্ ॥ ১৫
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তেনৈব করতালিতম্ ॥১৬
হরিভক্তিকথাযুক্তাখ্যায়িকাং শৃণুয়াচ্চ যঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতো ভবতি মানবঃ ॥ ১৭
কিং পুনস্তস্য পাপানামাশঙ্কা মুনিপুঙ্গবাঃ।
তীর্থানাঞ্চ পরং তীর্থং কৃষ্ণনাম মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮
তীর্থীকুর্ব্বন্তি জগতীং গৃহীতং কৃষ্ণনাম যৈঃ।
তস্মান্মুনিবরাঃ পণ্যং নাতঃ পরতরং বিদুঃ ॥১৯
বিষ্ণুপ্রসাদনির্ম্মাল্যং ভুক্ত্বা ধৃত্বা চ মস্তকে।
বিষ্ণুরেব ভবেন্মর্ত্ত্যো যমশোকবিনাশনঃ ॥২০
অর্চ্চনীয়ো নমস্কার্য্যো হরিরেব ন সংশয়ঃ ॥২১

তন্মধ্যে একটীই বিশিষ্ট। যে জন মন বাক্য ও দেহ দ্বারা হরিভক্তি করে, সে-ই জিতিয়াছে, সেই জিতিয়াছে, সেই জিতিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর হরিই সমারাধ্য। হরিনাম-মহামন্ত্রে পাপ-পিশাচ বিনষ্ট হইয়া যায়। অমলাশয় হরিকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বতীর্থাবগাহনে যে ফল, তাহাই লাভ করে, সংশয় নাই। হরির প্রতিমা দেখিয়া সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়, আর বিষ্ণুনাম জপ করিয়া সর্ব্বমন্ত্র জপের ফল লাভ করিতে পারে। দ্বিজসত্তমগণ। বিষ্ণুপ্রসাদ-তুলসী আঘ্রাণ করিলে যমের সেই প্রচণ্ড করাল বদন দর্শন করিতে হয় না। যে জন কৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণাম করে, সে আর কখনই মাতৃস্তন্য পান করে না। যাহাদিগের মন হরিচরণে বর্ত্তমান তাহাদিগকে নিত্য বার বার নমস্কার। ১—১০। মহাভাগগণ। পুক্কশ শ্বপচ বা অন্য যে সকল ম্লেচ্ছাদি নীচ জাতি, তাহারাও যদি হরিপাদ-সেবক হয়, তবে বন্দনীয়। পুণ্য ব্রাহ্মণগণ কি ভক্ত রাজর্ষিদিগের কথা আর কি বলিব? হরিতে ভক্তি করিলেই সে আর গর্ভবাস দর্শন করে না। বিপ্রগণ। যেজন হরির অগ্রভাগে নৃত্য সহকারে উচ্চস্বরে তদীয় নাম কীর্ত্তন করে, সে গঙ্গাদি তীর্থজলের ন্যায় ভুবন পবিত্র করে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহার দর্শন স্পর্শন এবং আলাপে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। ইহাতে সন্দেহ নাই। যে নর হরিকে প্রদক্ষিণ করত উচ্চ অথচ মনোহর কলশব্দে তদীয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে করতালি প্রদান করে, তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকলই ঐ করতালি দ্বারা উপহসিত হয়। যে জন হরিভক্তি-কথাযুক্তা আখ্যায়িকা শ্রবণ করে, মানব তাহার দর্শন মাত্রেই পূত হয়। মুনিপুঙ্গবগণ। তাহার আর পাপাশঙ্কা কি? মহর্ষিগণ। কৃষ্ণনাম তীর্থ সকলেরও পরম তীর্থ। যে জনগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণনাম গৃহীত হয়, তাঁহারা এই জগতীকে তীর্থভূত করেন, অতএব হে মুনিবরশ্রেষ্ঠগণ। ইহা অপেক্ষা আর পরতর কিছুই নাই, জানিবেন। বিষ্ণুর প্রসাদ

যে হীমং বিষ্ণুমব্যক্তং দেবং বাপি মহেশ্বরম্।
একীভাবেন পশ্যন্তি ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ ॥২২
তস্মাদনাদিনিধনং বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
হরিমেকৈকং প্রপশ্যধ্বং পূজয়ধ্বং তথৈব হি ॥ ২৩
যেঽসমানং প্রপশ্যন্তি হরিং বৈ দেবতান্তরম্।
তে যান্তি নরকান্ ঘোরান্ তাংস্তু গণয়েদ্ধরিঃ
মূর্খং বা পণ্ডিতং বাপি ব্রাহ্মণং কেশবপ্রিয়ম্।
শ্বপাকং বা মোচয়তি নারায়ণঃ স্বয়ম্প্রভুঃ ॥ ২৫
নারায়ণাৎ পরো নাস্তি পাপরাশিদবানলঃ।
কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং কৃষ্ণনাম্না বিমুচ্যতে ॥২৬
স্বয়ং নারায়ণো দেবঃ স্বনাম্নি জগতাং গুরুঃ।
আত্মনোঽভ্যধিকাং শক্তিং স্থাপয়ামাস সুব্রতাঃ ॥ ২৭
অত্র যে বিবদন্তে বা আয়াসলঘুদর্শনাৎ।
ফলানাং গৌরবাচ্চাপি তে যান্তি নরকং বহু ॥

তস্মাদ্ধরৌ ভক্তিমান্ স্যাদ্ধরিনামপরায়ণঃ।
পূজকং পৃষ্ঠতো রক্ষেন্নামিনং রক্ষ্যেস প্রভুঃ ॥
হরিনাম মহাবজ্রং পাপপর্ব্বতদারণম্ ॥ ৩০
তৌ চ পাদৌ তু সফলৌ যৌ তীর্থগতিশালিনৌ।
তাবেব ধন্যাবাখ্যাতৌ যৌ তু পূজাকরৌ করৌ ॥ ৩১
উত্তমাঙ্গমুত্তমাঙ্গং তদ্ধরৌ নম্রমেব যৎ।
সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তন্মনস্তৎপদানুগম্ ॥ ৩২
তানি লোমানি চোচ্যন্তে যানি তন্নাম্নি চোত্থিতম্।
কুর্ব্বন্তি তচ্চ নেত্রাম্বু যদচ্যুতপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩৩
অহো লোকা অতিতরাং দৈবদোষেণ বঞ্চিতা
নামোচ্চারণমাত্রেণ মুক্তিদং ন ভজন্তি বৈ ॥৩৪
বঞ্চিতাস্তে চ কলুষাঃ স্ত্রীণাং সঙ্গপ্রসঙ্গতঃ।
প্রতিষ্ঠন্তি চ লোমানি যেষাং নো কৃষ্ণদর্শনে ॥

নির্ম্মাল্য ভোজন করিয়া ও মস্তকে ধরিয়া মর্ত্ত্য যমশোকবিনাশন বিষ্ণুই হইয়া থাকে। অতএব হরিই অর্চ্চনীয় ও নমস্কার্য্য। ১১—২১। যাহারা এই অব্যক্ত বিষ্ণুকে এবং মহেশ্বরকে একভাবে দর্শন করে, তাহাদিগের আর পুনরুদ্ভব হয় না। অতএব আপনারা সর্ব্বভূতের আত্মরূপী অনাদিনিধন অব্যয় বিষ্ণু হরিকে এক দেখুন এবং তদ্রূপ পূজা করুন। যাহারা হরি ও দেবান্তরকে অসম ভাবে দর্শন করে, তাহারা ঘোর নরকে যায়; হরি তাহাদিগকে গণনা করেন না। কেশবপ্রিয় জনগণ মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, ব্রাহ্মণই হউক আর চণ্ডালই হউক, স্বয়ম্প্রভু নারায়ণ তাহাদিগকে মোচন করেন। নারায়ণ অপেক্ষা পাপরাশির দাবানল তুল্য আর কেহই নাই। ঘোর পাতক করিয়াও কৃষ্ণ নামে বিমুক্ত হইতে পারে। সুব্রতগণ! জগতের গুরু দেব নারায়ণ স্বয়ং স্বীয় নামে স্বকীয় শক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহারা আয়াসের অল্পতা ও ফলের গুরুতা দেখিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বহু বহু নরকে যায়।

এ নিমিত্ত হরির প্রতি ভক্তিমান্ এবং হরিনামপরায়ণ হইবে। প্রভু হরি পূজককে পৃষ্ঠদেশে আর নামকীর্ত্তনকারীকে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করেন। হরিনাম পাপপর্ব্বতবিদারণ মহাবজ্র স্বরূপ। ২২—৩০। সেই পাদযুগলই সফল, যাহা তীর্থে (হরিক্ষেত্রে) গতিশালী। সেই করদ্বয়ই ধন্য বলিয়া আখ্যাত, যাহারা শ্রীহরির পূজা করে। সেই উত্তমাঙ্গই উত্তমাঙ্গ, যাহা হরিসন্নিধানে নম্র হয়। সেই প্রকৃত জিহ্বা, যাহা হরিকে স্তব করে। সেই মনই মন, যে হরিপদানুগ। তাহাদিগকেই লোম বলা যায়, যাহারা হরিনাম শ্রবণে কণ্টকিত হয়। তাহাই নেত্রজল, যাহা অচ্যুত কৃষ্ণের প্রসঙ্গবশত ক্ষরিত হয়। অহো! লোক সকল দৈবদোষে নিতান্তই বঞ্চিত, যেহেতু নামোচ্চারণ মাত্রেই যিনি মুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাকে ভজনা করে না। কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনে যাহাদিগের লোমোদ্গম না হয়, স্ত্রীগণের সঙ্গ-প্রসঙ্গে কলুষিতচেতা সেই সকল ব্যক্তি নিতান্তই বঞ্চিত। যাহারা

তে মর্ত্ত্যা হ্যকৃতাত্মানঃ পুত্রশোকাদিবিহ্বলাঃ।
রুদন্তি বহুলালাপৈর্ন কৃষ্ণাক্ষরকীর্ত্তনে ॥ ৩৬
জিহ্বাং লব্ধ্বাপি লোকেঽস্মিন্ কৃষ্ণনাম জপেন্নহি।
লব্ধ্বাপি মুক্তিসোপানং হেলয়ৈব চ্যবন্তি তে ॥৩৭
তস্মাদ্যত্নেন বৈ বিষ্ণুং কর্ম্মযোগেন মানবঃ।
কর্ম্মযোগার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ প্রসীদত্যেব নান্যথা
তীর্থাদপ্যধিকং তীর্থং বিষ্ণোর্ভজনমুচ্যতে ॥ ৩৯
সর্ব্বেষাং খলু তীর্থানাং স্নানপানাবগাহনৈঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তৎফলং কৃষ্ণসেবনাৎ ॥
যজন্তে কর্ম্মযোগেন ধন্যা এব নরা হরিম্।
তস্মাদ্‌যজধ্বং মুনয়ঃ কৃষ্ণং পরমমঙ্গলম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বিষ্ণুভজনমাহাত্ম্য-
বর্ণনে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

'কৃষ্ণ' এই শব্দাক্ষর কীর্ত্তনকালীন 'অহো! ভগবন্ ত্রাণ কর'; ইত্যাদি ভাবব্যঞ্জক বিবিধ বাক্যোচ্চারণ সহকারে রোদন না করে, পুত্র-দারাদিবিহ্বল সেই মর্ত্ত্যগণ নিতান্তই অকৃতাত্মা। এই লোকে যাহারা জিহ্বা লাভ করিয়াও কৃষ্ণ নাম জপ না করে, তাহারা মুক্তিসোপান পাইয়াও হেলায় পরিত্যাগ করে। অতএব মানব যত্নপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিবে। বিষ্ণু কর্ম্মযোগে অর্চ্চিত হইলেই প্রসন্ন হন; অন্যথা প্রসন্ন হন না। বিষ্ণুর ভজন তীর্থ অপেক্ষাও অধিক তীর্থ বলিয়া উক্ত হয়। সমস্ত তীর্থে স্নানে পানে ও অবগাহনে যে ফল, কৃষ্ণসেবা করিলে মর্ত্ত্য সেই ফলই লাভ করে। ধন্য নরগণই কর্ম্মযোগ দ্বারা হরিকে যজন করেন; অতএব হে মুনিগণ! আপনারা পরম মঙ্গল কৃষ্ণকে যজন করুন। ৩১—৪১।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কর্ম্মযোগঃ কথং সূত যেন চারাধিতো হরিঃ।
প্রসীদতি মহাভাগ বদ নো বদতাং বর ॥ ১
যেনাসৌ ভগবানীশঃ সমারাধ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
তদ্বদাখিললোকানাং রক্ষণং ধর্ম্মসংগ্রহম্ ॥ ২
তং কর্ম্মযোগং বদ নঃ সূত মূর্ত্তিময়ঞ্চ যঃ।
ইতি শুশ্রূষবো বিপ্রা ভবদগ্রে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩

সূত উবাচ।

এবমেব পুরা পৃষ্টো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
ঋষিভিরগ্নিসঙ্কাশৈর্ব্যাসস্তানাহ যচ্ছৃণু ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্ব্বে বক্ষ্যমাণং সনাতনম্।
কর্ম্মযোগং ব্রাহ্মণানামাত্যন্তিকফলপ্রদম্ ॥ ৫
আম্নায়সিদ্ধমখিলং ব্রাহ্মণার্থং প্রদর্শিতম্।
ঋষীণাং শৃণ্বতাং পূর্ব্বং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বক্তৃবর মহাভাগ সূত! যাহা দ্বারা আরাধিত হইলে হরি প্রসন্ন হন, সেই কর্ম্মযোগ কি প্রকার? তাহা আমাদিগকে বল। সেই ঈশ ভগবান্ মুমুক্ষু জনগণের যে বিধানে আরাধনীয়, অখিল লোকের রক্ষণোপায় ধর্ম্মের সার-সংগ্রহস্বরূপ সেই মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বল; এই বিষয় শুনিবার জন্য এই বিপ্রগণ তোমার অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। সূত বলিলেন, পুরাকালে সত্যবতীসুত ব্যাস অগ্নিসকাশ ঋষিগণ: কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্যাস তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্যাস বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সকলে শুনুন; ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত ফলপ্রদ সমস্ত আম্নায়সিদ্ধ এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগ ব্রাহ্মণগণের হিতকামনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাকালে প্রজাপতি মনু ইহা ঋষিগণকে

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্।
সমাহিতধিয়ো যূয়ং শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ৭
কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ।
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ ॥৮
দণ্ডী চ মেখলী সূত্রী কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ।
ভিক্ষাহারো গুরুহিতো বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ ৯
কার্পাসমুপবীতার্থং নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিবৃৎসূত্রং কৌষেয়বস্ত্রমেব বা ॥ ১০
সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ।
অন্যথা যৎকৃতং কর্ম্ম তদ্ভবত্যযথাকৃতম্ ॥ ১১
বসেদবিকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমতীব চোত্তমম্ ॥ ১২
উত্তরন্তু সমাম্নাতং বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
তদভাবে গবয়জং রৌরবং বা বিধীয়তে ॥ ১৩
উদ্ধৃত্য দক্ষিণং বাহুং সব্যবাহৌ সমর্পিতম্।
উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠসজ্জনে ॥ ১৪
সব্যবাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্র্যে কর্ম্মণি যোজয়েৎ
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈব চ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ
উপাসনে গুরূণাঞ্চ সন্ধ্যায়াঃ সাধুসঙ্গমে।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১৭
মৌঞ্জীং ত্রিবৃৎসমাশ্লিষ্টাং কুর্য্যাদ্বিপ্রস্য মেখলাম্
মুঞ্জাভাবে কুশেনাহুগ্রন্থিনৈকেন বা ত্রিভিঃ ॥১৮
ধারয়েদ্বৈণপালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তিকৌ দ্বিজঃ
যজ্ঞীয়বৃক্ষজং বাথ সৌম্যমব্রণমেব চ ॥ ১৯
সায়ং প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাত্ত্যক্তেনাং পতিতো ভবেৎ ॥ ২০

শুনাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। সর্ব্বপাপহর পুণ্য ঋষিসমুদয়-সেবিত সেই কর্ম্মযোগ আমি বলিতে থাকিলে আপনারা সমাহিতমতি হইয়া শ্রবণ করুন। দ্বিজোত্তমগণ গর্ভাষ্টমে বা অষ্টমবর্ষে নিজ বেদোক্ত বিধান অনুসারে কৃতোপনয়ন হইয়া বেদ সকল অধ্যয়ন করিবে। শিষ্য তখন দণ্ড মেখলা যজ্ঞোপবীত ও কৃষ্ণাজিনধারী, ভিক্ষাহারী, গুরুহিতাচারী ও গুরুমুখবীক্ষণকারী হইবে। ব্রাহ্মণদিগের জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা ত্রিগুণিত কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত উপবীত এবং কৌষেয় বসন বিহিত করিয়াছেন।১—১০। দ্বিজ সদা উপবীতধারী ও বদ্ধশিখ হইবে। অন্যথা যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, সমস্তই অযথাকৃত হয় বলিয়া বৃথা হইয়া যায়। অবিকৃত কার্পাস বা কষায় বস্ত্র ব্যবহার করিবে; উহা শুক্লবর্ণ হইলে অতীব উত্তম, আর উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনই শুভকর বলিয়া কথিত হয়। ইহার অভাবে গবয়ের (বনগোরুর) চর্ম্ম বা রৌরব (রুরু নামক মৃগের) চর্ম্ম বিহিত। যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া তন্নিম্নে ঝুলাইয়া দিলে তাহাকে উপবীত বলা যায়। কণ্ঠদেশে ধারণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলের দিকে ঝুলাইয়া দিলে তাহাকে নিবীত বলা যায়। হে দ্বিজগণ! দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাম বাহু উত্তোলন করিয়া তন্নিম্নে ঝুলাইয়া দিলে তাহা প্রাচীনাবীত বলিয়া উক্ত হয়, পিতৃকার্য্যে ঐরূপভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। অগ্নিগৃহে, গো-সমীপে, গোষ্ঠে, হোমে, তর্পণে, স্বাধ্যায়ে ভোজনে, ব্রাহ্মণসান্নিধানে গুরুজনের উপাসনক্ষণে, উভয় সন্ধ্যাকালে এবং সাধু-সঙ্গ সময়ে নিত্য উপবীতী হইবে। ইহাই সনাতন বিধি। বিপ্রের মেখলা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ত্রিগুণিত মুঞ্জ তৃণ দ্বারা রচনা করিবে। মুঞ্জের অভাবে একটী বা তিনটী গ্রন্থি দিয়া কুশ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হয়; ইহা উক্ত হইয়াছে। দ্বিজ বেণু (বাঁশ) বা পলাশ কিম্বা অন্য যজ্ঞীয় বৃক্ষ দ্বারা নির্ম্মিত সুদৃঢ়, ছিদ্রাদি-দোষবিহীন কেশান্ত-ভাগস্পর্শী দণ্ড ধারণ করিবে। দ্বিজ সমাহিত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে; কাম, লোভ, ভয় বা মোহ বশতঃ ইহা না

অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎসন্ধ্যায়ং প্রাতঃ প্রসন্নধীঃ
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্‌ ঋষীন্‌ পিতৃগণাংস্তথা ॥
দেবতাভ্যর্চ্চনং কুর্য্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রৈর্যবাম্বুভিঃ
অভিবাদনশীলঃ স্যান্নিত্যং বৃদ্ধেষু ধর্ম্মতঃ ॥২২
অসাবহং ভো নামেতি সম্যক্‌প্রণতিপূর্ব্বকম্‌।
আয়ুরারোগ্যসিদ্ধ্যর্থং তন্দ্রাদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥২৩
আয়ুষ্মান্‌ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রো-
হভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোহন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ
যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্‌।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥২৫
ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ॥
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা
আদদ্যাদ্ধি যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বম ভবাদয়েৎ

নোদকং ধারয়েদ্ভৈক্ষ্যং পুষ্পাণি সমিধস্তথা ।
এবংবিধানি চান্যানি ন দেবার্থেষু কর্ম্মসু ॥ ২৮
ব্রাহ্মণান্‌ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্‌।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥২৯
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ
মাতুলঃ শ্বশুরশ্চৈব মাতামহপিতামহৌ।
বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংসোহত্র গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥
মাতা মতামহী গুর্ব্বী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরা।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ধাত্রী চ গুরবঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
জ্ঞেয়স্তু গুরুবর্গোহয়ং মাতৃতঃ পিতৃতো দ্বিজাঃ
অনুবর্ত্তনমেতেষাং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ॥ ৩২
গুরূন্‌ দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নৈতৈরুপাবিশেৎসার্দ্ধং বিবদেন্নাত্মকারণাৎ ॥৩
জীবিতার্থমপি দ্বেষাদ্‌গুরুভির্নৈব ভাষণম্‌।
উদ্রিক্তোহপি গুণৈরন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ ॥

করিলে পতিত হয়। ১১—২০। তার পর স্বয়ং প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। স্নানপূর্ব্বক পিতৃ-দেব-ঋষিগণের তর্পণ করিবে, পুষ্প, পত্র, যব ও জল দ্বারা দেবতার্চ্চন করিবে। আয়ু-আরোগ্য সিদ্ধি নিমিত্ত নিত্য বৃদ্ধজনে অভিবাদনশীল হইবে। সম্যক প্রণতিপূর্ব্বক "ওহে আমি অমুক" এই বলিয়া নিজ নাম উচ্চারণ করিবে। বিপ্র অভিবাদন করিলে, তাহাকে "আয়ুষ্মান্‌ ভব সৌম্য" এই কথা বলিয়া তাহার নাম সম্বোধনান্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে, কিন্তু যদি সেই প্রণত ব্যক্তির নামটী অকারান্ত হয়, তবে তাহার পূর্ব্ব বর্ণটী প্লুত স্বরে উচ্চারণ করিবে। যে বিপ্র অভিবাদনের প্রত্যভি-বাদন করে না, শূদ্র যেমন, সে ব্যক্তিও তেমনি; সুতরাং বিদ্বান্‌ ব্যক্তি তাহাকে অভিবাদন করিবে না। বিপর্য্যস্ত হস্তে গুরুজনের পাদগ্রহণ করিবে,—বাম হস্ত দ্বারা বাম পাদ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাদ গ্রহণ করিতে হয়। লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক, যে কোনরূপ জ্ঞানই যাহার নিকট হইতে লাভ করা হয়, তাঁহাকে, প্রথমে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যিনি উদক, ভৈক্ষ্য দ্রব্য, পুষ্প, সমিধ এবং এইরূপ দৈব-কর্ম্মযোগ্য অন্য দ্রব্য সকল ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। সমাগত ব্রাহ্মণকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময় বৈশ্যকে ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিবে। ইহ জগতে উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মহীপতি রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, পিতামহ এবং পিতৃব্য (এই সমস্ত পর্য্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি) ইঁহারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণ হইলে গুরু বলিয়া স্মৃত হন। এইরূপ মাতা, মাতামহী, গুরুপত্নী, পিতা-মাতার সহোদরা, শ্বশ্রূ, পিতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ধাত্রী, এই সকল স্ত্রীগণও গুরু। দ্বিজগণ। মাতৃপক্ষ ও পিতৃপক্ষ ক্রমে এই গুরুবর্গ জানা উচিত। মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিবে। ২১—৩২। গুরুজনকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করত অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। ইঁহাদিগের সঙ্গে একাসনে উপবে-শন করিবে না এবং নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ বিবাদ করিবে না। দ্বেষ বশতঃ বা নিজ জীবিকা

...নামপি সর্ব্বেষাং পঞ্চ পূজ্যা বিশেষতঃ।
...মাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা
যো ভাবয়তি যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৬

আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।
পূজনীয়া বিশেষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা॥৩৭
যাবৎপিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নির্ব্বিকারিণৌ
তাবৎসর্ব্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাত্তৎপরায়ণঃ॥৩৮
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি।
স পুত্রঃ সকলং ধর্ম্মং প্রাপ্নুয়াত্তেন কর্ম্মণা॥ ৩৯
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি ন কথঞ্চন বিদ্যতে
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎকর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥ ৪১
বর্জ্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা।
ধর্ম্মসারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্তফলপ্রদঃ॥ ৪২
সম্যগারাধ্য বক্তারং বিসৃষ্টস্তদনুজ্ঞয়া।
শিষ্যো বিদ্যাফলং ভুঙ্‌ক্তে প্রেত্য চাপদ্যতে দিবি॥ ৪৩
যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূঢ়োঽবমন্যতে।
তেন দোষেণ সংপ্রেত্য নিরয়ং ঘোরমৃচ্ছতি॥
পুংসাং বর্ত্মনি পৃষ্টেন পূজ্যো ভর্ত্তা তু সর্ব্বদা।
অপি মাতরি লোকেঽস্মিন্নুপকারাদ্ধি গৌরবম্
মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎপ্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥ ৪৬
অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ
ভো-ভবৎপূর্ব্বকং ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ॥৪৭
অভিবাদ্যশ্চ পূজ্যশ্চ শিরসা নম্য এব চ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদ্যৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা॥
নাভিবাদ্যশ্চ বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।

...ও গুরুজনের সঙ্গে রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিবে না। অন্যান্য গুণে উদ্রিক্ত হইলেও গুরুদ্বেষী মানব অধঃপতিত হয়। এই সকল গুরুজনের মধ্যেও প্রথমোক্ত পাঁচজন বিশেষরূপে পূজনীয়। তন্মধ্যে আবার আদ্যত্রয় শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যেও মাতা অতীব পূজ্যা। যিনি জন্ম দান করেন, যিনি প্রসব করেন, যিনি বিদ্যা উপদেশ করেন, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পতি, ইঁহারা পাঁচজন প্রধান গুরু বলিয়া স্মৃত হন। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব প্রযত্নে এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও এই পঞ্চ গুরু বিশেষরূপে পূজনীয়। যত কাল পর্য্যন্ত পিতা মাতা নির্ব্বিকার ভাবে বর্ত্তমান আছেন পুত্র তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবাপরায়ণ হইবে। যদি পিতা মাতা পুত্রের গুণে সুপ্রীত থাকেন তবে পুত্র সেই কর্ম্মের ফলে সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। মাতার সম দেবতা নাই, পিতার সম গুরু নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যুপকার কোন রূপেই হইতে পারে না। ৩৩—৪০। কর্ম্ম দ্বারা ও বাক্যে নিত্য তাঁহাদিগের প্রিয় আচরণ করিবে। মুক্তিফল (নিষ্কাম), নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত না হইয়া আচরণ করিবে না। এই ধর্ম্মসার কথিত হইতেছে; ইহা পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ। শিষ্য বক্তা গুরুকে সম্যক আরাধনা করিয়া বিদ্যাফল লাভ করে, এবং পরকালে দ্যুলোকে বাস করে। যে মূঢ় পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমান করে, সে সেই দোষে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে সম্পূজ্যোচিত পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, ভর্ত্তা সর্ব্বদাই পূজ্য, বরং মাতার গৌরব উপকারের জন্য। বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, ঋত্বিক্, ও গুরুজনদিগকে প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক 'আমি অমুক' এই কথা বলিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি কনিষ্ঠও হয়, তথাপি তাহাকে সম্ভ্রমসূচক-পদবিহীন নাম ধরিয়া বলিবে না, উহাদিগকে 'আপনি' 'আপনার' এইরূপ করিয়া সম্ভাষণ করিবে। শ্রীকাম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ সাদরে অভি-বাদ্য, পূজ্য এবং মস্তক দ্বারা প্রণাম্য।

জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ ।৪১ •
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্য্যাদিতি শ্রুতিঃ ।
সবর্ণেন সবর্ণান‍ং কার্য্যমেবাভিবাদনম্ । ৫০
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো
গুরুঃ । ৫১

বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি পঞ্চমম্ ।
মান্যস্থানানি পঞ্চৈতঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরাৎ ।৫২
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি বলবন্তি চ ।
যত্র স্যুঃ সোহত্র মানার্হঃ শূদ্রোহপি দশমীং
গতঃ । ৫৩

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞে বিচক্ষুষে ।
বৃদ্ধায় ভারভগ্নায় রোগিণে দুর্ব্বলায় চ । ৫৪
ভিক্ষামাহৃত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোহন্বহম্
নিবেদ্য গুরবেহশ্নীয়াদাচম্য তস্তদনুজ্ঞয়া । ৫৫

ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষ্যমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্ । [illegible]
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাং
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং ন বিমানয়েৎ
সজাতীয়গৃহেষ্বেব সার্ব্ববর্ণিকমেব চ ।
ভৈক্ষ্যস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জ্জিতম্
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু ।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোহন্বহম্
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু ।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ
সর্ব্বং বা বিচরেদ্গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে ।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশস্ত্বনবলোকয়ন্ । ৬১
সমাহৃত্য তু ভৈক্ষ্যং তদ্যাবদর্থমমায়য়া ।
ভুঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্যতোহনন্যমানসঃ

কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ যদি জ্ঞান-কর্ম্ম গুণোপেত শাস্ত্রজ্ঞও হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কখনই অভিবাদ্য নহে। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই স্বস্তি (আশীর্ব্বাদ) করিবেন; এইরূপই শ্রুতি। সবর্ণ কর্ত্তৃক সবর্ণের অভিবাদন অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, দ্বিজাতিদিগের গুরু; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণই গুরু; স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র পতিই গুরু; অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরু। ৪১—৫১। বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়স, বন্ধু, বিত্ত এই পাঁচটী মান্যস্থান অর্থাৎ ইহা দ্বারাই সম্মান লাভ হয়; কিন্তু এইগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পর পরটী অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের যাহাতে যখন ঐ পাঁচটী প্রচুর ও প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এ জগতে তখন সে-ই মানার্হ। আর শূদ্রও দশমী দশা (বৃদ্ধাবস্থা) প্রাপ্ত হইলে মানার্হ হয়। ব্রাহ্মণকে, স্ত্রীলোককে, রাজাকে অন্ধকে, বৃদ্ধকে, ভারাক্রান্তকে, রোগীকে ও দুর্ব্বলকে পথ ছাড়িয়া দিবে। প্রতিদিবস প্রযতভাবে শিষ্ট জনগণের গৃহ হইতে ভিক্ষা আহরণপূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন করিয়া তদনুজ্ঞাক্রমে

সংযত করত আহার করিবে। ব্রাহ্মণ 'ভবৎ (আপনি)' শব্দটী প্রথমে ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয় 'ভবৎ' শব্দটী মধ্যে ব্যবহার করিয়া আর বৈশ্য, 'ভবৎ' শব্দটী অন্তে ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতা, ভগিনী বা মাতার সহোদরা ভগিনীর নিকট এবং যে রমণী প্রত্যাখ্যান করিয়া বিমানিত করিবে না, তাহার নিকট প্রথম ভিক্ষা করিবে। সর্ব্ব বর্ণসম্বন্ধেই স্বজাতীয়ের গৃহে ভিক্ষা আহরণ বিধি; কিন্তু পতিতাদির গৃহ বর্জ্জন করিবে। এইরূপই বিধি জানিবে। ব্রহ্মচারী প্রযত হইয়া প্রতিদিন যাহারা বেদযজ্ঞে অহীন এবং স্বকীয় বিহিত কর্ম্মে প্রশংসনীয় এমন গৃহসকল হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবে। গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে না; আর জ্ঞাতিকুলে বা বন্ধুকুলেও ভিক্ষা করিবে না। যদি ভিক্ষার্থ অন্য গৃহ না পাওয়া যায়, তবে ঐ সকলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহ পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত গৃহসকলে ভিক্ষালাভ অসম্ভব হইলে, বাক্য সংযম-পূর্ব্বক দিক্ বিলোকন না করিয়া সমস্ত গ্রামেই বিচরণ করিবে। ৫২—৬১। প্রতিদিন অকপটচিত্তে এইরূপে ভিক্ষা করিয়া

ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদো ভবেদ্ব্রতী
ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা ॥ ৬৩
পূজয়েদশনং নিত্যং মদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎপ্রসাদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ ॥
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎপরিবর্জ্জয়েৎ ॥
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখমেব বা।
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ভুঞ্জানোঽভিরুপ-
স্পৃশেৎ।
শুদ্ধদেশে সমাসীনো ভুক্ত্বা চ দ্বিরুপস্পৃশেৎ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে কর্ম্মযোগকথনং
নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

যাহা পাইবে তাহাই আনিয়া প্রথমত সংযত-বাক্ ও অনন্তমানস হইয়া ভোজন করিবে। ব্রতী ভৈক্ষ্য দ্বারাই প্রতিদিন জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; মাত্র একজনের অন্ন খাইয়া থাকিবে না। ব্রতীর ভৈক্ষ্য অবলম্বন করা উপবাস সম বলিয়া স্মৃত আছে। যাহা অশন, তাহাকে নিয়ত পূজা করিবে; মদ বশত ইহার কুৎসা করিবে না। দেখিয়া হৃষ্ট হইবে, প্রসন্ন হইবে; সর্ব্বথা উহার আদর করিবে। অতিভোজন অনারোগ্য, অনায়ুষ্য, অস্বর্গ্য, অপুণ্য এবং লোকের বিদ্বেষের বিষয়; অতএব তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। প্রাঙ্মুখ অথবা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অন্ন ভোজন করিবে। উদঙ্মুখ হইয়া কখন ভোজন করিবে না; ইহাই সনাতন বিধি। ভোজন করিবার প্রাক্কালে পাণিযুগল ও পদদ্বয় জল দ্বারা ধৌত করিবে; শুদ্ধ প্রদেশে সমাসীন হইয়া ভোজনপূর্ব্বক, তৎপরে আবার দুইবার আচমন করিবে। ৬২—৬৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যাবসর্পণে।
খানং বিলোক্য স্পৃষ্ট্বা বা বাসোঽপি পরিধায় চ
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽযুক্তভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাসশ্বাসাগমে তথা ॥ ২
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমাক্রম্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোঽপ্যাচমেৎপুনঃ ॥৩
চণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে।
উচ্ছিষ্টং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভোজ্যঞ্চাপি তথাবিধম্
আচামেদশ্রুপাতে বা লোহিতস্য তথৈব চ ॥ ৫
ভোজনে সন্ধ্যয়োঃ স্নাত্বা পীত্বা মূত্রপুরীষয়োঃ
আগতো বাচমেৎসুপ্ত্বা সকৃৎসকৃদথান্যতঃ ॥ ৬
অগ্নের্গবামথালম্ভে স্পৃষ্ট্বা প্রয়তমেব বা।
স্ত্রীণামথাত্মসংস্পর্শে নীবীং বা পরিধায় চ ॥ ৭

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজোত্তম ব্যক্তি ভোজন পান বা স্নান করিয়া, নিদ্রা যাইয়া, পথ চলিয়া, কুক্কুর দেখিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, রেত-মূত্র-পুরীষাদি পরিত্যাগ করিয়া, নিষিদ্ধ বাক্য (অশ্লীল) উচ্চারণ করিয়া, থুতু ফেলিয়া, অধ্যয়নারম্ভ সময়ে, কাসিয়া বা হাই তুলিয়া, চত্বর বা শ্মশান অতিক্রম করিয়া এবং উভয় সন্ধ্যাকালে, যদি পূর্ব্বে কৃত আমচন দ্বারা পবিত্রও থাকে তথাপি পুনরায় আচমন করিবে। চণ্ডাল ম্লেচ্ছাদি নীচ জন সহ সম্ভাষণ, স্ত্রী শূদ্র ও উচ্ছিষ্ট জন সহ আলাপ, উচ্ছিষ্ট পুরুষ বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্য দর্শন, অশ্রুপাত বা শোণিত পাত করিয়া আমচন করিবে। আর ভোজন, স্নান, পান, মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ ও স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া, নিদ্রা যাইয়া এবং উভয় সন্ধ্যাকালে এক একবার আমচন করিবে। অথবা অগ্নি, গো, তৃণ বা ভূমি (পবিত্র ভূমি) স্পর্শ করিবে। স্ত্রীজন সহ সংস্পর্শ ঘটিলে

উপস্পৃশেজ্জলং বাত্র তৃণং বা ভূমিমেব বা ।
কেশানাক্রাকান্তান: স্পর্শে বাসসঃ স্খলিতস্য চ ॥৮
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তু ধর্ম্মতঃ ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদাসীনঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥৯
শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকেশশিখোঽপি বা
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তো ন শুচির্ভবেৎ ॥
সোপানস্থো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধ
ন চৈব বর্ষধারাভির্ন তিষ্ঠন্নোদ্ধৃতোদকৈঃ ।
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ ॥১১
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ।
ন জল্পন্ হসন প্রেক্ষন্ শয়ানস্তর এব চ ॥ ১২
নাবীক্ষিতাভিঃ ফেনাদ্যৈরুপেতাভিরথাপি বা
শূদ্রাশুচিকরে মুক্তৈর্ন ক্ষারাভিস্তথৈব চ ॥ ১৩
ন চৈবাঙ্গুলিভিঃ শব্দং প্রকুর্য্যান্নান্যমানসঃ ।
ন বর্ণরসদুষ্টাভির্ন চৈব প্রদরোদকৈঃ ।
ন পাণিক্ষুভিতাভির্বা ন বহিঃস্কন্দ এব বা ॥ ১৪
হৃদগাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠ্যাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ
প্রাশিতাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রীশূদ্রৌ
স্পর্শতোঽন্ততঃ ॥ ১৫
অঙ্গুষ্ঠমূলান্তরতো রেখায়াং ব্রাহ্মমুচ্যতে ।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৄণাং তীর্থমুচ্যতে ॥১৬
কনিষ্ঠামূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে ।
অঙ্গুল্যগ্রং স্মৃতং দৈবং তদেবার্ষং প্রকীর্ত্তিতম্
মূলে বা দৈবমার্ষং স্যাদাগ্নেয়ং মধ্যতঃ স্মৃতম্ ।
তদেব সৌমিকং তীর্থমেতজ্জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি ॥
ব্রাহ্মেণৈব তু তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ
কাময়েত্বাথ দৈবেন ন তু পিত্র্যেণ বৈ দ্বিজাঃ ॥১
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মেণ প্রযতস্ততঃ ।
সম্মৃজ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ ।

বা নীল বস্ত্র পরিধান করিলে কিম্বা স্বকীয় স্খলিত কেশ বা পরিত্যক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিলে জল, তৃণ বা ভূমি স্পর্শ করিবে। শৌচেপ্সু ব্যক্তি সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে আসীন হইয়া অনুষ্ণ, ফেন-রহিত এবং যাহা হস্ত হইতে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে না এমন জলে ধর্ম্মানুসারে আচমন করিবে। মস্তক বা কণ্ঠ আবৃত করিয়া কিম্বা মুক্তকচ্ছ বা মুক্তশিখ হইয়া অথবা পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলেও শুচি হইবে না। বুধ ব্যক্তি সোপানস্থ, জলস্থ বা উষ্ণীষধারী হইয়া আচমন করিবে না। বৃষ্টিধারা দ্বারা আচমন করিবে না। দাঁড়াইয়া বা উদ্ধৃত জল দ্বারা কিম্বা এক হস্তার্পিত জলে অথবা যজ্ঞসূত্র ব্যতীত আচমন করিবে না। পাদুকাসনে স্থিত হইয়া, বহির্জানু হইয়া, বাক্য-কথন হাস্য বা (অপ্রয়োজনীয়) দর্শন করিয়া অথবা খট্টাদিতে শয়ান থাকিয়া আচমন করিবে না। ১—১২। যে জল ভালরূপে দেখা হয় নাই, বা যাহাতে ফেনাদি বর্ত্তমান, যাহা শূদ্র বা অশুচি ব্যক্তির করচ্যুত এবং যাহা ক্ষারযুক্ত এমন জলে আচমন করিবে না। আচমন কালে অঙ্গুলি দ্বারা শব্দ করিবে না অন্যমানস হইবে না। যাহা বিবর্ণ ব বিস্বাদ, যাহা হস্ত দ্বারা ক্ষুভিত, যাহা হস্তের বহির্ভাগে ক্ষরিত হইতেছে বা যে জল কর্দ্দ তাহা দ্বারা আচমন করিতে নাই। ব্রাহ্ম হৃদগত জলে পূত হন, আর ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলে, বৈশ্য প্রাশিত (মুখগত) জলে ও শূ. ওষ্ঠস্পর্শী জলে আচমন করিলে শুচি হয়। অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগস্থ রেখা ব্রাহ্ম তীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য ভাগ পিতৃতীর্থ বলিয়া কথিত হয়। আর কনিষ্ঠার মূল অবধি পশ্চাৎ ভাগ প্রাজাপত্য তীর্থ বলিয়া প্রখ্যাত হয়। অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দৈব তীর্থ এবং উহাদিগের মূলভাগ আর্ষ তীর্থ; আর দৈব ও আর্ষ তীর্থের মধ্যভাগ আগ্নেয় তীর্থ বলিয়া স্মৃত আছে। এই তীর্থই সৌমিক তীর্থ; ইহা জানিয় আর মোহবশবর্ত্তী হইতে হয় না। হে দ্বিজগণ! দ্বিজ নিত্য ব্রাহ্ম তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, অথবা দৈব তীর্থ দ্বারাও করিতে পারে, কিন্তু কখনই পৈত্র্য তীর্থ দ্বারা করিবে না। প্রযত ব্যক্তি প্রথমতঃ

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটদ্বয়ম্। ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ।
সর্ব্বাসামথ যোগেন হৃদয়ন্তু তলেন বা। ২২
স্পৃশেত বৈ শিরস্তদ্বদঙ্গুষ্ঠেনাংসকদ্বয়ম্। ২৩
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্‌যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ম্মহেশশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুমঃ। ২৪
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ।
সংস্পৃষ্টয়োর্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ
নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃশেন্নাসাপুটদ্বয়ম্।
কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎ প্রীয়েতে চানিলানলৌ। ২৬
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চাস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
মূর্দ্ধসংস্পর্শনাদেকঃ প্রীতঃ স পুরুষো ভবেৎ।
নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে বক্ত্রে বিপ্রুষোহঙ্গে লগন্তি যাঃ।
দন্তবদ্দন্তলগ্নেষু জিহ্বাস্পর্শশুচির্ভবেৎ। ২৮

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভূমিপাংশুসমা জ্ঞেয়া ন তৈরস্পৃশ্যতা ভবেৎ।
মধুপর্কে চ সোমে চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে।
ফলমূলে চেক্ষুদণ্ডে ন দোষং প্রাহ বৈ মনুঃ।
প্রচরংশ্চান্নপানেষু দ্রব্যহস্তো ভবেন্নরঃ।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্যাভ্যুক্ষয়েত্তু তৎ। ৩১
তৈজসং বৈ সমাদায় যদ্যুচ্ছিষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্যাভ্যুক্ষয়েত্তু তৎ। ৩২
যদ্‌যদ্দ্রব্যং সমাদায় ভবেদুচ্ছেষণান্বিতঃ।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যং ভূমৌ স্বশুচিতামিয়াৎ। ৩৩
বস্ত্রাদিষু বিকল্পঃ স্যাত্তৎসংস্পৃশ্যাচমেদিহ। ৩৪
অরণ্যে তু ব্রজন্ রাত্রৌ চৌরব্যাঘ্রাকুলে পথি
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা দ্রব্যহস্তো ন দুষ্যতি। ৩৫
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অহ্নি কুর্য্যাচ্ছকৃন্মূত্রং রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ।

তিনবার ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা জল পান করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার জল স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিবে, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিয়া কর্ণযুগল স্পর্শ করিবে। তার পর সকল অঙ্গুলি যোগ করিয়া তৎসহ জল দ্বারা হৃদয় ও মস্তক এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনে তিনবার যে জল পান করা হয়, তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রীত হন, এইরূপ শুনিয়াছি। মুখ মার্জ্জন করায় গঙ্গা ও যমুনা প্রীত হন। লোচনদ্বয় স্পর্শ করায় শশী ও ভাস্কর প্রীত হন। নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করায় অশ্বিনীকুমারযুগল প্রীত হন। কর্ণদ্বয় স্পর্শ করায় অনিল ও অনল উভয়ে প্রীত হন। হৃদয় স্পর্শ করায় সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। আর মস্তক স্পর্শ করায় সেই এক পুরুষ পরমেশ্বর প্রীত হন। ১৩—২৭। মুখ প্রক্ষালন ও কথনাদি কালে যে সকল মুখ-বিন্দু সংলগ্ন হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না। দন্তলগ্ন বস্তু দন্তবৎ, উহা জিহ্বাস্পর্শ করিলেও অশুচি হইবে না। অপরকে আচমন করাইবার কালে যে জলবিন্দু পদ স্পর্শ করে, উহা ভূমির ধূলিবৎ জানিবে, উহার দ্বারা অস্পৃশ্যতা ঘটে না। মধুপর্ক, সোম, তাম্বূল, ফল, মূল বা ইক্ষুদণ্ড ভক্ষণে কোন দোষ হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। পরিবেশন সময়ে যেখানে অন্নপান ছড়ান রহিয়াছে, সেখানে যদি দ্রব্য হস্তে গমন করে, তবে সেই দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে, পরে তাহা খাইবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। তৈজস-পাত্রে কোন দ্রব্য লইয়া যদি উচ্ছিষ্ট হয়, তবে সেই পাত্র ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে, পরে সেই দ্রব্য খাইবে। যে যে দ্রব্য লইয়াই উচ্ছিষ্টযুক্ত হইবে, সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিলেই উহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। বস্ত্রাদি উচ্ছিষ্ট বলিয়া সন্দেহ হইলে, তাহা স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে। অরণ্যে বা রাত্রে চলিতে চলিতে অথবা চৌর-ব্যাঘ্রাকুল পথে দ্রব্যহস্তে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দুষ্ট হয় না।

অন্তর্ধায় মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্টতৃণেন বা।
প্রাবৃত্য চ শিরঃ কুর্য্যাদ্বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনম্ ॥ ৩৭
ছায়াকূপনদীগোষ্ঠ-চৈত্যাম্ভঃপথি ভস্মসু।
অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিণ্মূত্রং ন সমাচরেৎ ॥৩৮
ন গোময়ে ন কাষ্ঠে বা মহাবৃক্ষেঽথ শাদ্বলে।
ন তিষ্ঠন্ চ থূৎকুর্ব্বন্ চ পর্ব্বতমস্তকে ॥ ৩৯
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন চ সর্ব্বেষু গর্ত্তেষু প্রগাচ্ছন্ন সমাচরেৎ ॥ ৪০
তুষাঙ্গারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ।
ন ক্ষেত্রে ন বিলে বাপি ন তীর্থে ন চতুষ্পথে
নোদ্যানেঽপাংসমীপে বা নোষরে ন জলাশয়ে
ন সোপানৎপাদুকো বা ছত্রী বা নান্তরিক্ষকে
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেব-দেবালয়য়োরপামপি কদাচন ॥ ৪১
ন জ্যোতীংষি নিরীক্ষন্ বা ন বা প্রতি-
মুখোঽথ বা।

প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ।
আহৃত্য মৃত্তিকাং কূলাল্লেপগন্ধাপকর্ষিণীম্।
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ ॥৪
নাহরেন্মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলাং ন চ কর্দ্দমাম্
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচশিষ্টাং পরস্য চ ॥ ৪
ন দেবায়তনাৎ কূপাদ্গ্রামো ন চ জলাত্তথা।
উপস্পৃশেত্ততো নিত্যং পূর্ব্বোক্তেন বিধানতঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং দণ্ডাদিভির্যুক্তঃ শৌচাচারসমন্বিতঃ।
আহূতোঽধ্যয়নং কুর্য্যাদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্
নিত্যমুদ্যতপাণিঃ স্যাৎসাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥৫০
নীচে শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥৫১
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।

দক্ষিণকর্ণে ব্রহ্মসূত্র স্থাপনপূর্ব্বক দিবা উদঙ্মুখ ও রাত্রে দক্ষিণমুখে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে। কাষ্ঠ লোষ্ট পত্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিআচ্ছাদন করিবে, আর মস্তক আবৃত করিবে, পরে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে। ছায়া কূপ নদী গোষ্ঠ দেবালয় পথ ভস্ম অগ্নি ও শ্মশান এই সকল স্থানে আর মহাকাষ্ঠে বা শাদ্বল ভূমিতে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। দাঁড়াইয়া, থুতু ফেলিতে ফেলিতে, পর্ব্বতমস্তকে, জীর্ণদেবালয়ে বা বল্মীকে কদাচ মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। সর্ব্ববিধ গর্ত্তে এবং যাইতে যাইতেও উহা করিবে না। ৩৮—৪০। তুষ অঙ্গার কপাল (অস্থি বা ভগ্ন মৃৎপাত্র) ক্ষেত্র বিল তীর্থ ও চতুষ্পথ, এই সকল স্থানেও করিবে না। উদ্যানে, জলসন্নিধানে, উষর-ভূমিতে, জলাশয়ে, পাদুকা পরিধান করিয়া, ছত্র ধারণপূর্ব্বক, অন্তরীক্ষে (ঝুলান স্থানে), স্ত্রীলোক গুরু ব্রাহ্মণ গো এই সকলের অভিমুখে, দেবস্থানে, দেবালয়ে বা জলেও কদাচ করিবে না। জ্যোতিঃ পদার্থ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অথবা প্রতিমুখ হইয়া (যে দিকে মুখ রাখা কর্ত্তব্য, সেই দিকে না রাখিয়া) আর সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, ইহাদিগের দিকে মুখ রাখিয়াও করিবে না। কূল হইতে লেপ ও গন্ধ দূর করিতে পারে এমন মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক অতন্দ্রিত হইয়া উদ্ধৃত বিশুদ্ধ জল দ্বারা শৌচ করিবে। বিপ্র পাংশুলা বা কর্দ্দমা মৃত্তিকা আহরণ করিবে না। পথ হইতে বা উষর-ভূমি হইতে লইবে না, আর অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকাও লইবে না। দেবতায়তন কূপ বাড়ী বা জল হইতে মৃত্তিকা লইবে না। তার পর পূর্ব্বোক্ত বিধানে উপস্পর্শ করিবে। ব্যাস বলিলেন,—এইরূপ দণ্ডাদিযুক্ত ও শৌচাচার সমন্বিত থাকিবে; আহূত হইলে অধ্যয়ন করিতে যাইবে। অধ্যয়ন কালে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। নিত্য দণ্ডধারী, সদাচারী, সুসংযত থাকিবে। গুরু 'বৈস' বলিয়া বসিতে বলিলে গুরুর দিকে মুখ রাখিয়া উপবেশন করিবে। শয়ান, আসীন, ভোজন করিতে করিতে কিম্বা পরাঙ্মুখে

ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্ ॥ ৫২
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যংবা ততোঽন্যতঃ
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ
ন চৈবাস্যোত্তরং ব্রূয়াৎস্থিতো নাসীত সন্নিধৌ
উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বৈ সমাচরেৎ ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনঞ্চাস্য চ্ছায়াদীন্ বা কদাচন ॥৫৬
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ লব্ধব্যাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎপ্রিয়হিতে রতঃ ॥
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন ॥ ৫৮

জৃম্ভিতং হসিতঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎসন্নিধৌ নিত্যমঙ্গস্ফোটনমেব চ ॥ ৫৯
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসীতাধো গুরোঃ পার্শ্বে সেবেত সুসমাহিতঃ
আসনে শয়নে যানে নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ধাবন্তমনুধাবেত গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥ ৬১
গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদে তথা চ বিষ্টরেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ ॥৬২
জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎসততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃ শুচিঃ
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতকারিণীম্ ॥ ৬৩
গন্ধমাল্যং রসং কল্যং শুক্তিং প্রাণিবিহিংসনম্।
অভ্যঙ্গনাঞ্জনে পানং ছত্রধারণমেব চ ॥ ৬৪
কামং লোভং ভয়ং নিদ্রাং গীতং বাদিত্রবর্ত্তনম্
আতর্জ্জনং পরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালম্ভনং তথা ॥৬৫
পরোপঘাতং পৈশুন্যং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৬
উদকুম্ভং সুমনসো গোসকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।

থাকিয়া গুরুসহ প্রত্যুত্তর বা সম্ভাষণ করিবে না। ৪১—৫০। গুরু সন্নিধানে শিষ্যের শয্যা ও আসন সর্ব্বদা নীচে (নিম্ন ও নিকৃষ্ট) হওয়া উচিত। গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে যথেচ্ছ ভাবে বসিবে না। অসাক্ষাতেও গুরুর নাম কেবল (শ্রীযুক্ত প্রভৃতি সম্মানসূচক পদসংযোগ ব্যতীত) উচ্চারণ করিবে না। আর গুরুর গমন কথন বা অনুষ্ঠানাদির কখনও অনুকরণ করিবে না। যেখানে গুরুর পরীবাদ বা নিন্দা প্রবৃত্ত হয় তথায় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে; অথবা তথা হইতে অন্যত্র যাইবে। গুরুকে দূরে থাকিয়া বা ক্রুদ্ধভাবে কিম্বা স্ত্রীসন্নিধানে অর্চ্চনা করিবে না। তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর করিবে না; তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিবে না। তাঁহার জলের কলসী, সমিধ্, কুশ ও পুষ্প সর্ব্বদা আহরণ করিবে। নিত্য তাঁহার অঙ্গের মার্জ্জন ও লেপন (তৈল মর্দ্দনাদি) করিয়া দিবে। কখনও ইহাঁর নির্ম্মাল্য, শয্যা পাদুকা, খড়ম), উপানহ (জুতা) আসন ও ছায়া প্রভৃতি আক্রমণ করিবে না। ইহাঁর দন্তকাষ্ঠাদি আনিয়া দিবে; লব্ধ বস্তু সকল ইহাঁকে নিবেদন করিবে। জিজ্ঞাসা না করিয়া কোথায়ও যাইবে না। প্রিয়হিতে রত হইবে। ইহাঁর নিকটে কদাচ পাদ প্রসারণ করিবে না। জৃম্ভা (হাই তোলা), হাস্য, কণ্ঠপ্রাবরণ ও অঙ্গস্ফোটনও বর্জ্জন করিবে। ৫১—৫৯। যথাকালে যতক্ষণ গুরু বিমনা না হন, তাবৎ অধ্যয়ন করিবে। গুরুর পার্শ্বে অধোভাগে উপবেশন করিবে; তাঁকে সমাহিত ভাবে সেবা করিবে। তাঁহার সঙ্গে এক আসনে, এক যানে বা এক শয্যায় কখনও থাকিবে না। তিনি ধাবন করিতে থাকিলে তৎসহ ধাবন করিবে, গমনকালীন অনুগমন করিবে। গোযানে, অশ্বযানে, উষ্ট্রযানে, প্রাসাদে, বিষ্টরে, শিলাফলকে এবং নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারিবে। সতত জিতেন্দ্রিয় বশ্যাত্মা অক্রোধন ও শুচি থাকিবে। সদা মধুরা ও হিতকারিণী বাক্ প্রয়োগ করিবে। গন্ধ-মাল্য রস কল্য শুক্তি প্রভৃতি ব্যবহার, প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, পান, ছত্র ধারণ, কাম, লোভ, ভয়, নিদ্রা, আতর্জ্জন (কাহাকেও তর্জ্জন করা), পরনিন্দা, স্ত্রীলোকের দর্শন বা সঙ্গ, পরানিষ্ট সম্পাদন, খলতা, প্রযত্ন সহকারে

আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যং চাহরহশ্চরেৎ ॥৬৭
ঘৃতঞ্চ লবণঞ্চ সর্ব্বং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।
অনৃত্যদর্শী সততং ভবেদ্‌গীতাদিনিঃস্পৃহঃ ॥৬৮
নাদিত্যং বৈ সমীক্ষেত নাচরেদ্দন্তধাবনম্ ।
একান্তমশুচিঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রাদ্যৈরভিভাষণম্ ॥৬৯
গুরূচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং প্রযুঞ্জীত ন কামতঃ ।
মলাপকর্ষণং স্নানং ন চরেদ্ধি কদাচন ॥ ৭০
ন কুর্য্যান্মানসং বিপ্রো গুরোস্ত্যাগে কথঞ্চন ।
মোহাদ্বা যদি বা লোভাত্ত্যক্তাতু পতিতো ভবেৎ
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা
আদদীত যতো জ্ঞানং তং ন দ্রুহ্যেৎকদাচন ॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন মনুস্ত্যাগমব্রবীৎ ॥ ৭৩
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ ।
নচাভিস্হষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥৭৪
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যাবৃত্তিষু যোনিষু ।
প্রতিষেধৎস্ব চাধর্ম্মাদ্ধিতঞ্চোপদিশৎসু চ ॥ ৭৫
শ্রেয়ঃ স্বগুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ৭৬
বালঃ সম্মানয়েন্মান্যান্ শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি ।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি ॥ ৭৭
উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে ।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥৭৮
গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥৭৯
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥৮০
গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যা তু পাদয়োঃ ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥ ৮১
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্ ।

বর্জ্জন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলকুম্ভ, পুষ্পনিচয়, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ এবং আহারার্থ ভৈক্ষ্য, ঘৃত, লবণাদি আনয়ন করিবে এবং পরিত্যাজ্য পর্য্যুষিত দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিবে, তাবৎ কাল বাহিরে বিচরণ করিবে। নৃত্য দর্শন করিবে না এবং গীতাদিতে সতত নিস্পৃহ হইবে। আদিত্যের দিকে চাহবে না; একান্ত অশুচি অবস্থায় দন্ত ধাবন ও শূদ্রাদি নীচ জন সহ আলাপ করিবে না। গুরুর উচ্ছিষ্ট ঔষধ এবং অন্ন কামত ব্যবহার করিবে না। দেহের মল দূরীভূত হয়, এমন ভাবে গাত্র মর্দ্দনাদি সহকারে স্নান করিবে না। ৬০—৭০। বিপ্র গুরুত্যাগ বিষয়ে কখন মানস করিবে না। মোহ বা লোভ বশতঃ ত্যাগ করিলে পতিত হইবে। লৌকিক বৈদিক অথবা অধ্যাত্ম জ্ঞান যাহার নিকট হইতে আদান করিবে, কদাচ তাহাকে দ্রোহ করিবে না। কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানবিহীন গর্ব্বিত বা উৎপথপ্রতিপন্ন গুরুকেও ত্যাগ করিবে না। মনু এইরূপ বলিয়াছেন। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তৎপ্রতি গুরুবৎ বৃত্তি আচরণ করিবে। নমস্কার করিয়া তদীয় আশীর্ব্বাদাদি গ্রহণান্তে তত্রত্য নিজ গুরুদিগকে অভিবাদন করিবে। প্রতিদিন যাতায়াত করেন, এমন বিদ্যাগুরু যোগী, বা হিতোপদেষ্টা ব্যক্তিদিগের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিবে না; অন্যথা অধর্ম্ম হইবে! শ্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তি গুরুপুত্র, গুরুপত্নী এবং গুরুর নিজ বন্ধুজনের প্রতি নিত্যই নিজ গুরুবৎবৃত্তি আচরণ করিবে। বালক মান্য জনগণকে সম্মান করিবে। যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত শিষ্য এবং অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত গুরুপুত্র গুরুবৎ সম্মান পাইবার যোগ্য। গুরুপুত্রের গাত্র মর্দ্দন, স্নাপন, উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং পাদশৌচ করিবে না। সবর্ণা গুরুযোষিৎ সকল গুরুবৎ প্রতিপূজ্য। অসবর্ণা গুরুপত্নীদিগকে প্রত্যুত্থান অভিবাদন দ্বারা পূজা করিবে। গুরুপত্নীর অভ্যঞ্জন (তৈলাদি মাখাইয়া দেওয়া), স্নাপন, গাত্র মর্দ্দন এবং কেশ প্রসাধন করা কর্ত্তব্য নহে। ৭১—৮০। গুরুপত্নী যুবতী হইলে পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদনও করিবে না, 'আমি অমুক' এই কথা বলিয়া ভূমিতে বন্দন করিবে,

গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৮২
মাতৃস্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূশ্চাথ পিতৃস্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥৮৩
ভ্রাতৃভার্য্যাশ্চ সংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ ॥
পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥৮৫
এবমাচারসম্পন্নমাত্মবন্তমদাম্ভিকম্।
বেদমধ্যাপয়েদ্ধর্ম্মং পুরাণানি চ নিত্যশঃ ॥ ৮৬
সংবৎসরোষিতে শিষ্যে গুরুর্জ্ঞানমনির্দ্দিশন্।
হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য বসতো গুরুঃ ॥ ৮৭
আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
শক্তোহন্নদোহর্থদঃ সাধুরধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ ॥
কৃতজ্ঞশ্চ তথাদ্রোহী মেধাবী শুভকৃন্নরঃ।
আপ্তঃ প্রিয়োহথ বিধিবৎষড়ধ্যাপ্যা দ্বিজাতয়ঃ
এতেষু ব্রাহ্মণে দানমন্যত্র তু যথোদিতম্।
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত উদঙ্মুখঃ ॥ ৯০
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিরামোহস্ত্বিতি চারভেৎ
প্রাক্কূলান্ পর্য্যুপাসীত পবিত্রৈশ্চৈব পাবকঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি ॥ ৯২
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদন্তেহপি বিধিবদ্দ্বিজাঃ।
কুর্য্যাদধ্যাপনং নিত্যং স ব্রহ্মাঞ্জলিপূর্ব্বকঃ ॥ ৯৩
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ।
অধীয়ীতাপ্যয়ং নিত্যং ব্রাহ্মণ্যাচ্চ্যবতেহন্যথা ॥
অধীয়ীত ঋচো নিত্যং সোমহুত্যা স দেবতাঃ
প্রীণাতি তর্পয়ন্ কালং কামৈস্তৃপ্তাঃ স্বদেবতাঃ
যজুংষ্যধীতে নিয়তং দধ্না প্রীণাতি দেবতাঃ।
সামান্যধীতে প্রীণাতি ঘৃতাহুতিভিরন্বহম্ ॥৯৬

শিষ্য সাধুদিগের ধর্ম্ম অনুস্মরণ করত প্রতিদিন গুরুপত্নীকে ভূমিতে অভিবাদন করিবে; আর প্রবাস হইতে আসিয়া পাদ গ্রহণ করিবে। মাতৃষ্বসা, মাতুলানী শ্বশ্রূ ও পিতৃষ্বসা গুরুপত্নীবৎ সম্পূজ্যা; ইঁহারা গুরু ভার্য্যাসমা। সবর্ণা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃভার্য্যাগণ অহরহঃ পাদগ্রহণ সহকারে বন্দনীয়। প্রবাস হইতে আসিয়া জ্ঞাতিসম্বন্ধি-যোষিদ্‌গণকে পাদগ্রহণ সহকারে বন্দনা করিবে। পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। বস্তুতঃ মাতা ইঁহাদিগের অপেক্ষা গরীয়সী। এবম্বিধ আচারসম্পন্ন সুশীল অদাম্ভিক ব্যক্তিকে নিত্য নিত্য বেদ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপন করাইবে। শিষ্য গুরুগৃহে সংবৎসর বাস করিলেও যদি গুরু জ্ঞান দান না করেন, তবে সেই শিষ্যের দুষ্কৃত সকল হরণ করেন। আচার্য্যপুত্র, শুশ্রূষু, জ্ঞানদাতা, অন্নদাতা, ধার্ম্মিক, শুচি, শক্তিসম্পন্ন, জলদাতা, সাধু ও শিষ্য এই দশ জনকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা কর্ত্তব্য। সত্যবাদী, অদ্রোহী, মেধাবী, গুরুর আদেশপালক, বিশ্বস্ত এবং প্রিয়, এই ছয়জন দ্বিজাতিকে অধ্যাপন করিবে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই দান করিবে; আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিবে। নিত্য উত্তরমুখে আচমনপূর্ব্বক গুরুর পাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অধ্যয়ন করিবে। আরম্ভ সময়ে শিষ্যকে "অধীষ্ব ভো"—'ওহে অধ্যয়ন কর' আর বিরাম সময়ে "বিরামোহস্তু"—'বিরাম হউক' এই কথা বলিবেন। ৮১—৯১।
প্রথমে গুরুকুলের উপাসনা করিয়া পরে পবিত্র দ্বারা পাবক স্পর্শপূর্ব্বক প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা পূত হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ অন্তেও বিধিবৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। নিত্য ব্রহ্মাঞ্জলি বন্ধন করত অধ্যাপন করাইবে। সনাতন বেদ সকল ভূতেরই চক্ষু স্বরূপ, সুতরাং প্রতিদিনই উহা পাঠ করিবে। অন্যথা ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হয়। যদি নিত্য ঋক্ অধ্যয়ন করে, তবে দেবতা সকল যথাকালে সোমাহুতি দ্বারা তর্পিত হইয়া পরম প্রীতিপূর্ব্বক কামনিচয় বর্ষণ করেন। নিয়ত যজু অধ্যয়ন করিলে

অথর্ব্বাঙ্গিরসো নিত্যং মধ্বা প্রীণাতি দেবতাঃ
ধর্ম্মাঙ্গানি পুরাণানি মাংসৈস্তর্পয়তে সুরান্ ॥৯৭
ত্তাপাং সমীপে নিয়তো নিত্যকং বিধিমাশ্রিতঃ
গায়ত্রীং সমধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ ৯৮
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ ।
গায়ত্রীং বৈ জপেন্নিত্যং জপযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ
গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়াতোলয়ৎ প্রভুঃ ।
একতশ্চতুরো বেদা গায়ত্রী চ তথৈকতঃ ॥ ১০
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্ ।
ততোঽধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃস্বঃ সনাতনাঃ ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ ॥ ১০২
প্রধানং পুরুষঃ কালো বিষ্ণুব্রহ্মমহেশ্বরাঃ ।
সত্ত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥১০৩

ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাত্তদক্ষরম্ ।
এষ মন্ত্রো মহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ ॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্
বিজ্ঞায়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোকপাবনী ।
গায়ত্র্যা ন পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥১০৬
শ্রাবণস্য তু মাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
আষাঢ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপকরণং স্মৃতম্
যৎসূর্য্যযাম্যগমনং মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ।
অধীয়ীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১০৮
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ ।
প্রাতঃ শুক্লস্য সায়াহ্নে পূর্ব্বাহ্ণে বহুলে দলে ॥
ছন্দাংসি চ দ্বিজোঽভ্যস্যেচ্ছুক্লপক্ষে তু
বৈ দ্বিজঃ ।
বেদাঙ্গানি পুরাণানি কৃষ্ণপক্ষে তু মানবঃ ॥১১০

দেবগণ দধি দ্বারা প্রীত হন। অহরহঃ সাম অধ্যয়ন করিলে দেবগণ ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রীত হন। নিত্য অথর্ব বা অঙ্গিরস বেদ অধ্যয়ন করিলে দেবগণ মধু দ্বারা প্রীত হন। ধর্ম্মাঙ্গ পুরাণ সকল অধ্যয়ন করিলে দেবগণ মাংস দ্বারা তর্পিত হন। নিয়ত দৈনন্দিন বিধি অনুসারে দেবতাসমীপে বা অরণ্যে যাইয়া সমাহিত ভাবে গায়ত্রী অধ্যয়ন করিবে। নিত্য দেবী গায়ত্রীকে উত্তম কল্প সহস্র, মধ্যম কল্প শত এবং নিকৃষ্ট কল্প দশ বার জপ করিবে। ইহাই জপযজ্ঞ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। প্রভু ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও বেদ সকল তুলাযন্ত্রে তোলন করিয়াছিলেন, তখন এক দিকে বেদ সকল ও অন্য দিকে গায়ত্রীকে স্থাপন করিলে দুইভাগ তুল্য হইয়াছিল।৯২—১০০। একাগ্র ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে প্রথমে ওঙ্কার ও পরে ব্যাহৃতি সকল উচ্চারণপূর্ব্বক সাবিত্রী অধ্যয়ন করিবে। পুরাকল্পে সর্ব্বাশুভনিবারণ সনাতন ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মহাব্যাহৃতিত্রয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ব্যাহৃতিত্রয় যথাক্রমে, প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, এবং সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ বলিয়া স্মৃত। ওঙ্কার পরব্রহ্ম, সাবিত্রী তদীয় শক্তি, এই মন্ত্রই সারাৎসার মহাযোগ বলিয়া উদাহৃত। যে ব্রহ্মচারী অহরহঃ অর্থবোধ সহকারে বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। গায়ত্রী বেদজননী, গায়ত্রী লোকপাবনী; গায়ত্রী অপেক্ষা আর পরম জপ্য নাই, ইহা জানিয়া বিমুক্ত হইতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেদারম্ভ করিবে। ব্রহ্মচারী সূর্য্যের যাম্য গমনকালে (দাক্ষিণায়নে) সার্দ্ধ পঞ্চমাস শুচি স্থানে সমাহিত ভাবে অধ্যয়ন করিবে। দ্বিজ পুষ্যা নক্ষত্রে প্রাতঃকালে বেদারম্ভ করিবে। শুক্লপক্ষের সায়াহ্নে ও কৃষ্ণপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। দ্বিজ ব্যক্তি শুক্লপক্ষে বেদ এবং কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ ও পুরাণ সকল অধ্যয়ন করিবে। ১০১—১১০। ছাত্র এবং অধ্যাপক উভয়েই এই সকল অনধ্যায় দিন বর্জ্জন করিবে। যথা,—রাত্রিতে বায়ু বোঁ বোঁ শব্দে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে, দিবসে যদি ধূলিপ্রবাহ (আঁধি) হয়, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টি, মহোল্কাপাত

ইত্যাদিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণোহভ্যস্তমপি প্রযত্নতঃ॥১১১
কর্ণশ্রবেহনিলে রাত্রৌ দিবাপাংসুসমূহনে।
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে॥১১২
আকালিকমনধ্যায়মেতেষাহ প্রজাপতিঃ॥১১৩
এতানভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে॥১১৪
নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি॥১১৫
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং মূত্রগন্ধেন নিত্যশঃ॥১১৭
অন্তঃ শবগতে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সময়ে জনদস্য চ॥১১৮
উদকে চার্দ্ধরাত্রে চ বিণ্মূত্রঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য বেতনম্।

এই সকল দিন আকালিক অনধ্যায়; প্রজাপতি এইরূপ বলেন। এই সকল এবং অকালে মেঘ দর্শন হইলেই অনধ্যায় জানিবে। আর নির্ঘাত, ভূমিকম্প ও জ্যোতিঃসমস্তের উপসর্জ্জন অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহের সঞ্চার বা নক্ষত্রপাত এই সকলে সর্ব্ব কালেই অনধ্যায় জানিবে। প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যা সময়ে বিদ্যুৎ বা মেঘগর্জ্জন হইলে এক দিবারাত্রি অনধ্যায় হয়, প্রাতঃকালে হইলে সেই দিন ও রাত্র এবং সন্ধ্যাকালে হইলে সেই রাত্রি এবংপরদিন অনধ্যায় হয়। ধর্ম্মনৈপুণ্যকামীদিগের গ্রামে বা নগরে, মূত্রাদিদুর্গন্ধযুক্ত স্থানে বা যে গ্রামে ভূমধ্যে শব প্রোথিত আছে, কিম্বা শূদ্র সন্নিধানে, অথবা যেখানে কেহ রোদন করিতেছে এমন স্থানে অধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে। বৃষ্টি হওয়া কালীন, জলমধ্যে অর্দ্ধরাত্রে, মলমূত্র ত্যাগ কালে, উচ্ছিষ্টাবস্থায় এবং শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া মনে মনেও

ত্র্যহং ন কারয়েদ্ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে।
যাবদেকান্নিষ্ঠা স্যাৎ স্নেহালেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ॥
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা শূদ্রশ্রাদ্ধান্নমেব চ॥১২২
নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
অমাবস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টমীষু চ॥১২৩
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু॥১২৪
মার্গশীর্ষে তথা পৌষে মাঘমাসে তথৈব চ।
তিস্রোহষ্টকাঃ সমাখ্যাতাঃ কৃষ্ণপক্ষেষু সূরিভিঃ
শ্লেষ্মাতকস্য ছায়ায়াং শাল্মলের্মধুকস্য চ।
কদাচিদপি নাধ্যেয়ং কোবিদারকপিত্থয়োঃ॥
সমানবিদ্যে চ মৃতে তথা সব্রহ্মচারিণি।
আচার্য্যে সংস্থিতে চাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্

চিন্তা করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজার মৃত্যু হইলে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে কিম্বা একোদ্দিষ্টের দক্ষিণা লইয়া তিন দিন বেদ উচ্চারণ করিবে না। ১১১—১২০। যাবৎ ভুক্তান্ন পরিপাক না হয়, বা ম্রক্ষিত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাবৎ বেদ কীর্ত্তন করিবে না। শয়ান বা প্রৌঢ়পাদ (উবু হাঁটু) হইয়া অথবা সক্থিদ্বয় বাহির করিয়া আর আমিষ বা শূদ্রশ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। অত্যন্ত হিমপাত হইলে, বাণশব্দ হইতে থাকিলে, উভয় সন্ধ্যাকালে, পূর্ণিমা অমাবস্যা চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতেও অধ্যয়ন করিবে না। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ম্মে ত্রিরাত্র পরিত্যাগ করিবে। অষ্টকা ও ঋতুশেষে অহোরাত্র অনধ্যায় বিহিত। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে কৃষ্ণ পক্ষে তিনটী (অষ্টমীতিথি) অষ্টকা হয়, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। শ্লেষ্মাতক (চালতা), শাল্মলী, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ বৃক্ষের ছায়ায় কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। সমপাঠী সব্রহ্মচারী (এক আচার্য্য কর্তৃক এক সঙ্গে উপনীত) ও আচার্য্য মৃত হইলে তিন দিন

দ্বিজাগ্নোতানি বিপ্রাণামনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
হিংসন্তি রাক্ষসাস্তেষু তস্মাদেতান্ বিবর্জয়েৎ
নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে হোমন্তান্তে তথৈব চ॥
একামৃচমথৈকং বা যজুঃসামানি বা পুনঃ।
অষ্টকাদ্যাস্বধীয়ীত মারুতে চাভিধাবতি॥১৩০
অনধ্যায়স্তু নাঙ্গেষু নেতিহাসপুরাণয়োঃ।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষন্যেষু সর্ব্বাণ্যেতানি বর্জ্জয়েৎ॥১৩১
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ।
ব্রহ্মণাভিহিতঃ পূর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজঃ।
স সম্মূঢ়ো ন সম্ভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ
ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈ ভবেদ্দ্বিজঃ।
পাঠমাত্রাবসন্নস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥১৩৪
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ
স সম্মূঢ়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥১৩৫
যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি বৈ গুরৌ
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণম্॥১৩৬
গত্বা বনঞ্চ বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
অধীয়ীত তথা নিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ॥১৩৭
সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদান্তাংশ্চ বিশেষতঃ।
অভ্যাসেৎ সততং যুক্তো ভিক্ষাশনপরায়ণঃ॥
এতদ্বিধানাং পরমং পুরাণং
বেদাগমে সম্যগিহোদিতং বঃ।
পুরা মহর্ষিপ্রবরাভিপৃষ্টঃ
স্বায়ম্ভুবো যন্মনুরাহ দেবঃ॥১৩৯

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে কর্ম্মযোগকথনং
নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৬॥

অনধ্যায় করিবে। বিপ্রদিগের এইগুলি দিন অনধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তিত। এই সকল দিনে রাক্ষসেরা হিংসা করিয়া থাকে, এ নিমিত্ত ঐ সকল অনধ্যায় দিন বর্জ্জন করিবে। নিত্যকৃত্যে এবং সন্ধ্যাবন্দনাদিতে অনধ্যায় নাই। অষ্টকাদি নিষিদ্ধ দিনে এবং প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে, উপাকর্ম্ম উৎসর্গকর্ম্ম ও হোমের অন্তে একটী ঋক্ যজুঃ অথবা একটী সাম মন্ত্র পাঠ করিবে। ১২১—১৩০। বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে অনধ্যায় হইবে না; অতএব উক্ত দিনে এ সকল বর্জ্জন করিবে না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাবিতাত্মা মুনিগণের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্ম এই সংক্ষেপে উক্ত করিলাম। যে মূঢ় শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে যত্ন করে, দ্বিজাতিগণ সেই বেদবহিষ্কৃত মূঢ় মানবের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। দ্বিজ কেবলমাত্র বেদ পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইবে না; যে কেবল পাঠ মাত্র করিয়া থাকে, আলোচনা করে না, সে পঙ্কে পতিত গোবৎ অবসন্ন হয়। যে বিধিবৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ বিচার করে না, সেই সম্মূঢ় নর শূদ্রকল্প, সে পাত্রতা প্রাপ্ত হয় না। যদি গুরুকুলে আত্যন্তিক (চিরকাল) বাস করিতে ইচ্ছা করে তবে সংযত ভাবে প্রাণপণে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। বনে যাইয়াও বিধিবৎ অগ্নিকে হোম করিবে। আর নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সমাহিত হইয়া অধ্যয়ন করিবে। সতত যুক্ত ও ভিক্ষাশনপরায়ণ হইয়া সাবিত্রী, শতরুদ্রীয়, বিশেষত বেদান্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব দেব মনু মহর্ষিপ্রবরগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই এই পুরাতন পরম বেদাগমবিধান আপনাদিগকে বলিলাম। ১৩১—১৩৯।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বেদং বেদৌ তথা বেদান্ বেদাঙ্গানি তথা দ্বিজাঃ।
অধীত্য চাধিগম্যার্থং ততঃ স্নায়াদ্দ্বিজোত্তমঃ॥১
গুরবে তু ধনং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
চীর্ণব্রতোঽথ যুক্তাত্মা শক্তো বা স্নাতুমর্হতি॥২
বৈণবীং ধারয়েদ্যষ্টিমন্তর্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতীয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্॥৩
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মে চ কুণ্ডলে ধার্য্যে কৃত্তকেশনখঃ শুচিঃ॥
অন্যত্র কাঞ্চনাদ্বিপ্রো ন রক্তাং বিভৃয়াৎ স্রজম্।
শুক্লাম্বরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ॥৫
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্বৈ বিভবে সতি॥৬
ন রক্তমুল্বণঞ্চান্যধৃতং বাসো ন কুণ্ডলম্।
নোপানহৌ স্রজঞ্চাথ পাদুকে চ প্রযোজয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং দর্ভান্ কৃষ্ণাজিনং তথা।
নাপসব্যং পরীদধ্যাদ্বাসো ন বিকৃতং বসেৎ॥
আহরেদ্বিধিবদ্দারান্ সদৃশানাত্মনঃ শুভান্।
রূপলক্ষণসংযুক্তান্ যোনিদোষবিবর্জ্জিতান্॥৯
অমাতৃগোত্রপ্রভবামসমানর্ষিগোত্রজাম্।
আহরেদ্ব্রাহ্মণো ভার্য্যাং শীলশৌচসমন্বিতাম্॥
ঋতুকালাভিগামী স্যাদ্যাবৎ পুত্রোঽভিজায়তে
বর্জ্জয়েৎপ্রতিষিদ্ধানি প্রযত্নেন দিনানি তু॥১১
ষষ্ঠ্যষ্টমীং পঞ্চদশীং দ্বাদশীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং তদ্বজ্জন্মত্রয়াহনি॥১২
আদধীত বিবাহাগ্নিং জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
এতানি স্নাতকো নিত্যং পাবকানি চ ধারয়েৎ
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্ব্বাণঃ পতত্যাশু নরকানতিভীষণান্॥১৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! দ্বিজোত্তম মানব এক বেদ দুই বেদ বা সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করত তাহার অর্থ অবগত হইয়া স্নান (সমাবর্ত্তন) করিবে। গুরুকে ধন দানপূর্ব্বক তদীয় অনুজ্ঞা ক্রমে স্নান করিবে। যাহার ব্রত যথাবিধি প্রতিপালিত হইয়াছে বা যিনি চিত্ত সংযম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, আর যিনি শক্ত (গৃহস্থোচিত নিয়মগুলি প্রতিপালনে সক্ষম) এমন ব্রহ্মচারী স্নান করিবার যোগ্য। নখ কেশ কর্ত্তনপূর্ব্বক বৈণবী (বাঁশের) যষ্টি ধারণ, অন্তর্বাস (কৌপীন) ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। আর যজ্ঞোপবীত, সোদক কমণ্ডলু, ছত্র, অমল উষ্ণীষ, পাদুকা (খড়ম), উপানহ (জুতা) এবং স্বর্ণকুণ্ডল দুইটী ধারণ করিবে। বিপ্র কাঞ্চন ব্যতীত অন্য কোন ধাতু-রত্নাদি ব্যবহার করিবে না। রক্তবর্ণ মালাও ধারণ করিবে না। নিত্য শুক্লাম্বরধর, সুগন্ধ ও প্রিয়দর্শন হইবে। বিভব থাকিলে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। রক্ত (রঙ্গিন) বা উল্বণ (উত্তেজক) বস্ত্র এবং অন্যব্যবহৃত বস্ত্র, কুণ্ডল, জুতা, খড়ম, বা মাল্য ব্যবহার করিবে না। উপবীত, অলঙ্কার, দর্ভ এবং কৃষ্ণাজিন দক্ষিণাঙ্গে পরিধান করিবে না। বিকৃতভাবে বস্ত্র পরিধান করিবে না। বিধিবৎ অসমান-ঋষি-গোত্রজা, অমাতৃ-গোত্রজাতা, যোনি-দোষবিবর্জ্জিতা, রূপলক্ষণসম্পন্না শুভা আত্মসদৃশী দারা আহরণ করিবে। ব্রাহ্মণ শীল-শৌচসমন্বিতা ভার্য্যা আহরণ করিবে। ১—১০। যাবৎ পুত্র না জন্মে, তাবৎ ঋতুকালগামী হইবে। কিন্তু প্রতিষিদ্ধ দিনগুলি যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে। ষষ্ঠী, অষ্টমী, পঞ্চদশী (পূর্ণিমা ও আমাবস্যা), দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী এবং জন্মতিথি, জন্মবার ও জন্মনক্ষত্র দিনে নিত্য ব্রহ্মচারী থাকিবে। বিবাহাগ্নি আনিয়া তাহাতে হোম করিবেন। স্নাতক এই সকল নিয়ম পালন ও অগ্নিত্রয় ধারণ করিবেন। নিত্য অতন্দ্রিত হইয়া বেদোদিত স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিবেন; উহা না করিলে আশু অতিভীষণ

অভ্যসেৎ প্রযতো বেদং মহাযজ্ঞাংশ্চ হাপয়েৎ।
কুর্য্যাদ্‌গৃহ্যাণি কার্য্যাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥
সখ্যং সমাধিকৈঃ কুর্য্যাদুপেয়াদীশ্বরং সদা।
দৈবতান্যভিগচ্ছেত কুর্য্যাদ্ভার্য্যাভিপোষণম্ ॥
ন ধর্ম্মং খ্যাপয়েদ্বিদ্বান্ন পাপং গূহয়েদপি।
কুর্ব্বীতাত্মহিতং নিত্যং সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥১৭
বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
দেশবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেৎ সদা ॥১৮
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্‌সাধুভির্যশ্চ সেবিতঃ।
তমাচারং নিষেবেত নেহেতান্যত্র কর্হিচিৎ ॥১৯
যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ
তেন যায়াৎসতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি ॥
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যংযজ্ঞোপবীতবান্
সত্যবাদী জিতক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ

সাবিত্রীজাপনিরতঃ শ্রাদ্ধকৃন্মুচ্যতে গৃহী ॥ ২১
মাতাপিত্রোর্হিতে যুক্তো ব্রাহ্মণস্য হিতে রতঃ
দাতা যজ্বা দেবভক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
ত্রিবর্গসেবী সততং দেবানাঞ্চ সমর্চ্চনম্।
কুর্য্যাদহরহর্নিত্যং নমস্যেৎ প্রযতঃ সুরান্ ॥২৩
বিভাগশীলঃ সততং ক্ষমাযুক্তো দয়ালুকঃ।
গৃহস্থস্তু সমাখ্যাতো ন গৃহেণ গৃহী ভবেৎ ॥২৪
ক্ষমা দয়া চ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্মনিরতত্বং জ্ঞানমেতদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥২৫
এতস্মান্ন প্রমাদ্যেত বিশেষেণ দ্বিজোত্তমঃ।
যথাশক্তি চরন্ ধর্ম্মং নিন্দিতানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
বিধূয় মোহকলিলং লব্ধ্বা যোগমনুত্তমম্।
গৃহস্থো মুচ্যতে বন্ধাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৭
বিগর্হাতিক্রমক্রোধ-হিংসাবন্ধবধাত্মনাম্।

নরকনিচয়ে পতিত হইবেন। প্রযত হইয়া বেদ অভ্যাস করিবেন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিহার করিবেন না। কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য সকল এবং সন্ধ্যোপাসন করিবেন। নিজ তুল্য বা নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সহ সখ্য করিবেন, সদা প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকটে ও দেবতাদিগের নিকটে যাইবেন। ভার্য্যাকে যত্ন সহকারে পোষণ করিবেন। বিদ্বান্ মানব নিজকৃত ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন না, আর পাপও গোপন করিবেন না। সর্ব্বভূতের প্রতি নিত্য অনুকম্পান্বিত থাকিয়া আত্মহিত সম্পাদন করিবেন। বয়স, কর্ম্ম, অর্থ, বিদ্যা, কুল, দেশ, বাক্য ও বুদ্ধির অনুরূপ আচরণ করত সতত বিচরণ করিবেন। যাহা শ্রুতিস্মৃতিতে উক্ত এবং যাহা সাধুগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ সেবিত, সেই আচারই সেবা করিবেন, অন্য কোনও কুআচার গ্রহণের চেষ্টা করিবেন না। যে পথে পিতা গিয়াছেন, যে পথে পিতামহ গিয়াছেন, সজ্জনসম্মত সেই পথেই যাইবেন, সেই পথে বিচরণ করিলে কোনও দোষ হয় না। ১১—২০। নিত্য স্বাধ্যায়শীল এবং নিত্য যজ্ঞোপবীতবান্, সত্যবাদী, জিতক্রোধ, লোভ-মোহবিবর্জ্জিত, সাবিত্রীজপনিরত ও শ্রাদ্ধকৃৎ গৃহী মুক্ত হয়। মাতাপিতার হিতে যুক্ত, ব্রাহ্মণের হিতে রত, দাতা, যজ্ঞকর্ত্তা ও দেবভক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। সতত ত্রিবর্গ-(ধর্ম্ম অর্থ কাম)-সেবী হইবে, নিত্য দেবগণের সমর্চ্চন করিবে। অহরহঃ প্রযতভাবে সুরগণকে প্রণাম করিবে। সতত বিভাগশীল ক্ষমাযুক্ত ও দয়ান্বিত হইলে সে গৃহস্থ বলিয়া সমাখ্যাত হইতে পারে, নচেৎ কেবল গৃহে থাকিলেই গৃহী হইতে পারে না। ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান (শিল্পশাস্ত্রাদি জ্ঞান), সত্য, দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), শম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। দ্বিজোত্তম মানব এই সকল প্রতিপালনে বিশেষ যত্ন করিবে, কখনও প্রমাদযুক্ত হইবে না। যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে; নিন্দিত কর্ম্ম সকল বর্জ্জন করিবে। এরূপ করিলে, গৃহস্থ ইহলোকে অনুত্তম যোগ লাভ করিয়া গহন মোহরাশি বিধূত করত সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, ইহাতে আর বিচার করিবার

অজ্ঞমন্যুসমুত্থানাং দোষাণাং মর্ষণং ক্ষমা। ২৮
স্বদুঃখেষু চ কারুণ্যং পরদুঃখেষু সৌহৃদম্।
দয়েতি মুনয়ঃ প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য সাধনম্। ২৯
চতুর্দ্দশানাং বিদ্যানাং ধারণা হি যথার্থতঃ।
বিজ্ঞানমিতি তদ্বিদ্যাদ্যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে। ৩০
অধীত্য বিধিবদ্বিদ্যামর্থঞ্চৈবোপলভ্য তু।
ধর্ম্মকার্য্যাণি কুর্ব্বীত হ্যেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে। ৩১
সত্যেন লোকং জয়তি সত্যং তৎপরমং পদম্
যথাভূতাপ্রমাদন্তু সত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ। ৩২
দমঃ শরীরোপরতেঃ শমঃ প্রজ্ঞাপ্রসাদতঃ।
অধ্যাত্মমক্ষরং বিদ্যাদ্যত্র গত্বা ন শোচতি। ৩৩
যয়া স দেবো ভগবান্ বিদ্যয়া বিদ্যতে পরঃ।
সাক্ষাদ্দেবো হৃষীকেশস্তজ্জ্ঞানমিতি কীর্ত্তিতম্
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো বিদ্বান্নিত্যমক্রোধনঃ শুচিঃ।

প্রয়োজন নাই। অজ্ঞ জনের ক্রোধে সমুৎপন্ন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আরোপ-অবমান তর্জ্জন হিংসা বন্ধন বধাধি দোষ সকল সহ্য করা ক্ষমা বলিয়া উক্ত। নিজ দুঃখে যেমন কারুণ্য উপস্থিত হয়, পরদুঃখেও যে তাদৃশ সমবেদনা জন্মে, তাহাই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধন দয়া। মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। যাহা দ্বারা ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার যথার্থত ধারণাই বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত। বিধিবৎ বিদ্যা অধ্যয়ন করত তাহার অর্থ অধিগত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবে। ইহা (শাস্ত্রজ্ঞানানুযায়ী ধর্ম্ম বুদ্ধি) বিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ২১—৩১। সত্য দ্বারা লোক সকল জয় করা যায়, সত্যই সেই পরম পদ; মনীষিগণ যথাযথ প্রমাদরাহিত্যকেই সত্য বলিয়াছেন। শরীরাবয়বের ক্রিয়া-সংযম হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে দম বলা যায় এবং প্রজ্ঞাপ্রসাদে যাহা জন্মে তাহাকে শম বলা যায়। যেখানে যাইলে আর শোক করিতে হয় না, সেই অক্ষয় ব্রহ্মকেই অধ্যাত্ম জানিবে। যে বিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎ দেব হৃষীকেশ পরিজ্ঞাত হন, তাহাই জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত। বিদ্বান্ বিপ্র তন্নিষ্ঠ, তৎপর,

মহাযজ্ঞপরো বিপ্রো লভতে তদনুত্তমম্। ৩৫
ধর্ম্মস্যায়তনং যত্নাচ্ছরীরং পরিপালয়েৎ।
ন হি দেহং বিনা বিষ্ণুঃ পুরুষৈর্বিদ্যতে পরঃ।
নিত্যং ধর্ম্মার্থকামেষু যুজ্যেত নিয়তো দ্বিজঃ।
ন ধর্ম্মবর্জ্জিতং কামমর্থং বা মনসা স্মরেৎ। ৩৭
সীদন্নপি হি ধর্ম্মেণ ন ত্বধর্ম্মং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মো হি ভগবান্ দেবো গতিঃ সর্ব্বেষু জন্তুষু
ভূতানাং প্রিয়কারী স্যাৎ পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
ন বেদদেবতানিন্দাং কুর্য্যাত্তৈশ্চ ন সংবসেৎ
যস্ত্বিমং নিয়তো বিপ্রো ধর্ম্মাধ্যায়ং পঠেচ্ছুচিঃ।
অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ৪০
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতং বা বদেৎকচিৎ
নাহিতং নাপ্রিয়ং বাচ্যং ন স্তেনঃ স্যাৎকদাচন
তৃণং বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে। ৪২

নিত্য অক্রোধন, শুচি ও মহাযজ্ঞ (জপ) পরায়ণ হইয়া সেই অনুত্তম ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। ধর্ম্মের আয়তন স্বরূপ দেহকে যত্ন সহকারে পরিপালন করিবে; যেহেতু দেহ ব্যতীত মানবগণ সেই পর বিষ্ণুকে জানিতে পারে না। দ্বিজ নিত্য নিয়ত হইয়া ধর্ম্মার্থকামে নিযুক্ত থাকিবে, ধর্ম্মবর্জ্জিত অর্থ বা কাম মনেও স্মরণ করিবে না। ধর্ম্মে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেও অধর্ম্ম আচরণ করিবে না। দেব ভগবান্ ধর্ম্মই সর্ব্ব জন্তুর গতি। ভূত সকলের প্রিয়কারী হইবে। পরানিষ্টকর কর্ম্মে মতি করিবে না। বেদ বা, দেবতার নিন্দা করিবে না; যাহারা নিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত বাসও করিবে না। যে বিপ্র নিয়ত শুচি হইয়া এই ধর্ম্মাধ্যায় পাঠ করে, অধ্যাপন করে, বা শ্রবণ করায় সে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ৩২—৪০। সর্ব্ব-ভূতের হিংসা করিবে না। কচিৎ কখনও অসত্য বাক্য বলিবে না, কাহারও অহিত বা অপ্রিয় বলিবে না; কখনও চোর হইবে না। অপরের তৃণ, শাক, মৃত্তিকা বা জল

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি।
ন চান্যস্মাদশক্তশ্চেন্নিন্দিতান্ বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥৪৩
নিত্যং যাচনকো ন স্যাৎপুনস্তং নৈব যাচয়েৎ
প্রাণানপহরত্যেষং যাচকস্তস্ত দুর্ম্মতিঃ॥ ৪৪
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রহ্মস্বং বা নাপহরেদাপৎস্বপি কদাচন॥ ৪৫
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ॥ ৪৬
পুষ্পং শাকোদকং কাষ্ঠং তথা মূলং ফলং তৃণম্
অদত্তানি চ ন স্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ॥
গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজাঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞায় কেবলম্॥ ৪৮
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ
ধর্ম্মার্থং কেবলং প্রাহুরন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধিতৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ॥৫০
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং ব্যাকৃত্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্॥৫১
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গর্হ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ
ছদ্মনা চরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি॥৫২
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনো হরেদেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ
জায়তে॥ ৫৩
যাচনং যোনিসম্বন্ধং সহবাসঞ্চ ভাষণম্।
কুর্ব্বাণঃ পততে নিত্যং তস্মাদ্যত্নেন বর্জ্জয়েৎ
দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণা
ধিকম্॥ ৫৫

হরণ করিলেও নর নরক প্রাপ্ত হয়। রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, শূদ্র বা পতিতের নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ করিবে না। বুধ ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে না, তবে যদি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে, তবে নিন্দিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। নিত্য যাচক হইবে না. একবার যাহার নিকটে যাচ্ঞা করা হইয়াছে, পুনরায় তাহাকে যাচ্ঞা করিবে না। কারণ সেই দুর্ম্মতি মানব ঐরূপ পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করায় ঐ দাতার প্রাণই হরণ করে। দ্বিজোত্তম বিশেষতঃ কখনই দেব-দ্রব্য হরণ করিবে না, আর আপৎ কালেও কদাচন ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না। বিষকে বিষ বলা যায় না, দেবস্ব ও ব্রহ্মস্বই বিষ বলিয়া উক্ত হয়। অতএব সদা যত্ন সহকারে উহা পরিত্যাগ করিবে। প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন যে,—পুষ্প, শাক, উদক, কাষ্ঠ, ফল, মূল ও তৃণ এই সকল বস্তু অদত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে পারা যায়, তাহাতে চৌর্য্য হয় না। বুধ মানব প্রকাশ্যরূপে তৃণ, কাষ্ঠ, ফল মূল হরণ করিবে, কিন্তু কেবল ধর্ম্মার্থই এইরূপ করিতে পারিবে, অন্যথা (লোভাদিবশে) করিলে পতিত হইবে। হে বিপ্রগণ! ক্ষুধিত ব্যক্তি পথপার্শ্বস্থ তিল মুদ্গ যবাদি শস্যের এক মুষ্টি মাত্র গ্রহণ করিতে পারে, ধর্ম্মাদি কর্ত্তৃক এইরূপ বিহিত হইয়াছে। ৪১—৫০। "পশ্চাৎ ধর্ম্ম করিয়া পাপক্ষয় করিব", এইরূপ সঙ্কল্প করত পাপ আচরণ করিয়া ব্রত করিবে না। যে বিপ্র ঐরূপ পাপ করিয়া সেই পাপ ক্ষালনার্থই ব্রত করে, আর তজ্জন্য স্ত্রী ও শূদ্র জন সন্নিধানে দম্ভ করে, সে ইহ-পর দুই লোকেই নিন্দনীয় হয়। কপট ভাবে ব্রহ্মব্রত করিলে তাহার ফল রাক্ষসেরা প্রাপ্ত হয়। যে অলিঙ্গী * লিঙ্গীর বৃত্তি অবলম্বন করে, সে লিঙ্গীর সমস্ত পাপই হরণ করে, এবং তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লাভ করে। ইহাদের সহিত দ্রব্যাদির আদানপ্রদান, যোনিসম্বন্ধ, সহবাস এবং আলাপ করিলে নিশ্চয়ই পতিত হয়। অতএব যত্ন সহকারে তাহা

---

* লিঙ্গ—চিহ্ন, লিঙ্গী—বিশিষ্ট চিহ্ন যুক্ত, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি। অলিঙ্গী যে বস্তুতঃ সাধু সন্ন্যাসী নহে।

গোভিশ্চ দৈবতৈর্বিপ্রৈঃ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া
কুলান্যকুলতাং যান্তি যানি হীনানি ধর্ম্মতঃ ॥৫
কুবিচারৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥৫৭
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অগোত্রধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্‌।
অশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানং বৃষলেষু তথৈব চ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রংনশ্যতি বৈ কুলম্‌ ॥৫
অধার্ম্মিকৈর্বৃতে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে বসেৎ।
শূদ্ররাজ্যে চ ন বসেন্ন পাষণ্ডজনৈর্বৃতে ॥ ৬০
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ শুভম্‌।
মুক্ত্বা সমুদ্রয়োর্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ ॥৬১
কৃষ্ণো বা যত্র চরতি মৃগো নিত্যং স্বভাবতঃ।
পুণ্যা বা বিশ্রুতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্দ্বিজঃ ॥
অর্দ্ধক্রোশং নদীকূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
নান্যত্র নিবসেৎপুণ্যং নান্যত্র গ্রামসন্নিধৌ ॥
ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কসৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ ॥৬৪
একশয্যাসনে পঙ্‌ক্তিভাণ্ডে পক্বান্নমিশ্রণম্‌।
যাজনাধ্যাপনে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্‌ ॥৬৫
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশ সমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্য্যসংজ্ঞিতাঃ ॥৬৬
সমীপে বাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্‌
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন সাঙ্কর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৭
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টা যে ন স্পৃশন্তি পরস্পরম্‌।
ভস্মনা কৃতমর্য্যাদা ন তেষাং সঙ্করো ভবেৎ ॥
অগ্নিনা ভস্মনা চৈব সলিলেন বিশেষতঃ।
দ্বারেণ স্তম্ভমার্গেণ ষড়্ভিঃ পঙ্‌ক্তির্বিভিদ্যতে
ন কুর্য্যাচ্ছুষ্কবৈরাণি বিবাদং ন চ পৈশুনম্‌।

বর্জ্জন করিবে। দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরু-দ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক; 'অমুক নাস্তিক' এই অপবাদ তদপেক্ষাও কোটি গুণে অধিক। গো, দেবতা, বিপ্র, কৃষি, রাজা ইহাদিগের উপসেবা কার্য্যে নিযুক্ত মহাকুল সকলও ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া অকুলতা প্রাপ্ত হয়। কুবিচার, ক্রিয়ালোপ, বেদ অধ্যয়ন না করা এবং ব্রাহ্মণের অতিক্রম (অবমাননা) করা এই সকল কারণে কুল সকল অকুলতা প্রাপ্ত হয়। অনৃত, পরদার গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ আর কুলধর্ম্ম আচরণ না করা, এই সকল কারণে কুল সকল বিনষ্ট হয়। অশ্রোত্রিয়ে, বৃষলে (শূদ্রে) বা বিহিতাচারহীন জনে দান করিলে কুল অচিরে বিনষ্ট হয়। অধার্ম্মিক-জনাবৃত বা ব্যাধিবহুল গ্রামে বাস করিবে না। আর শূদ্ররাজ্যে বা পাষণ্ডজনসঙ্কুল গ্রামেও বাস করা কর্ত্তব্য নহে। ৫১—৬০। পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্রদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত হিমবান্‌ ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যভাগ শুভ; দ্বিজ ঐ দেশ ব্যতীত অন্যত্র বাস করিবে না। অথবা যে প্রদেশে স্বভাবত নিয়ত কৃষ্ণ (কৃষ্ণসার) মৃগ বিচরণ করে, কিম্বা বিখ্যাত পুণ্যা নদী বর্ত্তমান, তথায় বাস করিবে। দ্বিজোত্তম মানব যে গ্রামসন্নিধানে নদী বর্ত্তমান, তথায় অর্দ্ধক্রোশ নদীকূল বর্জ্জন-পূর্ব্বক বাস করিবে; অন্যত্র বাস করিবে না; কারণ, অন্যত্র (নদীতীরে) পুণ্য নাই। পতিত জনগণ সহ বাস করিবে না; চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, গর্ব্বিত এবং যাহারা স্ত্রৈবশী-ভূত, তাহাদিগের সহিতও বাস করিবে না। এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, এক দ্রব্য ব্যবহার, পক্বান্ন-মিশ্রণ (এক স্থানে বা এক পাত্রে স্থিত দ্রব্য হইতে পরিবেশন করিলে তাহা ভোজন), যাজন, অধ্যাপন, যোনি (বিবাহাদি), একপাত্রে ভোজন, একত্র অধ্যয়ন এই দশ ও সহযাজন এই একাদশটী দোষের নাম সাঙ্কর্য্য। এতদ্ভিন্ন সমীপে অবস্থানেও নরগণের পাপ সংক্রামিত হয়; অতএব এই সাঙ্কর্য্য দোষগুলি যত্ন সহকারে পরিবর্জ্জন করিবে। যাহারা এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইয়াও পরস্পর স্পর্শ করে না, উভয়ের মধ্যস্থলে ভস্ম দ্বারা সীমা

পরক্ষেত্রে গাং চরন্তীং নাচক্ষীত চ কর্হিচিৎ।
ন সংবসেৎ সূচকেন ন কং বৈ মর্ম্মণি স্পৃশেৎ
ন সূর্য্যপরিবেষং বা নেন্দ্রচাপং সরাগ্নিকম্।
পরস্মৈ কথয়েদ্বিদ্বান্ শশিনং বাথ কাঞ্চনম্ ॥ ৭১
ন কুর্য্যাদ্বহুভিঃ সার্দ্ধং বিরোধং বন্ধুভিস্তথা।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥
তিথিং পক্ষস্য ন ক্রয়ান্ন নক্ষত্রাণি নির্দ্দিশেৎ।
নোদক্যামভিভাষেত নাশুচিং বা দ্বিজোত্তমঃ
ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দীয়মানন্তু বারয়েৎ।
ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৫
যস্তু দেবানৃষীংশ্চৈব বেদান্ বা নিন্দতি দ্বিজঃ
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা শাস্ত্রেষ্বিহ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৭৬

স্থাপন করে, তাহাদিগের সঙ্কর দোষ হয় না। অগ্নি, ভস্ম, জল, বিশেষত দ্বার, স্তম্ভ ও যাতায়াত জন্য পথ এই সকল দ্বারা পঙ্‌ক্তি বিভিন্ন হয়। শুষ্ক (বিশেষ স্বার্থ রহিত) বৈর, বিবাদ ও খলতা করিবে না। পরক্ষেত্রে গাভী বিচরণ করিতে থাকিলে ক্ষেত্রের শস্য রক্ষার্থ তদ্বিষয় কখনও নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে না। খল ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না। কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্মে আঘাত দিবে না। ৬১—৭০। বিদ্বান্ মানব সূর্য্যপরিবেশ, ইন্দ্রধনু, ধূমকেতু, চন্দ্র এবং কাঞ্চনের বিষয় অপরকে বলিবে না। বহুজন বা বন্ধুজন সহ বিবাদ করিবে না। নিজের যাহা প্রতিকূল, তাহা অপরের প্রতি আচরণ করিবে না। পক্ষের তিথি ('অমুক পক্ষের অমুক তিথি, এরূপ ভাবে) বলিবে না। নক্ষত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! রজঃস্বলা রমণী বা অশুচি ব্যক্তি সহ সম্ভাষণ করিবে না। দেব, গুরু ও বিপ্রকে দান করিতে থাকিলে নিবারণ করিবে না। আত্ম-প্রশংসা করিবে না; পরনিন্দাও বর্জ্জন করিবে। দেবনিন্দা ও গুরুনিন্দা প্রযত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে। যে দ্বিজ দেব ঋষি বা বেদের নিন্দা করে,

নিন্দয়েদ্বা গুরুং দেবং বেদং বা সোপবৃংহণম্।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ ॥
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎকিঞ্চিদুত্তরম্।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥ ৭৯
বর্জ্জয়েত্তাং পরেষান্তু গৃহেষু গর্হণাং বুধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন ॥
ন পাপং পাপিনা ব্রূয়াদপাপং বা দ্বিজোত্তমাঃ
সত্যেন তুল্যদোষঃ স্যান্মিথ্যাভির্দোষবান্ ভবেৎ ॥ ৮০
নৃণাং মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদনাৎ
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসিনাম্ ॥ ৮১
ব্রহ্মহত্যাসুরাপানে স্তেয়ে গুর্ব্বঙ্গনাগমে।
দৃষ্টং বৈ শোধনং বৃদ্ধৈর্নাস্তি মিথ্যাভিশংসিনি।
নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং শশিনং বানিমিত্ততঃ

হে মুনীশ্বরগণ! ইহলোকে শাস্ত্রে তাহার নিষ্কৃতি দৃষ্ট হয় না। যেজন প্রবন্ধ করিয়া গুরু, দেব বা বেদকে নিন্দা করে, সে নর সমগ্র শতকোটি কল্প রৌরব নরকে পচ্যমান হয়। যদি কেহ ঐ সকলের নিন্দা করিতে থাকে, তবে মৌন থাকিবে, কোনও উত্তর করিবে না, কর্ণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবে, ঐ ব্যক্তিকে চাহিয়া দেখিবে না। বুধ নর পরগৃহ-গর্হণা বর্জ্জন করিবে। স্বজন সহ কদাচন বিবাদ করিবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! পাপী বা অপাপ, কাহারও পাপ কহিবে না। নিন্দ্যমান জনের যদি সত্যসত্যই পাপ থাকে, তবে সেই পাপতুল্য পাপ লাভ হয়, আর যদি পাপ না থাকে তবে মিথ্যা কথন জন্য পাপ জন্মে। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত নরগণের রোদনকালীন চক্ষু দিয়া যে জল পড়ে, তাহা মিথ্যাপবাদকারীর পুত্র পশু প্রভৃতি সম্পদ্ বিনষ্ট করে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় কি গুর্ব্বঙ্গনা গমনেও বৃদ্ধগণ শোধনের উপায় দেখিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যাপবাদকারী ব্যক্তির নিষ্কৃতি দেখেন নাই। উদীয়মান, অস্তগমন-

নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং মেঘস্পৃষ্টং ন মধ্যগম্‌
তিরোহিতং সমীক্ষেত নাদর্শাদ্যস্থশায়িনম্‌ ॥
ন নগ্নাং স্ত্রিয়মীক্ষেত পুরুষং বা কদাচন।
ন চ মূত্রং পুরীষং বা ন চ সংস্পৃষ্টমৈথুনম্‌ ॥৮৪
নাশুচিঃ সূর্য্যসোমাদীন্‌ গ্রহানালোকয়েদ্‌বুধঃ।
নাভিভাষেত চ পরমুচ্ছিষ্টো বাবগুণ্ঠিতঃ ॥৮৫
ন পশ্যেৎ প্রেতসংস্পর্শং ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্‌
ন তৈলোদকয়োশ্ছায়াং ন পঙ্‌ক্তিং ভোজনে সতি।
ন মুক্তবন্ধনং পশ্যেন্নোন্মত্তং গজমেব চ ॥ ৮৭
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্‌।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা নাসনস্থাং যথাসুখম্‌ ॥৮৮
নোদকে চাত্মনো রূপং শুভং বাশুভমেব বা।
ন লঙ্ঘয়েচ্চ মতিমান্নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥৮৯
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃসরং পায়সং দধি।
নোচ্ছিষ্টং বা মধু ঘৃতং ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ ॥
ন চৈবাস্মৈ ব্রতং ক্রয়ান্ন চ ধর্ম্মং বদেদ্‌বুধঃ।
ন চ ক্রোধবশং গচ্ছেদ্‌দ্বেষং রাগঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
লোভং দম্ভং তথাবজ্ঞামসূয়াং জ্ঞানকুৎসনম্‌।
ঈর্ষাং মদং তথা শোকং মোহঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ॥
ন হীনানুপসেবেত ন চ তৃষ্ণামতিঃ ক্বচিৎ ॥৯৩
নাত্মানঞ্চাবমন্যেত দৈন্যং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
ন বিশিষ্টমসৎকুর্য্যান্নাত্মানং নাময়েদ্‌বুধঃ ॥ ৯৪
ন নখেন লিখেদ্ভূমিং গাঞ্চ সংবেশয়েন্ন হি।
ন নদীষু নদীং ক্রয়াৎ পর্ব্বতেষু চ পর্ব্বতম্‌ ॥৯৫
আবাসে ভোজনে বাপি ন ত্যজেৎসহযায়িনম্‌
নাবগাহেদপো নগ্নো বহ্নিং নাতিব্রজেত্তথা ॥৯৬
শিরোহভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ

অস্ত, জলমধ্যগত, মেঘাবৃত, গগনমধ্যস্থ, বৃক্ষাদি দ্বারা তিরোহিত অথবা আদর্শাদি-মধ্যগত আদিত্য ও চন্দ্রমাকে বিনা কারণে দেখিবে না। নগ্ন বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রীপুরুষ, আর মূত্র বা পুরীষ, দর্শন করিবে না। বুধ মানব অশুচি অবস্থায় সূর্য্য-সোমাদি গ্রহ-গণকে অবলোকন করিবে না, উচ্ছিষ্ট বা অবগুণ্ঠিত থাকিয়া অপরের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। ক্রুদ্ধ গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে না; আর প্রেতসংস্পর্শ (সৎকার), তৈল বা জলের মধ্যগত প্রতিবিম্ব এবং ভোজন হইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পঙ্‌ক্তি দেখিবে না। মুক্তবন্ধন বা উন্মত্ত গজকেও চাহিয়া দেখিবে না। ভার্য্যা সহ ভোজন করিবে না, আর তাহাকে ভোজন করিতে, হাঁচি দিতে, হাই তুলিতে বা যথাসুখে আসনে অবস্থান করা কালীনও দেখিবে না। জলমধ্যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিবে না। শুভ বা অশুভ যেমনই হউক, কোন পদার্থকেই লঙ্ঘন করিবে না, বা তদুপরি উপবেশন করিবে না। শূদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না আর কৃসরা (খিচুড়ী), পায়স, দধি, মধু, ঘৃত, হবিঃ (দেবপ্রসাদ) উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ও কৃষ্ণাজিন দিবে না; আর বুধ ব্যক্তি তাহাকে ব্রত বা ধর্ম্ম উপদেশ করিবে না। ক্রোধ-বশ হইবে না, উদ্বেগ ও অনুরাগ পরিত্যাগ করিবে। লোভ, দম্ভ, অবজ্ঞা, জ্ঞান সম্বন্ধে কুৎসা করা, ঈর্ষা, মদ, শোক ও মোহ পরি-বর্জ্জন করিবে। কাহারও পীড়া করিবে না; কিন্তু সুত ও শিষ্যকে তাড়না করিবে। হীনজনগণের উপসেবা করিবে না। কখনও লোভচঞ্চলমতি হইবে না। নিজকে অব-মান করিবে না, দৈন্য যত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে। বিশিষ্ট জনকে অসৎকার করিবে না। আর বুধ মানব বিনা প্রয়োজনে নিজকে অতীব হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে না। নখ দ্বারা ভূমি লিখন করিবে না, গোকে শয়ন করাইবে না। অনেক নদীকে একটী নদী বা অনেক পর্ব্বতকে একটী পর্ব্বত বলিবে না। সহযাত্রী ব্যক্তি সহ এক আবাসে বাস ও এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ত্যাগ করিবে না। নগ্ন হইয়া জলে অব-গাহন করিবে না এবং বহ্নিকে লঙ্ঘন

ন চাপ্যশাস্ত্রৈঃ ক্রীড়েত খানি স্বানি ন সং-
স্পৃশেৎ।
রোমাণি চ রহস্যানি নাশিষ্টেন সহ ব্রজেৎ ॥৯০
ন পাণিপাদবাঙ্নেত্রচাপল্যং সমুপাশ্রয়েৎ।
ন শিশ্নোদরচাপল্যং ন চ শ্রবণয়োঃ কচিৎ ॥৯৯
ন চাঙ্গনখবাদ্যং বৈ কুর্য্যান্নাঞ্জলিনা পিবেৎ।
নাভিহন্যাজ্জলং পদ্ভ্যাং পাণিনা বা কদাচন ॥
ন শাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি চ ফলেন চ।
ন ম্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেন্নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্ ॥
নখভেদনমাস্ফোটং ছেদনং বা বিলেখনম্।
কুর্য্যাদ্বিমর্দ্দনং ধীমান্নাকস্মাদেব নিষ্ফলম্ ॥১০২
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যং বৃথাচেষ্টাং ন চাচরেৎ
ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন বাদিত্রাণি বাদয়েৎ ॥১০৩
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডুয়েদাত্মনঃ শিরঃ
ন লৌকিকৈঃ স্তবৈর্দেবাংস্তোষয়েদ্বাকৃপতেরপি
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধাবেত নাপ্সু বিণ্মূত্রমাচরেৎ
নোচ্ছিষ্টঃ সংবিশেন্নিত্যং ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ
ন গচ্ছংশ্চ পঠেন্নাপি ন চৈব স্বশিরঃ স্পৃশেৎ।
ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎসুপ্তং ন বোধয়েৎ
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ।
নৈব স্বপ্যাচ্ছূন্যগেহে স্বয়ং নোপানহৌ হরেৎ
নাকারণাদ্বা নিষ্ঠীবেন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ
ন পাদক্ষালনং কুর্য্যাৎ পাদেনৈব কদাচন ॥
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎপাদৌ ন কাংস্যে ধাবয়েদ্বুধঃ
নাভিপ্রসারয়েদ্দেবং ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা।
বায়্বগ্নিনৃপবিপ্রান্ বা সূর্য্যং বা শশিনং প্রতি ॥
অশুদ্ধঃ শয়নং যানং স্বাধ্যায়ং স্নানভোজনম্।
বহির্নিষ্ক্রমণঞ্চৈব ন কুর্ব্বীত কদাচন ॥ ১১১
স্বপ্নমাবপনং স্নানমুদ্বর্ত্তং ভোজনং গতিম্।
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োর্নিত্যং মধ্যাহ্নে চৈব বর্জ্জয়েৎ

করিয়া গমন করিবে না। প্রথমে মাথায় মাখিয়া পরে সেই অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবে না। অশাস্ত্রীয় ক্রীড়া করিবে না। বিনা কারণে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণ এবং গোপনীয় রোম সকল স্পর্শ করিবে না। অশিষ্ট জন সহ একত্র গমন করিবে না। কখনও পাণি, পাদ, বাক্য, নেত্র, কর্ণ, শিশ্ন ও উদরের চাপল্য করিবে না।* অঙ্গবাদ্য ও নখবাদ্য করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না। পদদ্বয় বা পাণিদ্বয় দ্বারা কদাচন জলে অভিঘাত করিবে না। ৯১—১০০। লোষ্ট্র নিক্ষেপ বা ফল নিক্ষেপ দ্বারা ফল পাড়িবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না। পদ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না। ধীমান্ মানব অকস্মাৎ বিনা কারণে নখভেদন, আস্ফোট (তাল ঠোকা), ছেদন, বিলেখন বা বিমর্দ্দন করিবে না। ক্রোড়ে রাখিয়া ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবে না। বৃথা চেষ্টা (খুটিনাটি), নৃত্য, গান ও বাদিত্র বাদন করিবে না। দুই হস্তে নিজ মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না। বাক্-পতি সদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইলেও লৌকিক স্তব দ্বারা দেবতাদিগকে স্তুতি করিবে না। অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া করিবে না, ধাবন করিবে না, জলে বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে না, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় থাকিবে না এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। গমন করিতে করিতে পাঠ করিবে না; বিনা কারণে নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে না। দন্ত দ্বারা নখরোমাদি ছেদন করিবে না এবং সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। বালাতপ সেবা করিবে না। প্রেতধূম বর্জ্জন করিবে। শূন্য গৃহে শয়ন করিবে না। স্বয়ং উপানহ (জুতা) বহন করিবে না। অকারণে নিষ্ঠীবন করিবে না। বাহুসাহায্যে নদী সন্তরণ করিবে না। কখন পদ দ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবে না। অগ্নিতে পদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কাংস্য পাত্রে পদ প্রক্ষালন করিবে না। দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ), গো, বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, সূর্য্য বা চন্দ্রের দিকে পদ প্রসারণ করিবে না। অশুদ্ধ অবস্থায় কদাচন শয়ন, যানারোহণ, স্বাধ্যায়, স্নান, ভোজন ও বাহিরে ভ্রমণ করিবে না। ১০১—১১১। উভয় সন্ধ্যায় এবং ঠিক মধ্যাহ্ন-

ন স্পৃশেৎপাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো গোব্রাহ্ম-
পানলান্।
ন চালনং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ
নাশুদ্ধোঽগ্নিং পরিচরেন্ন দেবান্ কীর্ত্তয়েদৃষীন্
নাবগাহেদগাধাম্বু ধাবয়েন্নানিমিত্ততঃ ॥ ১১৪
ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেন বা জলম্।
নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য নাপ্সু রেতঃ সমুৎসৃজেৎ
অমেধ্যালিপ্তমর্হং বা লোহিতং বা বিষাণি বা
ব্যতিক্রামেন্ন স্রবন্তীং নাপ্সু মৈথুনমাচরেৎ।
চৈত্যবৃক্ষং ন বৈ ছিন্দ্যান্নাপ্সু ষ্ঠীবনমাচরেৎ
নাস্থিভস্মকপালানি ন কেশান্ন চ কণ্টকান।
তুষাঙ্গারকরীষং বা নাধিতিষ্ঠেৎকদাচন ॥ ১১৭
ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্নোপদধ্যাদধঃ ক্বচিৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যান্মুখেন ন ধমেদ্‌বুধঃ ॥ ১১৮

ন বৃক্ষমবরোহেত নাবেক্ষেতাশুচিঃ ক্বচিৎ।
অগ্নৌ ন চ ক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশময়েত্তথা ॥
সুহৃন্মরণমাত্রং বা স্বয়ং ন শ্রাবয়েৎ পরান্।
অপণ্যং কূটপণ্যং বা বিক্রয়ে ন প্রযোজয়েৎ
ন বহ্নিং মুখনিশ্বাসৈর্জ্জ্বালয়েন্নাশুচির্বুধঃ।
পুণ্যস্থানোদকস্থানে সীমান্তং বাদয়েন্ন তু ॥ ১২১
ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ব্বসময়মভ্যুপেতং কদাচন।
পরস্পরং পশূন্ ব্যাঘ্রান্ পক্ষিণো নাববোধয়েৎ
পরবাধাং ন কুর্ব্বীত জলবাতাতপাদিভিঃ।
কারয়িত্বা স্বকর্ম্মাণি গুরূন্ পশ্চান্ন বঞ্চয়েৎ ॥
সায়ং প্রাতর্গৃহদ্বারান্ রক্ষার্থং পরিঘট্টয়েৎ ॥ ১২৪
বহির্মাল্যং সুগন্ধিং বা ভার্য্যয়া সহ ভোজনম্।
বিগৃহ্য বাদং কৃত্বা বা প্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কালে স্বপ্ন (নিদ্রা), ক্ষৌর কার্য্য, স্নান, উদ্বর্ত্তন, ভোজন ও গমন বর্জ্জন করিবে। উচ্ছিষ্ট অবস্থায় হস্ত দ্বারা বিপ্র, গো, ব্রাহ্মণ, অনল ও দেবতা প্রতিমা স্পর্শ করিবে না এবং পদ দ্বারা কোন বস্তু চালন করিবে না। অশুদ্ধ হইয়া অগ্নি-পরিচর্য্যা করিবে না, দেবতা ও ঋষিদিগের কীর্ত্তনও করিবে না। অগাধ জলে অবগাহন করিবে না। নিমিত্ত ব্যতীত ধাবন করিবে না। বাম হস্তে ধরিয়া বা কেবল মুখ দ্বারা (গো-গ্রাসে) জল পান করিবে না। নদ্যাদি পার হওয়া কালীন তাহাতে আচমন না করিয়া পার হইবে না। জলে রেতঃ ত্যাগ করিবে না। অমেধ্য, আলিপ্ত (চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি), পূজ্য বস্তু, রক্ত, সর্ব্ববিধ বিষ এবং ছোট খাল পগার প্রভৃতি ডিঙ্গাইবে না। জলে মৈথুন করিবে না। চৈত্য বৃক্ষ (যে বৃক্ষে দেবাদি পূজা করা হয়) ছেদন করিবে না। জলে নিষ্ঠীবন করিবে না। অস্থি, ভস্ম, কপাল (ভগ্ন মৃৎপাত্র), কেশ, কণ্টক, তুষ, অঙ্গার, করীষ (ঘুঁটে), এই সকল দ্রব্যে কদাচন উপবেশন করিবে না। ধীমান মানব অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না,

নিম্ন ভাগে স্থাপন করত কদাচ উপরিভাগে অবস্থান করিবে না, পায়ের নীচে রাখিবে না এবং মুখ দ্বারা ফুৎকার প্রদানে প্রজ্বালিত করিবে না। বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। অশুচি অবস্থায় এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া দেখিবে না। অগ্নিতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে না। জল দ্বারা অগ্নি প্রশমন করিবে না। স্বয়ং কাহাকেও আত্মীয় জনের মরণসংবাদ শুনাইবে না। অবিক্রেয় দ্রব্য বা কূট পণ্য (দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করণ বা পরিমাণে কপটতা করণ) প্রয়োগ করিবে না। ১১২—১২০। বুধ মানব মুখনিশ্বাস দ্বারা বা অশুচি হইয়া বহ্নি প্রজ্বালন করিবে না। পুণ্যস্থানে বা জলস্থানে সীমা নির্দ্দেশ করিবে না। পূর্ব্বকৃত শপথ কদাচ ভঙ্গ করিবে না। ব্যাঘ্রাদি পশু ও পক্ষীদিগকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না। জল, বাত, আতপাদি দ্বারা অপরের পীড়া জন্মাইবে না। সৎকার্য্য করিয়া বা করাইয়া পশ্চাৎ গুরুদিগকে বঞ্চনা করিবে না। রক্ষা বিধানার্থ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে গৃহদ্বার সকল পরিঘট্টন (উদ্ঘাটন পর্য্যবেক্ষণাদি) করিবে। বাহিরে গন্ধ-মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া, কাহারও সহিত বিবাদ করিয়া, বা বিগ্রহ (মারামারি) করিয়া কিম্বা

ন খাদন্ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেন্ন জল্পন্ বা হসেদ্বুধঃ।
স্বমগ্নিঞ্চৈব হস্তেন স্পৃশেন্নাপ্সু চিরং বসেৎ॥
ন পক্ষকেণোপধমেন্ন শূর্পেণ চ পাণিনা।
মুখেনাগ্নিং সমিন্ধীত মুখাদগ্নিরজায়ত॥ ১২৭
পরস্ত্রিয়ং ন ভাষেত নাযাজ্যং যাজয়েদ্বুধঃ।
নৈকশ্চরেৎসদা বিপ্রঃ সমুদায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥১২৮
ন দেবায়তনং গচ্ছেৎ কদাচিচ্চাপ্রদক্ষিণম্।
ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে স্বপেৎ॥১২৯
নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত নাধার্ম্মিকজনৈঃ সহ
ন ব্যাধিদূষিতৈর্বাপি ন শূদ্রৈঃ পতিতেন বা॥
নোপানদ্বর্জ্জিতো বাথ জলাদিরহিতস্তথা।
ন বর্ত্মনি চিতিং বামমভিক্রামেৎকচিদ্দ্বিজঃ॥
ন নিন্দেদ্যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা যতীংস্তথা।
দেবতায়তনং প্রাপ্য দেবানাঞ্চৈব সত্রিণাম্॥
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গোরপি
স্বাঞ্চ নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যৈর্ন রোগিভিঃ

নাঙ্গারভস্মকেশাদিষধিতিষ্ঠেৎ কদাচন॥ ১৩৩
বর্জ্জয়েন্মার্জ্জনীরেণুং স্নানবস্ত্রঘটোদকম্।
ন ভক্ষয়েদভক্ষ্যাণি নাপেয়ঞ্চ পিবেদ্দ্বিজঃ॥১৩৪

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ধর্ম্মকথনে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্ক্তে হ্যনাপদি॥১
ষণ্মাসান্ যো দ্বিজো ভুঙ্ক্তে শূদ্রস্যান্নং বিগর্হিতম্।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥২
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রস্য চ মুনীশ্বরাঃ।
যস্যান্নেনোদরস্থেন মৃতস্তদ্যোনিমাপ্নুয়াৎ॥ ৩
নটান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ চাণ্ডালচর্ম্মকারিণাম্।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষণ্ডান্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪

ভার্য্যাসহ ভোজন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে না। ব্রাহ্মণ খাইতে খাইতে দাঁড়াইবে না; নিজ শরীর বা অগ্নি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। দীর্ঘকাল জলে বাস করিবে না। পক্ষক (পাখা), শূর্প বা পাণি দ্বারা (যজ্ঞিয়) অগ্নিসমিন্ধন করিবে না। মুখ দ্বারা অগ্নিসমিন্ধন করিবে, কারণ মুখ হইতেই অগ্নি জন্মিয়াছে। ১২১—১২৭। বুধ মানব পরস্ত্রীকে সম্ভাষণ করিবে না। অযাজ্য যাজন করিবে না। সতত একাকী চলিবে না, কিন্তু দল বাঁধিয়া চলাও বর্জ্জন করিবে। প্রদক্ষিণ ব্যতীত দেবতায়তনে কদাচিৎ যাইবে না। বস্ত্র দ্বারা বীজন করিবে না। দেবায়তনে নিদ্রা যাইবে না। একাকী, অধার্ম্মিক ব্যাধিদূষিত শূদ্র বা পতিত জন সহ কিম্বা উপানদ্বর্জ্জিত বা জলাদিরহিত হইয়া পথ চলিবে না। দ্বিজ কদাচ চিতা বামে রাখিয়া যাইবে না। যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী বা যতিদিগকে নিন্দা করিবে না। ব্রাহ্মণ গো বা নিজের ছায়া কামত আক্রমণ করিবে না। পতিত বা রোগী সহ কিম্বা অঙ্গার ভস্ম কেশাদিতে কদাচন উপবেশন করিবে না। মার্জ্জনীরেণু এবং স্নানবস্ত্র ও স্নানঘটের জল বর্জ্জন করিবে। দ্বিজ অভক্ষ্য ভক্ষণ বা অপেয় পান করিবে না।১২৮-১৩৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—বিপ্র শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবে না। মোহ বা কাম বশতঃ যে অনাপৎকালে শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ ছয়মাস যাবৎ বিগর্হিত শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে জীবিতাবস্থায়ই শূদ্র হয়, আর মৃত হইয়া কুকুরজন্ম প্রাপ্ত হয়। হে মুনীশ্বরগণ! মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের মধ্যে যাহার অন্ন উদরে থাকিবে, মরণান্তে তদ্যোনি প্রাপ্ত হইবে। নট, নর্ত্তক, চণ্ডাল, চর্ম্মকারের অন্ন অথবা গণান্ন

চক্রোপজীবিরজক-তস্করধ্বজিনাং তথা।
গন্ধর্ব্বলোহকারান্নং মৃতকান্নং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫
কুলালচিত্রকারান্নং বার্দ্ধুষেঃ পতিতস্য চ।
পৌনর্ভবচ্ছত্রিকয়োরভিশপ্তস্য চৈব হি ॥ ৬
সুবর্ণকারশৈলূষ-ব্যাধবন্ধ্যাতুরস্য চ।
চিকিৎসকস্য চৈবান্নং পুংশ্চল্যা দণ্ডকস্য চ ॥ ৭
স্তেননাস্তিকয়োরন্নং দেবতানিন্দকস্য চ।
সোমবিক্রয়িণশ্চান্নং শ্বপাকস্য বিশেষতঃ ॥ ৮
ভার্য্যাজিতস্য চৈবান্নং যস্য চোপপতির্গৃহে।
উৎসৃষ্টস্য কদর্য্যস্য তথৈবোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥৯
পাপীয়োহন্নঞ্চ সত্ত্বান্নং শস্ত্রাজীবস্য চৈব হি।
ভীতস্য রুদিতস্যান্নমবক্রুষ্টং পরিস্কৃতম্ ॥ ১০
ব্রহ্মদ্বিষঃ পাপরুচেঃ শ্রাদ্ধান্নং মৃতকস্য চ।
বৃথাপাকস্য চৈবান্নং শাবান্নঞ্চাতুরস্য চ ॥ ১১
অপ্রজানাস্তু নারীণাং কৃতঘ্নস্য তথৈব চ।

কারুকান্নং বিশেষেণ শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥ ১২
শৌণ্ডান্নং ঘাণ্টিকান্নঞ্চ ভিষজামন্নমেব চ।
বদ্ধপ্রজননস্যান্নং পরিবেত্রন্নমেব চ ॥ ১৩
পুনর্ভুবো বিশেষেণ তথৈব দিধিষূপতেঃ ॥ ১৪
অবজ্ঞাতঞ্চাবধূতং সরোষং বিস্ময়ান্বিতম্।
গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংস্কারবর্জ্জিতম্ ॥
দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে ব্যবস্থিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥
আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ
কুশীলবঃ কুম্ভকশ্চ ক্ষেত্রকর্ম্মক এব চ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পপণঞ্চ বৈ ॥১৮
পায়সং স্নেহপক্কঞ্চ গোরসশ্চৈব শর্করঃ।

(হোটেলের অন্ন), গণিকান্ন ও ক্লীবের অন্ন বর্জ্জন করিবে। চক্রোপজীবী (বঞ্চনা ব্যবসায়ী), রজক, তস্কর, পতাকাবাহী, গীত-বাদ্যব্যবসায়ী ও লোহকারের অন্ন এবং মৃতক (মৃত নিমিত্তক) অন্ন বর্জ্জন করিবে। ১—৫। কুলাল, চিত্রকর, বার্দ্ধুষিক (সুদ-খোর), পতিত, পুনর্ভূ (দুইবার বিবাহিতা), ছাত্রিক (ছত্র ধারণজীবী), অভিশাপগ্রস্ত, স্বর্ণকার, শৈলুষ (অভিনেতা), ব্যাধ, বন্ধ্যা, পীড়িত, চিকিৎসক, পুংশ্চলী (ব্যভিচারিণী) দ্বারপাল, স্তেন, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোম (মদ্য) বিক্রয়কারী, বিশেষতঃ শ্বপাক (কুক্কুরভোজী), ভার্য্যাজিত, যাহার গৃহে উপপতি আছে, অর্থাৎ যে উপপতিসংশ্রবের অনুমোদনকারী, সমাজচ্যুত, কদাচারী, উচ্ছিষ্টভোজী বা পাপীর অন্ন, সত্ত্বান্ন (মিলিত বহু জনের জন্য সজ্জীকৃত অন্ন) শস্ত্রাজীবের অন্ন, ভীত, রুদিত, অপবাদগ্রস্ত বা পরিস্কৃত (যাহার উপর কেহ হাঁচিয়াছে এমন) অন্ন, ব্রাহ্মণদ্বেষী পাপরুচি জনের অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন, মৃতকান্ন, বৃথাপাকের অন্ন, শাবান্ন (আদ্যশ্রাদ্ধান্ন), আতুর ব্যক্তির অন্ন, বন্ধ্যা নারীদিগের অন্ন, কৃতঘ্নের অন্ন, শিল্পীদিগের অন্ন বিশেষতঃ শস্ত্র-বিক্রয়জীবীর অন্ন, শৌণ্ডিকের (শুঁড়ীর) অন্ন, ঘাণ্টিক (ঘণ্টাবাদক) দিগের অন্ন, ভিষগের বদ্ধপ্রজনন (লিঙ্গ থাকিতেও যে ক্লীব হইয়াছে এমন) ব্যক্তির অন্ন, পরিবেত্তার (জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহকারী ব্যক্তির) অন্ন, পুনর্ভূ অর্থাৎ যাহার দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার অন্ন, বিশেষতঃ দিধিষূপতির (পুনর্ভূ পুরুষতন পতির) অন্ন, আর অবজ্ঞাত, নিন্দিত, সরোষ (যাহা দেখিয়া কেহ ক্রুদ্ধ হইয়াছে) বিস্ময়ান্বিত (যাহা দেখিয়া কেহ বিস্ময়যুক্ত হইয়াছে) কিম্বা যাহা সংস্কারবর্জ্জিত, গুরুর অন্ন হইলেও তাহা খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ৬—১৫। যত কিছু দুষ্কৃত, সকলই অন্নে অবস্থিত থাকে, অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাপ সকলই ভোজন করে। আর্দ্ধিক (যে স্বকীয় কৃষি কার্য্য করে), কুলমিত্র (বংশ-পরম্পরাগত বন্ধু), গোপাল, দাস, নাপিত, শূদ্রের মধ্যে ইহারা এবং যে আত্মনিবেদন করে, তাহারা সকলেই ভোজ্যান্ন। চারণ, কুম্ভকার, ক্ষেত্রকর্ম্মজীবী (কৃষক), অল্প মূল্য দিলে শূদ্রমধ্যে ইহারা ভোজ্যান্ন হইবে।

পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্ গ্রাহ্যং দ্বিজাতিভিঃ
বৃন্তাকং নালিকাশাকং কুসুম্ভং ভস্মকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চ শুক্তং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥
ছত্রাকং বিড়বরাহঞ্চ স্বিন্নং পীযূষমেব চ।
বিলয়ং বিমুখং চৈব করকাণি বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২১
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুষ্মাণ্ডঞ্চ তথৈব চ।
উডুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধা পততি বৈ দ্বিজঃ॥ ২২
বৃথা কৃসরসংযাবৌ পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসঞ্চ দেবান্নানি হবীংষি চ॥ ২৩
যবাগুং মাতুলিঙ্গঞ্চ মৎস্যানপ্যনুপাকৃতান্।
নীপং কপিত্থং প্লক্ষঞ্চ প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৪
পিণ্যাকঞ্চোদ্ধৃতস্নেহং দেবধান্যং তথৈব চ।
রাত্রৌ চ তিলসম্বন্ধং প্রযত্নেন দধি ত্যজেৎ॥
নাশ্নীয়াৎ পয়সা তক্রং সক্তারান্নং ন যোজয়েৎ
কৃমিদুষ্টং ভাবদুষ্টমসৎসংসর্গবর্ত্তি যৎ॥ ২৬
কৃমিকীটাবপন্নঞ্চ সহৃৎক্লেদঞ্চ নিত্যশঃ।
শ্বাঘ্রাতঞ্চ পুনঃ সিদ্ধং চাণ্ডালাবেক্ষিতং তথা॥
উদক্যয়া চ পতিতৈর্গবা সংঘ্রাতমেব চ।
অসঙ্গতং পর্য্যুষিতং পর্য্যস্তান্নঞ্চ নিত্যশঃ॥ ২৮
কাককুক্কুটসংস্পৃষ্টং কৃমিভিশ্চৈব সঙ্গতম্।
মনুষ্যৈরপ্যবঘ্রাতং কুষ্ঠিনা স্পৃষ্টমেব চ॥ ২৯
ন রজস্বলয়া দত্তং ন পুংশ্চল্যা সরোগয়া।
মলবদ্বাসসা বাপি পরবাসোহথ বর্জ্জয়েৎ॥ ৩০
বিবৎসায়াশ্চ গোঃ ক্ষীরং মেষক্ষানির্দশঞ্চ চ।
আবিক বন্ধকীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ॥ ৩১
বলাকং হংসদাত্যূহং কলবিঙ্কং শুকং তথা।
কুররঞ্চ চকোরঞ্চ জালপাদঞ্চ কোকিলম্॥ ৩২

দ্বিজাতিগণ শূদ্রের নিকট হইতে (জল-সম্পর্করহিত দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত) পায়স, স্নেহ (তৈল-ঘৃতাদি) দ্বারা পক্ব দ্রব্য, গো-দুগ্ধ, শক্তু, পিণ্যাক (তিল দ্বারা প্রস্তুত,—তিল-কুটা প্রভৃতি) এবং তৈল গ্রহণ করিতে পারিবে। বৃন্তাক (সাদা বেগুন), নালিকা শাক (সাদা কলমী শাক), কুসুম্ভ (কুসুম-ফুল), ভস্মক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ত * নির্য্যাস (তাল-খর্জ্জুরাদি রস) বর্জ্জন করিবে। ছত্রাক, গ্রাম্য বরাহ, স্বেদজ দ্রব্য, পীযূষ (নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) এবং করকা বর্জ্জন করিবে। বিকৃতাকার বা বিমুখ (কাণা) দ্রব্য, গৃঞ্জন (গাঁজোর) কিংশুক (পলাশ-ফুল), বর্ত্তুলাকার কুষ্মাণ্ড, যজ্ঞডুমুর ও বর্ত্তুলাকার অলাবু ভক্ষণ করিলে দ্বিজ পতিত হয়। ১৩—২২। বৃথা রন্ধিত কৃসর (খিচুড়ী), সংযাব (রাউ মোহনভোগ প্রভৃতি), পায়স, পিষ্টক এবং অনুপাকৃত (দেবতার্থ অপ্রোক্ষিত অনিবেদিত অবস্থায় ঘাতিত) পশুর মাংস, দেবতা ব্যতীত অপরের উদ্দেশে কৃত হবিঃ (ভক্ষ্যদ্রব্য) সকল, যবাগু (যব-মণ্ড), মাতুলিঙ্গ (ছোলঙ্গ লেবু), অনুপাকৃত মৎস্য, নীপ (কদম্ব), কপিত্থ, ও প্লক্ষ (পাকুড়), প্রযত্ন সহকারে বর্জ্জন করিবে। রাত্রে পিণ্যাক, উদ্ধৃতস্নেহ (ঘোল প্রভৃতি), দেবধান্য, দধি ও তিলসম্পর্কযুক্ত যে কোন দ্রব্য ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ সহ তক্র বা সক্তার অন্ন এবং কৃমিদুষ্ট, ভাবদুষ্ট (যাহা দেখিয়া চিত্তে কদর্য্য ভাবের উদয় হয়) অথবা অসৎ-সংসর্গযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। কৃমি-কীটব্যাপ্ত, হৃদয়ের ক্লেদ (ঘৃণা) উৎপাদক, কুক্কুরাঘ্রাত, পুনঃসিদ্ধ, চণ্ডাল, ঋতুমতী নারী বা পতিত জন কর্ত্তৃক দৃষ্ট, গবাঘ্রাত, অসঙ্গত (কদর্য্য স্থানে কদর্য্য ভাবে রক্ষিত), পর্য্যুষিত, পর্য্যস্ত, (ছড়ান) কাক কুক্কুট বা কৃমি দ্বারা স্পৃষ্ট, মনুষ্যাঘ্রাত, কুষ্ঠরোগিস্পৃষ্ট, রজস্বলা রোগিণী ও মলিন বস্ত্র বা পরকীয় বস্ত্রপরিধানা নারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্নও ভোজন করিবে না। ২২—৩০। বিবৎসা, বৃষের জন্য ইচ্ছা যুক্তা বা প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইয়াছে এমন গাভীর দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ, অপেয়, ইহা মনু বলিয়াছেন। বক, হংস, দাত্যূহ, চটক, শুক,

* মধুর রস, কালবশে অম্ল হইলেই তাহাকে শুক্ত বলা যায়।

বায়সান্ খঞ্জরীটাংশ্চ শ্যেনং গৃধ্রং তথৈব চ।
উলূকং চক্রবাকঞ্চ ভাসং পারাবতং তথা ॥৩৩
কপোতং টিট্টিভঞ্চৈব গ্রামকুক্কুটমেব চ।
সিংহং ব্যাঘ্রঞ্চ মার্জ্জারং শ্বানং শূকরমেব চ ॥৩৪
শৃগালং মর্কটঞ্চৈব গর্দ্দভঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৫
ন ভক্ষয়েৎ পঞ্চনখান্ শিখিনোঽন্যান্ বনেচরান্
জলেচরান্ স্থলচরান্ প্রাণিনশ্চেতি ধারণা ॥৩৬
গোধা কূর্ম্মঃ শশঃ খড়্গাঃ শল্লকশ্চেতি সত্তমাঃ।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখান্নিত্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥
মৎস্যান্ সশল্কান্ ভুঞ্জীত মাংসং রৌরবমেব চ।
নিবেদ্য দেবতাভ্যস্তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নান্যথা ॥
ময়ূরং তিত্তিরঞ্চৈব কপোতঞ্চ কপিঞ্জলম্।
বাধ্রীণসং বকং ভক্ষ্যং মীনং প্রাহ প্রজাপতিঃ
শফরী সিংহতুণ্ডশ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ।
মৎস্যাশ্চৈতে সমুদ্দিষ্টা ভক্ষণীয়া দ্বিজোত্তমাঃ ॥
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েদেষাং মাংসঞ্চ দ্বিজকাম্যয়া

কুক্কুর, চকোর, জালপাদ, কোকিল, বায়স, খঞ্জন শ্যেন, গৃধ্র, পেচক, চক্রবাক, ভাস, পারাবত, কপোত (কালো পায়রা), টিট্টিভ, গ্রামকুক্কুট, সিংহ, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, কুক্কুর, শূকর, শৃগাল, মর্কট এবং গর্দ্দভ ভক্ষণ করিবে না। শিখী ব্যতীত অন্য সমস্ত বনচর স্থলচর বা জলচর পঞ্চনখী পশুপক্ষী ভক্ষণ করিবে না। এইরূপই ধর্ম্মসঙ্গত বিধি। হে সত্তমগণ। গোধা, কূর্ম্ম, শশ, খড়্গা মৎস্য ও শল্লক (শজারু), পঞ্চনখীদিগের মধ্যে এই পাঁচটী নিত্য ভক্ষ্য; প্রজাপতি মনু ইহা বলিয়াছেন। সশল্ক মৎস্য এবং রুরু মৃগের মাংস দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিয়া খাইতে পারে, নচেৎ খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ময়ূর, তিত্তির, কপোত, কপিঞ্জল, বার্দ্ধীনস, বক ও মৎস্য ভক্ষ্য; প্রজাপতি এইরূপ বলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! শফরী, সিংহতুণ্ড (শকুল) পাঠীন, রোহিত, এই কয়টী মৎস্যও ভক্ষণীয় ।৩১-৪০। এই সকল মাংস যথাবিধি প্রোক্ষিত করিয়া

যথাবিধি প্রযুক্তঞ্চ প্রাণানামপি চাত্যয়ে ॥ ৪১
ভক্ষয়েচ্চৈব মাংসানি শেষভোজী ন লিপ্যতে
ঔষধার্থমশক্তো বা ন যোগাদ্‌যজ্ঞকারণাৎ ॥৪২
আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎ-
সৃজেৎ।
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবন্নরকমৃচ্ছতি ॥ ৪৩
অদেয়ং বাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব বা।
দ্বিজাতীনামনালোক্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতিঃ
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পততি কর্ম্মভ্যস্ত্বসম্ভাষ্যো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥
ভক্ষয়িত্বাপ্যভক্ষ্যাণি পীত্বাপেয়ান্যপি দ্বিজঃ।
নাধিকারী ভবেত্তাবদ্‌যাবত্তন্ন জহাত্যধঃ ॥৪৬
তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্ষ্যাণি প্রযত্নতঃ।
অপেয়ানি চ বিপ্রো বৈ তথা চেদ্‌যাতি রৌরবম্

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়ম-
কথনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে প্রাণাত্যয় সময়ে প্রাণরক্ষার্থ ভক্ষণ করিবে। দেব-দ্বিজের তৃপ্তি সম্পাদনান্তে শেষ-ভোজনকারী নর পাপে লিপ্ত হয় না। ঔষধার্থ বা যজ্ঞ নিমিত্ত মাংস খাইবে; কিন্তু লোভবশে খাইবে না। যে জন শ্রাদ্ধে বা দৈবকার্য্যে আমন্ত্রিত হইয়া মাংস পরিত্যাগ করে, সে সেই পশুর যত রোম ততকাল নরকে যায়। দ্বিজাতিগণের পক্ষে মদ্য নিত্যই অদেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য ও অনালোক্য; এইরূপই বিধি। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে নিয়ত মদ্য বর্জ্জন করিবে। উহা পান করিয়া দ্বিজ সৎকর্ম্মভ্রষ্ট, অসম্ভাষ্য হয়। দ্বিজ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিলে যাবৎ তাহা মলমূত্ররূপে অধোভাগ দিয়া নির্গত হইয়া না যায় তাবৎ কোন কার্য্যেই অধিকারী হইতে পারে না। এ নিমিত্ত নিত্য প্রযত্ন সহকারে অভক্ষ্য ও অপেয় সকল পরিহার করিবে; নচেৎ রৌরব নরকে যাইবে। ৪১—৪৭।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৮।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বমৃষীণাং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১
অর্থানামুচিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
ওঙ্কারমিত্যাভিনির্দ্দিষ্টং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥২
যো দদাতি বিশিষ্টেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ।
তস্যৈব দানমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষতি॥৩
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্॥
অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্দীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তস্মাদ্ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্॥৫
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুত্তমম্॥ ৬
অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্যসুখার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎকাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥ ৭
যদীশ্বরস্য প্রীত্যর্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥ ৮
দানধর্ম্মং নিষেবেত পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ।
উৎপৎস্যতে তু তৎপাত্রং যত্তারয়তি সর্ব্বতঃ॥ ৯
কুটুম্বভুক্তিবসনাদ্দেয়ং যদতিরিচ্যতে।
অন্যথা দীয়তে যদ্বৈ ন তদ্দানং ফলপ্রদম্॥১০
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় বিনীতায় তপস্বিনে।
ব্রতস্থায় দরিদ্রায় প্রদেয়ং ভক্তিপূর্ব্বকম্॥ ১১
যস্তু দদ্যান্মহীং ভক্ত্যা ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি॥১২
ইক্ষুভিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।
দদাতি বেদবিদুষে যঃ স ভূয়ো ন জায়তে॥ ১৩
গোচর্ম্মমাত্রামপি বা যো ভূমিং সম্প্রযচ্ছতি।
ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৪

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা ভাবিতাত্মা ঋষিদিগের নিকটে যাহা বলিয়াছিলেন, অতঃপর সেই অনুত্তম দান-ধর্ম্ম বলিতেছি। যোগ্যপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক অর্থ প্রতিপাদনাত্মক যে দান, তাহা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদ। যে জন বিশিষ্ট জনগণকে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দান করে, আমি সেই দানই প্রকৃত দান বলিয়া মনে করি; নচেৎ অন্যরূপ (স্বার্থাভসন্ধিযুক্ত) যে দান তাহা প্রকারান্তরে ধনসঞ্চয় মাত্র। দান—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই ত্রিবিধ উক্ত হয়। আর চতুর্থ বিমল দান, সর্ব্বদানোত্তমোত্তম। অনুপকারী ব্রাহ্মণকে তাহা হইতে কোন ফলোদ্দেশ না করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে অহরহঃ যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই নিত্য দান। পাপ-শান্তিনিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তির করে যাহা দান করা যায়, সাধুগণ কর্ত্তৃক ঐ অনুত্তম দান নৈমিত্তিক বলিয়া উদ্দিষ্ট। আপত্য, বিজয় ঐশ্বর্য্য বা সুখার্থ যাহা প্রদান করা যায়, ধর্ম্মচিন্তক ঋষিগণ তাহাকে কাম্য বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশে ধর্ম্মযুক্ত চিত্তে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির করে যাহা প্রদান করা যায়, সেই শিবজনক দান বিমল বলিয়া আখ্যাত। যোগ্য পাত্র পাইয়া শক্তি অনুসারে দান-ধর্ম্মের সেবা করিবে। যে সকল রকমে ত্রাণ করিতে পারে এমন পাত্রেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পোষ্য-পরিজনগণের ভোজন-বসন সম্পাদনান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দান করিবে। ইহার অন্যথাচরণ করত দান করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। ১—১০। শ্রোত্রিয়, কুলীন, সুশিক্ষিত, তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও দরিদ্র ব্যক্তিকে ভক্তিপূর্ব্বক দান করিবে। যে ব্যক্তি আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকে ভক্তি সহকারে মহী দান করে, সে যেখানে যাইয়া আর শোক করিতে হয় না, এমন পরম স্থানে গমন করে। যেজন ইক্ষু-সমন্বিত যাব-গোধূমশালিনী ভূমি বেদবিদ্ বিপ্রকে দান করে, সে আর জন্মে না। যে ব্যক্তি গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমিও দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, সে সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়। ইক্ষু-

ভূমিদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নেহ কিঞ্চন।
অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্
যো ব্রাহ্মণায় শান্তায় শুচয়ে ধর্ম্মশীলিনে।
দদাতি বিদ্যাং বিধিনা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
দদ্যাদহরহঃ স্বর্ণং শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচারিণে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণঃ স্থানমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭
গৃহস্থায়ান্নদানেন ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
অন্নমেবাস্য দাতব্যং দত্বাপ্নোতি পরাং গতিম্
বৈশাখ্যা পৌর্ণমাস্যান্তু ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা
উপোষ্য বিধিনা শান্তঃ শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥ ১৯
পূজয়িত্বা তিলৈঃ কৃষ্ণৈর্মধুনা চ বিশেষতঃ।
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি যদা মনসি বর্ত্ততে॥ ২০
যাবজ্জীবকৃতং যৎপাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ২১
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্॥ ২২
ঘৃতান্নমুদকুম্ভঞ্চ বৈশাখ্যান্তু বিশেষতঃ।
নির্দ্দিশ্য ধর্ম্মরাজায় বিপ্রেভ্যো মুচ্যতে ভয়াৎ॥
সুবর্ণতিলযুক্তৈস্তু ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা।
তর্পয়েদুদপাত্রৈস্তু ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ২৪
মাঘমাসে তমিস্রে তু দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।
শুক্লাম্বরধরঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈর্হুত্বা হুতাশনম্॥ ২৫
প্রদদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যস্তু তিলানেব সমাহিতঃ।
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং সর্ব্বং তরতি বৈ দ্বিজঃ॥ ২৬
অমাবাস্যামনুপ্রাপ্য ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে।
যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবেশং দদ্যাচ্চোদ্দিশ্য কেশবম্
প্রীয়তামীশ্বরো বিষ্ণুর্হৃষীকেশঃ সনাতনঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ ২৮
যস্তু কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্।
আরাধয়েদ্দ্বিজমুখে ন তস্যাস্তি পুনর্ভবঃ॥ ২৯
কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে।
স্নাত্বাভ্যর্চ্চ্য যথান্যায়ং পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ॥
প্রীয়তাং মে মহাদেবো দদ্যাদ্দ্রব্যং স্বকীয়কম্

লোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন দানই বিদ্যমান নাই; অন্নদান উহার তুল্য; আর বিদ্যাদান তদপেক্ষাও অধিক। শান্ত শুচি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে যে বিধি অনুসারে বিদ্যা দান করে, সে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। অহরহঃ ব্রহ্মচারীকে শ্রদ্ধা সহকারে স্বর্ণ দান করিবে; তাহাতে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মার বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে। মানব গৃহস্থকে অন্নদান করিলে মহাফল প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থকে অন্নই দান করিবে, তাহাতে পরা গতি প্রাপ্ত হইবে। বৈশাখ মাসের পৌর্ণমাসীদিনে যথাবিধি উপবাস করিয়া শুচি শান্ত ও প্রযত চিত্তে পাঁচটী বা সাতটী ব্রাহ্মণকে 'ধর্ম্মরাজ প্রীত হউন' এইরূপ কামনায় কৃষ্ণ তিল ও মধু দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিবে। এরূপ করিলে যাবজ্জীবনকৃত যাহা কিছু পাপ সমস্তই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ১১—২১। যে জন কৃষ্ণাজিনে তিল স্থাপনপূর্ব্বক হিরণ্য, মধু ও ঘৃত সহ ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সর্ব্ব দুষ্কৃত হইতে ত্রাণ পায়। ঘৃতান্ন ও জলপূর্ণ কুম্ভ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে ধর্ম্মরাজের প্রীতি উদ্দেশে বিপ্রদিগকে দান করিলে পাপভয় হইতে মুক্ত হয়। সপ্ত বা পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও তিলযুক্ত জলপাত্র দান দ্বারা তর্পিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূরীকৃত হয়। দ্বিজ মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশীদিবসে উপবাস করিয়া শুক্লাম্বর ধারণ করত কৃষ্ণ তিল দ্বারা হুতাশনে হোমপূর্ব্বক সমাহিত ভাবে ব্রাহ্মণগণকে তিল প্রদান করিবে। এরূপ করিলে জন্ম প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ, সকল হইতেই ত্রাণ পায়। অমাবস্যা দিন প্রাপ্ত হইয়া দেবদেবেশ কেশবের উদ্দেশে তপস্বী ব্রাহ্মণকে "ঈশ্বর হৃষীকেশ সনাতন বিষ্ণু প্রীত হউন" এই কামনায় যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে, তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিবসে স্নান করিয়া দেব পিনাকীকে ব্রাহ্মণের মুখে (ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া) আরাধনা করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিশেষতঃ যে জন কৃষ্ণাষ্টমীদিনে স্নানপূর্ব্বক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে যথান্যায়ে পাদপ্রক্ষালনাদি দ্বারা অর্চ্চনা

স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥
দ্বিজৈঃ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ।
অমাবস্যায়াং ভক্তৈশ্চ পূজনীয়স্ত্রিলোচনঃ ॥৩২
একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং পুরুষোত্তমম্।
অর্চ্চয়েদ্ব্রাহ্মণমুখে স গচ্ছেৎপরমং পদম্ ॥৩৩
এষা তিথির্বৈষ্ণবী স্যাদ্দ্বাদশী শুক্লপক্ষগা।
তস্যামারাধয়েদ্দেবং প্রযত্নেন জনার্দ্দনম্ ॥ ৩৪
যৎকিঞ্চিদ্দেবমীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণে শুচৌ।
দীয়তে বিষ্ণুমেবাপি তদনন্তফলং স্মৃতম্ ॥ ৩৫
যো হি যাং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাধয়িতুং নরঃ
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্যত্নাৎ স তস্যাস্তোষণায় তে ॥
দ্বিজানাং বপুরাস্থায় নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণালাভে প্রতিমাদিষু তৈঃ ক্বচিৎ
প্রতিমাদিষু যত্নেন তস্মাৎ ফলমভীপ্সয়া।
দ্বিজেষু দেবতা নিত্যং পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥৩৮

বিভূতিকামঃ সততং পূজয়েদ্বৈ পুরন্দরম্।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু ব্রহ্মাণং জ্ঞানকামুকঃ ॥৩৯
আরোগ্যকামোঽথ রবিং ধনকামো হুতাশনম্
কর্ম্মণাং সিদ্ধিকামস্তু পূজয়েদ্বৈ বিনায়কম্ ॥ ৪০
ভোগকামস্তু শশিনং বলকামঃ সমীরণম্।
মুমুক্ষুঃ সর্ব্বসংসারাৎ প্রযত্নেনার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪১
যস্তু যোগং তথা মোক্ষমিচ্ছেজ্জ্ঞানমৈশ্বরম্।
অর্চ্চয়েত বিরূপাক্ষং প্রযত্নেন সুরেশ্বরম্ ॥ ৪২
যে বাঞ্ছন্তি মহাভাগা জ্ঞানানি চ মহেশ্বরম্।
তে পূজয়ন্তি ভূতেশং কেশবঞ্চাপি ভোগিনঃ ॥
বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি জলদানং ততোঽধিকম্।
তৈলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্ ॥ ৪৪
ভূমিদঃ সর্ব্বমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো রূপমুত্তমম্ ॥৪৫
বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বদো যানমুত্তমম্।
অন্নদাতা শ্রিয়ং শ্রেষ্ঠাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্ ॥

করত "মহাদেব প্রীত হউন", এই কামনায় স্বকীয় দ্রব্য দান করে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।২২—৩১। ভক্ত দ্বিজগণ কর্তৃক কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা দিনে ত্রিলোচন বিশেষরূপে পূজনীয়। যদি একাদশীতে নিরাহার থাকিয়া দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণের মুখে পুরুষোত্তমকে পূজা করে, তবে সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথি; এই তিথিতে প্রযত্ন সহকারে দেব জনার্দ্দনকে আরাধনা করিবে। দেব ঈশানকে অথবা বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া শুচি ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহাই অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া স্মৃত হয়। যে নর যে দেবতাকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে, যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে তাহাতেই সেই দেবতা প্রীত হইবেন। কারণ দেবতাগণ নিত্য দ্বিজদিগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। কচিৎ ব্রাহ্মণের অলাভ হইলেই প্রতিমাদিতে তাঁহাদিগের পূজা কর্ত্তব্য। অতএব ফলাভিলাষী মানব কর্তৃক প্রতিমাদি অপেক্ষাও যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণেতেই দেবতা সকলের বিশেষরূপে পূজা নিত্য কর্ত্তব্য। বিভূতিকাম ব্যক্তি সতত পুরন্দরকে পূজা করিবে; জ্ঞান ও ব্রহ্মতেজঃকামী ব্রহ্মাকে, আরোগ্যকামী রবিকে, ধনকামী হুতাশনকে, কর্ম্মসিদ্ধি কামনায় বিনায়ককে, ভোগকামনায় শশীকে, বল কামনায় সমীরণকে এবং যে সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুমুক্ষু সে প্রযত্ন সহকারে হরিকে অর্চ্চনা করিবে। যেজন যোগ মোক্ষ ও ঐশ্বর জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) কামনা করে, সে প্রযত্নপূর্ব্বক সুরেশ্বর বিরূপাক্ষকে অর্চ্চনা করিবে। হে মহাভাগ সকল! যাহারা জ্ঞান ও ভোগ বাঞ্ছা করে, তাহারা ভূতেশ মহেশ্বরকে বা কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৩২—৪৩। বারিদাতা (পানোপযোগী অল্পমাত্র জলপ্রদাতা) তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, জল (প্রভূত জল) প্রদাতা তদপেক্ষাও অধিক ফললাভ করে, তৈলপ্রদ ব্যক্তি অভিলষিত সন্ততি প্রাপ্ত হয়, দীপদাতা উত্তম চক্ষু লাভ করে, ভূমিদ মানব সর্ব্বসুখ প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু, গৃহপ্রদ ব্যক্তি উত্তম ভবন, রূপ্যদ উত্তম রূপ, বস্ত্রদাতা চন্দ্র-সালোক্য,

যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্
ধান্যান্যপি যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিদ্যাবিশিষ্টেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে ॥৪৮
গবাহারপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ইন্ধনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নির্জায়তে নরঃ॥৪৯
ফলমূলানি পানানি শাকানি বিবিধানি চ।
প্রদদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যস্তু মুদা যুক্তঃ সদা ভবেৎ।
ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণো রোগশান্তয়ে।
দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥ ৫১
অসিপত্রবনং মার্গং ক্ষুরধারাসমন্বিতম্।
তীক্ষ্ণতাপঞ্চ তরতি ছত্রোপানৎপ্রদো নরঃ ॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্যাপেক্ষিতং গৃহে।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৫৩
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
সংক্রান্ত্যাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
দত্ত্বা চাক্ষয়মাপ্নোতি নদীষু চ বনেষু চ ॥ ৫৫
দানধর্ম্মাৎপরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে
তস্মাদ্বিপ্রায় দাতব্যং শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজাতিভিঃ ॥
স্বর্গায় ভূতিকামেন তথা পাপোপশান্তয়ে।
মুমুক্ষুণা তু দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যস্তথান্বহম্ ॥ ৫৭
দীয়মানন্তু যো মোহাদ্‌গোবিপ্রাগ্নিসুরেষু চ।
নিবারয়তি পাপাত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং ব্রজেত সঃ
যস্তু দ্রব্যার্জ্জনং কৃত্বা নার্চ্চয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ সুরান্
সর্ব্বস্বমপহৃত্যৈনং রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥
যস্তু দুর্ভিক্ষবেলায়ামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি।
ম্রিয়মাণেষু বিপ্রেষু ব্রাহ্মণঃ স তু গর্হিতঃ ॥৬০
ন তস্মাৎপ্রতিগৃহ্নীয়ুর্ন বসেয়ুশ্চ তেন হি।
অঙ্কয়িত্বা স্বকাদ্রাষ্ট্রাদ্রাজা তং বিপ্রবাসয়েৎ ॥৬১
পশ্চাৎ সন্তো দদাতীহ স্বদ্রব্যং ধর্ম্মসাধনম্।

অশ্বদ উত্তম যান, অন্নদাতা বাঞ্ছিত শ্রী, গোদাতা সূর্য্যলোক, যান-শয্যাপ্রদাতা ভার্য্যা, অভয়প্রদ ঐশ্বর্য্য, ধান্যদাতা শাশ্বত সুখ ও বেদদাতা শাশ্বত ব্রহ্ম (মুক্তি) লাভ করে। আর যদি বেদবিদ্যাবিশিষ্ট বিপ্রকে যথাশক্তি ধান্য প্রদান করে, তবে মরণান্তে স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। গোগণকে খাদ্য প্রদান করিলে সর্ব্বপাপে প্রমুক্ত হয়। ইন্ধন (কাষ্ঠ) প্রদান করিলে নর দীপ্তাগ্নি হয়। ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ ফল, মূল, পেয়, শাক দান করিলে সদা আনন্দযুক্ত হয়। ৪৪—৫০। রোগীর রোগশান্তি নিমিত্ত ঔষধ ও স্নেহ আহার (পুষ্টিকর খাদ্য) দানকারী মানব রোগরহিত সুখী ও দীর্ঘায়ু হয়। ছত্র ও উপানহ (জুতা) প্রদানকারী নর তীক্ষ্ণ-তাপযুক্ত ক্ষুরধারাসমন্বিত অসিপত্রবন নরকের পথ হইতে পরিত্রাণ পায়। লোকে যাহা যাহা প্রার্থনীয়তম এবং যাহা যাহা গৃহে প্রয়োজন, সেই সেই দ্রব্যের অক্ষয়ত্ব কামনা থাকিলে সেই সেই দ্রব্যই দান করিবে। অয়ন, বিষুব, সংক্রান্তি ও চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণাদি কালে, যাহা দান করা যায় তাহা অক্ষয় হয়। পুণ্য প্রয়াগাদি তীর্থে আয়তনে নদীতে ও বনে দান করিলে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। দানধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম ইহলোকে আর নাই; অতএব দ্বিজাতিগণ শ্রোত্রিয় বিপ্রকে দান করিবে। স্বর্গার্থ, বিভূতি কামনায়, পাপশান্তি নিমিত্ত এবং মুক্তি লাভাভিলাষে অহরহঃ ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে। যে পাপাত্মা মোহবশতঃ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও দেবতাকে দানকালীন নিবারণ করে, সে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। যে জন দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ বা দেবগণকে অর্চ্চনা না করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক রাজ্য হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। ৫০—৫৯। যে ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষ হেতু যখন ব্রাহ্মণগণ ম্রিয়মাণ হন তখন অন্নাদি প্রদান না করে, সে নিতান্ত গর্হিত। তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, তাহার সহিত বাসও করিবে না। রাজা তাহাকে (লৌহাদিদ্বারা) অঙ্কিত করাইয়া রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। আবার

স পূর্ব্বাভ্যধিকঃ পাপী নরকে পচ্যতে নরঃ ॥৬২
স্বাধ্যায়বন্তো যে বিপ্রা বিদ্যাবন্তো
জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
সত্যসংযমসংযুক্তাস্তেভ্যো দদ্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ
প্রভুক্তমপি বিদ্বাংসং ধার্ম্মিকং ভোজয়েদ্দ্বিজম্
ন চ মূর্খমবৃত্তস্থং দশরাত্রমুপোষিতম্ ॥ ৬৪
সন্নিকৃষ্টমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি ।
স তেন কর্ম্মণা পাপী দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥৬৫
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্য চ সন্নিধিম্ ॥৬৬
যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্নীয়াদ্দদ্যাদর্চ্চিতমেব চ ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্তু বিপর্য্যয়ে ॥ ৬৭
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেঽপি চ
ন পাষণ্ডেষু সর্ব্বেষু নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥৬৮
রূপ্যঞ্চৈব হিরণ্যঞ্চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলম্ ।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্ ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥

দ্বিজাতিভ্যো ধনং লিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো
দ্বিজোত্তমঃ ।
অপি রাজন্যবৈশ্যাভ্যাং ন তু শূদ্রাৎ কথঞ্চন
বৃত্তিসঙ্কোচমন্বিচ্ছেন্নেহেত ধনবিস্তরম্ ।
ধনলোভে প্রসক্তস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥৭১
বেদানধীত্য সকলান্ যজ্ঞাংশ্চাবাপ্য সর্ব্বশঃ ।
ন তাং গতিমবাপ্নোতি সন্তোষাদ্যামবাপ্নুয়াৎ
প্রতিগ্রহরুচির্ন স্যাচ্ছূদ্রান্ন তু সমাহরেৎ ।
স্থিত্যর্থাদধিকং গৃহ্নন্ ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্
যস্তু যাতি ন সন্তোষং ন স স্বর্গস্য ভাজনম্ ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ ॥ ৭৪
গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষুরর্চ্চয়ন্ দেবতাতিথীন্
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎস্বয়ং ততঃ ॥৭৪
এবং গৃহস্থো যুক্তাত্মা দেবতাতিথিপূজকঃ ।
বর্ত্তমানঃ সংযতাত্মা যাতি তৎপরমং পদম্ ॥৭৬

যে ঐরূপ সময়ে দান না করিয়া পশ্চাৎ নিজ দ্রব্য সকল দান করে, সে পূর্ব্বোক্ত পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী ; সে নরকে পচ্যমান হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে সকল বিপ্র স্বাধ্যায়বন্ত, বিদ্যাবন্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সত্য-সংযমযুক্ত, তাহাদিগকেই দান করিতে হয়। বিদ্বান্ ধার্ম্মিক দ্বিজ প্রকৃষ্টরূপে ভুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভোজন করাইবে, কিন্তু দুর্বৃত্ত মূর্খ ব্যক্তি দশ রাত্র উপবাসী হইলেও তাহাকে ভোজন করাইবে না। সন্নিহিত শ্রোত্রিয় (দানযোগ্য) ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যদি দূরস্থ জনে দান করে, সে সেই পাপে আসপ্তম কুল দগ্ধ করিয়া ফেলে ; তবে যদি সন্নিহিত অপেক্ষা দূরস্থ ব্যক্তি শীল বিদ্যাদি আদিগুণে অধিক হন, তবে সন্নিহিতকে অতিক্রম করিয়াও যত্নপূর্ব্বক তাহাকেই দান করিবে। যে অর্চ্চিত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে, আর যে অর্চ্চিত দ্রব্য দান করে, তাহারা উভয়েই স্বর্গে যায় ; ইহার ব্যতিক্রমে নরকী প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মবিৎ মানব নাস্তিক, তর্ক পাষণ্ড ও বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে একটু জলও দান করিবে না। অবিদ্বান্ ব্যক্তি যদি রূপ্য, হিরণ্য, গো, অশ্ব, পৃথিবী ও তিল প্রতিগ্রহ করে, তবে সে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়। দ্বিজোত্তম ব্যক্তি প্রশস্ত দ্বিজাতিদিগের নিকটই ধন প্রার্থনা করিবে, অথবা রাজন্য বা বৈশ্যের নিকট প্রার্থনা করিবে ; কিন্তু কথঞ্চন শূদ্রজন সন্নিধানে করিবে না। ৬০—৭০। বিপ্র বৃত্তিসঙ্কোচই কামনা করিবে, 'বহুতর ধনের চেষ্টা করিবে না ; কারণ ধনলোভে প্রসক্ত হইলে ব্রাহ্মণ্য হইতেই ভ্রষ্ট হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বা সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও সে গতি পাওয়া যায় না, যে গতি সন্তোষ দ্বারা লাভ করা যায়। প্রতিগ্রহরুচি হইবে না, শূদ্রের নিকট হইতে কোন দ্রব্যই আহরণ করিবে না ; জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী ধনাপেক্ষা অধিক ধন গ্রহণ করিলে অধোগতি ঘটে। যে সন্তোষ প্রাপ্ত না হয়, সে স্বর্গভাজন হইতে পারে না। ভূতনিচয়ের উদ্বেগকারী সেই ব্যক্তি চৌর সদৃশ। গুরুগণের ও ভৃত্যদিগের উদ্ধার (সাহায্য) কামনায় ও দেবতা-অতিথিদিগের তর্পণার্থ সকলের

পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য গত্বারণ্যন্তু তত্ত্ববিৎ
একাকী বিচরেন্নিত্যমুদাসীনঃ সমাহিতঃ ॥ ১৭
এষ বঃ কথিতো ধর্ম্মো গৃহস্থানাং দ্বিজোত্তমাঃ
জ্ঞাত্বা তু তিষ্ঠেন্নিয়তং তথানুষ্ঠাপয়েদ্দ্বিজান্ ॥১৮
ইতি দেবমনাদিমেকমীশং
গৃহধর্ম্মেণ সমর্চ্চয়েদজস্রম্।
সমতীত্য স সর্ব্বভূতযোনিং
প্রকৃতিং যাতি পরং ন জাতি জন্ম ॥ ১৯

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে গৃহস্থধর্ম্মনির্ণয়ো
নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা দ্বিতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ সদারঃ সাগ্নিরেব চ ॥ ১
নিক্ষিপ্য ভার্য্যাং পুত্রেষু গচ্ছেদ্বনমথাপি বা।
দৃষ্ট্বাপত্যস্য দাম্পত্যং জর্জ্জরীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ২
শুক্লপক্ষস্য পূর্ব্বাহ্ণে প্রশস্তে চৌত্তরায়ণে।
গত্বারণ্যং নিয়মবাংস্তপঃ কুর্য্যাৎসমাহিতঃ ॥৩
ফলমূলানি পূতানি নিত্যমাহারমাহরেৎ।
যদাহারো ভবেত্তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥
পূজয়েদতিথিং নিত্যং স্নাত্বা চাভ্যর্চ্চয়েৎসুরান্
গৃহাদাদায় চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ ॥ ৫
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং নখরোমাণি নোৎসৃজেৎ
স্বাধ্যায়ং সর্ব্বথা কুর্য্যান্নিয়চ্ছেদ্বাচমন্ততঃ ॥ ৬
অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াৎ পঞ্চযজ্ঞান্,সমাচরেৎ।
উৎপন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা ॥৭
চীরবাসা ভবেন্নিত্যং স্নায়াত্রিষবণং শুচিঃ।
সর্ব্বভূতানুকম্পশ্চ প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮
দর্শেন পৌর্ণমাসেন যজেত নিয়তং দ্বিজঃ।

নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য (উপভোগ) দ্বারা স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইবে না। গৃহস্থ এইরূপ সদাচারর, দেবতা-অতিথিপূজক ও সংযতাত্মা হইলে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি পুত্রদিগের প্রতি ভার্য্যার ভার অর্পণপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করত নিত্য একাকী উদাসীন ও সমাহিত ভাবে বিচরণ করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আপনাদিগের নিকটে গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম কহিলাম। ইহা জানিয়া অনুরূপ আচরণ করিবে ও অপর দ্বিজগণকে আচরণ করাইবে। যে জন এই প্রকার গৃহধর্ম্ম দ্বারা অনাদি এক দেব ঈশ্বরকে অজস্র সমর্চ্চন করে, সে সমস্ত ভূতযোনি অতিক্রম করত প্রকৃতি প্রাপ্ত (মুক্ত) হয়, আর জন্মে না। ১১—১৯।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত এই ভাবে গৃহাশ্রমে থাকিয়া সদার ও সাগ্নি হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে যাইবে। অথবা জরাজর্জ্জরীকৃত দেহে অপত্যের দাম্পত্য অর্থাৎ বংশরক্ষক পুত্রাদি দর্শনপূর্ব্বক ভার্য্যাকে পুত্রদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বনে যাইবে। উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে পূর্ব্বাহ্ণে প্রশস্ত কালে অরণ্যে যাইয়া, নিয়ম সহকারে সমাহিত ভাবে তপ করিবে। নিত্য পূত ফল-মূল আহার করিবে। নিজে যাহা আহার করিবে, তাহা দ্বারাই পিতৃ-দেবতাদিগের পূজা করিবে। নিত্য অতিথিকেও পূজা করিবে। স্নান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। সমাহিত ভাবে গৃহস্থগৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। নিত্য জটা ধারণ করিবে। নখ-রোম কর্ত্তন করিবে না, সর্ব্বদা স্বাধ্যায় করিবে। অতন্দ্র বাক্য সংযম করিবে। অগ্নিহোত্র হোম করিবে। বনোৎপন্ন বিবিধ মেধ্য ফল-মূল-শাকাদি দ্বারা পঞ্চ-যজ্ঞ আচরণ করিবে। নিত্য চীরবসনপরিধায়ী হইবে। ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে। শুচি সর্ব্বভূতে দয়াশীল ও প্রতিগ্রহবর্জ্জিত হইবে। দ্বিজ নিয়ত দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিবে এবং ঋক্ষেষ্টি আগ্রায়ণ

ঋধিষ্ট্যাগ্রয়ণে চৈব চাতুর্ম্মাস্যানি কারয়েৎ ॥৯
উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দক্ষিণায়নমেব চ।
বাসন্তশারদৈর্মেধ্যৈফলপত্রৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্ব্বপেৎ পৃথক্ ॥
দেবতাভ্যশ্চ তদ্দত্ত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ।
শেষং সমুপভুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতম্ ॥ ১১
বর্জ্জয়েন্মধুমাংসানি ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং কবকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ ॥ ১২
ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি পুষ্পাণি চ ফলানি চ
শ্রাবণেনৈব বিধিনা বহ্নিং পরিচরেৎ সদা ॥১৪
ন দ্রুহ্যেৎসর্ব্বভূতানি নির্দ্বন্দ্বো নির্ভয়ো ভবেৎ।
ন নক্তং কিঞ্চিদশ্নীয়াদ্রাত্রৌ ধ্যানপরো ভবেৎ ॥
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধস্তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তকঃ।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং ন পত্নীমপি সংশ্রয়েৎ ॥১৬
যস্তু পত্ন্যা বনং গত্বা মৈথুনং কামতশ্চরেৎ।
তদ্ব্রতং তস্য লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ ॥
তত্র যো জায়তে গর্ভো ন স স্পৃশ্যো দ্বিজাতিভিঃ।
ন হি বেদেঽধিকারোঽস্য তদ্বংশেঽপ্যেবমেব হি ॥ ১৮
ভূমৌ শয়ীত সততং সাবিত্রীজপ্যতৎপরঃ।
শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং সংবিভাগপরঃ সদা ॥১৯
পরীবাদং মৃষাবাদং নিদ্রালস্যে চ বর্জ্জয়েৎ।
একাগ্নিরনিকেতঃ স্যাৎ প্রোক্ষিতাং ভূমিমাশ্রয়েৎ
মৃগৈঃ সহ চরেদ্দান্তস্তৈঃ সহৈব চ সংবসেৎ।
শিলায়াং শর্করায়াং বা শয়ীত সুসমাহিতঃ ॥২১
সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোঽপি বা ।
ষণ্মাসনিচয়ো বাপি সমানিচয় এব বা ॥ ২২
নক্তং চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা চাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ কিংবাপ্যষ্টমকালিকঃ ॥
চান্দ্রায়ণবিধানৈর্ব্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্জ্জয়েৎ।

ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিবে। আর যথাক্রমে উত্তরায়ণ যাগ ও দক্ষিণায়ন যাগ করিবে। ১—৯। শরৎ বসন্তাদি ঋতুতে উৎপন্ন মেধ্য ফল-মূলাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা চরু-পুরোডাশাদি বিধিবৎ পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিবে, ঐ সকল মেধ্যতর বন্য হবিঃ দেবতাদিগকে প্রদানান্তে শেষ ভোজন করিবে। স্বয়ংকৃত লবণ ভক্ষণ করিবে। মদ্য, মাংস, ভূমিজাত কবক, ভূস্তৃণ, (ব্যাঙের-ছাতা) ও শ্লেষ্মাতক ফল (চাল্‌তা) বর্জ্জন করিবে। ফালকৃষ্ট বা কাহারও পরিত্যক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না। আর্ত্ত হইলেও গ্রামজাত পুষ্পফল গ্রহণ করিবে না। শ্রাবণ বিধি অনুসারে সতত বহ্নিপরিচর্য্যা করিবে। সর্ব্বভূতের দ্রোহ করিবে না। সদানির্দ্বন্দ্ব (শীতোষ্ণাদি দুঃখসহিষ্ণু) ও নির্ভয় থাকিবে। রাত্রিতে কিছুই খাইবে না। রাত্রিতে ধ্যানপরায়ণ হইবে। নিত্য জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ তত্ত্বজ্ঞানচিন্তক ও ব্রহ্মচারী হইবে। পত্নীকেও আশ্রয় করিবে না। যে দ্বিজ বনে যাইয়া পত্নী সহ কামত মৈথুনাচরণ করে, তাহার সেই ব্রত লোপ পায়; সে প্রায়শ্চিত্তার্থ হয়, তাহাতে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, সে দ্বিজাতিগণের অস্পৃশ্য। সেই সন্তানের বেদে অধিকার নাই, বা তাহার বংশেও ঐরূপ বেদাধিকার থাকে না। সতত ভূমিতে শয়ন করিবে, গায়ত্রী জপে তৎপর, সর্ব্ব-ভূতের শরণ্য এবং সম্বিভাগ (যখন যাহা যেরূপ করা কর্ত্তব্য তদনুরূপ নির্ব্বাচন) পরায়ণ হইবে। পরীবাদ (পরের কুৎসা), মিথ্যা কথন, নিদ্রা ও আলস্য বর্জ্জন করিবে। একাগ্নি ও অনিকেতন হইয়া প্রোক্ষিত ভূমি আশ্রয় করিবে। ১০—২০। দান্ত হইয়া মৃগগণ সহ বিচরণ করিবে, তাহাদের সহিতই বাস করিবে। শর্করা (কাঁকর), বা শিলায় সুসমাহিত ভাবে শয়ন করিবে। সদ্যঃপ্রক্ষালক (একদিন মাত্রোপযোগি-সঞ্চয়শীল), মাস-সঞ্চয়ী (একমাসোপযোগি-সঞ্চয়শীল), ষণ্মাসনিচয় (ছয় মাসের যোগ্য সঞ্চয়শীল) অথবা সংবৎসরযোগ্য সঞ্চয়শীল হইবে। দিবসে শক্ত্যনুসারে আহরণপূর্ব্বক রাত্রিতে অন্ন ভক্ষণ করিবে। কিম্বা চতুর্থ-

পক্ষে পক্ষে সমশ্নীয়াদ্‌যবাগুং কথিতাং সকৃৎ ॥
পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা ।
স্বাভাবিকৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈ বৈখানসমতে স্থিতঃ ॥
ভূমৌ বা পরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈর্দিনম্ ।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেন্ন কচিদ্ধৈর্য্যমুৎসৃজেৎ ॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাশ্চ স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ ।
আর্দ্রবাসাশ্চ হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়েত্তপঃ ॥২৭
উপস্পৃশেৎ ত্রিষবণং পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥২৮
একপাদেন তিষ্ঠেত মরীচিং বা পিবেৎ সদা ।
পঞ্চাগ্নিধূমপো বা স্যাদুষ্মপঃ সোমপোঽপি বা ॥
পয়ঃ পিবেচ্ছুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তু গোময়ম্ ।
শীর্ণপর্ণাশনো বা স্যাৎকৃচ্ছ্রৈর্বা বর্ত্তয়েৎ সদা ॥৩০
যোগাভ্যাসরতশ্চ স্যাদ্রুদ্রাধ্যায়ী ভবেৎ সদা ।

কালাহারী বা অষ্টমকালাহারী হইবে অথবা চান্দ্রায়ণ বিধি অনুসারে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষে ভোজনের বৃদ্ধি-হ্রাস করত পক্ষে পক্ষে পক্ক যবাগু একবার মাত্র ভোজন করিবে। অথবা বৈখানস মতে অবস্থিত হইয়া সদা কেবল মাত্র স্বভাবজাত স্বয়ংপতিত পুষ্প মূল ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ভূমিতে বিপরিবর্ত্তন (উপবেশন শয়নাদি) করিবে, কিম্বা সারাদিনই পদদ্বয়ে অবস্থান করিবে। অবস্থান ও উপবেশন দ্বারাই বিহার করিবে। কুত্রাপি ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে, বর্ষাকালে শরীরে মেঘধারা পাত হইতে পারে, এমন অবকাশ (ফাঁকা) স্থলে অবস্থান করিবে। হেমন্তে আর্দ্রবাসা হইবে। এই ভাবে ক্রমশ তপ বাড়াইবে। ত্রিসন্ধ্যায় উপস্পর্শ করিবে। পিতৃদেবগণকে তর্পণ করিবে। একপাদে অবস্থান করিবে। অথবা সদা মরীচি (সূর্য্য কিরণ) পান করিয়া থাকিবে। পঞ্চাগ্নিধূমমধ্যগত হইবে কিম্বা উষ্মপ (উত্তাপপানশীল) হইবে বা সোমপায়ী হইবে। শুক্লপক্ষে দুগ্ধ পান করিবে, কৃষ্ণপক্ষে গোময় ভক্ষণ করিবে, কিম্বা শীর্ণপর্ণাশন হইবে। অথবা কৃচ্ছ্র দ্বারাই

অথর্ব্বশিরসোঽধ্যেতা বেদান্তাভ্যাসতৎপরঃ ॥
যমান্ সেবেত সততং নিয়মাংশ্চাপ্যতন্দ্রিতঃ ।
কৃষ্ণাজিনী সোত্তরীয়ঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্ ॥৩২
অথবাগ্নীন্ সমারোপ্য স্বাত্মনি ধ্যানতৎপরঃ ।
অনগ্নিরনিকেতো বা মুনির্মোক্ষপরো ভবেৎ ॥
তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনচারিষু ॥ ৩৪
গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্ ।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা ॥ ৩৫
বিবিধাশ্চোপনিষদ আত্মসংসিদ্ধয়ে জপেৎ ।
বিদ্যাবিশেষান্ সাবিত্রীং রুদ্রাধ্যায়ং তথৈব চ
মহাপ্রস্থানিকং বাসৌ কুর্য্যাদনশনং তথা ।
অগ্নিপ্রবেশমন্যদ্বা ব্রহ্মার্পণবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বানপ্রস্থাশ্রমাচারকথনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

সতত অতিবাহিত করিবে। যোগাভ্যাসরত হইবে এবং রুদ্রাধ্যায়ী (রুদ্রাধ্যায়পাঠকারী) হইবে। ২১—৩০। অথর্ব্বশির উপনিষদের অধ্যেতা ও বেদান্ত অভ্যাসে তৎপর হইবে। সতত যম সকল সেবা করিবে। নিয়ম সকলও অতন্দ্রিত হইয়া অভ্যাস করিবে। কৃষ্ণাজিনধারী, সোত্তরীয়, শুক্লযজ্ঞোপবীতবান্ থাকিবে। অথবা ধ্যানে-তৎপর (দৃঢাভ্যাস) হইয়া অগ্নি সকল আত্মায় আরোপ করত অনগ্নি ও অনিকেত মুনি মোক্ষপরায়ণ হইবে। তাপস বিপ্রগণের নিকটই যাত্রিক (প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী) ভৈক্ষ্য আহরণ করিবে, আর গৃহমেধিগণের মধ্যে যে সকল দ্বিজ বনচারী, তাহাদিগের নিকটই কর্ত্তব্য। অথবা বনে বাস করত গ্রাম হইতে আহরণপূর্ব্বক অষ্টগ্রাস মাত্র পত্রে, হস্তে বা ভগ্নমৃৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক আহার করিবে। আত্মসিদ্ধি (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ) প্রত্যাশায় বিবিধ উপনিষদ্ পাঠ করিবে। বিদ্যাবিশেষনিচয় অভ্যাস করিবে, সাবিত্রী জপ করিবে এবং রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে। পরে সে মহাপ্রস্থান, অন-

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং বনাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎক্রমাৎ ॥১
অগ্নীনাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥২
যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণ্যং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেচ্চ পণ্ডিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে ॥ ৩
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা পুনঃ।
দান্তঃ শুক্লকষায়োঽসৌ ব্রহ্মাশ্রমমুপাশ্রয়েৎ ॥৪
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৫
যঃ সর্ব্বত্র বিনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী আত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ ॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং নিরাশীর্নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭

প্রবেশ করত ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করত নিষ্কাম ভাবে যাবৎ দেহপাত বর্ত্তমান থাকিবে। ৩১—৩৭।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—এইরূপে বনে থাকিয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করত ক্রমে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক আয়ুর চতুর্থ ভাগও অতিবাহিত করিবে। দ্বিজ অগ্নি সকল আত্মায় সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে। প্রথমে যোগাভ্যাসরত, শান্ত ও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইবে; ক্রমে যখন সর্ব্ব বস্তুতেই মনে বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। ইহার বিপর্য্যয় করিলে পতিত হইবে। প্রাজাপত্য বা আগ্নেয় যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দান্ত ও শুক্লবসনধারী হইয়া ব্রহ্মাশ্রম আশ্রয় করিবে। কেহ কেহ জ্ঞানসন্ন্যাসী, অপরে বেদসন্ন্যাসী,

যস্ত্বগ্নীনাত্মসাৎকৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
জ্ঞেয়ঃ স কর্ম্মসন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ ॥ ৮
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানী ত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ॥
নির্ম্মমো নির্ভয়ঃ শান্তো নির্দ্বন্দ্বঃ পর্ণভোজনঃ।
জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা জ্ঞানতৎপরঃ॥
ব্রহ্মচারী মিতাহারো গ্রামাদন্নং সমাহরেৎ ॥ ১১
অধ্যাত্মরতিরাসীত নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থং বিচরেদিহ ॥ ১২
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥

অন্যে কর্ম্মসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী এই ত্রিবিধ কীর্ত্তিত হয়। যে সর্ব্বত্রই বিনির্ম্মুক্ত (আসক্তি-রহিত) নির্দ্বন্দ্ব (শীতবাতাতপাদি সহিষ্ণু), নির্ভয়, কেবল মাত্র আত্মতত্ত্বে অবস্থিত, তিনি জ্ঞানসন্ন্যাসী বলিয়া উক্ত হন। যিনি নিয়ত বেদাভ্যাসে রত, কামনাহীন, নিষ্পরিগ্রহ (সঞ্চয় রহিত), জিতেন্দ্রিয় ও মুমুক্ষু তিনি বেদসন্ন্যাসী বলিয়া উক্ত হন। যে দ্বিজ অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মার্পণতৎপর হইয়া মহাযজ্ঞ-পরায়ণ হন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞেয়। এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে জ্ঞানীই অধিক বলিয়া সম্মত। সেই জ্ঞানীর কোনও কার্য্য নাই, কোন চিহ্ন ধারণ করিবারও প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-তৎপর ব্যক্তি নির্ম্মম, নির্ভয়, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব, পর্ণভোজী ও জীর্ণ কৌপীনবসনধারী বা নগ্ন হইবেন। ১—১০। তিনি ব্রহ্মচারী, মিতাহার হইবেন, গ্রাম হইতে (ভিক্ষা দ্বারা) অন্ন আহরণ করিবেন। অধ্যাত্মরতি (আত্মতত্ত্বালোচনায় সন্তুষ্টচেতা), নিরপেক্ষ ও নিরামিষভোজী হইবেন। তিনি আত্মাকেই সহায় করিয়া ইহ জগতে সুখে বিচরণ করিবেন। মরণেও অভিনন্দন করিবেন না, জীবনেও অভিনন্দন করিবেন না; ভৃত্য যেমন আদেশের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কেবল মাত্র কালকেই প্রতীক্ষা করি-

নাধ্যেতব্যং ন বক্তব্যং শ্রোতব্যং ন কদাচন।
এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪
একবাসাথবা বিদ্বান্ কৌপীনাচ্ছাদনোঽপি বা
মুণ্ডী শিখী বাথ ভবেত্ত্রিদণ্ডী নিষ্পরিগ্রহঃ ॥১৫
কষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ।
গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বসেদ্দেবালয়েঽপি বা ॥
সমঃ শত্রৌ তথা মিত্রে তথা মানাপমানয়োঃ।
ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎকচিৎ
যস্ত মোহেন বান্যস্মাদেকান্নাদী ভবেদ্যতিঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ কাচিদ্ধর্ম্মশাস্ত্রেষু দৃশ্যতে ॥১৮
রাগদ্বেষবিমুক্তাত্মা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
প্রাণিহিংসানিবৃত্তশ্চ মৌনী স্যাৎসর্ব্বনিস্পৃহঃ ॥১৯
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ
সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ২০
নৈকত্র নিবসেদ্দেশে বর্ষাভ্যোঽন্যত্র ভিক্ষুকঃ ॥

বেন। কদাচন অধ্যয়ন করিবেন না, কাহাকেও উপদেশ করিবেন না, কাহারও নিকট উপদেশ শুনিবেন না। এইরূপ জ্ঞানপরায়ণ যোগী ব্রহ্মভাব লাভে যোগ্য হন। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) একবসন বা কৌপীনবসনধারী মুণ্ডী বা শিখাযুক্ত, আর ত্রিদণ্ডী বা নিষ্পরিগ্রহ হইবেন। সতত কষায়বসন ও ধ্যানযোগপরায়ণ থাকিবেন, গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা দেবালয়ে বাস করিবেন। শত্রুতে মিত্রে, মানে অপমানে, সর্ব্বত্র সমচিত্ত হইবেন; ভৈক্ষ্য দ্বারা নিত্য বর্ত্তন (জীবিকা) করিবেন; কখনও একান্নাদী (এক জনের অন্নমাত্র ভোজী) হইবেন না। যে যতি মোহ বা অন্য কারণে একান্নাদী হন, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে তাঁহার কোনও নিষ্কৃতি দৃষ্ট হয় না। তিনি রাগদ্বেষরহিতাত্মা লোষ্ট অশ্ম কাঞ্চনে সমজ্ঞানসম্পন্ন, প্রাণহিংসানিবৃত্ত, মৌনী ও সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবেন, দৃষ্টিপূত পাদন্যাস করিবেন, বস্ত্রপূত জল পান করিবেন, সত্যপূত বাণী বলিবেন, আর মনঃপূত আচরণ করিবেন। ১১—২০। ভিক্ষুক বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য কালে এক-

স্নাত্বা শৌচরতো নিত্যং কমণ্ডলুকরঃ শুচিঃ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং বনবাসরতো ভবেৎ ॥২২
মোক্ষশাস্ত্রেষু নিরতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দম্ভাহঙ্কারনির্ম্মুক্তো নির্দ্দোষোঽসত্যবর্জ্জিতঃ।
আত্মজ্ঞানগুণোপেতো যদি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥
অভ্যসেৎ সততং দেবং প্রণবাখ্যং সনাতনম্।
স্নাত্বাচম্য বিধানেন শুচির্দেবালয়াদিষু ॥ ২৪
যজ্ঞোপবীতী শান্তাত্মা কুশপাণিঃ সমাহিতঃ।
ধৌতকষায়বসনো ভস্মাচ্ছন্নতনূরুহঃ ॥ ২৫
অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ ॥
পুত্রেষু বাথ নিবসন্ ব্রহ্মচারী যতির্ম্মুনিঃ।

দেশে বাস করিবেন না। নিত্য স্নানপূর্ব্বক শৌচ সম্পাদনান্তে শুচি, কমণ্ডলুকর, ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিত ও বনবাসরত হইবেন। যদি মোক্ষশাস্ত্রে সমাসক্ত, ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, দম্ভাহঙ্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দোষ, অসত্যবর্জ্জিত এবং আত্মজ্ঞান-গুণোপেত হন, তবেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সতত বিধান অনুসারে স্নানপূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি, যজ্ঞোপবীতী, শান্তাত্মা, কুশপাণি, সমাহিত, ধৌতকষায় (গেরুয়া) বসনধারী, ও ভস্মাচ্ছন্নতনূরুহ হইয়া দেবালয়াদিতে অধিযজ্ঞ, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও বেদান্তশাস্ত্রাভিহিত ব্রহ্ম জপ করিবেন। * পুত্রগণের প্রতি জীবিকাভার ন্যস্ত করিয়া গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মচারী ও মুনি হইয়া সতত বেদ অভ্যাস করিবেন। তাহাতে তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন। একপ (বেদসন্ন্যাসীর পক্ষে) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কঠোর তপ, ক্ষমা দয়া ও সন্তোষ; এইগুলি বিশেষ ব্রত। বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সমাহিতভাবে,

* এই চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনাতত্ত্ব গুরূপদেশসাপেক্ষ। তজ্জন্য এখানে বিশেষ বিবরণ করা হইল না।

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং স যাতি পরমাং গতিম্
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ পরম্।
ক্ষমা দয়া চ সন্তোষো ব্রতাস্তস্য বিশেষতঃ॥২৮
বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠো বা পঞ্চযজ্ঞান্ সমাহিতঃ।
কুর্য্যাদহরহঃ স্নাত্বা ভিক্ষার্থেনৈব তেন হি॥২৯
হোমমন্ত্রান্ জপেন্নিত্যং কালে কালে সমাহিতঃ
স্বাধ্যায়ঞ্চান্বহং কুর্য্যাৎসাবিত্রীং সন্ধ্যয়োর্জপেৎ
ধ্যায়েত সততং দেবমেকান্তে পরমেশ্বরম্।
একান্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং কামক্রোধং পরিগ্রহম্॥
একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীত বান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥
এবং স্বাশ্রমনিষ্ঠানাং যতীনাং নিয়তাত্মনাম্।
ভৈক্ষেণ বর্ত্তনং প্রোক্তং ফলমূলৈরথাপি বা॥
এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষমলাভে ন পুনশ্চরেৎ॥৩৫
গোদোহমাত্রং তিষ্ঠেত কালং ভিক্ষুরধোমুখঃ।
ভিক্ষেত্যুক্তা সকৃত্তূষ্ণীমশ্নীয়াদ্বাগ্যতঃ শুচিঃ॥৩৬
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ সমাচম্য যথাবিধি।
আদিত্যে দর্শয়িত্বান্নং ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখো নরঃ॥
হুত্বা প্রাণাহুতীঃ পঞ্চ গ্রাসানষ্টৌ সমাহিতঃ।
আচম্য দেবং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েত পরমেশ্বরম্॥৩৮
অলাবুদারুপাত্রে চ মৃন্ময়ং বৈণবং তথা।
চত্বারি যতিপাত্রাণি মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥৩৯
প্রাগ্রাত্রে মধ্যরাত্রে চ পররাত্রে তথৈব চ।
সন্ধ্যাসু চ বিশেষেণ চিন্তয়েন্নিত্যমীশ্বরম্॥৪০
কৃত্বা হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখ্যং বিশ্বসম্ভবম্।
আত্মানং সর্ব্বভূতানাং পরস্তাত্তমসঃ স্থিতম্॥৪১
সর্ব্বস্যাধারভূতানামব্যক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্।
প্রধানপুরুষাতীতমাকাশং দহরং শিবম্।
তদন্তঃ সর্ব্বভাবানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপিণম্॥৪২
ওঙ্কারান্তেঽথ চাত্মানং সমাপ্য পরমাত্মনি।

অহরহঃ স্নানপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। নিত্য কালে কালে সমাহিত হইয়া হোমমন্ত্র সকল পাঠ করিবে এবং অহরহঃ স্বাধ্যায় করিবে। আর উভয় সন্ধ্যাকালে সাবিত্রী জপ করিবে। ২১—৩০। নিত্য একান্তে বসিয়া সতত দেব পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। নিত্য একান্ন ("একজনের" অন্ন) কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। একবাসা অথবা দ্বিবাসা, শিখাধারী, যজ্ঞোপবীতবান্, কমণ্ডলুকর, বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড (যতি) সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ আশ্রমনিষ্ঠ নিয়তাত্মা যতিদিগের ভৈক্ষ অথবা ফল-মূল দ্বারা বর্ত্তন (জীবিকা-নির্ব্বাহ) করা প্রোক্ত হইয়াছে। এককাল মাত্র ভৈক্ষ্য আচরণ করিবে; বিস্তর ভৈক্ষ সংগ্রহে প্রসক্ত হইবে না। ভৈক্ষে প্রসক্ত যতি নীচবিষয়েও সমাসক্ত হয়। মাত্র সপ্ত আগারে ভৈক্ষ আচরণ করিবে। যদি লাভ না হয়, তথাপি পুনরায় আবার ভৈক্ষ আচরণ করিবে না। ভিক্ষু ভিক্ষা করিতে যাইয়া ভিক্ষা এই শব্দটী একবার মাত্র উচ্চারণ করত গোদোহন পরিমিত কাল অধোমুখে অবস্থান করিবে। আর বাগ্যত (মৌন) ও শুচি হইয়া আহার করিবে। নর পাণি-পাদ প্রক্ষালনান্তে যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক আদিত্যকে অন্ন দর্শন করাইয়া প্রাঙ্মুখ হইয়া ভোজন করিবে। প্রথমে পঞ্চ প্রাণাহুতি হোম (ভোজন) করত সমাহিত ভাবে অষ্টগ্রাস ভোজন করিবে। পরে আচমন করিয়া দেব পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। অলাবু, দারু (কাষ্ঠ) পাত্র, আর মৃন্ময় বা বৈণব (বাঁশের) পাত্র; এই চারিটীই যতির পাত্র। মনু এইরূপ বলিয়াছেন। প্রথম রাত্রে, মধ্যরাত্রে, পর (শেষ) রাত্রে, আর উভয় সন্ধ্যাকালে স্থক্তিবিশেষ (বেদোক্ত মন্ত্র ধ্যানাদি) দ্বারা নিত্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। ৩১—৪০। হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখ্য, বিশ্বসম্ভব, সর্ব্বভূতাত্মা, তমঃপরবর্ত্তী সর্ব্বাধার, অব্যক্ত, আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতিঃস্বরূপ, প্রকৃতি-পুরুষের অতীত, দহরাখ্য আকাশরূপী, শিব সর্ব্বভূতের অন্তঃস্বরূপ, ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরকে

আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়েদাকাশমধ্যগম্ ॥
কারণং সর্ব্বভাবানামানন্দৈকসমাশ্রয়ম্ ।
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং ধ্যায়েন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪৪
যদ্বা গুহাদৌ প্রকৃতৌ জগৎসম্মোহনালয়ে ।
বিচিন্ত্যং পরমং ব্যোম সর্ব্বভূতৈককারণম্ ॥ ৪৫
জীবনং সর্ব্বভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মং যৎপশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ ॥৪৬
তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।
অনন্তং সত্যমীশানং বিচিন্ত্যাসীত বাগ্যতঃ ॥
গুহ্যাদ্গুহ্যতমং জ্ঞানং যতীনামেতদীরিতম্ ।
যোহত্র তিষ্ঠেৎ সদানেন সোহশ্নুতে যোগমৈশ্বরম্
তস্মাজ্জ্ঞানরতো নিত্যমাত্মবিদ্যাপরায়ণঃ ।
জ্ঞানং সমভ্যসেদ্ব্রহ্ম যেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৪৭
মত্বা পৃথক্ তমাত্মানং সর্ব্বস্মাদেব কেবলম্ ।
আনন্দমক্ষরং জ্ঞানং ধ্যায়েত চ ততঃ পরম্ ॥

গুহারমধ্যে ধ্যান করিবে। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করিয়া আকাশে আকাশ-মধ্যগত সেই দেব ঈশান, সর্ব্ব ভাবের কারণ, আনন্দৈকাশ্রয়, পুরাণ পুরুষ বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যদ্বা, মুমুক্ষুগণ যাহা দর্শন করেন, সকল লোক যাহাতে প্রলীন হয়, পরম ব্যোম, সর্ব্বভূতৈককারণ, সর্ব্ব-ভূতের জীবন ব্রহ্মের সেই সূক্ষ্ম আনন্দরূপ জগৎসম্মোহনালয় প্রকৃতির গুহায় ধ্যান করিবে। কেবল, জ্ঞানলক্ষণ, অনন্ত, সত্য, ঈশান, ব্রহ্ম তন্মধ্যেই নিহিত রহিয়াছেন। বাগ্যত ও আসীন হইয়া তাঁহাকে বিচিন্তন করিবে। যতিদিগের এই গুহ্যাদ্গুহ্যতর জ্ঞান কথিত হইল; যে যতি এতদনুসারে অবস্থান করে, সে ঐশ্বরযোগ ভোগে সমর্থ হয়, অতএব নিত্য জ্ঞানরত ও আত্মবিদ্যা-পরায়ণ হইয়া যাহাতে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এই ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবে। ৪১—৪৯। সর্ব্ব-ভূত হইতে পৃথক্ আনন্দ, অক্ষর, জ্ঞানরূপ আত্মাকে ধ্যান করিবে। যাঁহা

যস্মাদ্ভবন্তি ভূতানি যজ্জাত্বা নেহ জায়তে ।
স তস্মাদীশ্বরো দেবঃ পরস্তাদ্যোহধিতিষ্ঠতি ।
যদন্তরে তদ্গমনং শাশ্বতং শিবমব্যয়ম্ ।
য ইদং স্বপরোক্ষস্তু স দেবঃ স্যান্মহেশ্বরঃ ॥৫২
ব্রতানি যানি ভিক্ষূণাং তথৈবাচরণানি চ ।
একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥
উপেত্য চ স্ত্রিয়ং কামাৎপ্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ ।
প্রাণায়ামসমাযুক্তং কুর্য্যাৎসান্তপনং শুচিঃ ॥৫৪
ততশ্চরেত নিয়মী কৃচ্ছ্রং সংযতমানসঃ ।
পুনরাশ্রমমাগম্য চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৫
ন ধর্ম্মযুক্তমনৃতং হিনস্তীতি মনীষিণঃ ।
তথাপি ন চ কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ ॥৫৬
একরাত্রোপবাসশ্চ প্রাণায়ামশতং তথা ।
উক্তানৃতং প্রকর্ত্তব্যং যতিনা ধর্ম্মলিপ্সুনা ॥৫৭
পরমাপদ্গতেনাপি ন কার্য্যং স্তেয়মন্যতঃ ।
স্তেয়াদভ্যধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি স্মৃতিঃ ॥৫৮

হইতে ভূত সকল হয়, যাহা জানিলে আর ইহলোকে জন্ম লইতে হয় না, সেই দেব ঈশ্বর তাহার পরবর্ত্তী। তিনিও যাঁহার অন্তরে গমন করেন, যিনি সকলের পরবর্ত্তী, যিনি শাশ্বত অব্যয় শিব, যিনি স্ব-পরোক্ষ ভাবে এই জগদ্রূপে বিরাজিত, তিনিই দেব মহেশ্বর। ভিক্ষুদিগের যে সকল ব্রত এবং যেগুলি প্রতিপাল্য আচার, তাহাদের এক একটী অতিক্রম করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। কামবশতঃ স্ত্রী-গমন করিলে শুচি ও সমাহিত ভাবে প্রাণায়ামসমাযুক্ত সান্তপন করিবে। তার পর নিয়মী হইয়া সংযত মানসে কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে। পরে পুনরায় আশ্রমে আগমন করত অতন্দ্রিত ভাবে ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিবে। যদিও মনীষিগণ বলেন যে, ধর্ম্মযুক্ত অনৃত জীবণ হিংসা করে না; তথাপি অনৃতপ্রসঙ্গই দারুণ, সুতরাং উহা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মলিপ্সু যতি কর্ত্তৃক অনৃত-বাক্য বলিয়া এক রাত্র উপবাস, তথা শত প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। পরম আপদ্গত হই-লেও অন্যের নিকট হইতে স্তেয় করিবে

হিংসা চৈবাপরা তৃষ্ণা যাচ্ঞাত্মজ্ঞাননাশিকা ॥৫৯
যস্যৈতদ্দ্রবিণং নাম প্রাণা হ্যেতে বহিশ্চরাঃ।
স তস্য হরতে প্রাণান্ যো যস্য হরতে ধনম্ ॥
এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতাচ্চ্যুতঃ।
ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ৬১
অকস্মাদেব হিংসান্তু যদি ভিক্ষুঃ সমাচরেৎ।
কুর্য্যাৎকৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রন্তু চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ৬২
স্কন্নেতেন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি।
তেন ধারয়িতব্যা বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ॥৬৩
দিবা স্কন্দে ত্রিরাত্রং স্যাৎ প্রাণায়ামশতং বুধাঃ ॥
একান্নে মধুমাংসে চ নবশ্রাদ্ধে তথৈব চ।
প্রত্যক্ষলবণে চোক্তং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্
ধ্যাননিষ্ঠস্য সততং নশ্যতে সর্ব্বপাতকম্।
তস্মান্মহেশ্বরং ধ্যাত্বা তস্য ধ্যানপরো ভবেৎ ॥
যদ্ব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাক্ষরমব্যয়ম্।
যোহন্তরাত্মা পরং ব্রহ্ম স বিজ্ঞেয়ো মহেশ্বরঃ ॥
এষ দেবো মহাদেবঃ কেবলঃ পরমঃ শিবঃ।
তদেবাক্ষরমদ্বৈতং তদা নিত্যং পরং পদম্ ॥
তস্মান্মহীয়তে দেবে স্বধাম্নি জ্ঞানসংজ্ঞিতে।
আত্মযোগাত্মকে তত্ত্বে মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
নান্যং দেবং মহাদেবাদ্ব্যতিরিক্তং প্রপশ্যতি।
তমেবাত্মানমাত্মেতি যঃ স যাতি পরং পদম্ ॥৭০
মন্যন্তে যে স্বমাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ
একমেব পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বমব্যয়ম্।
স দেবস্তু মহাদেবো নৈতদ্বিজ্ঞায় বধ্যতে ॥৭২
তস্মাদ্যতেত নিয়তং যতিঃ সংযতমানসঃ।
জ্ঞানযোগরতঃ শান্তো মহাদেবপরায়ণঃ ॥ ৭৩
এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যতীনামাশ্রমঃ শুভঃ।
পিতামহেন মুনিনাং বিভুনা পূর্ব্বমীরিতঃ ॥ ৭৪
ন পুত্রশিষ্যযোগিভ্যো দদ্যাদিদমনুত্তমম্।
জ্ঞানং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তং যতিধর্ম্মাশ্রয়ং শিবম্ ॥৭৫

না। স্তেয় হইতে অধিক পাপ আর কিছুই নাই। এইরূপ স্মৃতি আছে। হিংসা আর তৃষ্ণা ও যাচ্ঞা আত্মজ্ঞাননাশিকা। যাহার নাম দ্রবিণ, তাহা বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। অতএব যে যাহার সেই ধন হরণ করে, সে তাহার প্রাণই হরণ করে। ৫০—৬০। এইরূপ স্তেয় করিয়া সেই দুষ্টাত্মা, ভিন্নবৃত্ত, দুঃশীল ও ব্রত হইতে চ্যুত হয়। পরে পুনরায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষু হইয়া অতন্দ্রিত ভাবে বিচরণ করিবে। ভিক্ষু যদি অকস্মাৎ হিংসা আচরণ করে, তবে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ণ করিবে। যতি যদি স্ত্রী দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন স্কন্দিত (স্খলিত-রেতাঃ) হয়, তবে সে ষোড়শবার প্রাণায়াম ধারণ করিবে। হে বুধগণ! দিবা স্কন্দিত হইলে ত্রিরাত্র যাবৎ শত প্রাণায়াম করিবে। একজনের অন্ন, মধু, মাংস ও প্রত্যক্ষ লবণ ভোজনে প্রাজাপত্যই বিশোধন উক্ত হইয়াছে। সতত ধ্যাননিষ্ঠের সমস্ত পাতক নষ্ট হয়। অতএব মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। জগতের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় অব্যয় অন্তরাত্মা যে ব্রহ্ম তিনিই মহেশ্বর বলিয়া বিজ্ঞেয়। এই কেবল দেব মহাদেব পরম শিবই সেই অক্ষয় অদ্বৈত নিত্য পরমপদ। সেই দেব স্বধাম-জ্ঞানসংজ্ঞক আত্মযোগাত্মক তত্ত্বে মোহিত হন; এই জন্য মহাদেব বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। যে জন অন্য কোন দেবকেই মহাদেব-ব্যতিরিক্ত দেখে না, এবং তাঁহাকেও আত্মার সহিত অভিন্ন (একজ্ঞানে নিরূপিত) করে, সে পরম পদে যায়। ৬১—৭০। যাহারা স্বকীয় আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে বিভিন্ন মনে করে, তাহারা সেই দেবকে দেখিতে পায় না। তাহাদের পরিশ্রম বৃথা। এক পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয় অব্যয় তত্ত্ব; সেই দেবই মহাদেব; ইহা জানিলে বদ্ধ হয় না। অতএব সংযতমানস শান্ত মহাদেবপরায়ণ যতি জ্ঞানযোগরত হইতে চেষ্টা করিবে। হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বকালে বিভু পিতামহ মুনিগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, এই সেই যতিদিগের আশ্রমবিবরণ আপনাদিগের নিকট বলিলাম। স্বায়ম্ভুবপ্রোক্ত শিব অনুত্তম এই যতিধর্ম্মাশ্রয়

ইতি যতিনিয়মানামেতদুক্তং বিধানং
সুরবরপরিতোষে যদ্ভবেদেকহেতুঃ।
ন ভবতি পুনরেষামুদ্ভবো বা বিনাশঃ
প্রণিহিতমনসো যে নিত্যমেবাচরন্তি ॥ ১৬

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে যতিনিয়মবর্ণনং
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবমুক্তং পুরা বিপ্রা ব্যাসেনামিততেজসা ॥ ১
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
সমাশ্বাস্য মুনীন্ সর্ব্বান্ জগাম চ যথাগতম্ ॥ ২
ভবদ্ভ্যশ্চ ময়া প্রোক্তং বর্ণাশ্রমবিধানকম্।
এবং কৃত্বা প্রিয়ো বিষ্ণোর্ভবত্যেব ন চান্যথা ॥
রহস্যং তত্র বক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪
যে চান্যে কথিতা ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ।
হরিভক্তিকলাংশাংশসমানা ন হি তে দ্বিজাঃ ॥
পুংসামেকেহ বৈ সাধ্যা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে
যুগান্তরেঽন্যধর্ম্মা হি সেবিতব্যা নরেণ হি ॥ ৬
কলৌ নারায়ণং দেবং যজতে যঃ স সর্ব্বভাক্
দামোদরং হৃষীকেশং পুরুহূতং সনাতনম্।
হৃদি কৃত্বা পরং শান্তং জিতমেব জগত্রয়ম্ ॥ ৮
কলিকালোরগাদংশাৎ কিল্বিষাৎ কালকূটতঃ।
হরিভক্তিসুধাং পীত্বা উল্লঙ্ঘ্যো ভবতি দ্বিজাঃ
কিং জপৈঃ শ্রীহরের্নাম গৃহীতং যদি মানুষৈঃ
কিং স্নানৈর্বিষ্ণুপাদাম্ভো মস্তকে যেন ধার্য্যতে
কিং যজ্ঞেন হরেঃ পাদপদ্মং যেন ধৃতং হৃদি।
কিং দানেন হরেঃ কর্ম্ম সভায়াং যৈঃ
প্রকাশিতম্ ॥ ১১
হরের্গুণগণান্ শ্রুত্বা যঃ প্রহৃষ্যেৎ পুনঃপুনঃ।
সমাধিনা প্রহৃষ্টস্য স গতিঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ১২

জ্ঞান পুত্র শিষ্য যোগী ব্যতীত আর কাহাকেও দিবে না। সুরবরপরিতোষ বিষয়ে যাহা এক (সর্ব্বোত্তম) হেতু স্বরূপ, সেই যতিনিয়মসমূহের বিধান এই উক্ত হইল। যাহারা প্রণিহিত মনে নিত্য ইহা আচরণ করে, তাহাদিগের পুনর্বার উদ্ভব অথবা বিনাশ হয় না। ৭১—৭৬।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! পুরাকালে অমিততেজা ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল। সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমস্ত মুনিগণকে আশ্বাস করিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি গমন করিলেন। আপনাদিগের নিকটে আমি বর্ণাশ্রমবিধান বলিলাম। এইরূপ করিয়াই বিষ্ণুর প্রিয় হইতে পারে, অন্যথা নহে। দ্বিজসত্তমগণ! ইহাতে যাহা রহস্য তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিজগণ! এ জগতে বর্ণাশ্রমনিবন্ধন যে কিছু ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে সে সকলই হরিভক্তির কলাংশাংশ সমানও নহে। কলিযুগে পুরুষগণের এক মাত্র হরিভক্তিই সাধ্য, নরগণ কর্ত্তৃক যুগান্তরেই অন্য ধর্ম্ম সকল সেবনীয়। কলিকালে যে নর দেব নারায়ণকে যজন করে, সে-ই ধর্ম্মভাগী হয়। পর শান্ত পুরুহূত সনাতন হৃষীকেশ দামোদরকে হৃদয়ে ধারণ করিলে জগৎত্রয়ই জয় করা হয়। হে দ্বিজগণ! হরিভক্তিসুধা পান করিয়াই কলিকালোরগদংশন-হেতুক কালকূট কিল্বিষ হইতে উল্লঙ্ঘনযোগ্য অর্থাৎ আত্মরক্ষাসমর্থ হইতে পারে। মানুষগণ কর্ত্তৃক যদি শ্রীহরির নাম গৃহীত হয়, তবে আর জপে প্রয়োজন কি? যৎকর্ত্তৃক মস্তকে বিষ্ণুপাদজল ধৃত হয়, তাহার আর স্নানে প্রয়োজন কি? যৎকর্ত্তৃক হরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধৃত হয়, তাহার আর যজ্ঞে প্রয়োজন কি? যাহারা সভাতে হরির কর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহাদিগের দানে প্রয়োজন কি? ১—১১। যে জন হরির

তত্র বিঘ্নকরাঃ প্রোক্তাঃ পাষণ্ডাঃ পাপপেশলাঃ
নার্য্যস্তৎসঙ্গিনশ্চাপি হরিভক্তিবিঘাতকাঃ ॥১৩
নারীণাং নয়নাদেশঃ সুরাণামপি দুর্জ্জয়ঃ।
স যেন বিজিতো লোকে হরিভক্তঃ স উচ্যতে
যাদ্যন্তি মুনয়োঽপ্যত্র নারীচরিতলোলুপাঃ।
হরিভক্তিঃ কুতঃ পুংসাংনারীভক্তিজুষাং দ্বিজাঃ
রাক্ষস্যঃ কামিনীবেশাশ্চরন্তি জগতি দ্বিজাঃ।
নরাণাং বুদ্ধিকবলং কুর্ব্বন্তি সততং হি তাঃ ॥১৬
তাবদ্বিদ্যা প্রভবতি তাবজ্জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।
তাবৎ সুনির্ম্মলা মেধা সর্ব্বশাস্ত্রবিধারিণী ॥ ১৭
তাবজ্জপস্তপস্তাবত্তাবত্তীর্থনিষেবণম্।
তাবচ্চ গুরুশুশ্রূষা তাবদ্ধি তরণে মতিঃ ॥ ১৮
তাবৎপ্রবোধো ভবতি বিবেকস্তাবদেব হি।
তাবৎসতাং সঙ্গরুচিস্তাবৎ প্রোত্তীর্ণলালসা ॥১৯
যাবৎসীমন্তিনীলোলনয়নান্দোলনং ন হি।
জনোপরি পতেদ্বিপ্রাঃ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপনম্ ॥২০

তত্র যে হরিপাদাব্জ-মধুলেশপ্রমোদিতাঃ।
তেষাং ন নারীলোলাক্ষিক্ষেপণং হি প্রভুর্ভবেৎ
জন্ম জন্ম হৃষীকেশসেবনং যৈঃ কৃতং দ্বিজাঃ।
দ্বিজে দত্তং হুতং বহ্নৌ বিরতিস্তত্র তত্র হি ॥
নারীণাং কিল কে নাম সৌন্দর্য্যং পরিচক্ষতে
ভূষণানাঞ্চ বস্ত্রাণাং চাকচিক্যং তদুচ্যতে ॥২৩
স্নেহাত্মজ্ঞানরহিতং নারীরূপং কুতঃ স্মৃতম্ ॥২৪
পূয়মূত্রপুরীষাসৃঙ্মেদোঽস্থিবসান্বিতম্।
কলেবরং হি তন্নাম কুতঃ সৌন্দর্য্যমত্র হি ॥২৫
তদেব পৃথগাচিন্ত্য স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বা শুচির্ভবেৎ।
তৈঃ সংহিতংশরীরং হি দৃশ্যতে সুন্দরং জনৈঃ
অহোঽতিদুর্দ্দশা নৃণাং দুর্দ্দৈবঘটিতা দ্বিজাঃ।
কুচাবৃতেঽঙ্গে পুরুষো নারীং বুদ্ধা প্রবর্ত্ততে।
কা নারী বা পুমান্ কো বা বিচারে সতি
কিঞ্চ ন।

গুণগান শ্রবণে পুনঃপুন হৃষ্ট হয়, সমাধিতে প্রহৃষ্ট ব্যক্তির যে গতি, সেই কৃষ্ণচেতা ব্যক্তিরও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে। তাহাতে পাপপেশল পাষণ্ডগণও বিঘ্নকর বলিয়া প্রোক্ত। আর নারী ও তৎসঙ্গীরাও হরি-ভক্তিবিঘাতক। নারীদিগের নয়নাদেশ সুরগণেরও দুর্জ্জয়। উহা যৎকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, সে-ই হরিভক্ত বলিয়া উক্ত হয়। মুনিগণও নারীচরিত বিষয়ে লোলুপ হইয়া মত্ত হন। দ্বিজগণ! নারীভক্তিপরায়ণ পুরুষগণের হরিভক্তি কোথায়? হে দ্বিজগণ! রাক্ষসীগণ কামিনীবেশে জগতে বিচরণ করে। তাহারা সতত নরগণের বুদ্ধি কবল করিয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তাবৎ কাল পর্য্যন্তই বিদ্যার প্রভাব থাকে, তাবৎ কালই জ্ঞান প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই সর্ব্বশাস্ত্র-বিধারিণী সুনির্ম্মলা মেধা থাকে, তাবৎ জপ, তাবৎ তপ, তাবৎ তীর্থনিষেবণ, তাবৎই গুরুশুশ্রূষা, তাবৎই তরণ বিষয়ে মতি, তাবৎই প্রবোধ, তাবৎই বিবেক, তাবৎই সৎসঙ্গরুচি ও তাবৎই পরিত্রাণলালসা বিদ্য-মান থাকে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত জনগণের উপর সর্ব্বধর্ম্মবিলোপন নারীনয়নান্দোলন না হয়। ১২—২০। তন্মধ্যে যাহারা হরি-পাদপদ্মের মধুলেশ লাভে প্রমোদিত হইয়া-ছেন, নারীলোলাক্ষিক্ষেপণ তাহাদিগের প্রতি প্রভুত্ববিস্তারে সমর্থ হয় না। আর যাহারা জন্মে জন্মে হৃষীকেশকে সেবা করিয়াছেন এবং দ্বিজে দান, বহ্নিতে হোম করিয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তির প্রতিও উহা বিরত হয়। কেইবা নারীগণের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করে? যাহা সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে হয়, তাহা ভূষণ ও বস্ত্রাদির চাকচিক্য মাত্র। স্নেহআত্মজ্ঞান-রহিত নারীরূপ রূপ বলিয়া স্মৃত হয় কেন? সেই কলেবর পূয,মূত্র পুরীষ, অসৃক্ মেদ অস্থি ও বসা-সমান্বিত; তাহাতে সৌন্দর্য্য কোথায়? এই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা বা স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে তবে শুচি হয়। আর জনগণ সেই সকলসংযুক্ত শরীরই সুন্দর দেখিয়া থাকে। অহো! নরগণের দুর্দ্দৈবঘটিত কি দুর্দ্দশা! পুরুষেরা কুচাবৃত অঙ্গে নারী বোধে প্রবৃত্ত হয়। কেইবা নারী, আর কেইবা নর, বিচার করিলে

তস্মাৎসর্ব্বাত্মনা সাধুর্নারীসঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ ॥২৮
কো নাম নারীমাসাদ্য সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি ভূতলে।
কামিনীকামিনীসঙ্গি-সঙ্গমিত্যপি সন্ত্যজেৎ।
তৎসঙ্গাদ্রৌরবমিতি সাক্ষাদেব প্রতীয়তে।
অজ্ঞানা লোলুপা লোকাস্তত্র দৈবেন বঞ্চিতাঃ
সাক্ষান্নরককুণ্ডেঽস্মিন্নারীযোনৌ পচেন্নরঃ।
যত এবাগতঃ পৃথ্ব্যাং তস্মিন্নেব পুনা রমেৎ॥
যতঃ প্রসরতে নিত্যং মূত্রং রেতো মলোত্থিতম্
তত্রৈব রমতে লোকঃ কস্তস্মাদশুচির্ভবেৎ ॥৩২
তত্রাতিকষ্টং লোকেঽস্মিন্নহো দৈববিড়ম্বনা।
পুনঃপুনা রমেত্তত্র অহো নিস্ত্রপতা নৃণাম্ ॥৩৩
তস্মাদ্বিচারয়েদ্ধীমান্নারীদোষগণান্ বহূন্ ॥৩৪
মৈথুনাদ্বলহানিঃ স্যান্নিদ্রাতিতরুণায়তে।
নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানো হ্যল্পায়ুর্জায়তে নরঃ॥ ৩৫
তস্মাৎ প্রযত্নতো ধীমান্নারীং মৃত্যুমিবাত্মনঃ।
পশ্যেদ্গোবিন্দপাদাব্জে মনো বৈ রময়েদ্বুধঃ।
ইহামুত্র সুখং তদ্ধি গোবিন্দপদসেবনম্।
বিহায় কো মহামূঢ়ো নারীপাদং হি সেবতে।
জনার্দ্দনাঙ্ঘ্রিসেবা হি হ্যপুনর্ভবদায়িনী।
নারীণাং যোনিসেবা হি যোনিসঙ্কটকারিণী।
পুনঃপুনঃ পতেদ্যোনৌ যন্ত্রনিষ্পীড়িতো যথা।
পুনস্তামেবাভিলষেদ্বিদ্যা হন্ত বিড়ম্বনম্ ॥
ঊর্দ্ধবাহুরহং বচ্মি শৃণু মে পরমং বচঃ।
গোবিন্দে ধেহি হৃদয়ং ন যোনৌ যাতনাজুষি ॥
নারীসঙ্গং পরিত্যজ্য যশ্চাপি পরিবর্ত্ততে।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥৪১
কুলাঙ্গনা দৈবযোগাদূঢ়া যদি নৃণাং সতী।
পুত্রমুৎপাদ্য তে যস্মিংস্তৎসঙ্গং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
তস্য তুষ্টো জগন্নাথো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
নারীসঙ্গো হি ধর্ম্মজ্ঞৈরসৎসঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতে।
তস্মিন্ সতি হরৌ ভক্তিঃ সুদৃঢ়া নৈব জায়তে।

কিছুই নয়। অতএব সাধু সর্ব্বাত্মনা নারীসঙ্গ বর্জ্জন করিবে। নারী আশ্রয় করিয়া ভূতলে কেইবা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে? কামিনী বা কামিনীসঙ্গীরও সঙ্গ ত্যাগ করিবে। তৎসঙ্গবশতঃ যে রৌরব নরক ঘটে, তাহা ত সাক্ষাৎই প্রতীয়মান। দৈব কর্ত্তৃক বঞ্চিত অজ্ঞান লোলুপ নরলোক সকল সাক্ষাৎ নরককুণ্ড এই নারীযোনিতে পচ্যমান হয়। যেখান হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে, পুনরায় আবার সেইখানেই রমণ করে। যেখান হইতে নিত্য মূত্র রেত ও মলবিকার সমস্ত প্রসৃত হয়, লোক তথায়ই রমণ করে। উহা অপেক্ষা আর কি অশুচি হইতে পারে? ২১—৩১। অহো! কি দৈববিড়ম্বনা! তাহাতে অতিকষ্ট হইলেও পুনঃপুনঃ সেখানেই রমণ করে। অহো! নরগণের কি নির্লজ্জতা। অতএব ধীমান মানব নারীদিগের বহু দোষগণ বিচার করিবে। মৈথুনে বলহানি হয়, নিদ্রা অতি তরল হইয়া উঠে, নর নিদ্রায় অপহৃতজ্ঞান হইয়া অল্পায়ু হয়। অতএব ধীমান্ মানব নারীকে আত্মমৃত্যু সদৃশ দর্শন করিবে; আর বুধ ব্যক্তি গোবিন্দপদাব্জে মনকে রমণ করাইবে। ইহামুত্র তাহাই সুখ। গোবিন্দ, পদসেবন পরিত্যাগ করিয়া কোন্ মহামূঢ় নারীপদ সেবা করে? জনার্দ্দনাঙ্ঘ্রিসেবা অপুনর্ভবদায়িনী, আর নারীদিগের যোনিসেবা যোনিশঙ্কটকারিণী। জনগণ পুনঃপুনঃ যন্ত্রনিষ্পীড়িতবৎ যোনিতে পতিত হয় তথাপি আবার সেই যোনিই অভিলাষ করে, হায়! ইহাদের বিদ্যা বিড়ম্বনা মাত্র! আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, আমার পরম বাক্য শুন। গোবিন্দে হৃদয় অর্পণ কর; যাতনাযুক্ত যোনিতে করিও না। ৩১—৪০। যে মানব নারীসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকে, সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল পায়। দৈবযোগে যদি সতী কুলাঙ্গনা পরিণীতা হয়, তবে নরগণ তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া তৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবে। জগন্নাথ তাহার প্রতি তুষ্ট হন; তাহাতে সংশয় নাই। ধর্ম্মজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নারীসঙ্গই অসৎসঙ্গ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়। ঐ নারীসঙ্গ ঘটিলে হরির

সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য হরৌ ভক্তিং সমাচরেৎ ॥
হরিভক্তিশ্চ লোকেহত্র দুর্লভা হি মতা মম।
হরৌ যস্য ভবেদ্ভক্তিঃ স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥
তত্তদেবাচরেৎকর্ম্ম হরিঃ প্রীণাতি যেন হি।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ
হরৌ ভক্তিং বিনা নৃণাং বৃথা জন্ম প্রকীর্ত্তিতম্
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরা যস্য যজন্তে প্রীতিহেতবে।
নারায়ণমনাব্যক্তং ন তং সেবেত কো জনঃ ॥
তস্য মাতা মহাভাগা পিতা তস্য মহাকৃতী।
জনার্দ্দনপদদ্বন্দ্বং হৃদয়ে যেন ধার্য্যতে ॥ ৪৯
জনার্দ্দন জগদ্বন্দ্য শরণাগতবৎসল।
ইতীরয়ন্তি যে মর্ত্ত্যা ন তেষাং নিরয়ে গতিঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ হি বিশেষেণ প্রত্যক্ষং হরিরূপিণঃ।
পূজয়েয়ুর্যথাযোগং হরিস্তেষাং প্রসীদতি ॥৫১
বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণরূপেণ বিচরেৎ পৃথিবীমিমাম্।
ব্রাহ্মণেন বিনা কর্ম্ম সিদ্ধিংপ্রাপ্নোতি নৈব হি

দ্বিজপাদাম্বু ভক্ত্যা যৈঃ পীত্বা শিরসি ধার্য্যতে
তর্পিতাঃ পিতরস্তেন আত্মাপি কিল তারিতঃ
ব্রাহ্মণানাং মুখে যেন দত্তং মধুরমর্চ্চিতম্।
সাক্ষাৎকৃষ্ণমুখে দত্তং তদ্বৈ ভুঙ্ক্তে হরিঃ স্বয়ম্
অহোঽতিদুর্ভগা লোকাঃ প্রত্যক্ষে কেশবে-
দ্বিজে।
প্রতিমাদিষু সেবন্তে তদভাবে হি তৎক্রিয়া ...
ব্রাহ্মণানামধিষ্ঠানাৎ পৃথ্বী ধন্যেতি গীয়তে।
তেষাং পাণৌ চ যদ্দত্তং হরিপাণৌ তদর্পিতম্ ॥
তেভ্যঃ কৃতানমস্কারাত্তিরস্কারো হি পাপনাম্।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো বিপ্রবন্দনাৎ।
তস্মাৎসতাং সমারাধ্যো ব্রাহ্মণো বিষ্ণুবুদ্ধিভিঃ
ক্ষুধিতস্য দ্বিজস্যাস্যে যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে যদি।
প্রেত্য পীযূষধারাভিঃ সিচ্যতে কল্পকোটি

প্রতি ভক্তি সুদৃঢ় হয় না। অতএব সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া হরির প্রতি ভক্তি সমাচরণ করিবে। এই লোকে হরিভক্তিই দুর্লভা; আমার এইরূপই মত। হরির প্রতি যাহার ভক্তি হয়, সে কৃতার্থ; তাহাতে সংশয় নাই। সেই সেই ধর্ম্মই আচরণ করিবে, যাহাতে হরি প্রীত হন; তিনি তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট হয়, তিনি প্রীত হইলেই জগৎ প্রীত হয়। হরিতে ভক্তি ব্যতীত নরগণের জন্মই বৃথা বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মাদি সুরগণও প্রীতি সম্পাদনহেতু যে অব্যক্ত নারায়ণকে যজন করেন, কোন্ জন তাঁহাকে সেবা না করে? তাহার মাতা মহাভাগা, তাহার পিতা মহাকৃতী, যৎকর্ত্তৃক হৃদয়ে জনার্দ্দনপদদ্বন্দ্ব ধৃত হয়। যে সকল মর্ত্ত্য, 'হে জনার্দ্দন, জগদ্বন্দ্য, শরণাগতবৎসল!' এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিগের আর নিরয়ে গতি হয় না। ৪১—৫০। যাহারা প্রত্যক্ষ হরিরূপী ব্রাহ্মণ-গণকে বিশেষভাবে যথাযোগ্য পূজা করে, হরি তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। যে সকল জনগণ কর্ত্তৃক ভক্তি সহকারে দ্বিজপাদাম্বু পানান্তে মস্তকে অর্পিত হয়, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তর্পিত হন, আর আত্মাও তারিত হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে সকল অর্চ্চিত মধুর দ্রব্য দত্ত হয়, তাহা যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখেই প্রদত্ত হয়; হরি স্বয়ংই উহা ভোজন করিয়া থাকেন। অহো! লোক সকল অতীব দুর্ভগ, কারণ দ্বিজরূপী কেশব প্রত্যক্ষ থাকিতেও প্রতিমাদিতে তাঁহার সেবা করে। তদভাবেই তৎক্রিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপস্থিত না থাকিলেই প্রতিমাদি গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ না থাকি-লেই প্রতিমাদিতে হরির পূজাদি বিহিত, নচেৎ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণেই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ-দিগের অধিষ্ঠান হেতু পৃথ্বী ধন্যা বলিয়া গীত হন। যাহা সেই ব্রাহ্মণদিগের পাণিতে দত্ত, হরিপাণিতেই তাহা অর্পিত জানিবে। তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে পাপ সকল তিরস্কৃত হয়। বিপ্রবন্দনে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। অতএব সাধু-দিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুবুদ্ধিতে সমারাধ্য। যদি ক্ষুধিত দ্বিজের মুখে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া

দ্বিজতুণ্ডং মহাক্ষেত্রমনূষরমকণ্টকম্।
তত্র চেদুপ্যতে কিঞ্চিৎ কোটিকোটিফলং
লভেৎ॥ ৫৯

সম্মতং ভোজনঞ্চাস্মৈ দত্বা কল্পং স মোদতে॥
নানাসুমিষ্টমন্নং যো দদাতি দ্বিজতুষ্টয়ে।
তস্য লোকা মহাভোগাঃকোটিকল্পান্তমুক্তিদাঃ
ব্রাহ্মণঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণেন চ কীর্ত্তিতম্।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং মহাপাপদবানলম্॥ ৬২
পুরাণং সর্ব্বতীর্থেষু তীর্থঞ্চাধিকমুচ্যতে।
যস্যৈকপাদশ্রবণাদ্ধরিরেব প্রসীদতি॥ ৬৩
যথা সূর্য্যবপুর্ভূত্বা প্রকাশায় চরেদ্ধরিঃ।
সর্ব্বেষাং জগতামেব হরিরালোকহেতবে॥৬৪
তথৈবান্তঃপ্রকাশায় পুরাণাবয়বো হরিঃ।
বিচরেদিহ ভূতেষু পুরাণং পাবনং পরম্॥ ৬৫
তস্মাদ্যদি হরেঃপ্রীতেরুৎপাদে ধীয়তে মতিঃ
শ্রোতব্যমনিশং পুম্ভিঃ পুরাণং কৃষ্ণরূপিণঃ॥৬৬

বিষ্ণুভক্তেন শাস্তেন শ্রোতব্যমিতি দুর্লভম্।
পুরাণাখ্যানমমলমমলীকরণং পরম্॥ ৬৭
যস্মাদ্বেদার্থমাহৃত্য হরিণা ব্যাসরূপিণা।
পুরাণং নির্ম্মিতং বিপ্র তস্মাত্তৎপরমো ভবেৎ
পুরাণে নিশ্চিতো ধর্ম্মো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ স্বয়ম্
তস্মাৎকৃতী পুরাণে হি শ্রুতে বিষ্ণুর্ভবেদিতি॥
সাক্ষাৎস্বয়ং হরির্বিপ্রঃ পুরাণঞ্চ তথাবিধম্।
এতয়োঃ সঙ্গমাসাদ্য হরিরেব ভবেন্নরঃ॥ ৭০
তথা গঙ্গাম্বুসেকেন নাশয়েৎকিল্বিষং স্বকম্।
কেশবো দ্রবরূপেণ পাপাত্তারয়তে মহীম্॥৭১
বৈষ্ণবো বিষ্ণুভজনস্যাকাঙ্ক্ষা যদি বর্ত্ততে।
গঙ্গাম্বুসেকমমলমমলীকরণং চরেৎ॥ ৭২
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দেবী গঙ্গা ভুবি চ গীয়তে।
বিষ্ণুরূপা হি সা গঙ্গা লোকনিস্তারকারিণী॥৭৩
ব্রাহ্মণেষু পুরাণেষু গঙ্গায়াং গোষু পিপ্পলে।
নারায়ণধিয়া পুম্ভির্ভক্তিঃ কার্য্যা হ্যহৈতুকী॥৭৪
প্রত্যক্ষবিষ্ণুরূপা হি তত্ত্বজ্ঞৈর্নিশ্চিতা অমী।
তস্মাৎসত্তমভাচ্ছ্যা বিষ্ণুভক্ত্যভিলাষিণা॥৭৫

যায়, তবে মরণান্তে কল্পকোটি কাল ধারানিকরে সিক্ত হয়। দ্বিজতুণ্ড অনূষর অকণ্টক মহাক্ষেত্র, যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ বপন করা যায়, তবে কোটি কোটিগুণ ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণকে সম্মত ভোজন দান করিলে কল্পকাল মুদিত হয়। ৫১—৬০। যে মানব নানাবিধ সুমিষ্ট অন্ন দ্বিজতুষ্টি জন্য প্রদান করে, তাহার কোটি কল্পান্ত মুক্তিদ মহাভোগ লোক সকলপ্রাপ্ত হয়। নিত্য ব্রাহ্মণকে পুরস্কার করত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত পুরাণ শ্রবণ করিবে; ইহা পাপ-রাশির দাবানল তুল্য। সর্ব্বতীর্থ (ত্রাণ-জনক) মধ্যে পুরাণই অধিক ও উত্তম। উহার একপাদ মাত্র শ্রবণেও হরি প্রসন্ন হন। হরি সমস্ত জগতের প্রকাশার্থ আলোক সম্পাদন জন্য যেমন সূর্য্যমূর্ত্তি ধরিয়া বিচরণ করেন, তেমনি অন্তঃপ্রকাশের জন্য হরি পুরাণাবয়ব হইয়া ইহলোকে ভূতনিচয়ে বিচরণ করেন। অতএব পুরাণ পরম পাবন। এই কারণে, যদি হরির পদে মতি আধান করিতে বাসনা হয়, তবে পুরুষগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণদ্বৈপায়নরচিত পুরাণই শ্রোতব্য। শান্ত বিষ্ণুভক্তগণ শ্রবণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে ব্যাসরূপী হরি যাহাতে বেদার্থ সকল আহরণ-পূর্ব্বক নিহিত হইয়াছে, এমন পরম অমলী-করণ পুরাণ রচনা করেন। এ নিমিত্তই উহা পরম (সর্ব্বোত্তম)। পুরাণে ধর্ম্ম নিশ্চিত হইয়াছে, কেশব স্বয়ংই সেই ধর্ম্ম; সুতরাং পুরাণ শ্রুত হইলে কৃতী শ্রোতা বিষ্ণু (তুল্য)-ই হন। বিপ্র স্বয়ং সাক্ষাৎ হরি, পুরাণও তথাবিধ। এতদু-ভয়ের সঙ্গলাভে নর হরিই হয়। ৬১—৭০। আর গঙ্গাম্বু সেবনে স্বকীয় সকল কিল্বিষ নাশ করিতে পারে। কেশব দ্রবরূপে মহীকে পাপ হইতে ত্রাণ করিতেছেন। গঙ্গা ভূতলে বিষ্ণুভক্তিপ্রদা বলিয়া গীত হন; লোকনিস্তারকারিণী সেই গঙ্গা বিষ্ণুরূপা। পুরুষগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ, পুরাণ, গঙ্গা, গো ও অশ্বত্থ বৃক্ষে নারায়ণ বুদ্ধিতে অহৈতুকী ভক্তি করণীয়। তত্ত্বজ্ঞগণ কর্ত্তৃক ইহারা

বিষ্ণৌ ভক্তিং বিনা নৃণাং নিষ্ফলং জন্ম চোচ্যতে।
কলিকালমহাম্ভোরাশিং পাপগ্রাহসমাকুলম্।
বিষয়াসক্তিসাবর্ত্তং দুর্ব্বোধফেনিলং পরম্॥ ৭৭
মহাদুষ্টজনব্যাল-মহাভীমং ভয়ানকম্।
দুস্তরঞ্চ তরন্ত্যেব হরিভক্তিতরিস্থিতাঃ॥ ৭৮
তস্মাদ্‌যত্নেত বৈ লোকো বিষ্ণুভক্তিপ্রসাধনে
কিং সুখং লভতে জন্তুরসদ্বার্ত্তাবধারণে।
হরেরদ্ভুতলীলস্য লীলাখ্যানে ন সজ্জতে॥৮০
ততশ্চিত্রকথা লোকে নানাবিষয়মিশ্রিতাঃ।
শ্রোতব্যা যদি বৈ নৃণাং বিষয়ে সজ্জতে মনঃ
নির্ব্বাণে যদি বা চিত্তং শ্রোতব্যা তদপি দ্বিজাঃ
হেলয়া শ্রবণাচ্চাপি তস্য তুষ্টো ভবেদ্ধরিঃ॥৮২
নিষ্ক্রিয়োঽপি হৃষীকেশো নানাকর্ম্ম চকার সঃ
শুশ্রূষূণাং হিতার্থায় ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ॥
ন লভ্যতে কর্ম্মণাপি বাজপেয়শতাদিনা।
রাজসূয়াযুতেনাপি যথা ভক্ত্যা স লভ্যতে॥
যৎপদং চেতসা সেব্যং সদ্ভিরাচরিতং মুহুঃ।
ভবাব্ধিতরণে সারমাশ্রয়ধ্বং হরেঃ পদম্॥ ৮৫
রে রে বিষয়সংলুব্ধাঃ পামরা নিষ্ঠুরা নরাঃ।
রৌরবে হি কিমাত্মানমাত্মনা পাতয়িষ্যথ॥৮৬
বিনা গোবিন্দসৌমাঙ্ঘ্রি সেবনং মা গমিষ্যথ
অনায়াসেন দুঃখানাং তরণং যদি বাঞ্ছথ।
ভজধ্বং কৃষ্ণচরণাবপুনর্ভবকারণে॥ ৮৭
কুত এবাগতো মর্ত্ত্যঃ কুত এব পুনর্ব্রজেৎ।
এতদ্বিচার্য্য মতিমানাশ্রয়েদ্ধর্ম্মসংগ্রহম্॥ ৮৮
নানানরকসম্পাতাদুত্থিতো যদি পুরুষঃ।
স্থাবরাদিষু সং লব্ধা যদি ভাগ্যবশাৎপুনঃ।
মানুষ্যং লভতে তত্র গর্ভবাসোঽতিদুঃখদঃ॥৮৯
ততঃ কর্ম্মবশাজ্জন্তুর্যদি বা জায়তে ভুবি।
বাল্যাদিবহুদোষেণ পীড়িতে ভবতি দ্বিজাঃ॥
পুনর্যৌবনমাসাদ্য দারিদ্র্যেণ প্রপীড্যতে।
রোগেণ শুরুণা বাপি অনাবৃষ্ট্যাদিনা তথা॥৯১

প্রত্যক্ষ বিষ্ণুরূপে নিশ্চিত; সুতরাং বিষ্ণুভক্তি অভিলাষী জনগণ কর্ত্তৃক সতত ইহারা অভ্যর্চ্চ্য। নরগণের বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত জন্মই নিষ্ফল বলিয়া উক্ত হয়। হরিভক্তি-তরিস্থিত মানবগণ পাপগ্রাহসমাকুল, বিষয়াসক্তিরূপ আবর্ত্তময়, দুর্ব্বোধ-ফেনিল, মহাদুষ্ট জনগণরূপ মহাব্যাল, সকলে মহা ভীম ভয়োৎপাদক, পরম দুস্তর কলিকালসাগর, পার হইতে পারে; এ নিমিত্ত লোক বিষ্ণুভক্তিপ্রসাধনে যত্ন করিবে। জন্তু অসদ্বার্ত্তা অবধারণে কি সুখ পায় যে, অদ্ভুতলীলাকারী হরির লীলাখ্যানে আসক্ত হয় না? ৭৭—৮০। নরগণের মন যদি বিষয়ে সংসক্ত হয়, তবে নানাবিষয়মিশ্রিত সেই হরিকথাই শ্রোতব্য। হে দ্বিজগণ! যদি নির্ব্বাণে (নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে) ও চিত্ত নিশ্চিত থাকে, তথাপি হরিকথা শ্রোতব্য; হেলা সহকারে শ্রবণ করিলেও তাহার প্রতি হরি তুষ্ট হন। সেই ভক্তবৎসল হৃষীকেশ নিষ্ক্রিয় হইলেও শুশ্রূষু ভক্তগণের হিত কামনায় নানা কর্ম্ম করিয়াছেন। অযুত রাজসূয় বা শত শত বাজপেয়াদি কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহাকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না, ভক্তির দ্বারা যেমন লাভ করা যায়। অরে বিষয়সংলুব্ধ পামর নিষ্ঠুর নরগণ! যে পদ সজ্জনসেবিত, যাহা ভবাব্ধি তরণে সার, সেই হরিপদ আশ্রয় কর। আত্মা দ্বারা আত্মাকে রৌরবে পাতিত কর কেন? গোবিন্দের সৌমাঙ্ঘ্রি সেবন ভিন্ন গতি নাই। যদি অনায়াসে দুঃখনিচয় হইতে তরণ বাঞ্ছা কর, তবে পুনর্ভবনিবারণকারণ, কৃষ্ণচরণযুগল ভজন কর। মর্ত্ত্য কোথা হইতেই বা আসিয়াছে, আর কোথায়ই বা যাইবে, মতিমান্ মানব ইহা বিচার করিয়া ধর্ম্মসংগ্রহ আশ্রয় করিবে। ৮১—৮৮। পুরুষ যদি নানা নরকসম্পাত হইতে উত্থিত হয়, তবে স্থাবরাদি তনু লাভ করিবে; পরে যদি ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তাহাতে অতি দুঃখদ গর্ভবাস ভোগ করে। হে দ্বিজগণ! তারপর কর্ম্মবশে যদি ভূতলে জন্মে, তবে জন্ম বাল্যাদি বহু

বার্দ্ধকেন ততস্তৎ পীড়ামনির্ব্বাচ্যামিতস্ততঃ।
মনসশ্চলনাদ্ব্যাধের্ব্বতো মরণমাপ্নুয়াৎ॥ ৯২
ন তস্মাদধিকং দুঃখং সংসারেহপ্যনুভূয়তে।
ততঃ কর্ম্মবশাজ্জন্তুর্যমলোকে প্রপীড্যতে॥৯৩
অত্যাতিযাতনাং ভুক্ত্বা পুনরেব প্রজায়তে॥৯৪
জায়তে ম্রিয়তে জন্তুর্ম্রিয়তে জায়তে পুনঃ।
অনারাধিতগোবিন্দচরণে ত্বীদৃশী দশা॥ ৯৫
অনায়াসেন মরণং বিনায়াসেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য ন জায়তে॥ ৯৬
ধনং যদি ভবেদ্গেহে রক্ষণাত্তস্য কিং ফলম্
যদাসৌ কৃষ্যতে যামৈর্দূতৈঃ কিং ধনমন্বিয়াৎ
তস্মাদ্দ্বিজাতিসাৎকার্য্যং দ্রবিণং সর্ব্বসৌখ্যদম্।
দানং স্বর্গস্য সোপানং দানং কিল্বিষনাশনম্॥
গোবিন্দভক্তিজননং মহাপুণ্যবিবর্দ্ধনম্।
ধনং যদি ভবেন্মর্ত্ত্যো ন বৃথা তদ্ব্যয়ং চরেৎ॥

দোষে পীড়িত হয়। অনন্তর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দারিদ্র, গুরুতর রোগ এবং অনাবৃষ্টি (দুর্ভিক্ষ) প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইতে থাকে। ক্রমে আবার বৃদ্ধাবস্থা হেতু ইতস্ততঃ অনির্ব্বচনীয় পীড়া ভোগ করে। পরে ব্যাধি বশতঃ মনের চাঞ্চল্য হয় এবং তাহাতেই মরণ প্রাপ্ত হয়। সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন দুঃখই অনুভব হয় না। তার পর জন্তু কর্ম্মবশে যমলোকে প্রপীড়িত হয়। সেখানে অতি যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করে। জন্তু এইরূপ জন্মে মরে, মরে আবার জন্মে। যাহারা গোবিন্দচরণ আরাধনা না করে, তাহাদিগের এইরূপই দশা। অনারাধিত-গোবিন্দচরণ জনগণের অনায়াসে মরণ বা অনায়াসে জীবন হয় না। গৃহে যদি ধন থাকে, তাহা রক্ষণ করিলে কি ফল? যখন যমদূতগণ কর্ষণ (টানাটানি) করিবে, তখন কি ধন সঙ্গে সঙ্গে যাইবে? অতএব দ্বিজাতি-সৎকারে ব্যয়িত ধনই সর্ব্ব সৌখ্যদ। দান স্বর্গের সোপান, দান কিল্বিষনাশন, গোবিন্দ-ভক্তিজনন, ও মহাপুণ্যবর্দ্ধন। যদি ধন হয়,

হরেরগ্রে নৃত্যগীতং কুর্য্যাদেবমতন্দ্রিতঃ।
যৎকিঞ্চিদ্বিদ্যতে পুংসাং তচ্চ কৃষ্ণে সমর্পয়েৎ।
কৃষ্ণার্পিতং কুশলদমন্যার্পিতমসৌখ্যদম্॥১০১
চক্ষুর্ভ্যাং শ্রীহরেরেব প্রতিমাদিনিরূপণম্।
শ্রোত্রাভ্যাং কলয়েৎকৃষ্ণগুণনামান্যহর্নিশম্।
জিহ্বয়া হরিপাদাম্বু স্বদিতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
ঘ্রাণেনাঘ্রায় গোবিন্দপাদাব্জতুলসীদলম্॥১০৩
ত্বচা স্পৃষ্ট্বা হরের্ভক্তং মনসাধ্যায় তৎপদম্।
কৃতার্থো জায়তে জন্তুর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তন্মনা হি ভবেৎপ্রাজ্ঞস্তথা স্যাত্তদ্গতাশয়ঃ।
তমেবান্তেহভ্যেতি লোকো নাত্র কার্য্যা
বিচারণা॥ ১০৫
চেতসা চাপ্যনুধ্যাতঃ স্বপদং যঃ প্রযচ্ছতি।
নারায়ণমনাদ্যন্তং ন তং সেবেত কো জনঃ॥
সততনিয়তচিত্তো বিষ্ণুপাদারবিন্দে
বিতরণমনুশক্তি প্রীতয়ে তস্য কুর্য্যাৎ।

তবে মর্ত্ত্য তাহা বৃথা ব্যয় করিবে না। ৯—৯৯। আর অতন্দ্রিত হইয়া হরির অগ্রে নৃত্য গীত করিবে। পুরুষগণের যাহা কিছু থাকুক, সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। কৃষ্ণার্পিত হইলে কুশলদ, অন্যার্পিত হইলে অসৌখ্যদ জানিবে। চক্ষুদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির প্রতিমাদিই নিরূপণ করিবে। শ্রোত্রযুগল দ্বারা অহর্নিশ কৃষ্ণের গুণনাম সকলই শ্রবণ করিবে। বিচক্ষণ জন কর্ত্তৃক জিহ্বা দ্বারা হরিপাদাম্বু আস্বাদন করাই কর্ত্তব্য। আর ঘ্রাণ দ্বারা গোবিন্দপাদাব্জের তুলসী-দল আঘ্রাণ করিয়া, ত্বক্ দ্বারা হরি-ভক্তকে স্পর্শ করিয়া ও মন দ্বারা সেই হরিপদ ধ্যান করিয়া জন্তু কৃতার্থ হয়; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তন্মনা এবং তদ্গতাশয় হইবে; তাহাতে লোক অন্তে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে বিচার করিবে না। যিনি চিত্তে অনুধ্যান করিলেও স্বপদ প্রদান করেন, সেই অনাদি অনন্ত নারায়ণকে কোন্ জন সেবা না করে? যে বিষ্ণু-পদারবিন্দে সতত

নতিমতিরতিমঙ্ঘ্রিদ্বয়ে সংবিদধ্যাৎ
স হি সুরবরলোকে পূজ্যতামাপুয়াত্তঃ॥ ১০৭
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে হরিমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং যন্মহিমা লোকে লোকনিস্তারকারণম্।
তস্য বিষ্ণোঃ পরেশস্য নানাবিগ্রহধারিণঃ।
একং পুরাণং রূপং বৈ তত্র পাদ্মং পরং মহৎ॥
ব্রাহ্মং মূর্দ্ধা হরেরেব হৃদয়ং পদ্মসংজ্ঞিতম্।
বৈষ্ণবং দক্ষিণো বাহুঃ শৈবং বামো মহেশিতুঃ
উরূ ভাগবতং প্রোক্তং নাভিঃ স্যান্নারদীয়কম্
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ দক্ষাঙ্ঘ্রি বামো হ্যাগ্নেয়মুচ্যতে॥ ৩
ভবিষ্যং দক্ষিণা জানুর্বিষ্ণোরেব মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তসংজ্ঞন্তু বামজানুরুদাহৃতঃ॥ ৪

লৈঙ্গন্তু গুল্ফকং দক্ষং বারাহং বামগুল্ফকম্।
স্কান্দং পুরাণং লোমানি ত্বগস্য বামনং স্মৃতম্
কৌর্ম্মং পৃষ্ঠং সমাখ্যাতং মাৎস্যং মেদঃ
প্রকীর্ত্তিতম্।
মজ্জা তু গারুড়ং প্রোক্তং ব্রহ্মাণ্ডমস্থি গীয়তে
এবমেবাভবদ্বিষ্ণুঃ পুরাণাবয়বো হরিঃ।
হৃদয়ং তত্র বৈ পাদ্মং যচ্ছ্রুত্বামৃতমশ্নুতে॥ ৭
পাদ্মমেতৎ পুরাণন্তু স্বয়ং দেবো হরিঃ স্বয়ং
যস্যৈকাধ্যায়মধ্যাপ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৮
তত্রাদিস্বর্গভাগোঽয়ং সর্ব্বপাদ্মফলপ্রদম্॥ ৯
আদিস্বর্গং সমাকর্ণ্য মহাপাতকিনোঽপি যে।
মুচ্যন্তে তেঽপি পাপেভ্যস্ত্বচো জীর্ণাদ্-
যথোরগাঃ॥ ১০
অপি চেৎ সুদুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
আদিস্বর্গং সমাকর্ণ্য পূয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১
সর্ব্বং পুরাণমাকর্ণ্য যৎফলং লভতে নরঃ।

নিয়তচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রীতি উদ্দেশে শক্ত্যনুরূপ বিতরণ করে, আর ইঁহার চরণযুগলে নতি মতি ও রতি সন্নিধান করে, সে নিশ্চয় সুরবরলোকে পূজ্যতা প্রাপ্ত হয়। ১০০—১০৭।

অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—লোকে যাঁহার লোকনিস্তারকারণ এইরূপ মহিমা, সেই নানাবিগ্রহধারী পরেশ বিষ্ণুর পুরাণ একটী রূপ। তন্মধ্যে পাদ্ম (পদ্ম-পুরাণ) পরম মহৎ। সেই মহেশিতা হরির ব্রহ্মপুরাণ মস্তক; পদ্মসংজ্ঞিত (পদ্মপুরাণ) হৃদয়; বৈষ্ণব (বিষ্ণুপুরাণ) দক্ষিণ বাহু; শৈব (শিবপুরাণ) বাম বাহু; ভাগবত উরুদ্বয়, নারদীয় নাভি, মার্কণ্ডেয় দক্ষিণ পদ; আগ্নেয় (অগ্নিপুরাণ) বাম পদ; ভবিষ্য মহাত্মা বিষ্ণুর দক্ষিণ জানু, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বাম জানু উদাহৃত হয়। লৈঙ্গ (লিঙ্গপুরাণ) দক্ষ গুল্ফ, বরাহপুরাণ বাম গুল্ফ; স্কান্দ (স্কন্দপুরাণ) লোমরাজি; ও বামনপুরাণ ত্বক্ বলিয়া স্মৃত, কৌর্ম্ম (কূর্ম্মপুরাণ) পৃষ্ঠ বলিয়া সমাখ্যাত, মাৎস্য (মৎস্যপুরাণ) মেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। গারুড় (গরুড়পুরাণ) মজ্জা বলিয়া প্রোক্ত, আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অস্থি বলিয়া গীত হয়। বিষ্ণু হরি এইরূপ পুরাণাবয়ব হইয়াছেন। তন্মধ্যে পদ্মপুরাণই তাঁহার হৃদয়। দেব হরি স্বয়ং এই পদ্মপুরাণ হইয়াছেন;—যাহার এক অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়াই সর্ব্বপাপে মুক্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার এই আদি স্বর্গভাগ সম্পূর্ণ পদ্মপুরাণের ফলপ্রদ। উরগ যেমন জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ এই আদিস্বর্গখণ্ড শ্রবণে যাহারা মহাপাপী তাহারাও মুক্তি লাভ করে। ১—১০। যদি সুদুরাচার সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতও হয়, তথাপি আদি স্বর্গখণ্ড সমাকর্ণন করিয়া পূত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! নর সকল

তৎসর্ব্বং সমবাপ্নোতি শ্রুত্বা পাদ্মমহো দ্বিজাঃ
সমগ্রং পাদ্মমাকর্ণ্য যৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ ।
আদিস্বর্গমিদং শ্রুত্বা তৎফলং লভতে নরঃ ॥
মাঘে মাসি প্রয়াগে তু স্নাত্বা প্রতিদিনং নরঃ
যথা পাপাৎপ্রমুচ্যেত তথা হি শ্রবণাদ্ভবেৎ ॥১৪
দত্তা তেন স্বর্ণতুলা দত্তা চৈব ধরাখিলা ।
কৃতং বিতরণং তেন দরিদ্রে যৎকৃতমৃণম্‌ ॥ ১৫
হরের্নামসহস্রাণি পঠিতানি হ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
সর্ব্বে বেদাস্তথাধীতাস্তত্তৎকর্ম্ম কৃতং তথা ॥১৬
অধ্যাপকাশ্চ বহবঃ স্থাপিতা বৃত্তিদানতঃ ।
অভয়ং ভয়লোকেভ্যো দত্তং তেন তথা দ্বিজাঃ
গুণবন্তো জ্ঞ নবন্তো ধর্ম্মবন্তোঽনুমানিতাঃ ।
মেষকর্কটয়োর্মধ্যে তোয়ং দত্তং সুশীতলম্‌ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে চ প্রাণাস্ত্যক্তাশ্চ তেন হি ।
অন্যানি চ সুকর্ম্মাণি কৃতানি তেন ধীমতা ॥১৯
যেনাদিস্বর্গঃ সদসি শ্রুতং সংশ্রাবিতং তথা ।
আদিস্বর্গং সমাধীত্য নানাভোগান্‌ সমশ্নুতে ॥
অতঃ পরমনারীণাং সুখসুপ্তঃ প্রবুধ্যতে ।
কিঙ্কিণীরবসন্নাদৈস্তথা মধুরভাষণৈঃ ॥ ২১
ইন্দ্রস্যার্দ্ধাসনং ভুঙ্‌ক্তে ইন্দ্রলোকে বসেচ্চিরম্‌ ।
ততঃ সূর্য্যস্য ভবনং চন্দ্রলোকং ততো ব্রজেৎ
সপ্তর্ষিভবনে ভোগান্‌ ভুক্ত্বা যাতি ততো ধ্রুবম্‌
ততশ্চ ব্রহ্মণো লোকং প্রাপ্য তেজোময়ং বপুঃ
তত্রৈব জ্ঞানমাসাদ্য নির্ব্বাণং পরমৃচ্ছতি ॥ ২৩
সদ্ভিঃ সহ বসেদ্ধীমান্‌ সত্তীর্থে স্নানমাচরেৎ ।
কুর্য্যাদেব সদালাপং সচ্ছাস্ত্রং শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ২৪
তত্র পাদ্মং মহাশাস্ত্রং সর্ব্বাম্নায়ফলপ্রদম্‌ ।
আদিস্বর্গঞ্চ তন্মধ্যে মহাপুণ্যফলপ্রদম্‌ ॥ ২৫
ভজধ্বং গোবিন্দং নমত হরিমেকং সুরবরং,
গমিষ্যধ্বং লোকানতিবিমলভোগানতিতরাম্‌
শৃণুধ্বং হে লোকা বদত হরিনামৈকমতুলং,
যদীচ্ছাবীচীনাং সুখতরণমিষ্টানি লভত ॥ ২৬

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে আদিস্বর্গমাহাত্ম্য-
বর্ণনে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ।

পুরাণ সমাকর্ণনে যে ফল লাভ করে, পদ্ম-পুরাণ শ্রবণে সেই সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হয়। আবার নর সমগ্র পদ্মপুরাণ শ্রবণে যে ফল প্রাপ্ত হয়, এই আদি স্বর্গখণ্ড শ্রবণে সেই ফলই লাভ করে। নর মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করিয়া যেমন পাপ হইতে প্রমুক্ত হয় তদ্রূপ ইহা শ্রবণেও হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! তৎকর্ত্তৃক স্বর্ণতুলা ও অখিল ধরা দত্তা, দরিদ্রজনকৃত ঋণ পরিশোধিত, বার বার হরিনামসহস্র পঠিত, সর্ব্ববেদ অধীত, সেই সেই কর্ম্ম (প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্ম) কৃত, বৃত্তি দান দ্বারা বহু অধ্যাপক স্থাপিত, ভীত লোকের প্রতি অভয় প্রদত্ত, গুণবন্ত জ্ঞানবন্ত ধর্ম্মবন্ত জনগণ অনুমানিত, মেষ ও কর্কটের মধ্যে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সুশীতল জল প্রদত্ত, ব্রাহ্মণার্থে ও গবার্থে প্রাণ পরিত্যক্ত, এবং সেই ধীমান্‌ কর্ত্তৃক অন্যান্য বিবিধ সুকর্ম্ম সমস্তও কৃত হয়, যৎকর্ত্তৃক এই আদি স্বর্গখণ্ড সভায় শ্রুত বা শ্রাবিত হয়। আদি স্বর্গ অধ্যয়ন করিয়া মানব নানা ভোগ ভোগ করে। ১১—২০। সুখসুপ্ত সেই নর পরম নারীদিগের কিঙ্কিণীরবসন্নাদে ও মধুর ভাষণে প্রবোধিত হয়। ইন্দ্রলোকে চির-কাল বাস করত ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ভোগ করে। তার পর সূর্য্যভবনে, পরে চন্দ্র-ভবনে গমন করে, অনন্তর সপ্তর্ষিভবনে ভোগ সকল ভোগ করিয়া ধ্রুবলোকে যায়। তার পর তথা হইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তেজোময় বপু ধারণ করত সেখানেই জ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ধীমান্‌ নর সজ্জনগণ সহ বাস করিবে; সত্তীর্থে স্নান আচরণ করিবে; সদালাপই করিবে; সৎ শাস্ত্রই শুনিবে। তন্মধ্যে পদ্মপুরাণ মহাশাস্ত্র, সর্ব্বাম্নায়ফলপ্রদ; তন্মধ্যে আবার আদি স্বর্গখণ্ড মহাপুণ্যজনক। হে লোক-সকল! শুন,—গোবিন্দকে ভজনা কর। এক সুরবর হরিকে নমস্কার কর, তাহা হইলে অতি বিমল ভোগসমন্বিত লোকে গমন করিবে। যদি অবীচিনিচয়ে সুখে তর-ণের বাসনা থাকে, তবে এক অতুলনীয়

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কলৌ সমাগতে সূত প্রাণিনাং কেন কর্ম্মণা।
উদ্ধারো বৈ ভবেত্তস্মাৎ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ॥১

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ পুণ্যজ্ঞানবরে ভবান্।
সর্ব্বেষাঞ্চ জনানাঞ্চ শুভবাঞ্ছী নিরন্তরম্॥ ২
এতদ্ব্যাসঃ পুরা বিপ্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ।
পৃষ্টো জৈমিনিনা তং স যদাহ শৃণু বৈষ্ণব॥ ৩
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাসৌ ব্যাসং সর্ব্বার্থপারগম্।
গুরুং সত্যবতীসূনুং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৪

জৈমিনিরুবাচ।

কলৌ নৃণাং ভবেৎ কেন মোক্ষো বৈ
কথয়স্ব মে।
অল্পেনাপি চ পুণ্যেন মর্ত্ত্যাশ্চাল্পায়ুষো যতঃ॥৫

ব্যাস উবাচ।

সাধুসঙ্গাত্তবেদ্বিপ্র শাস্ত্রাণাং শ্রবণং প্রভো।
হরিভক্তির্ভবেত্তস্মাত্ততো জ্ঞানং ততো গতিঃ
ন রোচতে কথা ভূমৌ পাপিষ্ঠায় জনায় বৈ।
বৈষ্ণবী স তু বিজ্ঞেয়ঃ পাপিষ্ঠপ্রবরো দ্বিজ॥ ৭
শ্রীকৃষ্ণস্য কথাং শ্রুত্বানন্দী ভবতি বৈষ্ণবঃ।
অসদ্বার্ত্তাস্তু যো কুর্য্যাজ্জ্ঞেয়ঃ স পাপিনাং
গুরুঃ॥ ৮
যস্মিন্ যস্মিন্ স্থলে বিপ্র কৃষ্ণস্য বর্ত্ততে কথা
তস্মাত্তস্মাজ্জগন্নাথো যাতি ত্যক্ত্বা ন কর্হিচিৎ
কৃষ্ণস্য যঃ কথারম্ভে কুর্য্যাদ্বিঘ্নং নরাধমঃ।
নরকান্নিষ্কৃতির্নাস্তি মন্বন্তরশতাবধি॥ ১০
যে পুরাণকথাং শ্রুত্বা নিন্দন্ত্যপহসন্তি বৈ।
তেষাং করস্থা নরকা বহুক্লেশকরাঃ সদা॥ ১১
জন্মান্তরার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব শ্রুতি।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং যো বৈ শ্রোতুমিচ্ছাং করোত্যপি

হরিনাম বল; তাহাতে ইষ্ট লাভ করিতে পারিবে। ২১—২৬।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! সমাগত কলিকালে প্রাণিগণের কোন্ কর্ম্ম দ্বারা উদ্ধার হয়, তাহা আমার অগ্রে বল। সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ; সাধু সাধু! আপনি পুণ্যজ্ঞানিবর! নিরন্তর সর্ব্বজনেরই শুভ বাঞ্ছাকারী। পুরাকালে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজিত ব্যাস জৈমিনি কর্ত্তৃক এই কথাই পৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, হে বৈষ্ণব! তাহা শ্রবণ কর। সেই মুনিপুঙ্গব জৈমিনি সর্ব্বার্থপারগ গুরু সত্যবতীসুত ব্যাসকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত-পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জৈমিনি বলিলেন,—কলিকালে নরগণ অল্পায়ু, অতএব কোন্ পুণ্য কার্য্য অল্পমাত্র করিলেও মোক্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে প্রভো (তত্ত্বাবধারণক্ষম) বিপ্র! সাধুসঙ্গবশতঃ শাস্ত্র শ্রবণ হয়, তাহা হইতে হরিভক্তি জন্মে, তাহার ফলে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দ্বারা গতিপ্রাপ্তি ঘটে। ভূমিতলে বৈষ্ণবী (বিষ্ণুমহিমা সমন্বিতা) কথা পাপিষ্ঠ জনের রুচিকর হয় না। তাদৃশ দ্বিজ পাপিষ্ঠপ্রবর বলিয়া বিজ্ঞেয়। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়। যে অসদ্বার্ত্তা কীর্ত্তন করে তাহাকে পাপীদিগের গুরু বলিয়া জানিবে। বিপ্র! যে যে স্থলে কৃষ্ণের কথা বর্ত্তমান, জগন্নাথ সেই সেই স্থান ছাড়িয়া কখনই অন্যত্র যান না। যে নরাধম কৃষ্ণকথারম্ভ সময়ে বিঘ্ন করে, তাহার শত মন্বন্তরাবধি নরক হইতে নিষ্কৃতি হয় না। ১—১০। যাহারা পুরাণকথা শুনিয়া নিন্দা করে বা উপহাস করে, তাহাদিগের বহুক্লেশকর নরক সকল সদা করস্থিত জানিবে। যে জন শ্রীকৃষ্ণচরিত শুনিবার ইচ্ছাও করে, তাহার তৎক্ষণাৎ জন্ম-জন্মান্তর-

ভক্ত্যা যো বৈ নরঃ কুর্য্যাচ্ছ্রীকৃষ্ণচরিতং তথা।
ন জানে শ্রবণে তস্য কা গতির্বা ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং পরস্ত্রীহরণং তথা।
সুরাপানং তথা স্তেয়ং সর্ব্বং নশ্যতি পাপিনঃ
পাপং কৃত্বা তু যো মর্ত্ত্যঃ পশ্চাৎপাপং নিবর্ত্তয়েৎ
তস্য পাপং ব্রজেন্নাশমগ্নিনা তুলরাশিবৎ ॥১৫
শ্রীকৃষ্ণচরিতং বিপ্র তিষ্ঠেদ্বৈ পুস্তকে গৃহে।
তস্য গৃহসমীপং হি নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ৬
জৈমিনিরুবাচ।
বদন্তি বৈষ্ণবান্ কাংশ্চ বাঞ্ছা ব্রুহি গুরো মম।
ইদানীং তান্ সমাজ্ঞাতুং তেষাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্
ব্যাস উবাচ।
যো নরো মস্তকে ভক্ত্যা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিজলং দ্বিজ
করোতি সেবনং পাপী তীর্থস্নানেন তস্য কিম্
সাধুসঙ্গম্ যঃ কুর্য্যাৎ ক্ষণং বার্দ্ধক্ষণং দ্বিজ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যামুখানি চ ॥ ১৯
যত্র যত্র কুলে চৈব একো ভবতি বৈষ্ণবঃ।
কুলং তস্য যথা পাপৈর্যুক্তং তল্লোকগামি বৈ
হিংসাদম্ভকামক্রোধৈর্বর্জ্জিতাশ্চৈব যে নরাঃ।
লোভমোহপরিত্যক্তা জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা দ্বিজ
পিতৃভক্তা দয়াযুক্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ।
অমৎসরা বৈষ্ণবা যে বিজ্ঞেয়াঃ সত্যভাষিণঃ।
বিপ্রভক্তিরতা যে চ পরস্ত্রীষু নপুংসকাঃ ॥ ২২
গায়ন্তি হরিনামানি তুলসীমাল্যধারকাঃ।
হর্য্যঙ্ঘ্রিসলিলৈঃ সিক্তা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ
শ্রোত্রয়োর্মস্তকে যেষাং তুলস্যাঃ পর্ণমুত্তমম্।
কদাচিদ্দৃশ্যতে বিপ্র বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ২৩
পাষণ্ডসঙ্গরহিতা বিপ্রদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
সিঞ্চেয়ুস্তুলসীং যে চ জ্ঞাতব্যা বৈষ্ণবা নরাঃ।
পূজয়ন্তি হরিং যে চ তুলস্যাশ্চ দলৈর্দ্বিজ।
কন্যাদানরতা যে চ যে বৈ হ্যতিথিপূজকাঃ ॥২৬
শৃণ্বন্তি বিষ্ণুচরিতং বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা নরাঃ।
যস্য গেহে সুপ্রতিষ্ঠেচ্ছালগ্রামশিলাপি চ ॥২৭

কৃত পাপ নষ্ট হয়। যে নর ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ করে, জানিনা তাহার কি গতি হয়। সেই পাপীর পরস্ত্রীহরণ, সুরাপান, স্তেয় ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সমস্তই বিনষ্ট হয়। যে মর্ত্ত্য প্রথমে পাপ করিয়া পশ্চাৎ পাপ-নিবর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণাখ্যান কীর্ত্তন করে, অগ্নি দ্বারা তুলরাশিবৎ তাহার সেই সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। হে বিপ্র! যাহার গৃহে পুস্তকে লিখিত শ্রীকৃষ্ণচরিত বিরাজিত থাকে, যম-কিঙ্করগণ তাহার গৃহসমীপেও আগমন করে না। জৈমিনি বলিলেন,—গুরো! কাহা-দিগকে বৈষ্ণব বলে? তাহা বলুন; ইদানীং তাহাদিগকে ও তাহাদিগের উত্তম মাহাত্ম্য জানিতে বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজ! যে নর বৈষ্ণবজনের পদজল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সেবা করে, তাহার তীর্থস্নানে প্রয়োজন কি? দ্বিজ! যে জন ক্ষণ বা অর্দ্ধক্ষণ কালও সাধু-সঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপ্রমুখ পাপ সকলও নষ্ট হয়। যে যে কুলে একজন মাত্রও বৈষ্ণব হয়, যদি তদীয় কুল পাপযুক্তও হয়, তথাপি তাহা মোক্ষগামী হইয়া থাকে। ১১—২০। দ্বিজ! যাহারা হিংসা, দম্ভ, কাম ও ক্রোধবর্জ্জিত এবং লোভমোহপরিত্যক্ত, তাহারাই বৈষ্ণব বলিয়া জ্ঞেয়। যাহারা পিতৃভক্ত, দয়াযুক্ত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত, অমৎসর, সত্যভাষী, বিপ্রভক্তিযুক্ত ও পর-স্ত্রীতে নপুংসক, তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। আর যাহারা হরিনাম গান করে, তুলসীমাল্যধারী ও হরিচরণ-সলিলে সিক্ত তাহারাও বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। বিপ্র! যাহাদিগের কর্ণে বা মস্তকে উত্তম তুলসীপত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহারাও বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাহারা পাষণ্ডসঙ্গরহিত, বিপ্রদ্বেষ-বিবর্জ্জিত এবং তুলসীবৃক্ষে জলসেক করে, সেই নরগণও বৈষ্ণব বলিয়া জ্ঞাতব্য। দ্বিজ! যাহারা তুলসীর দল দ্বারা হরিকে পূজা করে, যাহারা কন্যাদানরত, যাহারা অতিথিপূজক এবং যাহারা বিষ্ণুচরিত শ্রবণ করে, সেই নরগণ বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাহার গৃহে শাল-গ্রামশিলা সুপ্রতিষ্ঠিত

মার্জ্জয়ন্তি হরেঃ স্থানং পিতৃযজ্ঞপ্রবর্ত্তকাঃ।
জনে দীনে দয়াযুক্তা বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ॥
পরস্বং ব্রাহ্মণদ্রব্যং পশ্যন্তি বিষবচ্চ যে।
হরিনৈবেদ্যমশ্নন্তি বিজ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ॥ ২৯
বেদশাস্ত্রানুরক্তা যে দীপং যচ্ছন্তি শ্রদ্ধয়া।
পরনিন্দাং ন কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞেয়াস্তে চ বৈষ্ণবাঃ॥

সূত উবাচ।

পৃষ্টো জৈমিনিনা ব্যাস ইত্যুক্তঃ স যথাক্রমম্
ময়েদং কথিতং ব্রহ্মন্ যৎপ্রসঙ্গাদ্‌গুরোঃ শ্রুতম্
অধ্যায়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে কালকালত্রাণোপায়-বর্ণনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি চান্যধর্ম্মং পুরাতনম্।
ব্যাসজৈমিনিসংবাদং শ্রোতৄণাং পাপনাশনম্॥১

জৈমিনিরুবাচ।

কর্ম্মণা কেন গুরো কেন মন্দিরং জগতীপতেঃ।
যাতি তৎকথয়স্বাদ্য নরঃ পাপী চ মে প্রভো॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে যো বৈ লেপনং কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্॥
যশ্চানুলেপনং কুর্য্যাৎসংজ্ঞয়া শৃণু জৈমিনে।
তস্য পুণ্যমহং বচ্মি মন্দিরে জগতীপতেঃ॥
তত্র যাবন্তি পশ্যন্তি রজাংসি চ দ্বিজোত্তম।
তাবৎকল্পসহস্রাণি স বসেদ্বিষ্ণুমন্দিরে॥ ৫
পুরাসীদ্দণ্ডকো নাম্না চৌরো লোকভয়প্রদঃ।
ব্রহ্মস্বহারী মিত্রঘ্নো যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে॥ ৬
অসত্যভাষী ক্রূরশ্চ পরস্ত্রীগমনে রতঃ।
গোমাংসাশী সুরাপশ্চ পাষণ্ডজনসঙ্গভাক্॥ ৭
কৃতিচ্ছেদী দ্বিজাতীনাং ন্যাসাপহারকস্তথা।
শরণ্যাগতহন্তা চ বেশ্যাবিভ্রমলোলুপঃ॥ ৮
একদা স দ্বিজশ্রেষ্ঠ কস্মাচ্চিদ্বিষ্ণুমন্দিরম্।
জগাম চৌর্য্যার্থায় বিষ্ণোর্দ্রব্যং সুমূঢধীঃ॥ ৯

আছে, যাহারা হরির স্থান মার্জ্জন করে, যাহারা পিতৃযজ্ঞপ্রবর্ত্তক এবং দীন জনে দয়াযুক্ত তাহারাও বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। যাহারা বেদশাস্ত্রে অনুরক্ত, শ্রদ্ধা সহকারে হরিগৃহে দীপ দান করে এবং পরনিন্দা করে না তাহারাও বৈষ্ণব বলিয়া বিজ্ঞেয়। সূত বলিলেন,—ব্যাস জৈমিনি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যথাক্রমে ইহা কহিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমি প্রসঙ্গক্রমে ইহা গুরুর নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম, তদ্রূপ বলিলাম। যে নরোত্তমগণ এই অধ্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করে, তাহারা সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২১—৩২।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে শৌনক! শুন, আমি ব্যাস-জৈমিনিসংবাদ, শ্রোতৃগণের পাপনাশন, অন্য একটী পুরাতন ধর্ম্ম বলিতেছি। জৈমিনি বলিলেন,—হে প্রভো গুরো! পাপী নর কোন কর্ম্ম দ্বারা জগৎপতির মন্দিরে যাইতে পারে? অদ্য তাহা বলুন। ব্যাস বলিলেন,—যে নর শ্রীকৃষ্ণমন্দির লেপন করে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া অন্তে হরিগৃহে গমন করে। হে জৈমিনে! তুমি সাবধানে শ্রবণ কর। যে জন জগতীপতির মন্দিরে অনুলেপন করে, আমি তাহার পুণ্য বলিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! সেখানে যতগুলি ধূলি দৃষ্ট হয়, সে তাবৎ সহস্র কল্প বিষ্ণুমন্দিরে বাস করে। পুরাকালে দ্বাপরযুগে দণ্ডক নামে লোকভয়প্রদ এক চোর ছিল; সে ব্রহ্মস্বহারী, মিত্রঘ্ন, অসত্যভাষী, ক্রূর, পরস্ত্রীগমনে রত, গোমাংসাশী, সুরাপ, পাষণ্ডজনসঙ্গকারী, কৃতিচ্ছেদী (অকৃতজ্ঞ), দ্বিজাতিদিগের ন্যাসাপহারী, শরণাগতহন্তা ও বেশ্যাবিভ্রমলোলুপ ছিল। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একদা সেই

অথ দ্বারি প্রবিশ্যাশাবঙ্ঘ্রিকর্দ্দমসংযুতম্।
প্রোজ্‌ঝয়ামাস বৈ নিম্নে ভূমৌ দেবগৃহস্য চ।
তেনৈব কর্ম্মণা ভূমির্নিম্নলিপ্তা বভূব হ।
লোহস্য চ শলাকাভ্যামুদ্ঘাট্যাস রহো মুদা।
প্রবিবেশ হরের্গেহং বিতানবরশোভিতম্।
রত্নকাঞ্চনদীপালি-পরিধ্বস্তমহত্তমম্। ১২
নানাপুষ্পসুগন্ধাঢ্যং নানাপত্রসমাকুলম্।
সুবাসিতস্য তৈলস্য গন্ধেন পরিপূরিতম্। ১৩
অনেন হারকেণাথ পর্য্যঙ্কে সুমনোহরে।
শায়িতো রাধয়া সার্দ্ধং দৃষ্টঃ পীতাম্বরোঽচ্যুতঃ।
প্রণম্য রাধিকানাথং নিষ্পাপঃ সোঽভবত্তদা।
নেষ্যাম্যথ ন নেষ্যামি অনেন কিং ভবেন্মম।
সেবাং কর্ত্তুমশক্তোঽহং যতশ্চৌরোঽস্মিসর্ব্বদা
দ্রব্যেণ কার্য্যমস্তীতি তন্নেতুং কৃতবান্মনঃ। ১৬
পাতয়িত্বাংশুকং ভূমৌ কৌশেয়ং কমলাপতেঃ।
ববন্ধ বস্তুজাতঞ্চ পাণৌ কৃত্বা স কম্পিতঃ। ১৭
বিষ্ণোর্মায়াপতেস্তস্যাথ যানি সর্ব্বাণি জৈমিনে।
কৃত্বা শব্দং সুঘোরঞ্চ পতিতান্যথ ভূতলে। ১৮
পরিত্যজ্যাশু নিদ্রাঞ্চ ধাবন্ত ইতি কিমহো। ·
আগতা বহুশো লোকাশ্চৌরো দ্রব্যং জবেন চ
ত্যক্ত্বা ধনঞ্চ চৌরোঽপি ত্রস্তঃ কিঞ্চিজ্জগাম হ
দংশিতঃ কালসর্পেণ মৃতোঽসৌ গত-
কিল্বিষঃ। ২০
যমাজ্ঞয়া তস্য দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগতাস্তং সমানেতুং দংষ্ট্রিণশ্চর্ম্মবাসসঃ। ২১
ববন্ধুশ্চর্ম্মপাশেন নিন্যুর্দুর্গমবর্ত্মনা।
দৃষ্ট্বা তং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ প প্রচ্ছ সচিবং প্রতি। ২২
যম উবাচ।
অনেন কিং কৃতং কর্ম্ম পাপং বা পুণ্যমেব বা
সমূলং বদ হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত যমাগ্রতঃ। ২৩
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
স্পষ্টানি যানি পাপানি বিধাত্রা পৃথিবীতলে।

সুমূঢধী কোনও বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর দ্রব্য চুরি করিবার জন্য গমন করিল। সে সেই মন্দিরের দ্বারদেশে প্রবেশপূর্ব্বক সেই দেবগৃহের ভূমিতে নিজ পদসংলগ্ন কর্দ্দম পুঁছিল। ১—১০। তাহার সেই কর্ম্মেই সেই ভূমি কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত লিপ্ত হইল দণ্ডক তখন দুইটী লৌহশলাকা দ্বারা নিঃশব্দে অক্লেশে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া যাহা উৎকৃষ্ট বিতানে শোভিত, রত্ন কাঞ্চন দীপমালা দ্বারা যাহার তমোরাশি নিরাকৃত, সুবাসিত তৈলের গন্ধে পরিপূরিত, পুষ্পসুগন্ধাঢ্য, নানা পত্রে সমাকুল এমন সেই হরিগৃহে প্রবিষ্ট হইল। তার পর সেই চোর দেখিল, সুমনোহর পর্য্যঙ্কে রাধার সহিত অচ্যুত পীতাম্বর শায়িত রহিয়াছেন। তখন সে সেই রাধিকানাথকে প্রণাম করিয়া নিষ্পাপ হইল। ভাবিল, ইহাকে লইয়া যাইব কি না? ইহা দ্বারা আমার কি হইবে? আমি সর্ব্বদাই চৌর্য্য কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং আমি ইহার সেবা করিতে অশক্ত। দ্রব্য দ্বারা আমার প্রয়োজন আছে; ইহা ভাবিয়া সে সেই দ্রব্যাদি লইতেই মন করিল। সে কমলাপতির কৌশেয় অংশুক ভূমিতে পাতিয়া তত্রত্য বস্তুজাত বন্ধন করত হাতে লইয়া কম্পিত হইল। জৈমিনে! মায়াপতি বিষ্ণুর সেই সকল দ্রব্য তখন সুঘোর শব্দ সহকারে ভূতলে পতিত হইল। সেই শব্দে নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু বহু ব্যক্তি ধাবিত হইয়া ত্বরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই গত কিল্বিষ চোর ত্রাস বশতঃ দ্রব্য ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবেগে কিছুদূর যাইযাই কালসর্পদংশনে মৃত হইল। ১১—২০। পরে যমের আজ্ঞায় তদীয় পাশ-মুদ্গার-পাণি, দংষ্ট্রী, চর্ম্মপরিধান দূতগণ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইল। তাহারা চর্ম্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া দুর্গম পথে তাহাকে লইয়া গেল। যম তাহাকে দেখিয়া সক্রোধে সচিব চিত্রগুপ্তের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন। যম বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত! এ ব্যক্তি কি পাপ কর্ম্ম বা কি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে? আমার কাছে তাহা আমূলত বল। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—বিধাতা পৃথিবীতলে যাহা কিছু পাপ

কৃতাস্তনেন মূঢ়েন সত্যমেতন্ময়োদিতম্‌। ২৪
কিন্তাকর্ণয় লোকেশ সুকৃতঞ্চাস্য বর্ত্ততে।
মন্যেঽহং যমুনাভ্রাতঃ সর্ব্বপাপবিলোপি তৎ॥
ধর্ম্মরাজ উবাচ।
কিং পুণ্যং বর্ত্ততেঽমাত্য বদ সর্ব্বং মমান্তিকে
শ্রুত্বৈবং তদ্বিধাস্যামি যত্র যোগ্যো ভবেদসৌ
যমস্য বচনং শ্রুত্বা সভায়াং চিত্রগুপ্তকঃ।
কৃত্বা হস্তাঞ্জলিং প্রাহ চাত্মনঃ স্বামিনে দ্বিজ॥
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
হরণার্থং হরের্দ্রব্যং গতোঽহসৌ পাপিনাং বরঃ
প্রোজ্‌ঝিতঃ কর্দ্দমো রাজন্‌ পাদয়োর্দ্বারতো
হরেঃ॥ ২৮
বভূব লিপ্তা সা ভূমির্বিলচ্ছিদ্রবিবর্জ্জিতা॥ ২৯
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ নির্গতং পাতকং মহৎ।
বৈকুণ্ঠং প্রতি যোগ্যোঽহসৌ নির্গতস্তব দণ্ডতঃ
ব্যাস উবাচ।
শ্রুত্বা স বচনং তস্য পীঠং কনকনির্ম্মিতম্‌।
দদৌ তস্মৈ চোপবিষ্টস্তত্র পূজ্যো যমেন সঃ
ননাম শিরসা তং বৈ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ॥৩২
যম উবাচ।
পবিত্রং মন্দিরং মেঽদ্য পাদয়োস্তব রেণুভিঃ
কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মি ন
সংশয়ঃ॥ ৩৩
ইদানীং গচ্ছ ভোঃ সাধো হরের্মন্দিরমুত্তমম্‌।
নানাভোগসমাযুক্তং জন্মমৃত্যুনিবারণম্‌॥ ৩৪
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মরাজোঽহসৌ স্যন্দনে স্বর্ণনির্ম্মিতে।
রাজহংসযুতে দিব্যে তমারোপ্য গতৈনসম্‌॥
সমস্তসুখদং স্থানং প্রেষয়ামাস চক্রিণঃ।
এবং প্রবিষ্টো বৈকুণ্ঠে তত্র তস্থৌ সুখং চিরম্‌
লেপনং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ত্যা তু হরিমন্দিরে।
তেষাং কিং বা ভবিষ্যন্তি ন জানেঽহং
দ্বিজোত্তম॥ ৩৭
য ইদং শৃণুয়াদ্‌ভক্ত্যা পঠেদ্‌যো বা সমাহিতঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং নশ্যত্তে ন চ সংশয়ঃ॥
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে হরিমন্দিরলেপনমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৫॥

সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মূঢ় তৎসমস্তই করিয়াছে। আমি ইহা সত্য বলিতেছি। কিন্তু হে লোকেশ! শ্রবণ করুন। ইহার পুণ্যও আছে। হে যমুনাভ্রাতঃ! আমার মনে হয়, তাহা ইহার সর্ব্বপাপবিলোপী। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে অমাত্য! এ কি পুণ্য আছে? তাহা আমার নিকটে সমস্ত বল। আমি তাহা শুনিয়া এ যেখানে বাসের যোগ্য, তাহা বিধান করিব। হে দ্বিজ! চিত্রগুপ্ত সভামধ্যে যমের এই বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজ-প্রভুকে প্রত্যুত্তর করিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—এই পাপিপ্রবর হরির দ্রব্য হরণার্থে গিয়াছিল; রাজন্‌! সেখানে হরির দ্বারদেশে পদদ্বয়ের কর্দ্দম পুঁছিয়াছিল। তাহাতে সেই ভূমি লিপ্ত হইল,—গর্ত্তছিদ্রাদিবর্জ্জিত হইল! সেই পুণ্যপ্রভাবে ইহার মহৎ পাতক দূরীভূত হইয়াছে। এ এখন আপনার দণ্ডের বহির্ভূত, বৈকুণ্ঠে বাসের যোগ্য হইয়াছে। ২১—৩০। ব্যাস বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তের বচন শ্রবণ করিয়া সেই দণ্ডককে কনকনির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। দণ্ডক সেই আসনে উপবেশন করিয়া যম কর্ত্তৃক পূজিত হইল। যম মস্তক দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে সবিনয়ে বলিলেন,—অদ্য আমার মন্দির আপনার পদরেণুচয় দ্বারা পবিত্র হইল, আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি কৃতার্থ হইলাম, আমি কৃতার্থ হইলাম। ইদানীং আপনি নানাভোগসমন্বিত, জন্ম-মৃত্যুনিবারণ, উত্তম, হরিমন্দিরে গমন করুন। ব্যাস বলিলেন,—সেই ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সেই গতৈনস (নিষ্পাপ) দণ্ডককে স্বর্ণনির্ম্মিত স্যন্দনে আরোপণ করিয়া চক্রীর সেই সমস্ত সুখদ স্থানে প্রেষণ করিলেন। সে এই ভাবে বৈকুণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে চিরকাল সুখে বাস করিতে লাগিল। হে দ্বিজোত্তম! যাহারা ভক্তি সহকারে হরিমন্দির লেপন করে, তাহাদিগের

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কার্ত্তিকস্য চ মাহাত্ম্যং ব্রূহি সূত মমাগ্রতঃ।
তদ্‌ব্রতস্য ফলং কিং বা দোষঃ কিং তদকুর্ব্বতঃ
সূত উবাচ।
পুরৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসং সত্যবতীসুতম্।
জৈমিনিঃ পৃষ্টবানেতদারম্ভে কথিতং মুনিঃ॥ ২
ব্যাস উবাচ।
মৎস্যং তৈলং মৈথুনং যঃ শুভদে কার্ত্তিকে ত্যজেৎ।
বহুজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তো যাতি হরেগৃহম্॥৩
মৎস্যঞ্চ মৈথুনং যো বৈ কার্ত্তিকে ন পরিত্যজেৎ
প্রতিজন্মনি সম্মূঢ়ঃ শূকরশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪
কার্ত্তিকে তুলসীপত্রৈঃ পূজয়েদ্বৈ জনার্দ্দনম্।
পত্রে পত্রেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ
কার্ত্তিকে মুনিপুষ্পৈর্যঃ পূজয়েন্মধুসূদনম্।
দেবানাং দুর্লভং মোক্ষং প্রাপ্নোতি কৃপয়া হরেঃ
কার্ত্তিকে মুনিশাকং বৈ যোঽশ্নাতি চ নরোত্তমঃ
সংবৎসরকৃতং পাপং ক্ষণেনৈকেন নশ্যতি॥ ৭
ফলং তস্য নয়োঽশ্নাতি চোর্জ্জে যো বৈ হরিপ্রিয়ে।
প্রদায় তু হরের্ব্রহ্মন্ বৃজিনং কোটিজন্মজম্॥৮
সুরসং সর্পিষা যুক্তং দদ্যাদ্‌যো হরয়েঽপি চ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম্॥৯
কার্ত্তিকে যো নরো দদ্যাদেকং পদ্মং হরাবপি
অন্তে বিষ্ণুপদং গচ্ছেৎসর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥১০
প্রাতঃস্নানংনরো যো বৈ কার্ত্তিকে শ্রীহরিপ্রিয়ে
করোতি সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নাত্বা তৎফলং লভেৎ
কার্ত্তিকে যো নরো দদ্যাৎপ্রদীপং নভসি দ্বিজ
বিপ্রহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুক্তো গচ্ছেদ্ধরেগৃহম্
মুহূর্ত্তমপি যো দদ্যাৎকার্ত্তিকে প্রীতয়ে হরেঃ।

যে কোন্ গতি হইবে, আমি তাহা জানি না। ভক্তি সহকারে ইহা যে শ্রবণ করে বা পাঠ করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়, সংশয় নাই। ৩১—৩৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—সূত! আমার অগ্রে কার্ত্তিক ব্রতের মহাত্ম্য বল। সে ব্রতের কি ফল? না করিলেই বা দোষ কি? সূত বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে একদা সত্যবতীসুত ব্যাসকে জৈমিনি ইহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে মুনিবর ব্যাস বলিলেন,—শুভদ কার্ত্তিক মাসে যে জন মৎস্য, তৈল ও মৈথুন ত্যাগ করে, সে বহুজন্মকৃত পাপে মুক্ত হইয়া হরির গৃহে গমন করে। যে নর কার্ত্তিক মাসে মৎস্য ও মৈথুন পরিত্যাগ না করে, সে নিশ্চয় প্রতিজন্মে সম্মূঢ় (অজ্ঞান—স্থাবরাদি) ও শূকর হয়। মানব কার্ত্তিক মাসে তুলসীপত্র দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিলে পত্রে পত্রে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে যে মানব মুনিপুষ্প (বক পুষ্প) দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করে, সে হরির কৃপায় দেবগণেরও দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যে নরোত্তম কার্ত্তিক মাসে মুনিশাক ভক্ষণ করে, তাহার সংবৎসরকৃত পাপ ক্ষণ মাত্রে নষ্ট হয়। ব্রহ্মন্! হরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাসে যদি তাহার ফল হরিকে প্রদানপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তবে কোটিজন্মজ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে জন সর্পিঃসংযুক্ত সুরস হরিকে দান করে, সে সর্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করে। যে নর কার্ত্তিক মাসে একটীমাত্র পদ্মও দান করে, সে পাপবিবর্জ্জিত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপদে গমন করে। ১—১০। যে নর হরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করে, সে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল, সেই ফল পায়। দ্বিজ! যে নর কার্ত্তিকে নভোমণ্ডলে দীপ দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপে মুক্ত হইয়া হরিগৃহে গমন করে। বিপ্রেন্দ্র! কার্ত্তিকে হরির প্রীতিকামনায়

দীপং নভসি বিপ্রেন্দ্র তস্মিংস্তুষ্টঃ সদা হরিঃ ॥
যো দদ্যাচ্চ গৃহে দীপং কৃষ্ণস্য সঘৃতং দ্বিজ।
কার্ত্তিকে চাশ্বমেধস্য ফলং স্যাদ্ধি দিনে দিনে
প্রদীপস্য চ মাহাত্ম্যং বিশেষমুচ্যতে ময়া।
নিশাময় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেতিহাসং সমাহিতঃ ॥ ১৫
পূর্ব্বং ত্রেতাযুগে বিপ্রো বৈকুণ্ঠো নামতঃ শুচিঃ
যস্য সঙ্গপ্রভাবেণ মুক্তো ভবতি পাতকী ॥ ১৬
একদা কার্ত্তিকে সোঽপি প্রদীপং পুরতো হরেঃ
দত্ত্বা গৃহং গতো বিপ্রো ঘৃতপূর্ণং দ্বিজর্ষভ ॥ ১৭
সর্পিস্তৎখাদিতুঞ্চাখুরাগতোঽপি প্রদীপতঃ।
যাবৎখাদিতুমারেভে বোধিতোঽসৌ প্রদীপকঃ
মূষকোঽগ্নিভয়াত্তত্র বেগেনাপি পলায়িতঃ ॥ ১৯
আখোশ্চ সকলং পাপং বিনষ্টং কৃপয়া হরেঃ।
সর্পেণ দংশিতশ্চাখুঃ প্রাণত্যাগং চকার হ ॥ ২০
ততো যমাজ্ঞয়া দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
আগতাস্তং সমানেতুং ববন্ধুশ্চর্ম্মরজ্জুভিঃ ॥ ২১

যাবন্নেতুং মনশ্চক্রুঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ
আগতা গরুড়ারূঢ়া বিষ্ণুদূতাশ্চতুর্ভুজাঃ ॥ ২২
বিমানং গগনে চৈব রাজহংসযুতং শুভম্।
নির্ম্মিতং কনকৈঃ শুদ্ধৈঃ কামগং কৃপয়া হরেঃ ॥
পাশং ছিত্ত্বা ততো দূতাঃ প্রোচুস্তে যমকিঙ্করান্
বিষ্ণুভক্তোঽপ্যসৌ মূঢ়া ব্যর্থস্তু বন্ধনং কৃতম্।
গচ্ছধ্বং শমনপ্রেষ্যা যদি বাঞ্ছাস্তি জীবিতুম্ ॥
শ্রুত্বা প্রকম্পিতাস্তে বৈ পৃচ্ছন্তি বিনয়ান্বিতাঃ
কেন পুণ্যপ্রভাবেন যুষ্মাভির্নীয়তে পুরম্।
অসৌ বিষ্ণোর্মহাপাপী যূয়ং তদ্বক্তুমর্হথ ॥ ২৬

বিষ্ণুদূতা উচুঃ।

পুরতো বাসুদেবস্য প্রদীপবোধনং কৃতম্।
তেনৈব কর্ম্মণা দূতা নয়ামো বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ ২৭
অনিচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্দীপস্য বোধনম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ত্যক্ত্বা যাতি হরের্গৃহম্ ॥ ২৮

যে নর মুহূর্ত্ত মাত্রও দীপ দান করে, হরি তাহার প্রতি সদা তুষ্ট থাকেন। দ্বিজ! যে জন কার্ত্তিকে কৃষ্ণের গৃহে সঘৃত দীপ দান করে, তাহার দিনে দিনে অশ্বমেধের ফল হয়। আমি প্রদীপমাহাত্ম্য ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে বলিতেছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে, যাহার সঙ্গপ্রভাবে পাতকী ব্যক্তিও মুক্ত হইতে পারে, বৈকুণ্ঠ নামে এমন এক শুচি দ্বিজ বাস করিতেন। সেই দ্বিজর্ষভ একদা কার্ত্তিক মাসে হরির পুরোভাগে ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সেই প্রদীপের ঘৃত খাইবার জন্য এক মূষিক আসিল, সে ঘৃত খাইতে আরম্ভ করিলে প্রদীপ একটু উজ্জ্বল হইল; অমনি সে অগ্নিভয়ে বেগে পলায়ন করিল। হরির কৃপায় সেই আখুর সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইল। আখু সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ১১—২০। তারপর যমের আজ্ঞায় তদীয় পাশ-মুদ্গরপাণি দূতগণ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল; তাহারা রজ্জুনিচয় দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক যেমন লইয়া যাইতে মন করিল, অমনি শঙ্খ-চক্র-গদাধর গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূতগণ আগমন করিল। আর হরির কৃপায় গগনে রাজহংসযুত শুদ্ধ কনকনির্ম্মিত কামগ একখানি বিমানও আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সেই দূতগণ পাশ ছিন্ন করিয়া যমকিঙ্করগণকে কহিল, মূঢ়গণ! এ বিষ্ণুভক্ত; ইহাকে বৃথা বন্ধন করিয়াছ। হে শমনপ্রেষ্য সকল! তোমাদের যদি জীবিত বাঞ্ছা থাকে, তবে গমন কর। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ প্রকম্পিত কায়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা ইহাকে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণুপুরে লইয়া যাইতেছ? এ মহাপাপী; অতএব তোমাদের তাহা বলা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুদূতগণ বলিল,—দূতগণ! এ বাসুদেবের পুরোভাগে প্রদীপ বোধন (উস্কিয়ে দেওয়া) করিয়াছে; সেই কর্ম্ম বশতই ইহাকে বিষ্ণুমন্দিরে লইয়া যাইতেছি। যে অনিচ্ছায়ও বিষ্ণুর দীপের বোধন করে, সে কোটিজন্মার্জিত পাপ পরিহার করত হরির গৃহে

ভক্ত্যা প্রদীপং যো দদ্যাৎকার্ত্তিকে তু
হরের্দিনে।
তস্য পুণ্যং সমাখ্যাতুং ন শক্তো হরিণা বিনা
ঘৃতপূর্ণপ্রদীপং যো ভক্ত্যা দদ্যাদ্ধরের্গৃহে।
অশ্বমেধসহস্রেণ তস্য কিংবা প্রয়োজনম্ ॥ ৩০
অশ্বমেধপ্রকর্ত্তা যঃ স্বর্গং যাতি হরের্দিনে।
কার্ত্তিকে দীপদাতা চ স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম্ ॥৩১
ব্যাস উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা ততো দূতা গতাস্তে বৈ যথাগতাঃ
বিষ্ণুদূতা রথে কৃত্বা গতাস্তং বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ ৩২
বিষ্ণোস্সন্নিধা এবাস্য মন্বন্তরশতং গতম্।
ততো মর্ত্ত্যে রাজকন্যা বভূব কৃপয়া হরেঃ ॥৩৩
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা চিরং ভোগং চকার সা।
ইতঃ পুনর্গতা সা তু গোলোকং হরিসেবয়া ॥৩৪
সূত উবাচ।
ভক্ত্যা শৃণোতি যো মর্ত্ত্যো দীপমাহাত্ম্যমুত্তমম্
সর্ব্বপাপাবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥৩৫
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে দীপদানমাহাত্ম্যং
নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

যায়। কার্ত্তিক মাসে হরির দিনে (একাদশীতে) যে ভক্তি সহকারে প্রদীপ দান করে তাহার পুণ্য আখ্যান করিতে হরি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। যেজন হরির গৃহে ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ দীপ দান করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধেই বা কি প্রয়োজন? ২১—৩০। অশ্বমেধকর্ত্তা স্বর্গে (স্বর্লোকে) গমন করে, কিন্তু কার্ত্তিকে দীপদাতা হরিমন্দিরে বৈকুণ্ঠে গমন করে। ব্যাস বলিলেন,—তারপর ইহা শুনিয়া সেই দূতগণ যথাগত যাইল; বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে রথে লইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিল। তাহার শত মন্বন্তর কাল বিষ্ণুসন্নিধানেই কাটিল। তারপর হরির কৃপায় সে মর্ত্ত্যভূমে রাজকন্যা হইয়া জন্মিল। সে পুত্র-পৌত্রে সমাযুক্ত হইয়া চিরকাল সুখ ভোগ করিল। শেষে সে হরিসেবা-মাহাত্ম্যে ইহলোক হইতে গোলোকে গমন করিল। সূত বলিলেন,—যে মর্ত্ত্য উত্তম দীপমাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে। ৩১—৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
জয়ন্ত্যাঃ সূত মাহাত্ম্যং কদা সা ক্রিয়তে জনৈঃ
কথয়স্ব মম ত্বং বৈ যতঃ সংসারশোষণম্ ॥ ১
সূত উবাচ।
শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টো মুনিসত্তম।
পুরা ব্রহ্মা নারদেন পৃষ্ট এতৎসুরালয়ে ॥ ২
নারদ উবাচ।
জয়ন্ত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং কথয়স্ব পিতামহ।
যচ্ছ্রুত্বাহং গমিষ্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণুষ্বাবহিতো বিপ্র তবাগ্রে কথয়াম্যহম্।
জয়ন্ত্যা উপবাসেন বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৪
স্মরণাৎকীর্ত্তনাৎপাপং সপ্তজন্মার্জ্জিতং মুনে।
জয়ন্তী দহতে চৈব কিং পুনঃ সোপবাসকৃৎ ॥৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—সূত! তুমি আমার নিকটে জয়ন্তীর মাহাত্ম্য, এবং জনগণ কখন উহা করে, তাহাও বল; যে হেতু উহা সংসারশোষণ। সূত বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি বলিতেছি শুন। মুনিসত্তম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাই পুরাকালে সুরালয়ে নারদ ব্রহ্মাকেও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন,—হে পিতামহ! যাহা শুনিয়া আমি বিষ্ণুর সেই পরমপদে যাইতে পারি, আপনি সেই জয়ন্তীর মাহাত্ম্য আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বিপ্র! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; আমি তোমার অগ্রে কহিতেছি। জয়ন্তীর উপবাস করিলে, সে বিষ্ণুলোকে যায়। মুনে! জয়ন্তীর স্মরণে

জন্মাষ্টমী চ নবমী চৈত্রে মাসি সিতা শুভা।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী কুম্ভে মেষে শুক্লা চতুর্দ্দশী॥ ৬
দুর্গাষ্টম্যাশ্বিনে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহাপুণ্যা চ শুভদা জয়ন্ত্যঃ ষট্‌প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৭
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পূর্ব্বা প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী।
ক্রতুকোটিসমা হ্যেষা তীর্থানামযুতৈঃ সমা॥ ৮
অষ্টাপদসহস্রন্তু যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥৯
হেমভারসহস্রন্তু কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
কৃষ্ণাজিনসহস্রাণি তিলধেনুশতানি চ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
সসাগরামিমাং পৃথ্বীং দত্ত্বা যল্লভতে ফলম্‌।
কন্যাকোটিসহস্রাণাং দানে ভবতি যৎফলম্‌।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
বাপীকূপতড়াগাদি কর্ত্তব্যং দেবতালয়ে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ ভক্তিযুক্তং করোতি যঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
আপদাং হরণার্থায় তীর্থসেবাকৃতাত্মনাম্‌।
সত্যব্রতানাং যৎপুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
গঙ্গায়াং নর্ম্মদায়াং যৎপুণ্যে সারস্বতে জলে।
স্নাত্বা পুণ্যমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥
যৎপুণ্যং শ্রাদ্ধকর্ত্তৄণাং পিতৄণামিন্দুসংক্ষয়ে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে॥

নারদ উবাচ।

কেন কেন কৃতা পূর্ব্বং কথয়স্ব পিতামহ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।

কার্ত্তবীর্য্যেণ কর্ণেন কুমারেণ চ ধীমতা।
সগরেণ দিলীপেন কাকুৎস্থেন কৃতা পুরা॥১৯
গৌতমেন চ গর্গেণ জামদগ্ন্যেন ধীমতা।
বাল্মীকিনা কৃতা পূর্ব্বং দ্রৌপদেয়েন সাধুনা॥২০
দদাতি বাঞ্ছিতান কামান ভাদ্রমাসসিতাষ্টমী।
বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যা প্রীত্যর্থে চক্রপাণিনঃ।

কীর্ত্তনে সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়; উপবাসকৃৎ মানবের কথা আর কি বলিব? জন্মাষ্টমী, চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে শুভা নবমী, ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশী, আশ্বিনে দুর্গাষ্টমী, শ্রবণান্বিতা শুক্লা দ্বাদশী, এই ছয়টী জয়ন্তী মহাপুণ্যা, শুভদা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়। (তন্মধ্যে) কৃষ্ণজন্মাষ্টমীই বিশেষ প্রসিদ্ধা পাপনাশিনী। বস্তুতঃ ইহা ক্রতুকোটিসমা,—অযুততীর্থ তুল্য। দিনে দিনে অষ্টাপদ-সহস্র দান করিলে, যে ফল, জয়ন্তী উপবাসে সেই ফল হয়। কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে (সূর্য্য গ্রহণে) হেমভারসহস্র দান করিলে যে ফল, জয়ন্তী উপবাসেও সেই ফল। —১০। সহস্র কৃষ্ণাজিন ও শত তিলধেনু দানে যে ফল, জয়ন্তী-উপবাসে সেই ফল হয়; এই সসাগরা পৃথ্বী দান করিলে যে ফল লাভ করিতে পারে, সহস্রকোটি কন্যা দানে যে ফল, জয়ন্তী উপবাসে সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। দেবতালয়ে কর্ত্তব্য বাপী-কূপ-তড়াগাদি সংস্কার সকল করিলে যে ফল, জয়ন্তী উপবাসে সেই ফল হয়। যে জন ভক্তিযুক্ত হইয়া মাতা-পিতার এবং গুরুদিগের সেবা করে, তাহার যে ফল হয়, জয়ন্তী উপবাসেও সেই ফল হয়। আপৎ সকল সমূলে নির্ম্মূল করণার্থ যাহারা তীর্থসেবা করে, আর যাহারা সত্যব্রত তাহাদিগের যে ফল হয়, জয়ন্তী উপবাসেও সেই ফল হয়। গঙ্গায় নর্ম্মদায় বা সরস্বতীর জলে স্নান করিলে যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, জয়ন্তী উপবাসে সেই ফল পাওয়া যায়। ইন্দুসংক্ষয়ে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকর্ত্তা জনগণের যে ফল, জয়ন্তী উপবাসেও সেই ফল। নারদ বলিলেন,—পিতামহ! পূর্ব্বে কে কে ইহা করিয়াছে? তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্ত্তবীর্য্য, কর্ণ, ধীমান কুমার, সগর, দিলীপ, কাকুৎস্থ, পুরাকালে ইহাঁরা করিয়াছেন! আর গৌতম, গর্গ, ধীমান্‌ জামদগ্ন্য, বাল্মীকি ও সাধু দ্রৌপদেয় কর্ত্তৃক পূর্ব্বে ইহা করা হইয়াছে। ১১—২০। ভাদ্রমাসে সিতা অষ্টমী,

কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং মুহূর্ত্তেন বিলীয়তে॥
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নিষ্ঠাপূর্ব্বং যতেন্দ্রিয়ঃ।
গন্ধপুষ্পাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজনীয়ঃ পৃথক্পৃথক্॥
এবং যঃ কুরুতে বিপ্র জয়ন্তীসমুপোষণম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্
প্রসাদাদ্দেবকীসূনোঃ ক্ষণার্দ্ধেন বিলীয়তে॥২৪
জয়ন্তীতিথিসম্প্রাপ্তে ভুঞ্জতে যে নরাধমাঃ।
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুঞ্জতে তে ন সংশয়ঃ॥
সাগরাদ্যানি পুণ্যানি মুক্তিস্থানানি সর্ব্বশঃ।
গৃহে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাঙ্গে জয়ন্তীব্রতকারিণঃ॥২৬
তস্য সর্ব্বাণি তীর্থানি দেহে তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
করোতি যো নরো ভক্ত্যা জয়ন্তীং কৃষ্ণবল্লভাম্
ন বেদে ন পুরাণে চ ময়া দৃষ্টং মহামুনে।
তৎসমং বাধিকং বাপি কৃষ্ণরাধাষ্টমীব্রতম্॥২৮
ন করোতি নরো ভক্ত্যা স ভবেৎক্রূররাক্ষসঃ
যো নরোঽশ্নাতি মূঢাত্মা জয়ন্তীবাসরে দ্বিজ।
মহানরকমশ্নাতি যথা চ হরিবাসরে॥৩০
অতীতমাগতং যস্তু কুলমেকোত্তরং শতম্।
পতেত্তু নরকে ঘোরে জয়ন্ত্যাং ভোজনেন বৈ
জয়ন্তী বুধবারে চ রোহিণ্যা সহিতা যদা।
ভবেচ্চ মুনিশার্দ্দূল কিং কৃতৈর্ব্রতকোটিভিঃ॥৩২
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ যুগে।
কৃতা সম্যগ্বিধানেন জয়ন্তী পাপনাশিনী॥৩৩
জাগরে পদ্মনাভস্য পুরাণং পাঠয়েত্তু যঃ।
আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং দহতে তুলরাশিবৎ॥
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পুরাণং হরিবাসরে।
কোটিজন্মার্জ্জিতং তস্য পাপং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
বাসরে পদ্মনাভস্য পূজয়েদ্বাচকং মুনে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে স পূজ্যতে॥
জয়ন্ত্যামুপবাসে চ যো নরোঽত্র পরাঙ্মুখঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্তো যাত্যসৌ নরকং ধ্রুবম্॥৩৭
গন্ধপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ ঘৃতপূর্ণপ্রদীপকৈঃ।
পূজয়েদ্ভক্তিভাবৈশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্॥
বিধিনানেন যো বিপ্র জয়ন্তীং প্রকরোতি চ।

বাঞ্ছিত কাম দান করে। চক্রপাণির প্রীত্যর্থে বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যা। ইহার মহিমায় কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হয়। জিতেন্দ্রিয় নর নিষ্ঠাপূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ করিয়া গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। বিপ্র! এইভাবে যে জয়ন্তী উপবাস করে, দেবকীসূনুর প্রসাদে তাহার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কৃত কোটিজন্মোর্জ্জিত পাতক ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে বিলীন হয়। যে নরাধমেরা জয়ন্তী তিথি সম্প্রাপ্ত হইলে ভোজন করে, তাহারা ত্রৈলোক্যসম্ভব যাবতীয় পাপই ভোজন করে, সংশয় নাই। সাগরাদি পুণ্যতীর্থ ও মুক্তিস্থান সকল জয়ন্তীব্রতকারী নরের গৃহে সর্ব্বাঙ্গে অবস্থান করে। যে নর ভক্তিভরে কৃষ্ণবল্লভা জয়ন্তীর ব্রত করে, তদীয় দেহে সর্ব্বতীর্থ, সকল দেবতা থাকে। মহামুনে! না বেদে, না পুরাণে, কুত্রাপি কৃষ্ণরাধাষ্টমীব্রতের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক কোন কার্য্য দেখি নাই। যে নর ভক্তি সহকারে না করে, সে ক্রূর রাক্ষস হয়। দ্বিজ! জয়ন্তী বাসরে যে মূঢাত্মা ভোজন করে, সে হরিবাসরে ভোজনবৎ কেবল মহানরক সকলই ভোগ করে। ২০—৪০। জয়ন্তীদিনে ভোজন করিলে অতীত অনাগত একোত্তর শত কুল ঘোর নরকে পতিত হয়। মুনিশার্দ্দূল! জয়ন্তী যদি বুধবারে রোহিণীসহিতা হয়, তবে, আর ব্রতকোটি করিবার প্রয়োজন কি? কৃতযুগে, ত্রেতাযুগে, দ্বাপরে এবং কলিযুগে বিধান অনুসারে জয়ন্তী ব্রত করিলে অবশ্যই পাপবিনাশ হয়। পদ্মনাভের উক্ত জাগরণে যে জন পুরাণ পাঠ করে, সে তুলরাশিবৎ আজন্মোপার্জ্জিত পাপ দগ্ধ করে। যে জন পদ্মনাভের বাসরে বাচককে পূজা করে; সে কুলকোটি সমুদ্ধারপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। যে ইহ লোকে জয়ন্তী-উপবাসে পরাঙ্মুখ, সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ম্মুক্ত সেই ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে যায়। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও ঘৃতপূর্ণ দীপ সকল দ্বারা ভক্তিভাবে পূজা করিবে। বিপ্রকে

নরো যো তারয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষানেকবিংশতিম্।
ন দৌর্ভাগ্যং ন বৈধব্যং ন ভবেৎ কলহো গৃহে
সন্ততের্ন বিরোধশ্চ ন পশ্যতি ধনক্ষয়ম্॥ ৪০
যান্ যাংশ্চিকীর্ষতে কামান্ জয়ন্তীসমুপোষকঃ।
তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি সকলান্ বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৪১
বিষ্ণুভক্তিপরা নিত্যং জয়ন্তীব্রতমানসাঃ।
তে ধন্যাস্তে কুলীনাস্ত ঈশ্বরাস্তে চ পণ্ডিতাঃ
যানি কানি চ তীর্থানি ব্রতানি নিয়মা ন চ।
জয়ন্ত্যা বাস.বৈ্শ্চব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥৪৩
ভাদ্রে বৈ চোভয়ে পক্ষে যঃ করোতি সভার্য্যকঃ।
রাধাকৃষ্ণাষ্টমী বৎস প্রাপ্নোতি হরিসন্নিধিম্॥
ব্রতং পুণ্যক্রিয়াঞ্চ যঃ করোতি সদা হরেঃ।
স যাতি বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠং জয়ন্তীসমুপোষকঃ॥৪৫
আচারহীনং কুলভ্রষ্টং কীর্ত্তিহীনং কুযোনিজম্
নাশয়ত্যাশু পাপঞ্চ জয়ন্তী হরিবল্লভা॥ ৪৬
মেরুতুল্যানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
স নির্দ্দহতি সর্ব্বাণি জয়ন্ত্যাং সমুপোষকঃ॥৩৭
জয়ন্তীকরণে চিত্তং যেষাং ভবতি তৎপরম্।
যমোঽপি শঙ্কতে নিত্যং তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৪৮

সূত উবাচ।

কথয়িত্বা নারদস্ত যযৌ স চ যথাগতঃ।
ময়াপি কথিতং ব্রহ্মন্ যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া মুনে॥
মাহাত্ম্যঞ্চ জয়ন্ত্যা যে শৃণ্বন্তি ভক্তিভাবতঃ।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ
পুরাণবাচকং বিপ্রং জয়ন্তীব্রতিনং তথা।
যে পশ্যন্তি নরাঃ পাপাস্তে যান্তি পরমং পদম্॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তীব্রতমাহাত্ম্যং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭॥

দক্ষিণা দিবে। বিপ্র। যেজন এই বিধি অনুসারে ভক্তি সহকারে জয়ন্তী ব্রত করে, সে একবিংশতি পুরুষ পরিত্রাণ করিতে পারে। তাহার গৃহে কলহ, দৌর্ভাগ্য, বৈধব্য বা সন্ততিবিরোধ হয় না; সে ধনক্ষয় দর্শন করে না। ৩১—৪১। জয়ন্তী উপবাসকারী নর যে যে কাম কামনা করে, সে সেই সমস্তই প্রাপ্ত হয়, আর বিষ্ণুলোকেও গমন করে। যাহারা নিত্য বিষ্ণুভক্তিপর ও জয়ন্তীব্রত-মানস তাহারাই ধন্য, তাহারাই কুলীন, তাহারাই ঈশ্বর তাহারাই পণ্ডিত। যে কোন তীর্থ ব্রত বা নিয়ম, কিছুই জয়ন্তী ব্রতের ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। বৎস! ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষে যে নর সভার্য্য হইয়া রাধাকৃষ্ণাষ্টমী ব্রত করে, সে হরিসন্নিধি প্রাপ্ত হয়। জয়ন্তী উপবাসকারী যে নর সদা বিহিত ব্রত ও পুণ্যকার্য্য (জাগরণাদি) করে সে বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ পুরীতে গমন করে। হরিবল্লভা জয়ন্তী আচারহীন, কুলভ্রষ্ট, কীর্ত্তিরহিত, কুযোনিজ পাপী নরকেও আশু বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায়। যাহার ব্রহ্মহত্যাদি মেরুতুল্য পাপ সকলও আছে, সেও যদি জয়ন্তী উপবাস করে, তবে সেই সমস্ত পাপ নির্দ্দগ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের চিত্ত জয়ন্তীকরণে তৎপর, তাহাদিগকে যমও নিত্য শঙ্কা করেন; তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! নারদকে এইরূপ কহিয়া তিনি যথাগত গমন করিলেন। হে মুনে! আমি যে বিষয়ে পৃষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা এই কহিলাম। যাহারা ভক্তিভাবে জয়ন্তীর মাহাত্ম্য শুনে, তাহারাও সর্ব্বপাতকমুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করে। যে সকল পাপী নর পুরাণবাচক বা জয়ন্তীব্রতী বিপ্রকে দর্শন করে, তাহারাও পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৪১—৫১।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রহীনো জনো ভবেৎ।
কর্ম্মণা কেন বৈ সূত পুত্রো ভবতি কেন চ ॥১

সূত উবাচ।

এতৎ পৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা নারদেন মহাত্মনা।
স যদাহ তদা তচ্চ শৃণুষ্ব মুনিপুঙ্গব ॥ ২

নারদ উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্বার্থপারগ।
অপুত্রো বৈ ভবেন্মর্ত্ত্যঃ কর্ম্মণা কেন পদ্মজ ॥৩
বন্ধ্যা স্ত্রী বা ভবেৎ কেন বৃজিনেন মমাগ্রতঃ
কথয় শৃণ্বতো বৈ মে সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত ॥ ৪
দুহিতা জায়তে কেন কর্ম্মণা বা নপুংসকঃ।
মৃতবৎসো ভবেৎ কেন মৃতবৎসাতিদুঃখিতা ॥৫
কেন পুণ্যেন ভো ব্রহ্মন্ পুনঃ পুত্রো ভবেদ্বদ

ব্রহ্মোবাচ।

কথয়ামি সমাসেন সাবধানেন তচ্ছৃণু।
বৃত্তান্তং পৃচ্ছসি ত্বং বৈ শৃণ্বতাং বিস্ময়প্রদম্ ॥৭
পূর্ব্বজন্মনি যো মর্ত্ত্যঃ পুরাণশ্রবণং হি চ।
ভূমিং সশস্যাং দানঞ্চ দদ্যাদ্বৈ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥৮
ধেনুং বহুগুণাং হৈমীং বহুদুগ্ধাং সদক্ষিণাম্।
সুবর্ণপ্রতিমাঞ্চৈব তস্য পুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৯
পূর্ব্বজন্মনি যা নারী পরবালকঘাতনম্।
করোতি কপটেনৈব বালহীনা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
সৌবর্ণপ্রতিমাদানং যা নারী শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
কুর্য্যাৎপানং ব্রাহ্মণস্য ভক্ত্যা বৈ চরণোদকম্
পুরাণশ্রবণে চৈব দদ্যাদ্বৈ বহুদক্ষিণাম্।
বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবেন্নাত্রাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
জলে নিমগ্নং বালং যো দৃষ্ট্বা যা ন সমুদ্ধরেৎ।
ইহ জন্মন্যপুত্রো বৈ সাপুত্রী চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
বৃষভঞ্চৈব কুষ্মাণ্ডং সসুবর্ণং সবস্ত্রকম্।
দদ্যাদ্দানং ব্রাহ্মণস্য কুর্য্যাদ্বালব্রতং তথা ॥১৪
গৌরীং কন্যাং তথা কুর্য্যাৎপুরাণশ্রবণং হি যঃ
পূর্ব্বজন্মনি যো মর্ত্ত্যো নিরাশঞ্চাতিথিং দ্বিজ।
কুর্য্যাৎ ক্রোধেন দণ্ডঞ্চ পুত্রহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ সূত। জনগণ কোন্ কর্ম্মে পুত্রহীন হয়? আর কোন্ কর্ম্মেই বা পুত্র জন্মে? তাহা কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মা মহাত্মা নারদ কর্ত্তৃক এই কথাই পৃষ্ট হইয়াছিলেন; তদুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, হে মুনি-পুঙ্গব! তাহা শ্রবণ কর। নারদ কহিলেন,—হে পদ্মজ সর্ব্বতত্ত্বার্থপারগ মহাপ্রাজ্ঞ পিতা-মহ! মর্ত্ত্য কোন্ কর্ম্মে অপুত্র হয়? কোন্ পাপেই বা স্ত্রী বন্ধ্যা হয়? হে সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত! শ্রবণোৎসুক আমার নিকটে ইহা কীর্ত্তন করুন। কোন্ কর্ম্মে কন্যা জন্মে, কোন্ কর্ম্মে নপুংসক হয়, কোন্ কর্ম্মে মৃতবৎস হয়, কিসেই বা অতি দুঃখিতা মৃতবৎসা হয়, আর হে ব্রহ্মন্! কোন্ পুণ্যেই বা পুত্র হয়, তাহা বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন—আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, সাবধানে শুন। তুমি শ্রোতৃ-গণের বিস্ময়প্রদ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ। যে মর্ত্ত্য পূর্ব্বজন্মে পুরাণ শ্রবণ করে, শ্রব-ণান্তে সশস্যা ভূমি দান করে, আর হৈমী দক্ষিণা সহ বহুগুণা বহুদুগ্ধা ধেনু ও সুবর্ণ প্রতিমা দান করে, তাহার নিশ্চয় পুত্র হয়। যে নারী পূর্ব্বজন্মে কপটতাপূর্ব্বক পরবালক ঘাতন করে, সে নিশ্চয় বালকহীনা হয়। ১—১০। যে নারী শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সৌবর্ণ-প্রতিমা দান করে, ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের চরণোদক পান করে, আর পুরাণ শ্রবণান্তে বহু দক্ষিণা দান করে, সে বহু অপত্যবতী ও জীববৎসা হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে নর বা নারী জলে নিমগ্ন বালক দেখিয়াও উত্তো-লন না করে, ইহজন্মে নিশ্চয়ই সে অপুত্র ও সেই নারী অপুত্রা হয়। বৃষভ ও কুষ্মাণ্ড সুবর্ণসহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে; বালব্রত করিবে; আর গৌরী কন্যা দান করিবে ও পুরাণ শ্রবণ করিবে। দ্বিজ! যে মর্ত্ত্য পূর্ব্ব-জন্মে অতিথিকে নিরাশ করে, বা ক্রোধ-বশতঃ দণ্ড করে, সে নিশ্চয় পুত্রহীন হয়।

ব্রাহ্মণাতিথিঞ্চৈব কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা প্রপূজনম্।
অন্নদানং জলঞ্চৈব তথা দেবালয়ং শুভম্ ॥১৭
পূর্ব্বজন্মনি যা নারী ভ্রূণহত্যাঞ্চ যো নরঃ।
কুর্য্যাৎসা মৃতবৎসা চ মৃতবৎসো ভবেদ্ধ্রুবম্
যা নারী স্বামিসহিতা কুর্য্যাচ্চ হরিবাসরম্।
সুপুত্রা ভর্তৃসুভগা ভবেৎসা প্রতিজন্মনি ॥ ১৯
যো নরো গোবধং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাদ্বিমোহিতঃ
ব্রাহ্মণীহরণং বাপি কর্ম্মণা স নপুংসকঃ ॥ ২০
ইদন্তু বৃজিনং কুর্য্যাৎপশ্চাৎপুণ্যং করোতি যঃ
ইহ পুণ্যপ্রভাবেণ দুহিতা জায়তে দ্বিজ ॥ ২১
আসীত্ত্রেতাযুগে রাজা শ্রীধরো নামতো দ্বিজ
অপুত্রোধনবাংস্তস্য জায়া হেমপ্রভাবতী ॥২২
ব্যাসং সকলশাস্ত্রজ্ঞং সর্ব্বলোকহিতৈষিণম্।
আগতঞ্চৈব পপ্রচ্ছ চাপুত্রোঽহং কথং বদ ॥২৩
উবাচ নৃপতেঃ শ্রুত্বা বচনং বিনয়ান্বিতম্।
রাজ্ঞা দত্তে চ পীঠে চ নির্ম্মিতে কনকাদিভিঃ
রাজা রাজ্ঞী তস্য পাদৌ ধৌতং কৃত্বা তু
হর্ষিতৌ।
পীত্বা পাদোদকং যৌ চ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥২৫

ব্যাস উবাচ।

রাজন্ শৃণুষ্ব যৎ পৃষ্টমপুত্রো যেন কর্ম্মণা।
ভবেয়ং রাজ্ঞী চাপুত্রী চৈকপত্নীব্রতা তথা ॥২৬
পূর্ব্বজন্মনি চন্দ্রস্ত্বং নাম্না ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
ভার্য্যা তবাপি শুভাঙ্গী নাম্না বৈ শঙ্করী স্মৃতা ॥
একদা পথি যাতৌ চ নীচপুত্রং জলেঽপি চ।
মগ্নং দৃষ্ট্বা হেলয়া চ গতৌ চ পঞ্চতাং গতঃ ॥২৮
বহুপুণ্যপ্রভাবেণ রাজ্ঞী রাজা চ তৌ যুবাম্।
তেন কর্ম্মবিপাকেন যুবয়োর্ন ভবেৎ সুতঃ ॥২৯

রাজোবাচ।

ইদানীং কেন পুণ্যেন সুতো বৈ জায়তে
প্রভো।
অপুত্রস্য মনুষ্যাণাং জীবনং হি নিরর্থকম্ ॥৩০

ব্যাস উবাচ।

সবস্ত্রঞ্চৈব কুষ্মাণ্ডং বৃষভং সমুবর্ণকম্।
দেহি দানং ব্রাহ্মণস্য কুরু বালব্রতং তথা ॥ ৩১

ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভক্তি সহকারে পূজন করিবে; আর অন্নদান, জলদান ও শুভ দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে। যে নারী বা যে নর পূর্ব্বজন্মে ভ্রূণহত্যা করে, তাহারা নিশ্চয় মৃতবৎসা ও মৃতবৎস হয়। যে নারী স্বামীর সহিত হরিবাসর করে, সে প্রতিজন্মে সুপুত্রা ও ভর্তৃসুভগা হয়। যে নর গোবধ করে, বা যে শূদ্র বিমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী হরণ করে, তাহারা সেই কর্ম্মে নপুংসক হয়। দ্বিজ! যে নর এই পাপ করিয়া পশ্চাৎ আবার পুণ্য করে, সেই পুণ্যপ্রভাবে তাহার দুহিতা জন্মে। ১১—২১। হে দ্বিজ! ত্রেতাযুগে শ্রীধর নামে অপুত্র ও ধনবান্ এক রাজা ছিলেন। তাঁহার জায়ার নাম হেমপ্রভাবতী। সেই রাজা একদিন সমাগত সর্ব্বলোক-হিতৈষী সকল-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি কারণে অপুত্র হই-য়াছি, তাহা বলুন। ব্যাস রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত কনকমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন; রাজা ও রাজ্ঞী সহর্ষে তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া সর্ব্বপাতকনাশন সেই পাদোদক পান করিলেন। নৃপতির বাক্য শুনিয়া ব্যাস সেই বিনয়ান্বিত রাজাকে কহিলেন,—রাজন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, যে কর্ম্মে তুমি অপুত্র হইয়াছ, তথা একপত্নীব্রতা রাজ্ঞীও অপুত্রা হইয়াছেন, তাহা শুন। পূর্ব্বজন্মে তুমি চন্দ্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলে, আর তোমার শুভাঙ্গী ভার্য্যা শঙ্করী নামে স্মৃতা হইতেন। একদা পথে যাইতে যাইতে একটী নীচ জনের বালককে জলে মগ্ন দেখিয়াও হেলাপূর্ব্বক তোমরা চলিয়া গেলে, সে বালকটী পঞ্চত্ব পাইল। বহুপুণ্যপ্রভাবে তোমরা রাজা ও রাজ্ঞী হইয়াছ, কিন্তু সেই কর্ম্মবিপাকে তোমাদের পুত্র হইতেছে না। রাজা বলিলেন,—প্রভো! ইদানীং কোন্ কর্ম্মের ফলে পুত্র জন্মে? মনুষ্যগণের মধ্যে অপুত্র ব্যক্তির জন্মই নিরর্থক। ২২—৩০। ব্যাস বলিলেন,—ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র কুষ্মাণ্ড ও সমুবর্ণ বৃষ দান কর, আর বালব্রত কর।

গৌরীং কন্যাং তথা দেহি পুরাণশ্রবণং কুরু।
পুত্রো বৈ জায়তে তত্র সর্ব্বপাতকনাশনম্॥ ৩২

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ব্যাসোক্তং দানমুত্তমম্
পুরাণশ্রবণঞ্চৈব চকার গতকিল্বিষঃ॥ ৩৩
ততঃ পুত্রো বর্ষমধ্যে বভূব সর্ব্বপূজিতঃ।
অভূদ্রাজা সার্ব্বভৌমঃ সুন্দরঃ কুলনায়কঃ॥৩৪

সূত উবাচ।

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা করোতি দানমুত্তমম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া
ভক্ত্যা শ্রুত্বা তু যা নারী কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণপূজনম্
সুপুত্রা সা ভবেন্নিত্যং শাস্ত্রোক্তবিধিনা দ্বিজ।
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং পুষ্পমাল্যঞ্চ চন্দনম্।
যো দদ্যাৎপুস্তকে ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
পূর্ব্বজন্মনি যো মূঢ়ো ব্রহ্মবালকঘাতকঃ।
তস্য ক্রূরো ভবেৎপুত্রঃ সপ্তজন্মান্তরৈর্দ্বিজ॥৩৮

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে সন্তানোৎপত্তিকথনং নাম অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

গৌরী কন্যা দান কর। পুরাণ শ্রবণ কর। তাহা হইলে সর্ব্বপাতকনাশন পুত্র জন্মিবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—তারপর রাজা ইহা শুনিয়া ব্যাসোক্ত উত্তম দান ও পুরাণ শ্রবণ করিলেন। তাহাতে গতকিল্বিষ হইলেন। তার পর এক বর্ষ মধ্যেই পুত্র হইল। সে পুত্র সুন্দর সর্ব্বপূজিত সার্ব্বভৌম রাজা ও কুলনায়ক হইয়াছিল। সূত বলিলেন,—যে ইহা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে এবং উত্তম দান করে, সে অপুত্র হইলেও পুত্র লাভ করে, আমি এই সংক্ষেপে বলিলাম। দ্বিজ! যে নারী শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের পূজা করে, সে নিত্য সুপুত্রা হয়। যে নর ভক্তিসহকারে পুস্তকোপরি সুবর্ণ,রজত, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য ও চন্দন দান করে, তাহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যে মূঢ় পূর্ব্ব জন্মে ব্রহ্মবালকঘাতক,

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। ৩৯

কেন পুণ্যেন ভোঃ সূত বৈকুণ্ঠং সমবাপ্যতে
তদ্বদস্ব শৃণ্বতো মে পোতো হি ভবসাগরে॥১

সূত উবাচ।

সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বমঙ্গলকারক।
কথয়ামি সমাসেন শৃণ্বতাং পাপনাশনম্॥ ২
বিষ্ণবে ব্রাহ্মণায়ৈব মৃদা বেশ্ম বিনির্ম্মিতম্।
যো বৈ দদ্যাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য পুণ্যং নিশাময়॥৩
বিষ্ণুলোকে চ স বিপ্রঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
সৌধবাসী ভবেন্নিত্যং বিষ্ণুলোকে প্রপূজ্যতে
বিষ্ণবে সৌধগেহং যো দদ্যাদ্বৈ ব্রাহ্মণায় চ।
হরের্নিকেতনং প্রাপ্য স্বর্গবাসী ভবেদ্ধ্রুবম্॥৫
অন্তে বিষ্ণুপুরং গত্বা যুক্তঃ কোটিকুলৈর্দ্বিজ।
স্বর্ণসৌধে গৃহে স্থিত্বা কুর্য্যাদ্ভোগং যথাসুখম্॥

দ্বিজ! তাহার সপ্ত জন্মান্তরে ক্রূর পুত্র হয়। ৩১—৩৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! কোন্ পুণ্যে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমি শ্রবণাভিলাষী, তুমি ভবসাগরে পোত সদৃশ, সেই বিষয় বল। সূত বলিলেন,—সর্ব্বমঙ্গলকারক মুনিশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু! শ্রোতাদিগের পাপনাশন সেই বিষয় আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। মৃত্তিকা দ্বারা বাস ভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে যে দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই বিপ্র সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুলোকে নিত্য সৌধবাসী হয়; বিষ্ণুলোকে বিশেষ সম্মান লাভ করে। যে বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণকে সৌধ গেহ দান করে, দ্বিজ! সে নিশ্চয় হরির নিকেতন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গবাসী হয়। সে অন্তে বিষ্ণুপুরে গমনপূর্ব্বক কোটিকুল সহ মিলিত হয়। স্বর্ণসৌধ গৃহে থাকিয়া

ব্রাহ্মণস্থাপনে পুণ্যং যদ্বৈ ভবতি ভো মুনে।
সংখ্যাং কর্তুমশক্তো হি তদ্বেধাঃ সর্ব্বকারকঃ ॥৭
গণ্যন্তে রেণবশ্চৈব গণ্যন্তে বৃষ্টিবিন্দবঃ।
ন গণ্যতে বিধাত্রাপি ব্রহ্মসংস্থাপনে ফলম্ ॥৮
নারদেন পুরা ব্রহ্মা পৃষ্টঃ সংসারসম্ভবঃ।
বেধাস্তং কথয়ামাস তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে ॥ ৯
পুরাসীদ্দ্বাপরে ব্রহ্মন্ বারনারী সুশোভনা।
সুকেশী হরিণীনেত্রা সুমধ্যা চারুহাসিনী ॥ ১০
নাম্না সা চঞ্চলাপাঙ্গী যযৌ দেশান্তরং কদা।
সর্ব্বপাপসমাযুক্তা নরকেঽপাতয়ত্তথা ॥ ১১
সঙ্গেন সা ধনাকাঙ্ক্ষী জনান্ দেবালয়ং গতা।
তত্র ক্ষণং সোপবিষ্টা তাম্বূলভক্ষণং কৃতম্ ॥১২
শেষশ্চূর্ণং সৌধভিত্তৌ দদৌ নিম্নে কুতূহলাৎ
ততো গত্বা জারকাঙ্ক্ষী ধনার্থং নগরং প্রতি
জারেণ কেনচিৎসার্দ্ধং সঙ্কেতঃ সহসা কৃতঃ।

অভিমত সুখ ভোগ করে। হে মুনে! ব্রাহ্মণ-স্থাপনে যে পুণ্য হয়, সর্ব্বকারক বিধাতাও তাহার সংখ্যা করিতে অশক্ত। ধূলি গণনা করা যায়, বৃষ্টিবিন্দু গণনা করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণসংস্থাপনের ফল বিধাতাও গণনা করিতে শক্ত হন না। মহামুনে! পুরাকালে নারদ কর্ত্তৃক সংসার-সম্ভব, বেধা ব্রহ্মা পৃষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ১—৯। ব্রহ্মন্! পুরাকালে দ্বাপরযুগে সুশোভনা, সুকেশী, হরিণীনেত্রা, সুমধ্যা, চারুহাসিনী, এক বার-নারী ছিল। তাহার নাম—চঞ্চলাপাঙ্গী। একদা সে দেশান্তরে গমন করিল। সেখানে সে সঙ্গবশতঃ সর্ব্বপাপে সমাযুক্ত হইয়া আত্মাকে নরকে পাতিত করিতে থাকিল। সে একদা ধনাকাঙ্ক্ষায় জনসঙ্গ কামনায় এক দেবালয়ে গেল। সেখানে ক্ষণকাল উপবিষ্ট থাকিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিল, অবশিষ্ট চূর্ণটুকু কৌতূহল বশতঃ সেই সৌধের নিম্ন ভিত্তিতে পুঁছিয়া ফেলিল। তার পর সেই জারকাঙ্ক্ষিণী ধন কামনায় নগরে যাইল। সহসা কোন জারের সহিত সঙ্কেত করিল।

সঙ্কেতস্থং গতা বেশ্যা বনং রাত্রৌ বিমোহিতা ॥
সঙ্কেতং নাগতো বৈশ্যো যদা শঙ্কিতা বিলোকিতা
কথং কান্তো নাগতো মে সর্পব্যাঘ্রৈশ্চ ভক্ষিতঃ ॥ ১৫
সঙ্কেতনং কথং হিত্বা গতঃ কিং কামবিহ্বলঃ।
অন্যয়া জাতয়া সার্দ্ধমভিলাষী ভবেৎকিমু ॥১৬
পরামৃশ্যেতি হৃদ্যন্তঃ কোটপালভয়াদ্দ্বিজ।
নগরং নাগতা সা হি রুদ্রে লোকপথে তমঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাঘ্রঃ কামরূপী বলাৎ ক্ষুধী।
প্রেষিতঃ কালদেবেনাগ্রসদাগত্য তাং দ্বিজ ॥
ততস্তু যমুনাভ্রাতুর্দূতাস্তে ভীমবর্ম্মিণঃ।
চর্ম্মরজ্জুং মুদ্গরাংশ্চ গৃহীত্বা পাংশুলাং দ্বিজ।
বধ্নযামাসুরুন্মত্তা গণিকাং চর্ম্মরজ্জুভিঃ ॥ ১৯
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণো বনমালিনঃ।
প্রেষিতা দেবদেবেন ভক্তবৎসলেন চ ॥ ২০
কৃষ্ণজীমূতসকাশাঃ স্ফুরদ্বদনপঙ্কজাঃ।
শ্রেণীধরাশ্চারুনাসা দিব্যকুণ্ডলভূষিতাঃ ॥ ২১

পরে সেই বিমোহিতা বেশ্যা রাত্রিতে সঙ্কেত-স্থানে বনে গমন করিল। সেখানে সঙ্কেত-কারী বৈশ্য যায় নাই দেখিয়া শঙ্কিতা হইল; চিন্তা করিতে লাগিল,—আমার কান্ত কেন আসিল না? সে কি সর্প-ব্যাঘ্রাদি দ্বারা ভক্ষিত হইল? সে সঙ্কেত ছাড়িয়া যাইবে কেন? সে কি অন্য কোন জাতা রমণীর অভিলাষী হইবে? দ্বিজ! সে অন্তঃকরণে এইরূপ বিচার করিয়া লোকযাতায়াত-পথ অন্ধকারে রুদ্রাকার ও কোটপালের (কোটালের) ভয়ে সে আর নগরে আসিল না। হে দ্বিজ! কিন্তু এই অবসরে, কালদেব-প্রেরিত, কামরূপী ক্ষুধার্ত্ত এক ব্যাঘ্র আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রাস করিল। তার পর যমুনাভ্রাতার ভীমাকার উন্মত্ত দূতগণ চর্ম্ম-রজ্জু ও মুদ্গর হস্তে আসিয়া সেই পাপীয়সী গণিকাকে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। ১০—১৯। এদিকে ভক্তবৎসল দেবদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণজীমূতসকাশ স্ফুর-দ্বদন-পঙ্কজ শ্রেণীধর (কটিদেশে মেখলা-

দদৃশুঃ পথি গচ্ছন্তো বিষ্ণোর্দূতা মহাত্মনঃ ॥২২
বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ ॥
কে যূয়ং বিকৃতাকারা লক্ষ্যধ্বে কর্বুরা ইব।
ইমাং বিষ্ণোঃ প্রিয়তমাং নীত্বা ক্ব ব্রজ-
থোত্তমাম্ ॥ ২৩
ইদং বচনমাকর্ণ্য তেষাং তে তু দ্রুতং যযুঃ।
অথ তে ক্রোধসম্পন্না বিষ্ণুদূতা মহাবলাঃ।
জঘ্নুস্তে সন্দেশহরান্ যমস্য জগতঃ প্রভোঃ।
চক্রাদিশস্ত্রসঙ্ঘৈশ্চ সূর্যকোটিসমপ্রভৈঃ।
কৃতান্তস্য ভটাঃ সর্বে রুদন্তস্তে পলায়িতাঃ ॥২৬
যমং প্রোচুঃ সুভীতাশ্চ বৃত্তান্তং সকলং দ্বিজ।
যমোঽপি তৎকথাং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তমুবাচ হ ॥২৭
ধর্ম্মরাজ উবাচ।
কেন পুণ্যেন ভো মন্ত্রিন বেশ্যা বিমুক্তমাগতা
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥ ২৮
চিত্রগুপ্ত উবাচ।
অনয়া পাপান্যর্জ্জিতানি জন্মতঃ সুবহূন্যপি।
কিন্ত্বাকর্ণয় লোকেশ যদস্যাঃ পুণ্যমস্তি তৎ ॥২৯
গণিকৈকদা ধর্ম্মরাজ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
কাঞ্চীপুরীং জগামাশু জারকাঙ্ক্ষী ধনার্থিনী ॥৩০
তত্র দেবালয়ে তস্মিন্ স্থিতা তাম্বূলভক্ষণম্।
কৃত্বা তচ্ছেষচূর্ণন্তু দদৌ ভিত্তৌ তু কৌতুকম্ ॥
তেন পুণ্যপ্রভাবেণ গণিকা গতপাতকা।
বৈকুণ্ঠং প্রতি সা যাতি নির্গতা তব দণ্ডতঃ ॥৩২
সূত উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা ততো দূতা যমোঽপি বচনং দ্বিজ।
ব্যাপারে চান্যতশ্চক্রুঃ দধ্যুঃ সা গণিকাপি চ ॥
আরূঢ়া স্যন্দনে দিব্যে রাজহংসযুতে তথা।
বিষ্ণুলোকং যযৌ সা চ বেষ্টিতা বিষ্ণুকিঙ্করৈঃ
শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া সাথ কুলকোটিযুতাপি চ।
তস্থৌ সৌধগৃহে বিপ্র নানাভোগং চকার হ ॥
ভক্ত্যা যো বৈ হরের্গেহে দদ্যাচ্চূর্ণং প্রযত্নতঃ
পুণ্যং কিং বা ভবেত্তস্য ন জানে দ্বিজপুঙ্গব ॥

যুক্ত), চারু নাসিকাসমন্বিত, দিব্যকুণ্ডল-ভূষিত মহাত্মা বিষ্ণুদূতগণ দেবদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পথে যাইতে যাইতে সেই যমদূতগণকে দেখিতে পাইল। বিষ্ণুদূতগণ বলিল,—বিকৃতাকার রাক্ষসবৎ লক্ষিত হইতেছ তোমরা কে? বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই উত্তমাকে নিয়া কোথায় যাইতেছ? কিন্তু দূতগণের এই বচন শ্রবণ করত যমদূতগণ দ্রুত যাইতে লাগিল! তখন মহাবল বিষ্ণুদূতগণ ক্রোধসম্পন্ন হইয়া জগৎপ্রভুর সন্দেশহরদিগকে সূর্য্যকোটিসমপ্রভ চক্রাদি শস্ত্রসঙ্ঘ দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কৃতান্তভট সকল রোদন করিতে করিতে পলায়ন করিল। দ্বিজ! তাহারা সুভীত চিত্তে যমকে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। যমও সেই কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে মন্ত্রিন! বেশ্যা কি পুণ্যে বিমুক্তি পাইল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা যথার্থতঃ সমস্ত বলুন ২০—২৮। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—সে বেশ্যা জন্মাবধি সুবহু পাপ অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু লোকেশ! তাহার যে পুণ্য আছে, তাহা আকর্ণন করুন। ধর্ম্মরাজ! ঐ গণিকা একদা ধনপ্রার্থনায় জার লাভা-কাঙ্ক্ষায় সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কাঞ্চী-পুরে গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেবা-লয়ে (বিষ্ণুমন্দিরে) অবস্থান করিয়াছিল; তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া কৌতুকবশতঃ অবশিষ্ট চূর্ণটুকু ঐ দেবালয়ের ভিত্তিতে দিয়াছিল। গণিকা সেই পুণ্যপ্রভাবে গতপাতক হই-য়াছে; সুতরাং সে আপনার দণ্ড হইতে নির্গত হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে যাইতেছে। দ্বিজ! যম ও তদীয় দূতগণ এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ব্যাপারে চিত্তনিবেশ করি-লেন। সে গণিকাও রাজহংসযুক্ত দিব্য স্যন্দনে আরূঢ়া ও বিষ্ণুকিঙ্করগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। বিপ্র! তার পর শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞায় সে কুলকোটি সংযুক্ত হইয়া সৌধ গৃহে বাস করিতে লাগিল, নানাবিধ ভোগ করিতে লাগিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে জন ভক্তিসহকারে হরির

তদ্ধ্যাধ্যায়ংপঠেদ্যো বৈ শৃণোতি সাদরং স চ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাত্যসৌ হরিমন্দিরম্‌ ॥৩৭

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে মন্দিরচূর্ণলেপদান-
মাহাত্ম্যং নামৈকোনচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ গোলোকং যাতি কর্ম্মণা।
সুমতে দুস্তরাৎ কেন জনঃ সংসারসাগরাৎ ॥১
রাধায়াশ্চাষ্টমী সূত তস্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্‌ ॥ ২

সূত উবাচ।

ব্রহ্মাণং নারদোঽপৃচ্ছৎপুরা চৈতদ্যথামতে।
তচ্ছৃণুষ্ব সমাসেন পৃষ্টবান স ইতি দ্বিজ ॥ ৩

নারদ উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর।
রাধাজন্মাষ্টমীং তাত কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৪
তস্যাঃ পুণ্যফলং কিং বা কৃতং কেন পুরা
বিভো।
অকুর্ব্বতাং জনানাং হি কিম্বিষং কিং ভবেদ্বিভো
কেনৈব তু বিধানেন কর্ত্তব্যং তদ্ব্রতং কদা।
কস্মাজ্জাতা চ সা রাধা তন্মে কথয় মূলতঃ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ।

রাধাজন্মাষ্টমীং বৎস শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ।
কথয়ামি সমাসেন সমগ্রং হরিণা বিনা।
কথিতুং তৎফলং পুণ্যং ন শক্নোত্যপি নারদ ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং মহৎ।
কুর্ব্বন্তি যে সকৃদ্ভক্ত্যা তেষাং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ
একাদশ্যাঃ সহস্রেণ যৎফলং লভতে নরঃ।
রাধাজন্মাষ্টমীপুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্‌ ॥ ৯
মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা যৎফলমাপ্যতে।
সকৃদ্রাধাষ্টমীং কৃত্বা তস্মাচ্ছতগুণাধিকম্‌ ॥ ১০
কন্যাদানসহস্রেণ যৎপুণ্যং প্রাপ্যতে জনৈঃ।
বৃষভানুসুতাষ্টম্যা তৎফলং প্রাপ্যতে জনৈঃ ॥

প্রযত্নপূর্ব্বক চূর্ণ প্রদান করে, তাহার যে কি পুণ্য হয়, জানি না। এই অধ্যায় যে পাঠ করে বা সাদরে শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে যায়।২৯—৩৭।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সুমতে মহাপ্রাজ্ঞ! কোন্‌ কর্ম্মে জন দুস্তর সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ করত গোলকে যাইতে পারে, তাহা আমাকে বল। হে সূত! আর সেই রাধাষ্টমীর উত্তম মাহাত্ম্য বিবরণও কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—মহামতে! ইহাও পুরাকালে ব্রহ্মাকে নারদ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। দ্বিজ! তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিদের পিতামহ। তাত! আমার অগ্রে রাধাজন্মাষ্টমী কীর্ত্তন করুন। তাহার পুণ্যফলই বা কি? বিভো! পূর্ব্বে কেই বা উহার অনুষ্ঠান করিয়াছে? দ্বিজ! যাহারা না করে, তাহাদিগেরই বা কি পাপ হয়? সেই ব্রত কোন্‌ বিধানে কোন্‌ সময় করিতে হয়? কোথা হইতেই বা সেই রাধা জন্মিলেন? এই সকল আমূলতঃ কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! সমাহিত হইয়া রাধাজন্মাষ্টমী শ্রবণ কর। সংক্ষেপে কহিতেছি; নারদ! হরি ব্যতীত কেহই তাহার সমগ্র ফল বলিতে শক্ত হয় না। যে জন ভক্তিপূর্ব্বক একবারও এই ব্রত করে, তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ সকলও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। শত সহস্র একাদশীতে যে ফল লাভ করে, রাধাজন্মাষ্টমীর পুণ্য তদপেক্ষা শতগুণ অধিক। মেরুতুল্য সুবর্ণ দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একবার মাত্র রাধাজন্মাষ্টমী করিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। ১—১০। জনগণ সহস্র কন্যাদান করিয়া

গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা তু যৎফলং লভেৎ।
কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়াষ্টম্যা ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
এতদ্‌ব্রতন্তু যঃ পাপী হেলয়াশ্রদ্ধয়াপি বা।
করোতি বিষ্ণুসদনং গচ্ছেৎ কোটিকুলান্বিতঃ
পুরা কৃতযুগে বৎস বারনারী সুশোচনা।
সুমধ্যা হরিণীনেত্রা শুভাঙ্গী চারুহাসিনী॥ ১৪
সুকেশী চারুকর্ণী চ নাম্না লীলাবতী স্থিতা।
তয়া বহূনি পাপানি কৃতানি সুদৃঢ়ানি চ॥ ১৫
একদা সা ধনাকাঙ্ক্ষী নিঃসৃত্য পুরতঃ স্থিতা॥
গতান্যনগরং তত্র দদর্শ চ জনান্ বহূন্।
রাধাষ্টমীব্রতপরান্ সুন্দরে দেবতালয়ে॥ ১৭
গন্ধপুষ্পৈর্ধূপদীপৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
ভক্তিভাবৈঃ পূজয়ন্তো রাধায়া মূর্ত্তিমুত্তমাম্॥ ১৮
কেচিদ্ গায়ন্তি নৃত্যন্তি পঠন্তি স্তবমুত্তমম্।
তালবেণুমৃদঙ্গাংশ্চ বাদয়ন্তি চ কে মুদা॥ ১৯
তাংস্তাংস্তথাবিধান্ দৃষ্ট্বা কৌতূহলসমন্বিতা।
জগাম তৎসমীপং সা পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা।
ভো ভোঃ পুণ্যাত্মনো যূয়ং কিং কুর্বন্তো মুদান্বিতাঃ॥ ২০
তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা পরকার্য্যহিতে রতাঃ।
আরেভিরে তৎপ্রবক্তুং বৈষ্ণবা ব্রততৎপরাঃ
রাধাব্রতিন ঊচুঃ।
ভাদ্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং জাতা শ্রীরাধিকা যতঃ
অষ্টমী সাদ্য সম্প্রাপ্তা তাং কুর্ব্বামঃ প্রযত্নতঃ॥
গোঘাতজনিতং পাপং স্তেয়জং ব্রহ্মঘাতজম্।
পরস্ত্রীহরণাচ্চৈব তথা চ গুরুতল্পজম্॥ ২৩
বিশ্বাসঘাতজঞ্চৈব স্ত্রীহত্যাজনিতং তথা।
এতানি নাশয়ত্যাশু কৃতা যা চাষ্টমী নৃনাম্॥ ২৪
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বপাতকনাশনম্।
করিষ্যাম্যহমেতদ্বৈ পরামৃশ্য পুনঃপুনঃ॥ ২৫
তত্রৈব ব্রতিভিঃ সার্দ্ধং কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
দৈবাৎসা পঞ্চতাং যাতা সর্পঘাতেন নির্ম্মলা॥
ততো যমাজ্ঞয়া দূতাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।

যে ফল পাইতে পারে, বৃষভানুসুতার অষ্টমীতে সেই ফল পাওয়া যায়। গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানব কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়ার অষ্টমীতে সেই ফল পায়। হেলায় বা অশ্রদ্ধায়ও যে পাপী এই ব্রত করে, সে কোটিকুলে অন্বিত হইয়া বিষ্ণুসদনে গমন করে। বৎস! পুরাকালে কৃতযুগে সুশোভনা, সুমধ্যমা, হরিণীনেত্রা, শুভাঙ্গী, চারুহাসিনা, সুকেশী, চারুকর্ণী লীলাবতী নামে এক বারনারী বাস করিত। সে সুদৃঢ় সুবহু পাপ করিয়াছিল; একদা সে ধনাকাঙ্ক্ষায় নিজপুর হইতে নিঃসৃতা হইয়া অন্য নগরে গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেখিল—সুন্দর দেবতালয়ে রাধাষ্টমীব্রতপরায়ণ বহুজন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা ভক্তিভরে উত্তমা রাধামূর্ত্তি পূজা করিতেছে; কেহ গান করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে; কেহ উত্তম স্তব পাঠ করিতেছে; কেহ বা আমোদে তাল বেণু মৃদঙ্গাদি বাদন করিতেছে। তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শনে কৌতূহল-সমন্বিতা হইয়া সে তাহাদিগের সমীপে গমন করিল, বিনয়ান্বিতা হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ওহে পুণ্যাত্মা সকল! তোমরা মুদান্বিত হইয়া কি করিতেছ? তাহার কথা শুনিয়া সেই পরকার্য্যহিতরতব্রত-তৎপর বৈষ্ণবগণ তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। ১১—২০। রাধাব্রতিগণ বলিল,—যেহেতু ভাদ্র মাসে সিতাষ্টমীতে শ্রীরাধিকা জন্মিয়াছিলেন, অদ্য সেই অষ্টমী তিথি উপস্থিত; সে জন্য প্রযত্ন সহকারে সেই অষ্টমীব্রত করিতেছি। নরগণের গোঘাতজনিত পাপ, স্তেয়জ, ব্রহ্মহত্যাজাত অথবা স্ত্রীহরণ কি গুরুতল্পজ, বিশ্বাসঘাতজনিত বা স্ত্রীহত্যাজাত এই সকল পাপই এই অষ্টমী ব্রত কৃত হইলে আশু বিনাশ করে। তাহাদিগের এই বচন শ্রবণে সে পুনঃপুন বিবেচনা করিয়া 'আমিও এই ব্রত করিব' এইরূপ নিশ্চয় করত সেইখানে সেই ব্রতিগণসহ সেই উত্তম ব্রত করিল। পরে সেই নির্ম্মলা দৈবাৎ সর্পাঘাতে পঞ্চতা প্রাপ্ত হইল। তার পর যমের আজ্ঞানুসারে তদীয়

আগতাস্তাং সমানেতুং ববন্ধুঃ ক্রুদ্ধমানসাঃ। ২৭
যদা নেতুং মনশ্চক্রুর্যমস্য সদনং প্রতি।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ। ২৮
হিরণ্ময়ং বিমানঞ্চ রাজহংসযুতং শুভম্। ২৯
ছেদনং চক্রধারাভিঃ পাশং কৃত্বা ত্বরান্বিতাঃ।
রথে চারোপয়ামাসুস্তাং নারীং গতকিল্বিষাম্।
নিন্যুর্বিষ্ণুপুরং তে চ গোলোকাখ্যং মনোহরম্।
কৃষ্ণেন রাধয়া তত্র স্থিতা ব্রতপ্রসাদতঃ। ৩১
রাধাষ্টমীব্রতং তাত যো ন কুর্য্যাচ্চ মূঢ়ধীঃ।
নরকান্নিষ্কৃতির্নাস্তি কোটিকল্পশতৈরপি। ৩২
স্ত্রিয়শ্চ যা ন কুর্বন্তি ব্রতমেতচ্ছুভপ্রদম্।
রাধাবিষ্ণ্বোঃ প্রীতিকরং সর্বপাপপ্রণাশনম্। ৩৩
অন্তে যমপুরং গত্বা পতন্তি নরকে চিরম্।
কদাচিজ্জন্ম চাসাদ্য পৃথিব্যাং বিধবা ধ্রুবম্।
একদা পৃথিবী বৎস দুষ্টসঙ্ঘৈশ্চ পীড়িতা।
গৌর্ভূত্বা চ ভৃশং দীনাত্রায়সৌ যা মমান্তিকম্।
নিবেদয়ামাস দুঃখং রুদন্তী চ পুনঃপুনঃ।
তদ্বাক্যঞ্চ সমাকর্ণ্য গতোঽহং বিষ্ণুসন্নিধিম্।
কৃষ্ণে নিবেদিতশ্চাশু পৃথিব্যা দুঃখসঞ্চয়ঃ।
তেনোক্তং গচ্ছ ভো ব্রহ্মন্ দেবৈঃ সার্দ্ধঞ্চ ভূতলম্। ৩৭
অহং তত্রাপি গচ্ছামি পশ্চান্মম গণৈঃ সহ।
তচ্ছ্রুত্বা সহিতো দেবৈরাগতঃ পৃথিবীতলম্। ৩৮
ততঃ কৃষ্ণঃ সমাহূয় রাধাং প্রাণগরীয়সীম্।
উবাচ বচনং দেবি গচ্ছেঽহং পৃথিবীতলম্। ৩৯
পৃথিবীভারনাশায় গচ্ছ ত্বং মর্ত্ত্যমণ্ডলম্।
ইতি শ্রুত্বাপি সা রাধাপ্যাগতা পৃথিবীং ততঃ।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা।
যজ্ঞার্থং শোধনং চক্রুর্যদা সা দিব্যরূপিণী। ৪১
রাজানন্দমনা ভূত্বা তাং প্রাপ্য নিজমন্দিরম্।

দূতগণ পাশমুদ্গর হস্তে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইল। তাহারা ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহাকে বন্ধন করিল; যখন তাহারা যমসদনে লইয়া যাইবার জন্য মন করিল, তখন শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর বিষ্ণুদূতগণ ও রাজহংসযুক্ত হিরণ্ময় একখানি বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ত্বরান্বিত হইয়া চক্রধারা দ্বারা পাশ সকল ছেদনপূর্ব্বক সেই গতকিল্বিষা নারীকে রথে আরোপণ করিল এবং গোলোকাখ্য মনোহর বিষ্ণুপুরে লইয়া গেল। সেই বেশ্যা সেই ব্রত প্রসাদে সেখানে রাধা-কৃষ্ণ সহ অবস্থান করিতে লাগিল। ২২—৩১। তাত! যে মূঢ়ধী রাধাষ্টমী ব্রত না করে, শতকোটি কল্পেও তাহার নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে সকল নারী রাধা-কৃষ্ণের প্রীতিকর সর্ব্বপাপপ্রণাশন এই শুভপ্রদ ব্রত না করে, তাহারা অন্তে যমপুরে যাইয়া চিরতরে নরকে পতিত হয়। তার পর কদাচিৎ জন্ম লাভ করিয়াও নিশ্চয়ই বিধবা হয়। বৎস! একদা পৃথিবী দুষ্টসঙ্ঘে পীড়িতা হইয়া গোরূপ ধারণ করত অতি দীনভাবে আমার নিকটে আগমন করিল এবং পুনঃপুন রোদন করিতে করিতে দুঃখ নিবেদন করিল। আমি তাহার সেই বাক্য আকর্ণন করিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলাম এবং কৃষ্ণকে আশু সেই পৃথিবীর দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেবগণ সহ ভূতলে গমন কর। আমিও পশ্চাৎ মদীয় গণ সহ তথায় যাইব। আমি তাহা শুনিয়া দেবগন সহ পৃথিবীতলে আগমন করিলাম। তার পর কৃষ্ণ প্রাণগরীয়সী রাধাকে আহ্বানপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন,—দেবি! তুমি পৃথিবীর ভার নাশ নিমিত্ত মর্ত্ত্যমণ্ডলে গমন কর। পরে রাধা এই কথা শুনিয়া পৃথিবীতে আগমন করিলেন। ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে অষ্টমী সংজ্ঞক তিথিতে বৃষভানুর যজ্ঞ ভূমিতে দিবাভাগে যজ্ঞ করণার্থে যখন উহা শোধন করিতেছিল, তখন সেই দিব্যরূপিণী জাত হইলেন। রাজা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দমনা হইয়া তাহাকে নিজমন্দিরে লইয়া গেলেন।

দত্তবাত্মহিষী হস্তে সা চ তাং পর্য্যপালয়ৎ ॥৪২
ইতি তে কথিতং বৎস ত্বয়া পৃষ্টঞ্চ যদ্বচঃ।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥৪৩

সূত উবাচ।

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্‌।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরেগৃহম্‌ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে শ্রীরাধাষ্টমীমাহাত্ম্যং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

সমুদ্রমথনং সূত পুরা কস্মাৎ কৃতং সুরৈঃ।
হৃদয়ে কৌতুকং জাতং শ্রোতুং মে বদ সত্বরম্‌

সূত উবাচ।

ব্রহ্মন্‌ বচ্মি সমাসেন সিন্ধোর্ম্মথনকারণম্‌।
দুর্ব্বাসসেন্দ্রসংবাদমিতিহাসং শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২

মহাতপা মহাতেজা দুর্ব্বাসা ঈশ্বরাংশজঃ।
ব্রহ্মর্ষিঃ প্রযযৌ স্বর্গমিন্দ্রং দ্রষ্টুং স চৈকদা ॥ ৩
তস্মিন্‌ দদর্শ কালে তং গজারূঢ়ং শচীপতিম্‌।
দৃষ্ট্বা স্রজং পারিজাতং দদৌ তস্মৈ মহামুনিঃ ॥৪
গৃহীত্বা তাং স্রজং চেন্দ্রো বিন্যস্য গজমূর্দ্ধনি।
দেবরাট্‌ প্রযযৌ ব্রহ্মন্‌ সসৈন্যো নন্দনং প্রতি
হস্তী চাদায় তাং মালাং ছিত্বা তু ধরণীতলে।
চিক্ষেপ চ মহাক্রুদ্ধস্তমিত্যাহ মহামুনিঃ ॥ ৬
ত্রৈলোক্যৈকশ্রিয়া যুক্তো যন্মামবমতস্ত্বসে।
তব ত্রৈলোক্যশ্রীর্নষ্টা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭
ততঃ শক্রো জগামাশু শপ্তশ্চ স্বপুরং পুনঃ।
দদর্শ জগতাং মাতা চান্তর্দ্ধানং গতা স্বয়ম্‌ ॥ ৮
নষ্টমন্তর্দ্ধানবত্যাং তদা তস্যাং জগত্রয়ম্‌।
ক্ষুৎপিপাসার্দিতাঃ সর্ব্বে চুক্রুশুর্বৈ নিরন্তরম্‌ ॥৯
ন ববর্ষুর্বারিবাহাঃ শুষ্কাশ্চৈব জলাশয়াঃ।
সর্ব্বে তে শাখিনঃ শুষ্কাঃ ফলপুষ্পবিবর্জ্জিতাঃ।

দিয়া মহিষীর হস্তে দান করিলেন; সেই মহিষী তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি এই তাহা তোমাকে বলিলাম! ইহা গোপনীয়, গোপনীয়, প্রযত্নসহকারে গোপনীয়; সংশয় নাই। সূত বলিলেন,—যে জন ভক্তিসহকারে এই চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সেই রাধামাহাত্ম্যশ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে হরিগৃহে গমন করে। ৩২—৪৪।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪০।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! পুরাকালে সমুদ্র-মথন হইয়াছিল কি নিমিত্ত? আমার হৃদয়ে কৌতুক হইয়াছে, ইহা সত্বর আমাকে বল। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্‌! আমি সংক্ষেপে সমুদ্রমথন বৃত্তান্ত বলিতেছি; দুর্ব্বাসা ও ইন্দ্রের সংবাদ সম্বলিত সেই ইতিহাস শ্রবণ কর। একদা ঈশ্বরাংশজ মহাতপা মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে দেখিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন। মহামুনি সেখানে শচীপতিকে গজারূঢ় দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহাকে পারিজাত মালা দান করিলেন। ব্রহ্মন্‌! দেবরাজ ইন্দ্র সেই মালা গ্রহণ করত গজমস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক সসৈন্যে নন্দন বন প্রতি প্রস্থান করিলেন। হস্তী সেই মালা লইয়া ছিন্ন করত ধরণীতলে নিক্ষেপ করিল। মহামুনি দুর্ব্বাসা তাহা দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন,—যেহেতু তুমি ত্রৈলোক্যের একমাত্র শ্রীতে যুক্ত হইয়া মদীয় অবমান করিলে, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যশ্রী নষ্টা হইবে, সংশয় নাই। তার পর শাপগ্রস্ত শক্র পুনরায় স্বপুরে প্রতিগমন করিলেন; দেখিলেন, জগতের মাতা শ্রী স্বয়ং অন্তর্ধান করিয়াছেন। তিনি অন্তর্দ্ধান করিলে তখন জগত্রয় নষ্টপ্রায় হইল; সকলেই ক্ষুৎপিপাসার্দিত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতে লাগিল। বারিবাহগণ বর্ষণ করিল না; জলাশয় সকল শুষ্ক হইল; শাখিসকল

ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ সন্নিধিং যযুঃ।
তং সর্ব্বং কথয়ামাসুর্দুঃখশোকং পিতামহম্॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা ধাতা দেবগণৈঃ সহ।
ভৃগ্বাদিমুনিভিশ্চৈব প্রযযৌ ক্ষীরসাগরম্॥১২
বিষ্ণুং সমর্চ্চয়ামাস ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তটে।
মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বেধা জপন্ ধ্যায়ন্ জগৎপতিম্॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্।
বৈনতেয়ং সমারুহ্য চাগতঃ সদয়ঃ প্রভুঃ॥১৪
পীতবস্ত্রং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দৃষ্ট্বা তং জগতামীশং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্॥১৫
বিষ্ণুং ভবোদধেঃ পোতং বনমালাবিভূষিতম্
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কমানন্দাশ্রুপরিপ্লুতাঃ।
তুষ্টুবুর্জয়শব্দেন নমশ্চক্রুর্নিরন্তরম্॥১৬
দেবা উচুঃ।
কৃপালো ব্রহ্মশাপেন সম্পদ্ধীনং জগত্রয়ম্।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতং নাথ সদেবাসুরমানুষম্॥১৭
রক্ষ সর্ব্বানিমাল্লোঁকান্ যাতাঃ স্ম শরণং তব।

শ্রীভগবানুবাচ।
ইন্দিরা ব্রহ্মশাপেন চান্তর্দ্ধানং গতা সুরাঃ।
তস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ জগদৈশ্বর্য্যসংযুতম্॥১৯
তথা যূয়ং সুরাঃ সর্ব্বে চোৎপাট্য স্বর্ণপর্ব্বতম্।
মন্দরং ঘর্ঘরং কৃত্বা সর্পরাজেন বেষ্টিতম্।
কুরুধ্বং মন্থনং দেবাঃ সদৈত্যাঃ ক্ষীরসাগরম্॥
তস্মাদুৎপৎস্যতে লক্ষ্মীর্জগন্মাতা চ ভোঃ সুরাঃ
তয়া হৃষ্টা মহাভাগা ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ॥২১
ধারয়াম্যহমেবাদ্রিং কূর্ম্মরূপেণ সর্ব্বতঃ॥২২
সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুরন্তর্দ্ধানং জগাম সঃ।
জগ্মুঃ সুরাসুরাঃ সর্ব্বে সমুদ্রমথনং দ্বিজ॥২৩
ততোঽমরগণাস্তে তু সগন্ধর্ব্বাঃ সদানবাঃ।
উৎপাট্য মন্দরং শৈলং চিক্ষিপুঃ পয়সাং নিধৌ
ততঃ সনাতনঃ শ্রীমান্ দয়ালুর্জগদীশ্বরঃ।
অধারয়দ্গিরের্মূলং কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠতঃ॥২৫

শুষ্ক—ফলপুষ্প-বর্জ্জিত হইল। ১—১০। তখন দেবগণ ক্ষুৎপিপাসায় আর্দ্দিত হইয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন করিলেন। সেই দুঃখশোক সমস্তই পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন। দেবগণের বাক্য শুনিয়া ধাতা দেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সহ ক্ষীরসাগরে প্রস্থান করিলেন। ক্ষীরাব্ধির উত্তরতটে যাইয়া বেধা নিরন্তর অষ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান ও জপ করত জগৎপতি বিষ্ণুকে সমর্চ্চন করিতে লাগিলেন। তার পর ভগবান্ সর্ব্ব দেবতার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; সেই সদয় প্রভু বৈনতেয়ে আরোহণ করত সেখানে আগমন করিলেন। দেবগণ সেই পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ, বনমালাবিভূষিত, শ্রীবৎস-কৌস্তুভে শোভিত-বক্ষস্থল, ভবোদধির পোতস্বরূপ জগদীশ বিষ্ণুকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইলেন, নিরন্তর জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে কৃপালু নাথ! ব্রহ্মশাপে জগৎত্রয় সম্পদ্‌হীন হইয়াছে; দেব, অসুর, মানুষ সকলেই ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত; এই লোক সকল রক্ষা কর; আমরা তোমার শরণ লইলাম। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেবগণ! জগতের ঐশ্বর্য্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে সংযুক্ত, ব্রহ্মশাপে সেই ইন্দিরা অন্তর্দ্ধানগত হইয়াছেন। এ অবস্থায় এখন দেবগণ! তোমরা সকলে দৈত্যগণ সহ মিলিত হইয়া স্বর্ণপর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সেই মন্দর পর্ব্বতকে সর্পরাজ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘর্ঘর (মন্থনদণ্ড) করত ক্ষীর সাগর মন্থন কর। হে সুরগণ! তাহা হইতে জগন্মাতা লক্ষ্মী উৎপন্না হইবেন! মহাভাগ সকল! তাঁহাকে পাইয়া তোমরা হৃষ্ট হইতে পারিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই কূর্ম্মরূপে সর্ব্বতঃ সেই অদ্রিকে ধারণ করিব। ১১—২২। সূত বলিলেন,—হে দ্বিজ! সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। সুরাসুর সকলেই সমুদ্র মথনার্থে গমন করিলেন। তার পর সমস্ত অমরগণ গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ সহ মন্দর শৈল উৎপাটনপূর্ব্বক পয়োনিধিতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে দয়ালু শ্রীমান সনাতন জগ-

অনন্তং তত্র সংবেষ্ট্য মমন্থুর্দুগ্ধসাগরম্ ॥ ২৬
একাদশ্যাং মথ্যমানে চোদ্ভূতং প্রথমং দ্বিজ।
কালকূটবিষং তে তু দৃষ্ট্বা সর্ব্বে প্রচুক্রুধুঃ ॥২৭
ততস্তান্ বিক্রুতান্ দৃষ্ট্বা শঙ্করশ্চোক্তবানিদম্।
ভো ভোঽমরগণা যূয়ং বিষং কুরুত মে করে।
ধারয়িষ্যাম্যহং তূর্ণং কালকূটং মহাবিষম্ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতীনাথো ধ্যায়ন্নারায়ণং হৃদি।
মহামন্ত্রং সমুচ্চার্য্য বিষমাদত্তয়ঙ্করম্ ॥ ২৯
মহামন্ত্রপ্রভাবেণ বিষং জীর্ণং গতং মহৎ ॥ ৩০
অচ্যুতানন্তগোবিন্দ ইতি নামত্রয়ং হরেঃ।
যো জপেৎপ্রযতো ভক্ত্যা প্রণবাদ্যং নমোন্তকম্
বিষভোগাগ্নিজং তস্য নাস্তি মৃত্যোর্ভয়ং তথা ॥
ততো হৃষ্টা মুদা দেবা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্ ॥৩২
ততোঽলক্ষ্মীঃ সমুৎপন্না কালাস্যা রক্তলোচনা
রুক্ষপিঙ্গলকেশা চ জরতীং বিভ্রতী তনুম্ ॥৩৩

সা চ জ্যেষ্ঠাব্রবীদ্দেবান্ কিংকর্ত্তব্যং ময়েতি বৈ
দেবাস্তথাব্রুবংস্তাঞ্চ দেবীং দুঃখস্য ভাজনম্ ॥
যেষাং নৃণাং গৃহে দেবি কলহঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
তত্র স্থানং প্রযচ্ছামো বস জ্যেষ্ঠে শুভান্বিতা ॥
নিষ্ঠুরং বচনং যে চ বদন্তি যেঽনৃতং নরাঃ।
সন্ধ্যায়াং যে হি চাশ্নন্তি দুঃখদা তিষ্ঠ তদ্গৃহে ॥
কপালকেশভস্মাস্থি-তুষাঙ্গারাণি যত্র তু।
স্থানং জ্যেষ্ঠে তত্র তব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
অকৃত্বা পাদয়োর্ধৌতং যে চাশ্নন্তি নরাধমাঃ।
তদ্গৃহে সর্ব্বদা তিষ্ঠ দুঃখদা কলিনা সহ ॥ ৩৮
ছত্রাকং শ্রীফলং শিষ্টং যে খাদন্তি নরাধমাঃ।
গেহে তেষাং তব স্থানং জ্যেষ্ঠে কলুষদায়িনি
তিলপিষ্টমলাবুং যে গৃঞ্জনং পোতিকাদলম্।
কলম্বুকং পলাণ্ডুং যে চাশ্নন্তি পাপবুদ্ধয়ঃ।
তেষাং গৃহে তব স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ যজ্ঞদানবিবর্জ্জিতম্।

দীশ্বর কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে গিরির মূল ভাগ ধারণ করিলেন। সেই গিরিতে অনন্তকে বেষ্টন করিয়া দুগ্ধসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। একাদশীতে প্রথম মন্থন আরম্ভ হয়। হে দ্বিজ! ঐ দিন প্রথমে কালকূট বিষ উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রক্রুদ্ধ হইলেন। তার পর তাঁহাদিগকে বিক্রুত দেখিয়া শঙ্কর এই কথা বলিলেন,—ওহে ওহে অমরগণ! তোমরা ঐ বিষ আমার করে দেও, আমি এখনই কালকূট মহাবিষ ধারণ করিতেছি। পার্ব্বতীনাথ এই বলিয়া হৃদয়ে নারায়ণকে ধ্যান করত মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর বিষ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। মহামন্ত্রপ্রভাবে সেই মহৎ বিষ জীর্ণ হইয়া গেল। হরির অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ, এই তিনটী নাম প্রণবাদি, নমোন্ত করিয়া যে জন প্রযত ও ভক্তি ভাবে জপ করে, তাহার বিষ-ভোগাগ্নিজ মৃত্যুভয় নাই। ২৩—৩১। তার পর দেবগণ হৃষ্ট হইয়া সামোদে পুনরায় ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। পরে কালাস্যা, রক্তলোচনা, রুক্ষপিঙ্গলকেশা, জরাযুক্তদেহা অলক্ষ্মী উৎপন্না হইলেন। সেই জ্যেষ্ঠা দেবগণকে বলিলেন, আমার কর্ত্তব্য কি? দেবগণ সেই দুঃখভাজন দেবীকে বলিলেন,—হে দেবি জ্যেষ্ঠে! যে সকল নরগণের গৃহে কলহ সম্প্রবৃত্ত হয়, তথায় স্থান দিতেছি, সেখানে যাইয়া শুভান্বিতা হইয়া বাস কর। যে সকল নর নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করে, যাহারা অনৃত বলে, যাহারা সন্ধ্যা সময়ে আহার করে, দুঃখদা হইয়া তাহাদিগের গৃহে অবস্থান কর। যেখানে কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, তুষ বা অঙ্গার থাকে, হে জ্যেষ্ঠে! তোমার তথায়ই স্থান হইবে; সংশয় নাই। যে নরাধমেরা পাদদ্বয়ের শৌচ না করিয়া ভোজন করে, তুমি কলির সহিত দুঃখদা হইয়া তাহার গৃহে সর্ব্বদা থাক। ছত্রাক এবং শিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) শ্রীফল যে নরাধমেরা খায়, হে কলুষদায়িনি জ্যেষ্ঠে! তাহাদিগের গৃহে তোমার স্থান। যে পাপবুদ্ধিরা তিলপিষ্ট, গৃঞ্জন, পোতিকাদল, কলম্বুক ও পলাণ্ডু খায়, তাহাদিগের গৃহে তোমার স্থান হইবে; সংশয় নাই। যেখানে গুরু-

যত্র বেদধ্বনির্নাস্তি তত্র তিষ্ঠ সদাশুভে। ৪১
পরদাররতা যত্র পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
বিপ্রসজ্জনবৃদ্ধানাং যত্র পূজা ন বিদ্যতে।
তত্র স্থানে সদা তিষ্ঠ পাপদারিদ্র্যদায়িনী ॥৪২
ইত্যাদিশ্য সুরা জ্যেষ্ঠাং সর্ব্বে তাং কালবল্লভাম্
ক্ষীরাব্ধিমথনং চক্রুঃ পুনস্তে সুসমাহিতাঃ ॥৪৩
ঐরাবতস্ততো জজ্ঞে তথোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ।
ধন্বন্তরিঃ পারিজাতঃ সুরভিশ্চাপ্সরোদয়ঃ ॥৪৪
ততঃ প্রভাতসময়ে দ্বাদশ্যামুদিতে রবৌ।
উৎপন্না শ্রীর্মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বলক্ষণশোভিতা ॥৪৫
দদৃশুস্তাং মহাদেবীং মাতরং ধর্ম্মদেবতাঃ।
প্রহৃষ্টাঃ সর্ব্বজন্তূনাং শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ালয়াম্ ॥ ৪৬
লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মির্জাতশ্চ সুধয়া ততঃ।
উৎপন্না সা হরের্জায়া তুলসী লোকপাবনী ॥৪৭
তং শৈলং পূর্ব্ববৎ স্থাপ্য পরিপূর্ণমনোরথাঃ।
সমেত্য মাতরং স্তুত্বা জেপুঃ শ্রীসূক্তমুত্তমম্ ॥৪৮
ততঃ প্রসন্না সা দেবী সর্ব্বান্ দেবানুবাচ হ।
বরং বৃণীধ্বং ভদ্রং বো বরদাহং সুরোত্তমাঃ ॥

দেবা ঊচুঃ।

প্রসীদ কমলে দেবি সর্ব্বমাতর্হরিপ্রিয়ে।
ত্বয়া বিনা জগচ্ছূন্যং কুরু প্রাণপ্ররক্ষণম্ ॥ ৫০
ইত্যুক্তা সা মহালক্ষ্মীঃ প্রাহ নারায়ণপ্রিয়া।
ইদানীং সর্ব্বজন্তূনাং প্রাণরক্ষাং করোম্যহম্ ॥৫১
ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আবির্ব্বভূব সহসা দয়ালুর্জগদীশ্বরঃ ॥ ৫২
ততস্তে তুষ্টুবুর্দেবাঃ প্রণম্য জগতাং পতিম্।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদভাষিণঃ ॥ ৫৩
গৃহাণ মাতরং বিষ্ণো মহিষীং বল্লভাং তব।
সংসাররক্ষণার্থায় লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ ॥ ৫৪
যাবৎপ্রতিজ্ঞাং নো চক্রে তাবৎপ্রাহেন্দিরা হরিম্।

লক্ষ্মীরুবাচ।

অবিবাহ্য কথং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং মধুসূদন।
তস্যাঃ কনিষ্ঠাং মাং নাথ বিবাহং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥

দেব-অতিথিদিগের সমাদর নাই, যাহা যজ্ঞ-বিবর্জ্জিত, যেখানে বেদধ্বনি নাই, হে অশুভে! তুমি সদা সেইখানে থাক। যেখানে জনগণ পরাপবাদরত বা পরদ্রব্যাপহারী যেখানে বিপ্র সজ্জন বা বৃদ্ধদিগের পূজা নাই, তুমি দারিদ্র্য-পাপদায়িনী হইয়া সদা সেই স্থানে থাক। সুরগণ সেই কালবল্লভা জ্যেষ্ঠাকে এইরূপ আদেশ করিয়া পুনরায় সুসমাহিতভাবে সমুদ্রমথন আরম্ভ করিলেন। ৩২—৪৩। তার পর ঐরাবত গজ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ধন্বন্তরি, পারিজাত, সুরভি ও অপ্সরাগণ জন্মিল। পরে প্রভাত সময়ে দ্বাদশীতে রবি উদিত হইলে সর্ব্বলক্ষণ-শোভিতা মহালক্ষ্মী শ্রী উৎপন্না হইলেন। সেই ধর্ম্মদেবতা দেবতাগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সর্ব্ব-জন্তুর মাতা শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ালয়া সেই মহা-দেবীকে দেখিতে লাগিলেন। তার পর সুধার সহিত লক্ষ্মীর ভ্রাতা শীতরশ্মি ও হরি-জায়া সেই তুলসী উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সেই মন্দর শৈলকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া আসিয়া সেই মাতাকে স্তব করিলেন, উত্তম শ্রীসূক্ত জপ (পাঠ) করিলেন। পরে সেই দেবী প্রসন্না হইয়া সমস্ত দেবগণকে বলিলেন,—হে সুরোত্তম সকল! তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি তোমাদিগের বরদা; বর গ্রহণ কর। দেবগণ বলিলেন,—হে সর্ব্বমাতঃ হরিপ্রিয়ে কমলে দেবি! প্রসন্ন হও। তোমা বিনা জগৎ শূন্য হইয়াছে, প্রাণ রক্ষা কর। নারায়ণপ্রিয়া সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন,—এখন আমি সর্ব্ব জন্তুরই প্রাণ রক্ষা করিব। ৪৪—৫১। তার পর দয়ালু শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর, শ্রীমান্ নারায়ণ সহসা আবির্ভূত হইলেন। পরে দেবগণ সেই জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—বিষ্ণো! সংসার রক্ষণার্থে মাতা লক্ষ্মীকে তোমার অনপগামিনী বল্লভা মহিষী-রূপে গ্রহণ কর। হরি যাবৎ প্রতিজ্ঞা না করিলেন, তাবৎ ইন্দিরা তাঁহাকে বলিলেন,

জ্যেষ্ঠায়াঞ্চ স্থিতায়াং কিং কনিষ্ঠা পরিণীয়তে ॥৫৩

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ততো বিষ্ণুর্দদৌ চোদ্দালকায় চ।
বেদবাক্যানুরূপেণ অলক্ষ্মীং নির্জ্জরৈঃ সহ ॥৫৮
ততো নারায়ণঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীমঙ্গীচকার হ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্ব্বে নমশ্চক্রুঃ পুনঃপুনঃ ॥৫৯
অথ তে চাসুরান্ সর্ব্বান্ জঘ্নুঃ সর্ব্বে বলাধিকান্
সর্ব্বে তে ক্রন্দমানাশ্চ গতাশ্চৈব দিশো দশ ॥
সুধাং তৎখাদিতুং চক্রুর্দেবাঃ পঙ্‌ক্তিং যথাক্রমম্
শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া সর্ব্বে চোচুশ্চৈব পরস্পরম্ ॥৬১
ত্বঞ্চ দেহি ত্বঞ্চ দেহি ত্বঞ্চ দেহীতি চাব্রুবন্।
ন শক্তোঽস্মি ন শক্তোঽস্মি ন শক্তোঽস্মীতি চাব্রুবন্ ॥ ৬২
ততো বিষ্ণুঃ সমুত্তস্থৌ স্ত্রীরূপঞ্চ দধার হ।
চকার স্বর্ণপাত্রে চ পীযূষপরিবেষণম্ ॥ ৬৩
পীযূষভক্ষণং রাহুর্যাবৎকুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তম।
চন্দ্রসূর্য্যৌ চোচতুস্তৌ রাক্ষসোঽয়ং ছদ্মাগতঃ

—হে মধুসূদন নাথ! জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে বিবাহ না করিয়া তাহার কনিষ্ঠা আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ কিরূপে? সূত বলিলেন,—তার পর বিষ্ণু এই কথা শুনিয়া নির্জ্জরগণ সহ অলক্ষ্মীকে বেদবাক্যানুসারে উদ্দালককে দান করিলেন। পরে শ্রীমান নারায়ণ লক্ষ্মীকে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সুরগণ সকলে পুনঃপুন নমস্কার করিলেন। পরে বলাধিক সমস্ত অসুরগণকে সকলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহারা সকলে কান্দিতে কান্দিতে দশ দিকে গেল। ৫২—৬০। শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে দেবগণ সকলে সুধাপান জন্য যথাক্রমে পঙ্‌ক্তি করিলেন। এবং পরস্পর 'তুমি দেও, তুমি দেও, তুমি দেও,' 'আমি পারিব না, আমি পারিব না, আমি পারিব না,' এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বিষ্ণু গাত্রোত্থান করিলেন, এবং স্ত্রীরূপ ধারণ করতঃ স্বর্ণপাত্রে পীযূষ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! রাহু যেমন

ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথো জঘান স্বর্ণপাত্রতঃ।
শিরস্তস্য পপাতোর্ব্ব্যাং কেতুর্নাম্না বভূব হ ॥৬৫
রাহুকেতু ততস্তূর্ণং গতৌ তৌ ভয়বিহ্বলৌ।
ইদানীং তদ্দিনে প্রাপ্তে চন্দ্রসূর্য্যৌ স যুধ্যতি
কুর্য্যাদ্‌গ্রাসং সৈংহিকেয়স্তৎক্ষণং দুর্লভং ভবে
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং বেদব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
স্নানং বায়সতীর্থে যো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৬
দানমক্ষয্যপুণ্যং স্যাৎ কোটিজন্মার্জ্জিতং তথা।
পাপং নশ্যেৎ সমূলঞ্চ কিং পুনঃ ক্রতুকোটিভিঃ
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নুয়াৎ
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্
ইতি তে কথিতং বিপ্র সমুদ্রমথনন্তু তৎ ॥ ৭১

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে সমুদ্রমথনং নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

পীযূষ ভক্ষণ করিতেছিল, অমনি চন্দ্র-সূর্য্য উভয়ে বলিলেন,—ও রাক্ষস, ছলক্রমে আসিয়াছে। তখন জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণপাত্র দ্বারা প্রহার করিলেন, তাহার মস্তক উর্ব্বীতলে পতিত হইল; দেহটী কেতু নামে খ্যাত হইল; তার পর রাহু কেতু ভয়-বিহ্বল হইয়া তূর্ণ পলায়ন করিল। ইদানীংও সেই দিন উপস্থিত হইলে সে চন্দ্র-সূর্য্য সহ যুদ্ধ করে। সৈংহিকেয় যখন গ্রাস করে, সেই ক্ষণ দুর্লভ হয়; তখন সকল জলই গঙ্গা সম ও দ্বিজগণ বেদব্যাস সম হয়। যদি বায়স তীর্থেও স্নান করা যায়, তথাপি গঙ্গা-স্নানের ফল লাভ হয়। দান অক্ষয় পুণ্য-জনক; তথা কোটিজন্মার্জ্জিত পাপও সমূলে বিনষ্ট হয়; সুতরাং ক্রতুকোটির আর প্রয়োজন কি? বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করিতে পারে; পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়; মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করিতে পারে; নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হয়। বিপ্র! এই সেই সমুদ্রমথন তোমার নিকটে বলিলাম। ৬১—৭১।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪১।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব যথার্থতঃ।
হরিস্বরূপিণা সাক্ষাদ্বেদব্যাসেন শাসিত।
নিরহঙ্কার হে সূত লোকানুগ্রহকারক ॥ ১
কেন স্যাৎ সুভগা নারী পাপিনী চ সুদুর্ভগা।
পতিপ্রিয়াপি কেন স্যাচ্চক্ষুষোঃ সুধা ॥ ২
কেন বা জ যতে লক্ষ্মীস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩

সূত উবাচ।

যদি পুণ্যমিদং বিপ্র বৃত্তং পরমদুর্লভম্।
শৃণুষ্ব ভোঃ সমাসেন কথয়ামি বিধানতঃ ॥ ৪
আসীদ্ভদ্রশ্রবা রাজা যুগে দ্বাপরসংজ্ঞকে।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৫
ভার্য্যা তস্য স সঞ্জাতা নাম্না সুরতিচন্দ্রিকা।
তস্যাং বভূবুঃ শ্রীরাজ্ঞঃ সপ্ত পুত্রা মনোরমাঃ ॥
ততোঽপি জাতা দুহিতা সুন্দরী সত্যবাদিনী।
শ্যামবালা চ বিপ্রেন্দ্র নাম্না প্রীতিকরী পিতুঃ ॥ ৭
একদা শ্যামবালা সুবর্ণসিকতাসু চ।
গূঢৈর্মনোহরৈ রত্নৈঃ সখীভিঃ ক্রীড়িতুং মুদা।
জগাম নীপবৃক্ষস্য তলং পরমদুর্লভম্ ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র লক্ষ্মীঃ সংসারতারিণী।
লোকানাং নীতিদা সাথ সমায়াতা স্বয়ং পুরং।
ধৃত্বা চ ব্রাহ্মণীরূপং পলিতাঙ্গী চ সুব্রত ॥ ১০
অখিলানাঞ্চ লোকানাং শাস্তু রাজ্ঞঃ স্বয়ং বিনা
কেষাং ক্ষুদ্রতরাণাং হি গৃহং গচ্ছামি সাম্প্রতম্
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গতা রাজনিকেতনম্।
সুবর্ণভিত্তিভির্যুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১২
সিংহদ্বারমতিক্রম্য প্রাহ দৌবারিকীং ততঃ।
দ্বারং জহিহি ভো দ্বারনিযুক্তে শুভলক্ষণে।
যামি বেগেন পশ্যামি রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা রত্নদণ্ডকরা চ সা।
কোকিলাবাক্যবদ্যুক্তং পরমং হর্ষমাযযৌ ॥ ১৪

দ্বারনিযুক্তোবাচ।

কিং নাম বহসে বৃদ্ধে কঃ পতিস্তাবকঃ পুনঃ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ বেদব্যাস কর্ত্তৃক শাসিত, নিরহঙ্কার, লোকানুগ্রাহক, সূত! নারী কি কারণে সুভগা, চক্ষুর্দ্বয়ের সুধারূপিণী পতিপ্রিয়া হয়? আর কেনই বা পাপিনীও সুদুর্ভগা হয়? ইদানীং ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি; ইহা যথার্থতঃ বল। লক্ষ্মীই বা কিসে জন্মে? তপোধন! তাহাও আমাকে বল। সূত বলিলেন—, হে বিপ্র! এ বিষয়ে পুরাকালে পরম দুর্লভ যে পুণ্য বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে বিধান অনুসারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাপর-সংজ্ঞক যুগে ভদ্রশ্রবা নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি সৌরাষ্ট্রদেশবাসী ও বেদবেদাঙ্গপারগ। তাঁহার ভার্য্যার নাম ছিল সুরতিচন্দ্রিকা। তাঁহাতে সেই রাজার মনোরম সপ্ত পুত্র জন্মে; হে বিপ্রেন্দ্র! তার পর শ্যামবালা নামে সুন্দরী, সত্যবাদিনী, পিতার প্রিয়করী এক দুহিতা জন্মে। একদা সেই শ্যামবালা সুবর্ণসৈকতে গূঢ় মনোরম রত্নরাজি দ্বারা ক্রীড়ার্থ সখীগণ সহ কৌতুকবশে পরম দুর্লভ নীপবৃক্ষের তলে গমন করিল। ১—৮। বিপ্র! ইত্যবকাশে লোকদিগের নীতিদায়িনী সংসারতারিণী সেই লক্ষ্মী স্বয়ং সেই পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে সুব্রত! তিনি পলিতাঙ্গী ব্রাহ্মণীরূপ ধারণ করত সম্প্রতি অখিল লোকের শাসনকর্ত্তা রাজার গৃহ ব্যতীত আর কোন ক্ষুদ্রতর নরদিগের গৃহে যাইব?' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবর্ণ-ভিত্তিযুক্ত ও পতাকাদিদ্বারে সমলঙ্কৃত রাজনিকেতনে যাইলেন। সিংহদ্বারে যাইয়া পরে দৌবারিকীকে কহিলেন,—হে শুভলক্ষণে দ্বারনিযুক্তে! ত্বরায় দ্বার পরিত্যাগ কর, আমি যাইব, রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকাকে দেখিব। রত্নদণ্ডকরা দ্বারনিযুক্তা তাঁহার সেই কোকিলালাপবৎ বাক্য শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল; বলিল,—বৃদ্ধে! তুমি কি নাম ধারণ কর! আর

আগতাসি কথং কিং তে কার্য্যং রাজ্ঞ্যাশ্চ দর্শনে
কস্মাৎ কিং রুচি বিপ্রে ত্বং শ্রোতুং
কৌতূহলং হি মে ॥ ১৬
বৃদ্ধোবাচ।
শৃণু প্রেষ্যে মহারাজপত্ন্যা দণ্ডকরে যদা।
শ্রোতুং কৌতূহলং তেঽস্তি মদাগমনকারণম্ ॥
প্রসিদ্ধা কমলা নাম্না চাহং প্রাণেশ্বরো মম।
ভুবনেশ ইতি খ্যাতো নাম্না দ্বারাবতী পুরী ॥১৮
তস্যাং বৈ বর্ত্ততে যো বৈ মম প্রাণেশ্বরস্তথা।
আগতাহং রত্নবেত্রকরে শৃণু সকৌতুকম্।
মমাগমনকার্য্যং হি বচ্মীদানীং তবাগ্রতঃ ॥ ১৯
পুরাসীদ্বৈশ্যকুলজা রাজ্ঞী তব চ দুঃখিনী।
একস্মিন্ দিবসে প্রেষ্যে পতিনা কলহঃ কৃতঃ
তয়া নার্য্যা চ দুঃখিন্যা ততো বৈ ভর্ত্তৃপীড়িতা।
বহির্ভূয় কৃতং গেহাক্রন্দন্তী চ পুনঃপুনঃ ॥ ২১
তস্যাশ্চ রোদনং শ্রুত্বা চাগতাহং সমীপতঃ।
পপ্রচ্ছ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথিতো বৈ যথার্থতঃ ॥২২
তয়া ততো ব্রতবররূপদেশং দদাম্যহম্ ॥ ২৩
মমোপদেশতঃ সা বৈ চক্রে ব্রতবরং তদা।
তস্য প্রাসাদতো দ্বাঃস্থে সঞ্জাতা সুখিতা চ সা
কদাচিদ্বৈশ্যকুলজা পত্যা মৃত্যোর্বশং গতা।
সমানেতুং ততস্তৌ তু বিহিতাখিলপাতকৌ ॥২৫
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস চণ্ডাদ্যান্ ধর্ম্মরাট্ প্রভুঃ
যমাজ্ঞয়া সমায়াতা যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৬
বদ্ধা তৌ চর্ম্মপাশেন লোহমুদ্গরপাণয়ঃ।
উদ্যমং চক্রিরে গন্তুং যমস্য শরণং প্রতি ॥ ২৭
অত্রান্তরে চ লক্ষ্ম্যাস্তু দূতা বিষ্ণুপরায়ণাঃ।
সমানেতুং সমায়াতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা তথাবিধাংস্তাংশ্চ যমদূতাঃ পলায়িতাঃ।
লক্ষ্মীদূতা মহাত্মানঃ স্বপ্রকাশাদয়স্তথা ॥ ২৯
পাশং ছিত্বা সমারোপ্য রাজহংসযুতে রথে।
জগ্মুর্লক্ষ্মীপুরং সর্ব্বে সহসা কীর্ত্তিবর্দ্ধনা ॥ ৩০

তোমার পতিই বা কে? তুমি আসিয়াছ কেন? রাজ্ঞীর দর্শনেই বা তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কি নিমিত্ত কি চাও। হে বিপ্রে! বল, আমার তাহা শুনিতে কৌতূহল হইয়াছে। বৃদ্ধা বলিলেন,—হে দণ্ডকরে মহারাজপত্নীর প্রেষ্যে। তোমার যখন শুনিতে কৌতূহল হইয়াছে, তখন শুন। আমি কমলা নামে প্রসিদ্ধা, আমার প্রাণেশ্বর ভুবনেশ বলিয়া খ্যাত। দ্বারাবতী নামে যে পুরী আছে, তাহাতে আমার প্রাণেশ্বর বাস করেন। হে রত্ন-বেত্রকরে! আমি কেন আসিয়াছি, তাহা সকৌতুকে শুন। আমার আগমনপ্রয়োজন ইদানীং তোমার অগ্রে বলিতেছি। ১—১৯। পুরাকালে তোমার রাজ্ঞী বৈশ্যকুলজা, দুঃখিনী ছিলেন। হে প্রেষ্যে! তিনি একদা পতি সহ কলহ করেন; পরে সেই দুঃখিনী ভর্ত্তা কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া গেহ হইতে দ্রুত বহির্ভূতা হইলেন; পুনঃপুন রোদন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার রোদন শুনিয়া সমীপে আগমন করিলাম। সর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রশ্ন করিলাম, তিনিও সকল যথার্থতঃ বলিলেন। তার পর আমি বর ব্রত উপদেশ দান করিলাম। তিনি তখন আমার উপদেশে সেই বর ব্রত করিলেন। হে দ্বাঃস্থে! সেই ব্রতের প্রসাদে তিনি সুখিতা হইয়াছিলেন। পরে কদাচিৎ সেই বৈশ্যকুলজা পতি সহ মৃত্যুর বশগত হইলেন। প্রভু ধর্ম্মরাজ, অখিল-পাতককারী তাহাদিগকে আনয়ন জন্য চণ্ড প্রভৃতি কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন। যমের আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর যমদূতগণ লৌহমুদ্গর হস্তে সমাগত হইয়া তাহাদিগকে চর্ম্মপাশে বন্ধনপূর্ব্বক যমের ভবন প্রতি গমন করিতে উদ্যত হইল। ইত্যবকাশে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর বিষ্ণুপরায়ণ লক্ষ্মীদূতগণও উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইল। তাহাদিগকে তথাবিধ দর্শনে যমদূতগণ পলায়ন করিল। স্বপ্রকাশাদি মহাত্মা লক্ষ্মীদূতগণ তাহাদিগের পাশ ছেদনপূর্ব্বক রাজহংসযুক্ত রথে আরোপণ করত সহসা সকলেই কীর্ত্তিময় পথে লক্ষ্মীপুরে গমন করিল। ২০—৩০।

যাবন্তাং ব্রতবরং বৈশ্যা কৃতবতী চ সা।
তাবৎবর্ষসহস্রাণি তন্ববতু: কমলাপুরে ৩১
পুণ্যশেষন্তু ভোগার্থং জাতৌ রাজান্বয়েঽধুনা।
ব্রতঞ্চ বিস্মৃতৌ ধাংস্থে রাজসম্পত্তিগর্ব্বিতৌ।
তস্মাচ্চ তব তস্যাপি চোপদেশার্থমাগতা ॥ ৩২

ধাংস্থোবাচ।

কেনৈব তু বিধানেন বৃদ্ধে ব্রতবরং কৃতম্।
কস্মিন্মাসে ব্রতং শ্রেষ্ঠং দেবতা কা চ পূজ্যতে
এতন্মে পৃচ্ছতো মাতর্যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৩৪

কমলোবাচ।

কার্ত্তিকে চ ব্যতিক্রান্তে মার্গশীর্ষে সমাগতে।
তস্মিন্মাসে চ ভোঃ প্রেষ্যে বাসরে শুক্রসংজ্ঞকে
ততঃ পূর্ব্বাহ্নসময়ে সকলব্রতিভির্বৃতা।
নারায়ণেন সহিতাং লক্ষ্মীং সম্পূজয়েত্ততঃ ॥৩৬
মিষ্টৈঃ পায়সযুক্তৈশ্চ ভুক্তৈশ্চ খণ্ডমিশ্রিতৈঃ।
লক্ষ্মীং সন্তোষয়েৎ প্রেষ্যে ততঃসম্প্রার্থয়েদিদম্
ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বমচলা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।
ঈশ্বরি কমলে দেবি শরণঞ্চ ভবাদ্য মে ॥ ৩৮
নানোপহারদ্রব্যৈশ্চ লক্ষ্মীমাজ্ঞাপ্য তোষয়েৎ।
শাস্ত্রৈশ্চ পূজয়েদ্দেবীং মহোৎসবসমন্বিতা ॥৩৯
ততো নৈবেদ্যশেষাংশ্চ দত্ত্বা ব্রাহ্মণসত্তমম্।
আত্মানং স্বপতিং পুত্রান্ প্রেষ্যেঽন্যানপি
সেবকান্ ॥ ৪০
দ্বিতীয়ে তু শুক্রবারে বিশেষং শৃণু সুন্দরি ॥৪১
চিত্রধূলীপ্রশস্তৈশ্চ ভ্রাষ্ট্রৈর্গোধূমনির্ম্মিতৈঃ।
তোষণং কমলাদেব্যাঃ কুর্য্যাদ্বৈ ভক্তিভাবতঃ.
তৃতীয়ে খণ্ডসংযুক্তং দধ্যোদননিবেদনম্।
শ্যামাকশালিকাসারৈশ্চতুর্থে পূজয়েন্মুদা।
লক্ষ্মীদেবীং প্রযত্নেন রত্নদণ্ডকরে ততঃ ॥৪৩
লক্ষ্মীদেবীপ্রীতয়ে তু ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্ধনৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কারভোজ্যৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥৪৪

প্রেষ্যোবাচ।

অত্রৈব তিষ্ঠ ভো বৃদ্ধে রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্

সেই বৈশ্যা যতবার ব্রত করিয়াছিল, তত সহস্র বৎসর কমলাপুরে বাস করিল। পরে পুণ্যশেষ ভোগার্থ অধুনা রাজবংশে জন্মিয়াছেন, হে ধাংস্থে! কিন্তু রাজসম্পত্তিতে গর্ব্বিত হইয়া সে ব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন, এজন্য তোমাকে ও তাঁহাকে উপদেশার্থ আমি আগমন করিয়াছি। দ্বারপালিকা বলিল,—বৃদ্ধে! সেই ব্রতবর কোন্ বিধান অনুসারে করিতে হয়? কোন্ মাসেই বা উহা করা প্রশস্ত? আর কোন্ দেবতাই বা পূজিত হয়? মাতঃ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার ইহা যথাবৎ বলা যোগ্য হইতেছে। কমলা বলিলেন,—হে প্রেষ্যে! কার্ত্তিক মাস অতীত হইয়া মার্গশীর্ষ মাস প্রবৃত্ত হইলে সেই মাসে শুক্রসংজ্ঞক বাসরে পূর্ব্বাহ্ন সময়ে সকল ব্রতিজনের সহিত মিলিত হইয়া নারায়ণ সহ লক্ষ্মীকে সম্পূজন করিবে। প্রেষ্যে! কর্পূর মিশ্রিত পায়সযুক্ত মিষ্ট ভক্ষ্য দ্বারা লক্ষ্মীকে সন্তোষিত করিবে। পরে প্রার্থনা করিবে; যথা,—'হে ত্রৈলোক্যপূজিতে, বিষ্ণুবল্লভে, দেবি কমলে! তুমি যেমন কৃষ্ণে অচলা হইয়া আছ, তেমন আমাতেও স্থিরা হও। আর হে ঈশ্বরি, অনঘে কমলে! আমার শরণও হও।' এইরূপ প্রার্থনা সহকারে লক্ষ্মীকে নানা উপহার দ্রব্য দ্বারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে মহোৎসব সমন্বিত হইয়া পূজাপূর্ব্বক তোষিত করিবে। হে প্রেষ্যে! তার পর নৈবেদ্যশেষ ব্রাহ্মণসত্তমকে দান করিয়া নিজপতি, পুত্র ও অন্যান্য লোকদিগকে দান করিবে, নিজেও গ্রহণ করিবে। ৩১—৪০। সুন্দরি! দ্বিতীয় শুক্রবারে যাহা বিশেষ বিধি, তাহা শুন। ভর্জ্জিত বিচিত্র ধূলিবৎ প্রশস্ত গোধূম দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্য ভক্তিভরে দানে কমলা দেবীর তোষণ করিবে। তৃতীয়ে খণ্ডসংযুক্ত দধ্যোদন নিবেদন করিবে। চতুর্থে শ্যামাক ও শলিকাসার দ্বারা আমোদে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে। হে রত্নদণ্ডকরে! তার পর নানাবিধ ধন বস্ত্র অলঙ্কার ভোজ্য ও ফল দ্বারা ব্রাহ্মণগণকেও পূজা করিবে। প্রেষ্যা

বিজ্ঞাপ্য ত্বাং নয়িষ্যামি-মা ক্রোধং কুরু সত্তমে।
ইত্যুক্ত্বা সা তু চার্ব্বঙ্গী গতা রাজ্ঞীসমীপতঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় প্রেষ্যা ব্রহ্মন্ সমূলতঃ॥ ৪৬
আরভ্য সাঙ্গপর্য্যন্তং যদূচে কমলালয়া।
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস রাজ্ঞীং সুরতিচন্দ্রিকাম্॥৪৭
দ্বারপালীবচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা।
জগাম ব্রাহ্মণীপার্শ্বং সগর্ব্বা প্রাহ সুন্দরী॥ ৪৮
রাজ্ঞ্যুবাচ।
বৃদ্ধে ব্রাহ্মণি কিং বক্তুমুপদেশার্থমাগতা।
কথয়স্বাচিরং মহ্যং ভয়ং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্॥ ৪৯
ব্রাহ্মণ্যুবাচ।
ভবানীতিমহং দৃষ্ট্বা গন্তুমিচ্ছামি চঞ্চলা।
কথয়িষ্যামি কিং দুষ্টে ব্রতং পরমদুর্লভম্॥ ৫০
ইন্দিরাবাসরে চাদ্য চাণ্ডালে ন করোষি যৎ।
তদ্দুষ্টং ময়ি কা দুষ্টে ত্বদ্গৃহে গর্ব্বিতেঽধুনা॥৫১
তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণীবাক্যং ক্রোধসংরক্তলোচনা।
জয়ন্তীং ব্রাহ্মণীঞ্চৈব প্রহারঞ্চ চকার সা॥ ৫২
ততঃ সা কমলা বৃদ্ধা ক্রন্দমানা পলায়িতা।
ক্রীড়মানা ততঃ শ্যামা ব্রাহ্মণীক্রন্দনধ্বনিম্।
আগতাস্তাঃ সমীপন্তু শ্রুত্বা বালা তপোধনা॥৫৩
শ্যামবালোবাচ।
বৃদ্ধে ব্যথেয়ং কেন দত্তা তুভ্যং বদস্ব মে॥৫৪
তস্যা বচনমাকর্ণ্য শোকগদ্গদয়া গিরা।
কমলা কথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং দ্বিজসত্তম॥ ৫৫
শ্যামবালা ততঃ শ্রুত্বা ব্রতং পরমদুর্লভম্।
শাস্ত্রোক্তবিধিনা চক্রে সশ্রদ্ধঞ্চ সুভক্তিতঃ॥৫৬
ত্রিবারে পরিপূর্ণে তু তুর্য্যবারে সমাগতে।
বিবাহকর্ম্ম সংসিদ্ধং দ্বিজ লক্ষ্মীপ্রসাদতঃ॥ ৫৭
শ্রীসিদ্ধেশ্বরদেবস্য নৃপতের্ভূপতেজসঃ।
মালাধরো নাম সুতো গৃহীত্বা তাং গৃহং গতঃ
অথ তস্যাং গতায়ান্তু ব্রহ্মন্ শৃণুষ কৌতুকম্।
রাজ্ঞীগৃহে চ সর্ব্বাণি স্থিতানি চ বহূনি চ॥৫৯

বলিল,—বৃদ্ধে! তুমি এখানেই থাক, রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকাকে বিজ্ঞাপন করিয়া তোমাকে লইয়া যাইব; হে সত্তমে! ক্রোধ করিও না। ব্রহ্মন্! সেই চার্ব্বঙ্গী প্রেষ্যা এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক রাজ্ঞীর সমীপে যাইল; কমলালয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমূলতঃ সেই সমস্তই শেষ পর্য্যন্ত রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকাকে কহিল। রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা দ্বারপালীর বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণীর পার্শ্বে গমন করিলেন, রাজ্ঞী সগর্ব্বে বলিলেন,—হে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণি! কোন্ বিষয় উপদেশ করিবার জন্য আসিয়াছ? আমার নিকটে ভয় ত্যাগ করিয়া যথাসুখে সত্বর তাহা বল। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—তোমার অনীতি দর্শনে আমি চঞ্চলা হইয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, দুষ্টে! তোমাকে কি আর বলিব? চণ্ডালে! আজি ইন্দিরাবাসরে তুমি যে পরম দুর্লভ ব্রত করিতেছ না, অতএব হে দুষ্টে, গর্ব্বিতে। অধুনা তোমার গৃহ দর্শনে আমার কি প্রয়োজন? ৪১—৫১। ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণে সেই রাজ্ঞী ক্রোধসংরক্তলোচনা হইয়া সেই জয়ন্তী ব্রাহ্মণীকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই বৃদ্ধা কমলা ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন। তার পর ব্রাহ্মণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ক্রীড়মানা তপোধনা বালা শ্যামা তাহার সমীপে আগমন করিলেন। শ্যামবালা বলিলেন,—হে বৃদ্ধে! তোমাকে এমন ব্যথা দিল কে? আমার নিকটে বল। হে দ্বিজসত্তম! তাহার সেই কথা শুনিয়া কমলা শোকগদ্গদ বাক্যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। পরে শ্যামবালা তাঁহার নিকট পরম দুর্লভ ব্রতবিবরণ শুনিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিসহকারে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। হে দ্বিজ! তিনবার অনুষ্ঠিত হইয়া যখন চতুর্থবারের কাল সমাগত হইল, তখন লক্ষ্মীর প্রসাদে তাহার বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। অখিলধরামণ্ডলাধিপবৎ তেজস্বী সিদ্ধেশ্বর নৃপতির পুত্র মালাধর, তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মন্! তার পর কৌতুক শুন। সেই শ্যামবালা চলিয়া গেলে হঠাৎ একদিন রাজ্ঞীর গৃহস্থিত নানা-

দ্রব্যাণি কেন নীতানি ন জ্ঞাতান্যপি ভূসুর।
নির্ধনা বুদ্ধিহীনা সা চান্নবস্ত্রবিবর্জ্জিতা ॥ ৬৭
উপদিষ্টা চ কেনাপি গন্তুঞ্চ দুহিতুর্গৃহম্।
প্রেষয়ামাস ভর্ত্তারং কিঞ্চিৎপ্রার্থনহেতবে ॥ ৬১
তস্য মালাধরস্যাপি গ্রামে চ সরতীতটে।
কালেন কিয়তা বিপ্র প্রবিবেশ চ কষ্টতঃ ॥ ৬২
শ্যামাজলং সমানেতুং তস্যা দাস্যঃ সমাগতাঃ।
তং দৃষ্ট্বা দুঃখিনাং শ্রেষ্ঠং পপ্রচ্ছুঃ সানুকম্পিতাঃ

দাস্য ঊচুঃ।

কস্ত্বং কুতঃ সমায়াতো মাংসরক্তবিবর্জ্জিতঃ।
রুক্ষাঙ্গো রুক্ষকেশশ্চ তৎসর্ব্বং কথয়স্ব নঃ ॥ ৬৪

দরিদ্র উবাচ।

শ্যামবালাপিতা চাহং সৌরাষ্ট্রনগরাগতঃ।
কথয়ধ্বঞ্চ ভো দাস্যঃ শ্যামবালাসমীপতঃ ॥ ৬৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৌতূহলসমন্বিতাঃ।
পরস্পরমুখাঃ সর্ব্বা জহসুঃ স্বপুরং গতাঃ ॥ ৩৬

শ্যামবালা চ কথিতং সর্ব্বং বৃত্তঞ্চ ভো দ্বিজ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তাসাং প্রেষয়ামাস সেবকান্ ॥ ৬৭
পুষ্পতৈলং দিব্যবস্ত্রং চন্দনং পর্ণবীটিকাম্।
ঘোটকঞ্চ তথা দত্ত্বা পিতরং প্রতি সুন্দরী ॥ ৬৮
গত্বাথ সর্ব্বে তে ভৃত্যাঃ কৃত্বাশু বেশমুত্তমম্
শ্যামবালাগৃহং নিন্যুর্দেবরাজগৃহোপমম্ ॥ ৬৯
শ্যামবালা ততশ্চৈব পিতরং দুঃখিনাং বরম্।
শাল্যন্নং সঘৃতঞ্চৈব ভোজয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৪০
তুর্য্যেষু সমতীতেষু দিবসেষু তপোধন।
প্রেষয়ামাস তং দত্ত্বা গুপ্তপাত্রস্থিতং ধনম্ ॥ ৭১
ততঃ প্রবিশ্য স্বগৃহে ধনং পাত্রান্তরস্থিতম্।
দদর্শাঙ্গারনিচয়ং রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৭২
দুহিতুঃ সদনং যাতুং নিঃসসার গৃহান্ততঃ।
তথৈব সরসীকূলে প্রবিবেশ চ দুঃখিনী ॥ ৭৩

বিধ বহুদ্রব্য, সমস্তই কে যেন লইয়া গেল। তাহা কেহই জানিতে পারিল না। হে ভূসুর! সেই রাজ্ঞী বুদ্ধিহীনা, অন্ন-বস্ত্র-বিবর্জ্জিতা হইলেন। কে যেন তাঁহাকে দুহিতার গৃহে যাইতে উপদেশ দিল; তিনি কিঞ্চিৎ প্রার্থনা নিমিত্ত ভর্ত্তাকে দুহিতার গৃহে পাঠাইলেন। ৫২—৬১। হে বিপ্র! রাজা সেই মালাধরের গ্রামে অতিকষ্টে কিয়ৎকালে গমন করিলেন। তাহার সরোবরতটে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সরোবরে শ্যামবালার দাসীরা জল লইবার জন্য আসিল; তাহারা রাজাকে অতিদুঃখিত দর্শনে সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। দাসীগণ বলিল,—তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? দেখিতেছি তুমি রুক্ষাঙ্গ, রুক্ষকেশ, রক্ত-মাংসবর্জ্জিত। অতএব এই সকল আমাদিগের নিকটে বল। দরিদ্র বলিল,—আমি শ্যামবালার পিতা, সৌরাষ্ট্র নগর হইতে আসিয়াছি। হে দাসীগণ! তোমরা এই কথা শ্যামবালাসমীপে বল। দাসীগণ এই কথা শুনিয়া কৌতূহলসমন্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, পরে নিজপুরে যাইল। হে দ্বিজ! তাহারা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্যামবালাকে যাইয়া বলিল। সুন্দরী শ্যামবালা তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া সেবকগণকে পুষ্পরাঞ্জিত তৈল, দিব্য বস্ত্র, চন্দন, পানের খিলি এবং একটী ঘোটক দিয়া পিতার নিকটে পাঠাইলেন। তার পর সেই ভৃত্যগণ সকলে যাইয়া সত্বর তাঁহার উত্তম বেশ রচনা করত দেবরাজগৃহোপম শ্যামবালার গৃহে লইয়া গেল। পরে শ্যামবালা সেই অতিদুঃখী পিতাকে যত্নসহকারে সঘৃত শাল্যন্ন ভোজন করাইলেন। হে তপোধন! চতুর্থ দিবস সমতীত হইলে তাঁহাকে গুপ্তপাত্রস্থিত ধন প্রদানপূর্ব্বক নিজ দেশে প্রেরণ করিলেন। ৬২—৭১। তার পর রাজা স্বগৃহে যাইয়া যেমন সেই ধন পাত্রান্তরে রাখিলেন, অমনি দেখিলেন, উহা অঙ্গারনিচয়ে পরিণত হইয়াছে। দেখিয়া অতিদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। তার পর দুঃখিনী রাণী উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেই দুহিতার গৃহে যাইবার জন্য নিঃসৃতা হইলেন। সেই দুঃখিনীও পূর্ব্ববৎ রাজার ন্যায় সেই সরসীকূলে প্রবিষ্টা

তথৈনাঞ্চ সমানীতাং যথাস্যাঃ প্রাণবল্লভম্।
তথৈব পূজয়ামাস মাতুস্নেহাৎপতিব্রতা ॥ ৭৪
এতস্মিন্ সময়ে বিপ্র লক্ষ্মীবাসরমুত্তমম্।
শ্যামবালা কারয়িতুং মনশ্চক্রে চ মাতরম্ ॥৭৫
তস্যা মাতা দরিদ্রাপি ভূত্বা চৈকান্তিকেঽপি চ
চতুর্থবাসরে তাং তৎকারয়ামাস সা দৃঢ়ম্ ॥৭৬
আগতা নগরং সা বৈ রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা।
দৃষ্ট্বা গৃহং তথা দিব্যমিন্দিরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥৭৭
শ্যামবালা চ বিপ্রেন্দ্র কদাচিৎ সময়ে পুনঃ।
মাতুর্গৃহং গতা চাথ ঐশ্বর্য্যস্য দিদৃক্ষয়া ॥ ৭৮
শ্যামবালাং ততো দূরাদ্দৃষ্ট্বা সঙ্কুপিতা চ সা।
ন পশ্যামি মুখং তস্যা ইত্যুক্ত্বালক্ষিতা স্থিতা ॥
গত্বা গৃহান্তরালঞ্চ গৃহীত্বা সৈন্ধবঞ্চ সা।
আগতা স্বগৃহং কিঞ্চিচ্চূর্ণং লক্ষ্মীসমাশ্রিতম্ ॥৮০
রাজা স্বামী চ পপ্রচ্ছ তাং সাধ্বীং পতিদেবতাম্
কিমানীতং ত্বয়া কান্তে কথয়স্ব মমাগ্রতঃ ॥ ৮১

কান্তোবাচ।

রাজ্যসারং সমানীতং দর্শয়িষ্যামি ভোজনে ॥৮২
ইত্যুক্ত্বা সা তদা পাকং কৃত্বা চ লবণং বিনা।
অন্নাদিকং ততো দত্ত্বা মালাধরায় ভুভুজে ॥৮৩
ততো মালাধরো রাজা ব্যঞ্জনং লবণং বিনা।
ভুক্ত্বা বৈগুণ্যতাংপ্রাপ্তো রাজ্যসারং দদৌ চসা
তদা হৃষ্টমনা রাজা ভোজনং কৃতবান্ দ্বিজ।
প্রশশংস চ তাং নারীং ধন্যা ধন্যা ইতি ব্রুবন্
এতদ্ব্রতঞ্চ যা নারী ন করোতি মহাদরাৎ।
জন্মজন্মনি সা নারী দরিদ্রা দুর্ভগা ভবেৎ ॥৮৬
ইদং যা শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠেদ্যো বা সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তো লক্ষ্মীলোকং লভেচ্চ সা
ইমাং ব্রতকথাং যা তু ন শ্রুত্বা কুরুতে ব্রতম্।
তস্যা ব্রতফলঞ্চৈব নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৮৮

ইতি শ্রীপাদ্মে লক্ষ্মীব্রতবর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

হইলেন। সেই প্রতিব্রতা শ্যামবালাও ইহাঁর প্রাণবল্লভকে যেমন সমাদর করিয়াছিলেন ইহাঁকেও তদ্রূপ ভাবেই নিজভবনে আনাইলেন, মাতৃস্নেহবশতঃ তেমনি পূজা করিলেন। বিপ্র! এই সময়ে উত্তম লক্ষ্মীবাসর উপস্থিত হইল। তখন শ্যামবালা মাতাকে ব্রত করাইতে মন করিলেন। শ্যামবালা দৃঢ়তা সহকারে ঐকান্তিক যত্নে দরিদ্রা সেই মাতাকে চতুর্থ বাসরে সেই ব্রত করাইলেন। তার পর সেই রাজ্ঞী সুরতিচন্দ্রিকা নিজ নগরে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, ইন্দিরার প্রসাদে তদীয় ভবন পূর্ব্ববৎ দিব্যরূপ ধারণ করিয়াছে। বিপ্রেন্দ্র! তার পর শ্যামবালা কদাচিৎ ঐশ্বর্য্য দর্শনাভিলাষে মাতার গৃহে গমন করিলেন। রাজ্ঞী দূর হইতে শ্যামবালাকে দেখিয়াই কুপিতা হইলেন; 'আমি উহার মুখ দেখিব না,' বলিয়া অলক্ষিতে অবস্থান করিলেন। শ্যামবালা গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক লক্ষ্মীর আশ্রয়স্বরূপ সৈন্ধব কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া সত্বর নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন। ৭২—৮১।

স্বামী রাজা মালাধর সেই পতিদেবতা সাধ্বী শ্যামবালাকে বলিলেন,—কান্তে কি আনিয়াছ? আমার কাছে বল। কান্তা বলিলেন,—রাজ্য-সার লইয়া আসিয়াছি। ভোজনকালে দেখাইব। এই বলিয়া তিনি লবণ বিনা পাক করিয়া ভূভুজ মালাধরকে অন্নাদি দান করিলেন। পরে রাজা মালাধর লবণহীন ব্যঞ্জন ভোজনে বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সেই রাজ্যসার দিলেন; দ্বিজ! তখন রাজা হৃষ্টমনে ভোজন করিলেন।" তাহাকে 'ধন্যা, ধন্যা,' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে এই ব্রত মহাদর সহকারে না করে, সে নারী জন্মে জন্মে দরিদ্রা দুর্ভগা হয়। যে রমণী ইহা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, বা যে নর সমাহিত ভাবে পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়, অন্তে লক্ষ্মীলোক প্রাপ্ত হয়। যে নারী এই ব্রতকথা না শুনিয়া ব্রত করে, তাহার ব্রতফল নিশ্চই নষ্ট হয়, সংশয় নাই। ৮২—৮৮।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কেন পুণ্যেন ভো সূত চান্তেন গতপাতকঃ।
নরো যাতি হরেঃ স্থানং তদ্বদস্বানুকম্পয়া ॥ ১

সূত উবাচ।

ব্রাহ্মণস্য ধনৈঃ প্রাণান্ প্রাণৈর্বাপি দ্বিজোত্তম
রক্ষাং করোতি যো মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২
পুরা রাজা দীননাথো দ্বাপরসংজ্ঞকে যুগে।
আসীদপুত্রো বলবান্ বৈষ্ণবঃ স তু যাজকঃ ॥
একদা গালবং রাজা প প্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।
কেন পুণ্যেন জায়েত পুত্রো বৈ করুণার্ণব ॥ ৪
বদস্ব মুনিশার্দ্দুল করিষ্যামি তবাজ্ঞয়া।
যেষাং নৃণাং নাস্তি সুতো জীবনং হি নিরর্থকম্

গালব উবাচ।

রাজন্ শৃণুষ্বাবহিতো যৎপৃষ্টোঽহস্মি ত্বয়াগ্রতঃ।
কথয়ামি সমাসেন পুত্রস্যোদ্ভবকারণম্ ॥ ৬
ক্রতুঞ্চ নরমেধাখ্যং কুরুষ রাজসত্তম।
তদা তে সন্ততিঃ স্যাদ্বৈ সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৭

রাজোবাচ।

নরমেধং মহাযজ্ঞং যজ্ঞানাং প্রবরং দ্বিজ।
কীদৃশং নরমানীয় করিষ্যামি গুরো বদ ॥ ৮

গালব উবাচ।

সুন্দরাঙ্গঃ সুবদনঃ সমস্তশাস্ত্রবিত্তবেৎ।
সৎকুলে যদি জাতঃ স তদা যজ্ঞায় কল্পতে ॥ ৯
অঙ্গহীনঃ কৃষ্ণবর্ণো মূর্খো যোগ্যো ভবেন্ন হি ॥
ইত্যুক্তে গালবে বিপ্র স রাজা মনুজেশ্বরঃ।
প্রেষয়ামাস দূতাংশ্চ কথয়িত্বা মুনের্বচঃ ॥ ১১
দ্রবিণং বহু দত্ত্বা চ গালবপ্রমুখান্ দ্বিজান্।
যজ্ঞার্থে বরয়ামাস সমস্তশাস্ত্রপারগান্ ॥ ১২
ততো রাজাজ্ঞয়া দূতা দেশং দেশং মুদা গতাঃ
গ্রামে গ্রামে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পত্তনেঽপি সমাহিতাঃ ॥
কুত্রাপি ন প্রাপ্তবন্তো গতা জনপদং ততঃ।
নাম্না দশপুরং বিপ্র প্রকীর্ণং গুণিভির্দ্বিজৈঃ ॥ ১৩
যত্র নারীঃ সুকেশীশ্চ মৃগশাবকচক্ষুষঃ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বা মুহ্যন্তি পুরুষাশ্চন্দ্রমুখ্যশ্চ তা যতঃ

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত! কোন্ কোন্ পুণ্যে নর গতপাতক হইয়া হরিস্থানে গমন করে, তাহা অনুকম্পা প্রকাশে বল। সূত বলিলেন,—যে মর্ত্ত্য ধন দ্বারা বা প্রাণ দ্বারাও ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করে, সে বিষ্ণুলোকে যায়। পুরাকালে দ্বাপর যুগে দীননাথ নামে বলবান যাজক বৈষ্ণব অপুত্রক এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজা একদা গালব মুনিকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে করুণার্ণব মুনিশার্দ্দুল! কোন পুণ্যে পুত্র জন্মে বলুন, আপনার আজ্ঞানুসারে তাহা করিব। যে নরগণের পুত্র নাই, তাহাদিগের জীবনই নিরর্থক। গালব বলিলেন,—রাজন্! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সেই পুত্রোৎপত্তি-কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি। রাজসত্তম! নরমেধাখ্য ক্রতু কর, তাহাতে তোমার সর্ব্ব-লক্ষণসংযুত সন্ততি হইবে। রাজা বলিলেন,—দ্বিজ! নরমেধ মহাযজ্ঞ সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। গুরো! কিরূপ নর আনিয়া তাহা করিব, বলুন। গালব বলিলেন,—সুন্দরাঙ্গ, সুবদন, সমস্ত শাস্ত্রবিৎ ও যদি সৎকুলে জাত হয়, তবেই সে যজ্ঞার্থে কল্পিত হইতে পারে। অঙ্গহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও মূর্খ যোগ্য হইবে না। ১—১০। বিপ্র! গালব এইরূপ বলিলে সেই মনুজেশ্বর রাজা মুনির বাক্য বলিয়া দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। আর বহু দ্রাবিণ দানে গালবপ্রমুখ সমস্ত শাস্ত্রপারগ দ্বিজগণকে যজ্ঞার্থে বরণ করিলেন। দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! দূতগণ রাজাজ্ঞা অনুসারে সানন্দে সমাহিত ভাবে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিল, কুত্রাপি যোগ্য নর পাইল না। পরে তাহারা দশপুর নামে জন-পদে গমন করিল। যেথানে সুকেশী, মৃগশাবকনয়না, চন্দ্রমুখী নারীগণ দেখিলে পুরুষেরা মুগ্ধ হইয়া পড়ে, বিপ্রগণে ও গুণি-

তস্মিন্ পুরে মনোরম্যে কৃষ্ণদেব ইতি দ্বিজঃ।
আসীৎপুত্ৰৈস্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং ভার্য্যয়া চ সুশীলয়া।
বৈষ্ণবঃ প্রিয়বাদী চ বিষ্ণুপূজারতঃ সদা॥ ১৬
সাগ্নিকঃ পিতৃভক্তশ্চ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঙ্করঃ।
প্রার্থনাং চক্রুরথ তে রাজ্ঞো দূতা দ্বিজোত্তমম্
পুত্রং দেহীতি দেহীতি বদ ব্রাহ্মণসত্তম।
নাস্তি রাজ্ঞো দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুত্রঃ সন্তাপনাশনঃ॥১৮
তদর্থং নরমেধাখ্যে যজ্ঞে ভব সদীক্ষিতঃ।
নেষ্যামি তব পুত্রং বৈ বলিং দাতুং মহাক্রতৌ
সুবর্ণানাং চতুর্লক্ষং ব্রহ্মন্নয় সমাহিতঃ॥ ২০
সুখেন যদি দাতব্যো নো পুত্রঃ পুত্রলালসাৎ।
তদা বলেন নেষ্যামো রাজাজ্ঞাকারিণো বয়ম্
দূতানাং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণৌ শোকবিহ্বলৌ
অভূতাং বিগতপ্রাণাবিব সংশয়মানসৌ॥ ২২
কিং ধনেন সুবর্ণেন জীবনেনাপি সদ্মনা।
প্রোবাচেদং বচঃ শ্রুত্বা দূতাঃ ক্রোধসমন্বিতাঃ
বলাৎকারেণ তদ্গেহে সুবর্ণানি চ তত্যজুঃ।
যদা নেতুং মনশ্চক্রুস্তং পুত্রং কিল তে রুষা।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রুদন্ প্রোবাচ স দ্বিজঃ॥২৪
পুত্রাণাং জ্যেষ্ঠপুত্রং মে হিত্বান্যং পুত্রমুত্তমম্।
নয়তেতি বচো বক্তুং বক্ত্রে নায়াতি হে জনাঃ
দ্বিজস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণীং রুদতীং তদা।
প্রোচুর্দূতাঃ কনীয়াংসং পুত্রং দেহীতি সত্তম॥
তেষ মিতি বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভূমিতলে তদা।
পপাত ব ত্যয়া সার্দ্ধং রম্ভেব ভৃশদুঃখিনী॥২৭
মুদ্গরং সা সমাদায় মৌলৌ চাতাড়য়দ্বলাৎ।
কনিষ্ঠং মৎসুতং দূতা নাপি দাস্যামি সর্ব্বথা॥
এতস্মিন্ সময়ে বিপ্র বিপ্রস্য মধ্যমঃ সুতঃ।
প্রোবাচ বিনয়াবিষ্টঃ প্রণম্য পিতরৌ রুদন্॥২৯
মাতা যদি বিষং দদ্যাৎ পিত্রা বিক্রীয়তে সুতঃ
রাজা হরতি সর্ব্বস্বং কস্তত্র পালকো ভবেৎ॥৩০
ইত্যুক্ত্বা তৎসুতো মূর্দ্ধ্না প্রণম্য পিতরৌ সহ।

জনে প্রকীর্ণ মনোরম সেই দশপুর পুরে কৃষ্ণদেব নামে এক দ্বিজ তিনটী পুত্র ও সুশীলা নাম্নী ভার্য্যা সহ বাস করিতেন। তিনি বৈষ্ণব, প্রিয়বাদী, সদা বিষ্ণুপূজারত, সাগ্নিক, পিতৃভক্ত ও বৈষ্ণবদিগের প্রিয়ঙ্কর ছিলেন। তার পর রাজদূতগণ যাইয়া সেই দ্বিজোত্তমকে প্রার্থনা করিল,—ব্রাহ্মণসত্তম! একটী পুত্র দান করুন; বলুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজার সন্তাপনাশন পুত্র নাই, তন্নিমিত্ত আপনি নরমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার পুত্রকে মহাক্রতুতে বলি প্রদানার্থ লইব, ব্রহ্মন্! সমাহিত হইয়া এই চতুর্লক্ষ সুবর্ণ লউন। যদি পুত্রস্নেহ বশতঃ পুত্রকে সুখে দান না করেন, তবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব, আমরা রাজাজ্ঞাকারী। ১১—২১। দূতগণের সেই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের প্রাণ-বিয়োগ-সংশয় উপস্থিত হইল; চিন্তা করিতে লাগিলেন,—পুত্র ব্যতীত গৃহে ধনে জনে বা জীবনেই কি প্রয়োজন? দূতগণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধসমন্বিত হইল; তাহারা বলাৎকারে তাঁহার গৃহে সুবর্ণ সকল ঢালিয়া রাখিল। পরে যখন তাহারা সক্রোধে সেই পুত্রকে লইয়া যাইতে মন করিল, তখন দ্বিজ বদ্ধাঞ্জলিপুট হইয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—পুত্রদিগের মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী উত্তম পুত্রকে লইয়া যাও। হে জনগণ! এ কথা আমার মুখে আসিতেছে না। হে সত্তম। দ্বিজের বাক্য শুনিয়া রোদনপরায়ণা ব্রাহ্মণীকে তখন দূতগণ বলিল,—কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দেও। তাহা-দিগের এই বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখিতা ব্রাহ্মণী বাত্যাহতা রম্ভাতরুবৎ ভূমিতলে পতিতা হইলেন। তিনি মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক সবলে মস্তকে তাড়না করিলেন, বলিলেন,— দূতগণ! সর্ব্বথা আমি কনিষ্ঠ পুত্রটীকে দিব না। বিপ্র! এই সময়ে সেই বিপ্রের মধ্যম পুত্রটী পিতামাতাকে প্রণামপূর্ব্বক বিনয় সহকারে বলিল,—মাতা যদি বিষ দান করেন, পিতা যদি বিক্রয় করেন, আর রাজা যদি সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তবে তাহার কে প্রতিকার

দূতৈর্জগাম ত্বরিতৈ রাজ্ঞোহস্য দীক্ষিতস্য চ ।
অথ তৌ ব্রাহ্মণৌ পুত্রবিচ্ছেদক্লিষ্টমানসৌ ।
রুদিত্বা চ রুদিত্বা চ অন্ধভাবং প্রজগ্মতুঃ ॥৩২
অথ তে পথ্যগচ্ছন্ত বিশ্বামিত্রমুনেঃ কিল ।
আশ্রমং শিষ্যসংযুক্তং সেবিতং মৃগশাবকৈঃ ॥৩৩
স মুনী রাজপুরুষান্ দৃষ্ট্বা প্রপচ্ছ সাদরম্ ।
কে যূয়ং তো কুত্র গতা যথা কা বৃত্তিরুচ্যতাম্
রাজদূতা ঊচুঃ ।
শৃণুষ্বাবহিতো বিপ্র রাজ্ঞঃ পুত্রো ন জায়তে ।
তদর্থং নরমেধাখ্যে যজ্ঞে রাজা ^দীক্ষিতঃ ।
নয়ামস্তত্র বল্যর্থমিমং ব্রাহ্মণপুত্রকম্ ॥ ৩৬
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স বিপ্রঃ সদয়োহভবৎ
প্রাণ মমাপি গচ্ছন্তু সুখী ভবতু বালকঃ ॥ ৩৭
বালকার্থে দ্বিজার্থে চ স্বাম্যর্থে যে জনা ইহ ।
ত্যজন্তি তৃণবৎ প্রাণাংস্তেষাং লোকাঃ
সনাতনাঃ ॥ ৩৮
বিমৃশ্যেতি মুনিঃ স্বান্তে স প্রোবাচ দ্বিজর্ষভঃ ।
যজ্ঞে বলিং সমাদাতুমিমং ব্রাহ্মণমুত্তমম্ ।
ত্যক্ত্বা মাং নয়থাধাত্র স্বয়ং বালক উত্তমঃ ॥ ৪০
সংসারে জন্ম সম্প্রাপ্য ন লব্ধং সুখমত্র চ ।
অনেন বালকেনাপি মরিষ্যতি কথং স্বয়ম্ ॥৪১
আগতেঽস্মিন্ গৃহাদ্দূতাঃ পিতরাবস্য দুঃখিতৌ
হতভাগ্যৌ গতৌ নূনং যমস্যৈব গৃহং প্রতি ॥৪২
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা দূতাঃ প্রোচুরথ দ্বিজম্ ।
ভূপালস্য বিনাজ্ঞাং বৈ দীননাথস্য ভূসুর ।
নেতুং ত্বাং পলিতংপ্রাজ্ঞ নেষ্যামো কিং কথং
বয়ম্ ॥ ৪৩
এবমুক্ত্বা চ তে দূতা জগ্মু রাজ্ঞঃ পুরীং তদা ।
মুনিঃ স দূতসঙ্ঘৈশ্চ গতবান্ যজ্ঞমন্দিরম্ ॥ ৪৪
রাজানং কথয়ামাসুর্দূতা বিপ্রস্য চেষ্টিতম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা শঙ্কিতমনাঃ প্রোবাচেদং বচঃ স তম্
মুনে যদাপি মে যজ্ঞে কৃতে পুত্রো ভবিষ্যতি
বলিং বিনাপি তো ব্রহ্মংস্তদা বিপ্রসুতং নয় ॥৪৬

করিতে পারে? এই বলিয়া সেই পুত্র মস্তক দ্বারা পিতামাতাকে প্রণামপূর্ব্বক দূতগণ সহ ত্বরিত গতিতে সেই দীক্ষিত রাজার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। তার পর সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্রবিচ্ছেদক্লিষ্ট মানসে রোদন করিতে করিতে অন্ধভাব প্রাপ্ত হইলেন। ২২—৪২।

অনন্তর তাহারা পথে বিশ্বামিত্রের মৃগশাবক-সেবিত, শিষ্যসংযুক্ত আশ্রম দিয়া চলিল। সেই মুনি রাজপুরুষদিগকে দেখিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কে? কোথায় যাইতেছ? কি কর্ম্ম কর? রাজদূতগণ বলিল,—বিপ্র! অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। রাজার পুত্র হয় না, এ নিমিত্ত নরমেধ যজ্ঞে তিনি দীক্ষিত হইয়াছেন; সেখানে বলির জন্য এই ব্রাহ্মণপুত্রকে লইয়া যাইতেছি। এই কথা শুনিয়া সেই বিপ্র সদয় হইলেন; ভাবিলেন,—আমার প্রাণও যাউক, তথাপি এই বালকটী সুখী হউক। ইহলোকে বালকার্থে, দ্বিজার্থে, আর স্বাম্যর্থে যে জনগণ তৃণবৎ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগের সনাতন লোক সকল লাভ হয়। সেই দ্বিজর্ষভ মুনি অন্তঃকরণে ইহার বিচার করিয়া বলিলেন,—যজ্ঞে বলি প্রদানার্থ এই উত্তম বালক ব্রাহ্মণটীকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া চল। এই বালক সংসারে জন্ম লইয়া কোনও সুখভোগ করে নাই; এ মরিবে কেন? দূতগণ এ বালক আসিয়াছে পর, ইহার দুঃখিত হতভাগ্য পিতামাতা বোধ হয় যমগৃহেই গমন করিয়া থাকিবে। ৩৩—৪২।

অনন্তর দূতগণ তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিল,—হে প্রাজ্ঞ ভূসুর! দীননাথ ভূপালের আজ্ঞা বিনা আমরা পলিত তোমাকে কেমন করিয়া নিতে পারি? সেই দূতগণ এইরূপ বলিয়া তখন রাজপুরীর দিকে চলিল; সেই মুনিও দূতগণ সহ যজ্ঞমন্দিরে যাইলেন। দূতগণ রাজাকে সেই মুনির কথা বলিল; তাহা শুনিয়া রাজা শঙ্কিত মনে সেই মুনিকে এই কথা কহিলেন,—মুনে! যদি বলি ব্যতীত যজ্ঞ করিলে আমার পুত্র হয়, তবে হে ব্রহ্মন্! আপনি এই বিপ্রপুত্রকে

মুনিরুবাচ।

যজ্ঞে ত্বয়ি কৃতে রাজন্ মহাপুত্রো ভবিষ্যতি।
অত্র তে সংশয়ো মা ভূদমোঘমপি দর্শনম্ ॥৪৭
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজাত্যন্তসহর্ষকঃ।
চক্রে পূর্ণাহুতিং যজ্ঞে সমস্তৈর্মুনিভিঃ সহ ॥ ৪৮
অথাতঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণস্য সুতঞ্চ তম্।
গৃহ্য দশপুরং নাম নগরং গতবাংস্তদা ॥ ৪৯
ভবনং তস্য গত্বা চ উক্তবান বচনং মুনিঃ।
গৃহে ত্বং তিষ্ঠসে বিপ্র তিষ্ঠামি মৃতবন্মুনে ॥৫০
রাজা বলেন মে পুত্রং নীতবান কিং করোম্যহম্
পুত্রে গতে চ ভো বিপ্র দম্পত্যোরাবয়োঃ পুনঃ।
গতানি চান্ধভাবং বৈ ক্রন্দনৈর্লোচনান্যপি ॥৫২
অথাসৌ মুনিশার্দ্দূলঃ পুত্রং পশ্য নয়েতি চ।
উক্তবাংস্তৌ যদা বিপ্র ব্রাহ্মণৌ জাতহর্ষকৌ।
পুত্রায়াকারণং কৃত্বা গতাবেতৌ বহিঃ ক্ষণাৎ ॥

নিতে পারেন। মুনি বলিলেন,—রাজন্! তুমি যজ্ঞ করিলে মহা পুত্র হইবে, এবিষয়ে তোমার যেন সংশয় না হয়; আমার দর্শন অমোঘ। রাজা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সহর্ষ হইলেন; সমস্ত মুনিগণ সহ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি করিলেন। তার পর সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণসুতকে লইয়া তখন দশপুর নগরে গমন করিলেন। ৪৭—৫০। মুনি তাহার বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন,—বিপ্র! তুমি গৃহে আছ? উত্তর হইল—আছি, মৃতবৎ। মুনে। রাজা বলপূর্ব্বক আমার পুত্রকে নিয়াছেন, আমি কি করিব? হে বিপ্র! পুত্র যাওয়ায় আবার কান্দিতে কান্দিতে দম্পতী আমাদিগের চক্ষুও গিয়াছে অন্ধভাব জন্মিয়াছে। তার পর মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্র যেমন বলিলেন,—'পুত্রকে দেখ, লইয়া যাও।' অমনি সেই ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী জাতহর্ষ হইলেন; পুত্রকে আকারণ করিয়া (যাহাকে যে নামে ডাকা হয়, সেই নাম ধরিয়া ডাকিয়া) ক্ষণমাত্রে বহির্গত হইলেন। হে বিপ্র! মুনির বাক্‌সিদ্ধি এবং পুত্রের মুখ

মুনের্বচনসিদ্ধিত্বাত্তৎক্ষণং লোচনং তয়োঃ।
আলোকন্ত গতং তূর্ণং পুত্রস্য দর্শনাদপি ॥ ৫৪
পুত্রস্য মুখপদ্মং তৌ লোচনৈরশ্রুমিশ্রিতৈঃ।
পীত্বা মুনিং চিরং তঞ্চ নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ॥৫৫
প্রোচতুর্বচনং বিপ্র ব্রাহ্মণৌ প্রিয়বাদিনৌ।
অহো মুনে জীবদানমাবয়োস্তু কৃতং কিল ॥৫৬
তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ করুণার্ণবঃ।
দত্ত্বাশিষঞ্চ তৌ বিপ্র জগাম নিজমাশ্রমম্ ॥৫৭
মুনিঃ করগতঞ্চৈব কৃত্বা বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
তপস্তেপে মহাভাগো দৈবতৈরপি দুর্লভম্ ॥৫৮
কিঞ্চিৎকালে গতে বিপ্র তস্য রাজ্ঞোঽভবৎ সুতঃ
সুন্দরো রাজযোগ্যশ্চ ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥৫৯
পুত্রোৎসবে সোঽপি বিপ্র রাজা দত্ত্বা ধনানি বৈ
বুভুজে দেববদ্ভূম্যা বিশোকো জাতকৌতুকঃ ॥
বিপ্রান্ পালয়তে যস্তু প্রাণান্ দত্ত্বা ধনান্যপি।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ৬১
পঠন্তি যে চ ভক্ত্যা চ শৃণ্বন্তি বিপ্রতঃ কথাম্।

দর্শন এই উভয় কারণে অতি সত্বর তাঁহাদিগের লোচন আলোক প্রাপ্ত হইল। সেই প্রিয়বাদী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দীর্ঘকাল অশ্রুসম্মিশ্র লোচনে পুত্রমুখ-কমলমধু পান করত মুনিকে পুনঃপুন নমস্কার করিয়া এই বাক্য বলিলেন;—অহো মুনে! আমাদের জীবন দানই করিলেন। বিপ্র! তাঁহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া করুণার্ণব মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দান করত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। সেই মহাভাগ মুনি বিষ্ণুর পরম পদ করগত করিয়া দেবতাগণেরও দুর্লভ তপ করিতে লাগিলেন। বিপ্র! কিছুকাল গত হইলে সেই রাজার ক্ষীরনিধিতে ইন্দুর ন্যায় সুন্দর রাজযোগ্য পুত্র হইল। বিপ্র! রাজা পুত্রোৎসবে বহু ধন দান করিলেন; জাতকৌতুক বিশোক হইয়া দেববৎ ভূমি ভোগ করিতে লাগিলেন। যে জন ধন বা প্রাণ দানে বিপ্রদিগকে পালন করে, সে পুনরাবৃত্তিদুর্লভ

অর্দ্ধং বা শ্লোকমেকং তে গচ্ছন্তি বিষ্ণুমন্দিরম্
শৌনক উবাচ।
কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সূত তস্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ চোদ্ধরস্ব মহার্ণবাৎ ॥ ৬৩
সূত উবাচ।
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ব্রহ্মন্ ভক্ত্যা করোতি যো নরঃ
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি কুলকোটিযুতো দ্বিজ ॥
অষ্টমী বুধবারে চ সোমে চৈব দ্বিজোত্তম।
রোহিণীঋক্ষসংযুক্তা কুলকোটিবিমুক্তিদা ॥৬৫
মহাপাতকসংযুক্তঃ করোতি ব্রতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তশ্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্ ॥৬৬
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ব্রহ্মন্ন করোতি নরাধমঃ।
ইহ দুঃখমবাপ্নোতি স প্রেত্য নরকং ব্রজেৎ।
ন করোতি চ যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্।
বর্ষে বর্ষে তু সা মূঢ়া নরকং যাতি দারুণম্ ॥৬৮
জন্মাষ্টমীদিনেঽশ্নাতি মহানরকভাগ্ভবেৎ ॥৬৯

বিষ্ণুভবনে যায়। যাহারা পুরাণ পাঠ করে বা বিপ্রের নিকট পুরাণকথা একটী শ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোকও শ্রবণ করে, তাহারা বিষ্ণুমন্দিরে যায়।৫১—৬৩। শৌনক বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ সূত! পূর্ব্বে যে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর বিষয় বলিয়াছ, এক্ষণে তাহার মাহাত্ম্য বল, (সংসাররূপ) মহার্ণব হইতে উদ্ধার কর। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যে নর ভক্তি-সংকারে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত করে, হে দ্বিজ! সে কোটি কুলে সংযুত হইয়া অন্তে বিষ্ণুপুরে যায়। দ্বিজোত্তম! যদি বুধবারে বা সোমবারে অষ্টমী রোহিণী নক্ষত্রসংযুক্তা হয়, তবে সে কোটিকুল-মুক্তিদায়িনী। যদি মহাপাতক-যুক্ত ব্যক্তিও উত্তম ব্রত করে, তবে সর্ব্ব-পাপাবিনির্মুক্ত হইয়া অন্তে হরির গৃহে গমন করে। ব্রহ্মন্! যে নরাধম কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত না করে, সে ইহলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অন্তে নরকে গমন করে। যে নারী বর্ষে বর্ষে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত না করে, সেই মূঢ়া দারুণ নরকে যায়। জন্মাষ্টমী দিনে যে ভোজন করে, সে মহানরকভাগী হয়।

দিলীপেন পুরা পৃষ্টো বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৭০
দিলীপ উবাচ।
ভাদ্রে মাসেঽসিতাষ্টম্যাং যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ ৭১
কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
দেবকীজঠরে বিষ্ণুঃ কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা ॥
বসিষ্ঠ উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ।
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্ ॥
পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎকংসাদিনৃপপীড়িতা।
স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা ॥ ৭৪
ক্রন্দন্তী ক্রন্দন্তী সা তু যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা।
যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ ॥৭৫
কংসেন তাড়িতা নাথ ইতি তস্মৈ নিবেদিতুম্।
বাষ্পবারীণি বর্ষন্তী বিবর্ণা সাবমানিতা ॥ ৭৬
ক্রন্দন্তী তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ

৬৪—৬৯। পুরাকালে দিলীপ কর্ত্তৃক বসিষ্ঠ এ বিষয় পৃষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই সর্ব্বপাতকনাশন বৃত্তান্ত শুন। দিলীপ বলিলেন,—মহামুনে! ভাদ্র মাসে যে অসিতাষ্টমীতে জনার্দ্দন জন্মিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি; তাহা বলুন। সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর ভগবান্ বিষ্ণু দেবকীজঠরে কি হেতু, কি করিতে, কেনই বা জন্মিলেন? বসিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! বলিতেছি, শুন। জনার্দ্দন ত্রিদিব ত্যাগ করিয়া যে কারণে পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকটে কহিতেছি। পুরাকালে বসুন্ধরা কংসাদি নৃপ কর্ত্তৃক পীড়িতা ও স্বাধিকারে অনবহিত কংসের দূতজনে তাড়িতা অবমানিতা সুতরাং বিবর্ণা হইয়া ঘূর্ণিত লোচনে বাষ্পবারি বর্ষণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে 'নাথ! আমি কংস কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়াছি' এই কথা নিবেদন করিবার জন্য যেখানে

উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দেববৃন্দৈরনুদ্রুতঃ।
আজগাম মহাদেবো বিধাতৃভবনং রুষা ॥ ৭৭
গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনহেতবে।
উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ ॥৭৮
ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৭৯
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তোহস্তি ভুজগোপরি
হংসপৃষ্ঠং সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ ॥ ৮০
তত্র গত্বা চ তং ধাতা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ।
সংযুক্তঃ প্রাস্তবীদ্বাগ্মী কোমলং বাগ্বিদাংবরঃ ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
জগতঃ পালয়িত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্তু তে ॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
দেবান্ ক্লিষ্টমুখান্ সর্ব্বান্ ভবদ্ভিরাগতং কথম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগতম্।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকভাবন ॥ ৮৫
শূলিদত্তবরোন্মত্তঃ কংসো রাজা দুরাসদঃ।
বসুধা তাড়িতা তেন করঘাতেন পীড়িতা ॥৮৪
বরং দত্বা পুরাপ্যগ্রে মায়য়া তু প্রবঞ্চিতা।
ভাগিনেয়ং বিনা শম্ভো মরণং ভবিতা ন মে ॥
তস্মাদ্গচ্ছ স্বয়ং দেব কংসং হন্তুং দুরাসদম্।
দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধা গত্বা চ গোকুলম্ ॥৮৬
ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ চ শূলিনম্।
পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অব্দং স্থিত্বা গমিষ্যতি
উময়া রক্ষয়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উদ্দিশ্য মথুরাং চক্রে প্রয়াণং কমলাসনঃ ॥ ৮৯
দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ।
যশোদাকুক্ষিমধ্যান্তে শর্ব্বাণী মৃগলোচনা ॥ ৯০
নবমাসাংশ্চ বিশ্রম্য কুক্ষৌ নবদিনাত্মকান্।
ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে চাষ্টমীসংজ্ঞিকা তিথিঃ
রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা ॥ ৯১
তস্মাৎ জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ ॥

দেবেশ উমাকান্ত বৃষধ্বজ অবস্থান করেন, তথায় গমন করিল। মহাদেব তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কোপে প্রস্ফুরিতাধর হইলেন। রোষে উমার সহিত সমস্ত দেববৃন্দে অনুদ্রুত হইয়া বিধাতার ভবনে আগমন করিলেন। তিনি যাইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন! তুমি কংস-ধ্বংস হেতু বিষ্ণুর সহিত কোন একটী উপায় সৃজন কর। ঈশ্বরের সেই বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরে যেখানে বিষ্ণু ভুজগোপরি সুপ্ত রহিয়াছেন, তথায় যাইতে বলিলেন; আর তিনি নিজে হংসপৃষ্ঠে আরোহণ করত হরির অন্তিকে যাইলেন। ৭০—৮০। বাগ্বিদ্বর বাগ্মী ধাতা হরাদি দেববৃন্দে মিলিত হইয়া সেই ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া কোমলভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—কমলনেত্র পরমাত্মা হরিকে নমস্কার। হে লক্ষ্মীকান্ত! জগতের পালয়িতা আপনাকে নমস্কার। জনার্দ্দন তাহাদিগের এই স্তুতিবাক্য শুনিয়া সেই ক্লিষ্টমুখ সমস্ত দেবগণকে বলিলেন,—আপনারা কেন আসিয়াছেন? ব্রহ্মা বলিলেন,—হে লোক-ভাবন সুরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ! যে কারণে আমাদিগের আগমন হইয়াছে, তাহা কহিতেছি। দুরাসদ রাজা কংস শূলীর দত্ত বরপ্রভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, তৎকর্তৃক বসুধা তাড়িতা হইয়াছে, করাঘাতে পীড়িতা হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বরদান করিলেও সে প্রবঞ্চিত হইয়াছে; সে বর চাহিয়াছিল যে, 'হে শম্ভো! ভাগিনেয় ব্যতীত আমার মরণ হইবে না।' অতএব হে দেব! সেই দুরাসদ কংসকে হনন করিবার জন্য স্বয়ং গমন কর; দেবকীজঠরে জন্ম লাভ করত গোকুলে যাইয়া বাস কর। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই দেব শূলীকে বলিলেন,—দেবেশ! পার্ব্বতী দেও, তিনি এক বৎসর থাকিয়া গমন করিবেন। পরে শঙ্খ-চক্র-গদাধর কমলার আশ্রয়স্থান ভগবান্ রক্ষাকারিণী উমার সহিত মথুরা উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন। গদাধর সেখানে দেবকীজঠরে জন্ম লাভ করিলেন; আর মৃগলোচনা শর্ব্বাণী যশোদার কুক্ষিতে অধিষ্ঠান করিলেন। ৮১—৯০। নয় মাস নয় দিন কুক্ষিতে

বৈরাটী নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনৎ সুতাম্॥
পুত্রং পদ্মকরং পদ্মনাভং পদ্মদলেক্ষণম্।
তদা হর্ষিতুর্মারভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ॥ ৯৩
কংসাসুরভয়ত্রস্তা প্রোবাচ দেবকী তদা॥ ৯৪
বৈরাটীং গচ্ছ ভো নাথ সুতংপ্রত্যার্পিতুং কিল
পুত্রং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥৯৫
তস্যা বচঃ সমাকর্ণ্য বসুদেবোঽপি দুঃখিতঃ।
অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরট্যাভিমুখং যযৌ॥ ৯৬
যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী।
আসীদ্ঘোরা মহাদীর্ঘা গম্ভীরোদকপুরভাক্॥
এবং দৃষ্ট্বা তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্।
বসুদেবোঽপি দুঃখার্ত্তো বিললাপাতিচিন্তয়া॥৯৮
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাপি হি বঞ্চিতঃ
কথমত্র গমিষ্যামি বৈরাটীং নন্দমন্দিরম্॥ ৯৯
হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা।
ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥ ১০০
তেন দৃষ্টা পুনঃ সাপি কণ্ঠাজানুবলাজলং।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্ট উত্তস্থৌ প্রস্থানমকরোদ্যথা॥
মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ।
তং পুত্রং পতিতং দৃষ্ট্বা হাহা কৃত্বা সুদুঃখিতঃ॥
মহাপাপং পুনঃ কর্ত্তুং বিধিনা তেন বঞ্চিতঃ।
ত্রাহি মাং জগতাং নাথ সুতং রক্ষ পুরুষোত্তম॥
জনকং ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়া মুহুঃ।
জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুঃ ক্রোড়মগাৎ পুনঃ॥
পথা তেন যদুশ্রেষ্ঠো জগাম নন্দমন্দিরম্॥১০৫
সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ।
নিদ্রাগারং ততঃ প্রাপ্য পত্ন্যৈ প্রত্যার্পিতা সুতা
দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তাং শ্রুত্বা সুরারিণা।
আনেতুং প্রস্থিতা দূতাঃ সুতং দুহিতরং তথা।
আগত্য কংসদূতাস্তে সুতাং নেতুং প্রচক্রমুঃ॥

বাস্ করিয়া ভাদ্র মাসে অসিতপক্ষে অষ্টমী সংজ্ঞক তিথিতে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত ঘন-ঘোষিতা যে রজনী, তাহাতে জগন্নাথ কংসারি বসুদেবজরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর বৈরাটী নন্দপত্নী যশোদাও একটী সুতা প্রসব করিলেন। আনকদুন্দুভি বসুদেব তখন পদ্মনাভ, পদ্মকর, পদ্মদলেক্ষণ পুত্র দর্শনে হাসিতে লাগিলেন। কংসাসুরভয়ত্রস্তা দেবকী বসুদেবকে বলিলেন,—নাথ! পুত্রটী বৈরাটীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য যাও। যশোদাকে পুত্রটী দিয়া তাহার কন্যাটী লইয়া আইস।" বসুদেবও তাঁহার কথা শুনিয়া অতি দুঃখিত মনে কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বৈরাটীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই পথের মধ্যবর্ত্তিনী যমুনা তখন জলসম্পূর্ণা মহাদীর্ঘা গম্ভীরোদকপ্রবাহযুক্তা অতি ঘোরা-কারা হইয়াছিল; বসুদেব যমুনাকে এরূপ দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া অতি চিন্তায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।—কি করি! কোথায় যাই! বিধাতা কর্ত্তৃকও বঞ্চিত হইলাম। এখন নন্দমন্দিরে বৈরাটীতে যাই কিরূপে? ৯১—৯৯। তখন হরি সানন্দে মায়া দ্বারা পিতাকে বঞ্চিত করিলেন,—তটে থাকিয়া ক্ষণমাত্র যমুনাকে অবলোকন করিলেন, যমুনা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়া মাত্র ক্ষণমধ্যে জানু-প্রমাণ-জল-সম্পন্না হইল। তদ্দর্শনে বসু-দেব হৃষ্ট হইয়া উত্থানপূর্ব্বক প্রস্থান করি-লেন। তখন জগন্নাথ মায়া করিয়া জলে পতিত হইলেন। বসুদেব সেই পুত্রকে জলে পতিত দেখিয়া অতি দুঃখে হাহাকার করত 'কতই মহাপাপ করিয়াছি, তাই বিধি কর্ত্তৃক পুনরায় বঞ্চিত হইলাম। হে পুরো-ত্তমে! হে জগতের নাথ! আমাকে ত্রাণ কর; আমার পুত্রটীকে রক্ষা কর।' এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কংসারি জনকের ক্রন্দন দর্শনে কৃপাপূর্ব্বক ক্ষণকাল জলক্রীড়া সমাচরণ করিয়া পুনর্ব্বার পিতার ক্রোড়ে আগমন করিলেন। পরে যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেব সেই পথে নন্দমন্দিরে যাইয়া যশো-দাকে পুত্রটী অর্পণপূর্ব্বক তাহার কন্যাটী লইয়া আসিলেন। তিনি নিদ্রাগারে আগ-মন করত পত্নীকে সেই কন্যাটী অর্পণ করি-লেন। দেবকী প্রসূতা হইয়াছেন, এই বার্ত্তা শুনিয়া সুরারি কংস তখন পুত্র বা কন্যা আন

বলাদেনাং সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ।
কংসদূতৈর্গৃহীত্বা সা অর্পিতা তু সুরারিণে॥
স ধৃত্বা তাং মহারাজঃ সভয়োঽভূদ্দুরাসদঃ।
শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ ১০৯
কংসো হসতি তাং দৃষ্ট্বা বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাম্
আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো জহি নীত্বা শিলোপরি।
আজ্ঞাং লব্ধাসুরাস্তে বৈ নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ।
বিদ্যুচ্ছীঘ্রতয়া গৌরী জগাম সহসাম্বরম্॥১১১

গৌর্য্যুবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যত্রাস্তে শত্রুরুত্তমঃ।
নন্দস্য নিলয়ে গুপ্তস্তব হন্তাসুরোত্তম॥ ১১২

বসিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু সা দেবী জগাম নিজমন্দিরম্॥১১৩
শ্রুত্বা বাক্যং ততো দেব্যাঃ কংসো রাজা সুদুঃখিতঃ।
ভগিনীং পূতনামাহ গচ্ছত্বং নন্দমান্দিরম্॥১১৪
ছদ্মনা তৎ তং হত্বাগচ্ছ তে বাঞ্ছিতং বহু।
দাস্যামি শত্রুং হন্তুং মে ব্রজ শীঘ্রতরং শুভে॥
আজ্ঞাং প্রাপ্য রাক্ষসী সা গোকুলাভিমুখং গতা
মায়য়া সুন্দরীরূপা প্রবিশ্য তত্র গোকুলে॥১১৬
পয়োধরে গরং সা তু ধৃত্বা হন্তুমুপাগতা।
পশুপানাং গৃহদ্বারি প্রবিষ্টালক্ষিতেতি চ।
গত্বান্তরুত্থাপ্য শিশুং স্তনং দত্বাপ সদ্গতিম্॥
ততশ্চ শকটং ক্ষিপ্ত্বা তৃণাবর্ত্তাদিমর্দ্দনম্।
কালীয়মর্দ্দনং কৃত্বা গতো মধুপুরীং ততঃ॥১১৮
গত্বা কংসো হতঃ শূরঃ কংসমল্লানজীজয়ৎ॥
এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনব্রতম্।
শ্রুত্বা পাপানি নশ্যন্তি কুর্য্যাৎ কিংবা ভবিষ্যতি
য ইদং কুরুতে মর্ত্ত্যো যা চ নারী হরের্ব্রতম্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্য জন্মন্যত্র যথেপ্সিতম্॥১২১০

জন্মিয়াছে, তাহাই আনাইবার জন্য দূতগণ প্রেরণ করিলেন। কংসদূতগণ আসিয়া সেই সুতাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। সেই কংসদূতগণ দেবকী বসুদেবের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইয়া সুরারি কংসকে অর্পণ করিল। সেই দুরাসদ মহারাজ কংস শুদ্ধকাঞ্চনবর্ণাভা পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা সেই কন্যাকে ধারণ করিয়া সভয় হইল, সেই বিদ্যুৎ-স্ফুরিতলোচনাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল; সেই অসুরশ্রেষ্ঠ আদেশ করিল, ইহাকে নিয়া শিলার উপরি হনন কর। ১০৯—১১০। অসুরগণ তাহার আজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কন্যাকে শিলাতলে নিষ্পেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; গৌরী সহসা বিদ্যুৎ শীঘ্রতর অম্বরে গমন করিলেন। গৌরী বলিলেন,—রাজন্! তোমার প্রবল শত্রু যেখানে আছে, তাহা শুন, অসুরোত্তম! তোমার হন্তা নন্দের নিলয়ে গুপ্ত রহিয়াছেন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—সেই দেবী এইরূপ বলিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। রাজা কংস দেবীর বাক্য শুনিয়া তার পর ভগিনী পূতনাকে বলিলেন,—তুমি নন্দমন্দিরে যাও। ছলক্রমে তাহার পুত্রকে হনন করিয়া আইস, তোমাকে বহু বাঞ্ছিত দান করিব। শুভে! আমার শত্রুকে হনন করিবার জন্য তুমি অতি সত্বর যাও। আজ্ঞা পাইয়া সেই রাক্ষসী গোকুলাভিমুখে গেল, মায়া করিয়া সুন্দরীরূপে সেই গোকুলে প্রবিষ্ট হইল। সে পয়োধরে গরল ধারণ করিয়া হনন করিতে উপাগতা হইল। পশুপালকদিগের গৃহদ্বারে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইল। যাইয়া শিশুকে অন্তরে ধারণ করত স্তনদানে সদ্গতি প্রাপ্ত হইল। তার পর ভগবান্ শকটক্ষেপণ তৃণাবর্ত্তাদি মর্দ্দন ও কালীয় দমন করিয়া পরে মধুপুরী গমন করিলেন। তথায় যাইয়া কংসের মল্লদিগকে জয় করিলেন এবং কংসকে বিনাশ করিলেন। রাজন্! এই তোমাকে বিষ্ণুর জন্মদিনব্রত কহিলাম। ইহা শ্রবণ করিলেই পাপ সকল নষ্ট হয়। করিলে না জানি কিই হয়! ১১১—১২০। যে নর বা নারী এই হরিব্রত করে, সে এই জন্মেই যথেপ্সিত অতুল

বিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা তৃতীয়া ষষ্ঠিরেব চ।
অষ্টম্যেকাদশী ভূতা ধর্ম্মকামার্থবাঞ্ছিভিঃ ॥১২২
বর্জ্জয়িত্বা প্রযত্নেন সপ্তমীসংযুতাষ্টমীম্।
বিনা ঋক্ষং প্রকর্ত্তব্যা নবমীসংযুতাষ্টমী ॥১২৩
উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চিৎসকলা নবমী যদি।
মুহূর্ত্তরোহিণীযুক্তা সম্পূর্ণা চাষ্টমী ভবেৎ ॥১২৪
অষ্টমী বুধবারে চ রোহিণীসহিতা যদি।
সোমেনৈব ভবেদ্রাজন্ কিং কৃতৈর্ব্রতকোটিভিঃ
নবম্যামুদয়াৎ কিঞ্চিৎসোমে সাপি বুধেঽপি চ।
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে বা ন লভ্যতে ॥
বিনা ঋক্ষং ন কর্ত্তব্যা নবমীসংযুতা ন হি।
কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণীসংযুতাষ্টমী ॥
কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাপি যদা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিঃ।
নবম্যাং সৈব বা গ্রাহ্যা সপ্তমীসংযুতা ন হি ॥
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥১২৯
পলবেধেন রাজেন্দ্র সপ্তম্যামষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গাম্ভঃকলশং যথা ॥১৩০

দিলীপ উবাচ।

কেন চাসৌ কৃতশ্চৈবং কেন বা তৎপ্রকাশিতম্
কিং পুণ্যং কিং ফলঞ্চৈব কথয়স্ব মহামুনে ॥১৩১

বসিষ্ঠ উবাচ।

চিত্রসেনো মহারাজো মহাপাপপরো মহান্।
অগম্যাগমনং কৃত্বা স্বর্ণস্তেয়ং দ্বিজস্য চ ॥১৩২
সুরায়াঞ্চ সদা তৃপ্তো বৃথামাংসে সদা রতঃ।
এবং পাপসমাযুক্তো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ ॥
চণ্ডালৈঃ পতিতৈঃ সার্দ্ধমালাপং সর্ব্বদাকরোৎ।
একদৈবংবিধো রাজা মৃগয়ায়াং মনো দধে ॥১৩৪
অরণ্যে দ্বীপিনং জ্ঞাত্বা বেষ্টয়িত্বা চ সর্ব্বতঃ।
সাবধানং ভটান্ সর্ব্বান্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥
পলায়িষ্যতি বৈ জন্তুঃ পুরস্তাদ্ যৎপ্রমাদতঃ
স বধ্যো নাত্র সন্দেহো ব্যাঘ্রো রাজ্ঞঃ পথা যযৌ ॥ ১৩৬

ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মকামার্থ অভিলাষী ব্যক্তিগণ তৃতীয়া, ষষ্ঠী, অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দ্দশী কখনও পূর্ব্ববিদ্ধা করিবে না। সপ্তমীসংযুতা অষ্টমী বর্জ্জনপূর্ব্বক নক্ষত্র ব্যতীতও নবমীসংযুতা অষ্টমীতেই ব্রত করিবে। যদি উদয়কালে কিঞ্চিৎ অষ্টমী আর সমস্ত দিবারাত্রই নবমী হয়, এবং মুহূর্ত্ত প্রমাণ রোহিণী নক্ষত্র থাকে, তবে সেই দিনই সম্পূর্ণ অষ্টমী বুঝিতে হইবে। যদি বুধবারে বা সোমবারে রোহিণী সহিতা অষ্টমী হয়, রাজন্! তবে ব্রতকোটি করিবার কি প্রয়োজন? বুধবারে বা সোমবারে যদি উদয় কালের কিঞ্চিৎ পরে নবমীর যোগ হয়, তবে তদ্রূপ দিন শতবর্ষেও লাভ করা যায় কিনা সন্দেহ। নক্ষত্র বিনা করিবে না, নবমী-সংযুতাও করিবে না, পরন্তু সপ্তমীবিদ্ধা হইলেও রোহিণীসংযুতা অষ্টমী করিবে। নবমী দিনে যদি কৃষ্ণাষ্টমী তিথি কলা কাষ্ঠা বা মুহূর্ত্তও থাকে, তবে সেই দিনই গ্রাহ্য, কিন্তু সপ্তমীসংযুতা গ্রাহ্য নহে। বিশেষতঃ যদি সোমবারে বা বুধবারে নবমীযুক্ত হয়, তবে উহা কুলকোটিমুক্তিদা। রাজেন্দ্র! সপ্তমী দ্বারা পলমাত্র বেধ হইলেও সে অষ্টমীকে সুরাবিন্দু দ্বারা স্পৃষ্ট গঙ্গাজল-কলসের ন্যায় ত্যাগ করিবে। ১২১—১৩০। দিলীপ বলিলেন,—পূর্ব্বে ইহা কে করিয়াছে? কেই বা উহা প্রকাশ করিয়াছে? ইহা করিলে কি পুণ্য? কি ফল? মহামুনে! তাহা বলুন। বসিষ্ঠ বলিলেন,—চিত্রসেন নামে এক মহা পাপপরায়ণ রাজা ছিল, সে অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণের স্বর্ণস্তেয়কারী, সদা সুরাতে তৃপ্ত, সতত বৃথামাংসে রত ছিল। সে এমন পাপী ছিল যে, সর্ব্বদা চণ্ডাল-পতিত জনগণ সহ আলাপ করিত, নিত্য প্রাণিবধে রত থাকিত। এই প্রকার সেই রাজা মৃগয়াতে মনোনিবেশ করিল। সে একদা অরণ্যে যাইয়া কোন স্থানে ব্যাঘ্র আছে জানিতে পারিয়া সমস্ত সৈন্য দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে এই বাক্য বলিল,—প্রমাদবশত যাহার সম্মুখ দিয়া জন্তু পলাইবে, সে বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাঘ্র রাজার

সলজ্জোঽপি ততো রাজা ব্যাঘ্রং পশ্চাজ্জগামহ
অনেকক্লেশদুঃখেন ব্যাঘ্রং হন্তুং সমাহিতঃ॥১৩৭
ক্ষুৎপিপাসাকুলক্লেশঃ সন্ধ্যায়াং যমুনাতটে।
অষ্টমী রোহিণীযুক্তা তদ্দিনং জন্মবাসরম্॥১৩৮
স্বর্গকন্যা যমুনায়াং বৈ ব্রতং চক্রুর্নরাধিপ।
নানোপহারৈর্দ্রব্যৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুশোভনৈঃ॥
গন্ধপুষ্পং তথা দ্রব্যং কুঙ্কুমাদি মনোহরম্।
অন্নং বহুগুণং দৃষ্ট্বা ভক্তং তন্মানসং কৃতম্॥১৪০

রাজোবাচ।

অন্নাভাবান্মমাদ্যাশু প্রাণা যাস্যন্তি নিশ্চয়ম্॥

স্ত্রিয় ঊচুঃ।

জন্মাষ্টম্যাং হরেরদ্য ন ভোক্তব্যং ত্বয়ানঘ।
গৃধ্রমাংসং খরং কাকং গোমাংসসমন্নমেব চ॥
ভুক্তবান্নাত্র সন্দেহো যো ভুঙ্ক্তে কৃষ্ণজন্মনি
কিং কিং ছিদ্রং ন সঞ্জাতং সংসারে বসতাং নৃণাম্॥১৪৩
যেন দেহে স্থিতে প্রাণে জয়ন্তী ন কৃতা নৃপ।
তত্রাকৃতোপবাসস্ত শাসনং যমমন্দিরম্॥১৪৪
তদ্দত্তং পিতরো নিত্যং ন গৃহ্ণন্তি যথাবিধি।
পিতরঃ পাতিতাঃ সর্ব্বে জয়ন্ত্যাং ভোজনে কৃতে
ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ব্রতং চক্রে নরাধিপ।
কিঞ্চিৎপুষ্পং কিয়দ্গন্ধং বস্ত্রমানীয় হর্ষিতঃ॥
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ চিত্রসেনো হরের্গৃহম্।
দিব্যং বিমানমারুহ্য গতবান্ পিতৃভিঃ সহ॥
যৎফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখাম্বুজম্।
তৎফলং প্রাপ্যতে পুংসা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতাৎ
তৎফলং দ্বারকাং গত্বা দৃষ্টে বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
তৎফলং প্রাপ্যতে দীনৈঃ কৃত্বা জন্মাষ্টমীব্রতম্

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৩॥

পথ দিয়াই গেল। রাজা তাহাতে সলজ্জ হইয়া ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ব্যাঘ্রকে হননার্থে সমাহিত হইয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা-ক্লেশে আকুল হইয়া সন্ধ্যাকালে যমুনাতটে উপস্থিত হইল। সেই দিন রোহিণীযুক্ত অষ্টমী, জন্মবাসর ছিল। নরাধিপ! স্বর্গকন্যাগণ সুশোভন ধূপ, দীপ, উপহার, গন্ধ, পুষ্প, মনোহর কুঙ্কুমাদি দ্রব্য ও নানাবিধ উপহার এবং বহুগুণ অন্ন ভক্ত দ্বারা যমুনাতটে ব্রত করিতেছিল, তাহা দেখিয়া রাজার মন আকৃষ্ট হইল। ১৩৯—১৪০। রাজা বলিল,—অন্নাভাবে আজ আমার প্রাণই যাইবে নিশ্চয়। স্ত্রীগণ বলিল,—অনঘ! আজ জন্মাষ্টমী, তোমার খাওয়া কর্ত্তব্য নয়। আজ অন্ন খাইলে তাহা গৃধ্র, খর কাক ও গোমাংস তুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণজন্মদিনে যে ভোজন করে, সংসারে বাসকারী সেই নরের কোন্ কোন্ ছিদ্র না হইল? নৃপ! যৎকর্ত্তৃক দেহে প্রাণ থাকিতে জয়ন্তী কৃতা না হয়, ঐ দিনে অকৃতোপবাস ব্যক্তিদিগের যমমন্দিরই শাসন। পিতৃগণ তৎকর্ত্তৃক যথাবিধি দত্ত দ্রব্যাদিও গ্রহণ করেন না; জয়ন্তীতে ভোজন করিলে সমস্ত পিতৃগণ পাতিত হন। নরাধিপ! রাজা ইহা শুনিয়া তখন কিঞ্চিৎ গন্ধ, কিছু পুষ্প ও বস্ত্র আনিয়া হর্ষিত হইয়া ব্রত করিল। এই ব্রতের প্রভাবে সেই রাজা চিত্রসেন পিতৃগণ সহ হরিগৃহে গমন করিল। মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণমুখাম্বুজ দর্শনে যে ফল, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত করিলেও পুরুষগণ সেই ফল পায়। দ্বারকায় যাইয়া বিশ্বেশ্বর হরিকে দর্শন করিলে যে ফল, দীনজন জন্মাষ্টমী ব্রত করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪১—১৪৯।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণস্য কৃপার্ণব।
মাহাত্ম্যং সর্ব্ববর্ণানাং শ্রেষ্ঠস্য কৃপয়া চ যে॥ ১

সূত উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্ববর্ণানাং গুরুরেব দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বামরাশ্রয়ো জ্ঞেয়ঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ২
কুর্য্যাৎপ্রণামং যো বিপ্রং হরিবুদ্ধ্যা তু ভূসুর।
ভক্ত্যা তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্দ্ধতে সম্পদাদিকম্॥ ৩
ন নমেদ্‌ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা হেলয়াপি চ গর্ব্বিতঃ।
ছেদনং তস্য শিরসঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদা হরিঃ॥ ৪
কৃতাপরাধং বিপ্রং যে দ্বিষন্তি পাপবুদ্ধয়ঃ।
হরিদ্বিষো হি তে জ্ঞেয়া নিরয়ং যান্তি দারুণম্॥
যঃ কর্ত্তুং প্রার্থনাং বিপ্রং পশ্যেৎক্রোধেন চাগতম্
কৃতান্তশ্চক্ষুযোস্তস্য তপ্তসূচীং দদাতি বৈ॥ ৬
কুরুতে ভূসুরং মূঢ়ো ভর্ৎসনং যো নরাধমঃ।
যমদূতা মুখে তস্য তপ্তলৌহং দদাতি চ॥ ৭
যেষাং নিকেতনে ভুঙ্‌ক্তে ভূসুরো বৈ তপোধন
সুপর্ব্বভিঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ভুঙ্‌ক্তে তেষাং নিকেতনে॥ ৮
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি দ্বিজহত্যাদিকানি চ।
কণমাত্রং লিহেদ্‌যস্তু বিপ্রাঙ্ঘ্রিসলিলং নরঃ॥
যো নরশ্চরণং ধৌতং কুর্য্যাদ্ধস্তেন ভক্তিতঃ।
দ্বিজাতের্ব্বচ্মি সত্যং তে স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ
পুত্রহীনা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যাঙ্গনা।
সপুত্রা জীববৎসা সা দ্বিজপাদাম্বুসেবনাৎ॥১১
ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে
উদধৌ যানি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি দ্বিজপাদয়োঃ॥১২
দ্বিজাঙ্ঘ্রিসলিলৈর্যুক্তং সেচনং যস্য মস্তকে।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু স মুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ১৩
শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
বিপ্রপাদোদকস্যাহমিতিহাসং তপোধন॥ ১৪
আসীৎ পুরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণঃ।
শূদ্রো ভীমো দ্বাপরে চ ব্রহ্মহত্যাসংগ্রকৃৎ॥১৫
নিষ্ঠুরঃ সর্ব্বদা তুষ্টঃ স মহাবৈশ্যয়া পুনঃ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে কৃপার্ণব মহাপ্রাজ্ঞ! কৃপা করিয়া সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বলুন। সূত বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণেরই গুরু; সাক্ষাৎ সর্ব্বামরগণের আশ্রয় প্রভু নারায়ণ বলিয়া জ্ঞেয়। ভূসুর! যে জন ভক্তিসহকারে হরিবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহার সম্পদাদি বর্দ্ধিত হয়। যে গর্ব্বিত, ব্রাহ্মণ দেখিয়া হেলা করিয়া প্রণাম না করে, হরি সদা তাহার শিরশ্ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন। যাহারা কৃতাপরাধ বিপ্রকে দ্বেষ করে, তাহারা হরিদ্বেষী বলিয়াই বিজ্ঞেয়; তাহারা দারুণ নিরয়ে যায়। প্রার্থনা করিতে আগত বিপ্রকে যে ক্রোধদৃষ্টিতে দেখে, কৃতান্ত তাহার চক্ষে তপ্ত সূচি দান করেন। যে মূঢ় নরাধম, ভূসুরকে ভর্ৎসনা করে, যমদূতগণ তাহার মুখে তপ্ত লৌহ দান করে। তপোধন ব্রাহ্মণ যাহাদিগের গৃহে ভোজন করেন, দেবগণ সহ স্বয়ং কৃষ্ণই তাহাদিগের নিকেতনে ভোজন করেন। যে জন কণামাত্র বিপ্রপাদোদক লেহন করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয়। যে নর ভক্তি সহকারে হস্ত দ্বারা দ্বিজাতির পদ ধৌত করে, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, সে সর্ব্বপাতকে মুক্ত। ১—১০। যে নারী পুত্রহীনা আর যে অঙ্গনা মৃতবৎসা তাহারা দ্বিজপাদাম্বু সেবনে সপুত্রা ও জীববৎসা হয়। ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ, সে সমস্তই সাগরে আছে, সেই উদধিতে যত তীর্থ আছে, তাহারা সকলই দ্বিজপদদ্বয়ে বিরাজিত। যাহার মস্তকে দ্বিজাঙ্ঘ্রি-সলিলযুক্ত সেচন হয়, সে সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সে সর্ব্বপাতকে মুক্ত। হে তপোধন শৌনক! তুমি শুন, আমি সর্ব্বপাপপ্রণাশন বিপ্রপাদোদকের মাহাত্ম্য ইতিহাস বলিতেছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরা দ্বাপরযুগে ব্রহ্মহত্যাসংগ্রকৃৎ বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণ ভীম নামে এক শূদ্র ছিল। নিষ্ঠুর সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট গুরু-

শূদ্রাচারপরিভ্রষ্টো ভীমোঽসৌ গুরুতল্পগঃ ॥১৬
প্রত্যেকং বচ্মি কিং তস্য দস্যোঃ সংখ্যা ন বিদ্যতে।
পাপানাং মুনিশার্দ্দূল ভীমস্য দুষ্টচেতসঃ ॥ ১৭
একদা স গতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণস্য নিবেশনম্।
গত্বা তং তস্য গেহাত্তু দ্রব্যং নেতুং মনো দধে
তত্রোবাস ব্রাহ্মণস্য বহির্দ্বারসমীপতঃ।
দৈন্যযুক্তং বচঃ প্রাহ স্বামুরং স তপোধনম্ ॥
ভোঃ স্বামিন্ শৃণু মে বাক্যং দয়ালুরিব মন্যতে
ক্ষুধার্ত্তোঽহং দেহি চান্নং প্রাণা যাস্যন্তি মে দ্রুতম্

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ক্ষুধার্ত্ত শৃণু মে কশ্চিদ্বাক্যং কর্ত্তুং ন বিদ্যতে।
পাকং মে তণ্ডুলান্নিত্যং নীত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখম্
নাস্তি মে জনকো মাতা নাস্তি সুখঃ সহোদরঃ
নাস্তি জায়া মাতৃবন্ধুস্তাঃ সর্ব্বে বিহায় মাম্ ॥
তিষ্ঠাম্যেকো গৃহেঽকর্ম্মা ভাগ্যহীনোঽতিথে হরিঃ।
একো মে বসতশ্চাস্তি ন জানে তদ্বিনা দ্বিজ ॥

ভীম উবাচ।

মম কশ্চিদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাস্তি সেবাং তবাপি চ
শূদ্রোঽহং নিলয়ে জাত্যা কৃত্বা স্থাস্যামি তে সদা ॥ ২৪

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সানন্দঃ স্বামুরস্তদা।
পাকং বিধায় তূর্ণং স দদাবন্নং তপোধন ॥ ২৫
সোঽপি হর্ষসমাযুক্তস্তস্থৌ তত্র দ্বিজালয়ে।
সেবাং কুর্ব্বন্ স্নেহযুক্তাং ভুসুরস্য মনোহরাম্ ॥
অদ্য শ্বো বা হরিষ্যামি দ্রব্যমস্য মমাপি চ।
নেতুং যদা করিষ্যামি নেষ্যামি নাত্র সংশয়ঃ ॥
পরামৃশ্য চ হৃদ্যন্তঃ কৃত্বা তস্য ক্রিয়াং বসেৎ।
পাদধৌতাদিকঞ্চাসৌ শিরসা গতপাতকঃ ॥২৮
আচম্যাত্ত্রিজলং দধ্রে ছদ্মনা প্রত্যহং দ্বিজ ॥
একদা হারকঃ কশ্চিদ্‌দ্রব্যং নেতুং সমাগতঃ।
উদ্‌ঘাট্য রাত্রাববরং গতোঽসৌ তদ্‌গৃহান্তরম্।

তল্পগ্ সেই ভীম এক মহাবেশ্যা সহ বাস করিত। মুনিশার্দ্দূল! প্রত্যেক এক একটী করিয়া আর কি বলিব? সেই দস্যু দুষ্টচেতা ভীমের পাপের সংখ্যা নাই। একদা সে কোনও ব্রাহ্মণের নিবেশনে গমন করিল। সেখানে যাইয়া গৃহস্থিত দ্রব্য লইতে মনোনিবেশ করিল। সে সেই ব্রাহ্মণের বহির্দ্বারসমীপে যাইয়া দৈন্যযুক্ত বচনে সেই তপোধন ভুসুরকে কহিল,—হে স্বামিন্! আমার বাক্য শুনুন; আপনাকে দয়ালুর মত বোধ হইতেছে; আমি ক্ষুধার্ত্ত, দ্রুত অন্ন দিউন, আমার প্রাণ যাইতেছে। ১১—২০। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ক্ষুধার্ত্ত! শুন; আমার পাক করিবার জন্য কেহই নাই। তুমি তণ্ডুল লইয়া যথাসুখে ভোজন কর। আমার জনক বা মাতা নাই, পুত্র-সহোদরও নাই; জায়া বা মাতৃবন্ধু কেহই নাই। সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, মরিয়াছে। অতিথে! আমি ভাগ্যহীন, গৃহে একাকী অকর্ম্মা বাস করিতেছি। একমাত্র হরিই আমার আছেন। তাঁহাকে ভিন্ন জানি না। ভীম বলিল,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমারও কেহই নাই! আমি শূদ্র জাতি; তোমার গৃহে সদা তোমার সেবা করত থাকিব। তপোধন! তাহার এই বাক্য শুনিয়া সেই ভুসুর তখন সানন্দ হইলেন, তিনি তূর্ণ পাক সম্পাদন করিয়া তাহাকে অন্ন দিলেন। সেও ভুসুরের স্নেহের সহিত মনোহর সেবা করত সেই দ্বিজালয়ে হর্ষযুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকিল। অদ্য বা কল্য ইহার দ্রব্য হরণ করিব; আমার কি, আমি যখন মনে করিব তখনই হরণ করিতে পারিব; সংশয় নাই। হৃদয়মধ্যে এইরূপ পরামর্শ করিয়া সে সেই ব্রাহ্মণের সেবা করত বাস করিতে লাগিল। দ্বিজ! সে ছলপূর্ব্বক প্রতিদিনই পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিত এবং সেই জল পানপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিত; ইহাতে সে গতপাতক হইয়াছিল। ২১—২৯। একদা কোনও চোর সেই গৃহে চুরি করিতে আসিল; সে রাত্রিকালে দ্বিজ

দৃষ্ট্বা ভীমঃ প্রহারার্থং দণ্ডহস্তঃ সমাগতঃ।
হারকো মস্তকং তস্য ছিত্ত্বা তূর্ণং পলায়িতঃ ॥৩১
অথ তস্য কৃতা বিষ্ণোঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ।
সমাযাতাস্তথা নেতুং ভীমং তং বীতকিল্বিষম্ ॥
স্যন্দনেনাগতং দিব্যং রাজহংসযুতং দ্বিজ।
তত্রারূঢ়ো যযৌ বিষ্ণোর্ভবনং দুর্লভং কিল ॥৩৩
মাহাত্ম্যং ভূমিদেবস্য ময়া তে তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
শৃণুয়াদ্যো নরো ভক্ত্যা তস্য পাতকনাশনম্ ॥

শৌনক উবাচ।

কথয়স্ব মহাভাগ মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
একাদশীঃ ফলং কিংবা কিল্বিষং স্যাদকুর্ব্বতঃ

সূত উবাচ।

একাদশ্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কিমহং বচ্মি সাম্প্রতম্ ॥
শ্রুত্বা কাদশীনাম যমদূতাশ্চ শঙ্কিতাঃ।
ভবন্তি নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩৭
ব্রতানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠাঞ্চৈকাদশীং শুভাম্
উপোষ্য জাগৃয়াদ্বিষ্ণোঃ কুর্য্যাচ্চ মণ্ডনং মহৎ ॥
তুলসীদলৈর্যো মর্ত্ত্যো হরিপূজাং করোতি বৈ
দলেনৈকেন লভতে কোটিযজ্ঞফলং দ্বিজ ॥৩৯
অগম্যাগমনে চৈব যৎ পাপং সমুদাহৃতম্।
তৎপাপং যাতি বিলয়মেকাদশ্যামুপোষণাৎ ॥
ঘৃতপূর্ণং প্রদীপং যো দদ্যাদ্বিষ্ণুদিনে দ্বিজ।
অন্তে বিষ্ণুপুরং যাতি তমো হত্বা স্বতেজসা ॥
ধন্যা জনপদাস্তে বৈ ধন্যঃ স চ মহীপতিঃ।
হরের্দিনে যস্য রাজ্যে চৈকাদশ্যাং মহোৎসবঃ
নারায়ণস্য শয়নে পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনে।
বিশেষেণ প্রবোধিন্যাং নিরাহারা ভবন্তি যে ॥
মদন্তিকং নানয়ধ্বং প্রাণিনঃ পুণ্যভাগিনঃ।
অহর্নিশং পিতৃপতিঃ সমাদিশতি দূতকান্ ॥৪৪
একাদশী জগন্নাথবল্লভা পুণ্যবর্দ্ধিনী।
বিষ্ণোর্দেহং দহত্যেব তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥৪৫
তেষাং ধিগ্‌জীবনং পুংসাং ধিক্ সৌন্দর্য্যক বর্দ্ধিতাম্।
যেঽন্নমশ্নন্তি পাপিষ্ঠাশ্চৈকাদশ্যাং হি বিষ্ণুভুজঃ

খুলিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম তাহা দেখিয়া দণ্ডহস্তে তাহাকে প্রহার করিবার জন্য যেমন সমাগত হইল, অমনি চোর তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক ত্বরায় পলায়ন করিল। তার পর সেই বীতকিল্বিষ ভীমকে লইয়া যাইবার জন্য সেই বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদাধর দূতগণ সমাগত হইল। দ্বিজ! রাজহংসযুক্ত একখানি দিব্য স্যন্দনও আসিল; সে তাহাতে আরোহণ করিয়া দুর্লভ বিষ্ণুভবনে গমন করিল। এই আমি তোমার নিকটে ভূমিদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; ইহা যে জন শ্রবণ করে, তাহার পাতক নষ্ট হয়। শৌনক বলিলেন,—মহাভাগ! একাদশীর মাহাত্ম্য বল। উহার কিই বা ফল? যে না করে তাহারই বা কি কিল্বিষ হয়? সূত বলিলেন,—সম্প্রতি একাদশীমাহাত্ম্য আমি কি আর বলিব? একাদশী নাম শ্রবণে সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর যমদূতগণও শঙ্কিত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। উপবাস করত জাগরণ ও বিষ্ণুর মহৎ মণ্ডন করিবে। যে মর্ত্ত্য তুলসীদল দ্বারা হরিপূজা করে, দ্বিজ! সে এক একটী পত্রেতেই কোটিযজ্ঞফল লাভ করিতে পারে। অগম্যাগমনে যে পাপ সমুদাহৃত আছে, একাদশীতে উপবাস করিলে সে পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩০—৪০। দ্বিজ যে জন বিষ্ণুদিনে ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ দান করে, সে অন্তে স্বতেজে তমঃ (পাপ) নাশ করিয়া বিষ্ণুপুরে যায়। হরিদিনে যে রাজ্যে মহোৎসব হয়, সেই জনপদ ধন্য; সে রাজা ধন্য। পিতৃপতি যম অহর্নিশ দূতগণকে উপদেশ করেন যে, নারায়ণের শয়নে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ প্রবোধিনীতে (উত্থান একাদশীতে) যাহারা নিরাহার থাকে, সেই সকল পুণ্যভাগী প্রাণিদিগকে মদন্তিকে আনিও না; একাদশী জগন্নাথবল্লভা, পুণ্যবর্দ্ধিনী; ঐ দিনে অন্ন ভক্ষণে বিষ্ণুর দেহই দগ্ধ করা হয়। সেই পুরুষগণের জীবনে ধিক্! সৌন্দর্য্যে ধিক্! আচরণে ধিক্! যে পাপিষ্ঠেরা অন্নভোজী পাপিষ্ঠেরা একা-

একাদশ্যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভুক্তিমাশ্রিত্য কেবলম্।
বহূনি বিবিধান্যেব তিষ্ঠন্তি দুরিতানি চ ॥ ৪৭
অমাবস্যাং যথা স্ত্রীণাং সঙ্গমে কলুষং মহৎ।
একাদশ্যাং তথৈবান্নভক্ষণে বৃজিনং ভবেৎ ॥২৮
রোগিণশ্চ তথা শ্বাসকাসসোদরকুষ্ঠকাঃ।
ভবন্তি প্রাণিনস্তে বৈ তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥৪৯
গ্রামশূকরতাং যান্তি দারিদ্র্যঞ্চ প্রয়ান্তি বৈ।
রাজবদ্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্যামন্নস্য ভক্ষণে ॥ ৫০
সংসারে যানি পাপানি তানি বিপ্র হরের্দিনে।
ভুক্তিমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি জলভক্ষণমাজ্ঞয়া ॥ ৫১
কুর্ব্বতাং সর্ব্বপাপানি নরকান্নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
ন নিষ্কৃতির্ভবেন্নৃণাং ভুঞ্জতাঞ্চ হরের্দিনে ॥ ৫২
নরা যাবন্তি চান্নানি ভুঞ্জতে চ হরের্দিনে।
প্রত্যন্নঞ্চ ব্রহ্মহত্যাকোটিজং বৃজিনং ভবেৎ ॥
পুনর্বচ্মি পুনর্বচ্মি শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নরাঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং
হরের্দিনে ॥৫৪
গঙ্গাদিষু চ তীর্থেষু স্নাত্বা যৎফলমাপ্যতে।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে হি চৈকাদশ্যামুপোষণাৎ ॥৫৫
অর্চ্চয়েদুৎপলমালাভিস্তস্যাঞ্চ কমলাপতিম্।
বিধিবৎ পারণং কৃত্বা ন মাতুর্গর্ভভাজনম্ ॥৫৬
একাদশ্যাং হরের্গেহে করোতি মণ্ডনং দ্বিজ।
পরমাং গতিমাসাদ্য তিষ্ঠেদ্বিষ্ণুনিকেতনে ॥৫৭
একাদশীং সমাসাদ্য নিরাহারা ভবন্তি যে।
তেষাং বিষ্ণুপুরে শশ্বৎস্থানমেব ন সংশয়ঃ ॥৫৮
তুলসীভক্তিসংলীনং মনো যেষাং বিরাজতে।
তেষাং বিষ্ণুপুরে শশ্বৎস্থানমেব ন সংশয়ঃ ॥৫৯
পরদ্রব্যেষ্বভিরুচির্যেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে।
সন্তুষ্টমনসো যেঽপি তেষাং বিষ্ণুপুরং ধ্রুবম্ ॥৬০
দুর্ভিক্ষকালমাসাদ্য প্রাণিভ্যো যে নরোত্তমাঃ
দদত্যন্নং হরেঃ সদ্ম তেষাঞ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৬১
গবাং দ্বিজানাং ত্রাণায় স্বামিনো যোষিতস্তথা।
প্রাণাংস্ত্যজন্তি যে মর্ত্ত্যাস্তেষাং বিষ্ণুপুরং ধ্রুবম্ ॥
প্রাণিভির্দশমীবিদ্ধা ন চোপোষ্যা কদাচন।
পরিহার্য্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দুর্জ্জনস্যান্তিকং যথা ॥৬৩

দশীতে অন্ন ভোজন করে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! একাদশীতে কেবল ভোজন আশ্রয় করিয়াই বিবিধ বহু বহু দুরিত থাকে। অমাবস্যায় যেমন স্ত্রীসঙ্গমে মহৎ কলুষ, তেমনি একাদশীতে অন্ন ভক্ষণে পাপ হয়। সেই দিন অন্ন ভক্ষণে প্রাণিগণ রোগী, কাস, উদর, কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ দিন অন্নভক্ষণে গ্রামশূকরতা ও দারিদ্র্য প্রাপ্ত এবং রাজা কর্তৃক বদ্ধ হয়। ৪৯—৫০। বিপ্র! সংসারে যত কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত হরিদিনে ভোজন আশ্রয় করিয়া থাকে; জলপান করিতে হইলেও গুরু-ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞা অনুসারে কর্ত্তব্য। সর্ব্বপাপকারী নরগণেরও বরং নিষ্কৃতি হইতে পারে, কিন্তু হরিদিনে ভোজনকারীর নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হরিদিনে নরগণ যে পরিমাণ অন্ন ভোজন করে, তাহার প্রতিঅন্নে কোটি ব্রহ্মহত্যা-জনিত বৃজিন হয়। নরগণ! আমি পুনঃপুন বলিতেছি; হরিদিনে ভোজন করিও না, ভোজন করিও না; ভোজন করিও না। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, একাদশী উপবাসে সেই ফলই হয়। সেই দিনে উৎপল-মালা সকল দ্বারা কমলাপতিকে অর্চ্চনা করত বিধিবৎ পারণ করিবে; তাহা হইলে আর মাতৃগর্ভ-ভাজন হইবে না। দ্বিজ! একাদশীতে যে হরিগৃহে মণ্ডন করে, সে পরমা গতি লাভ করত বিষ্ণু-নিকেতনে অবস্থিত হয়। যাহারা একাদশী পাইয়া নিরাহার হয়, তাহাদিগের নিত্যকাল বিষ্ণুপুরেই স্থান হয়, সংশয় নাই। যাহাদিগের পরদ্রব্যে অভিরুচি নাই, আর যাহারা সন্তুষ্টমনা, তাহাদিগের নিশ্চয়ই বিষ্ণুপুরপ্রাপ্তি হয়। ৫১—৬০। যে নরোত্তমগণ দুর্ভিক্ষকালে উপস্থিত হইলে প্রাণিদিগকে অন্ন দান করেন, তাঁহাদিগেরও হরিসদন-প্রাপ্তি হয়, সংশয় নাই। যে মর্ত্ত্যগণ গো, দ্বিজ, স্বামী ও যোষিদ্গণের ত্রাণার্থ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগের বিষ্ণুপুরপ্রাপ্তি

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী সঙ্গতা যদি।
তত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাত্ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ॥
দশমীশেষসংযুক্তো যদি স্যাদরুণোদয়ঃ।
বৈষ্ণবেন ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৬৫
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রা'রুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোহয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥
অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মকামার্থনাশিনী ॥ ৬৭
স্বল্পাঞ্চ দশমীবিদ্ধাং ত্যজেদেকাদশীং বুধঃ।
সুরাবিন্দুসুসম্পর্কাদ্ঘৃতকুম্ভং ত্যজেদ্যথা ॥৬৮
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশ্যাং পুনরেব সা।
উত্তরা যতিভিঃ কার্য্যা পূর্ব্বামুপবসেদ্গৃহী ॥৬৯
একাদশীকলা যত্র দ্বাদশী পরতো ন চেৎ
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যান্তু পারণা ॥৭০
একাদশী বিলুপ্তা চেৎ পরতো দ্বাদশীযুতা।
উপোষ্যা দ্বাদশী পূর্ণা যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
সর্ব্বৈরেবোত্তরা কার্য্যা পরতো দ্বাদশী যদি ॥৭২
একাদশীব্রতে যেষাং মনঃ সংলীয়তে মুধা।
তেষাং স্বর্গে হি বাসোহথ যান্তি তে সদ্মং হরেঃ
একাদশ্যাঃ পরং নাস্তি পরলোকস্য সাধনম্ ॥৭৪
বহুপাপসমাযুক্তঃ করোতি হরিবাসরম্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ৭৫
পতিসহিতা যা যোষিৎ করোতি হরিবাসরম্।
সুপুত্রা স্বামিসুভগা যাতি প্রেত্য হরের্গৃহম্ ॥
যো যচ্ছতি হরেরগ্রে প্রদীপং ভক্তিভাবতঃ।
হরেদিনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৭৭
যাঙ্গনা ভর্ত্তৃসহিতা কুরুতে জাগরং হরেঃ
হরেনিকেতনে তিষ্ঠেচ্চিরং পত্যা সহ দ্বিজ ॥৭৮
যৎকিঞ্চিদ্ধরয়ে বস্তু ভক্ত্যা যচ্ছতি যো দ্বিজ।
হরেদিনে তস্য পুণ্যমক্ষয়ঞ্চৈব সর্ব্বদা ॥ ৭৯
পুরা বৈদর্ভো নাম্না নগরে কাঞ্চনাহ্বয়ে।
ধনেন পুরুসেনাপি রাজকে স ধনেশ্বরঃ ॥৮০

নিশ্চয়। দশমীবিদ্ধা একাদশী কখনই প্রাণিগণের উপবাসযোগ্যা নহে, দুর্জ্জন-সান্নিধ্যের ন্যায় উহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। অরুণোদয় বেলায় যদি দশমী সঙ্গতা হয়, তবে তখন দ্বাদশীই উপোষ্যা হইবে, ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। যদি অরুণোদয়কাল, দশমী-শেষসংযুক্ত হয়, তবে সেদিন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক একাদশী ব্রত কর্ত্তব্য নহে। প্রাতে চারি ঘটিকা (দণ্ড) কাল অরুণোদয় বলিয়া উক্ত হয়, যতিদিগের উহাই স্নানকাল; তখন সমস্ত জলই গঙ্গাজলতুল্য। যদি অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্টা হয়, তবে সে দিন একাদশী করিবে না; কারণ তাহা ধর্ম্মকামার্থ-নাশিনী। সুরাবিন্দু সম্পর্কে যেমন ঘৃত-কুম্ভকে ত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ স্বল্পমাত্র দশমী দ্বারা বিদ্ধা একাদশীকেও বুধ ব্যক্তি বর্জ্জন করিবে। একাদশী যদি পূর্ব্বদিন সম্পূর্ণ থাকিয়া পরদিনও থাকে, তবে যতি-গণের পর দিনই উপবাস কর্ত্তব্য; গৃহী পূর্ব্বদিন উপবাস করিবে। যদি একাদশী কলামাত্র থাকে আর পরদিন দ্বাদশী না থাকে, তবে তাহাতে শত ক্রতুর পুণ্য হয়, ওরূপ হইলে ত্রয়োদশীতেই পারণ করিবে। ৬১—৭০। যদি শেষ ভাগে দ্বাদশীযুক্ত হইয়া একাদশী বিলুপ্তা হয় অর্থাৎ একাদশীর ক্ষয় হইয়া ত্র্যহস্পর্শ হয়, যদি পরমা গতি ইচ্ছা করে, তবে তখন পূর্ণা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে। যদি পূর্ব্বদিন সম্পূর্ণা একাদশী, পরদিন প্রভাতেও আবার সেই একাদশীই থাকে, আর তৎপর দিনে দ্বাদশী থাকে, তবে সকলেরই উক্ত পরদিনেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের একাদশী ব্রতে মন লীন হয় তাহাদিগের স্বর্গে বাস; তাহারা হরিসদনে যায়। একাদশী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরলোকসাধন আর কিছুই নাই। যদি বহু পাপসমাযুক্ত ব্যক্তিও হরিবাসর করে, সে সর্ব্বপাপে বিনির্মুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে যায়। যে যোষিৎ পতি সহ হরিবাসর করে, সে সুপুত্রা, স্বামিসুভগা হয়, মরণান্তে হরিগৃহে যায়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হরিদিনে ভক্তিভাবে যে জন হরির অগ্রে প্রদীপ দান করে, দ্বিজ

তস্য প্রিয়া মহারূপা নাম্না হেমপ্রভা দ্বিজ।
গরীয়ান্ মুখরত্বঞ্চ বর্ত্ততে চ কলের্গুণঃ ॥ ৮১
সা সদা কলহং কুর্য্যাৎ পত্যা সহ তপোধন।
শ্বশুরগুরুজনান্ কামং ভর্ৎসনাং নীচভাষয়া ॥ ৮২
পাকপাত্রে সদাশ্নীয়াদ্গুপ্তা সৈকান্তিকে মলা।
উচ্ছিষ্টং গুরুজনেভ্যশ্চ দদ্যাদ্বৈ প্রতিবাসরম্
জারে সদা স্থিতং চিত্তমহং সাধ্বীতি সা বদেৎ
স্বামিনঃ কলহৈর্বহ্বন্ মনোদ্বেগকরা সদা ॥ ৮৪
একদা চাগতাং দৃষ্ট্বা চকার ভর্ৎসনাঞ্চ তাম্।
ভর্ত্তা তস্যাঃ প্রহারঞ্চ সর্ব্বপাপযুতাং দ্বিজ ॥ ৮৫
সৈব রোষসমাযুক্তা গতা শূন্যগৃহে তু বৈ।
সুপ্তাঽজ্ঞাতা স্থিতা কশ্চিন্ জলান্নং ন চখাদ হ
দৈবাত্তস্য দিনে বিষ্ণোঃ পার্শ্বস্য পরিবর্ত্তনম্।
একাদশীব্রতং বিপ্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮৭
ততঃ প্রভাতে রজনী দ্বাদশী শ্রবণ তা
আগতা তত্র সা নারী রোষনির্ভরমানসা ॥ ৮৮
নিরাহারকৃতাদ্বৈ চ নির্ম্মলং সা বভূব হ।
রাত্রৌ চ পঞ্চতাং যাতা জয়ন্তীবাসরে দ্বিজ ॥ ৮৯
যমাজ্ঞয়া ততো দূতা আগতাস্তাং তথাবিধাম্।
নেতুং ভয়ঙ্করাস্তে চ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ ॥ ৯০
বদ্ধা নেতুং মনশ্চক্রুঃ কৃতান্তসদনং যদা।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ৯১
ছিত্বা পাশং ততো দিব্যে স্যন্দনে তাং গতৈনসম্।
তে বৈ চারোহয়ামাসুর্নির্ম্মলাং ভবনং হরেঃ।
গতা তৈর্বেষ্টিতা সাথ দুর্লভং নির্জ্জরৈঃ শুভম্।
বিষ্ণোর্দিবসমাহাত্ম্যং কথিতং তে দ্বিজর্ষভ।
অনিচ্ছয়াপি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥
একাদশ্যা দিনে মর্ত্ত্যো দীপং দাতুং হরের্গৃহে।

তাহার পুণ্যের সংখ্যা নাই। যে অঙ্গনা ভর্ত্তার সহিত হরির জাগরণ করে, সে চিরকাল পতি সহ হরির নিকেতনে বাস করে। হে দ্বিজ! যে জন ভক্তি সহকারে হরিদিনে হরিকে যৎ কিঞ্চিৎ বস্তুও দান করে, তাহার পুণ্য সতত অক্ষয় জানিবে। ৭১—৭৯। পুরাকালে কাঞ্চন নগরে বল্লভ নামে এক ধনী বাস করিত। সে পুষ্কল ধনে ধনেশ্বরবৎ বিরাজিত ছিল। তাহার অতি রূপবতী হেমপ্রভা নামে প্রিয়া ছিল। দ্বিজ! কলির প্রধান গুণ মুখরতা তাহাতে অতি প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। হে তপোধন! সেই হেমপ্রভা সদা পতি সহ কলহ করিত; মুহুর্মুহু গুরুজনগণকে যথেচ্ছ ভাষায় ভৎর্সনা করিত। সেই পাপীয়সী একান্ত গুপ্তভাবে সদা পাকপাত্রে আহার করিত, প্রতিবাসর গুরুজনকে উচ্ছিষ্ট দিত। তাহার চিত্ত সতত জারেতেই ছিল, কিন্তু সদাই 'আমি সাধ্বী' এই কথা বলিত। কলহ বশত সে সততই স্বামীর মনোদ্বেগকারিণী ছিল। দ্বিজ! একদা (জার সঙ্গ করিয়া) আগতা তাহাকে দেখিয়া তাহার ভর্ত্তা ভৎর্সনা করিল; সেই সর্ব্বপাপযুক্তাকে প্রহারও করিল। তখন সে রোষযুক্ত হইয়া শূন্য গৃহে গমনপূর্ব্বক অজ্ঞাতভাবে সুপ্ত হইয়া রহিল; অন্ন জল কিছুই খাইল না। দৈবাৎ সেই দিন বিষ্ণুর সর্ব্বপাপনাশন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন একাদশীব্রত, পরদিন শ্রবণান্বিতা দ্বাদশী। রোষাবিষ্টচিত্তা সেই নারী প্রভাতে আগমন করিল। কিন্তু সে পূর্ব্বদিন সেই উপবাসের ফলে নির্ম্মলা হইয়াছিল; জয়ন্তীবাসরে রাত্রিতে দৈবাৎ সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ৮০—৮৯। তার পর তথাবিধ সেই নারীকে লইয়া যাইবার জন্য যমের আজ্ঞানুসারে পাশমুদ্গরপাণি ভয়ঙ্কর দূতগণ আগমন করিল। যখন তাহারা তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য মন করিল, তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুদূতগণ আসিল। তাহারা তখন পাশ ছেদনপূর্ব্বক সেই গতৈনস নির্ম্মলা নারীকে দিব্য স্যন্দনে আরোপণ করত হরিভবনে লইয়া গেল। সে সেই দূতগণে বেষ্টিতা হইয়া নির্জরদিগেরও দুর্লভ শুভ ধাম প্রাপ্ত হইল। দ্বিজর্ষভ! বিষ্ণুর দিনের মাহাত্ম্য তোমাকে এই কহিলাম। যে অনিচ্ছায়ও ঐ হরিদিনে উপবাস করে, সে মন্দিরে যায়। যে মর্ত্ত্য একাদশীতে হরিগৃহে

গচ্ছেৎ প্রতিপদং সোঽপি চাশ্বমেধফলাধিকম্‌
শৃণ্বন্তি চ পুরাণাদি পঠন্তি চ হরের্দিনে ।
প্রত্যক্ষরং লভন্তে তে কপিলাদানজং ফলম্‌ ।
ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে হরিবাসরমাহাত্ম্যং
নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কর্ম্মণা কেন ভোঃ সূত চৈনসাং সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ
শ্রীহরেশ্চ কৃপা ভূয়াত্তদ্বদস্বানুকম্পয়া ॥ ১

সূত উবাচ ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি শৃণ্বতাং পাপনাশনম্‌ ।
যেন বিষ্ণোঃ কৃপা স্যাদ্বৈ বৃজিনক্ষয়কারিণী ॥২
পৌর্ণমাস্যান্তু যো বিপ্র ভক্তিভাবসমন্বিতঃ ।
কুর্য্যান্নানাবিধানেন সপর্য্যাং শ্রীজগদ্বিভোঃ ॥৩
কল্মষং তস্য নশ্যেত কোটিজন্মার্জ্জিতং মুনে ।
তস্মিন্ শ্রীরমণস্যাস্ত কৃপা জাতা ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
দ্বাদশ্যামন্নদানং যো ভক্ত্যা কুর্য্যাদ্দ্বিজাতয়ে ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি তমাংসীবারুণোদয়ে ॥ ৫
যো নরঃ শ্রীহরেঃ কুর্য্যাৎস্নপনং পয়সা দ্বিজ ।
তৎপ্রীতিঃ শ্রীহরেঃসদ্যো দ্বাদশ্যাং শর্করাদিভিঃ
মন্ত্রং বিনা তু যো বিপ্র দদ্যাচ্ছ্রীহরয়ে কিল ।
পাষাণসদৃশং পুষ্পং দাতা যাতি অধোগতিম্ ।
অশূরায় চ মূর্খায় পাষাণসদৃশস্তু যৎ ।
দদ্যাদ্দানং নরো যো বৈ তস্য পুণ্যং ন বিদ্যতে
বিদ্যাহীনো দ্বিজো মোহাদ্দানং গৃহ্লাতি মূঢ়ধীঃ
কালানলং যথাজীর্ণং তেন স নিরয়ং ব্রজেৎ ॥৯
যথা দারুময়ো হস্তী মৃগশ্চিত্রময়ো যথা ।
বিদ্যাহীনো দ্বিজো বিপ্র ত্রয়স্তে নামধারকাঃ
যথাধ্বনি স্থিতং বারি পবনার্কেণ শুধ্যতি ।
ভক্ত্যা তু পার্ষদং দৃষ্ট্বা তস্য নশ্যতি কল্মষম্ ।
যো নরশ্চাশ্বিনে মাসি সম্বৃতাং পূর্ণিমাদিনে ।
দদ্যাচ্ছ্রীহরয়ে লাজাং ক্রীড়ার্থন্তু বরাটিকাম্ ।

প্রদীপ দানার্থ গমন করে, সে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধাধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা হরিদিনে পুরাণ সকল শ্রবণ করে বা পাঠ করে, তাহারা প্রতি অক্ষরে কপিলাদানজ ফল প্রাপ্ত হয়। ৯০—৯৬ ।

চতুঃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! কোন্ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরিও প্রীত হন, আর পাপ সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অনুকম্পা প্রকাশে তাহা বল। সূত বলিলেন,—শৌনক! শুন; যাহাতে বিষ্ণুর কৃপা হয় এবং পাপও ক্ষয় পায়, শ্রোতাদিগের পাপনাশন সেই বিষয় আমি বলিতেছি। যে বিপ্র ভক্তিভাবে সমন্বিত হইয়া পৌর্ণমাসীতে নানা বিধানে জগদ্বিভু শ্রীহরির সপর্য্যা করে, মুনে! তাহার কোটি- [illegible]

সেই শ্রীরমণের নিশ্চয়ই কৃপা জন্মে। দ্বাদশীতে যে ভক্তি সহকারে দ্বিজাতিকে অন্ন দান করে, অরুণোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তাহার পাপ সকল নষ্ট হয়। দ্বিজ! যে নর দ্বাদশীতে দুগ্ধ বা শর্করাদি দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করায়, তাহার প্রতি শ্রীহরি সদ্যঃ প্রীত হন। যে বিপ্র মন্ত্র বিনা শ্রীহরিকে পুষ্প দান করে, তাহার সেই পুষ্প পাষাণ সদৃশ, তাহা দ্বারা দাতা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। মূর্খ ব্রাহ্মণকে যদি কেহ পাষাণ সদৃশ দান করে, তবে তাহার তাহাতে পুণ্য হয় না। বিপ্র! বিদ্যাহীন মূঢ় দ্বিজ যদি মোহবশতঃ দান গ্রহণ করে, কালানল যেমন জীর্ণ হয় না, তদ্রূপ তাহাও জীর্ণ হয় না; তাহাতে সে নিরয়ে গমন করে। যেমন দারুময় হস্তী, যেমন চিত্রময় মৃগ, বিদ্যাহীন দ্বিজও তেমনি; এই তিনটী বৃথা নামধারক মাত্র। ১—১০। পথি স্থিত বারি যেমন পবন ও অর্ক দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ হরিপার্ষদিকে ভক্তিসহকারে দর্শন করিলে তাহার কল্মষ নষ্ট হয়। যে নর

ভক্ত্যা যাতি হরেঃ স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ ।
ন দদ্যাদ্যো নরো মোহাত্তস্মিন্নতুষ্টিদো হরিঃ
বরাটিকাং যাবতীং যো হরয়ে পূর্ণিমাদিনে ।
তাবদ্দিনং হরেঃ স্থানকাশ্বিনে স বসেদ্ধ্রুবম্
করবীরপুরে হ্যাসীৎপুরা শূদ্রোঽতি নির্দ্দয়ঃ ।
কালদ্বিজো দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাম্না পাপী ভয়ঙ্করঃ ॥১৫
স্বকার্য্যনিরতঃ সোঽপি স্বামিকার্য্যপ্রণাশকঃ ।
একদা পঞ্চতাং যাতো যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৬
আগতাস্তং সমাসেতুং যমস্য তু নিকেতনম্ ।
বদ্ধা নিন্যুশ্চ তং দৃষ্ট্বা পৃষ্টবান্ সচিবং যমঃ॥১৭

যম উবাচ ।

অস্য কিং বিদ্যতেঽমাত্য কর্ম্মাপি চ শুভাশুভম্
কথয়স্ব সমূলন্তু চিত্রগুপ্ত বিচক্ষণ ॥ ১৮

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

অসৌ পাপী দুরাচারঃ স্বামিকার্য্যপ্রণাশকঃ ।
নাস্তি পুণ্যস্যাণুমাত্রং নরকে পরিপচ্যতাম্ ॥১৯
শতমন্বন্তরং রাজন্নাগযোনৌ চ নিষ্ঠুরঃ ।
পাষাণগৃহমাসাদ্য গূঢ়শ্চাস্তু নিরন্তরম্ ॥ ২০

সূত উবাচ ।

তাবৎকালং ততো বিপ্র নিরয়ে স পপাত হ ।
ততোঽপ্যশ্মগৃহে নাগযোনৌ জাতঃ সুদুঃখিতঃ
একদা চাশ্বিনে মাসি পৌর্ণমাসীদিনে দ্বিজ ।
লাজা বরাটিকা নাগো বিলাৎপ্রাক্ষেপয়দ্বহিঃ ॥
পতিতা সা হরেরগ্রে পাপমস্য স্বয়ং হরিঃ ।
তূর্ণন্তু নাশয়ামাস দয়ালুর্দুঃখনাশকঃ ॥ ২২
কদাচিৎপ্রাপ্তকালস্তু পঞ্চত্বং সা জগাম হ ।
যমদূতাঃ সমানেতুমাগতা বহুশো দ্বিজ ॥ ২৪
বদ্ধা নেতুং যদা চক্রুর্যমস্য সদনং প্রতি ।
তদাগতা বিষ্ণুদূতাঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ ॥ ২৫
পাশং ছিত্বা রথে দিব্যে তমাশু গতকিল্বিষম্ ।
তত্র চারোপয়ামাসুর্যমদূতাঃ পলায়িতাঃ ॥ ২৬
ততো নিকেতনং বিষ্ণোর্নাগস্তৈর্বেষ্টিতো যযৌ
তত্র তস্থৌ হরেরগ্রে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৭

আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা দিনে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকে লাজ (খই) এবং ক্রীড়ার্থ বরাটিকা (কড়ি) দান করে, সে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হরি-স্থানে যায়। যে নর মোহবশতঃ উহা দান না করে, হরি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। উক্ত আশ্বিনপূর্ণিমা দিনে যে, যে পরিমাণ বরাটিকা দান করে, সে নিশ্চয় তাবৎ দিন হরিস্থানে বাস করে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে করবীরপুরে কালদ্বিজ নামে অতি নির্দ্দয় ভয়ঙ্কর পাপী এক শূদ্র বাস করিত। সে স্বকার্য্যনিরত, কিন্তু স্বামিকার্য্যপ্রণাশক ছিল। একদা সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে যমের নিকেতনে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইল এবং বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। যম তাহাকে দেখিয়া সচিবের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন। যম বলিলেন হে বিচক্ষণ অমাত্য চিত্রগুপ্ত! ইহার কি কি শুভাশুভ কর্ম্ম আছে, তাহা আমূল বল। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—এ পাপী দুরাচার, স্বামি-কার্য্যপ্রণাশক; ইহার পুণ্য অণুমাত্রও নাই; নরকে পচ্যমান হউক। রাজন্ নিষ্ঠুর শত মন্বন্তর কাল নাগযোনিতে পাষাণগৃহে নিরন্তর গূঢ় থাকুক। ১১—২০। সূত বলিবেন,—বিপ্র! সে তাবৎকাল নিরয়ে পড়িয়াছিল, তার পর অশ্মগৃহে নাগ-যোনিতে জন্মিয়া সুদুঃখিত ভাবে রহিল। দ্বিজ! একদা আশ্বিন মাসে পৌর্ণমাসী দিনে সেই নাগ কতকগুলি লাজ ও বরাটিকা বিল হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিল, তাহা হরির অগ্রে পতিত হইল। দয়ালু, দুঃখ-নাশক হরি তৎক্ষণাৎ তাহার পাপ নাশ করিলেন। সে কদাচিৎ প্রাপ্তকাল হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। দ্বিজ! তখন বহু যমদূত তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল, যখন তাহারা তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিল, সেই সময় শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আশু সেই গতকিল্বিষকে পাশ ছেদনপূর্ব্বক দিব্যরথে আরোপণ করিল। যমদূতগণ পলাইল। তার পর নাগ সেই দূতগণে বেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুর নিকেতনে যাইল।

ভক্ত্যা যো হরয়ে দদ্যাল্লাজাঞ্চ সঘৃতং দ্বিজ।
বরাটিকাং তস্য পুণ্যং ন জানে কিং ভবেদ্
ধ্রুবম্ ॥ ২৮

য ইমং শৃণুয়াদ্বিপ্র চাধ্যায়ং পাপনাশনম্।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি শ্রীহরেঃ কৃপয়াপি চ ॥২৯

শৌনক উবাচ।

বিষ্ণুপাদোদকস্যাপি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
কথয়স্ব মহাপ্রাজ্ঞ সমূলং মে কৃপার্ণব ॥ ৩০

সূত উবাচ।

সমস্তপাতকধ্বংসি বিষ্ণুপাদোদকং শুভম্।
কণমাত্রং বহেদ্যস্তু সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥৩১
বিষ্ণুপাদোদকং পাপী যঃ পিবেত্তস্য কল্মষম্।
শরীরস্থং ক্ষয়ং যাতি কৃতং ব্রহ্মন্ন সংশয়ঃ ॥৩২
বিষ্ণুপাদোদকং ব্রহ্মন্ স্পর্শনাৎপাপনাশনম্।
অকালমরণং নাস্তি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥৩৩
তুলসীপর্ণসংযুক্তং বিষ্ণুপাদোদকং দ্বিজ।
যো বহেচ্ছিরসা ভক্ত্যা চান্তে যাতি হরের্গৃহম্

মেরুতুল্যসুবর্ণানি দত্ত্বা যৎফলমাপ্যতে।
হরিপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা প্রাপ্যতে তৎফলং
নরৈঃ ॥ ৩৫
ধেনুকোটিসহস্রাণি যৎফলং লভতে নরৈঃ।
দত্ত্বা পাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তৎফলং প্রাপ্যতে
ধ্রুবম্ ॥ ৩৬
যজ্ঞকোটিসহস্রাণি কৃত্বা যৎফলমাপ্যতে।
হরিপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তস্মাৎ কোটিগুণংনরৈঃ
কোটিকন্যাপ্রদানেন যৎফলং লভ্যতে জনৈঃ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা ফলং তস্মাদ্দ্বিজাধিকম্
দন্তিকোটিপ্রদানেন রত্নকোটিপ্রদানতঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃস্পৃষ্ট্বা পাদোদকং হরেঃ
দত্ত্বা মর্ত্ত্যঃ সপ্তদ্বীপাং সশস্যাং যৎফলং লভেৎ
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা তস্মাদ্বিপ্রাধিকং লভেৎ
শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাদধিকং কিমু।
বিষ্ণুপাদোদকং স্পৃষ্ট্বা পাপী যাতি হরের্গৃহম্ ॥

শৌনক উবাচ।

স্পৃষ্ট্বা পীত্বা পুরা কেন গিনাপ্রাপি বৈ গৃহম্

সেখানে হরির অগ্রে পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া থাকিল। দ্বিজ! যে ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে সঘৃত লাজ দান করে, আর বরাটিকাও দেয়, তাহার যে কি পুণ্য হয়, তাহা নিশ্চয় জানি না। বিপ্র! এই পাপনাশন অধ্যায় যে শ্রবণ করে, শ্রীহরির কৃপায় তাহার সকল পাপই নষ্ট হয়। শৌনক বলিলেন,—হে কৃপার্ণব মহাপ্রাজ্ঞ! বিষ্ণুপাদোদকের পাপনাশন মাহাত্ম্যও আমাকে আমূল বলুন। ২১—৩০। সূত বলিলেন,—সমস্ত পাতকধ্বংসি শুভ বিষ্ণুপাদোদক যে জন কণামাত্রও বহন করে, সে সর্ব্বতীর্থের ফল পায়। যে পাপী বিষ্ণুপাদোদক পান করে, তাহার শরীরস্থ পাপ ক্ষয় পায়; ব্রহ্মন্! ইহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মন্! পাপনাশন বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শনে অকালমরণ থাকে না, গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। দ্বিজ! তুলসীপর্ণসংযুক্ত বিষ্ণুপাদোদক যে ভক্তি সহকারে শিরে বহন করে, সে অন্তে হরিগৃহে যায়। মেরুতুল্য সুবর্ণ দান করিলে যে ফল পাওয়া যায়, নর হরিপাদোদক স্পর্শ করিয়া সেই ফলই পায়। সহস্রকোটি ধেনু দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, পাদোদক স্পর্শ করিয়া নিশ্চয়ই সেই ফল পায়। নর সহস্রকোটী যজ্ঞ করিয়া যে ফল পায়, হরিপাদোদক স্পর্শের ফল তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক। জনগণ কোটি কন্যা প্রদানে যে ফল পায়, হে দ্বিজ! বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। কোটি দন্তী প্রদান বা রত্নকোটি প্রদান করিলেও যে ফল পাওয়া যায় না, মর্ত্ত্য হরির পাদোদক স্পর্শ করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হয়। মর্ত্ত্য সশস্যা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দান করিলে যে ফল পায়, বিপ্র! বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। শুন, বিপ্র! সংক্ষেপে বলিতেছি, অধিক আর কি বলিব! বিষ্ণুপাদোদক স্পর্শ করিয়া পাপী হরির গৃহে যায়। ৩০—৪১ ॥ শৌনক বলিলেন,—

কথয়স্ব হরেঃ সূত মম স্নেহানুকম্পয়া ॥ ৪২

সূত উবাচ।

পুরা ত্রেতাযুগে পাপী নাম্না বিপ্রঃ সুদর্শনঃ।
জনার্দ্দনদিনে নিত্যমশ্নীয়াৎ স দ্বিজোত্তম ॥৪৩
শাস্ত্রনিন্দাকরো নিত্যং ব্রতনিন্দাকরঃ সদা।
অন্যদ্ব্রহ্ম জানাতি কেবলং স্বোদরং বিনা ॥৪৪
একদা প্রাপ্তকালস্তু নিধনং প্রাপ্তবান্ দ্বিজ।
যমদূতাঃ সমায়াতা বদ্ধা নীতো যমালয়ম্ ॥৪৫
তং দৃষ্ট্বা যমুনাভ্রাতা পপ্রচ্ছ সচিবং রুষা।
হোহমাত্য চাস্য যৎপুণ্যং পাপং বদ সমূলতঃ
অসৌ বিপ্রো মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মেব দৃশ্যতে ॥

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

আকর্ণয় চাস্য পাপং পুণ্যং নাস্ত্যণুমাত্রকম্।
বাসরেঽপি হরের্নিত্যমকরোদ্ভোজনং বিভো ॥
বাসরে কমলাভর্ত্তুশ্চাশ্নীয়াদ্যো নরাধমঃ।
পুরীষং সোঽশ্নিয়াত্রাজন্নিরয়ং যাতি দারুণম্ ॥
মন্বন্তরশতং দেহি স্থানন্তু নিরয়েঽপ্যয়ম্।
গ্রামক্রোড়স্য যোনৌ হি ততো জন্ম ভবিষ্যতি ॥

সূত উবাচ।

যমাজ্ঞয়া ততো বিপ্র তস্য দূতৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।
পাতিতস্তু পুরীষে বৈ মন্বন্তরশতাধিকম্ ॥ ৫১
ততো মুক্তোঽভবচ্চাসৌ পৃথিব্যাং গ্রামশূকরঃ
চিরং নরকভক্ষোঽভূদ্ধরিবাসরভোজনাৎ ॥ ৫২
ততো বিপ্র প্রাপ্তকালঃ পঞ্চত্বং স জগাম হ।
কাকযোনৌ পুনর্জন্ম লেভেঽসৌ বিড়ভুক্ সদা ॥ ৫৩

একস্মিন্ দিবসে বিপ্র শ্রীহরেশ্চরণোদকম্ ॥
দ্বারদেশে স্থিতং পীত্বা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৪
তস্মিন্নেব দিনে কাকঃ পতিতঃ শবরস্য চ।
কালে মৃত্যুদশাং প্রাপ্তো ব্যাধেন বায়সোঽপি চ
আগতে স্যন্দনে দিব্যে রাজহংসযুতে শুভে।
আরুহ্য বলিভুগ্বিপ্র যযৌ স হরিমন্দিরম্ ॥ ৫৬
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং কথিতং পাপনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপী তস্য পাপং বিনশ্যতি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বিষ্ণুচরণোদকমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সূত। পুরাকালে স্পর্শ বা পান করিয়া কোন্ প্রাণী হরির গৃহে গিয়াছিল, আমাকে অনুকম্পাপূর্ব্বক বল। সূত বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! ত্রেতাযুগে সুদর্শন নামে এক বিপ্র ছিল। সে নিত্য জনার্দ্দনদিনে আহার করিত। সে নিত্য শাস্ত্র নিন্দা করিত, সদা ব্রত নিন্দা করিত; কেবল স্বোদর ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। দ্বিজ! একদা সে প্রাপ্তকাল হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। যমদূতগণ সমায়াত হইয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক যমালয়ে লইয়া গেল। যমুনাভ্রাতা তাহাকে দেখিয়া সরোষে সচিবকে প্রশ্ন করিলেন,—ওহে অমাত্য! ইহার পাপ-পুণ্য যাহা আছে, তুমি সমূলে বল। এ বিপ্র মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মার মত লক্ষিত হইতেছে। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—শুনুন, ইহার পাপই আছে, পুণ্য অণুমাত্রও নাই। বিভো! হরিবাসরেও নিত্য ভোজন করিয়াছে। রাজন্! কমলাভর্ত্তার বাসরে যে নরাধম অশন করে, সে পুরীষ অশন করিবে, সে দারুণ নিরয়ে যায়। ইহাকেও শত মন্বন্তর নিরয়ে বাস দিউন। তার পর গ্রামশূকর-যোনিতে জন্ম হইবে। ৪২—৫০। সূত বলিলেন;—বিপ্র! তার পর যমের আজ্ঞায় তদীয় ভয়ঙ্কর দূতগণ কর্ত্তৃক শত মন্বন্তরাধিক কাল পুরীষকুণ্ডে পাতিত রহিল। পরে সে তাহা হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু পৃথিবীতে গ্রামশূকর হইয়া জন্মিল। হরিবাসরে ভোজন জন্য এইরূপে সে চির-কাল নরকভক্ষ হইল। বিপ্র! তার পর কালপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল। পুনরায় কাকযোনিতে জন্মিয়া সতত বিষ্ঠাভোজী হইল। বিপ্র! সে একদিন দ্বারদেশে স্থিত শ্রীহরির চরণোদক পান করিয়া সর্ব্বপাপ-বিবর্জ্জিত হইল। সেই দিনই সেই কাক শবরের দৃষ্টিগোচরে পতিত হইলে, কালবশে ব্যাধহস্তে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইল।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

অগম্যাগমনং সূত কুর্য্যাদ্‌যো বৈ বিমোহিতঃ
তস্য শুদ্ধির্ভবেৎ কেন কথয়স্ব সমূলতঃ ॥ ১

সূত উবাচ ।

অভিগচ্ছতি চাণ্ডালীং শ্বপাকীং যো দ্বিজোত্তম
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যং চরেত্ততঃ ॥ ২
সশিখং বপনঞ্চৈব দদ্যাদ্‌গোদ্বয়মেব চ ।
যথার্থদক্ষিণাং দত্ত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি স দ্বিজঃ
ক্ষত্রিয়ো বাপি চাণ্ডালীং বৈশ্যো বা যদি
গচ্ছতি ।
প্রাজাপত্যং সকৃচ্চ দদ্যাদ্‌গোমিথুনদ্বয়ম্ ॥ ৪
অভিগচ্ছতি শূদ্রো হি শ্বপাকীঞ্চ তপোধন ।

হণ করত সেই বলিভুক্ হরিমন্দিরে প্রস্থান করিল। পাদোদকের পাপনাশন মাহাত্ম্য এই কহিলাম। যে পাপী নর ইহা শ্রবণ করে, তাহার পাপ বিনষ্ট হয়। ৫১—৫৭।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৫।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—সূত! যে বিমোহিত হইয়া অগম্যা গমন করে, তাহার কিসে শুদ্ধি হয়, আমাকে সমূল বল। সূত বলিলেন,—যে দ্বিজ চাণ্ডালী অভিগমন করে, সে উপবাসত্রয় করিবে, পরে প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিবে, সশিখ বপন করিবে; গোদ্বয় দান করিবে; যথার্থ দক্ষিণা সহ এই সকল করিলে সে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও যদি চাণ্ডালী গমন করে, তবে তাহার সকৃচ্চ প্রাজাপত্য করিতে হইবে, আর দুইটী গো-মিথুনও দান করিতে হইবে। তপোধন! যদি শূদ্র চাণ্ডালী অনুগমন করে, তবে চারি গোমিথুন দান ও প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; যদি মোহবশে মাতা ভগিনী

চতুর্গোমিথুনং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যব্রতং চরেৎ ।
মাতরং যদি বা গচ্ছেদ্ভগিনীং স্বসুতামপি ।
বধূঞ্চ মোহিতো গচ্ছেৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি বাচরেৎ ॥ ৬
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কৃত্বা দদ্যাদ্‌গোমিথুনত্রয়ম্ ।
সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ।
হুতে হুতাশে তথাপ্যত্র শুধ্যত্যেবং তপোধন ।
পিতৃদারান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মাতুশ্চ ভগিনীং তথা ।
গুরুপত্নীং মাতুলানীং ভ্রাতৃভার্য্যাং স্বগোত্রজাম্
যদি গচ্ছতি মোহেন প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ।
চান্দ্রায়ণত্রয়ং ব্রহ্মন্ পঞ্চ গোমিথুনানি চ ।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
গাঞ্চ গচ্ছতি যো মূঢ় উপবাসত্রয়ং চরেৎ ।
ধেনুং দদ্যাত্তথা চান্নং শুধ্যত্যেবং ন সংশয়ঃ ।
বেশ্যাং খরীং শূকরীঞ্চ বানরীং মহিষীং দ্বিজ
আকণ্ঠতঃ সমাক্লপ্য গোময়োদককর্দ্দমে ।
তত্র তিষ্ঠেন্নিরাহারস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ১২
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্র্যহঞ্চোপবসেৎ পুনঃ ।

স্বসুতা বা বধূ গমন করে তবে তিন কৃচ্ছ্র আচরণ করিবে; আর তিনটী চান্দ্রায়ণ করিয়া গোমিথুনত্রয় দান করিবে। সশিখ বপন করিয়া পরে পঞ্চগব্য পান করিবে। তপোধন! তার পর আবার অগ্নিতে হোম করিবে। এইরূপ করিলে তবে শুদ্ধ হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পিতৃদারগণকে আর মাতার ভগিনী, গুরুপত্নী, মাতুলানী, ভ্রাতৃভার্য্যা, স্বগোত্রজা, ইহাদিগকে যদি মোহবশত গমন করে, তবে প্রাজাপত্যদ্বয় করিবে। ব্রহ্মন্! আর চান্দ্রায়ণত্রয় ও পঞ্চ গোমিথুন দান করিবে। এরূপ করিলে তবে শুদ্ধ হইতে পারে; তাহাতে সংশয় নাই। যে মূঢ় গো গমন করে, সে উপবাসত্রয় করিবে, আর ধেনু ও অন্ন দান করিবে; তাহাতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সন্দেহ নাই। দ্বিজ! বেশ্যা, খরী, শূকরী, বানরী ও মহিষী গমন করিলে গোময়োদককর্দ্দমে আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া তিন রাত্রি নিরাহার থাকিবে, তাহাতে শুদ্ধ হয়; আর পুনরায় সশিখ বপন

একরাত্রং জলে স্থিত্বা শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ।
ব্রাহ্মণীন্তু যদা গচ্ছেদ্যো নরঃ কামমোহিতঃ ।
প্রাজাপত্যত্রয়ং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ং তথা ।
গোত্রয়ন্তু তথা দদ্যাচ্ছুধ্যতে চ তপোধন ॥ ১৪
ব্রাহ্মণী পঞ্চগব্যন্তু পঞ্চরাত্রং পিবেদ্দ্বিজ ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥১৫
পরাঙ্গনাং যদা গচ্ছেৎকৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ।
যথার্গলা তথা যোষিত্তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৬
বর্ণবাহ্যাং তথা নীচামনুগচ্ছেৎসকৃন্নরঃ ।
প্রাজাপত্যং চরেৎকৃচ্ছ্রং শুধ্যত্যেব ন সংশয়ঃ
অঙ্গারসদৃশী যোষিৎ সর্পিঃকুম্ভসমঃ পুমান ।
তস্যাঃ পরিসরে ব্রহ্মন্ স্থাতব্যং ন কদাচন ॥১৮
জারেণ জনয়েদ্গর্ভং যা চ নারী কুলান্তকা ।
ত্যাজ্যা সা সর্ব্বদা ব্রহ্মংস্তত্র দোষো ন বিদ্যতে
যা চ নারী গৃহাদ্গচ্ছেত্ত্যক্ত্বা বন্ধুন্ স্বকানপি ।
নষ্টা সা চ কুলভ্রষ্টা ন তস্যাঃ সঙ্গমঃ পুমঃ ॥২০

যা তু নারী যদা গচ্ছেন্মোহিতা পরপুরুষম্ ।
প্রাজাপত্যং চরেৎকৃচ্ছ্রং পঞ্চগব্যং পিবেত্তথা ।
গোদ্বয়ন্তু তদা দদ্যাচ্ছুধ্যত্যেব নসংশয়ঃ ॥ ২১
ব্রাহ্মণী বালিশা ব্রহ্মন্মোহিতা পরপুরুষম্ ।
যদা গচ্ছেত্তদা ত্যাজ্যা জনৈর্দোষো ন
বিদ্যতে ॥ ২২
যো গচ্ছেদ্ব্রাহ্মণীং বিপ্র ভূসুরঃ কামমোহিতঃ
গোতিলাংশ্চ তথা দদ্যাচ্ছুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥
সূত উবাচ।
অজ্ঞানাৎপ্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাংসংস্পৃশ্য বৈ পুনঃ
যথা শুদ্ধির্ভবেত্তেষাং কথয়ামি শৃণু দ্বিজ ॥২৪
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাত্তীর্থাভিগমনং মুনে ।
বৃষৈকাদশদানঞ্চ সশিখং বপনং ততঃ ॥ ২৫
গত্বা চতুষ্টয়ং সর্ব্বং প্রাজাপত্যব্রতং তথা ।
গোদ্বয়ন্তু ততো দদ্যাৎপঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু শুধ্যত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥

করিয়া ত্র্যহ উপবাস করিবে, একরাত্র জলে থাকিবে ; তাহাতে শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। তপোধন! যদি নর কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে প্রাজাপত্যত্রয়, চান্দ্রায়ণত্রয় এবং গোত্রয় দান করিবে। তাহাতে শুদ্ধ হইবে। আর সেই ব্রাহ্মণী পঞ্চ রাত্র পঞ্চ গব্য পান করিবে ও গোদ্বয় দক্ষিণা দিবে ; তাহাতে শুদ্ধ হইবে। সংশয় নাই। যখন পরাঙ্গনা গমন করিবে, তখন কৃচ্ছ্র সান্তপন করিবে। যেমন অর্গলা, যোষিৎও তেমনি ; অতএব তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। নর যদি বর্ণবাহ্যা নীচা নারী সকৃৎ অনুগমন করে, তবে কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য করিবে। তাহাতেই শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। যোষিৎ অঙ্গারসদৃশী, পুরুষ সর্পিঃ-কুম্ভসম ; ব্রহ্মন্! অতএব কখন তাহার নিকটে থাকিবে না। যে কুলান্তকা নারী তাহার দ্বারা গর্ভ জন্মায়, ব্রহ্মন্! সে সর্ব্বথা ত্যাজ্যা ; তাহাতে দোষ নাই। যে নারী স্বকীয় বন্ধুগণকেও ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে গমন করে, সে নষ্টা কুলভ্রষ্টা ; পুনরায় তাহার সঙ্গম করিবে না। ১১—২০। যদি কোন নারী কখন মোহিতা হইয়া পরপুরুষ গমন করে, তবে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য ও পঞ্চগব্য পান করিবে। আর গোদ্বয়ও দান করিবে ; তাহাতে শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রহ্মন্! বালিশা ব্রাহ্মণী যখন 'পরপুরুষ' গমন করিবে, তখন সে জনগণের ত্যাজ্যা ; তাহাতে দোষ নাই। বিপ্র! যে ভূসুর কামমোহিত হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, সে গো এবং তিল দান করিবে তাহাতে শুদ্ধ হইবে সংশয় নাই। সূত বলিলেন,—দ্বিজ! অজ্ঞান বা মোহবশে যদি বিণ্মূত্র ভক্ষণ করে, কিম্বা সুরা স্পর্শ করে, তবে তাহাদিগের যেরূপে শুদ্ধি হইবে, তাহা কহিতেছি, শুন। মুনে! প্রাজাপত্য-দ্বয় এবং তীর্থাভিগমন করিবে, একাদশটী বৃষ দান ও পরে সশিখ বপন করিবে, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য করিয়া পুনরায় প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া গোদ্বয় দান করিবে। পরে পঞ্চগব্য পান করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে শুদ্ধ হইবে ; সংশয় নাই। যদি কোন নর

চাণ্ডালান্নং জলঞ্চৈব জ্ঞানতোহপি বিপত্তিষু।
যদি ভুঙ্ক্তে নরঃ কশ্চিৎকৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ
সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং ততঃ পিবেৎ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাবো দেয়া বিপ্রো বর্ণানুক্রমাৎ ॥ ২৯
বৃষলান্নং সূতকান্নং ভোজনান্নং জলঞ্চ বৈ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টং যদা ভুঙ্ক্তে জ্ঞানতো বা বিপ-
ত্তিষু ॥ ৩০
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ং তথা।
গোযানন্তু ততো দদ্যাৎপঞ্চগব্যং পিবেদ্দ্বিজ ॥৩১
কৃত্বা হুত্বৌ বহূন্ বিপ্রান্ ভোজ্য শুদ্ধো
ভবেদ্ধ্রুবম্।
আখুনকুলমার্জ্জারৈরন্নং চেদ্ভক্ষিতং দ্বিজ।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে চ ন সংশয়ঃ
পলাণ্ডুং লশুনং শিগ্রুমলাবুং গৃঞ্জনং পলম্।
ভুঙ্ক্তে যো বৈ নরো ব্রহ্মন্ ব্রতং চান্দ্রায়ণং
চরেৎ।
মদ্যমাংসপ্রিয়ং শূদ্রং বর্জ্জয়েদ্বিপ্র দূরতঃ ॥ ৩৪
দ্বিজসেবানুরক্তা যে মদ্যমাংসবিবর্জ্জিতাঃ।
দানস্বকর্ম্মনিরতাস্তে জ্ঞেয়া বৃষলোত্তমাঃ ॥ ৩৫
অজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে বিপ্র সূতকে মৃতকে যদি।
গায়ত্র্যা দশভির্বিপ্রঃ সহস্রৈশ্চ শুচির্ভবেৎ ॥৩৬
সহস্রপঞ্চকৈঃ ক্ষত্রো বৈশ্যশ্চৈব সহস্রকৈঃ।
পঞ্চগব্যৈর্ভবেচ্ছুদ্ধো বৃষলোহপি তপোধন ॥৩৭
আজ্যন্তু তোয়ং নীচস্য ভাণ্ডস্থং দধি যঃ পিবেৎ
অজ্ঞানতোহপি যো বর্ণঃ প্রাজাপত্যব্রতং
চরেৎ।
দানং বহুতরং দদ্যাচ্ছুদ্ধো হুত্বৌ যথাবিধি ॥৩৮
শূদ্রাণাং নোপবাসোহপি দানেনৈব বিশুধ্যতি
সশিখং বপনং কুর্য্যাদহোরাত্রোপবাসতঃ ॥ ৩৯
নীচৈর্দণ্ডাদিভিশ্চৈব তাড়িতো যো নরো দ্বিজ
প্রাজাপত্যং ব্রতং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতন্তু বা ॥৪০
সশিখং বপনঞ্চৈব পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ।
গোদ্বয়ন্তু ততো দদ্যাদ্ধ্যগ্নৌ চান্নাদিকং হুতম্
মদ্যপানং গৃহে বিপ্র জ্ঞানতোহপি যদৃচ্ছয়া।

চণ্ডালের অন্ন বা জল বিপত্তিকালেও জ্ঞানতঃ ভক্ষণ করে, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিবে। পরে সশিখ বপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুক্রমে একটী, দুইটী, তিনটী বা চারিটী গো দান করিবে। দ্বিজ! বৃষলান্ন, সূতকান্ন, ভোজনাবশিষ্ট অন্ন বা জল, আর শূদ্রোচ্ছিষ্ট যদি বিপত্তি-কালেও জ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে প্রাজা-পত্যদ্বয় ও চান্দ্রায়ণত্রয় করিবে। পরে গোদ্বয় দান ও পঞ্চগব্য পান করিবে। অনন্তর অগ্নিতে হোম করিয়া বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। তাহাতে নিশ্চয় শুদ্ধ হইবে। ২১—৩১। দ্বিজ! যদি আখু, নকুল বা মার্জ্জার কর্ত্তৃক অন্ন ভক্ষিত হয়, তবে তিলদর্ভোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে; সংশয় নাই। ব্রহ্মন্! যে নর পলাণ্ডু, লশুন, শিগ্রু, অলাবু, গৃঞ্জন এবং পল (বৃথামাংস) ভোজন করে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। বিপ্র! মদ্য-মাংসরত শূদ্রকে দূরতঃ বর্জ্জন করিবে। যাহারা দ্বিজসেবানু-রক্ত, মদ্য-মাংস-বর্জ্জিত এবং দান ও স্বকর্ম্ম-নিরত, তাহারাই বৃষলদিগের মধ্যে উত্তম বলিয়া বিজ্ঞেয়। হে বিপ্র! যদি অজ্ঞান-বশতঃ সূতকে বা মৃতকে ভোজন করে, তবে গায়ত্রীর দশ সহস্র জপে ব্রাহ্মণ, পঞ্চ সহস্র জপে ক্ষত্রিয়, সহস্র জপে বৈশ্য এবং হে তপোধন! পঞ্চগব্য পানে বৃষল শুদ্ধ হইতে পারে। নীচজনের ভাণ্ডস্থিত আজ্য, তোয় বা দধি যে বর্ণ অজ্ঞানতঃ পান করে, সে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। বহুতর দান ও যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে। শূদ্রদিগের উপবাসও করিতে হইবে না, কেবল দান দ্বারাই বিশুদ্ধ হইবে। অন্য বর্ণত্রয় সশিখ বপন ও অহোরাত্র উপবাস করিবে। যে দ্বিজ নীচ কর্ত্তৃক দণ্ডাদি দ্বারা তাড়িত হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত বা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; পরে সশিখ বপন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে এবং গো-দ্বয় দান করিবে আর অগ্নিতে হোম ও ব্রাহ্মণ

যদি ভুঙ্ক্তে নরঃ কশ্চিৎপাত্যঃ সোঽপি কুলাদ্বহিঃ
গোবীজহন্তা যো বিপ্রচ্ছেদকশ্চ দলস্ত চ।
স্বর্ণস্তেয়ী ভবেৎকৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ ॥৪৪
সশিখং বপনং কৃত্বা পঞ্চগব্যং তথা পিবেৎ।
যথাবিধি হুতকাগ্নৌ দদ্যাদ্ধেনুত্রয়ং তথা ॥ ৪৪
তস্য ভুক্তং জলঞ্চৈব গ্রাহ্যং স্যাদ্বৈ তপোধন।
প্রাতস্ত্র্যহন্ত চাশ্নীয়াত্ত্র্যহং সায়মযাচিতম্।
ত্র্যহঞ্চৈব তু নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যমিদং ব্রতম্
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্
দিনদ্বয়ং পিবেদ্বিপ্র চৈকরাত্রমুপোষিতঃ।
সর্ব্বপাপহরং কৃচ্ছ্রং মুনে সান্তপনং স্মৃতম্ ॥৪৭
গ্রাসং ত্র্যহন্ত চৈকৈকং প্রাতঃ সায়মযাচিতম্।
অন্যাত্ত্র্যহঞ্চোপবসেদতিকৃচ্ছ্রমিদং স্মৃতম্ ॥৪৮
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণং জলং ক্ষীরং ঘৃতং দ্বিজ

ভোজনও করাইবে। বিপ্র! যদৃচ্ছাক্রমে যদি কোনও নর মদ্য পান কিম্বা জ্ঞানতঃ হীনবর্ণের অন্ন ভোজন করে, তবে সেই নরকেও কুল হইতে পাতিত করা কর্ত্তব্য। বিপ্র! গোহন্তা, বীজহন্তা বা বৃত্তিচ্ছেদী এবং স্বর্ণস্তেয়ী হইলে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্যত্রয় আচরণ করিবে; সশিখ বপন করিয়া পঞ্চগব্যও পান করিবে। আর অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিয়া ধেনুত্রয় দান করিবে। তপোধন! এরূপ করিলে তাহার অন্ন ও জল গ্রাহ্য হইবে। ৩২—৪৫। প্রাতঃকালে ত্র্যহ, সায়ংকালে ত্র্যহ অযাচিত ভোজন করিবে। আর ত্র্যহ অশন করিবে না। এই ব্রতের নাম প্রাজাপত্য ব্রত। বিপ্র! গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক দুই দিন পান করিয়া থাকিবে, আর তৃতীয় দিন উপবাস করিবে; মুনে! ইহা সর্ব্বপাপহর কৃচ্ছ্র সান্তপন বলিয়া স্মৃত হয়। তিন দিন প্রাতঃকালে ও তিন দিন সায়ংকালে অযাচিত এক এক গ্রাস আহার করিবে; আর তিন দিন উপবাস করিবে। ইহা অতিকৃচ্ছ্র বলিয়া স্মৃত হয়। প্রতিত্র্যহ উষ্ণ জল, ক্ষীর ও ঘৃত

সকৃৎস্নায়ী তপ্তকৃচ্ছ্রং স্মৃতং পাপহরং মুনে ॥৪৯
অভোজনং দ্বাদশাহং কৃচ্ছ্রোঽয়ং পাপনাশনঃ।
পরাকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ প্রসিদ্ধশ্চ তপোধন ॥৫০
একৈকং বর্দ্ধয়েৎপিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ
ইন্দুক্ষয়ে ন ভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণব্রতং স্মৃতম্ ॥৫১
অশ্নীয়াচ্চতুরঃ প্রাতঃ পিণ্ডান্ বিপ্র সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে চার্কে শিশুচান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥
কুষ্মাণ্ডঘাতিনী নারী পঞ্চগব্যং পিবেত্ত্র্যহম্।
কুষ্মাণ্ডপঞ্চকং দদ্যাৎসসুবর্ণং সবস্ত্রকম্ ॥ ৫২
তস্যা বারি তথা ভক্তং স্যাদ্বৈ গ্রাহ্যং তপোধন

শৌনক উবাচ।

সুকৃতং কিং তথা প্রাহ কৃত্বা সংসারসাগরাৎ।
তরিষ্যন্তি কলৌ সূত তমোঽন্ধকূপমণ্ডুকাঃ ॥৫৫

সূত উবাচ।

রাধাকৃষ্ণপ্রিয়ে চোর্জ্জে প্রাতঃ স্নানং সমাচরেৎ

আহার করিবে; আর একবার স্নান করিবে। মুনে! ইহা পাপহর তপ্তকৃচ্ছ্র বলিয়া স্মৃত। দ্বাদশাহ অভোজন, পাপনাশন কৃচ্ছ্র। তপোধন! ইহা পরাক বলিয়া বিজ্ঞেয়, এবং প্রসিদ্ধ। শুক্লপক্ষে এক একটী পিণ্ড বর্দ্ধিত করিবে; কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস করিবে। ইন্দুক্ষয় (অমাবস্যা) দিনে ভোজন করিবে না। ইহা চান্দ্রায়ণ বলিয়া স্মৃত। বিপ্র! সমাহিত ভাবে প্রাতঃকালে চারিটী পিণ্ড ও সূর্য্যাস্তকালে চারিটী পিণ্ড ভোজন করিবে। ইহা শিশুচান্দ্রায়ণ বলিয়া স্মৃত। * কুষ্মাণ্ডঘাতিনী নারী ত্র্যহ পঞ্চগব্য পান করিবে; সুবর্ণ সহ সবস্ত্র পঞ্চ কুষ্মাণ্ড দান করিবে। হে তপোধন! এরূপ করিলে তাহার অন্ন-জল গ্রাহ্য হয়। ৪৬—৫৪। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! কলিযুগে তমোন্ধকূপমণ্ডুকেরা যাহা করিয়া সংসারসাগর পার হইতে পারে, এমন কি সুকৃত আছে? সূত

* এই প্রাজাপত্যাদি লক্ষণগুলির অন্যান্য স্মৃতির লক্ষণসহ কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

রাধাদামোদরং ভক্ত্যা কুর্য্যাৎপূজাং সমাহিতা ।
ত্যক্ত্বামিষাদিকং ব্রহ্মন পতিসেবাপরায়ণা ।
সা যাতি শ্রীহরেঃ স্থানং গোলোকাখ্যং সুদুর্লভম্ ॥ ৫৮
রাধাদামোদরাভ্যাং যা ধূপদীপঞ্চ কার্ত্তিকে ।
দদ্যাৎসা ভবনং বিষ্ণোর্যাতি বৈ ত্যক্তপাতকা
যোষিদ্যা কার্ত্তিকে বিপ্র দদ্যাদ্বস্ত্রং নিকেতনে
রাধাদামোদরাভ্যান্তু বসেৎসা শ্রীহরেশ্চিরম্ ।
রাধাদামোদরাভ্যাং যা পুষ্পং মাল্যং সুবাসিতম্ ।
কার্ত্তিকে মাসি সা দদ্যাদ্‌যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্
গন্ধং যা চাপি নৈবেদ্যং দদ্যাদ্বৈ শর্করাদিকম্
রাধাদামোদরাভ্যাং সা গচ্ছেদ্বৈ বিষ্ণুমন্দিরম্
যৎকিঞ্চিদ্যচ্ছতি ব্রহ্মন্ কার্ত্তিকে চ দ্বিজাতয়ে
রাধাদামোদরপ্রীত্যৈ তস্যাঃ পুণ্যাক্ষয়ং ভবেৎ
যা নারী কার্ত্তিকে ভক্ত্যা রাধাদামোদরং দ্বিজ
প্রাতঃ সপর্য্যাং সা যাতি ন কুর্য্যান্নিরয়ং চিরম্

কদাচিজ্জন্মভূমৌ সা বিধবা প্রতিজন্মনি ।
ভবেচ্ছাসাদ্য পূর্ব্বং বৈ চাপ্রিয়া স্বামিনোঽপি চ
পুরা ত্রেতাযুগে বিপ্র বৃষলো নাম সঙ্করঃ ।
সৌরাষ্ট্রদেশবাসী চ তস্য জায়া কলিপ্রিয়া ।
জারাকাঙ্ক্ষী সদা নাম্না তৃণবন্মনুতে পতিম্ ।
অসৌ পতির্ন মে যোগ্যো মে স্বামী পরপুরুষঃ
ইতি মত্বা সদা তস্মৈ চোচ্ছিষ্টঞ্চ দদাতি বৈ ।
নীচসঙ্গান্মহামূঢ়া মদ্যমাংসং চখাদ হ ।
স্বামিনো ভর্ৎসনাং নিত্যং কুর্য্যাৎকামতশ্চ নিষ্ঠুরা
পাদবন্ধো ভবেত্তাসৌ কস্মাদ্বৈ ন মৃতোঽপি চ
মৃতে তস্মিন্নহং ভোগং করিষ্যামি যদৃচ্ছয়া ॥৬৮
বিচার্য্যেতি হৃদা মূঢ়া জারেণৈকেন সা তদা ।
অন্য দেশং গমিষ্যাবঃ সঙ্কেতমকরোদ্দ্বিজ ॥৬৯
সুপ্তস্য স্বামিনো রাত্রাবসিনা তু শিরো দ্বিজ ।
ছিত্ত্বা জারকৃতে সাপি সঙ্কেতস্থলং গতা ॥৭০
অগতং জারপুরুষং বীক্ষ্য সা চকিতং দ্বিজ ।
দৃষ্ট্বা সা রোদনং কৃত্বা মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥৭১

বলিলেন,—রাধাকৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান সমাচরণ করিবে। রাধা-দামোদরকে ভক্তি সহকারে সমাহিতা হইয়া পূজা করিবে। পতিসেবাপরায়ণা হইয়া এইরূপ করিলে সে শ্রীহরির গোলোকাখ্য সুদুর্লভ স্থানে যায়। যে নারী কার্ত্তিক মাসে রাধা ও দামোদরকে ধূপদীপ দান করে, সে ত্যক্তপাতকা হইয়া বিষ্ণুর ভবনে যায়। বিপ্র! যে যোষিৎ কার্ত্তিক মাসে নিকেতনে স্থিত রাধা ও দামোদরকে বস্ত্র প্রদান করে, সে হরিমন্দিরে চিরবাস করে। যে নারী কার্ত্তিক মাসে পুষ্প, মাল্য ও সুবাসিত গন্ধ দ্রব্য দান করে, সে বৈকুণ্ঠমন্দিরে যায়। যে নারী গন্ধ ও নৈবেদ্য শর্করাদি রাধা-দামোদরকে দান করে, সেও বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে। ব্রহ্মন! কার্ত্তিকে রাধা-দামোদরের প্রত্যর্থ যদি যৎকিঞ্চিৎও দান করে, তবে তাহার অক্ষয় পুণ্য হয়। দ্বিজ! যে নারী কার্ত্তিকে ভক্তি সহকারে রাধা-দামোদরের প্রাতঃকালীন সপর্য্যা না করে, সে চির নরকে যায়। পরে

কদাচিৎ ভূতলে জন্ম লাভ করিয়া সে প্রতি-জন্মে বিধবা হয়। পূর্ব্ব জন্মের স্বামীকে পায় বটে, কিন্তু তাহার অপ্রিয় হয়। ৫৫—৬৪। বিপ্র! পুরাকালে ত্রেতাযুগে সঙ্কর নামে সৌরাষ্ট্রদেশবাসী এক বৃষল ছিল। তাহার ভার্য্যার নাম কলিপ্রিয়া। সে সদা জারাকাঙ্ক্ষিণী; পতিকে তৃণবৎ মানিত। 'এ পতি আমার যোগ্য নয়, পরপুরুষই আমার স্বামী।' এইরূপ মনে করিয়া সে সেই পতিকে সদা উচ্ছিষ্ট দিত। সেই মহামূঢ়া নীচসঙ্গবশতঃ মদ্য-মাংস খাইত। আর সেই নিষ্ঠুরা স্বামীকে যথেচ্ছ তিরস্কার করিত 'এ পাদবন্ধ হইবে (পায়ে বেড়ি পরিবে), মরেইবা না কেন? এ মরিলে আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ করিব।' দ্বিজ! সেই মূঢ়া হৃদয়ে এইরূপ নানা বিচার করিয়া তখন এক জারের সহিত অন্য দেশে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিল। দ্বিজ! রাত্রে অসি দ্বারা সুপ্ত স্বামীর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক জারের নিমিত্ত সঙ্কেতস্থলে গেল; সেখানে আগত জার পুরুষকে

চরাদাশ্বস্তু সা মূঢ়া করুণং বিললাপ হ। ৭২
কলিপ্রিয়োবাচ।
স্বকীয়ং স্বামিনং হত্বা চাগতা পরপুরুষম্।
তং জারং স্বামিনং দৈবাচ্ছার্দ্দূলোহভক্ষয়ন্মম ॥
কিং করোমি ক গচ্ছামি বিধাত্রা বঞ্চিতাস্ম্যহম্
সূত উবাচ।
ততঃ কলিপ্রিয়া ব্রহ্মন্নাগত্য স্বগৃহং প্রতি।
লপনে স্বামিনো দত্ত্বা মুখঞ্চ বিললাপ সা ॥ ৭৫
কলিপ্রিয়োবাচ।
হা নাথ কিং কৃতং কর্ম্ম ময়া হস্তাতিদারুণম্।
কং লোকং বা গমিষ্যামি বদ স্বামিন্ননাগসম্
ভর্ৎসনাস্তু যথাকামং কুর্য্যাঞ্চাহং সুনিন্দিতা।
কিঞ্চিন্ন বদসি স্বামিন্নেনো যস্মে ন বিদ্যতে ॥৭৭
সূত উবাচ।
ননাম চরণে তস্য গত্বাস্তনগরং প্রতি ॥ ৭৮
তত্র প্রবিষ্টা সা যোষিদ্দৃষ্ট্বা পুণ্যজনান বহূন্।
ঊর্জ্জে স্নানপরান প্রাতর্নর্ম্মদায়াঞ্চ বৈষ্ণবান ॥৭৯
তত্র নদ্যাং স্ত্রিয়শ্চাপি রাধাদামোদরং দ্বিজ
সপর্য্যাঞ্চ কৃতাশ্চৈব শঙ্খনাদৈর্মহোৎসবৈঃ ॥৮০
গন্ধপুষ্পৈর্ধূপদীপৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
মুখবাসৈর্ভক্তিযুক্তা দৃষ্ট্বা সা বিস্ময়ান্বিতা।
পপ্রচ্ছ ব্রূত যূয়ং যে কিমেতৎ ক্রিয়তে স্ত্রিয়ঃ ॥
স্ত্রিয় ঊচুঃ।
সর্ব্বমাসোত্তমে চোর্জ্জে রাধাদামোদরৌ শুভে
পূজয়ামো বয়ং মাতঃ সর্ব্বপাপহরৌ শুভৌ ॥৮২
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং নষ্টং প্রাপ্তং নিকেতনম্
সপর্য্যামামিষং ত্যক্ত্বা কৃত্বা সা চ হরেদিনে।
নিধনত্বং পৌর্ণমাস্যাং গতা সা নির্ম্মলা দ্বিজ ॥৮৪
কিঙ্করাশ্চ গতাস্তূর্ণং যমস্য নিলয়ং প্রতি।
নেতুং তাং ক্রোধসংযুক্তা ববন্ধুশ্চর্ম্মরজ্জুভিঃ ॥৮৫
তদাগতা বিষ্ণুদূতা বিমানং স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণো বনমালিনঃ ॥ ৮৬
নিজঘ্নুশ্চক্রধারাভির্যমদূতাঃ পলায়িতাঃ ॥ ৮৭

কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া সে রোদন করত মূর্চ্ছিতা হইয়া নিপতিতা হইল। সেই মূঢ়া চিরকালে আশ্বাস লাভ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিল। কলিপ্রিয়া বলিল,—স্বকীয় স্বামীকে হত্যা করিয়া পর পুরুষের জন্য আসিলাম; আমার সেই জারকে শার্দ্দূলে ভক্ষণ করিয়াছে। কি করিব। কোথায় যাইব! আমি বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম। ৬৪—৭৪। ব্রহ্মন্! তার পর কলিপ্রিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। সে স্বামীর মুখে মুখ দিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কলিপ্রিয়া বলিল,—হা নাথ! হায়! আমি কি দারুণ কর্ম্মই করিয়াছি! কোন্ লোকেইবা যাইব! স্বামিন্! একটীবার কথা কও। স্বামিন্! আমি তোমাকে যথাকাম ভর্ৎসনা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার যেন কোন অপরাধই নাই এমন ভাবে ব্যবহার করিয়াছ। সূত বলিলেন,—সে এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিচরণে প্রণামপূর্ব্বক অস্ত নগরে গেল সেই যোষিৎ সেইখানে প্রবিষ্টা হইয়া কার্ত্তিক মাসে প্রাতে নর্ম্মদায় স্নানপর বহুপুণ্য বৈষ্ণব জনগণ দেখিল। দ্বিজ! আর দেখিল, নদীতে রমণীগণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নানাবিধ ফল, মুখবাস ও শঙ্খনাদ মহোৎসব সহকারে ভক্তিযুক্ত চিত্তে রাধা-দামোদরের সপর্য্যা করিতেছে। ইহা দর্শনে সে বিনয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রীগণ! তোমরা এ কি করিতেছ? ৭৫—৮২। স্ত্রীগণ বলিল,—মাতঃ সর্ব্বমাসোত্তম শুভ কার্ত্তিক মাসে শুভা রাধা ও দামোদরকে পূজা করিতেছি। এখন কোটিজন্মার্জ্জিত পাপনাশের নিকেতন স্বরূপ এই কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইয়াছে। দ্বিজ! পরে সে আমিষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সপর্য্যা করত নির্ম্মলা হইয়া পৌর্ণমাসীতে নিধনত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তূর্ণ যমকিঙ্করগণ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল; তাহারা ক্রোধে সমাযুক্ত হইয়া তাহাকে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। তখন স্বর্ণনির্ম্মিত বিমান সহ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বনমালী বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপ-

রাজহংসযুতে বিপ্র বিমানে স্বর্ণনির্ম্মিতে।
আরূঢ়া সা গতা তৈস্ত বেষ্টিতা বিষ্ণুমন্দিরম্।
তত্র তস্থৌ চিরং ভোগং কৃত্বা সা বৈ যথেপ্সিতম্
যা কুর্য্যাৎকার্ত্তিকে বিপ্র রাধাদামোদরার্চ্চনম্
যাতি পূজাং ত্যক্তপাপা গোলোকাখ্যাং
মনোহরম্ ॥৮৮
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যা চ নারী সমাহিতা।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য তস্যা বিনশ্যতি ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে অগম্যাগমনাদি-
বিবিধপাপপ্রায়শ্চিত্তং নাম ষট্-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
কথয়স্বাধুনা সূত সর্ব্বমাসোত্তমস্য চ।
কার্ত্তিকস্য বিধিং সম্যঙ্‌নিয়মান্ বক্তুমর্হসি ॥ ১

আশ্বিনস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ পৌর্ণমাস্যাং সমাহিতঃ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতং কুর্য্যাদ্‌যাবদ্বোধিনী ভবেৎ ॥
দিবা বিপ্র নরঃ কুর্য্যান্মলমূত্রমুদঙ্মুখঃ।
ভবেন্মৌনী চ সর্ব্বত্র রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩
পথ্যপ্সু চ গোষ্ঠেষু শ্মশানে বল্মিকে দ্বিজ।
কুর্য্যান্নৈতৎসর্জ্জনং নৈব ব্রতী মূত্রপুরীষয়োঃ ॥ ৪
শুদ্ধাং মৃদং গৃহীত্বাথ বামং প্রক্ষালয়েৎকরম্।
আত্মর্দ্দাপি শুদ্ধার্থং পূর্ব্বং বিংশতিসংখ্যয়া।
উভৌ চ দশসংখ্যাভিঃপাদৌ চৈব ত্রিভিস্ত্রিভিঃ,
মুখশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎসঙ্কল্পং স্নপনস্য চ।
হৃদি দামোদরং ধ্যাত্বা ইমং মন্ত্রং ততো বদেৎ
কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
দামোদরস্য প্রীত্যর্থং রাধায়াঃ পাপনাশনম্ ॥৭
নমঃ পঙ্কজনাভায় কৃষ্ণায় জলশায়িনে।
নমস্তে রাধয়া সার্দ্ধং গৃহাণার্ঘ্যং প্রসীদ মে ॥ ৮
স্নানং কুর্য্যাত্ততো বিপ্র তিলকস্য যথাবিধি ॥ ৯

স্থিত হইল। তাহারা চক্রধারা দ্বারা যমদূতগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং যমদূতগণ পলায়ন করিল। বিপ্র! সে রাজহংসযুত স্বর্ণনির্ম্মিত বিমানে আরূঢ়, বিষ্ণুদূতগণে বেষ্টিতা হইয়া বিষ্ণু-মন্দিরে গমন করিল। সেখানে যথেপ্সিত ভোগ করতঃ চিরকাল অবস্থিত রহিল। বিপ্র! যে নারী কার্ত্তিকে রাধা দামোদরার্চ্চন করে, সে ত্যক্তপাপা হইয়া গোলোকাখ্য মনোহর ধামে পূজা প্রাপ্ত হয়। ভক্তি সহকারে সমাহিত হইয়া যে নর বা নারী ইহা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। ৮২—৯০।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—সূত! অধুনা সর্ব্ব মাসোত্তম কার্ত্তিক মাসের বিধি বল। উহার নিয়ম সকল তোমার সম্যক্ বলা কর্ত্তব্য। ১

সূত বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ উত্থানমী (উত্থানৈকাদশী) না হয়, তাবৎ কার্ত্তিকের ব্রত করিবে। বিপ্র! নর দিবা উত্তরমুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। সর্ব্বত্র মৌনী হইবে। দ্বিজ! পথে, জলে, গোষ্ঠে, শ্মশানে, বল্মীকে উৎসর্জ্জন করিবেই না। তার পর শুদ্ধ মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক জল ও মৃত্তিকা দ্বারা বিংশতিবার বাম কর প্রক্ষালন করিবে। পরে উভয় কর দশ বার আর উভয় পাদ তিন তিন বার ধৌত করিবে। তার পর মুখশুদ্ধি ও স্নানের সঙ্কল্প করিবে। পরে দামোদরকে হৃদয়ে ধ্যান করত এই মন্ত্র বলিবে। "হে জনার্দ্দন! আমি রাধা ও দামোদরের প্রীত্যর্থ কার্ত্তিকে পাপনাশন প্রাতঃস্নান করিব। পঙ্কজনাভ, জলশায়ী কৃষ্ণকে নমস্কার। তোমাকে রাধার সহিত নমস্কার। অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বিপ্র! তার পর স্নান করিবে, যথাবিধি তিলক করিবে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্ত কিঞ্চিৎকর্ম্ম করোতি যঃ।
নিষ্ফলং কর্ম্ম তৎসর্ব্বং সত্যমেতন্ময়োচ্যতে। ১০
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রবিনাকৃতম্।
তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ। ১১
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্ত দৃশ্যতে।
চাণ্ডালোহপি বিশুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ।
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ
প্রাতঃকালোদিতং কর্ম্ম সমাপ্য হরিবল্লভাম্।
পূজয়েদ্ভক্তিতো বিপ্র তুলসীং পাপনাশিনীম্।
পৌরাণীঞ্চ কথাং শ্রুত্বা শ্রীহরেঃ স্থিরমানসঃ।
ততো বিপ্রং ব্রতী ভক্ত্যা পূজয়েত্তং যথাবিধি
পরাসনং পরান্নঞ্চ পরশয্যাং পরাঙ্গনাম্।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্বিপ্র কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ। ১৬
সৌবীরকং তথা মাষানামিষঞ্চ তথা মধু।
রাজমাষাদিকং নিত্যং বর্জ্জয়েৎকার্ত্তিকেব্রতী।
জম্বীরমামিষং চূর্ণময়ং পর্য্যুষিতং দ্বিজ।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা গব্যং দুগ্ধমনামিষম্।
লবণং ভূমিজং বিপ্র প্রাণ্যঙ্গমামিষং খলু।
দ্বিজক্রীতা রসাঃসর্ব্বে জলং চাল্পসরঃস্থিতম্। ১৯
ব্রহ্মচর্য্যং তুর্য্যকালে পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদ্বৈ দ্বিজশার্দ্দূল তৈলাভ্যঙ্গং বর্জ্জয়েৎ। ২০
ছত্রাকং নালিকং হিঙ্গুং পলাণ্ডুং পূতিকাদলম্।
লশুনং মূলকং শিগ্রুং তথৈব তুম্বিকাফলম্। ২১
কপিত্থঞ্চৈব বৃন্তাকং কুষ্মাণ্ডং কাংস্যভোজনম্।
দ্বিপাচিতং সূতকান্নং মৎস্যং শয্যাং রজস্বলাম্
দ্বিস্ত্রিশ্চান্নং স্ত্রিয়ঃ সঙ্গং বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবব্রতী।
ধাত্রীফলং গৃহী বিপ্র রবৌ তৎসর্ব্বদা ত্যজেৎ
কুষ্মাণ্ডে ধনহানিঃ স্যাদ্বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিম্
পটোলে তু ন বৃদ্ধিঃ স্যাদ্ধনহানিশ্চ মূলকে। ২৪
কলঙ্কী জায়তে বিম্বে তির্য্যগ্যোনিশ্চ নিম্বকে
তালে শরীরনাশঃ স্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা। ২৫

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহার সেই সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল। আমি ইহা সত্য বলিলাম। ১—১০। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে শরীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্ররহিত, তাহা দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে; দৈবাৎ দেখিলে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিবে। শুভ্র-মৃত্তিকারচিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র যাহার ললাটে দৃষ্ট হয়, সে চণ্ডাল হইলেও বিশুদ্ধাত্মা পূজ্যই, তাহাতে সংশয় নাই। যে নরাধমেরা অচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করে, তাহাদের ললাটে সতত কুক্কুরপদই বিরাজিত; সংশয় নাই। বিপ্র! প্রাতঃকালোক্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পাপনাশিনী হরিবল্লভা তুলসীকে ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। পরে ব্রতী স্থির মানসে পুরাণবর্ণিতা শ্রীহরির কথা শ্রবণ করত সেই পুরাণবাচককে ভক্তি সহকারে যথাবিধি পূজা করিবে। বিপ্র! সর্ব্বদাই বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে পরাসন, পরান্ন, পরশয্যা ও পরাঙ্গনা বর্জ্জন করিবে। সৌবীরক, মাষ, আমিষ, মধু ও রাজমাষাদি কার্ত্তিকব্রতী নিত্য বর্জ্জন করিবে। দ্বিজ! জম্বীর, পর্য্যুষিত অন্ন এবং ধান্য (শস্য) মধ্যে মসূরিকা আমিষ বলিয়া প্রোক্ত। গোরুর দুগ্ধ ও ভূমিজ লবণও অনামিষ। প্রাণ্যঙ্গ সমস্তই আমিষ জানিবে। দ্বিজক্রীত সর্ব্ববিধ রস এবং অল্প সরোবরস্থিত জল আমিষ। দ্বিজশার্দ্দূল! ব্রহ্মচর্য্য ও তুর্য্যকালে পত্রাবলীতে ভোজন করিবে। তৈলাভ্যঙ্গ বর্জ্জন করিবে। ১১—২০। ছত্রাক, নালিক (শ্বেত কলমী), হিঙ্গু, পূতিকা, মূলক, শিগ্রু (শজিনা), তুম্বী (বর্ত্তুলাকার অলাবু) ফল, কপিত্থ, বৃন্তাক (শ্বেত বেগুণ), (বর্ত্তুলাকার) কুষ্মাণ্ড, কাংস্যপাত্রে ভোজন, দুইবার পাচিত, সূতকান্ন, মৎস্য, শয্যা, রজস্বলা, দুই তিনবার ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ, বৈষ্ণব ব্রতী বর্জ্জন করিবে। বিপ্র! রবিবারে ধাত্রীফল গৃহী সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে। কুষ্মাণ্ডে ধনহানি হয়। বৃহতীতে হরি স্মরণে সমর্থ হয় না। পটোলে বৃদ্ধি হয় না। মূলকে ধনহানি হয়। বিম্বে কলঙ্কী হয়। নিম্বে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তি ঘটে। তালে শরীর নাশ।

তুম্বী গোমাংসতুল্যা স্যাদ্গোবধঃ স্যাৎ কলিঙ্গকে।
শিম্বী পাপকরী প্রোক্তা পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা।
বৃন্তাক্যাং সুতনাশঃ স্যাচ্চিররোগী চ মাষকে।
মাংসে চ বহুপাপং স্যাদ্বর্জয়েৎ প্রতিপদাদিষু।
যৎকিঞ্চিদ্বর্জয়েদ্দ্রব্যং শ্রীহরেঃ প্রীতয়ে দ্বিজঃ
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ব্রতান্তে তস্য ভোজনম্।
কার্ত্তিকব্রতিনং বিপ্র যথোক্তকারিণং নরম্।
যমদূতাঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ ॥২৯
শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুব্রতং বিপ্র তত্তুল্যা ন শতং মখাঃ।
কৃত্বা ক্রতুং ব্রজেৎ স্বর্গং বৈকুণ্ঠং কার্ত্তিকব্রতী ॥
যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং বিপ্র মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্।
দৃষ্ট্বা তু বিলয়ং যাতি কার্ত্তিকব্রতিনং ক্ষণাৎ ॥৩১
কার্ত্তিকব্রতিনঃ পুণ্যং ব্রহ্মা চৈব চতুর্মুখঃ।
ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং যথোক্তব্রতকারিণঃ ॥ ৩২
যৎকৃত্বা কলুষং সর্ব্বং ব্রজেদ্বিপ্র দিশো দশ।
ক গচ্ছামি ক তিষ্ঠামি কার্ত্তিকব্রতিনো ভয়াৎ
পৌর্ণমাস্যাং যথাশক্তি চান্নবস্ত্রাদিকং দ্বিজ।
দদ্যাদ্বৈ শ্রীহরেঃ প্রীত্যৈ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যান্নৃত্যগীতাদিভির্ব্রতী।
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা তস্য পাপং প্রণশ্যতি ॥৩৫

শৌনক উবাচ।

মাহাত্ম্যং ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ শৃণ্বতাং পাপনাশনম্।
সর্ব্বপ্রাণিহিতার্থায় তুলস্যা অনুকম্পয়া ॥ ৩৬

সূত উবাচ।

তুলস্যাঃ পরিসরে যস্য কাননং তিষ্ঠতি দ্বিজ।
গৃহস্য তীর্থরূপস্য নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ৩৭
তুলস্যাঃ কাননং বিপ্র সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
রোপয়ন্তি নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্
রোপণং পালনং সেবাং দর্শনং স্পর্শনন্তু যঃ।
কুর্য্যাত্তস্য প্রনষ্টং স্যাৎ সর্ব্বপাপং দ্বিজোত্তম ॥
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈরর্চ্চয়ন্তি হরিন্তু যে।
কালস্য সদনং বিপ্র তে ন যান্তি মহাশয়াঃ ॥৪০
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দেবৈস্তীর্থৈঃ পুষ্করাদ্যৈস্তিষ্ঠন্তি তুলসীদলে ॥৪১

নারিকেলে মূর্খতা। তুম্বী গোমাংস তুল্যা। কলিঙ্গকে গোবধ। শিম্বী পাপকরা। পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা। বৃন্তাকীতে সুতনাশ। মাষ ভোজনে চিররোগী। আর মাংসে বহুপাপ হয়। অতএব প্রতিপদাদি তিথিতে এই সকল বর্জন করিবে। দ্বিজ! শ্রীহরির প্রীত্যর্থে যে কিছু দ্রব্যই বর্জন করিবে, তাহাই ব্রতান্তে ব্রাহ্মণকে দিয়া ভোজন করিবে। সিংহ দর্শনে গজগণের ন্যায় কার্ত্তিকব্রতী নরকে দেখিয়া যমদূতগণ পলায়ন করে। এই বিষ্ণুব্রত শ্রেষ্ঠ; শত যজ্ঞও ইহার তুল্য নহে। ক্রতু করিয়া স্বর্গে যায়, আর কার্ত্তিকব্রতী বৈকুণ্ঠে যায়। ২১—৩০। মন বাক্ কায় বা কর্ম্মজ যে কিছু দুষ্কৃত, কার্ত্তিকব্রতীকে দেখিয়াই ক্ষণমাত্রে বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্র! কার্ত্তিকব্রতীর পুণ্য চতুর্মুখ ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। কার্ত্তিকব্রতীর যত কিছু কলুষ সমস্তই সেই যথোক্ত ব্রতকারীর ভয়ে "কোথায় যাইব? কোথায় থাকিব?" বলিতে বলিতে দশদিকে পলায়ন করে। দ্বিজ! পৌর্ণমাসীতে শ্রীহরির নিমিত্ত যথাশক্তি দান করিবে; আর ব্রাহ্মণদিগকেও ভোজন করাইবে। ব্রতী নৃত্য-গীতাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে। যে ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করে, তাহার পাপ প্রনষ্ট হয়। শৌনক বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্ব প্রাণীর হিতার্থে অনুকম্পা করিয়া শ্রোতাদিগের পাপনাশন, তুলসীর মাহাত্ম্য বল। সূত বলিলেন,—দ্বিজ! যাহার পরিসরে তুলসীর কানন থাকে, তীর্থস্বরূপ বলিয়া তথায় যমকিঙ্করগণ আগমন করে না। বিপ্র! তুলসীর কানন সর্ব্বপাপহর, শুভ; যে নরশ্রেষ্ঠেরা উহা রোপণ করে, তাহারা ভাস্করতনয়কে দেখে না। দ্বিজোত্তম! যে উহা রোপণ, পালন, সেবন, দর্শন ও স্পর্শন করে, তাহার সর্ব্বপাপ প্রনষ্ট হয়। যাহারা কোমল তুলসীপত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, বিপ্র! সেই মহাশয়েরা কালের সদনে যায় না। ৩১—৪০। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর গঙ্গাদি-সমস্ত সরিৎ, দেবগণ ও পুষ্ক-

যো বৃক্ষতুলসীপত্রৈঃ পাপী প্রাণান্ বিমুঞ্চতি
বিষ্ণোর্নিকেতনং যাতি সত্যমেতন্ময়োদিতম্।
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি।
বিমুঞ্চতি নরঃ প্রাণান্ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥৪৫
যো নরো ধারয়েদ্বিপ্র তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
তস্যাঙ্গং ন স্পৃশেৎপাপং স যাতি পরমং পদম্
তুলসীকাষ্ঠমালান্তু কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো ভক্ত্যা যাতি হরেগৃ'হম্
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতো নরঃ।
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
বিষ্ণূচ্ছিষ্টাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাম্
যঃ পুনস্তুলসীমালাং কণ্ঠে কৃত্বা জনার্দ্দনম্।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্।
ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥৪৯

ন জহ্যাত্তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহর্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্ ॥৫০
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ নৃণাম্
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে ॥৫১
নিবেদ্য কেশবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতক
তুলসীকাষ্ঠমালান্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্ ॥৫৩
তুলস্যা বিপিনে ধাত্র্যাশ্ছায়াসু যো নরোত্তমঃ।
পিণ্ডং দদাতি পিতরো মুক্তিং যান্তি দ্বিজোত্তম
পাণৌ মূর্দ্ধ্নি গলে চৈব কর্ণয়োশ্চ মুখে দ্বিজ।
ধাত্রীফলং যস্য ধত্তে স বিজ্ঞেয়ো হরিঃ স্বয়ম্।
ধাত্রীপত্রৈঃ ফলৈর্বিপ্র শ্রীহরিঞ্চার্চ্চয়েদ্দ্বিজ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং পূজয়া নশ্যতে সকৃৎ।
যস্যা দেবাশ্চ মুনয়স্তীর্থানি কার্ত্তিকে দ্বিজ।
ধাত্রীব্রতং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি কার্ত্তিকে সদা ॥৫৭

যদি তীর্থ সহ তুলসীদলে বাস করেন। যে পাপী তুলসীদলে যুক্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, সে বিষ্ণুর নিকেতনে যায়, আমি ইহা সত্যই বলিতেছি। পাপশতে যুক্ত নরও যদি তুলসীমৃত্তিকায় লিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে সে হরিমন্দির প্রাপ্ত হয়। বিপ্র! যে নর তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন ধারণ করে, পাপ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে না, সে পরমপদে যায়। যে ভক্তি সহকারে তুলসীকাষ্ঠমালা কণ্ঠস্থ করিয়া বহন করে, সে অশুচি বা অনাচার হইলেও হরির গৃহে যায়। যাহার দেহে ধাত্রীফলকৃতা বা তুলসীকাষ্ঠসম্ভব মালা দৃষ্ট হয়, সেই নরই ভাগবত। যে নর তুলসীদলজা বিশেষতঃ বিষ্ণূচ্ছিষ্টা মালা কণ্ঠস্থা করিয়া বহন করে,সে দিবৌকসদিগেরও নমস্য। যে মানব তুলসীমালা কণ্ঠে করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করে, সে প্রতিপুষ্পে গবাযুতের (অযুত গো দানের) পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যে সকল পাপবুদ্ধি হৈতুক (নানা কারণ দর্শাইয়া যাহারা কর্ত্তব্য কার্য্যের অসুবিধা অনাবশ্যকতা খ্যাপন করে, এমন) জনগণ ঐ মালা ধারণ করে না, তাহারা হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে না। মহাপাতকসংহর্ত্রী ও ধর্ম্মকামার্থদায়িনী তুলসীমালা ও বিশেষতঃ ধাত্রীমালা, পরিত্যাগ করিবে না। ৪১—৫০। ধাত্রীমালা কলিকালে নরগণের যত লোম স্পর্শ করিবে তাবদ্বর্ষসহস্র কেশবালয়ে বাস করিতে পারে। যে নর তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা মালা ভক্তি সহকারে কেশবকে নিবেদন করিয়া বহন করে, তাহার পাতক নাই। প্রেতরাজের দূতগণ, তুলসীমালা দর্শনে বাতোদ্ধূত শুষ্ক পত্রের ন্যায় দূরে অন্তর্হিত হয়। যে নরোত্তম, তুলসীবিপিনে ও ধাত্রীচ্ছায়ায় পিণ্ডদান করে, হে দ্বিজোত্তম! তাহার পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। দ্বিজ! পাণিদ্বয়ে, মস্তকে, গলে, কর্ণদ্বয়ে ও মুখে, যে ধাত্রীফল ধারণ করে, সে স্বয়ং হরি বলিয়া বিজ্ঞেয়। বিপ্র! ধাত্রীর পত্র বা ফল দ্বারা যে শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, হে দ্বিজ! তাহার একবার পূজায়ই কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। দ্বিজ! যক্ষ দেবতা মুনিগণ ও তীর্থ

ধাত্রীপত্রং কার্ত্তিকে চ দ্বাদশ্যাং তুলসীদলম্।
চিনোতি যো নরো গচ্ছেন্নিরয়ং যাতনাময়ম্॥
ধাত্রীচ্ছায়াস্থ যো বিপ্র চান্নং ভুনক্তি কার্ত্তিকে
অন্নসংসর্গজং পাপমাবর্ষং তস্য নশ্যতি॥ ৫৯
তুলসীবনমধ্যে চ ধাত্রীমূলে চ কার্ত্তিকে।
কুর্য্যাদর্ঘ্যার্চ্চনং বিপ্র বৈকুণ্ঠং যাতি স ধ্রুবম্॥
তুলসীমূলদেশেঽপি স্থিতং বারি দ্বিজোত্তম।
গৃহ্লাতি মস্তকে ভক্ত্যা পাপী যাতি হরেগৃহম্
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতস্চান্তে যাতি হরের্গৃহম্॥৬২
পুরা বশিষ্ঠদ্বিজশ্রেষ্ঠো দ্বাপরেঽভূন্মহামুনে।
স্নাত্বৈকদা তুলস্যৈ স বনং দত্বা গৃহং গতঃ।
আদিত্যো বর্চ্চসা নাম্না মার্কণ্ড ইব পুণ্যতঃ
তৃষার্ত্তো শ্বনকঃ কশ্চিদাগতো বহুকল্মষঃ।
তুলস্য মূলতস্তোয়ং পীত্বা চাসৌ হতাংহসঃ॥৬৪
ব্যধশ্চাপ্যাগতো ব্যাধো নাম্না যশ্চাসিমর্দ্দনঃ।
উবাচ ভুক্তং চান্নঞ্চ ভুক্তা ভগ্নং গতঃ কিমু॥৬৫

কুকুরো মে পাকভাণ্ডস্থকাগতো হিংসকস্ত্বকে।
বিব্যাধ তং গতপ্রাণং নেতুং বৈ শমনাজ্ঞয়া॥
আগতাঃ কিঙ্করাঃ ক্রুদ্ধাঃ পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
বদ্ধা নেতুং মনশ্চক্রুরাগতা বিষ্ণুকিঙ্করাঃ॥৬৭
তদা ছিত্বা চর্ম্মপাশং স্যন্দনে তং মনোহরে।
তূর্ণমারোহয়ামাসুঃ পপ্রচ্ছুর্বিনয়ান্বিতাঃ॥ ৬৮
তেঽপি পুণ্যেন তোঃ সন্তঃ কেন বৈ
নীয়তেঽপ্যসৌ।
উচুস্তেঽসৌ পুরা রাজা পুণ্যং বহুতরং কৃতম্
অকরোদ্ধরণং কাঞ্চিৎসুন্দরীঞ্চাঙ্গনাময়ম্।
অনেন চাংহসা রাজা গতো বৈ শমনক্ষয়ম্॥৭০
তত্র ক্লেশস্তু যুষ্মাভির্দত্তো বৈ শমনাজ্ঞয়া।
তাম্রময্যা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং ক্রোড়াং সুপ্তা চকার সঃ
তপ্তায়াং লৌহশয্যায়াং বৈক্লব্যং কর্ম্মণা নৃপঃ।
তপ্তায়োস্তীষণং তপ্তং লোহস্তম্ভং যমাজ্ঞয়া॥৭২

সকল কার্ত্তিকে সদা ধাত্রীব্রত সমাশ্রয় করিয়া থাকে; যে নর কার্ত্তিকে ধাত্রীপত্র ও দ্বাদশীতে তুলসীদল চয়ন করে, সে যাতনাময় নিরয় প্রাপ্ত হয়। বিপ্র! কার্ত্তিকে ধাত্রীচ্ছায়ায় যে অন্ন ভোজন করে, তাহার এক বৎসর যাবৎ অন্নসংসর্গজ পাপ নষ্ট হয়। বিপ্র! কার্ত্তিকে তুলসীবনমধ্যে ও ধাত্রীমূলে হরির অর্চ্চনা করিলে সে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠে যায়। তুলসীপত্রগলিত তোয় যে মস্তক দ্বারা বহন করে, সে সর্ব্ব তীর্থে স্নাত, অন্তে হরির গৃহে যায়। ৫০—৬২। মহামুনে! পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে কোনও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি একদা স্নান করিয়া তুলসী বৃক্ষে জলদানপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার নাম আদিত্য, তেজে ও পুণ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডবৎ ছিলেন। পরে তৃষ্ণার্ত্ত এক কুকুর আসিল; সে সেই তুলসীর মূল হইতে জলপান করিয়া নিষ্পাপ হইল। ইত্যবসরে অসিমর্দ্দন নামে এক ব্যাধ ত্বরা সহকারে তথায় আগমন করিল। সে বলিল,—কিরে! আমার অন্নও খাইয়াছিস, আবার ভাণ্ডও ভাঙ্গিয়াছিস্ কেন? সেই ভাণ্ডই আবার পাকপাত্রস্থ করিয়া আসিয়াছিস। হিংসক, তোর এই শাস্তি। এই কথা বলিয়াই সে বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। তখন গতপ্রাণ সেই কুকুরকে লইয়া যাইবার জন্য শমনের আজ্ঞানুসারে পাশমুদ্গরপাণি ক্রুদ্ধ কিঙ্করগণ আগমন করিল এবং বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইতে মন করিল। সেই সময় বিষ্ণু দূতগণ আসিল, চর্ম্মপাশ ছেদন-পূর্ব্বক তাহাকে মনোহর স্যন্দনে আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। তখন সেই যমদূতগণ বিনয়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে সাধুগণ! কোন পুণ্যে উহাকে লইয়া যাইতেছ? বিষ্ণুদূতগণ বলিল,—পূর্ব্বে এ রাজা ছিল, বহুতর পুণ্য করিয়াছিল। কিন্তু এক সুন্দরী অঙ্গনা হরণ করিয়াছিল; সেই পাপে শমনভবনে যায়। সেখানে শমনের আজ্ঞায় তোমরা ইহাকে ক্লেশ দিয়াছ। এ নৃপ সেই কর্ম্মের ফলে তপ্ত লৌহশয্যায় শয়নপূর্ব্বক তাম্রময়ী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। যমের আজ্ঞানুসারে

ততঃ স্থিতঃ সমালিঙ্গ্য ভুক্তা দুঃখং চিরং নৃপঃ
সিক্তঃ ক্ষারাম্বুধারাভির্দূতৈর্বৈ শমনালয়ে ॥ ৭৩
ততো নরকশেষে চ পাপযোনৌ মুহুর্মুহুঃ।
জন্মাসাদ্য চিরং দুঃখমনুভূতং স্বকর্ম্মণা ॥ ৭৪
তুলসীমূলকং বারি পীত্বা যাতি হরের্গৃহম্ ॥৭৫
ইদানীং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গতা দূতা যথাগতাঃ।
তেন সার্দ্ধং বিষ্ণুদূতা গতা বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥৭৬
মাহাত্ম্যং কথিতং ব্রহ্মংস্তুলস্যাঃ পাপনাশনম্।
কুর্ব্বন্তি সেবাং যে ভক্ত্যা ন জানে কিং
ভবেন্মুনে ॥ ৭৭

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে তুলসীমাহাত্ম্যং
নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

অতি ভীষণ তপ্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া অতি বৈক্লব্যগ্রস্ত হইয়াছিল, তার পর আবার সেই নৃপ শমনালয়ে অন্ত দূতগণ কর্ত্তৃক ক্ষারাম্বুধারায় সিক্ত হইয়াছে। এই-ভাবে বহুকাল দুঃখ ভোগ করিয়াছে। পরে নরকশেষে পাপযোনিতে মুহুর্মুহু জন্ম লাভ করত স্বকর্ম্মবশে চির দুঃখ ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তুলসীমূলের জল পান করিয়া হরিগৃহে যাইতেছে। যমদূতগণ এই কথা শুনিয়া তখন যথাগত গমন করিল। বিষ্ণু-দূতগণ তাহাকে লইয়া বৈকুণ্ঠমন্দিরে যাইল। ব্রহ্মন্! এই আমি তুলসীর পাপনাশন মাহাত্ম্য কহিলাম। মুনে! যাহারা ভক্তিসহকারে তুলসীর সেবা করে, জানি না, তাহাদের কি গতি হয়। ৭৩—৭৭।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

কথয়স্ব মুনে সূত মাহাত্ম্যং কলুষক্ষয়ম্।
শেষপঞ্চদিনস্যাপি কার্ত্তিকস্যানুকম্পয়া ॥ ১

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক যৎপৃষ্টং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
বক্ষ্যাম্যহং বৈ চোর্জ্জস্য শেষপঞ্চদিনস্য চ ॥ ২
ব্রতানাং মুনিশার্দ্দুল প্রবরং বিষ্ণুপঞ্চকম্।
তস্মিন্ যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রীহরিং রাধয়া সহ ॥৩
গন্ধপুষ্পৈধূপদীপৈর্বস্ত্রৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
স যাতি বিষ্ণুসদনং সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
ন প্রাপ্নোতি পরং স্থানমকৃত্বা বিষ্ণুপঞ্চকম্ ॥৫
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিখ্যাতং বিষ্ণুপঞ্চকম্।
তত্র স্নানন্তু যঃ কুর্য্যাৎসর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥৬
শ্রীহরেঃ পুরতো বিপ্র তুলস্যাশ্চ সমীপতঃ।
প্রদীপং সর্পিষা পূর্ণং দদ্যাদ্যো ভক্তিভাবতঃ

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন,—হে সূত মুনে! অনু-কম্পা করিয়া কার্ত্তিক মাসের শেষ পঞ্চ দিনের কলুষক্ষয়কর মাহাত্ম্য বল। সূত বলিলেন,—শৌনক! শুন, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই কার্ত্তিক মাসের শেষ পঞ্চ দিনের পাপনাশন মাহাত্ম্য বলিতেছি। মুনিশার্দ্দুল! বিষ্ণুপঞ্চক ব্রত সকলের মধ্যে প্রবর, সেই সময়ে যে ভক্তি সহকারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও নানাবিধ ফল দ্বারা শ্রীরাধা সহ শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুসদনে যায়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি, কেহই বিষ্ণুপঞ্চক না করিলে পরস্থানে যাইতে পারে না। বিষ্ণুপঞ্চক পুণ্য, সর্ব্বপাপহর বলিয়া বিখ্যাত। সে সময়ে যে স্নান করে, সে সর্ব্বতীর্থফল পায়। বিপ্র! শ্রীহরির পুরোভাগে ও তুলসীর সমীপে যে ভক্তি-ভাবে ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ দান করে, আর

নভসি শ্রীহরেঃ প্রীত্যৈ যাতি স বিষ্ণুমন্দিরম্।
পাপী যাতি হরের্ধাম সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥৮
স্নাপয়েদচ্যুতং ভক্ত্যা মধুক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।
নো দদ্যাৎ কিং হরিঃ প্রীতস্তস্মৈ সাধুজনায় বৈ
নৈবেদ্যং দেবদেবেশং পরমান্নং নিবেদয়েৎ।
তস্য পুণ্যং প্রসংখ্যাতুং ন শক্তো বৈ চতুর্ম্মুখঃ
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশমেকাদশ্যাং সমাহিতঃ।
নিষ্প্রাশ্য গোময়ং সম্যঙ্মন্ত্রবৎ সমুপাসতে ॥ ১১
গোমূত্রং মন্ত্রবত্তূয়ো দ্বাদশ্যাং প্রাশয়েদ্ব্রতী।
ক্ষীরং তথা ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তথা দধি ॥
সম্প্রাশ্য পাপশুদ্ধ্যর্থং লঙ্ঘয়িত্বা চতুর্দ্দিনম্।
পঞ্চমে তু দিনে স্নাত্বা বিধিবৎপূজ্য কেশবম্॥
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
ততো নক্তং সমশ্নীয়াৎপঞ্চগব্যং সুমন্ত্রিতম্ ॥১৪
এবং বর্ত্তুমশক্তো যঃ ফলমূলঞ্চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদ্ধবিষ্যং বা বিপ্র যথোক্তবিধিনা তু বৈ॥১৫
শ্রীহরেঃ পঞ্চকং বিপ্র কুর্য্যাদ্যস্তুলসীদলৈঃ।
পূজয়েত্তং স বিজ্ঞেয়ঃ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১৬
পুরা ত্রেতাযুগে শূদ্রো দণ্ডকো বৃত্তিপরায়ণঃ।
নাম্না দণ্ডকরো নিত্যং ধর্ম্মনিন্দাং করোতি সঃ
অসত্যভাষী মিত্রঘ্নো বেশ্যাবিক্রমলোলুপঃ।
ব্রহ্মস্বহারী ক্রূরশ্চ পরস্ত্রীগমনে রতঃ ॥ ১৮
শরণাগতহন্তা চ পাষণ্ডজনসঙ্গতাক্।
গোমাংসাশী সুরাপশ্চ পরনিন্দাকরঃ সদা ॥ ১৯
বিশ্বাসঘাতী জ্ঞাতীনাং বৃত্তিচ্ছেদী দ্বিজোত্তম।
দুষ্টং সর্ব্বে সমালোক্য তাদৃশং তদ্গৃহং দ্বিজ।
আগতা জ্ঞাতয়ঃ ক্রুদ্ধাস্তস্য পাপপরায়ণম্ ॥ ২০

জ্ঞাতয় ঊচুঃ।

রে রে মূঢ় দুরাচার বিনাশং প্রতি নীয়তে।
যা প্রতিষ্ঠার্জ্জিতা পূর্ব্বৈরস্মাকং নির্ম্মলেঽম্বয়ে॥
ইতি ক্রুদ্ধা দ্বিজশ্রেষ্ঠ অপকীর্ত্তিভয়াদপি।
পাপিনাং প্রবরং সর্ব্বে তত্যজুস্তং কুলাধমম্॥
ততো গতো মহারণ্যং বিনষ্টাখিলবৈভবঃ।

আকাশেও প্রদীপ দেয়, সে পাপী হইলেও হরিধামে যায়; আমি ইহা সত্য বলিতেছি। যে জন ভক্তি সহকারে ক্ষীর মধু ঘৃতাদি দ্বারা অচ্যুতকে স্নান করায়, হরি প্রীত হইয়া সেই সাধু জনকে কি না দেন? যে দেবদেবেশকে নৈবেদ্য পরমান্ন নিবেদন করে, তাহার পুণ্যসংখ্যা করিতে চতুর্ম্মুখও শক্ত নন। ১—১০। একাদশীতে সমাহিত ভাবে হৃষীকেশকে অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্রবৎ গোময় প্রাশন করিবে, পরে ব্রতী দ্বাদশীতে গোমূত্র প্রাশন করিবে। আর ত্রয়োদশীতে ক্ষীর ও চতুর্দ্দশীতে দধি প্রাশন করিবে। পাপশুদ্ধ্যর্থ চারিদিন এইরূপে কাটাইয়া পঞ্চমদিনে স্নানপূর্ব্বক বিধিবৎ কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি সহকারে ভোজন করাইবে; তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। পরে রাত্রিতে সুমন্ত্রিত পঞ্চগব্য অশন করিবে। বিপ্র! যে এরূপ করিতে অশক্ত, সে ফল-মূল ভোজন করিবে কিম্বা যথোক্ত বিধানে হবিষ্য করিবে। হে বিপ্র! যে জন শ্রীহরির পঞ্চক করে, তুলসীদলে সেই হরিকে পূজা করে, সে স্বয়ম্ভু নারায়ণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। পুরাকালে ত্রেতাযুগে দণ্ডকর নামে এক শূদ্র ছিল। সে নিত্য ধর্ম্মনিন্দা করিত। সে সদা অসত্যভাষী, মিত্রঘ্ন, বেশ্যাবিক্রমলোলুপ, ব্রহ্মস্বহারী, ক্রূর, পরস্ত্রী গমনে রত, শরণাগতহন্তা, পাষণ্ডজনসঙ্গকারী, গোমাংসাশী, সুরাপায়ী, বিশ্বাসঘাতী ও জ্ঞাতিদিগের বৃত্তিচ্ছেদী ছিল। হে দ্বিজোত্তম! তাহাকে এইরূপ দুশ্চরিত্র দর্শনে তাহার জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ পাপপরায়ণ সেই দণ্ডকের গৃহে আসিল। ১১—২০। জ্ঞাতিগণ বলিল, —অরে রে মূঢ় দুরাচার! আমাদের নির্ম্মল বংশে পূর্ব্ব পুরুষগণ যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তুই তাহা বিনাশ পাওয়াইতেছিস্। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ক্রুদ্ধ জ্ঞাতিগণ এই বলিয়া সেই পাপিপ্রবর কুলাধমকে পরিত্যাগ করিল। তার পর সেই দণ্ডকর সমস্ত বৈভবে

কুর্য্যাৎস দস্যুভিঃসার্দ্ধং দস্যুকর্ম্ম নিরন্তরম্ ॥২১
পথি প্রগচ্ছতাং তেষাং ভয়াদ্বিপ্র ন খাদিতুম্।
প্রাপ্তং কিঞ্চিৎক্ষুধার্ত্তাস্তে গতাশ্চান্যস্থলং প্রতি
তত্র প্রবিষ্টাস্তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা পুণ্যজনান্ বহূন্।
ধাত্রীমূলে স্থিতান্ ব্রহ্মন্ বৈষ্ণব ন্ দ্বিজ সত্তমান্
সর্ব্বে তে দস্যবো বিপ্র গতা দণ্ডকরোঽপি সঃ
তেষাং পরিসরং গত্বা প্রণামং বৈ চকার সঃ ॥২

দণ্ডকর উবাচ।

ক্ষুধার্ত্তোঽহং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃপ্রাণা যাস্যন্তি মে ধ্রুবম্
দদধ্বং খাদিতুং কিঞ্চিদ্যুষ্মাকং শরণ গতঃ ॥২৭
আকর্ণ্য বচনং তস্য প্রোচুস্তে ধর্ম্মতৎপরাঃ।
সর্ব্বপাপহরে খ্যক বিখ্যাতে বিষ্ণুপঞ্চকে ॥ ২৮
কথমন্নং খাদিতুং তে বাঞ্ছা অদ্য হরের্দিনে।
বিশেষং তে ব্রূহি সংজ্ঞা কা তে ভবতি
সাম্প্রতম্ ॥ ২৯
স উবাচ মুদা বিপ্রা নাম্না দণ্ডকরোঽপ্যহম্।
সর্ব্বপাপসমাযুক্তশ্চোদ্ধারো মে কথং ভবেৎ।
উচুস্তে বৈ ব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরুষ বিষ্ণুপঞ্চকম্।
বিপ্রাণামাজ্ঞয়া বিপ্র চকার বিষ্ণুপঞ্চকম্ ॥ ৩১
স প্রেত্য চ হরেঃ স্থানমারুহ্য স্যন্দনে বরে।
আসাদ্য শ্রীহরে রূপং তস্থৌ জন্মবিবর্জ্জিতঃ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা চাখ্যানং পাপনাশনম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি তৎক্ষণাৎ

শৌনক উবাচ।

শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৩৪
বিষ্ণুসান্নিধ্যদঞ্চৈব চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা চান্তে যাতি হরের্গৃহম্
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্ ॥ ৩৬
তদ্বদস্বাধুনা সূত বিধানং নামকীর্ত্তনে ॥ ৩৭

সূত উবাচ।

শৃণু শৌনক বক্ষ্যামি সংবাদং মোক্ষসাধনম্।

বিহীন হইয়া মহারণ্যে গেল, দস্যুগণ সহ মিলিয়া নিরন্তর দস্যুকর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহারা যে পথে দস্যুবৃত্তি করিত, ক্রমে তাহাদিগের ভয়ে সে পথে আর কোন প্রাণী যাতায়াত করিত না। সুতরাং তাহাদিগের খাদ্যের অভাব হইয়া উঠিল, তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইল। ব্রহ্মন্! সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা ধাত্রীমূলে অবস্থিত বহু পুণ্যজন বৈষ্ণব দ্বিজসত্তমগণকে দেখিতে পাইল। হে বিপ্র! সেই দস্যুরা সকলেই তাহাদের নিকটে গেল, সেই দণ্ডকরও গেল। সে যাইয়া প্রণাম করিল; বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা! আমি ক্ষুধার্ত্ত। আমার নিশ্চয়ই প্রাণ যাইবে। আমাকে কিছু খাইতে দেও; তোমাদের শরণাগত হইলাম। সেই ধর্ম্মতৎপর নরগণ তাহার বচন আকর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন,—অদ্য সর্ব্বপাপহর বিখ্যাত বিষ্ণুপঞ্চক হরি-দিনে তোমার অন্ন খাইতে বাঞ্ছা হইল কেন? তোমার সম্প্রতি কি সংজ্ঞা (অবস্থা পরিচয়), তাহা বিশেষ করিয়া বল। সে তখন আনন্দ সহকারে বলিল,—বিপ্রগণ! আমার নাম দণ্ডকর; আমি সর্ব্বপাপে সমাযুক্ত; কি প্রকারে আমার উদ্ধার হইতে পারে? ২১—৩০। তাঁহারা বলিলেন,—শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপঞ্চক ব্রত কর। হে বিপ্র! সে সেই বিপ্রদিগের আজ্ঞানুসারে বিষ্ণুপঞ্চক ব্রত করিল। মৃত হইয়া উত্তম স্যন্দনে আরোহণ করত হরি-স্থানে যাইয়া হরিরূপ ধারণপূর্ব্বক জন্মবর্জ্জিত হইয়া রহিল। এই পাপনাশন আখ্যান যে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। শৌনক বলিলেন,—শ্রীপ্রদ, সর্ব্বোপদ্রব-নাশন, সর্ব্বপাপক্ষয়কর, দুষ্টগ্রহনিবারণ, বিষ্ণুসান্নিধ্যদ এবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বিষ্ণুচরিত যে নর ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সে অন্তে হরির গৃহে যায়। যাহার উচ্চারণে নর পরম পদে যায়, সেই নামোচ্চারণমাহাত্ম্য শুনা যায় মহৎ অদ্ভুত। অতএব হে সূত! অধুনা সেই নামকীর্ত্তন-বিধান বল। সূত বলিলেন,—শুন, শৌনক! মোক্ষসাধন সংবাদ বলিব;

নারদঃ পৃষ্টবান্ পূর্ব্বং কুমারং তদ্বদামি তে ।৩৮
একদা যমুনাতীরে নিবিষ্টং শান্তমানসম্ ।
সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ নারদো রচিতাঞ্জলিঃ ।
শ্রুত্বা নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মব্যতিকরাংস্তথা ।৩৯
শ্রীনারদ উবাচ ।
যোঽসৌ ভগবতা প্রোক্তো ধর্ম্মব্যতিকরো নৃণাম্ ।
কথং তস্য বিনাশঃ স্যাত্তদুচ্যতাং ভগবৎপ্রিয় ।৪০
শ্রীসনৎকুমার উবাচ ।
শৃণু নারদ গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ ।
যৎপৃষ্টং লোকনির্ম্মুক্তিকারণং তমসঃ পরম্ ।৪১
সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা,
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপাশ্চ যে নিষ্ঠুরাঃ
যে চান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বেঽধমাস্তেঽপি হি,
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণাঃ শুদ্ধা ভবন্তি দ্বিজ
তস্যাপি দেবকরং করুণাকরং
স্থবিরজঙ্গমমুক্তিকরং পরম্ ।
অতিচরন্ত্যপরাধপরা জনা
য ইহ তানবতি ধ্রুবনাম হি । ৪৩
সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ ।৪৪
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎপতত্যধঃ । ৪৫
শ্রীনারদ উবাচ ।
কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ
যে নিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ।
শ্রীসনৎকুমার উবাচ ।
সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরহাম্ ।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ । ৪৮

পূর্ব্বে নারদ যাহা কুমারকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাই তোমার কাছে বলিতেছি। একদা নানাবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ ও ধর্ম্ম-ব্যতিকর দর্শন করত নারদ যমুনাতীরে নিবিষ্ট শান্তমানস সনৎকুমারকে রচিতাঞ্জলি হইয়া প্রশ্ন করিলেন। শ্রীনারদ কহিলেন,—আপনা কর্ত্তৃক সেই যে ধর্ম্মব্যতিকর উক্ত হইয়াছে, কিরূপে তাহার বিনাশ হইবে? হে ভগবৎপ্রিয়! আপনি তাহা বলুন। শ্রীসনৎকুমার বলিলেন,—হে গোবিন্দপ্রিয় গোবিন্দধর্ম্মবিৎ নারদ! তমঃপর লোকনির্ম্মুক্তিকারণ যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, শুন। ৩১—৪১। হে দ্বিজ! যাঁহারা সদাচার-বর্জ্জিত, শঠবুদ্ধি, ব্রাত্য, জগদ্বঞ্চক, দম্ভ অহঙ্কার পান ও পিশুনতাপরায়ণ, পাপ ও যাহারা নিষ্ঠুর, আর ধন-দার-পুত্রনিরত যে সকল অধম আছে, তাহারাও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ শরণ লইলে শুদ্ধ হয়। ইহ জগতে যাহারা সেই দেবকর স্থাবর-জঙ্গমমুক্তিকর পর করুণাকরকে অতিচরণ করিয়া অপরাধপর হয়, কেবল নামই তাহাদিগকে রক্ষা করে। সর্ব্বাপরাধকৃৎ হইলেও হরিসংশ্রয় ব্যক্তি মুক্তি পায়। যে দ্বিপদপাংসন সেই হরিরও অপরাধ করে, সে কদাচিৎ নামাশ্রয় হইলে নামের প্রভাবে অবশ্যই পরিত্রাণ পায়, কিন্তু সর্ব্বসুহৃদ্ সেই নামের অপরাধে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়। শ্রীনারদ কহিলেন,—বিপ্রেন্দ্র! যাহা কৃত হইলে নরগণের কৃত্য সকল বিনিহত করে এবং প্রাকৃত ভাব আনয়ন করে, ভগবানের নামের সেই অপরাধগুলি কি? শ্রীসনৎকুমার কহিলেন,—সজ্জনগণের নিন্দাই পরম অপরাধ বিস্তার করে, যাহা দ্বারা নামমহিমা খ্যাতি প্রাপ্ত হয়, তাহার গর্হণ ভগবান সহিবেন কিরূপে? ইহ জগতে যে শিব এবং বিষ্ণুর গুণ-নামাদি বুদ্ধিতে ভিন্ন দর্শন করে, সেও হরিনামের অহিতকর। গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দন এবং

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বন্
যশ্চোপদেশঃ স নামাপরাধঃ ॥ ৪৯

শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥৫০

এবং নারদ শঙ্করেণ কৃপয়া মহ্যং মুনীনাং পরং,
প্রোক্তং নাম সুখাবহং ভগবতো বর্জ্জ্যং সদা যত্নতঃ।
যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি সহসা নাম্নোঽপরাধান্ দশ,
ক্রুদ্ধা মাতরমপ্যভোজনপরাঃ খিদ্যন্তি তে বালবৎ ॥ ৫১

অপরাধবিমুক্তো হি নাম্নি জপ্তং সদাচর।
নাম্নৈব তব দেবর্ষে সর্ব্বং সেৎস্যতি নান্যতঃ ॥৫২

শ্রীনারদ উবাচ।

সনৎকুমার প্রিয়সাহসানাং
বিবেকবৈরাগ্যবিবর্জ্জিতানাম্।
দেহপ্রিয়ার্থাত্মপরায়ণানা-
মুক্তাপরাধাঃ প্রভবন্তি নো কথম্ ॥ ৫৩

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

জাতে নামাপরাধে তু প্রমাদে তু কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ৫৪

নামাপরাধযুক্তানি নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যৎ ॥৫৫

নামৈকং যস্য জিহ্বাং স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণবনিতালোভপাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

ইদং রহস্যং পরমং পুরা নারদ শঙ্করাৎ।
শ্রুতং সর্ব্বাশুভহরমপরাধনিবারকম্ ॥ ৫৭

বিদুর্বিজ্ঞভিধানং যে হ্যপরাধপরা নরাঃ।
তেষামপি ভবেন্মুক্তিঃ পঠনাদেব নারদ ॥ ৫৮

হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা। হইতে যে পাপীর বুদ্ধি নাম-বলে ভিন্ন না হয়, যমযাতনায়ই তাহার শুদ্ধি হয়। ধর্ম্ম ব্রত দান হোমাদি সর্ব্ব শুভক্রিয়ার সাম্য থাকিলেও নামের প্রমাদ হয়। শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ অথবা যে শুনিয়াও শুনে না এমন ব্যক্তি, আর তাহাকে যে উপদেশ করে, তাহাদিগের এইরূপ আচরণই নামাপরাধ। অহংমমতাদি-পরম যে অধম নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রীতি-রহিত থাকে, সেও নামে অপরাধী। ৪২—৫০। নারদ! মুনিদিগের এই পরম নামসুখাবহ বিষয় শঙ্কর কর্ত্তৃক কৃপাপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে; ইহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে; যাহারা জানিয়াও এই দশ অপরাধ বর্জ্জন না করে, তাহারা নিশ্চয়া অভোজনপর হইয়া মাতার প্রতি ক্রোধ করত বালবৎ খেদ করে। দেবর্ষে! নামে অপরাধ-বিমুক্ত থাকিয়া সদা জপ আচরণ কর, তোমার সকল অভীষ্ট নামেই সিদ্ধ হইবে, অন্য উপায়ে হয় না। শ্রীনারদ বলিলেন,—সনৎকুমার! প্রিয়সাহস, বিবেক-বৈরাগ্য-বিবর্জ্জিত, দেহাত্ম-প্রিয়ার্থপরায়ণ জনগণের উক্ত অপরাধ সকল কিরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না? শ্রীসনৎকুমার বলিলেন,—প্রমাদবশতঃ কোনরূপে নামাপরাধ জন্মিলে সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করত তদেকশরণ হইবে। যেহেতু নামাপরাধজ পাপ সকল নামেই হরণ করে। সেই নাম সকলই অবিশ্রান্ত প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বার্থসাধক হয়। শুদ্ধই হউক, অশুদ্ধই হউক, ব্যবধান রহিত হইয়া একটী মাত্র নামও যদি স্মরণ-পথগত, শ্রোত্রমূলগত, অথবা ছলক্রমেও উচ্চারিত হয়, তবে সত্য সত্যই তারণ করে। এমন নাম যদি দেহ-বনিতালুব্ধ পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে কি ফলজনক হয় না? বিপ্র! বস্তুতঃ এরূপ ক্ষেত্রেও শীঘ্রই ফলপ্রদ হয়। নারদ! পুরাকালে এই সর্ব্বাশুভহর অপরাধনিবর্ত্তক পরম রহস্য শঙ্কর হইতে শ্রুত হইয়াছি। যে নরগণ

নাম্নো মাহাত্ম্যমখিলং পুরাণে পরিগীয়তে।
তচ্চ পুরাণমখিলং শ্রোতুমর্হসি মানদ ॥ ৫৯
পুরাণশ্রবণে শ্রদ্ধা যস্য স্যাদ্ভ্রাতরন্বহম্।
তস্য সাক্ষাৎ প্রসন্নঃ স্যাচ্ছিবো বিষ্ণুশ্চ সানুগঃ
যৎস্নাত্বা পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসঙ্গমে।
তৎফলং দ্বিগুণং তস্য শ্রদ্ধয়া বৈ শৃণোতি যঃ ॥
যে পঠন্তি পুরাণানি শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
প্রত্যক্ষরং লভন্তে তে কপিলাদানজং ফলম্ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী
মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
যে শৃণ্বন্তি পুরাণানি কোটিজন্মার্জ্জিতং খলু।
পাপজালন্তু তে হিত্বা গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্ ॥৬৪
পুরাণবাচকং বিপ্রং পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
গোভূহিরণ্যবস্ত্রৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভির্মুনে ॥ ৬৫
কাংস্যৈর্বিনির্ম্মিতং পাত্রং জলপাত্রং মুদান্বিতঃ।
কর্ণকুণ্ডলকঞ্চৈব মুদ্রিকাং স্বর্ণনির্ম্মিতাম্ ॥ ৬৬

বিষ্ণুর নাম জানে, অথচ অপরাধপরায়ণ হয়, নারদ! তাহাদিগেরও পাঠ মাত্রেই অপরাধমুক্তি হয়। নামের অখিল মাহাত্ম্য পুরাণে পরিগীত আছে, এতএব হে নারদ। তুমি পুরাণ শুনিবার যোগ্য। হে ভ্রাতঃ! অন্বহ যাহার পুরাণ শ্রবণে শ্রদ্ধা, তাহার প্রতি শিব ও বিষ্ণু সাক্ষাৎ সানুগ প্রসন্ন হন। ৫৯—৬০। পুষ্কর প্রয়াগ বা সিন্ধুসঙ্গম তীর্থে যে ফল, যে জন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে তাহার তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়। যাহারা সমাহিত হইয়া পুরাণ পাঠ করে বা শ্রবণ করে তাহারা প্রতি অক্ষরে কপিলাদানজ ফল প্রাপ্ত হয়। অপুত্র পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধন লাভ করে, বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে, মোক্ষার্থী মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যাহারা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহারা পাপজাল পরিহার করত হরিমন্দিরে যায়। পুরাণবাচক বিপ্রকে ভক্তি ভাবে পূজা করিবে। মুনে! ভূ, হিরণ্য, বস্ত্র, গন্ধ পুষ্পাদি দিবে। কাংস্যনির্ম্মিত জলপাত্র

আসনঞ্চ তথা দদ্যাৎপুষ্পং মাল্যং তপোধন।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত দানং হীনফলং যতঃ ॥ ৬৭
পুরাণং বাচয়েদ্বিপ্র সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৮
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং পুষ্পমাল্যঞ্চ চন্দনম্।
দদ্যাদ্যঃ পুস্তকং ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ধরিমন্দিরম্ ॥
কুর্ব্বন্তি বিধিনানেন সম্পূর্ণং পুস্তকঞ্চ যে।
তেষাং নামানি লিম্পেত চিত্রগুপ্তোঽহর্নিশম্ ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে বিষ্ণুপঞ্চকনাম-মাহাত্ম্য-নামাপরাধাদিকীর্ত্তনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তে প্রাজ্ঞ কথয়স্ব সমূলকম্ ॥
প্রতিজ্ঞাপালনে পুণ্যং খণ্ডনে কিঞ্চ কিল্বিষম্ ॥
অনৃতে শপথে কিংবা সত্যে কিঞ্চ বদস্ব মুনে।
দক্ষিণং কিং করং দত্বা কৃপাং কৃত্বা কৃপার্ণব ॥২

দিবে। আর কর্ণকুণ্ডলক এবং স্বর্ণনির্ম্মিত মুদ্রিকা দিবে! তপোধন। আর আসন, পুষ্প ও মাল্য দিবে। বিত্তশাঠ্য করিবে না; যেহেতু দান হীনফল ফল হয়। বিপ্র! সর্ব্বকামার্থসিদ্ধির জন্য পুরাণ পাঠ করাইবে। সুবর্ণ রজত বস্ত্র পুষ্প মাল্য চন্দন যে ভক্তি সহকারে পুস্তকে দেয়, সে হরিমন্দিরে যায়। এই বিধি অনুসারে যাহারা পুস্তক সম্পূর্ণ করে, হে দ্বিজ! তাঁহাদের প্রতি সম্মানপূর্ব্বক চিত্রগুপ্ত নিত্য দপ্তর হইতে তাহাদের নাম লিপ্ত অর্থাৎ কর্ত্তিত করেন। ৬১—৭০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—প্রতিজ্ঞাপালনে কি পুণ্য, আর খণ্ডনেই বা কি পাপ? হে প্রাজ্ঞ! তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমূল বলুন মুনে! অনৃত শপথে বা

সূত উবাচ।

শৃণুষ্ব মুনিশার্দ্দূল কথয়ামি সমূলতঃ।
বৈষ্ণবানাং ত্বমগ্রোণ্যোঽসি সর্ব্বলোকহিতে রতঃ।
ধেনূনাস্তু শতং দত্বা যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ পুণ্যং কোটিগুণং প্রতিজ্ঞাপালনে দ্বিজ।
প্রতিজ্ঞাখণ্ডনান্মূঢ়ো নিরয়ং যাতি দারুণম্।
শতমন্বন্তরং যাবৎ পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫
ততোঽহস্ন জন্ম চাসাদ্য নির্দ্ধনস্য নিকেতনে।
অন্নবস্ত্রৈর্বিহীনঃ স্যাৎ ক্লেশী চাপি স্বকর্ম্মণা॥ ৬
সত্যেন শপথং কুর্য্যাদ্দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ।
তাবদ্দহতি বৈ গাত্রং বিষ্ণোর্বংশো ন লুপ্যতে
মিথ্যায়াং শপথে বিপ্র কিমহং বচ্মি সাম্প্রতম্।
সত্যে চৈবং ভবেৎ পাপমনৃতে শপথে কিমু॥ ৮
সত্যেন শ্রীহরের্গাত্রং স্পৃষ্ট্বা যাত্যতিদারুণম্।
শতমন্বন্তরং বিপ্র নিরয়ং মিথ্যয়া কিমু॥ ৯

নির্ম্মাল্যং শ্রীহরেঃ স্পৃষ্ট্বা সত্যেন মুনিপুঙ্গব।
গৃহীত্বা পুরুষান্ সপ্ত পচ্যতে নিরয়ে চিরম্॥ ১০
কদাচিজ্জন্ম সম্প্রাপ্য কুষ্ঠী চ প্রতিজন্মনি।
সত্যেনৈবং ভবেদ্বিপ্র অনৃতে বৈ কিমুচ্যতে
যো মর্ত্ত্যো দক্ষিণং দত্বা করং তৎপ্রতিপালয়েৎ
তস্য প্রাপ্তির্ভবেৎকৃষ্ণঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
করং দত্বা তু যো মর্ত্ত্যো বচনস্য চ পালনম্।
যাবন্ন কুর্য্যাৎপিতরঃ প্রাপ্নুবন্তি চ যাতনাম্॥ ১২
স্বয়ন্তু মুনিশার্দ্দূল নিরয়ং যাতি দারুণম্।
উদ্ধারং কোটিকল্পান্তে মৃতো যাতি ন সংশয়ঃ॥

শৌনক উবাচ

কৃষ্ণপ্রাপ্তিঃ পুরা কস্য করস্য প্রতিপালনাৎ।
দক্ষিণস্য মুনে ব্রূহি শ্রোতুমিচ্ছামি সাদরাৎ॥ ১৫

সূত উবাচ।

পুরা কাঞ্চিপুরে শূদ্রো নাম্নাসীদ্বীরবিক্রমঃ।
বহ্বাশী পৃথুলাঙ্গশ্চ বহুবক্তাতিসুন্দরঃ। ১৬
ধনবান পুত্রবান্ সত্যো বিদ্বান্ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।

সত্যে কি হয়? দক্ষিণ কর দান করিয়া তাহা মিথ্যা করিলেই বা কি হয়? হে কৃপার্ণব! কৃপা করিয়া বল। সূত বলিলেন,—মুনিশার্দ্দূল আমি সমূলে বলিতেছি। তুমি বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য, সর্ব্বলোকহিতে রত; তুমি শ্রবণ কর। দ্বিজ! শতধেনু দানে নর যে ফললাভ করে, প্রতিজ্ঞা পালনে তদপেক্ষা কোটিগুণ পুণ্য। মূঢ় নর প্রতিজ্ঞা খণ্ডনে দারুণ নিরয়ে যায়। সে শত মন্বন্তর যাবৎ পাচ্যমান হয়; ইহাতে সংশয় নাই। তার পর স্বকর্ম্মফলে ইহলোকে নির্দ্ধনের নিকেতনে জন্ম লাভ করত অন্ন-বস্ত্রবিহীন ক্লেশভাগী হয়। সত্য দ্বারা দেবাগ্নি-গুরুসন্নিধানে শপথ করিলে, তাবৎকাল বিষ্ণুর গাত্র দগ্ধ হয়। তাহার বংশ থাকে না; লুপ্ত হয়। বিপ্র! শপথ মিথ্যা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? সত্য শপথ করিলেই এরূপ পাপ হয়, অনৃত শপথের আর কথা কি? শ্রীহরির গাত্র স্পর্শ করিয়া সত্য করিলে, হে বিপ্র! শত মন্বন্তর অতি দারুণ নিরয়ে যায়। শপথ মিথ্যা করিলে যে কি হয়,

তাহা আর কি বলিব? ১—৯। মুনিপুঙ্গব! শ্রীহরির নির্ম্মাল্য স্পর্শ করত সত্য করিলে নিজ সপ্ত পুরুষ লইয়া চিরকাল নিরয়ে বাস করে। পরে কদাচিৎ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিজন্মে কুষ্ঠী হয়। বিপ্র! সত্য করিলেই এইরূপ ফল, যদি সত্য অনৃত করে, তবে তাহার কথা কি বলিব? যে মর্ত্ত্য দক্ষিণ কর প্রদানপূর্ব্বক সত্য করিয়া তাহা প্রতিপালন করে, তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়; আমি ইহা সত্য সত্য বলিতেছি! মর্ত্ত্য করদানপূর্ব্বক যাবৎ বচন প্রতিপালন না করে, পিতৃগণ তাবৎ যাতনাপ্রাপ্ত হন। মুনিশার্দ্দূল সে স্বয়ংও মৃত হইয়া দারুণ নিরয়ে যায়; কোটি কল্পান্তে উদ্ধার লাভ করে! ইহার সংশয় নাই। শৌনক বলিলেন,—মুনে! দক্ষিণ কর প্রদানে পুরাকালে কাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহা বলুন; আমি সাদরে শুনিতে ইচ্ছা করি! সূত কহিলেন,—পুরাকালে কাঞ্চিপুরে বীরবিক্রম নামে এক শূদ্র ছিল। সে বহ্বাশী, পৃথুলাঙ্গ

বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পূজকঃ সর্ব্বদৈব তু ॥ ১৭
পিতৃভক্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাপালকঃ সদা।
বাচাং গুরুজনানাঞ্চ পালকো হরিসেবকঃ ॥১৮
একদা সুন্দরো গেহং শ্বপচস্তস্য ছদ্মনা।
প্রাপ্তো ধৃত্বা ব্রাহ্মণস্য রূপং বৈ তরুণঃ সুধীঃ

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শৃণু মে বচনং বীর মম জায়া মৃতা শুভা।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথয়াদ্যানুকম্পয়া ॥২০
বিবাহং যো জনঃ কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
কিঞ্চ দানৈঃ কিঞ্চ তীর্থৈঃ কিং যজ্ঞৈর্ব্রতকোটিভিঃ
ইতি শ্রুত্বা বসৌ বিপ্রবোক্তবান্ বীরবিক্রমঃ
শৃণু মে বচনং ব্রহ্মন বালাস্তি মম কন্যকা ॥২২
যদীচ্ছা তে ভবেদ্বিপ্র দাস্যামি বিধিপূর্ব্বকম্।
নয় মে দক্ষিণং হস্তং দাস্যামি চান্যথা ন হি ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং শ্রুত্বা জগ্রাহ দক্ষিণং করম্।
শ্বপচো হর্ষযুক্তো বৈ প্রোবাচ বচনং স্থিতি ॥২৪

বহুবক্তা, অতি সুন্দর, ধনবান, পুত্রবান, সভ্য, বিদ্বান্, সর্ব্বজনপ্রিয়, বিপ্র ও অতিথি-দিগের সদা পূজক, পিতৃভক্ত, সদা প্রতিজ্ঞা-পালক, গুরুজনের বাক্যপালক এবং হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হরিসেবক ছিল। একদিন এক সুন্দর শ্বপচ (চণ্ডাল) ছলক্রমে তরুণ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বলিল,—হে বীর! আমার বাক্য শুন। আমার শুভা জায়া মৃতা হই-য়াছে, আজ আমি কি করি। কোথায় যাই। অনুকম্পা করিয়া বল। ১১—২০। যে জন সাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের বিবাহ করা-ইয়া দেয়, তাহার দানেই কি, যজ্ঞেই কি? ব্রতকোটিতেই বা কি প্রয়োজন? বিপ্র! সেই বীরবিক্রম ইহা শুনিয়া উত্তর করিল,—ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শুন। আমার একটী বালিকা কন্যা আছে। বিপ্র! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমি বিধিপূর্ব্বক দান করিব। এই আমার দক্ষিণ হস্ত নেও, দিব, অন্যথা হইবে না। শ্বপচ তাহার এই বাক্য শুনিয়া হর্ষ-যুক্ত হইল, দক্ষিণ কর গ্রহণ করিল,—আর

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কুহস্তে ভক্ষণং মহ্যং দেহি কন্যাং শুভান্বিতাম্
বিলম্বে বহুবিঘ্নং স্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্ ॥

বীরবিক্রম উবাচ।

তুভ্যং স্বঃকন্যকাং ব্রহ্মন্ দাস্যামি নাস্তি চান্যথা
দক্ষিণং স করং দত্ত্বা ন কুর্য্যাৎপুরুষাধমঃ ॥২৬

সূত উবাচ।

ব্রাহ্মণং কৃষ্ণশর্ম্মাণমাহূয়াকথয়ন্মুনে।
পুরোহিতমিদং সর্ব্বং প্রোবাচ সংবিদং দ্বিজ ॥
কথং প্রিয়ায় তে কন্যাং শূদ্রায় দাতুমিচ্ছসি।
অজ্ঞাতায়াকুলীনায় ন দদস্ব বিশেষতঃ ॥ ২৮
উচুস্তজ্জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে জনকাদ্যাস্তপোধন।
অস্মাকং বচনং তাত শৃণুষ বীরবিক্রম ॥২৯
ন জ্ঞায়তে কুলং যস্য দেশগোত্রধনং তথা।
শীলং বয়স্তস্য কন্যা সুজনৈর্ন চ দীয়তে ॥ ৩০
স উবাচ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দত্তং মে দক্ষিণং করম্।
কদাচিদন্যথা কর্ত্তুং ন শক্নোমি চ সর্ব্বথা ॥ ৩১
ইত্যুক্তা তান স বিপ্রায় কন্যাংদাতুং প্রচক্রমে

এই বাক্য বলিল। সেই ব্রাহ্মণ বলিল,—তুমি সত্বর ভক্ষণ করিয়া আমাকে শুভান্বিতা কন্যা দেও, বিলম্বে বহু বিঘ্ন হইবে। ইহা শাস্ত্রে নিশ্চিত। বীরবিক্রম বলিল,—ব্রহ্মন্! তোমাকে কন্যা কন্যা দান করিব, ইহার অন্যথা নাই। দক্ষিণ কর দান করিয়া যে প্রতিপালন না করে, সে পুরুষাধম। সূত বলিলেন,—মুনে! সে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণশর্ম্মাকে ডাকিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল। দ্বিজ! কৃষ্ণ-শর্ম্মা কহিলেন,—তুমি কেমন করিয়া অজ্ঞাত অকুলীন প্রিয় ব্যক্তিকে বা শূদ্রকে দিতে চাহিতেছ? বিশেষরূপে না জানিয়া দিও না। তপোধন! তাহার জ্ঞাতিগণ ও পিতা পিতৃব্যাদি সকলে কহিল,—বীরবিক্রম! শুন, যাহার দেশ গোত্র ধন বা শীল বয়সাদি জানা যাইতেছে না, তাহাকে সুজনগণ কন্যাদান করেন না। ২১—৩০। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সে বলিল,—আমি দক্ষিণ কর দিয়াছি; কখনই অন্যথা করিতে সর্ব্বথা শক্ত হইব

দৃষ্ট্বেতি জ্ঞাতয়ঃ সর্ব্বে বিস্ময়মদ্ভুতং যযুঃ ॥ ৩২
সত্যং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আবির্বভূব সহসা চারুহ্য গরুড়ং মুনে ॥ ৩৩
শ্রীভগবানুবাচ।
ধন্যং তে চ কুলং ধন্যা ধন্যস্তে জননী পিতা।
ধন্যং তে বচনং সত্যং ধন্যং তে দক্ষিণং করম্
ধন্যং কর্ম্ম চ তে জন্ম ত্রৈলোক্যে নৈব বিদ্যতে
এবং তে কর্ম্মণা সাধো চোদ্ধারং কুরুষে কুলম্
সূত উবাচ।
এবং ব্রুবতি শ্রীকৃষ্ণে বিমানং স্বর্ণনির্ম্মিতম্।
আগতং হরিগণৈর্যুক্তং সর্ব্বত্র গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৬
সর্ব্বং তস্য কুলং ব্রহ্মন্ সম্বপাকপুরোহিতম্।
রথে চারোপয়ামাস শঙ্খপদ্মধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৭
গৃহীত্বা তান্ হরিঃ সর্ব্বান্ গতো বৈকুণ্ঠমন্দিরম্
তত্র তস্থুশ্চিরং তে চ কৃত্বা ভোগং সুদুর্লভম্।
বচনং লঙ্ঘয়েদ্যস্তু যস্তু বা দক্ষিণং করম্।
সকুলো নিরয়ং যাতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্
তস্যান্নং সলিলং ব্রহ্মন্নগ্রাহ্যং পিতৃদৈবতৈঃ।
ত্যক্ত্বা ধর্ম্মো গৃহং তস্য ভীত্যা যাতি
দ্বিজোত্তম ॥ ৪০
দত্ত্বাশাং যো জনঃ কুর্য্যান্নৈরাশ্যঞ্চৈব মূঢ়ধীঃ।
স স্বকান্ কোটিপুরুষান্ গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ
বচনং লঙ্ঘয়েদ্যস্তু ধর্ম্মস্তেষাং বিলজ্জতি।
নৃপাগ্নিতস্করৈর্বিপ্র সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥
স্বর্গোত্তরমিমং সম্যক্ শ্রুত্বা স্বর্গোত্তরং ব্রজেৎ
জীবন্মুক্তস্ত্বিহামুত্র কৃষ্ণাখ্যং ধাম চোত্তমম্ ॥৪৩
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে স্বর্গখণ্ডে সূত
শৌনকসংবাদে প্রতিজ্ঞাপালনমহিম-
বর্ণনং নামৈকোনপঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

না। বিপ্র! সে তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া কন্যাদান করিবার উপক্রম করিল। জ্ঞাতিরা সকলে তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। মুনে! তাহার বাক্য সত্য শুনিয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সহসা আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন,—তোমার কুল ধন্য, তোমার জননী ধন্যা, তোমার পিতা ধন্য, তোমার সত্য বচন ধন্য, আর তোমার দক্ষিণ করও ধন্য। তোমার জন্ম-কর্ম্মও ধন্য; এমন আর ত্রৈলোক্যে বিদ্যমান নাই। হে সাধো! তুমি এরূপ কর্ম্ম দ্বারা কুল উদ্ধার করিতেছ। সূত বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতে থাকিলে হরিগণযুক্ত স্বর্ণনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ বিমান সকল ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। শঙ্খ-পদ্মধর স্বয়ং সেই সমস্ত রথে স্বপাক ও পুরোহিতের সহিত তদীয় সমস্ত কুল আরোপণ করিলেন। হরি তাহাদিগের সকলকে লইয়া বৈকুণ্ঠমন্দিরে গমন করিলেন। তাহারা তথায় চিরকাল সুদুর্লভ ভোগ করত বাস করিতে লাগিল। যে বচন বা দক্ষিণ কর লঙ্ঘন করে, সে নিজ কুল সহ নিরয়ে যায়, আমি ইহা সত্য সত্য বলিতেছি। ব্রহ্মন্! তাহার অন্ন ও জল পিতৃ-দেবতাদিগের গ্রাহ্য নহে। দ্বিজোত্তম! ধর্ম্ম ভয়বশতঃ তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। যে জন আশা দান করিয়া নিরাশ করে, সেই মূঢ়ধী স্বকীয় কোটি পুরুষ লইয়া নরকে যান। যাহারা বচন লঙ্ঘন করে, নৃপ, অগ্নি ও তস্কর দ্বারা ধর্ম্মও তাহাদিগকে বিলঙ্ঘন করেন। বিপ্র! ইহা সত্য-সত্য, সুনিশ্চিত। এই স্বর্গোত্তর পদ্মপুরাণ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া স্বর্গোত্তরে গমন করে। সে ইহলোকে জীবন্মুক্ত হইয়া পরকালে কৃষ্ণাখ্য পরম স্বর্গোত্তর ধাম প্রাপ্ত হয়। ৩০—৪৩।

সমাপ্তমিদং শ্রীপদ্মপুরাণ-
স্বর্গখণ্ডম্।